বিষয় ভিত্তিক

কুরআন ও হাদীস

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল ঃ জুল্‌লাবুম ও এ্যাডওয়ার্ড মন্টেন
(ফ্রান্সের প্রখ্যাত কুরআন গবেষক যাদের বিষয় ভিত্তিক কুরআন
মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত)

সংকলক ঃ মোস্তফা রশীদুল হাসান

খায়রুন প্রকাশনী
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৯১১৯৪৪৬, ০১৭১-৯০৭৭৮৫

বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস (দ্বিতীয় খণ্ড)
সংকলক ঃ মোস্তফা রশীদুল হাসান

প্রকাশকাল ঃ
এপ্রিল ২০১২
চৈত্র ১৪৩২
জমাদিউল আউয়াল ১৪১৮

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা শহীদুল হক

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স

প্রচ্ছদ ঃ
মাল্টিলিং

মুদ্রণ ঃ
মাল্টিলিংক
ইসলাম ভবন (২য় তলা), ৬৮ ফকিরাপুল, ঢাকা

ISBN : 984-8455-61-22 (Set)

মূল্য ঃ ৭৫০.০০

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীসের প্রকাশনা খুব বেশি সমৃদ্ধশালী নয়। অবশ্য এ বিষয়ের ওপর অনেকগুলো বই প্রকাশ পেয়েছে। তবে তাতে আয়াতের সংখ্যা খুবই কম। সংকলক মোস্তফা রশীদুল হাসান (উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেমে-দ্বীন, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ মরহুম মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)-এর বড় সন্তান) তার এই সংকলনে ফ্রান্সের প্রখ্যাত কুরআন গবেষক জুল্‌লাবুম ও এ্যাডওয়ার্ড মন্টেন-এর বিষয় ভিত্তিক কুরআনের সাথে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য হাদীস সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সংকলক প্রতিটি বিষয়ের ওপর অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করা সত্ত্বেও বই-এর কলেবর পাঠকের আয়ত্তের মধ্যে রাখার জন্য বহু হাদীস সংযোজন করা যায়নি বলে আমরা দুঃখিত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সংকলকের এই কাজের জন্য পরকালে নাজাতের পথ দেখাবেন ইনশাআল্লাহ্।

এ গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো প্রতিটি বিষয়ের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আয়াতও সংযোজন করা হয়েছে এবং কুরআনের বাংলা অনুবাদ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) কৃত কুরআনের বঙ্গানুবাদ থেকে নেয়ায় প্রকাশনাটি আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে এবং কুরআন-হাদীসের অনেক ভক্ত-অনুরক্তের দো'আ ও আর্থিক সহযোগিতায় বিশেষ করে কম্পিউটার কম্পোজিটর মরহুম মোহাম্মদ ওয়ালী উল্যাহ ভুইয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই প্রকাশনাটির দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ পাচ্ছে বলে আমরা খায়রুন প্রকাশনীর পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর জমীনে প্রতিষ্ঠার এক একনিষ্ঠ গোলাম মরহুম ওয়ালী উল্লাহ্ ভূইয়াকে জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল করবেন ইনশাআল্লাহ।

মোস্তফা শহীদুল হক
পরিচালক
খায়রুন প্রকাশনী

সূচীপত্র

বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস

দ্বিতীয় খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১১ অধ্যায়

আকীদাসমূহ

১. ওহী

কুরআন

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

কোনো মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে সামনাসামনি কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় ওহী (ইশারা)-র মাধ্যমে কিংবা পর্দার পেছন থেকে অথবা তিনি কোনো বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর নির্দেশে তিনি যা কিছু চান ওহী করেন। তিনি সুমহান ও সুবিজ্ঞানী। (সূরা আশ্-শূরা ঃ ৫১)

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۠ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পন্থার অনুসারী ছিল। (উত্তরকালে এ অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়।) অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বক্র-পথের পথিকদের জন্য শাস্তির ভয় দানকারী ছিল এবং তাদের সঙ্গে সত্য গ্রন্থ নাযিল করেন, যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, এর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে। (এবং ঐ সব মতবিরোধ এই কারণে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্যের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়নি।) মতবিরোধ তো তারাই করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এ জন্যই সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছে যে, মূলত তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল। অতএব যারা নবীগণের প্রতি ঈমান আনল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অনুমতিক্রমে সে সত্যের পথ দেখালেন, যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সত্যের পথ দেখিয়ে দেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৩)

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

জমিনে যতো গাছ আছে, তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়) —তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে, তাহলেও আল্লাহ্র কথাগুলো (লেখা) শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী। (সূরা লুকমান ঃ ২৭)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ... ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ... ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

(১৬৩) (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি পাঠিয়েছিলাম...। (১৬৪) এর পূর্বে আমরা সে রাসূলগণের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করেছি আর সে রাসূলগণের প্রতিও ওহী পাঠিয়েছি, যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করিনি....। (১৬৫) এসব রাসূলই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল যেন তাদেরকে প্রেরণের পর লোকদের কাছে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি-প্রমাণ না থাকে। আর আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আন-নিসা)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ... ﴿٤٧﴾

প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল রয়েছে,....। (সূরা ইউনুস ঃ ৪৭)

... وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ ... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

(৭) .... প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে। (৩৮) ... প্রত্যেক যুগের জন্যই একখানি কিতাব রয়েছে। (সূরা আর-রা'দ)

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾

(৭) আল্লাহ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, এর কথা স্মরণ রাখো। তিনি তোমাদের কাছে থেকে যে পাকা-পোখ্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তা ভুলে যেও না; অর্থাৎ তোমাদের এই কথা— "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।" আল্লাহ্কে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা লোকদের মনের কথা ভালো করে জানেন। (৮) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্র ওয়াস্তে সত্য নীতির ওপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, (এর ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো; কেননা খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্কে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল আছেন। (৯) যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে তাদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেওয়া হবে এবং তারা বড় প্রতিফল পাবে। (সূরা আল-আন'আম)

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ۝

তাদেরকে বলো ঃ জমিনে যদি ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত, তাহলে আমরা অবশ্যই কোনো ফেরেশতাকেই তাদের জন্য পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠাতাম। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৫)

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ، اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ، اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্বে আমরা যে নবী-পয়গাম্বর পাঠিয়েছিলাম তারা সকলে মানুষই ছিল। তারা এই জন-বসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাদের প্রতিই আমরা ওহী পাঠাচ্ছিলাম। এখন এই লোকেরা কি দুনিয়ার বুকে বিচরণ করেনি এবং সে জাতিসমূহের পরিণাম তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে? নিশ্চিতই পরকালের ঘর তাদের জন্য আরো উত্তম, যারা (নবী-রাসূলদের কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না? (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

.... اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ، فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ، وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ۝

.... অতঃপর তোমাদের এহেন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে, যখনি কোনো নবী তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছে— তখনি তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ— কাউকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছ আর কাউকে করেছ হত্যা! (সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৭)

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ، قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ، وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ، قُلِ اللّٰهُ ، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ۝

সে লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে নিতান্ত ভুল অনুমান করে নিয়েছে, যখন তারা বলেছে যে, আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করোঃ তাহলে সে কিতাব— যা মূসা নিয়ে এসেছিল, যা সমগ্র মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও হেদায়েত ছিল, যাকে তোমরা টুকরা টুকরা করে রাখছ— কিছু অংশ দেখাও আর অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখো এবং যার সাহায্যে তোমাদেরকে সে জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা না তোমাদের জানা ছিল, না তোমাদের বাপ-দাদাদের— সে কিতাব কে নাযিল করেছিল? শুধু এইটুকু বলে দাও যে, আল্লাহ। অতঃপর তাদেরকে নিজেদের যুক্তি-তর্কের খেলায় মত্ত হওয়ার জন্য ছেড়ে দাও।
(সূরা আল-আন'আম ঃ ৯১)

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ، كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ، تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ، قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۝

অজ্ঞ লোকেরা বলে ঃ আল্লাহ্ স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন কিংবা কোনো নিদর্শন

দেখান না কেন ? এ ধরনের কথা এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বলত। (অতীত ও বর্তমানের) এই সকল পথভ্রষ্টদের মনোবৃত্তি মূলত একই ধরনের। বিশ্বাসীদের জন্য তো আমরা নিদর্শনসমূহ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। (সূরা আল- বাকারা ঃ ১১৮)

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٤﴾ لَا يَصْلٰهَآ إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾

অতএব, আমরা তোমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিচ্ছি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলি সম্পর্কে। তাতে কেউ ভস্মীভূত হবে না, হবে কেবল সেই চরম হতভাগ্য ব্যক্তি, যে অমান্য করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (সূরা আল-লাইল ঃ ১৪-১৫)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا أَيْدِيْهِمْ ۚ أَخْرِجُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

সে ব্যক্তির তুলনায় বড় জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা বলে যে, আমার প্রতি অহী নাযিল হয়েছে অথচ প্রকৃতপক্ষে তার ওপর কোনো অহীই নাযিল করা হয়নি অথবা আল্লাহ্‌র নাযিল-করা জিনিসের মোকাবেলায় বলে যে, আমিও এরূপ জিনিস নাযিল করে দেখাব ? হায়! তুমি যদি জালিমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খেতে থাকে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকে ঃ দাও, বের করো তোমাদের জান-প্রাণ; আজ তোমাদেরকে সেসব কথার শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেওয়া হবে, যা তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ রূপে বকছিলে এবং তাঁর আয়াতের মোকাবেলায় অহংকার ও বিদ্রোহ দেখাচ্ছিলে। (সূরা আল-আন'আম ঃ ৯৩)

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۫ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

যে লোকেরা এ কিতাবকে এবং আমাদের রাসূলগণের সঙ্গে পাঠানো কিতাবসমূহকে অবিশ্বাস ও অমান্য করছে ? অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৭০)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ... ﴿٢﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ... ﴿٣﴾

(২)... এটি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব, (৩) আর যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সেই সবকেই তারা বিশ্বাস করে ....। (সূরা আল-বাকারা)

مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٢﴾

তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদের কাছে যে নতুন নসীহতের বিধানই আসে তাকে তারা অবহেলার সঙ্গে শোনে আর খেলার মধ্যে ডুবে থাকে। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২)

হাদীস

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنَ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلٰى رَسُوْا اللّٰهِ ﷺ فِى الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيْضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا -

আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলা (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর ওহী নাযিল হতো আর তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়ত। (মুসলিম)

وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَاتِيْكَ الْوَحْىُ فَقَالَ اَحْيَانًا يَاتِيْنِىْ فِىْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّ عَلَىَّ ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَاَحْيَانًا مَلَكَ فِىْ مِثْلِ صُوْرَةِ الرَّجُلِّ فَاَعِىْ مَايَقُوْلُ -

হযরত আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হারিস ইবন হিশাম (রা) নবী (স)কে প্রশ্ন করেন, আপনার কাছে ওহী কিভাবে আসে? তিনি বলেন ঃ কখনো তা আসে ঘণ্টার ধ্বনির মতো আর তা আমার জন্য খুবই কষ্টকর হয়। তারপর ওহী থেমে যায়, আর আমি শিখে নেই। আবার কখনো (ওহী নিয়ে) পুরুষের বেশে এক ফেরেশতা আসেন এবং তিনি যা বলেন, আমি তা শিখে নেই। (মুসলিম)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ اللّٰهُ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ كُرِبَ لِذٰلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ -

হযরত মুহাম্মদ ইবন মূসান্না (র) হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (স)-এর ওপর যখন ওহী আসত তখন তাতে তাঁর খুব কষ্ট হতো এবং তাঁর চেহারা মুবারক মলিন হয়ে যেতো। (মুসলিম)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ اَصْحَابُهُ رُؤُسَهُمْ فَلَمَّا اُتْلِىَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ -

হযরত মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি

বলেন, নবী (স)-এর ওপর যখন ওহী নাযিল হতো তখন তিনি মাথা নিচু করে ফেলতেন এবং তাঁর সাহাবীরাও মাথা নিচু করতেন। তারপর যখন ওহী শেষ হয়ে যেতো, তিনি তাঁর মাথা তুলতেন। (মুসলিম)

عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ اَنَّهٗ سَاَلَ سَعِيْدَبْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِكُ بِهٖ شَفَتَيْهِ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لَهٗ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ يَخْشٰى اَنْ يَّنْفَلِتَ مِنْهُ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ اَنْ نَجْمَعَهٗ فِىْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهٗ اَنْ نَقْرَاَهٗ فَاِذَا قَرْأْنَهٗ يَقُوْلُ اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ اَنْ نُبَيِّنَهٗ عَلٰى لِسَانِكَ -

হযরত মূসা ইবনে আবু আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী, 'লা তুহাররিক বিহী লিসানাকা' সম্পর্কে সাঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, (নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি) যখনই কোনো আয়াত নাযিল হতো, তখনই তিনি তাঁর ঠোঁট দুটি দ্রুত নাড়াতেন। তাই তাঁকে বলা হলো আপনি আপনার জিহ্বা নাড়বেন না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর কোনো অংশ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করতেন। (মহান আল্লাহ বলেছেনঃ) "তোমার হৃদয়ে আমিই ওহীকে জমা করে দেবো" অর্থাৎ স্মৃতিবদ্ধ করে দেবো। আর তা পড়ানর দায়িত্বও আমার। তাই যখন আমি তা পড়ি অর্থাৎ জিবারাইলের মাধ্যমে নাযিল করি তখন জিবরাইলের পাঠ করাকে অনুসরণ করো। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার। অর্থাৎ আপনার মুখ দিয়ে তা বর্ণনা করিয়ে দেবো। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَايَرَى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ اُوْلَاتِ الْعَدَدِ قَبْلِ اَنْ يَّرْ جِعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِىْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ قَالَ مَااَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِى فَغَطَّنِى حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ قَالَ قُلْتُ مَااَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَااَنَابِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ -الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ -عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ - فَرَ جَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرْجُفُ بِوَادِرُهٗ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِىْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِخَدِيْجَةَ اَىْ خَدِيْجَةُ مَالِى وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ

لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِى قَالَتْ لَهٗ خَدِيْجَةُ كَلَّا اَبْشِرْ فَوَاللّٰهِ لَايُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا وَاللّٰهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَتَحِمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِىءُ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةَ حَتّٰى اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ اَخِى اَبِيْهَا وَكَانَ امْرَءًا تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِىَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًاكَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ فَقَالَتْ لَهٗ خَدِيْجَةُ اَىْ عَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ اَخِيْكَ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ يَابْنَ اَخِى مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَارَاٰهُ فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعًا يَالَيْتَنِىْ اَكُوْنُ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِىَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهٖ اِلَّا عُوْدِىَ وَاِنْ يُّدْرِكْنِى يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا -

হযরত আবু তাহির আহমাদ ইবনে আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে সারহ (রহ) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। আর তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা সকালের সূর্যের মতোই সুস্পষ্টরূপে সত্যে পরিণত হতো। তাঁর কাছে একাকী থাকা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তারপর তিনি হেরা গুহায় নির্জনে কাটাতে থাকেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে তিনি একধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং এর জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি খাদিজার কাছে ফিরে যেতেন এবং আর কয়েক দিনের জন্য অনুরূপভাবে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসতেন। তিনি হেরা গুহায় যখন ধ্যানে রত ছিলেন, তখন তাঁর কাছে ফেরেশতা আসলেন। বললেন ঃ পড়ুন। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেন ঃ তখন ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমার খুব কষ্ট হলো। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ পড়ুন! আমি বললাম, আমি তো পড়তে সক্ষম নই। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দ্বিতীয়বারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমার খুবই কষ্ট হলো। পরে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ পড়ুন! আমি বললাম ঃ আমি তো পড়তে পারি না। এরপর আবার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তৃতীয়তবারও এমন জোরে চাপ দিলেন যে আমার খুবই কষ্ট হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ "পাঠ করুন! আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষক 'আলাক' থেকে। পাঠ করুন! আর আপনার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" —(সূরা আলাক-১০৫) এরপর রাসূলুল্লাহ সলাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ওহী নিয়ে ফিরে এলেন। তার স্কন্ধের পেশীগুলো কাঁপছিল। খাদিজা (রা)-এর কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, তোমরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সলাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি দূর হলো। এরপর খাদিজা (রা)কে সকল ঘটনা উল্লেখ করে বললেন ঃ খাদিজা আমার কি হলো? আমি আমার নিজের ওপর আশঙ্কা

করছি। খাদিজা (রা) বললেন, না, কক্ষনো তা হবে না। বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আল্লাহ্র কসম! আপনি স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখেন, সত্য কথা বলেন, দুঃখীদের দুঃখ নিবারণ করেন, দরিদ্রদের বাঁচার ব্যবস্থা করেন, অতিথি সেবা করেন এবং প্রকৃত দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করেন। এরপর খাদিজা (রা) রাসূলুল্লাহ সলাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওরাকা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা-এর কাছে নিয়ে আসেন। ওরাকা ছিলেন খাদিজা (রা)-এর চাচাত ভাই; ইনি জাহিলিয়াতের যুগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী লিখতে জানতেন এবং ইন্জিল কিতাবের আরবী অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ এবং তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। খাদিজা (রা) তাঁকে বললেন ঃ চাচা, (সম্মানার্থে চাচা বলে সম্বোধন করেছিলেন। অন্য রেওয়ায়েতে "হে চাচাত ভাই" এ কথার উল্লেখ রয়েছে) আপনার ভাতিজা কি বলছেন শুনন তো! ওরাকা ইবনে নাওফাল বললেন, হে ভাতিজা! কি দেখেছিলেন? রাসূলুল্লাহ সলাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন সব কিছু বর্ণনা করলেন। ওরাকা বললেন, এ তো সে সংবাদবাহক যাকে আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়! আমি যদি সে সময় যুবক থাকতাম, হায়! আমি যদি সে সময় জীবত থাকতাম, যখন আপনার জ্ঞাতিগোষ্ঠী আপনাকে দেশ থেকে বের করে দেবে। রাসূলুল্লাহ সলাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সত্যি কি আমাকে তারা বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ। যে ব্যক্তিই আপনার মতো কিছু (নবুওয়াত ও রিসালাত) নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে, তার সঙ্গেই এরূপ দুশমনী করা হয়েছে। আর আমি যদি আপনার সে যুগ পাই তবে আপনাকে আরো পূর্ণ সহযোগিতা করব। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَاجِبْرَائِيْلُ مَايَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَابَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَالَ هٰذَا كَانَ الْجَوَابُ لِمُحَمَّدٍ -

(আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) জিবরাঈল (আ)-কে বললেন, হে জিবরাঈল, তুমি আমার কাছে যেভাবে এসে থাকো, তার চাইতে বেশি আসতে তোমার কি বাধা আছে। তখন এ আয়াত নাযিল হলো, "আমি আপনার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া আসি না। আমাদের সামনে, পেছনে ও এতদোভয়ের মাঝখানে যা আছে সবই তার। আর আপনার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ভুল করবার নন।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (স) এর জন্য এটিই তাঁর কথার জওবাব। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَامِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ اِلَّا اُعْطِىَ مَامِثْلَهٗ اُمَّتِىْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا عَانَ الَّذِىْ اُتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَىَّ فَارْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (স) এরশাদ করেছেন, এমন কোনো নবী ছিলেন না যাকে মুজেজা দেওয়া হয়নি, যা (মুজেজা) থেকে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী, যা আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে অবতীর্ণ

করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি কেয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা সর্বাধিক হবে। (বুখারী)

২. মৌলিক গুনাহ

কুরআন

وَقُلْنَا يَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

(৩৫) অতঃপর আমি আদমকে বললাম ঃ "তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই বেহেশতে বসবাস করতে থাকো এবং এখানে যা-ই চাও পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে খেতে থাকো, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেও না; অন্যথায় জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" (৩৬) শেষ পর্যন্ত শয়তান উভয়কেই সে গাছ সম্পর্কে প্রলোভিত করে আমার নির্দেশ অমান্য করতে প্রবৃত্ত করল এবং তারা যে অবস্থায় ছিল, তা থেকে তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করে ছাড়ল। আমি আদেশ করলাম ঃ "এখন তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন; একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে পৃথিবীতে থাকতে এবং সেখানেই জীবন যাপন করতে হবে।" (৩৭) তখন আদম তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল, তার প্রভু তার এ তওবা কবুল করলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা আল-বাকারা)

وَيٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝ يٰبَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ يٰبَنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۚ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

(১৯) আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়ই এই জান্নাতে বসবাস করো, এখানে তোমাদের মন যা চায় তা খাও; কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট ভুলক্রমেও যাবে না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" (২০) অতঃপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করল, যেন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ যা পরস্পরের নিকট গোপনীয় করা হয়েছিল, তা তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেয়। সে তাদেরকে বলল ঃ তোমাদের আল্লাহ যে তোমাদেরকে এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর কারণ এটা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে না যাও কিংবা তোমরা যেন চিরন্তন জীবন লাভ করে না বসো। (২১) আর সে শপথ করে তাদের বলল, "আমি তোমাদের সত্যিকারের কল্যাণকামী।" (২২) এভাবে সে ধোঁকা দিয়ে সে দু'জনকে ক্রমান্বয়ে নিজের চক্রান্ত জালে বন্দী করে নিল। শেষ পর্যন্ত তারা দু'জন যখন এই বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের গোপনীয় স্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তাঁরা জান্নাতের পত্র-পল্লব দ্বারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগল। তখন তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করিনি ? আর বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন ?" (২৩) তারা উভয়ই বলে উঠল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন তুমিই যদি আমাদের ক্ষমা না করো আর আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবো। (২৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও; তোমরা পরস্পরের দুশমন। আর তোমাদের জন্য এক বিশেষ সময়-কাল পর্যন্ত জমিনেই বসবাসের জায়গা ও জীবনের সামগ্রী রয়েছে। (২৫) আরো বললেন ঃ "সেখানেই তোমাদের বাঁচতে হবে, সেখানেই তোমাদের মরতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেখান হতেই তোমাদের বের করা হবে।" (২৬) হে আদম সন্তান ! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পারো। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবত লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (২৭) হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে তেমন করে ফেতনায় ফেলতে না পারে, যেমন করে সে তোমাদের (আদি) পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তাদের পোশাক তাদের দেহ থেকে খুলে ফেলেছিল, যেন তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সে এবং তার সঙ্গী-সাথীরা তোমাদেরকে এমন এক স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানগুলোকে আমরা ঈমানদার নয় এমন লোকদের জন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দিয়েছি।

(সূরা আল-আরাফ)

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟
إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ۝ إِنَّ
لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۝ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ
يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ۝ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ۝ ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝
وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝

(১১৫) আমরা ইতিপূর্বে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা ভুলে গেলো আর আমরা তার মধ্যে কোনো দৃঢ় সংকল্প পাইনি। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো। তারা সকলে তো সিজদায় পড়ে গেলো, কিন্তু শুধু ইবলীস অমান্য করে বসল। (১১৭) তখন আমরা আদমকে বললাম ঃ দেখো, এ কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে দেবে আর তোমরা বিপদে পড়ে যাবে। (১১৮-১১৯) এখানে তো তুমি মহা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছ, না অভুক্ত উলঙ্গ থাকছ, না পিপাসা ও রৌদ্রতাপে কষ্ট পচ্ছ। (১২০) কিন্তু শয়তান তাকে প্রলোভিত করল। অতঃপর বলতে লাগল ঃ "হে আদম! তোমাকে সে গাছটি দেখাব কি, যার দ্বারা চিরন্তন জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায় ? (১২১) শেষ পর্যন্ত উভয়ই (স্বামী-স্ত্রী) সে গাছের ফল খেলো। পরিণাম এই হলো যে, সহসাই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সম্মুখে অনাবৃত হয়ে পড়ল। আর দু'জনই নিজে নিজেকে জান্নাতের পাতা দ্বারা ঢাকতে লাগল। (এভাবে) আদম তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী করল এবং সত্য-সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। (১২২) অতপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে বাছাই করে সম্মানিত করল ও তার তওবা কবুল করল এবং তাকে হেদায়েত দান করল। (১২৩) আর বলল ঃ তোমরা (দুই পক্ষ— মানুষ ও শয়তান) এখান হতে নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের দুশমন হয়ে থাকবে। এখন আমার কাছে থেকে তোমাদের কাছে যদি কোনো হেদায়েত পৌঁছায়, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসরণ করে চলবে, সে বিভ্রান্তও হবে না, দুর্ভাগ্যেও নিমজ্জিত হবে না।

(সূরা ত্বা-হা)

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(৩৮) আমরা বললাম ঃ "তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর আমার কাছ থেকে যে জীবন-বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। (৩৯) আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা বাকার)

... وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ
ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ۝

(১২১) ..... (এভাবে) আদম তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী করল এবং সত্য-সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। (১২২) অতপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে বাছাই করে

সম্মানিত করল ও তার তওবা কবুল করল এবং তাকে হেদায়েত দান করল। (১২৩) আর বললঃ তোমরা (দু' পক্ষ— মানুষ ও শয়তান) এখান হতে নেমে যাও। তোমরা পরস্পরের দুশমন হয়ে থাকবে। এখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে যদি কোনো হেদায়েত পৌছায়, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসরণ করে চলবে, সে বিভ্রান্তও হবে না, দুর্ভাগ্যেও নিমজ্জিত হবে না। (সূরা ত্বা-হা)

হাদীস

حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّىُّ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ دِيْنَارٍ) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍوعَنْ طَاؤُسٍ قَالَ سَمِيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى يَااٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى اِصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلاَمِهٖ وَخَطَّالَكَ بِيَدِهٖ اَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ عُمَرَ وَاَبْنِ عَبْدَةَ قَالَ اَحَدُهُمَا خَطَّ وَقَلَ الاٰخَرُ كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهٖ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাতিম, ইব্রাহিম ইবনে দীনার, ইবনে আবু উমর মাক্কী ও আহ্মাদ ইবনে আবাদা দাবিয়্যু ও তাউস (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদের বের করে দিয়েছেন। তখন আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি তো মূসা (আ)। আল্লাহ্র তা'আলা আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে মনোনীত (সম্মানিত) করেছেন এবং আপনাকে লিখিত কিতাব (তাওরাত) দিয়েছেন। আপনি কি এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আদম (আ) মূসা (আ)-এর ওপর তর্কে বিজয়ী হলেন। আর ইবনে আবু উমর ও ইবনে আবাদাহ বর্ণিত হাদীসে তাদের একজন বলেছেন, লিখে দিয়েছেন। অন্যজন বলেছেন, তিনি তাঁর হাতে তোমার জন্য তাওরাত লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ يَزِيْدَ (وَهُوَ ابْنُ هُرْمُزَ) وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَسْجَدَلَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَاَسْكَنَكَ فِىْ جَنَّتِهٖ ثُمَّ اَهْبَطْتَ النَّاسِ بِخَطِيْئَتِكَ اِلَى الْاَرْضِ فَقَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسَى الَّذِىْ اَصْطَفَاكَ

اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ وَاَعْطَاكَ الْاَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللّٰهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ قَالَ مُوْسٰى بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ اٰدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِيْهَا وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ عَلَيَّ اَنْ اَعْمَلَهٗ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِيْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসার (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আদম (আ) ও মূসা (আ) তাঁদের প্রতিপালকের কাছে তর্কে অবতীর্ণ হলেন। আদম (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মাঝে তিনি তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। তিনি তাঁর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং তাঁর জান্নাত আপনাকে বসবাস করতে দিয়েছেন। এরপর আপনি আপনার ভুলের দ্বারা মানুষকে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়েছেন। আদম (আ) বললেন, আপনি তো সেই মূসা (আ) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রিসালাতের দায়িত্ব ও তাঁর কালামসহ মনোনীত করেছেন এবং আপনাকে দান করেছেন ফলকসমূহ, যাতে সব কিছুর বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে এবং একান্তে কথোপকথনের জন্য নৈকট্য দান করেছেন। সুতরাং আমার সৃষ্টির কত বছর আগে আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন তা কি আপনি দেখতে পেয়েছেন? মূসা (আ) বললেন, চল্লিশ বছর আগে। আদম (আ) বললেন, আপনি কি তাতে পাননি— 'আদম তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করেছে এবং পথহারা হয়েছে'। বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, এরপর আপনি আমাকে আমার এমন কাজের জন্য কেন তিরস্কার করছেন যা আমাকের সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর আগে আল্লাহ্ তা'আলা আমার ওপর নির্ধারণ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এরপর আদম (আ) মূসা (আ)-এর ওপর বিজয়ী হলেন। (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ لَهٗ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِيْ اَخْرَجَتْكَ خَطِيْئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهٗ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى الَّذِيْ اِصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ ثُمَّ تَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে যুহায়র ইবন হারব ও ইবন হাতিম (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আদম (আ) ও মূসা (আ) বিতর্কে লিপ্ত হলেন। তখন মূসা (আ) তাকে বলেছেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যাকে তাঁর ভুল জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছে। তখন আদম (আ) তাকে বললেন, তুমি তো সেই মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তাঁর রিসালাত ও কালামের জন্য মনোনীত করেছেন। এরপরও তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করছ, এমন একটি বিষয়ের কারণে, যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার ওপর নির্ধারণ হয়েছিল। ফলে আদম (আ) মূসা (আ)-এর ওপর বিজয়ী হলেন।

৩. নিয়তি ও ভাগ্য

কুরআন

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

(১৭৮) আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দান করেন, কেবল সে-ই সত্য পথ লাভ করে আর তিনি যাকে তাঁর পথ-প্রদর্শন থেকে বঞ্চিত করেন, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। (১৭৯) এ কথা একান্তই সত্য যে, বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে, যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই পয়দা করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু এর সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ-শক্তি আছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো; বরং তা থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন। (সূরা আল-আ'রাফ)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তার মাধ্যমে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্র বন্দেগী করো এবং তাগুতের বন্দেগী হতে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকেও আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেছেন আর কারো ওপর গুমরাহী চেপে বসেছে। অনন্তর জমিনের ওপর একটু চলাফেরা করে দেখে নেও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। (সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ৩৬)

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝

আমরা চাইলে তো পূর্বেই প্রতিটি প্রাণীকে এর হেদায়েত দান করতাম। কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবো। (সূরা আস্-সাজদাহ ঃ ১৩)

হাদীস

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، فَاَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلَّاكُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ

عَلٰى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلٰى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلٰى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ : أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَلَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَاءَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى - الاية -

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাকীউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকী নামে পরিচিত) নামক স্থানে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইতোমধ্যে নবী (স) আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর কাছে একটি ছড়ি ছিল। তিনি আস্তে আস্তে ছড়িখানা মাটির ওপর আঘাত করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এমন কোনো ব্যক্তি নেই, জাহান্নাম বা জান্নাতে যার জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়নি অথবা সৌভাগ্যশালী বা দুর্ভাগ্য বলে নির্দিষ্ট হয়নি। (একথা শুনে) এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের সেই লিখিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আমল বা কাজকর্ম পরিত্যাগ করব না? কেননা আমাদের যারা সৌভাগ্যশালী বলে লিখিত হয়েছে তারা অচিরেই সৌভাগ্য মতে কাজ করতে অগ্রসর হবে। জবাবে রাসূল্লাহ বললেন, সৌভাগ্যশালীদের জন্য সৌভাগ্যের কাজ সহজ করে দেওয়া হয়। দুর্ভাগাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি (তাঁর কথার সমর্থনে) কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন فامامن اعطى واتقى অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান করল এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করল। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ، اَنَّ خَلَقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِى بَطْنِ أُمِّهٖ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَهٗ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَهٗ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ رِزْقَهٗ وَعَمَلَهٗ وَأَجَلَهٗ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيْدٌ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لَايَكُوْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْ خُلُهَا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যিনি সত্যবাদী ও স্বীকৃত মহাসত্যবাদী আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে শুক্র (বীর্য) চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত পর্যন্ত মায়ের পেটে অবস্থান করে। পরে অনুরূপ সময় পর্যন্ত জমা রক্তবিন্দু হয়ে থাকে। তারপর গোশত হয়ে অনুরূপ পরিমাণ সময় পর্যন্ত থাকে। এরপর আল্লাহ্ তার কাছে মালাইকা পাঠান। তাকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। সুতরাং তদানুযায়ী মালাইকা তাঁর রিযিক, আমল, মৃত্যু এবং ভাগ্যবান বা হতভাগ্য হওয়া সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে। এরপর তার প্রাণের সঞ্চার করা হয়। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো জান্নাতবাসী হওয়ার উপযুক্ত আমল করতে থাকে। এমনকি তার জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজের ব্যবধান থাকতে তার লিখিত তকদীর তার ওপর বিজয়ী হয় এবং সে জাহান্নামীর ন্যায় আমল করে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো জাহান্নামবাসী হওয়ার মতো আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক গজের ব্যবধান থাকতে তার লিখিত নিয়তী তার ওপর বিজয়ী হয় এবং সে জান্নাতবাসীর ন্যায় আমল করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لاِبْنُ نُمَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَاتَسْتَقِرُّ فِىْ الرَّحِمِ بِاَرْبَعِيْنَ اَوْ خَمْسَةٍ وَاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَيَقُوْلُ يَارَبِّ أَشَقِىٌّ اَوْسَعِيْدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ أَذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاَثَرُهُ وَاَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيْهَا وَلَايُنْقَصُ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র ও যুহায়র ইবনে হারব (র) হযরত হুযায়ফ ইবন উসায়দ (র) থেকে মারফু সনদে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জরায়ুতে চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ দিন শুক্র (বীর্য) স্থির থাকার পর সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে পরওয়ারদেগার! সে কি পাপী না পুণ্যবান? তখন লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর সে বলতে থাকে, সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? তখন নির্দেশ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। তার আমল, আচরণ, নিয়তী ও জীবিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ফলকটিকে ভাঁজ করে দেওয়া হয়। তাতে কোনো সংযোজন করা হবে না এবং বিয়োজনও নয়। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهَبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ اَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ الشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ فَاَتٰى رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ اُسَيْدِ الْغِفَارِىُّ فَحَدَّثَهُ بِذَالِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ وَكَيْفَ يَشْقِىُ رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اَتَعْجَبُ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَرَبِّ أَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى فَيَقْضِىْ رَبُّكَ مَاشَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ اَجَلُهُ فَيَقُوْلُ رَبُّكَ مَاشَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِىْ رَبُّكَ مَاشَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيْفَةِ فِىْ يَدِهِ فَلَا يَزِيْدُ عَلٰى مَااُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ -

হযরত আবু তাহির আহমাদ ইবনে আমর সারহ্ (র) ... আ'মির ইবনে ওয়ায়েলা (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে তার মাতৃ উদর থেকে হতভাগ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। আর ভাগ্যবান ব্যক্তি সে, যে অন্যের কাছ থেকে নসীয়ত লাভ করে। এরপর তিনি (আমির ইবনে ওয়াসিলার) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হুযায়ফা ইবন উসায়দ গিফারী (রা)-এর কাছে এলেন। তখন তিনি তাঁর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমল ব্যতীত একজন মানুষ কিভাবে গোনাহগার হতে পারে? এরপর তিনি [(হুযায়ফা (রা)] তাঁকে বললেন, তুমি কি এতে বিস্ময়বোধ

করছ? আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন শুক্রের (বীর্যের) ওপর বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠান। সে সেটিকে (শুক্রকে) একটি আকৃতি দান করে, তার কান, চোখ, চামড়া, গোশত ও হাড় সৃষ্টি করে দেয়। এরপর সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পুরুষ, না স্ত্রীলোক হবে? তখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যা চান নির্দেশ দেন এবং ফেরেশতা নির্দেশ মোতাবেক লিপিবদ্ধ করেন। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার বয়স কত হবে? তখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যা চান তাই বলেন এবং সেই মোতাবেক ফেরেশতা লেখেন। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার জীবিক কি হবে? তখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাঁর মর্জিমাফিক মীমাংসা করেন এবং ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করেন। এরপর ফেরেশতা তাঁর হাতে একটি লিপি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে তাতে বাড়ায়ও না এবং কমায়ও না। (মুসলিম)

৪. হিসাব-নিকাশের দিন

কুরআন

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۟ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(১১৩) ইহুদীরা বলে ঃ খ্রিস্টানদের কাছে কিছুই নেই আর খ্রিস্টানরা বলে ঃ ইহুদীদের কাছে কোনো সত্যই নেই। অথচ উভয়েই 'কিতাব' পাঠ করে। আর যাদের কাছে কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই, তারাও অনুরূপ দাবি পেশ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিনই তাদের এ মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। (২৪৩) তুমি সে সব লোকের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছ কি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে বের হয়ে পড়েছিল আর তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার ? আল্লাহ্ তাদের বললেন ঃ মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদেরকে পুনর্জীবন দান করলেন। বস্তুত আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু অধিকাংশ লোকই শোক্‌র আদায় করে না। (২৫৯) অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য

করো, যে এমন একটি জনপদ অতিক্রম করছিল যার বাড়ি-ঘরগুলো ভেঙে নিজ নিজ ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বলল ঃ এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদকে আল্লাহ্ পুনরায় কিভাবে জীবিত করবেন ? অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রাণ হরণ করে নিলেন এবং সে একশত বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। তারপর আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, কতকাল পড়েছিলে ? সে বলল ঃ একদিন বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমার ওপর দিয়ে এমনি অবস্থায় একশতটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন তোমার খাদ্য ও পানীয় একবার পরীক্ষা করে দেখো, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও দেখা দেয়নি। অপর দিকে একবার তোমার গাধাটাকেও দেখো (যে, এর দেহ পাঁজর পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে)। আর আমরা এটা এজন্য করেছি যে, আমরা তোমাকে জনগণের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিতে চাই। তারপর দেখতে থাকো, হাড়গোড়ের এ পাঁজরকে উঠিয়ে আমরা কিভাবে তাকে গোশত ও চামড়া দ্বারা ভরে দেই। এভাবে প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখন তার সামনে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হলো, তখন সে বলল ঃ আমি জানি, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (সূরা আল-বাকারা)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

(১০৬) যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্যমণ্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, "ঈমানের নিয়ামত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে ? তাহলে এখন এই নিয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময় স্বরূপ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করো। (১০৭) আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্র রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এই অবস্থায়ই থাকবে। (১৮৫) অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে। এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ (কাজের) প্রতিফল পুরোপুরিই কেয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলত সে ব্যক্তি, যে সেদিন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে ও জান্নাতে দাখিল হবে। বস্তুত এই দুনিয়াটা নিছক একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় ব্যতীত আর কিছুই নয়। (১৯৪) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে ওয়াদা করেছ, তা পূর্ণ করো এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জার কবলে নিক্ষেপ করো না। এটা নিঃসন্দেহ যে, তুমি কখনোই ওয়াদা খেলাফকারী নও। (সূরা আলে-ইমরান)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই। তিনি তোমাদের সকলকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের আগমনে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ্র কথা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে! (সূরা আন-নিসা ঃ ৮৭)

... لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ ... وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

(১২)... কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিত করবেন। বস্তুত এটা এক সন্দেহাতীত সত্য; কিন্তু যারা নিজেরাই নিজদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করে নিয়েছে, তারা এটা বিশ্বাস করে না। (৩৬) ... আর যারা মুর্দা, তাদেরকেও আল্লাহ্ কবর থেকে জিন্দাহ্ করে উঠাবেন। তখন (আল্লাহ্‌র বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য) তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। (৬০) তিনিই রাতের বেলা তোমাদের রূহ কবজ করেন আর দিনের বেলা তোমরা যা কিছু করো, তাও তিনি জানেন। তার দ্বিতীয় দিনে তিনি তোমাদেরকে সে কর্মজগতে ফিরিয়ে পাঠান, যেন জীবনের নির্দিষ্ট আয়ূষ্কাল পূর্ণ হতে পারে। কেননা তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা এখানে কি কাজ করছিলে, তা তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন। (সূরা আল-আন'আম)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

তিনিই আল্লাহ যিনি বাতাসকে স্বীয় রহমতের আগে ভাগে সুসংবাদ বহনকারী রূপে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন তা পানি বোঝাই-করা মেঘমালা বহন করে, তখন আমরা তাকে কোনো মৃত জমিনের দিকে চালিয়ে দেই এবং সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে (সে মৃত জমিন থেকে) নানা রকম ফল উৎপাদন করি। লক্ষ্য করো, এভাবেই আমরা মৃতদেরকে মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে নেই। সম্ভবত তোমরা এই পর্যবেক্ষণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (সূরা আল আরাফ ঃ ৫৭)

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥﴾

(২) তিনি আল্লাহ্ই, যিনি আকাশমণ্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর (খুটি) ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতঃপর তিনি নিজের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি স্থায়ী নিয়মের অনুসারী বানিয়ে দিয়েছেন। এই গোটা ব্যবস্থার প্রতিটি জিনিসই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। আর আল্লাহ্ই এ সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করেছেন। তিনি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন; সম্ভবত তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে। (৫) এখন যদি তোমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, তবে লোকদের এই কথাটি তো অধিক বিস্ময়ের বিষয়— "আমরা যখন মরব মাটি হয়ে যাবো, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি করা হবে ?" এরা সে লোক, যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-

প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে। এরা সে লোক, যারা গলদেশে শিকল পরে আছে । এরা জাহান্নামী এবং জাহান্নামেই চিরকাল থাকবে। (সূরা রা'আদ)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

(৩৮) এই লোকেরা আল্লাহ্‌র নামে কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে ঃ "আল্লাহ কোনো মৃতকে পুনরায় জীবন্ত করে উঠাবেন না।" —কেন উঠাবেন না? এতো একটি ওয়াদা, যা পূরণ করাকে তিনি নিজের জন্য ওয়াযিব করে নিয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (৩৯) আর এরূপ হওয়া এ জন্য জরুরী যে, আল্লাহ এদের সম্মুখে সে মহাসত্যকে প্রকাশ করে দেবেন, যে সম্পর্কে তারাই মতোভেদ করছে এবং মহাসত্য অমান্যকারীরা জানতে পারবে যে, তারাই মিথ্যাবাদী ছিল। (সূরা আন্ নাহ্‌ল)

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾
أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ
إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن
دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ
سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ
أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾

(৪৯) তারা বলে, "আমরা যখন কেবল হাড় ও মাটিতে পরিণত হবো, তখন কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্ট হয়ে উত্থিত হবো ?" (৫০) তাদেরকে বলো, তোমরা পাথর কিংবা লোহাও, যদি হয়ে যাও (৫১) কিংবা তা থেকেও কঠিন কোনো পদার্থ যা তোমাদের মতে জীবন গ্রহণ থেকে বহু দূরে অবস্থিত (তবুও তোমাদেরকে উঠান হবে)। তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে ঃ "কে আছে এমন, যে আমাদেরকে পুনরায় জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে ?ঃ জবাবে বলো ঃ "তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।" তারা মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করবেঃ "আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু এটি ঘটবে কবে ?" তুমি বলো ঃ "বিচিত্র কি— সে সময়টি অতি নিকটবর্তীও হতে পারে। (৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, তখন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে বের হয়ে আসবে। আর তখন তোমাদের ধারণা এই হবে যে, আমরা খুব অল্প সময়ই এই অবস্থায় পড়ে রয়েছি। (৯৭) আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন, সে-ই হেদায়েত পেয়ে থাকে। আর যাদেরকে তিনি গুমরাহীতে ফেলেন, সে ধরনের লোকদের জন্য তুমি আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকেও সাহায্যকারী ও সমর্থক পেতে পারো না। এই লোকদেরকে আমি কেয়ামতের দিন

উল্টা মুখে টেনে আনব— অন্ধ, বোবা ও বধির রূপে; তাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম। যখনই এর আগুন নিস্তেজ হয়ে আসবে, আমরা তাকে আরো তেজস্বী করে দেবো। (৯৮) এটা তাদের এই কাজের প্রতিফল যে, তারা আমাদের আয়াতসমূহ অমান্য করেছে আর বলেছে ঃ "আমরা যখন শুধু হাড় ও মাটিতে পরিণত হবো, তখন কি নতুন করে আমাদেরকে সৃষ্টি করে উঠিয় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে?" (৯৯) তারা কি এতটুকু কথা বুঝল না যে, যে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদেরই মতো আরো সৃষ্টি করার শক্তি রাখেন? তিনি এদের হাশরের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যার আগমন নিশ্চিত— অবধারিত। কিন্তু জালিম লোকেরা বারবারই তা অস্বীকার ও অমান্য করতে থাকবে। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۝ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝

(৯৯) আর সে দিন আমরা লোকদেরকে ছেড়ে দেবো, (সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো তারা) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। আর শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং আমরা সব মানুষকে একত্রিত করব। (১০০) সেদিন আমরা জাহান্নামকে সে কাফেরদের সামনে এনে উপস্থিত করব, (১০১) যারা আমার নসীহতের ব্যাপারে অন্ধ হয়েছিল এবং কিছুই শোনবার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। (সূরা আল-কাহ্ফ)

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ۝ اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۝

(৩৬) (আর ঈসা বলেছিল ঃ) আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এবং তোমারও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো, এ-ই সরল-সঠিক পথ। (৩৭) কিন্তু তারপর বিভিন্ন লোক পরস্পর মতভেদ করতে লাগল। অতএব যারা কুফরী করল, তাদের জন্য সে সময়টি বড়ই ধ্বংসকর হবে, যখন তারা এক মহাদিবস দেখতে পাবে। (৩৮) যখন তারা আমার সামনে উপস্থিত হবে, সেদিন তো তাদের কানও খুব শুনতে পাবে, তাদের চোখও খুব দেখতে থাকবে। কিন্তু আজ এ জালিমরা সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। (৩৯) (হে মুহাম্মদ!) এ অবস্থায় যখন এরা বে-খেয়াল হয়ে রয়েছে, ঈমান গ্রহণ করছে না, তাদেরকে সে দিনের ভয় দেখাও, যেদিন চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে এবং আফসোস ও অনুতাপ করা ছাড়া কোনোই উপায় থাকবে না। (৪০) শেষ পর্যন্ত আমরাই জমিন ও এর সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী হবো

এবং সব কিছু আমার দিকেই ফিরিয়ে আনা হবে। (৬৬) মানুষ বলে ঃ আমি যখন সত্যই মরে যাবো, তখন কি আমাকে পুনর্জীবিত করে উত্থিত করা হবে ? (৬৭) মানুষের কি এ কথা মনে পড়ে না যে, আমরা যখন তাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছি তখন তারা তো কিছুই ছিল না ? (৬৮) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের শপথ, আমরা অবশ্যই এসব লোককে এবং এদের সাথে শয়তানগুলোকেও ঘিরে আনব। তারপর জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে এনে তাদেরকে উপুড় করে ফেলে দেবো। (৯৩) জমিন ও আসমানের মাঝখানে যা কিছু আছে, তা সবই তাঁর সামনে বান্দাহ হিসেবে উপস্থিত হবে। (৯৪) তিনি সকলকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কেয়ামতের দিন সকলেই তাঁর সামনে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে বাধ্য হবে। (সূরা মারিয়াম)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ... وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝

(৫) হে লোকেরা! মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি মনে কোনো সন্দেহ পোষণ করে থাকো, তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে ... তোমরা দেখতে পাও, জমিন শুষ্কাবস্থায় পড়েছিল। অতপর যখনি আমরা এর ওপর মেঘ বর্ষণ করালাম, সহসাই সে সতেজ হয়ে উঠল; ফুল ফেঁপে উঠল এবং তা সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিজ্জ উৎপাদন করতে শুরু করে দিল। (৬) এসব কিছু এ জন্য যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ-ই মহাসত্য এবং তিনি মৃতদের জীবিত করে তোলেন আর তিনি তো সবকিছুরই ওপর শক্তিমান। (৭) (এ ব্যবস্থা এও প্রমাণ করে যে,) কেয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে; এতে কোনোপ্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সে লোকদেরকে অবশ্যই উঠাবেন, যারা কবরে অন্তর্হিত হয়েছে। (সূরা আল-হজ্জ)

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ِۨافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ۝ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ

الْاَوَّلِيْنَ ۝ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ۝ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

(১৫) অতপর তোমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে (১৬) এবং তারপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। (৩৫) এ লোক কি তোমাদেরকে বলে যে, তোমরা যখন মরে মাটিতে মিশ যাবে এবং হাড়ের খাঁচায় পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে ? (৩৬) খুব দূরের— অসম্ভবের এ ওয়াদা, যা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে। (৩৭) জীবন কিছুই নয়, শুধু এ দুনিয়ার জীবনটাই একমাত্র জীবন। এখানেই আমাদেরকে মরতে ও বাঁচতে হবে, আমরা আর কক্ষনোই পুনরুত্থিত হবো না। (৩৮) এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে শুধু মিথ্যা কথাই রচনা করে। আমরা এর কথা কখনো মেনে নেবো না।" (৩৯) রাসূল বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এ লোকেরা যে আমাকে অমান্য করেছে, এ ব্যাপারে তুমিই আমাকে সাহায্য করো।" (৪০) জবাবে বলা হলো ঃ "সে সময় নিকটে, যখন এরা নিজেদের কৃতকর্মের দরুন অনুতাপ করবে।" (৪১) শেষ পর্যন্ত ঠিক মহাসত্য অনুসারে এক বিরাট দুর্ঘটনা এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল। আর আমরা তাদেরকে আবর্জনার মতো বানিয়ে নিক্ষেপ করলাম— দূর হও জালিম জাতি! (৪২) অতপর আমরা অন্য জাতিসমূহকে উত্থান দান করলাম। (৭৮) তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি তোমাদেরকে শুনবার ও দেখবার শক্তি দান করেছেন আর চিন্তা-বিবেচনা করার জন্য হৃদয় ও বিবেক দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায়কারী হয়ে থাকো। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে জমিনের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (৮০) তিনিই জীবন দান করেন আর তিনিই মৃত্যু দেন; রাত দিনের আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। একথা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না ? (৮১) কিন্তু তারা সে কথাই বলে, যা তাদের পূর্ববর্তীরা বলেছে। (৮২) তারা বলে ঃ "আমরা যখন মরে মাটিতে পরিণত হবো এবং অস্থিসার হয়ে যাবো, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে?" (৮৩) আমরা এ রকমের ওয়াদা অনেক শুনেছি আর আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারাও বহু শুনেছে। এ তো নিছক একটা প্রাচীন কাহিনী মাত্র!" (৮৪) তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ এ জমিন ও এর সমগ্র অধিবাসী কার ? যদি তোমরা জানো তবে বলো। (৮৫) তারা অবশ্যই বলবেঃ এ সবই আল্লাহ্‌র। বলো ঃ তাহলে তোমরা সতর্ক হও না কেন ? (৮৬) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে ? (৮৭) তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্‌'। বলো তাহলে তোমরা ভয় করোনা কেন ? (৮৮) তাদেরকে বলো, তোমরা যদি জানো তবে বলো, সব জিনিসের ওপর কার কর্তৃত্ব চলছে ? আর কে আছে, যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মোকাবেলায় অন্য কে আশ্রয় দিতে পারে ? (৮৯) তারা নিশ্চয়ই বলবে, এ তো আল্লাহ্‌রই জন্য নির্ধারিত। বলো, তাহলে তোমরা কোন দিক থেকে ধোঁকায় পড়ে যাও ? (৯০) যা প্রকৃত সত্য, আমরা তা তাদের সামনে এনেছি। আর এ লোকেরা যে মিথ্যাবাদী তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

(সূরা আল-মু'মিনূন)

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۞ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۞ وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۞

(৬৫) এদেরকে বলো ঃ আসমান ও জমিনে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না আর তারা কবে পুনরুত্থিত হবে, তাও তাদের জানা নেই ; (৬৬) বরং পরকালের জ্ঞানই এদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অধিকন্তু এরা এ ব্যাপারে সন্দেহে নিমজ্জিত; বরং সে ব্যাপারে এরা অন্ধ। (৬৭) এ সত্য অমান্যকারীরা বলে ঃ "আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা যখন মাটিতে মিশে যাবো, তখন কি বাস্তবিকই আমাদেরকে কবর থেকে বের করা হবে ? (৬৮) এ ধরনের খবর আমাদেরকে তো অনেক দেওয়া হয়েছে, ইতিপূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও এরূপ খবর দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এসব নিছক রূপকথা মাত্র যা পূর্বকাল হতেই শুনে আসছি।" (৬৯) বলোঃ পৃথিবীতে একটু ঘুরে ফিরে দেখো, পাপিষ্ট লোকদের কি পরিণাম হয়েছে ? (৭০) (হে নবী!) এদের অবস্থা দেখে দুঃখ করো না, এদের ষড়যন্ত্র ও শঠতা দেখে মনক্ষুন্নও হয়ো না। (৭১) তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও "তাহলে এ হুমকি ও ভীতি কবে কার্যকর হবে ? (৭২) বলো ঃ যে আযাবের জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ, এর একটি অংশ তোমাদের কাছে এসে পড়লে তাতে আশ্চর্যের কি আছে ?" (৮২) আর যখন আমাদের কথা সত্য হওয়ার সময় তাদের কাছে এসে পৌছবে, তখন আমরা তাদের জন্য একটি জন্তু জমিন হতে বের করব; সে তাদের সাথে এ কথা বলবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াতগুলোকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করত না। (সূরা আন-নাম্‌ল)

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

আল্লাহ্‌র এ রহমতের প্রভাব লক্ষ্য করো, মৃত পতিত জমিনকে তিনি (এর দ্বারা) কিভাবে জীবন্ত করে তোলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদের জীবন দানকারী এবং তিনি সকল বস্তুর ওপর শক্তিমান। (সূরা আর-রূম ঃ ৫০)

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۞

তোমাদের সব মানুষকে পয়দা করা এবং পুনরায় তাদেরকে জীবন্ত করে তোলা তো (তাঁর পক্ষে) ঠিক একটি প্রাণী (পয়দা করা ও পুনরুজ্জীবিত) করার মতোই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন। (সূরা লুকমান ঃ ২৮)

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

(১০) আর এ লোকেরা বলে ঃ "আমরা যখন মাটির সাথে মিশে নিঃশেষ হয়ে যাবো, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় নতুন করে পয়দা করা হবে ?" আসল কথা হলো, এ লোকেরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত হওয়ার ব্যাপারেই অবিশ্বাসী। (১১) তাদেরকে বলো ঃ "মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি নিজের মুঠির মধ্যে ধারণ করে নেবে। পরে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।" (সূরা আস্‌ সাজাদহ্‌)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

(৭) অবিশ্বাসীরা লোকদেরকে বলে, "আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলব, যে এই মর্মে খবর দেয় যে, তোমাদের দেহের প্রতিটি অণু-কনিকা যখন ছিন্ন ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, তখন তোমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে ? (৮) কি জানি, এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করছে কিংবা তাকে পাগলামিতে পেয়ে বসেছে। না, বরং যারা পরকাল মানে না তারা আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে আর তারাই আছে মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে। (৯) তারা কি সে আসমান ও জমিন কখনো দেখেনি, যা তাদেরকে সামনে ও পিছন থেকে ঘিরে রেখেছে? আমরা চাইলে তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দিতে কিংবা আসমানের কিছু টুকরা তাদের ওপর ফেলে দিতে পারি। মূলত এতে একটি নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য, যে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করতে প্রস্তুত। (সূরা আস-সাবা)

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

আল্লাহ্‌-ই তো বাতাসের প্রবাহ পাঠিয়ে থাকেন। তারপর তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে, অতপর আমরা তাকে এক জনমানবহীন অঞ্চলের দিকে নিয়ে যাই এবং সে জমিনকেই জীবন্ত করে তুলি যা মৃত পড়ে ছিল। মৃত মানুষগুলোর পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠাও ঠিক এরূপ ব্যাপারই হবে। (সূরা ফাতির ঃ ৯)

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۙ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۝

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهٗ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(৭৮) এখন সে আমাদের ওপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলে ঃ "এ অস্থিগুলো যখন জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তখন এগুলোকে আবার জীবন্ত করবে কে ?" (৭৯) তাকে বলো ঃ এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে পয়দা করেছিলেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন। (৮০) তিনিই তোমাদের জন্য শ্যামল সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা দ্বারা নিজেদের চুলা ধরাও। (৮১) যিনি আসমান ও জমিন পয়দা করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। (৮২) তিনি যখন কোনো জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি তাকে হুকুম করেন যে, হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়। (৮৩) পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব রয়েছে আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।
(সূরা ইয়া-সীন)

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۝ وَإِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ۝ وَقَالُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝ أَوَاٰبَآؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ ۝ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دٰخِرُوْنَ ۝

(১১) এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন, না সে জিনিসগুলো যা আমরা সৃষ্টি করে রেখেছি। তাদেরকে তো আমরা আঠালো কাদা মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। (১২) তুমি তো (আল্লাহ্র কুদরতের মহিমা দেখে) আর্শ্চযান্বিত হচ্ছ আর এরা তার প্রতি বিদ্রূপ করছে। (১৩) তাদেরকে বুঝান হলেও তারা বুঝতে প্রস্তুত হয় না। (১৪) কোনো নিদর্শন দেখতে পেলে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চায়। (১৫) আর বলে ঃ "এ তো সুস্পষ্ট জাদু। (১৬) এমন কি কখনো হতে পারে যে, আমরা যখন মরে যাবো ও মাটিতে পরিণত হবো এবং হাড়ের পিঞ্জর শুধু থেকে যাবে, তখন আমাদেরকে পুনরায় জীবন্ত করে উঠানো হবে ? (১৭) আর আমাদের পূর্বকালের পিতা-প্রপিতাগণকেও উঠানো হবে ?" (১৮) তাদেরকে বলো ঃ হ্যাঁ এবং তোমরা (আল্লাহ্র মোকাবেলায়) নিতান্তই অসহায়। (সূরা আস-সফফাত)

.... وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ۝

(১৭) ... তুমি কি জানো, সম্ভবত চূড়ান্ত ফয়সালার সময়টা খুব কাছেই এসে পড়েছে। (১৮) যে সব লোক এ দিনের আগমনে বিশ্বাস রাখে না, তারা তো এর জন্য তাড়াহুড়া করে; কিন্তু যারা এর প্রতি ঈমান রাখে, তারা একে ভয় করে। তারা জানে যে, নিঃসন্দেহে সে দিনটি অবশ্যই আসবে।

শুনে রাখো, যেসব লোক সে দিনের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির লক্ষে বিতর্ক করে, তারা গুমরাহীতে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। (৪৭) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কথায় সাড়া দাও সে দিনটি আসার পূর্বেই, যেদিনকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নেই। সে দিন তোমাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না, এবং তোমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কোনো চেষ্টাকারীও হবে না। (সূরা আশ-শূরা)

وَالَّذِیْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّیْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

যিনি আকাশ থেকে এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং এর সাহায্যে মৃত জমিনকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমনিভাবেই একদিন তোমাদেরকেও মাটির ভেতর থেকে বের করে আনা হবে। (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ১১)

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَیَقُوْلُوْنَ ۝ اِنْ هِیَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰی وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِیْنَ ۝ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ اَهُمْ خَیْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِیْنَ ۝

(৩৪) নিঃসন্দেহে এই লোকেরা বলে, (৩৫) আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর তো কিছুই নেই। এরপর আমাদেরকে আর পুনরুত্থিত করা হবে না। (৩৬) তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের বাপ-দাদাকে উঠিয়ে আনো। (৩৭) এরা উত্তম কিংবা তুব্বার জাতি ও তাদের পূর্বগামী লোকেরা ? আমরা তাদেরকে এ কারণে ধ্বংস করেছিলাম যে, নিঃসন্দেহে তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিল। (সূরা আদ-দুখান)

وَقَالُوْا مَا هِیَ اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا یَظُنُّوْنَ ۝ وَاِذَا تُتْلٰی عَلَیْهِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ قُلِ اللّٰهُ یُحْیِیْكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یَجْمَعُكُمْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ لَا رَیْبَ فِیْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

(২৪) এ লোকেরা বলে ঃ "জীবন বলতে তো শুধু আমাদের এ দুনিয়ারই জীবন। আমাদের জীবন ও মৃত্যু সব তো এখানেই আর কালের আবর্তন ছাড়া আমাদেরকে আর কিছুই ধ্বংস করে না।" আসলে এ ব্যাপারে এদের কাছে কোনোই জ্ঞান নেই। নিছক ধারণা-অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই এরা এসব কথা বলছে। (২৫) আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যখন এদেরকে শোনানো হয়, তখন এদের কাছে পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্য এই একটি কথাই থাকে যে, উঠিয়ে আনো আমাদের বাপ-দাদাকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (২৬) (হে নবী!) এই লোকদেরকে বলো ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটান। তিনিই আবার তোমাদেরকে সেই কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের আগমনের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা আল-জাসিয়াহ)

اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤی اَنْ یُّحْیِۦَ الْمَوْتٰی ؕ بَلٰۤی اِنَّهٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا عَلَی النَّارِ ؕ اَلَیْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰی

وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ ... كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوا
إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

(৩৩) আর এ লোকদের কি বোধোদয় হয় না যে, যে আল্লাহ্ এ ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টির দরুন যিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন নাই, তিনি তো অবশ্যই মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে উঠাতে সক্ষম ? কেন নয়, নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছুই করতে পারঙ্গম। (৩৪) যেদিন এ কাফের লোকেরা আগুনের সামনে উপস্থাপিত হবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'এটা কি বাস্তব ও সত্য নয় ? এরা বলবে ঃ হ্যাঁ, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের শপথ (এটা বাস্তবিকই সত্য)। আল্লাহ্ বলবেন ঃ ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যে অমান্য ও অস্বীকার করছিলে এর প্রতিফল হিসেবে এখন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো। (৩৫) ... এদেরকে এখন যে জিনিসের ভয় দেখান হচ্ছে যেদিন এরা সে জিনিস দেখতে পাবে, সেদিন এদের মনে হবে যেন এরা দুনিয়ায় একটি দিনের কিছুক্ষণের অধিক অবস্থান করেনি। কথা তো পৌছিয়ে দেওয়া হলো, এক্ষণে নাফরমান লোক ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি ? (সূরা আহক্বাফ)

قٓ ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَإِذَا
مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿٤﴾ بَلْ
كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿٥﴾ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ
جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

(১) ক্বাফ, কুরআন মজীদের শপথ। (২) বরং এ লোকরা বিস্ময় বোধ করছে এ জন্য যে, একজন সাবধানকারী স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে এসেছে। ফলে আমান্যকারীরা বলতে শুরু করল যে, 'এতো বড়ই আশ্চর্যজনক কথা; (৩) আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটিতে পরিণত হবো (তখন কি আমরা পুনরায় উত্থিত হবো) ? এ প্রত্যাবর্তন তো বিবেক-বুদ্ধির অগম্য। (৪) (অথচ) পৃথিবী তাদের দেহ থেকে যা কিছু ভক্ষণ করে, তা সবই আমাদের জ্ঞানের আওতাভূক্ত আর আমাদের কাছে এমন একখনা কিতাব আছে যাতে সবকিছুই সংরক্ষিত। (৫) বরং এ লোকেরা তো এমন যে, তাদের কাছে যখন মহাসত্য এসেছে ঠিক তখনই তারা তাকে সুস্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে দিল। এ কারণেই এক্ষণে তারা এ জটিলতা ও দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে পড়ে আছে। (১৫) আমরা কি প্রথম বারের সৃষ্টি কার্যে অসমর্থ ছিলাম ? মূলত একটি নবতর সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে এ লোকেরা সংশয়ে পড়ে আছে। (সূরা ক্বাফ)

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ
وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾

(৫৯) তাহলে এসব কথা শুনেই তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছ ? (৬০) হাসছ অথচ কাঁদছ না ? (৬১) আর গান-বাজনায় মগ্ন হয়ে এসব এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ ? (৬২) ধুলায় লুটিয়ে পড়ো আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আর তাঁর বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকো। (সেজদা) (সূরা আন-নাজম)

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٧

অমান্যকারীরা ধৃষ্টতা সহকারে বলল, মৃত্যুর পর কখনোই তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে না। তাদেরকে বলো ঃ না, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের শপথ, তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। অতপর তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কি কি করেছ আর এরূপ করা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ। (সূরা আত-তাগাবুন ঃ ৭)

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝١ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝٣ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝٤ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝٥ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۝٦ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢

(১) না, আমি কসম খাচ্ছি কেয়ামত দিবসের। (২) আর না, আমি কসম করছি তিরস্কারকারী মনের। (৩) মানুষ কি মনে করে বসেছে যে, আমরা তার অস্থিগুলো একত্রিত করতে পারব না? (৪) কেন নয় ? আমরা তো তার অংগুলগুলোর গ্রন্থি পর্যন্ত যথাযথ বানিয়ে দিতে সক্ষম। (৫) কিন্তু মানুষ চায় যে, ভবিষ্যতেও কুকর্মসমূহ করতে থাকবে। (৬) জিজ্ঞেস করে ঃ 'আচ্ছা, কবে নাগাদ আসবে কেয়ামতের সেই দিনটি ? (৭) অতঃপর দৃষ্টিশক্তি যখন প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে (৮) এবং চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে (৯) এবং চাঁদ ও সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেওয়া হবে। (১০) তখন এ মানুষই বলবে— কোথায় পালিয়ে যাবো ? (১১) কক্ষনোই নয়, সেখানে কোনো আশ্রয়-স্থল থাকবে না। (১২) সে দিন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে যেয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। (সূরা আল-কিয়ামাহ)

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۝٥٧ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۝٥٨ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝٥٩ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝٦٠ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٦١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۝٦٢ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝٦٣ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝٦٤ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝٦٥ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۝٦٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝٦٧ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝٦٨ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۝٦٩ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝٧٠ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝٧١ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۝٧٢ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ۝٧٣ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝٧٤

(৫৭) আমরাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তাহলে তোমরা এর সত্যতা স্বীকার করো না কেন? (৫৮) তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচান করে দেখেছ, তোমরা এই যে শুক্র-বিন্দু নিক্ষেপ

করো, (৫৯) তা থেকে তোমরা সন্তান সৃষ্টি করো, না এর সৃষ্টিকর্তা আমরা ? (৬০-৬১) আমরাই তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে বণ্টন ও নির্ধারণ করে দিয়েছি আর আমরা কিছুমাত্র অক্ষম নই তোমাদের আকার আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে এবং এমন একটা আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে, যা তোমরা জাননা। (৬২) নিজেদের প্রথম সৃষ্টির বিষয় তো তোমরা জানো; তাহলে তোমরা কেন শিক্ষা গ্রহণ করো না ? (৬৩) তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচান করে দেখেছ, তোমরা এই যে বীজ বপন করো, (৬৪) তা থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন করো কিংবা এর উৎপাদনকারী আমরা ? (৬৫) আমরা চাইলে এই ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে ফেলতে পারি। তখন তোমরা শুধু নানারূপ গাল-গল্প করতে থাকবে। (৬৬) বলবে যে, আমাদের ওপর তো (উল্টা শাস্তি হয়ে গেল) চাটি পড়েছে; (৬৭) বরং আমাদের ভাগ্যই বিড়ম্বিত হয়ে গেছে। (৬৮) তোমরা কি কখনো চোখ খুলে তাকিয়ে দেখেছ, এই যে পানি তোমরা পান করো, (৬৯) তা মেঘমালা থেকে তোমরা বর্ষণ করিয়েছ কিংবা এর বর্ষণকারী আমরা ? (৭০) আমরা চাইলে তো একে তীব্র লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। তাহলে তোমরা শোকর আদায় করবে না কেন ? (৭১) তোমরা কখনো চিন্তা করেছ, এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও, এর গাছ (কাষ্ঠ) (৭২) তোমরা বানিয়েছ না এর সৃষ্টিকারী আমরা ? (৭৩) আমরা একে স্মরণের মাধ্যম এবং প্রয়োজনশীলদের জন্য জীবনোপকরণ বানিয়েছি। (৭৪) অতএব (হে নবী!) তোমার বিরাট ও মহান সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নামে তসবীহ করতে থাকো। (সূরা ওয়াকিয়া)

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ .... وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۗ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(৪৮) এবং সে দিনের ভয় করো, যে দিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো সম্পর্কে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না; কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং পাপীদেরও কোনো দিক থেকে সাহায্য করা হবে না। (১৬৫) ..... কঠিন শাস্তিকে সামনে দেখে যা কিছু অনুধাবন করবে, এ জালিমগণ তা যদি আজই অনুভব করতে পারত যে, সমগ্র শক্তি ও সকল প্রকার ক্ষমতা এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই করায়ত্ত এবং শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ অত্যন্ত কঠোর, তবে কত না ভালো হতো। (১৬৬) আল্লাহ্ যখন শাস্তি দেবেন তখন এরূপ অবস্থা দেখা দেবে যে, দুনিয়ার যেসব নেতা ও কর্তা ব্যক্তির অনুসরণ করা হতো, তারা নিজ নিজ অনুসরণকারীদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের সকল উপায়-উপাদান ও কার্যকারণ ধারা ছিন্ন হয়ে

যাবে। (১৬৭) আর দুনিয়ায় যারা তাদের অনুসরণ করত, তারা বলবে ঃ "হায় আমাদেরকে আবার যদি সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে নিজেদের দায়িত্বহীন থাকার কথা ব্যক্ত করছে, আমরাও তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে দেখিয়ে দিতাম!" আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের সকল কাজ— যা কিছু তারা এ দুনিয়ায় করেছে— তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা শুধু লজ্জিত হবে ও দুঃখ প্রকাশ করবে; কিন্তু জাহান্নামের গর্ত থেকে বের হবার কোনো পথই খুঁজে পাবে না। (২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এ পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভালো লাগে এবং নিজের 'নিয়্যত' সৎ হওয়া সম্পর্কে সে বার বার আল্লাহ্কে সাক্ষী বানায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু। (২৮১) আর সে দিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করো যেদিন তোমরা আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত পাপ কিংবা পুণ্যের পুরোপুরি ফল দান করা হবে এবং কখনোই কারো ওপর জুলুম করা হবে না। (সূরা আল-বাকারা)

رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

(৯) হে পরোয়ারদেগার! তুমি নিশ্চয়ই একদিন সমস্ত লোককে একত্রিত করবে, যে দিনের আগমনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। তুমি কক্ষনোই নিজের ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না। (১০) যারা কুফরী পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাদেরকে না তাদের ধন-সম্পদ কোনো উপকার করতে পারবে, না তাদের সন্তান-সন্ততি। তারা দোজখের ইন্ধন হয়েই থাকবে। (২৫) কিন্তু তখন কী অবস্থা হবে যখন আমরা তাদেরকে সেদিন একত্রিত করব, যে দিনের আগমন একেবারে নিশ্চিত ? সেদিন তো প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজের পুরোপুরি ফল দেওয়া হবে এবং কারো ওপর জুলুম করা হবে না। (৩০) সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে, সে ভালো কাজই করুক আর মন্দই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এই কামনা করবে যে, এই দিনটি যদি তার কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করত তবে কতই না ভালো হতো। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকামী। (১৬২) যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলতে প্রস্তুত হবে সে কিরূপে এমন ব্যক্তির মতো কাজ করতে পারে, যে আল্লাহ্র গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে এবং যার পরিণতি হবে জাহান্নাম, যা অত্যন্ত খারাপ জায়গা ? (১৬৩) আল্লাহ্র কাছে এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বহু পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আর আল্লাহ সকলেরই কাজের ওপর দৃষ্টি রাখেন। (সূরা আলে-ইমরান)

.... ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم
مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ
الْإِنسِ ۚ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ
قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا
وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ
الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ۝ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ وَرَبُّكَ
الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ
آخَرِينَ ۝ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝

(৩৮)... শেষ পর্যন্ত এরা সকলেই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিকট কাছাইয়া গুটাইয়া একত্রিত হবে। (৫১) (হে মুহাম্মদ!) তুমি এই (অহীর জ্ঞানের) সাহায্যে সে লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন ও উপদেশ প্রদান করো, যারা ভয় করে যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে কখনো এমনভাবে উপস্থিত হতে হবে, যেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ (এমন শক্তিমান) হবে না, যে তাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু হতে পারে কিংবা তাদের জন্য শাফায়াতকারী হতে পারে। সম্ভবত এই উপদেশ ও ভয় প্রদর্শনে তারা আল্লাহ-ভীতির পন্থা অবলম্বন করবে। (১২৮) যেদিন আল্লাহ এসব লোককে ধরে একত্রিত করবেন সেদিন তিনি জ্বিনদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ 'হে জ্বিন সমাজ, তোমরা তো মানব সমাজের ওপর খুব বাড়াবাড়ি করলে। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা আবেদন করবেঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা পরস্পরের দ্বারা খুব ফায়দা লুটেছি এবং এখন আমরা সে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি, যা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে। আল্লাহ বলবেন ঃ আচ্ছা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। এখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। তা থেকে রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিঃসন্দেহে সুবিজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। (১৩০) (এই সময় আল্লাহ তাদের কাছে একথাও জিজ্ঞেস করবেন যে,) হে মানুষ ও জ্বিন জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতেই কি সে নবী-রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাতে এবং এই দিনের পরিণাম সম্পর্কে (পূর্বেই) ভয় দেখাচ্ছিল ? জবাবে তারা বলবে ঃ হ্যাঁ আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। আজ দুনিয়ার জীবন এই লোকদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কিন্তু তখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফের ছিল। (১৩১) (এই সাক্ষ্য তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এই জন্য, যেন প্রমাণ হয়ে যায় যে,) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জনপদসমূহকে জুলুম করে ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যখন এর অধিবাসীরা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কেই অবহিত ছিল না। (১৩২) প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুপাতে হয় আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক লোকদের আমল সম্পর্কে বে-খবর নন। (১৩৩) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক পর-মুখাপেক্ষিহীন, অনুগ্রহ প্রদান তাঁর নীতি।

তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে স্থলাভিষিক্ত করে দেবেন যেমন করে তিনি তোমাদেরকে অপর কিছু লোকের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) তোমাদের কাছে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে। আর তোমরা আল্লাহ্কে দুর্বল অক্ষম করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখো না। (সূরা আল আন'আম)

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِۨ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

(৬) অতএব এটা অনিবার্য যে, আমরা সে লোকদের কাছে অবশ্যই কৈফিয়ত তলব করব যাদের প্রতি আমরা নবী-পয়গম্বর পাঠিয়েছি। আমরা নবী-পয়গম্বরদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব (যে, তারা পয়গাম পৌঁছাবার দায়িত্ব কতদূর পালন করেছে এবং তারা এর কি জবাব পেয়েছে)। (৭) অতঃপর আমরা পূর্ণ বিজ্ঞতা সহকারে সমস্ত কাহিনী তাদের সামনে পেশ করব। আমরা তো কোথাও লুকিয়ে থাকিনি। (৮) আর ওজন ও পরিমাপ সেদিন নিশ্চিতই সত্য-সঠিক হবে। (৯) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কেননা তারা আমাদের আয়াতের সাথে জালিমদের ন্যায় আচরণ করেছিল। (১০) আমরা তোমাদেরকে জমিনে ক্ষমতা-এখতিয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবনের সামগ্রী সংগ্রহ করে দিয়েছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় করো। (সূরা আল-আরাফ)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝ وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(৪৫) (আজ এই লোকেরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুব মেতে আছে) আর যে দিন আল্লাহ্ তাদেরকে একত্রিত করবেন তখন (এই দুনিয়ার জীবনই তাদের কাছে মনে হবে) যেন ক্ষণিকের জন্য তারা পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্য অবস্থান করেছিল। (তখন প্রমাণিত হবে যে,) প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সে লোকেরা, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাত সম্ভাবনাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। আর তারা কখনো সত্য ও সঠিক পথে ছিল না। (৪৬) যে সব খারাপ পরিণতি সম্পর্কে আমরা তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি, এর কোনো অংশ আমরা তোমার জীবদ্দশায় দেখাব কিংবা এর পূর্বেই তোমাকে উঠিয়ে নেব। যাই হোক, তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই আসতে হবে। আর এই লোকেরা যাকিছু করছে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ই সাক্ষী আছেন। (৪৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল রয়েছে, অতঃপর যখন কোনো উম্মতের কাছে তাদের রাসূল এসে পৌঁছায়, তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে এর ফয়সালা চুকিয়ে দেওয়া হয় এবং এর ওপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হয় না। (৪৮) তারা জিজ্ঞেস করে, তোমাদের এই ধমক যদি সত্যিই হয়, তবে তা কবে পূর্ণ হবে ? (৪৯) বলো ঃ উপকার ও অপকার কিছুই আমার এখতিয়ারভুক্ত নয়। সব কিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে। এই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ক্ষণিকেরও অগ্র-পশ্চাত হয় না। (৫০) তাদেরকে বলো ঃ তোমরা কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছ যে, আল্লাহ্র আযাব যদি সহসা রাতে বা দিনের বেলা এসে পড়ে (তাহলে তোমরা কি করতে পারো ?) কি কারণ আছে, যার দরুন অপরাধীরা তাড়াহুড়া করছে ? (৫১) সেটা যখন তোমাদের ওপর আপতিত হবে তখনি কি তোমরা তা মেনে নেবে ? এখন তোমরা রক্ষা পেতে চাও ? অথচ তোমরা নিজেরাই এর শীঘ্র আগমনের দাবি জানিয়ে এসেছিলে। (৫২) পরে জালিমদের বলা হবে যে, এখন চিরকালের জন্য আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা যা কিছু উপার্জন করছিলে; এর প্রতিফল ছাড়া তোমাদেরকে আর কি প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে! (৫৩) তারা আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি যা বলছ তা কি বাস্তবিকই সত্য ? বলো ঃ আমার আল্লাহ্র শপথ, এটা নিঃসন্দেহে সত্য এবং এর আত্মপ্রকাশ বন্ধ করবার মতো সামর্থবান তোমরা নও। (সূরা ইউনুস)

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۚ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۞ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۞ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۞

(১০২) আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যখন কোনো জালিম জন-বসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। (১০৩) প্রকৃত কথা এই যে, এতে একটি নিদর্শন আছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য, যে পরকালের আযাবকে ভয় করে। তা এমন একটি দিন হবে, যখন সব মানুষই একত্রিত হবে। অতঃপর সেদিন যা কিছুই হবে, তা সকলের চোখের সামনেই সংঘটিত হবে। (১০৪) আমরা সে দিনকে আনতে খুব বেশি বিলম্ব করছি না; মাত্র কয়েকটি গণনা-করা দিনের মুদ্দতই এর জন্য নির্দিষ্ট। (১০৫) সেদিন যখন আসবে, তখন কারো পক্ষে কথা বলা সম্ভব হবে না। তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কিছু বললে অন্য কথা। অনন্তর এই দিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য আর কিছু সৌভাগ্যবান। (সূরা হুদ)

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ
اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۞ وَ
قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۚ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۚ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ
مَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ .... ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ
فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۞ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۞ وَاَنْذِرِ النَّاسَ
يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ
الرُّسُلَ ۚ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۞ وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ۚ وَاِنْ
كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۞
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ
مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۞ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞

(২১) আর এই লোকেরা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র সামনে উন্মোচিত হবে, তখন এদের মধ্যে যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা যারা বড়লোক হয়ে বসেছিল তাদেরকে বলবে ঃ "দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহ্র আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পারো কি ? তারা জবাব দেবে ঃ "আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে মুক্তির কোনো পথ দেখাতেন, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরকেও দেখাতাম। এখন আমরা আহাজারী করি আর ধৈর্য অবলম্বন করি— উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের রক্ষা ও মুক্তি লাভের কোনো উপায়ই নেই।" (২২) আর যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেওয়া হবে, তখন শয়তান বলবে ঃ "এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ যেসব ওয়াদা করেছিলেন, তা সবই সত্য ছিল! আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম, তন্মধ্যে কোনো একটিও পুরা করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না। আমি এ ছাড়া আর তো কিছু করিনি, —শুধু এ-ই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বান সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে দোষ দিও না— তিরস্কার করো না, নিজেরাই নিজদেরকে তিরস্কৃত করো। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পারো। ....(৪২) এখন এই জালিম লোকেরা যা কিছু করছে, আল্লাহ্কে তোমরা তা থেকে

গাফিল মনে করো না। আল্লাহ্ তো তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন সে দিনের জন্য, যখন তাদের চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে যাবে, (৪৩) তারা মাথা তুলে পালাতে থাকবে, দৃষ্টিসমূহ উপরের দিকে স্থির হয়ে থাকবে, হৃদয় উড়তে থাকবে। (৪৪) (হে মুহাম্মদ!) সে দিন সম্পর্কে তুমি এই লোকদেরকে ভয় দেখাও, যখন আযাব এদেরকে গ্রাস করবে। তখন এই জালিমরা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আরো কিছু সময় অবকাশ দাও, আমরা তোমার দাওয়াতে সাড়া দেবো এবং নবী-রাসূলদের অনুসরণ করব।" (কিন্তু তাদেরকে স্পষ্ট জবাব দেওয়া হবে যে,) তোমরা কি সে লোক নও, যারা ইতিপূর্বে কসম করে বলেছিল, আমাদের তো কখনো পতন হবে না ? (৪৫) অথচ তোমরা এই জাতিগুলোর বাসভূমিসমূহে বসবাস করেছিলে, যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল আর আমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি তাও দেখছিলে। তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলামও। (৪৬) তারা নিজেদের সব অপকৌশল প্রয়োগ করে দেখছে। কিন্তু তাদের প্রতিটি অপকৌশলের জবাব আল্লাহ্র কাছে ছিল, যদিও তাদের অপকৌশলগুলো এমন সাংঘাতিক ছিল যে, তাতে পর্বত কেঁপে উঠতে পারে। (৪৭) অতএব হে নবী! তুমি কখনোই ধারণা করবে না যে, আল্লাহ্ কখনো নিজের নবী-রাসূলের কাছে কৃত ওয়াদার খেলাফ কাজ করবেন। আল্লাহ্ সর্বজয়ী, প্রবল প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) তাদেরকে সে দিনের ভয় দেখাও, যেদিন জমিন ও আসমানকে পরিবর্তিত করে অন্য রকম করে দেওয়া হবে এবং সবকিছু পরাক্রমশালী আল্লাহ্র সামনে উন্মোচিত হয়ে উপস্থিত হবে। (৪৯) সেদিন তুমি পাপী লোকদেরকে দেখবে, জিঞ্জিরে তাদের হাত-পা শক্ত করে বাঁধা আছে, (৫০) আলকাতরার পোশাক পরে থাকবে এবং আগুনের স্ফূলিংগ তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৫১) এটা হবে এ জন্য যে, আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। হিসেব নিতে আল্লাহ্র কিছুমাত্র দেরী হয় না। (৫২) বস্তুত এটি একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য আর এটি পাঠানো হয়েছে এই জন্য যে, এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হবে এবং তারা জেনে নেবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্ শুধু একজন আর বুদ্ধিমান লোকেরা এই ব্যাপারে সচেতন হবে। (সূরা ইব্রাহীম)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

(৭৭) আর জমিন ও আসমানের গোপন রহস্য জ্ঞানত আল্লাহ্রই রয়েছে এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না; শুধু এটুকু সময় মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে; বরং এরও কম। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। (৮৪) (এই লোকদের কোনো হুশ আছে কি যে, সে দিন কি অবস্থা হবে ?) যখন আমরা প্রতিটি উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করাব। তখন কাফেরদেরকে না কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে, না তাদেরকে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হবে। (৮৫) জালিম লোকেরা যখন একবার আযাব দেখতে পাবে, তখন তাদের আযাবের মাত্রা কিছুমাত্র হালকা করা হবে না এবং এক নিমেষের জন্য তাদেরকে সময়-সুযোগও দেওয়া হবে না। (১১১) (এসব

কিছুরই ফয়সালা সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের বাঁচার চিন্তায় লেগে থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় পুরোপুরি দেওয়া হবে। আর কারো ওপর একবিন্দু পরিমাণও জুলুম হতে পারবে না। (সূরা আন্-নাহ্ল)

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ۖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۖ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾

(১৩) প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাগ্য আমরা তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। আর কেয়ামতের দিন আমরা একটি লিপিকা তার জন্য প্রকাশ করব, যাকে সে উন্মুক্ত গ্রন্থ হিসেবে পাবে। (১৪) (অতঃপর তাকে বলা হবে) পড় নিজের আমলনামা; আজ নিজের হিসেব ঠিক করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (৭১) অতঃপর চিন্তা করো সে দিনের ব্যাপারে, যেদিন আমরা প্রত্যেক মানব দলকে এর অগ্রনেতা সহকারে ডাকব। সে দিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে, তারা নিজেদের কর্মতালিকা পাঠ করবে আর তাদের ওপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (৭২) আর যে-ব্যক্তি এই দুনিয়ায় অন্ধ হয়ে থাকবে সে পরকালেও অন্ধ হয়েই থাকবে; বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে সে অন্ধের চেয়ে অধিক ব্যর্থকাম। (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۖ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾

(৪৭) (মূলত চিন্তা-ভাবনা তো সে দিনের জন্য হওয়া আবশ্যক), যেদিন আমরা পাহাড়-পর্বতগুলোকে চালিত করব। তখন তোমরা জমিনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেখতে পাবে। আর আমরা সমস্ত মানুষকে এমনভাবে ঘিরে একত্রিত করব যে, (আগের ও পরের) কেউই বাকি থাকবে না। (৪৮) এবং সকলকেই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে। নাও, দেখে লও, তোমরা সব আমার কাছে এসে পড়েছ ঠিক তেমনিভাবে, যে রকম আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার পয়দা করেছিলাম ? তোমরা তো মনে করেছিলে, আমরা তোমাদের জন্য কোনো ওয়াদার সময় নির্দিষ্টই করে দেইনি। (৪৯) আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেওয়া হবে। তখন তোমরা দেখবে, অপরাধী লোকেরা নিজেদের কিতাবে লিখিত সব বিষয় সম্পর্কে খুবই ভয় পাচ্ছে আর বলছে ঃ "হায়রে দুর্ভাগ্য! এটি কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট-বড় কোনো কাজই এমন নেই, যা এতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি! আসলে তারা যে যা কিছু করেছিল, তা সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে। আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কারো প্রতি এক বিন্দু জুলুম করবে না।(সূরা আল-কাহ্‌ফ)

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ

يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ
لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝ وَعَنَتِ
الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

(১০২) সে দিন, যখন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে। আর আমরা অপরাধী লোকদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে আনব যে, তাদের চোখ (আতংকের কারণে) প্রস্তরময় হয়ে যাবে। (১০৩) তারা পরস্পর চুপি চুপি বলবে যে, দুনিয়ায় বড়জোর তোমরা দশটি দিনই হয়ত কাটিয়ে দিয়েছ। (১০৪) আমরা ভালো করেই জানি, তারা কিসব কথা বলবে। (আমরা এও জানি যে,) তখন তাদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক সতর্ক অনুমানকারী হবে, সে বলবে, না, তোমাদের দুনিয়ার জীবন তো শুধুমাত্র একদিনের জীবন ছিল। (১০৫) হে নবী! এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, সে দিন এ পাহাড়গুলো কোথায় বিলীন হয়ে যাবে? বলো আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এগুলোকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দেবেন (১০৬-১০৭) আর জমিনকে এমন সমতল ধূসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোনো উচ্চ-নীচ এবং বক্রতা দেখতে পাবে না। (১০৮) সে দিন সব লোক ঘোষণাকারীর আহবানে সোজা চলে আসবে, কেউ কোনো দাম্ভিকতা দেখাতে পারবে না। আর সমস্ত আওয়ায পরম দয়াময়ের সামনে ক্ষীণ হয়ে যাবে। একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া তোমরা আর কিছুই শুনতে পাবে না। (১৯০) সে দিন শাফায়াত কার্যকর হবে না, অবশ্য স্বয়ং রহমান কাউকে এর অনুমতি দিলে এবং তার কথা শুনতে পছন্দ করলে অন্য কথা। (১১০) তিনি সকলের সামনের ও পিছনের সব অবস্থাই জানেন। অন্যরা এর পূর্ণ জ্ঞান রাখে না। (১১১) লোকদের মাথা সে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তার সামনে অবনমিত হবে। সে সময় যে ব্যক্তি কোনো জুলুমের গুনাহের বোঝা বহন করবে, সে ব্যর্থকাম হবে। (সূরা ত্বা-হা)

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۝ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ۝ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ
لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝

(১) খুব কাছে এসে গেছে লোকদের হিসাব-নিকাশের সময়। অথচ তারা এখনো গাফিলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে আছে। (২) তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদের কাছে যে নতুন নসীহতের বিধানই আসে তাকে তারা অবহেলার সঙ্গে শোনে আর খেলার মধ্যে ডুবে থাকে। (৩৮) এই লোকেরা বলে ঃ "আচ্ছা, এই হুমকি পূর্ণ হবে কবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?" (৩৯) হায়! এই কাফেররা যদি সে সময়ের কথা কিছু জানতে পারত, যখন এরা না

নিজেদের মুখ আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে, না নিজেদের পিঠ আর না এদের কাছে কোনো দিক থেকে সাহায্য পৌঁছবে। (৪০) সে বিপদ তো আকস্মিকভাবেই আসবে এবং এদেরকে এমনভাবে হঠাৎ করে চেপে ধরবে যে, এরা না তাকে দমন করতে পারবে আর না এক মুহূর্তকাল এরা অবসর পাবে। (৪৭) কেয়ামতের দিন আমরা সঠিক ও নির্ভুল ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লা সংস্থাপন করব। ফলে কোনো লোকের প্রতিই বিন্দু পরিমাণও জুলুম হবে না। যার বিন্দু পরিমাণও কৃতকর্ম থাকবে, তাও আমরা সামনে নিয়ে আসব আর হিসেব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট। (১০৪) সে দিন, যেদিন আমরা আসমানকে তাবিজের পৃষ্ঠাগুলোর মতো ভাঁজ করে রাখব, যেভাবে সর্বপ্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, অনুরূপভাবে আমরা এর পুনরাবৃত্তি করব। এই একটি ওয়াদা বিশেষ, যা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের এবং এ কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে। (সূরা আল-আম্বিয়া)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝ اَلْمُلْكُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

(১) হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। প্রকৃতপক্ষে, কেয়ামতের কম্পন বড়ই (ভয়াবহ) জিনিস। (২) যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়েবে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না; বরং আল্লাহ্‌র আযাবই এরূপ সাংঘাতিক হবে! (১৭) নিঃসন্দেহে যেসব লোক ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহুদী, সাবেবী, নাসারা ও মাজুসী হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে– তাদের সকলের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহ্‌র দৃষ্টির অধীন। (৫৫) অমান্যকারী লোকেরা তো তার তরফ থেকে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তাদের ওপর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সহসা এসে পড়বে কিংবা অত্যন্ত খারাপ একটি দিনের আযাব নযিল হবে। (৫৬) এদিন বাদশাহী হবে আল্লাহ্‌র এবং তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যারা ঈমানদার ও নেক আমলকারী হবে, তারা নেওয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে যাবে। (৫৭) আর যারা কুফরী করতে থাকবে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা ভেবে অমান্যকারী হবে তারা অপমানকর আযাব ভোগ করবে।

(সূরা আল-হাজ্জ)

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ وَّلَا يَتَسَاۤءَلُوْنَ ۝ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ تَلْفَحُ
وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا
غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اخْسَئُوا
فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ
الرَّاحِمِينَ ۝ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۝ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ
الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ۝ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ
عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَن
يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

(১০১) তারপর যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো আত্মীয়তা থাকবে না এবং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না। (১০২) সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। (১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে সে লোক যারা নিজেরাই নিজদেরকে মহাক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে; তারা জাহান্নামে থাকবে চিরদিন। (১০৪) আগুন তাদের মুখমণ্ডলের চামড়া চেটে খাবে। আর তাদের জিহ্বা বের হয়ে আসবে। (১০৫) "তোমরা কি সেসব লোক নও যে, তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনানো হলেই তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতে ?" (১০৬) তারা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের গ্রাস করে ফেলছিল। আমরা বাস্তবিকই গুমরাহ লোক ছিলাম। (১০৭) হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এখন আমাদেরকে এখান হতে বের করে দাও। অতপর যদি আমরা অপরাধ করি, তাহলে জালিম প্রমাণিত হবো।" (১০৮) আল্লাহ তা'আলা জবাব দেবেন, "দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, পড়ে থাকো এরই মধ্যে আর মুখ খুলো না আমার উদ্দেশে। (১০৯) তোমরা তো হচ্ছে সে লোক, যখন আমার কিছু বান্দাহ বলত ঃ "হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি রহম করো, তুমি সব রহমকারী হতে অতি উত্তম দয়াবান (১১০) তখন তোমরা তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছ। এমন কি তাদের বিরুদ্ধে জিদ তোমাদেরকে এ কথাও ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমিও আছি। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে। (১১১) আজ তাদের সে ধৈর্যশীলতার এই ফল আমি দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (১১২) অতপর আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "বলো দুনিয়ায় তোমরা কত দিন ছিলে ?" (১১৩) তারা বলবে, "একদিন কিংবা একদিনেরও কোনো অংশ আমরা সেখানে অবস্থান করেছি। হিসাবকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন।" (১১৪) বলা হবে, "অল্পকালই তোমরা ছিলে না ? হায়! একথা যদি তোমরা সে সময় জানতে! (১১৫) তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অকারণেই পয়দা করেছি আর তোমাদেরকে কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না।" (১১৬) অতএব মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্, প্রকৃত বাদশাহ! তিনি ছাড়া কেউই ইলাহ নেই। মর্যাদাবান আরশের মালিক তুমিই! (১১৭) যে কেউ আল্লাহ্র সাথে অপর কোনো মা'বুদকে ডাকবে, যার সমর্থনে তার কাছে কোনোই দলীল

নেই, তার হিসেব তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে আছে। এ ধরনের কাফেররা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। (সূরা আল-মু'মিনুন)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۝ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ۝ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ۝ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ۝ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۝

(১৭) আর সে দিনই (তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক) তাদেরকে ঘিরে ফেলবেন ও তাদের উপাস্যগুলোকেও ডেকে আনবেন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের আজ তারা পূজা-উপাসনা করছে। অতপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ "তোমরা কি আমার এ বান্দাহদেরকে গুমরাহ করেছিলে ? কিংবা এরা নিজেরাই সত্য সঠিক ও নির্ভুল পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল ?" (১৮) তারা বলবে ঃ "পুত-পবিত্র আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অপর কাউকেও নিজেদের 'মাওলা' (প্রভু) বানাব, সাধ্যও তো আমাদের ছিল না। কিন্তু (ব্যাপার এই যে,) আপনি এদেরকে ও এদের বাপ-দাদাকে জীবন যাপনের সামগ্রী বিপুল পরিমাণে দিয়েছেন; ফলে এরা প্রকৃত সবক ভুলে গেছে ও ভাগ্যাহত হয়ে পড়েছে।" (১৯) তারা (তোমাদের উপাস্যরা) সে দিন এমনিভাবে তোমাদের সে সব কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করবে, যা আজ তোমরা বলছ। তখন তোমরা না নিজেদের ভাগ্যাহত অবস্থা ফেরাতে পারবে, না কোথাও থেকে তোমরা কোনো সাহায্য পাবে। আর তোমাদের মধ্যে যে লোকই অত্যাচারী ও জুলুমকারী হবে তাকেই আমরা কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব। (২১) যেসব লোক আমাদের সামনে হাজির হওয়ার আশা পোষণ করে না, তারা বলে ঃ আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠানো হলো না কেন ? কিংবা আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে দেখিনা কেন ? এ লোকেরা বড়ই দাম্ভিকতা পোষণ করে নিজেদের মনের মধ্যে আর বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় এরা সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছে। (২২) যেদিন এরা ফেরেশতাদের দেখবে, সে দিনটি দুষ্কৃতিকারীদের জন্য কোনো সুসংবাদের দিন হবে না। (সেদিন) তারা 'আল্লাহ্র আশ্রয় চাই'! বলে চিৎকার করে উঠবে। (২৩) আর যা কিছু তাদের কৃতকর্ম রয়েছে, তা নিয়েই আমরা তাদেরকে ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দেবো। (২৪) সে দিন–যারা জান্নাতের অধিকারী শুধু তারাই কল্যাণময় স্থানে অবস্থান করবে আর দ্বিপ্রহর কাটাবার জন্য

তারা উত্তম স্থান লাভ করবে। (২৫) আকাশমণ্ডল দীর্ণ করে এক মেঘপিণ্ড সেদিন আত্মপ্রকাশ করবে আর ক্রমাগতভাবে ফেরেশতাদেরকে নাযিল করা হবে। (২৬) সে দিন প্রকৃত বাদশাহী হবে কেবল রহমানেরই আর অমান্যকারীদের জন্য তা হবে বড়ই কঠিন দিন। (২৭) জালিম লোকেরা সেদিন নিজেদের হাত কামড়াতে থাকবে ও বলতে থাকবে ঃ "হায়, আমি যদি রাসূলের সাহচর্য গ্রহণ করতাম! (২৮) হায় আমার দুর্ভাগ্য! হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (২৯) তার প্ররোচণায় পড়েই আমি সে 'নসীহত' মেনে নেইনি, যা আমার কাছে এসেছিল। মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।"

(সূরা আল-ফুরকান)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝ حَتّٰى إِذَا جَآءُوْ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ
بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَيَوْمَ
يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝ وَتَرَى
الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَفْعَلُوْنَ ۝ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ۝ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ
وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(৮৩) আর একটু চিন্তা করো সে দিন সম্পর্কে যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত হতে সে লোকদের এক একটি দলকে ঘেরাও করে আনব যারা আমাদের আয়াতসমূহ অমান্য করছিল, তারপর তাদেরকে (তাদের প্রকার-ভেদে স্তরে স্তরে) বিন্যাস করা হবে। (৮৪) শেষ পর্যন্ত যখন সকলে এসে পৌঁছে যাবে তখন (তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে) জিজ্ঞেস করবেন ঃ "তোমরা আমার আয়াতসমূহ অমান্য করেছ, অথচ তোমরা তা জ্ঞানগতভাবে আয়ত্ত করে নেওনি ? যদি তাই না করে থাকো, তবে তোমরা আর কি করছিলে ?" (৮৫) আর তাদের জুলুমের কারণে আযাবের ওয়াদা তাদের ওপর পূর্ণ হয়ে যাবে; তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না। এতেই বহু নিদর্শন ছিল ঈমানদার লোকদের জন্য। (৮৭) আর সে দিন কি হবে, যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং ভীত কম্পিত হয়ে পড়বে সে সব কিছুই, যা আসমান ও জমিনে রয়েছে– তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ ভীষণ অবস্থায় বাঁচাতে চাইবেন– আর যখন সবাই কান চেপে তাঁর সমীপে হাজির হবে। (৮৮) আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছ যে, এটি বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে; কিন্তু তখন তা মেঘমালার মতোই উড়তে থাকবে। এ হবে আল্লাহ্র কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি, যিনি প্রতিটি জিনিসকেই সুষ্ঠুভাবে মজবুত করে বানিয়েছেন। তোমরা কি করছ, তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। (৮৯) যে ব্যক্তি নেক আমল নিয়ে আসবে সে তদপেক্ষাও উত্তম ফল লাভ করবে এবং এ ধরনের লোকেরা সে দিন ভয় ও আতংক হতে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকবে। (৯০) আর যে ব্যক্তি খারাপ আমল নিয়ে আসবে, তার ন্যায় সব লোকই উল্টাভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল– এ ছাড়া অপর কোনো প্রতিফল কি তোমরা পেতে পারো?

(সূরা আন নাম্‌ল)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۝ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝

(৬২) আর (এ লোকেরা যেন) সে দিনটিকে (ভুলে না যায়), যে দিন তিনি এই লোকদেরকে ডাকবেন ও জিজ্ঞেস করবেন ঃ "কোথায় সে সব 'সত্তা' যাদেরকে আমার 'শরীক' বলে তোমরা ধারণা করতে। (৬৩) এ কথাটি যাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে তারা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা নিঃসন্দেহে এই লোকদেরকেই গুমরাহ করেছিলাম। এদেরকে আমরা সেভাবেই গুমরাহ করেছিলাম যেভাবে আমরা নিজেরা গুমরাহ হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে নিজেদের নিঃসম্পর্কতার কথা প্রকাশ করছি। এরা তো আমাদের বন্দেগীই করত না।" (৬৪) অতপর তাদেরকে বলা হবে ঃ "এবার ডাকো তোমাদের বানানো শরীকদেরকে। এরা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা কোনো জবাব দেবে না এবং এরা আযাব দেখে নেবে। হায়, এরা যদি হেদায়েত গ্রহণকারী হতো! (৬৫) এরা (যেন) সে দিনটির কথা (ভুলে না যায়) যেদিন তিনি এদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ "যে রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছিল, তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে ?" (৬৬) সেদিন এদের কোনো জবাব থাকবে না এবং একজন অপর একজনকে জিজ্ঞেসও করতে পারবে না। (৬৭) অবশ্য আজ যে তওবা করল ও ঈমান আনল এবং নেক আমল করল, সে-ই কেবল সে দিনকার কল্যাণ লাভকারীদের মধ্যে শামিল হওয়ার আশা করতে পারে। (সূরা আল-কাসাস)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

(১২) আর যখন সে 'কেয়ামত' সংঘটিত হবে সে দিন অপরাধী লোকেরা নিরাশ হয়ে যাবে। (১৩) তাঁদের বানানো শরীকদের মধ্যে কেউই তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না; বরং তারা নিজেদের বানানো শরীকদেরকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন সে কেয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন (সব মানুষ) বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১৫) যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদেরকে একটি বাগিচায় আনন্দ ও স্ফূর্তির মধ্যে রাখা হবে। (১৬) পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ (নিদর্শনাদি) ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা মনে করেছে, তাদেরকে আযাবে উপস্থিত রাখা হবে। (৫৫) আর যখন সে সময়টি এসে পড়বে, তখন অপরাধী লোকেরা কসম খেয়ে বলবে যে, আমরা অল্প সময়ের বেশি অবস্থান করিনি। এমনিভাবেই তারা দুনিয়ার জীবনে ধোঁকা খাচ্ছিল। (৫৬) কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হয়েছিল, তারা বলবে যে, আল্লাহ্‌র লিখিত বিধানে তো তোমরা পুনরুত্থানের (হাশরের) দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। অতএব, এটিই সেই পুনরুত্থানের দিন; কিন্তু তোমরা জানতে না। (৫৭) অতএব, এই দিনটিই এমন হবে, যেদিন জালিমদের ওজর-আপত্তি তাদের কোনো উপকারেই আসবে না– আর না তাদেরকে ক্ষমা চাইতে বলা হবে। (৫৮) আমরা এ কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি। তুমি তাদের কাছে যে নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা তো এ-ই বলবে যে, তোমরা বাতিলের ওপরই আছে। (৫৯) আল্লাহ এমনিভাবে জাহিল লোকদের অন্তরের ওপর 'মহর' মেরে দেন। (৬০) অতএব (হে নবী!) ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আর যারা বিশ্বাস পোষণ করে না তারা যেন কখনোই তোমাকে গুরুত্বহীন দেখতে না পায়। (সূরা আর রূম)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ؗ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ... ۞ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ... ۞

(৩৩) হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের গযব সম্পর্কে সাবধান হও এবং ভয় করো সে দিনটিকে, যখন কোনো পিতা তার সন্তানের তরফ থেকে প্রতিদান দেবে না– না কোনো পুত্র সন্তান কোনোরূপ প্রতিদান দেবে তার পিতার তরফ থেকে ....। (৩৪) প্রকৃতপক্ষে সে সময়টির জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ্‌রই কাছে। ... (সূরা লুকমান)

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۞ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ۞ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۞ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ۞

(১২) হায়! তুমি যদি দেখতে সে সময়, যখন এ পাপীরা মাথা নত করে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-

প্রতিপালকের সমীপে দাঁড়াবে। (তখন তারা বলতে থাকবেঃ) "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা খুব ভালো করে দেখে-শুনে নিয়েছি; এখন আমাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দাও, যেন আমরা নেক আমল করতে পারি। এখন আমাদের মনে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মিয়াছে।" (১৪) অতএব এ দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে– এখন তোমরা তোমাদের সে কাজের স্বাদ গ্রহণ করো। আমরাও এখন তোমাদেরকে ভুলে গেছি। এখন চিরকালীন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো নিজেদের কৃতকর্মের বিনিময়ে।" (২৫) নিঃসন্দেহে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই কেয়ামতের দিন সে সব কথারই ফয়সালা করবেন, যেসব বিষয়ে (বনী-ইসরাঈল) পরস্পর মতবিরোধ করছিল। (২৬) এ লোকেরা কি (ইতিহাসের এসব ঘটনা থেকে) কোনো হেদায়েত পেল না যে, তাদের পূর্বে কত জাতিকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বসবাসের স্থানসমূহের ওপর দিয়ে এখন এরা চলাফেরা করছে? মূলত এতে তো অনেক বড় বড় নির্দশন রয়েছে। এরা কি মোটেই শুনবে না? (২৭) এরা কি এই দৃশ্য কখনো দেখেনি যে, আমরা এক তৃণ-পানিবিহীন জমিনের দিকে পানি প্রবাহিত করি এবং তারপর সে জমিনেই এমন ফসল ফলাই, যা হতে তাদের জন্তু-জানোয়াররাও খাদ্য লাভ করে আর এরা নিজেরাও খাবার পেয়ে থাকে? তথাপিও কি এরা কিছুই বুঝতে পারেনি? (২৮) এ লোকেরা বলে ঃ "এ ফয়সালাটা কবে হবে আমাদেরকে জানাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো?" (২৯) তাদেরকে বলো ঃ ফয়সালার দিনে ঈমান আনা সে লোকদের জন্য কিছুমাত্র কল্যাণকর হবে না, যারা কুফরী করেছে আর তাদেরকে কোনো অবকাশও দেওয়া হবে না"। (৩০) যাই হোক, এদেরকে এদের অবস্থায়ই ছেড়ে দাও আর অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষমানই রয়েছে। (সূরা ঃ আস্-সাজদাহ্)

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কখন আসবে? বলো ঃ এর জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছে আছে! তুমি কিভাবে জানবে; সম্ভবত তা খুব কাছেই এসে পড়েছে।
(সূরা আল-আহযাব ঃ ৬৩)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝

(৩) অবিশ্বাসীরা বলে ঃ কি ব্যাপার, আমাদের ওপর কেয়ামত আসছে না কেন? বলো ঃ আমার গায়েব-জানা পরোয়ারদেগারের শপথ, তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে। কোনো অণু পরিমাণ জিনিস তাঁর কাছ থেকে না আকাশমণ্ডলে লুকায়িত আছে, না ভূমণ্ডলে, না তা থেকে বড় কোনো জিনিস, না তা থেকে ক্ষুদ্র। সব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে। (৪) আর এ কেয়ামত আসবে এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পুরস্কার দান করবেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক আছে। (৫) আর

—২/৮

যারা আমাদের আয়াতসমূহকে হীন প্রমাণের জন্য চেষ্টা করেছে তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। (২৯) এ লোকেরা তোমাদেরকে বলে ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তবে সে (কেয়ামতের) ওয়াদা কবে পূরণ হবে ? (৩০) বলো ঃ "তোমাদের জন্য এমন একদিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যার আগমনের ব্যাপারে তোমরা না এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারবে আর না এক মুহূর্ত আগে তাকে আনতে পারবে। (সূরা আস্-সাবা)

... فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

.... তারপর যখন তাদের সময় পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেবেন। (সূরা ফাতির ঃ ৪৫)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ
يَخِصِّمُونَ ۝ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ
الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ ۝ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۝ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ
يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ اصْلَوْهَا
الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ
عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝

(৪৮) এ লোকেরা বলেঃ "এই (কেয়ামতের) হুমকি কবে পুরা হবে ? বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (৪৯) আসলে এই লোকেরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে তাহলো একটি প্রচণ্ড শব্দ, যা সহসাই এসে ঠিক সময় মতোই তাদেরকে আঘাত হানবে যখন তারা (নিজেদের বৈষয়িক ব্যাপারে) ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে। (৫০) তখন তারা অসীয়ত পর্যন্ত করতে পারবে না এবং নিজেদের ঘরেও ফিরে আসতে পারবে না। (৫১) তারপর একবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে আর সহসা তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেদের কবরগুলো হতে বের হয়ে পড়বে। (৫২) ভীত শংকিত হয়ে বলবে ঃ "হায়রে! কে আমাদেরকে আমাদের শয়ন-কক্ষ থেকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ?" –"এটা সে জিনিস, দয়াময় আল্লাহ যার ওয়াদা করেছিলেন আর নবী-রাসূলগণের কথা তো সত্যিই ছিল। (৫৩) একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে আর সকলকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হবে। (৫৪) আজ কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না আর তোমাদেরকে তেমনি প্রতিফল দেওয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করছিলে। (৫৯) –আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।

(৬০) হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে হেদায়েত করিনি যে, তোমরা শয়তানের বন্দেগী করবে না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, (৬১) আর আমারই বন্দেগী করবে; এ-ই সরল-সঠিক পথ ? (৬২) কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্য হতে এক বিরাট সংখ্যক লোককে গুমরাহ করে দিয়েছে। তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল না ? (৬৩) এটি সে জাহান্নাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল। (৬৪) তোমরা দুনিয়ায় যে কুফরী করেছিলে এর প্রতিফল হিসেবে এখন এর ইন্ধন হও। (৬৫) আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে আর এদের পা'গুলো সাক্ষ্য দেবে যে, এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করছিল। (৬৬) আমরা চাইলে এদের চক্ষু-দীপ নিভিয়ে দিতে পারতাম। তখন এরা পথে বের হয়ে দেখত– কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে ? (৬৭) আমরা চাইলে তাদেরকে তাদেরই স্থানে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যে, এরা না সামনের দিকে চলতে পারত, না পিছনে ফিরে আসতে পারত। (৬৮) যে ব্যক্তিকে আমরা দীর্ঘ জীবন দান করি, তার দেহ-কাঠামোকেই আমরা বদলিয়ে দেই। (এ অবস্থা দেখে) তাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না কি ?

(সূরা ইয়া-সীন)

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢٠﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢١﴾ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾ قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

(১৯) ব্যস, একটি মাত্র বিরাট ধাক্কা ও তীব্র কম্পন হবে। আর সহসা এরা নিজেদের চোখে (যেসব বিষয়ে খবর দেওয়া হয়েছে সে সবকিছুই) দেখতে পাবে। (২০) তখন এরা বলবেঃ "হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা তো বিচারের দিন (২১) –এটি সে ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা আখ্যায়িত করছিলে। (২২-২৩) (হুকুম দেওয়া হবে ঃ) ঘেরাও করে নিয়ে এসো সব জালিমকে, তাদের সব সঙ্গী-সাথীকে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যেসব মা'বুদের বন্দেগী করত তাদের সকলকে। অতপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও। (২৪) আর এই লোকদেরকে একটু থামাও, এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে " (২৫) "তোমাদের কি হয়েছে? এখন তোমরা পরস্পরের সাহায্যে আগিয়ে এসো না কেন ? (২৬) কি ব্যাপার! আজ তো এরা নিজেরাই নিজদেরকে এবং একে অপরকে সমর্পণ করে দিয়ে যাচ্ছে।" (২৭) অতপর এরা পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দেবে। (২৮) (আনুগত্যকারীরা নিজেদের নেতাদেরকে) বলবে ঃ "তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক দিয়ে আসতে।" (২৯) তারা জবাবে বলবে ঃ "না, আসলে তোমরাই ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলে না। (৩০) তোমাদের ওপর আমাদের তো কোনো কর্তৃত্ব ছিল না; বরং তোমরা নিজেরাই

ছিলে বিদ্রোহী। (৩১) শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের এ ফরমানের যোগ্য হয়ে গিয়েছি যে, আমরা অযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হবো। (৩২) আসলে আমরা তোমাদেরকে গোমরাহ করেছিলাম আর আমরা নিজেরাই ছিলাম পথভ্রষ্ট।" (৩৩) এভাবে তারা সকলেই সে দিন আযাবে সমান অংশীদার হবে। (৩৪) অপরাধী লোকদের সাথে আমরা এরূপ ব্যবহারই করে থাকি। (৩৫) এ লোকেরা এমন ছিল যে, এদেরকে যখন বলা হতো ঃ "আল্লাহ ছাড়া বরহক মা'বুদ কেউ নেই," তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়তো। (সূরা আস-সাফফাত)

... وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِآئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ... وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ... ﴿٧٣﴾

(৬৭) .... কেয়ামতের দিন গোটা ভূমণ্ডল তার মুঠির মধ্যে থাকবে এবং আকাশমণ্ডল তাঁর ডান হাতের মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় থাকবে। এই লোকেরা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে। (৬৮) আর সে দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে আর তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে তারা সকলেই মরে পড়ে যাবে সে লোকদের ছাড়া, যাদেরকে আল্লাহ জীবিত রাখতে চান। অতপর আর একবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে এবং সহসা সকলেই জীবিত হয়ে দেখতে শুরু করবে, (৬৯) –পৃথিবী তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নূরে ঝলমল করে উঠবে। আমলনামা সামনে এনে রাখা হবে। নবী-রাসূল ও সাক্ষীদেরকেও উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করে দেওয়া হবে এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না। (৭০) আর প্রত্যেক প্রাণীকে তার আমল অনুসারে পুরোপুরি বদলা দেওয়া হবে। বস্তুত লোকেরা যা কিছু করে আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। (৭৩) (এ ফয়সালার পর) যেসব লোক কুফরী করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। ..... আর যেসব লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী থেকে বিরত ছিল, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। .... (সূরা আয-যুমার)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿١٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾

(১০) নিঃসন্দেহে যেসব লোক কুফরী করেছে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে ডেকে বলা হবেঃ "আজ তোমাদের নিজেদেরই ওপর তোমাদের যতখানি কঠিন ক্রোধের উদ্রেক হয়, আল্লাহ তোমাদের ওপর এর চেয়েও অধিক ক্রুদ্ধ হতেন তখন, যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হতো আর তোমরা কুফরী করতে থাকতে।" (১১) তারা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি নিশ্চয়ই আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছ ও দু'বার জীবন দান করেছ। এখন আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি। এখন এখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ আছে কি ?" (সূরা আল-মু'মিন)

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿۲۲﴾

তোমরা দেখতে পাবে, এ জালিমরা তখন নিজেদের কৃতকর্মের পরিণামকে ভয় করতে থাকবে এবং তা তাদের ওপর অবশ্যই এসে পড়বে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা জান্নাতের গুলবাগিচায় অবস্থান করবে। তারা যা কিছুই চাইবে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে তা-ই লাভ করবে। এটিই অতি বড় অনুগ্রহ। (সূরা আশ-শূরা ঃ ২২)

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۱۶﴾ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۷﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿۶۰﴾

(১৬) সেটি এমন দিন যখন মানুষের সবকিছু আবরণশূন্য হবে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কোনো কথাই গোপন থাকবে না। (সে দিন ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে) "আজ বাদশাহী– একচ্ছত্র আধিপত্য কার ?" (সমগ্র সৃষ্টিলোক বলে উঠবে ঃ) "একমাত্র মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র!" (১৭) (বলা হবে ঃ) আজ প্রতিটি প্রাণীকেই তার উপার্জনের প্রতিফল দেওয়া হবে। আজ কারো ওপর জুলুম করা হবে না। হিসেব গ্রহণে আল্লাহ খুবই ক্ষীপ্র। (১৮) হে নবী! এ লোকদেরকে সে দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও, যা সন্নিকটে পৌঁছেছে। যেদিন কলিজা মুখের কাছে এসে যাবে আর লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। (৫৯) নিঃসন্দেহে কেয়ামত নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে, এর আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা মানে না। (৬০) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বলেন ঃ "আমাকে ডাকো, আমিই তোমাদের দো'আ কবুল করব। যেসব লোক গর্ব ও অহংকারে আচ্ছন্ন হয়ে আমার বন্দেগী ও দাসত্ব থেকে বিমুখ থাকে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে দাখিল হবে।" (সূরা আল-মু'মিন)

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿۱۹﴾ حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۰﴾ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۳﴾

(১৯) আর সেই সময়ের কথাও একটু খেয়াল করো, যখন আল্লাহ্‌র এ দুশমনদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টন করা হবে, তাদের অগ্রবর্তীদেরকে পশ্চাদবর্তীদের আগমন পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে। (২০) পরে সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া সাক্ষ্য দেবে তারা দুনিয়ায় কি কি কাজ করেছিল। (২১) তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে ঃ "তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে ?" এরা জবাবে বলবে ঃ আমাদেরকে সে আল্লাহ্‌ই কথা বলবার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। (২২) দুনিয়ায় অপরাধ করবার সময় যখন তোমরা লুকাতে ছিলে, তখন তো তোমাদের এ চিন্তাই ছিল না যে, কোনো এক সময় তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা বরং তো মনে করেছিলে যে, তোমাদের অনেক কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ও খবর রাখেন না! (২৩) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সম্পর্কে এই যে ধারণা করেছিলে তাই তোমাদেরকে ডুবিয়েছে আর এরই দরুন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ)

... فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝

(৬৫) ..... অতএব যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ। (৬৬) এ লোকেরা কি এখন এই জিনিসেরই অপেক্ষায় আছে যে, সহসা এদের ওপর কেয়ামত এসে পড়ুক এবং তারা তা টেরও না পাক ? (৬৭) সে দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকী লোক ছাড়া অপর সব বন্ধুই পরস্পরের দুশমন হয়ে যাবে। (৬৮) হে আমার বান্দাহরা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, কোনো দুশ্চিন্তায়ও পড়তে হবে না তোমাদের। (সূরা আয-যুখরুফ)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝ يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۝ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ۝ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ... ۝

(১০) বেশ ভালোই! তোমরা অপেক্ষা করো সেদিনের জন্য, যেদিন আকাশমণ্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে, (১১) এবং তা লোকদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এ হলো পীড়াদায়ক আযাব। (১২) (এখন এরা বলে যে,) 'প্রভু হে! আমাদের ওপর থেকে এ আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান আনছি।' (১৩) এদের গাফিলতি কোথায় দূর হচ্ছে ? এদের অবস্থা তো এই যে, এদের কাছে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল এসে পৌঁছেছে। (১৪) তৎসত্ত্বেও এরা তার প্রতি লক্ষ্য করেনি। বরং বলেছে ঃ 'এতো শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল'। (১৫) আমরা আযাব খানিকটা সরিয়ে দিচ্ছি; এর পরও তোমরা তখন ঠিক তা-ই করবে যা পূর্বে করছিলে। (১৬) যেদিন আমরা বড় আঘাত হানব, সে দিনই আমরা তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেব। (৪০) এ সবকে পুনরুত্থিত

করার জন্য নির্দিষ্ট দিনই এদের ফয়সালার দিন। (৪১) সে দিন কোনো নিকটাত্মীয় নিজের কোনো নিকটাত্মীয়ের কোনো কাজেই আসবে না এবং কোথা হতেও তাদেরকে সাহায্য দান করা হবে না, (৪২) তবে আল্লাহই যদি কারো প্রতি রহম করেন (তবে সেটা অন্য কথা)। (সূরা আদ-দুখান)

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ
كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا
نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
بِمُسْتَيْقِنِينَ ۝ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ
كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ
هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ
وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(২৬) (হে নবী!) এ লোকদেরকে বলো ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটান। তিনিই আবার তোমাদেরকে সেই কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের আগমনের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (২৭) ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের বাদশাহী একমাত্র আল্লাহ্‌র। আর যেদিন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে উপস্থিত হবে, সে দিন বাতিলপন্থীরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (২৮) সে সময় তুমি প্রতিটি দলকে নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবে। প্রত্যেক দলকেই এসে নিজ নিজ আমলনামা দেখতে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যেসব কাজ করছিলে আজ তোমাদেরকে সে সবের বদলা দেওয়া হবে। (২৯) এটি আমাদের তৈরী করানো 'আমলনামা', যা তোমাদের ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যা কিছুই করছিলে, আমরা তা লিখেয়ে রেখেছিলাম। (৩০) অতপর যারা ঈমান এনেছিল ও নেক আমল করেছিল, তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেবেন; এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য। (৩১) আর যারা কুফরী করেছিল, তাদেরকে বলা হবে ঃ আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদেরকে শোনানো হতো না ? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে আর অপরাধী লোক হয়ে গিয়েছিলে। (৩২) আর যখন বলা হতো ঃ আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতের আসায় কোনোই সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে যে, কেয়ামত কি জিনিস, তা আমরা জানি না। আমরা শুধু একটা ধারণা পোষণ করি মাত্র। নিঃসন্দেহ বিশ্বাস আমাদের নেই। (৩৩) তখন তাদের সামনে তাদের কৃতকর্মের দোষ-ত্রুটিগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে আর তারা সে জিনিসের দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে,

যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (৩৪) তখন তাদেরকে বলে দেওয়া হবে ঃ 'আজ আমরাও ঠিক সেভাবে তোমাদেরকে ভুলে যাচ্ছি, যেমন করে তোমরা এ দিনটির উপস্থিতিকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা এখন জাহান্নাম। তোমাদের সাহায্যকারীও কেউ নেই। (৩৫) তোমাদের এই পরিণাম হলো এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অয়াতগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের জিনিস বানিয়েছিলে আর দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। কাজেই আজ না এদেরকে দোযখ হতে বের করা হবে, না এদেরকে বলা হবে যে, ক্ষমা চেয়ে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে লও। (৩৬) অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জমিন ও আসমানসমূহের মালিক ও সমগ্র বিশ্বজাহানের সকলের প্রতিপালক। (৩৭) জমিন ও আসমানসমূহে তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাধান্য-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত; তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী। (সূরা আল-জাসিয়াহ)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ۙ ﴿٢٥﴾ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ ۢ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

(২০) এরপর শিংগা ফুঁকা হলো। এটি সেই দিনটি, যার ভয় তোমাদেরকে দেখানো হতো। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি এ অবস্থায় এলো যে, তার সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসার জন্য একজন আর সাক্ষ্যদাতা হিসেবে একজন রয়েছে। (২২) এ ব্যাপারে তুমি তো অসতর্কতার মধ্যে ছিলে। অতএব আমরা সেই আবরণ সরিয়ে দিয়েছি যা তোমার সামনে পড়েছিল আর সে কারণে আজ তোমার দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ। (২৩) তার সঙ্গী নিবেদন করল ঃ এই যে সেই লোক উপস্থিত যাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছিল। (২৪) নির্দেশ দেওয়া হলো ঃ জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক কট্টর কাফেরকে, যে মহাসত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত, (২৫) পরম কল্যাণের প্রতিবন্ধক ও সীমালংঘনকারী ছিল। ছিল মহাসংশয়ে নিপতিত (২৬) আর আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বানিয়ে বসেছিল। অতএব নিক্ষেপ করো তাকে কঠিন আযাবে। (২৭) তার সঙ্গী নিবেদন করলো ঃ হে মহান সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমি একে বিদ্রোহী বানাইনি; বরং এ নিজেই সুদূর গুমরাহীর মধ্যে পড়েছিল। (২৮) জবাবে বলা হলো ঃ 'আমার সামনে ঝগড়া করো না; আমি তোমাকে পূর্বাহ্নেই খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। (২৯) আমার কথা কখনো পাল্টানো হয় না আর আমি আমার বান্দাহদের ওপর জুলুম-নির্যাতনকারীও নই'।

(৩০) সে দিনের কথা স্মরণ করো, যখন আমরা জাহান্নামের কাছে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পুরোমাত্রায় ভর্তি হয়ে গেছ? তখন তা বলবে ঃ আরো কিছু আছে নাকি? (৪১-৪২) আর শোনো, যেদিন ঘোষণাকারী (প্রতিটি ব্যক্তির) নিকটবর্তী স্থান হতেই ডাক দেবে, যেদিন সমস্ত মানুষ হাশর দিনের ধ্বনি যথাযথ শুনতে থাকবে, সে দিনটি হবে ভূ-গর্ভ হতে মৃতদের আত্মপ্রকাশের দিন। জেনে রাখো আমরাই জীবন দান করি, আমরাই মৃত্যু দেই আর আমাদের কাছেই সেদিন সকলকে ফিরে আসতে হবে। (৪৩-৪৪) যেদিন পৃথিবী দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে আর লোকেরা এর ভিতর হতে বের হয়ে দ্রুততার সাথে চল যেতে থাকবে। এই একত্রীকরণ আমাদের জন্য খুবই সহজ। (৪৫) হে নবী! যেসব কথা-বার্তা এ লোকেরা রচনা করে, সেগুলোকে আমরা ভালো করেই জানি। আর তোমার কাজ তাদের দ্বারা জোরপূর্বক সত্যকে মানিয়ে লওয়া নয়। তুমি শুধু এই কুরআনের সাহায্যেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দাও যারা আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে। (সূরা ক্বাফ)

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۝ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝ وَّ اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝ يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

(১) শপথ সে সব বাতাসের যা ধূলো-বালি উড়িয়ে চলে, (২) অতপর পানি ভরা মেঘমালা বহন করে। (৩) তারপর দ্রুত গতিশীলতা সহকারে প্রবাহিত হয়। (৪) পরন্তু তা একটি বড় জিনিস (বৃষ্টি) বণ্টন করে। (৫) সত্য কথা এই যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই বাস্তব ও যথার্থ। (৬) কর্মের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই হবে। (৭) শপথ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও রূপের অধিকারী আকাশের। (৮) (পরকাল সম্পর্কে) তোমাদের কথাবার্তা পরস্পর বিভিন্ন। (৯) তা মেনে নিতে কেবল সে লোকই অপ্রস্তুত হয়, যে প্রকৃত সত্য হতে বিমুখ। (১০) ধ্বংস হয়েছে ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী লোকেরা। (১১) যারা মূর্খতায় নিমজ্জিত ও চরম গাফিলতিতে বিভোর হয়ে আছে। (১২) তারা জিজ্ঞেস করে, সেই প্রতিফল দানের দিনটি কবে আসবে? (১৩) তা আসবে সেদিন, যখন এ লোকদেরকে আগুনে ঝলসানো হবে। (১৪) (তাদেরকে বলা হবে) এখন স্বাদ গ্রহণ করো নিজেদেরই সৃষ্ট বিপর্যয় ও আযাবের। এ তো সে জিনিসই, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। (সূরা আয-যারিয়াত)

وَالطُّوْرِ ۝ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝ فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝

(১) তূর-এর শপথ (২-৩) এবং এমন একখানা উন্মুক্ত কিতাবেরও শপথ যা পাতলা চামড়ার পৃষ্ঠায় লেখা। (৪) আর চির আবাদ ঘরের। (৫) সুউচ্চ ছাদের (৬) এবং তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের (৭) এই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে, (৮) যার কেউ প্রতিরোধকারী নেই। (৯) তা সেদিন সংঘটিত হবে, যখন আকাশমণ্ডল খুব প্রচণ্ডভাবে থর

থর করে কাঁপবে (১০) আর পর্বতসমূহ শূন্যে উড়ে বেড়াবে। (১১-১২) ধ্বংস সেদিন সেসব অমান্যকারীর জন্য নিশ্চিত যারা আজ নিতান্ত তামাসাচ্ছলে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ সংগ্রহের কাজে মগ্ন হয়ে আছে। (১৩) যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা আত্-তুর)

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۚ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ۝ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝ فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝ وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ۝ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ۝ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ۝ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ۚ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۝

(১) কেয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে! (২) কিন্তু এই লোকদের অবস্থা এই যে, কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেলেও মুখ ফিরিয়ে লয় এবং বলে, এতো পূর্ব হতে চলমান জাদু। (৩) এরা (এ ঘটনাটিকেও) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের নফসের কামনা-বাসনার-ই অনুসরণ করে চলেছে। প্রতিটি ব্যাপারকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিণতি পর্যন্ত অবশ্যই পৌছতে হবে। (৪) এই লোকদের সামনে (অতীত জাতিসমূহের) সে অবস্থার খবর এসে গেছে, যাতে আল্লাহ্দ্রোহিতা হতে বিরত রাখার বহু শিক্ষাপ্রদ উপকরণই নিহিত আছে (৫) এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিও আছে যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণমাত্রায় পূরণ করে। কিন্তু সাবধান ও সতর্কবাণী তাদের ওপর কার্যকর হয় না। (৬-৭) অতএব হে নবী! এদের দিক থেকে লক্ষ্য ফিরিয়ে লও। যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন ও দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন লোকেরা ভীত ও শংকিত চোখে নিজেদের কবরসমূহ থেকে এমনভাবে বেরে হবে, মনে হবে এরা যেন বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহ; (৮) তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়িয়ে যেতে থাকবে। আর এই অমান্যকারীরাই (যারা দুনিয়ায় এর সত্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করত) তখন বলবে, এ দিনটি তো বড়ই কঠিন ও কষ্টময়। (৯) ইতিপূর্বে নূহের জাতিগোষ্ঠীও মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা আমাদের বান্দাহকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল আর বলেছিল, এ তো দিগভ্রান্ত– পাগল! তদুপরি সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত ও উপেক্ষিতও হয়েছে। (১০) শেষ পর্যন্ত সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডেকেছে এই বলে ঃ "আমি পরাভূত ও বিজিত হয়েছি, এখন তুমিই এদের ওপর প্রতিশোধ লও।" (১১) তখন আমরা আকাশের দুয়ারসমূহ খুলে দিয়ে মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (৪১) আর ফিরাউনের লোকদের কাছে সাবধানবাণী ও হুঁশিয়ারী এসেছিল। (৪২) কিন্তু তারা আমাদের সমস্ত নিদর্শনকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। শেষ কালে আমরা তাদেরক পাকড়াও করলাম– যেভাবে কোনো প্রবল পরাক্রমশালী পাকড়াও করে। (৪৩) তোমাদের কাফেররা কি ঐ লোকদের অপেক্ষা ভালো ? কিংবা আসমানী গ্রন্থাদিতে

তোমাদের জন্য কোনো ক্ষমা লেখা হয়েছে ? (৪৪) অথবা তাদের বক্তব্য এই যে, আমরা এক সুদৃঢ় সুগঠিত জনশক্তি, নিজেদের সংরক্ষণ নিজেরাই সম্পন্ন করে নেব ? (৪৫) অতি শীঘ্র এ জনশক্তি পরাজয় বরণ করবে এবং এসব লোককে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে দেখা যাবে। (৪৬) বরং তাদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য আসল প্রতিশ্রুত সময় তাহলে কেয়ামত এবং তা খুবই ভয়াবহ ও অতীব তিক্ত মুহূর্ত। (৪৭) আসলে এ অপরাধী লোকেরা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত এবং এদের বিবেক-বুদ্ধি তিরোহিত। (৪৮) যে দিন এরা উল্টাভাবে আগুনে হেঁচড়িয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ এখন আস্বাদন করো জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ। (সূরা আল-ক্বামার)

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۗءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَاۗنٌّ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(৩১) হে পৃথিবীর দুই বোঝা! অতি শীঘ্রই আমরা তোমাদের কাছে জিজ্ঞেসাবাদের জন্য পুরোপুরি কর্মমুখ হয়ে যাচ্ছি। (৩২) (তখন দেখব) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দয়া-অনুগ্রহকে অস্বীকার করো। (৩৩) হে জ্বিন ও মানুষের দল। তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করে কোথাও পালিয়ে যেতে সক্ষম হও, তবে পালিয়ে গিয়ে দেখাও। কিন্তু না, পালিয়ে যেতে পারবে না। কেননা সে জন্য খুব বেশি শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন (৩৪) তাহলে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন শক্তি-ক্ষমতাকে তোমরা অবিশ্বাস করবে ? (৩৫) (পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে) তোমাদের ওপর আগুনের শিখা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া হবে, তোমরা যার মোকাবেলা করতে পারবে না। (৩৬) কাজেই (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন শক্তি-ক্ষমতাকে অসত্য মনে করে অস্বীকার করবে ? (৩৭) (অতঃপর কি হবে তখন) যখন নভোমণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মতো রক্তবর্ণ ধারণ করবে। (৩৮) অতএব, (হে জ্বিন ও মানুষ!) তখন তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন মহাশক্তিকে অমান্য করবে ? (৩৯) সে দিন কোনো মানুষ ও কোনো জ্বিনকে তার গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। (৪০) (তখন দেখা যাবে) তোমরা উভয় সম্প্রদায় নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দয়া-অনুগ্রহ অস্বীকার করতে পারো ? (সূরা আর-রাহমান)

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۘ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۙ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۙ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ فَكَانَتْ هَبَاۗءً مُّنْۢبَثًّا ۙ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۭ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۭ وَاَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۭ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۚ اُولٰۗىِٕكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ۝ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ

أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ۝ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ۝ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۝ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۝ إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۝

(১) যখন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হবে, (২) তখন এর সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটিকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবেনা। (৩) তা হবে ওলট-পালটকারী মহা প্রলয়। (৪) পৃথিবীটাকে তখন হঠাৎ করে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে দেওয়া হবে। (৫) আর পাহাড়গুলোকে এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেওয়া হবে (৬) যে, তা বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত হবে।(৭) তোমরা তখন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। (একদিকে থাকবে) ডান বাহুর লোক। (৮) ডান বাহুর লোকদের (সৌভাগ্যের কথা) আর কি বলা যায়! (৯) (অন্যদিকে থাকবে) বাম বাহুর লোক। বাম বাহুর লোকদের (দুর্ভাগ্য-দুর্দশার) আর সীমা-পরিসীমা কি! (১০) আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো (সর্ব ব্যাপারে) অগ্রবর্তীই! (১১) তারাই তো সান্নিধ্যলাভকারী লোক। (৮৮) অনন্তর সেই মৃত ব্যক্তি যদি (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী লোকদের কেউ হয়ে থাকে, (৮৯) তাহলে তার জন্য শান্তি-আরাম, উত্তম রিযিক ও নেয়ামত-ভরা জান্নাত রয়েছে। (৯০) আর সে যদি ডান-দিকের লোক হয়ে থাকে, (৯১) তাহলে তার সম্বর্ধনা এইভাবে হয় যে, তোমার প্রতি সালাম, তুমি ডান-পন্থীদের মধ্যে গণ্য। (৯২) আর সে যদি অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট লোকদের মধ্য থেকে হয়, (৯৩) তাহলে তার আতিথ্যের জন্য উত্তপ্ত পানি রয়েছে (৯৪) এবং তাকে জাহান্নামে ঠেলে দেওয়া অবধারিত। (৯৫) এই সব কিছুই চূড়ান্তভাবে সত্য। (৯৬) অতএব হে নবী! তোমার মহান আল্লাহ্‌র নামে তসবীহ করতে থাকো। (সূরা আল-ওয়াকিয়া)

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

কেয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমাদের কোনো কাজে আসবে, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি। সে দিন আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেবেন আর তিনিই তোমাদের কাজ-কর্মের দর্শক। (সূরা আল-মুমতাহানা ঃ ৩)

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَ
يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝

(এ বিষয়ে তোমরা টের পাবে) যখন একত্রিত হওয়ার দিন তিনি তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। সে দিনটি হবে তোমাদের পরস্পরের হারজিতের দিন। যে লোক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে ও নেক আমল করে, আল্লাহ তার গুনাহ ঝেড়ে ফেলবেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান থাকবে। এ লোকেরা চিরকালই তাতে থাকবে। এটিই বড় সাফল্য। (সূরা আত্-তাগাবুন ঃ ৯)

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝ إِنَّ
لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۝ أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝ سَلْهُمْ
أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ۝ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ۝ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ

وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۝ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ..... ۝

(৩৫) আমরা কি আল্লাহনুগত লোকদের অবস্থা অপরাধী লোকদের মতো করব ? (৩৬) তোমাদের কি হয়েছে, কি রকমের সিদ্ধান্ত তোমরা গ্রহণ করেছ ? (৩৭) তোমাদের কাছে কি এমন কোনো কিতাব আছে, যাতে তোমরা পড়ো যে, (৩৮) তোমাদের জন্য সেখানে সেসব কিছুই আছে যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করো ? (৩৯) অথবা তোমাদের জন্য কি কেয়ামত পর্যন্ত এমন কিছু ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি আমাদের ওপর অবশ্য পালনীয় হয়ে আছে যে, তোমরা যা বলছ তোমাদেরকে সেসব কিছুই দেওয়া হবে ? (৪০) এদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে কে এর জন্য দায়িত্বশীল ? (৪১) কিংবা এদের স্বনিয়োজিত কিছু অংশীদার আছে (যারা এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে) ? তা-ই যদি হবে তাহলে তারা তাদের সেই শরীকদেরকে নিয়ে আসুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে। (৪২) যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে এবং লোকদেরকে সিজদা করার জন্য ডাকা হবে, তখন তারা সিজদাহ করতে পারবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি নীচু হবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাদের ওপর চেপে বসবে। তারা যখন সুস্থ-নিরাপদ ছিল, তখনও তাদেরকে সিজদাহর জন্য ডাকা হচ্ছিল (কিন্তু তারা অস্বীকার করছিল)। (৪৪) অতএব হে নবী! এ কালাম অমান্যকারীদের সমস্ত ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না।

(সূরা আল-কলম)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝ وَّالْمَلَكُ عَلٰى أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۙ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝ إِنِّيْ ظَنَنْتُ أَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِشِمَالِهِ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۝ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۝ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝ وَّلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝

(১৩) পরে একবার যখন সিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে (১৪) এবং ভূতল ও পর্বত মালাকে ওপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১৫) সেদিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হবে। (১৬) সেদিন উর্ধ্ব আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে এবং এর বাঁধন শিথিল হয়ে পড়বে। (১৭)

ফেরেশতারা তার আশে-পাশে উপস্থিত থাকবে। আর আট জন ফেরেশতা সেদিন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আরশ নিজেদের ওপরে বহন করতে থাকবে। (১৮) এ দিনটিতেই তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো বিষয়ই সেদিন লুকিয়ে থাকবে না। (১৯) সে সময় যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে সে আপন সঙ্গীদেরকে বলবে; এই যে আমার আমলনামা পড়ে দেখো ; (২০) আমি মনে করতাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই পাওয়া যাবে। (২১) এতএব সে বাঞ্ছিত সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত থাকবে (২২) উচ্চতম মর্যাদার জান্নাতে, (২৩) যার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলে থাকবে। (২৪) (এ লোকদেরকে বলা হবে) স্বাদ আস্বাদন করে খাও এবং পান করো তোমাদের সেসব আমলের বিনিময়ে, যা তোমরা অতীত দিনসমূহে করেছ। (২৫) আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে সে বলবে ঃ হায়! আমার আমলনামা আমাকে যদি না-ই দেওয়া হতো। (২৬) আর আমার হিসেব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম! (২৭) হায়! আমার (দুনিয়ায় হওয়া) মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো। (২৮) আজ আমার ধন-মাল আমার কোনো কাজে আসল না। (২৯) আমার সব ক্ষমতা-আধিপত্য-প্রভুত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। (৩০) (তখন নির্দেশ দেওয়া হবে) ঃ ধরো লোকটিকে, এর গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। (৩২) আর তাকে সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও। (৩৩) সে লোকটি না মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান পোষণ করত (৩৪) আর না সে মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ দিত। (৩৫) এ কারণে আজ এখানে তার সহমর্মী বন্ধু কেউ নেই; (৩৬) আর ক্ষত-নিঃসৃত রসপূঁজ ছাড়া তার কোনো খাদ্যও নেই। (৩৭) নিতান্ত অপরাধী লোকদের ছাড়া যা আর কেউ খায় না।
(সূরা আল-হাক্কাহ)

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾

(১৪) এই হবে সেদিন যেদিন গোটা পৃথিবী ও পর্বতমালা কেঁপে উঠবে। আর পর্বতসমূহের অবস্থা হবে এমন যেন বালুকাস্তূপ ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। (১৭) তোমরাও যদি (এ রাসূলকে) মেনে নিতে অস্বীকার করো, তাহলে সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যে দিনটি বালকদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে (১৮) এবং যার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে ? আল্লাহ্‌র ওয়াদা তো পূর্ণ হবে অবশ্যই; (১৯) এ একটি নসীহত বা উপদেশ মাত্র। অতঃপর যার মন চাবে সে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করবে।
(সূরা আল-মুয্‌যাম্মিল)

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۝ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ۝
تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝

(১) প্রার্থনাকারী আযাব পেতে চেয়েছে (সেই আযাব) যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। (২) কাফেরদের জন্য, কেউ এর প্রতিরোধকারী নেই। (৩) সেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যিনি ঊর্ধ্বারোহনের সিড়িগুলোর মালিক। (৪) ফেরেশতা এবং 'রূহ' তাঁরই দিকে আরোহণ করে থাকে; এমন একটা দিনে; যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (৫) অতএব হে নবী! ধৈর্য ধারণ করো– সুন্দর সৌজন্যমূলক ধৈর্য। (৬) এই লোকেরা তাকে দূরবর্তী মনে করে, (৭) আর আমরা তাকে কাছে দেখতে পাচ্ছি। (৮) (সেই আযাব হবে সেদিন) যে দিন আকাশমণ্ডল বিগলিত রৌপ্যের বর্ণ ধারণ করবে। আর পর্বতগুলো রঙ-বেরঙের ধূনা পশমের বর্ণ ধারণ করবে। (১০) তখন কোনো প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবে না। (১১) অথচ তারা পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাবে। অপরাধী লোক চাইবে সে দিনের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের সন্তান, (১২) স্ত্রী, ভাই ও (১৩) তাকে আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবারকে (১৪) এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোককে বিনিময় হিসেবে দিতে যেন এ উপায়টি তাকে নিস্কৃতি দিতে পারে। (১৫) নয়, কক্ষনোই নয়। তা তো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা; (১৬) যা চর্ম-মাংস লেহন করতে থাকবে এবং (১৭) উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে নিজের দিকে আহ্বান করবে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে যে সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (১৮) এবং ধন-মাল সঞ্চয় করেছে ও তা ডিমে তা দেওয়ার ন্যায় আগলিয়ে রেখেছে।
(সূরা আল-মা'আরিজ)

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ۝ وَبَنِينَ شُهُودًا ۝ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ۝ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ نَظَرَ ۝ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۝ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۝ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ۝ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ۝ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۝ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ۝ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ۝

(১) হে কম্বল জড়িয়ে শয়নকারী! (২) উঠো এবং সাবধান করো (৩) আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্বের ঘোষণা করো। (৪) আর নিজের পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। (৫) আর মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। (৬) আর অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে। (৭) আর নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধারণ করো। (৮) স্মরণ করো, যখন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে, (৯) সে দিনটি বড়ই কঠিন ও সাংঘাতিক হবে। (১০) তা কাফেরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না। (১১) আমাকে ছেড়ে দাও, আর সে ব্যক্তিকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি। (১২) ও বিপুল পরিমাণ ধন-মাল তাকে দিয়েছি, (১৩) তার সাথে সদা উপস্থিত থাকা বহু পুত্রও দিয়েছি। (১৪) আর তার জন্য নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পথ সুগম করে দিয়েছি। (১৫) তা সত্ত্বেও সে লালসা পোষণ করে এ জন্য যে, আমি যেন তাকে আরো অধিক দান করি। (১৬) কক্ষনো নয়, আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি সে অত্যন্ত বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন। (১৭) আমি তো তাকে শীঘ্রই একটা কঠিন স্থানে চড়িয়ে দেব। (১৮) সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং কিছু কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়েছে। (১৯) আল্লাহ্‌র গযব তার ওপর, কি রকমের কৌশল উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করেছে। (২০) হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র গযব তার ওপর, কি রকমের কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছে। (২১) অতঃপর সে (লোকদের প্রতি) তাকাল। (২২) তারপর কপাল সংকুচিত করল এবং মুখমন্ডল বাঁকা করল। (২৩) অতঃপর পিছু ফিরে তাকাল ও অহংকারে পড়ে গেল। (২৪) শেষ পর্যন্ত বলল, এ কিছুই নয়, শুধু জাদু মাত্র; এতো পূর্ব হতেই চলে আসছে। (২৫) এ তো একটা মানবীয় কালাম মাত্র। (২৬) খুব শীঘ্রই আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। (৩৮) প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে রেহেন বন্দী, (৩৯) ডান বাহুওয়ালা লোকেরা ব্যতীত; (৪০-৪১) এরা জান্নাতসমূহে থাকবে। তথায় এরা অপরাধী লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করবে ঃ (৪২) কোন জিনিসটি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে ? তারা বলবে, আমরা নামায আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না, (৪৪) মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াতাম না। (৪৫) আর সত্যের বিরুদ্ধে কথা রটনাকারীদের সাথে মিলিত হয়ে আমরাও অনুরূপ কথা-বার্তা রটনার কাজে মশগুল ছিলাম। (৪৬) সে সঙ্গে প্রতিফল দিবসকে আমরা অসত্য মনে করতাম। (৪৭) শেষ পর্যন্ত আমরা সেই দৃঢ় প্রত্যয়মূলক জিনিসটিরই সম্মুখীন হলাম। (৪৮) এ সময় সুপারিশকারীদের কোনো সুপারিশ তাদের কাজেই আসবে না। (৪৯) বলো তো, এ লোকদের কি হয়েছে যে, এরা এই নসীহত বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ? (৫০-৫১) যেন এরা বাঘের ভয়ে পালিয়ে যেতে ব্যতিব্যস্ত বন্য গাধা। (৫২) বরঞ্চ এদের প্রতিটি ব্যক্তিই চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি প্রেরিত হোক। (৫৩) কখনোই নয়; আসল কথা হলো, এ লোকেরা পরকালকে মাত্রই ভয় করে না। (৫৪) কক্ষনোই নয়। এ (কুরআন) একটি উপদেশ মাত্র। (৫৫) এখন যার ইচ্ছে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। (সূরা আল-মুদ্দাসসির)

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۙ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۙ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۙ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۚ
كَلَّا لَا وَزَرَ ۗ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۨالْمُسْتَقَرُّ ۗ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ ۢبِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۗ بَلِ الْاِنْسَانُ
عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۙ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۗ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۢ

بَاسِرَةٌ ۝ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۝ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

(৭) অতঃপর দৃষ্টিশক্তি যখন প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে (৮) এবং চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে (৯) এবং চাঁদ ও সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেওয়া হবে। (১০) তখন এ মানুষই বলবে— কোথায় পালিয়ে যাবো ? (১১) কক্ষনোই নয়, সেখানে কোনো আশ্রয়-স্থল থাকবে না। (১২) সে দিন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে যেয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের সমস্ত কৃতকর্ম জানিয়ে দেওয়া হবে। (১৪) বরং মানুষ নিজেকে খুব ভালোভাবে জানে, (১৫) সে যতই অক্ষমতা পেশ করুক না কেন। (২২) সেদিন কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উজ্জ্বল ও সুস্মিত হবে, (২৩) নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। (২৪) আর কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উদাস ও বিবর্ণ হবে। (২৫) মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করা হবে। (২৬) কক্ষনো নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (২৭) এবং বলা হবে যে, ঝাড়-ফুঁক দেওয়ার কেউ আছে কি ? (২৮) মানুষ মনে করবে, দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই সময়। (২৯) আর এক পা অপর পায়ের সাথে জড়িয়ে যাবে। (৩০) সে দিনটি হবে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পানে যাত্রা করার দিন।(৩১) কিন্তু না সে সত্য মেনে নিল, না নামায আদায় করল; (৩২) বরং (সত্যকে) মিথ্যা মনে করল (মেনে নিতে অস্বীকার করল) এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। (৩৩) তারপর অহমিকতার সাথে নিজের ঘরের লোকদের কাছে ফিরে গেল। (৩৪) এরূপ আচরণ তোমার জন্যই উপযুক্ত এবং তোমার পক্ষেই শোভা পায়। হ্যাঁ, এরূপ আচরণ তোমার জন্যই উপযুক্ত এবং তোমার পক্ষেই শোভা পায়। (৩৬) মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে ? সে কি শুক্র রূপ নিকৃষ্টতম পানির একটি ফোঁটা ছিল না, যা (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয় ? (৩৮) অতঃপর তা একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। তারপর আল্লাহ এর দেহ বানালেন, এর অংগ-প্রত্যংগ সমূহ সুসমান ও সংগতিপূর্ণ করে দিলেন। (৩৯) তারপর তা থেকে পুরুষ ও নারী দুই ধরনের মানুষ বানালেন। (৪০) এহেন আল্লাহ্ কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন ?

(সূরা আল-কিয়ামাহ)

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ۝ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ۝ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ۝ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ۝ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۝ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ۝ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝
فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۝
وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ
بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۝ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ۝ اِنَّهَا تَرْمِيْ
بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ
فَيَعْتَذِرُوْنَ ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ۝ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ
فَكِيْدُوْنِ ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا ۢبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ كُلُوْا
وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ۝ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ۝

(১) শপথ সেই (বাতাসসমূহের), যা উপর্যুপরি ও ক্রমাগতভাবে প্রেরিত হয়। (২) অতঃপর প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে চলতে থাকে এবং (মেঘমালাকে) উর্ধ্বে নিয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে দেয়। (৩) তারপর (তাকে) টুকরো টুকরো করে আলাদা করে দেয়। (৫) অতঃপর (লোকদের মনে আল্লাহ্‌র) স্মরণ জাগিয়ে দেয়। (৬) ওযর হিসেবে কিংবা ভয় প্রদর্শনরূপে। (৭) তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। (৮) অতঃপর যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হয়ে যাবে, (৯) আকাশ বিদীর্ণ হবে, (১০)পাহাড় ধুনিয়ে ফেলা হবে (১১) এবং রাসূলগণের উপস্থিতির সময় এসে পড়বে, (১২) (সে দিনই সেই জিনিস সংঘটিত হবে)। কোন দিনের জন্য এ কাজটি তুলে রাখা হয়েছে ? (১৩) চূড়ান্ত বিচার-ফয়সালার দিনের জন্য! (১৪) সে ফয়সালার দিনটি কি, তা কি তোমার জানা আছে ? (১৫) সেদিন চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় হবে অমান্যকারী লোকদের জন্য। (১৬) আমরা কি আগের কালের লোকদেরকে ধ্বংস করিনি ? (১৭) অতএব তাদেরই পেছনে আমরা পরবর্তী লোকদেরকে চালিয়ে দেবো। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপ আচরণই গ্রহণ করে থাকি। (১৯) ধ্বংস নিশ্চিত সেদিন অমান্যকারীদের জন্য। (২০) আমরা কি এক তুচ্ছ নগণ্য পানি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি ? (২১-২২) এবং একটা নির্দিষ্ট সময়-কাল পর্যন্ত একটি সুরক্ষিত স্থানে তাকে আটক করে রাখিনি ? (২৩) লক্ষ্য করো, আমরা এরূপ করতে ক্ষমতাবান ছিলাম। অতএব মনে রেখো, আমরা অতি উত্তম ক্ষমতার অধিকারী। (২৪) ধ্বংস সেদিন অমান্যকারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য। (২৫) আমরা কি পৃথিবীকে সামলিয়ে ও গুটিয়ে রাখতে সক্ষম বানাইনি— (২৬) জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য ? (২৭) আর আমরা তাতে উচ্চশির পর্বতমালা সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছি ? (২৮) সেদিন অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। (২৯) চলতে থাকো এক্ষণে সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা মিথ্যা ও অসত্য মনে করতে। (৩০) চলো সেই ছায়ার পানে যার তিনটি শাখা আছে। (৩১) যা শীতল নয়, নয় আগুনের লেলিহান শিখা হতে রক্ষাকারী।

(৩২) সে আগুন প্রাসাদ তুল্য বিরাট স্ফূলিংগ নিক্ষেপ করবে। (৩৩) (উৎক্ষেপনের সময় তাকে মনে হবে) যেন তা হলুদ বর্ণের উট। (৩৪) ধ্বংস অনিবার্য সেদিন অমান্যকারীদের জন্য। (৩৫) এ (হবে) সেদিন যে দিন তারা কিছু বলবে না, (৩৬) তাদেরকে কোনো ওযর পেশ করারও সুযোগ দেওয়া হবে না। (৩৭) ধ্বংস সে দিন অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের জন্য। (৩৮) এটি-ই চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। আমরা তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে একত্র করে দিয়েছি। (৩৯) এখন তোমরা যদি কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করতে চাও, তাহলে তা প্রয়োগ করে দেখো। (৪০) ধ্বংস সেদিন অবিশ্বাসী ও আমন্যকারীদের জন্য। (৪১) মুত্তাকী লোকেরা আজ ছায়া ও ঝর্ণায় অবস্থান করছে। (৪২) তারা যে ফলই চাবে (তা-ই তাদের নিকট উপস্থিত) পাবে। (৪৩) তোমরা খাও, পান করো তৃপ্তি সহকারে— সেসব কাজ-কর্মের বিনিময়ে যা তোমরা করছিলে। (৪৪) বস্তুত আমরা নেক লোকদেরকে এ রকমেরই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (৪৫) ধ্বংস এ দিন অমান্যকারীদের জন্য নির্ধারিত। (৪৬) খেয়ে লও আর স্বাদ-আস্বাদন করে লও কিছুকাল পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে তোমরা অপরাধকারী। (৪৭) ধ্বংস এ দিন অমান্যকারীদের জন্য অবধারিত। (৪৮) তাদেরকে যখন বলা হয় যে, (আল্লাহ্‌র সামনে) অবনত হও, তখন তারা অবনত হয় না। ধ্বংস এ দিন অবিশ্বাসীদের জন্য। (৫০) এক্ষণে এর (কুরআনের) পর আর কোন কালাম এমন থাকতে পারে, যার প্রতি এরা ঈমান আনবে? (সূরা আল-মুরসালাত)

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ۞ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ۞ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۞ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۞ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۞ وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۞ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ۚ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ۞ اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ۞

(১) এই লোকেরা কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছে? (২) সেই বিরাট খবর সম্পর্কে, (৩) যে বিষয়ে তারা বিভিন্ন প্রকারের উক্তি ও মন্তব্য করে বেড়ায়? (৪) কক্ষনো নয়, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৫) হ্যাঁ, কক্ষনোই নয়, অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (১৭) নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিচারের দিনটি পূর্ব হতেই নির্ধারিত। (১৮) সেই দিন সিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে আর তোমরা দলে দলে বেরে হয়ে আসবে। (১৯) তখন আকাশমণ্ডলকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজা হয়ে দাঁড়াবে। (২০) তখন পর্বতগুলোকে চলমান করে দেওয়া হবে। ফলে তা শুধু নিছক মরীচিকায় পরিণত হবে। (৩৮) যেদিন রূহ ও ফেরেশতারা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে; কেউ কোনো কথা বলবে না— সে ব্যতীত, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং সে যথাযথ কথা বলবে। (৩৯) সে দিনটির আগমন সত্য ও অনিবার্য। এখন যার ইচ্ছা নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ফিরে আসার পথ অবলম্বন করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে খুব নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। সেদিন মানুষ সেই সব-কিছু প্রত্যক্ষ করবে— যা তার হস্তসমূহ আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে; আর কাফের চিৎকার করে বলে উঠবেঃ হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম। (সূরা আন-নাবা)

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥ يَوْمَ
تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا
لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢ فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ
وَّاحِدَةٌ ۝١٣ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤ فَاِذَا جَاۤءَتِ الطَّاۤمَّةُ الْكُبْرٰى ۝٣٤ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝٣٥
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝٣٦ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝٣٧ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝٣٨ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ۝٣٩
وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝٤٠ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۝٤١ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ
السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۝٤٢ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ۝٤٣ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ۝٤٤ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ۝٤٥
كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ۝٤٦

(১) শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা ডুব দিয়ে টানে (২) এবং খুব সহজভাবে বেরে করে নিয়ে যায়। (৩) আর সেই (ফেরেশতাদেরও যারা বিশ্বলোকে) দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে চলে, (৪) (হুকুম পালনে) ক্ষিপ্রতার সাথে এগিয়ে যায় (৫) এবং (আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী) সকল কাজের ব্যবস্থা পরিচালনা করে। (৬) যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা হেলিয়ে দেবে, (৭) এর পরপর আসবে আর একটি ধাক্কা। (৮) কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (৯) তাদের দৃষ্টিসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। (১০) এই লোকেরা বলে ঃ আমাদেরকে কি সত্যিই আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে ? (১১) আমরা যখন পচা-গলা-জীর্ণ অস্থিতে হাড়গোড়ে পরিণত হবো (তখন)? (১২) বলতে থাকে, এ প্রত্যাবর্তন তো বড় ক্ষতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। (১৩) অথচ এটি শুধুমাত্র একটি প্রবল আকারের ধমক, (১৪) এবং সহসাই এরা উপস্থিত হবে একটি উন্মুক্ত ময়দানে। (৩৪) অতঃপর যখন সেই মহা বিপর্যয় সংঘটিত হবে। (৩৫) যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে, (৩৬) এবং প্রতিটি দৃষ্টিমানের সামনে দোযখকে উন্মুক্ত করা হবে, (৩৭) তখন যে ব্যক্তি (দুনিয়ায়) আল্লাহ্‌দ্রোহিতা করেছিল (৩৮) এবং দুনিয়ার জীবনকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল, (৩৯) জাহান্নামই হবে তার পরিণাম। (৪০) আর যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর (কথা স্মরণ করে) ভয় করেছিল এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে খারাপ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল, (৪১) জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। (৪২) এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, সে সময়টি কখন এসে উপস্থিত হবে ? (৪৩) সেই নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা তো তোমার কাজ নয়। (৪৪) এতৎসংক্রান্ত জ্ঞান তো আল্লাহ্‌ পর্যন্তই শেষ। (৪৫) তুমি শুধু সাবধানকারী এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে তাঁকে ভয় করে। (৪৬) যেদিন এ লোকেরা তা দেখতে পাবে, তখন তারা মনে করবে (এ দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) শুধু একটি দিনের বিকাল কিংবা সকাল বেলাই তারা অবস্থান করেছে মাত্র। (সূরা আন-নাযিয়াত)

فَاِذَا جَاۤءَتِ الصَّاۤخَّةُ ۝٣٣ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝٣٤ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝٣٥ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝٣٦ لِكُلِّ امْرِئٍ
مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝٣٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝٤٠
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝٤١ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝٤٢

(৩৩—৩৬) অবশেষে যখন সেই কান-ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পালাবে। (৩৭) তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মতো অবস্থা থাকবে না। (৩৮—৩৯) সেদিন কিছু কিছু চেহারা ঝক্‌মক্‌ করতে থাকবে, হাসিখুশি ও আনন্দে উজ্জ্বল হবে। (৪০) আবার কতিপয় মুখমণ্ডল হবে ধূলিমলিন, (৪১) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। (৪২) এরাই হলো কাফের ও পাপী লোক। (সূরা আত্‌-আবাসা)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝١٤

(১) যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে, (২) যখন তারকাসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; (৩) যখন পর্বতসমূহকে চলমান করে দেওয়া হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলোকে তাদের নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। (৫) যখন বন্য জন্তু-জানোয়ারগুলোকে চারদিক থেকে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে, (৬) যখন সমুদ্রগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে, (৭) যখন প্রাণগুলোকে (দেহগুলোর সাথে) জুড়ে দেওয়া হবে, (৮-৯) যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছে ? (১০) যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে, (১১) যখন আকাশমণ্ডলের অন্তরাল সরিয়ে ফেলা হবে, (১২) যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে (১৩) আর জান্নাতকে কাছে নিয়ে আসা হবে, (১৪) তখন প্রতিটি মানুষই জানতে পারবে সে কি (সঙ্গে) নিয়ে এসেছে। (সূরা তাকবীর)

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝٦ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝١٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٧ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ۝١٩

(১) যখন আকাশমণ্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, (২) যখন তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রগুলোকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে, (৪) আর যখন কবরগুলোকে খুলে দেওয়া হবে, (৫) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে। (৬) হে মানুষ! কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মহান সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে, (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুস্থ ভারসাম্যপূর্ণ বানিয়েছে, (৮) এবং যে প্রতিকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে সুসংযোজিত করেছেন। (৯) কক্ষনো নয়, বরং (আসল

কথা হলো) তোমরা (আখেরাতের) শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করেছ। (১০–১২) অথচ তোমাদের ওপর পরিদর্শক নিযুক্ত আছে; তারা এমন সম্মানিত লেখক, যারা তোমাদের প্রতিটি কাজই জানে। (১৩) নিঃসন্দেহে সত্যনিষ্ঠ লোকেরা পরম সুখ-শান্তিতে থাকবে (১৪) এবং পাপাচারী লোকেরা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। (১৫-১৬) কর্মফলের দিন তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং তা হতে কক্ষনোই উধাও হয়ে যেতে পারবে না। (১৭) আর তুমি কি জানো, সেই কর্মফলের দিনটি কি ? (১৮) আবার (জিজ্ঞেস) তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ? (১৯) এটি সেদিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সে দিন ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারেই থাকবে। (সূরা আল-ইনফিতার)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝ اَلَا يَظُنُّ
اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ
لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ
بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّهُمْ
لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝
وَمَآ اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

(১) ধ্বংস, হীন ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়)। (২-৩) তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের কাছ থেকে গ্রহণের সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে; কিন্তু তাদেরকে ওজন বা পরিমাপ করে দেওয়ার সময় তাদের ক্ষতিসাধন করে। (৪-৫) এ লোকেরা কি চিন্তা করে না যে, একটা মহাদিবসে তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে ? (৬) এ সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে। (৭) কক্ষনো নয়, নিশ্চয়ই পাপীদের আমলনামা 'কয়েদখানা'র দফতরে সংরক্ষিত আছে। (৮) আর তুমি কি জানো সেই 'কয়েদখানা'র দফতরটা কি ? (৯) একখানা লিখিত কিতাব। (১০) মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য সেদিন ধ্বংস অনিবার্য (১১) যারা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করে। (১২) আসলে সীমালংঘনকারী পাপাচারী ছাড়া সে দিনটিকে কেউ মিথ্যা মনে করে না। (১৩) তাকে যখন আমার অয়াত শোনানো হয়, তখন সে বলে, এতো প্রাচীন লোকদের কাহিনী। (১৪) কক্ষনোই নয়, বরং এ লোকদের অন্তরে এদেরই পাপ কাজের মরিচা জমে গেছে। (১৫) কক্ষনোই নয়, নিশ্চিতভাবে সে দিন এ লোকদেরকে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। (১৬) তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (১৭) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে যে, এটি সেই জিনিস যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করছিলে। (১৮) কক্ষনোই নয়। নেক ব্যক্তিদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরে আছে। (১৯) আর তুমি কি জানো, কি সেই 'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতর' ? (২০) সেটি একটি সুলিখিত কিতাব; (২১) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা এর রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন)

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

(১) যখন আসমান বিদীর্ণ হবে, (২) এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে আর তার জন্য এ-ই (স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশ মানাই) তো যথার্থ, (৩) যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে, (৪) এবং এর গর্ভে যা কিছু আছে তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে শূন্য হয়ে যাবে, (৫) এবং এভাবে সে আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে আর এ-ই (স্বীয় রব্বের নির্দেশ মেনে চলা) তার জন্য বাঞ্ছনীয়। (৬) হে মানুষ! তুমি প্রবল আকর্ষণে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকেই চলে যাচ্ছ এবং তাঁর সাথেই তুমি সাক্ষাত করবে। (৭-৮) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসেব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে, (৯) এবং সে তার আপন লোকজনের দিকে সানন্দচিত্তে ফিরে যাবে। (১০-১২) আর যার আমলনামা তার পিছন দিক হতে দেওয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে ও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হবে। (১৩) সে ব্যক্তি নিজের ঘরের লোকজন নিয়ে আনন্দে মগ্ন ছিল। (১৪) সে মনে করেছিল যে, তাকে কখনোই ফিরতে হবে না। (১৫) না ফিরে সে পারবে কিরূপে ? তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তার কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করছিলেন। (১৬-১৮) কাজেই নয়, আমি শপথ করছি ঊষা কালের, রাতের এবং এর যা কিছু আচ্ছন্ন করে তার আর চাঁদের যখন তা পূর্ণ চাঁদে পরিণত হয়; (১৯) তোমাদেরকে অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা হতে অবস্থান্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। (২০) পরন্তু এ লোকদের কি হয়েছে, এরা ঈমান আনে না কেন ? (২১) আর তাদের সামনে যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না কেন ? (সিজদা) (২২) বরং এ কাফেররা তো উল্টা তাকেই মিথ্যা মনে করে। (২৩) অথচ এরা (নিজেদের আমলনামায়) যা কিছু সঞ্চয় করেছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (২৪) কাজেই এদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। (২৫) অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে আর যারা নেক আমল করেছে তাদের জন্য অশেষ অফুরন্ত শুভ প্রতিফল রয়েছে। (সূরা আল-ইনশিকাক)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ

مَرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ
الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

(১) তোমার কাছে সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের বার্তা পৌঁছেছে কি ? (২—৪) সে দিন কতক মুখমণ্ডল ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, কঠোর শ্রমে নিরত হবে, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কাতর হবে, তীব্র অগ্নি-শিখায় ভস্মীভূত হবে। (৫) টগবগ ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। (৬-৭) কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। যা না পরিপুষ্ট বানাবে, না ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে। (৮) কতিপয় চেহারা সেই দিন আলোকোদ্ভাসিত হবে। (৯) (তারা) নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্টচিত্ত হবে। (১০) সমুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। (১১) কোনো বাজে কথা সেখানে শুনবে না। (১২) সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। (১৩) সেখানে সমুন্নত আসনসমূহ থাকবে, (১৪) পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত হবে। (১৫-১৬) গির্দা বালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং সুদৃশ্য মখমলের বিছানা পাতানো থাকবে। (১৭) (এই লোকেরা যে মানছে না,) এরা কি উটগুলোকে দেখতে পায় না, কেমন করে (তাদের) সৃষ্টি করা হয়েছে ? (১৮) আকাশমণ্ডল দেখে না, কিভাবে তাকে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে ? (১৯) পর্বতমালা দেখে না, কিরূপে সেগুলোকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে ? (২০) ভূ-পৃষ্ঠ দেখে না, কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ? (২১) সে যাই হোক, (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। (২২) তুমি এদের ওপর বল প্রয়োগকারী তো নও। (২৩-২৪) অবশ্য যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (২৫) তাদেরকে তো আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৬) অতঃপর তাদের হিসেব গ্রহণ আমাদেরই দায়িত্ব। (সূরা আল-গাশিয়া)

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ
يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ
عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

(২১-২৩) কক্ষনো নয়; পৃথিবী যখন ক্রমাগত কুটিয়া কুটিয়া বালুকাময় বানিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবে এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে ও জাহান্নামকে সে দিন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে; সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে। কিন্তু তখন তার বোধশক্তি জাগ্রত হওয়ায় কী লাভ হবে। (২৪) সে বলবে, হায়, আমি যদি এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম! (২৫) অতঃপর সেদিন আল্লাহ্ যে আযাব দেবেন, তেমন আযাব দেবার আর কেউ নেই। (২৬) এবং আল্লাহ্ যেমন বাঁধবেন, তেমন বাঁধবারও কেউ নেই। (২৭-২৮) (অপর দিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে চলো! এরূপ অবস্থায় যে, তুমি (তোমার ভালো পরিণতির জন্য) সন্তুষ্ট এবং

(তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিকট) প্রিয়পাত্র। (২৯-৩০) আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। (সূরা আল-ফজর)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

(১) যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে দোলায়ে দেওয়া হবে, (২) জমিন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে (৩) এবং মানুষ বলে উঠবে, এর কি হয়েছে ? (৪) সেদিন তা (নিজের ওপর সংঘটিত) সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। (৫) কেননা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে (এরূপ করার) নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। (৬) সেদিন লোকেরা ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়। (৭) অতঃপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও নেক আমল করে থাকবে সে তা দেখে নেবে। (৮) এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ আমল করে থাকবে সেও তা দেখতে পাবে। (সূরা আয-যিলযাল)

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۝ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۝ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ۝

(১) শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর, যারা হ্রেষা-ধ্বনি করে দৌড়ায়। (২) অতঃপর (নিজেদের ক্ষুর দিয়ে) অগ্নিস্ফুলিংগ ঝাড়ে। (৩) তারপর অতি প্রত্যুষে আকস্মিক আক্রমণ চালায় (৪-৫) আর এ সময় ধুলি-ধোয়া উড়ায় এবং এরূপ অবস্থায়ই কোনো ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। (৬) বস্তুত মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই এর সাক্ষী। (৮) নিঃসন্দেহে সে ধন-সম্পদের লালসায় তীব্রভাবে আক্রান্ত। (৯-১০) তাহলে সে কি সেই সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে যা কিছু (সমাহিত) আছে, তা বেরে করা হবে এবং বুকে যা কিছু (লুকিয়ে) আছে, তা বাইরে এনে যাচাই-পরখ করা হবে ? (১১) নিঃসন্দেহে, তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন! (সূরা আল-আদিয়াত)

الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

(১) ভয়াবহ দুর্ঘটনা। (২) কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ? (৩) তুমি কি জানো সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি কি ? (৪-৫) সে দিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পাহাড়গুলো রং-বেরং-এর ধূনা পশমের মতো হবে। (৬-৭) অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে পছন্দমতো সুখে থাকবে। (৮-৯) আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বরই হবে তার আশ্রয়স্থল। (১০) আর তুমি কি জানো সেটি কি জিনিস ? (১১) (সেটি) জ্বলন্ত আগুন। (সূরা আল-কারিয়া)

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۙ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۙ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۙ

(১) তোমাদেরকে বেশি বেশি ও অপরের তুলনায় অধিক পার্থিব সুখ-সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। (২) এমন কি (এই চিন্তায়ই আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হও। (৩) কক্ষনোই নয়। অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪) আবার (শোনো), কক্ষনোই নয়। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কক্ষনোই নয়, তোমরা যদি সন্দেহতীত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এ আচরণের পরিণতি) জানতে, (তাহলে তোমরা এরূপ আচরণ কক্ষনোই করতে না)। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। (৭) আবার (শোনো), তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে তাকে দেখতে পাবেই। (৮) তারপর সেদিন এসব নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের কাছে অবশ্যই জবাব চাওয়া হবে। (সূরা আত-তাকাসুর)

হাদীস

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِىْ الْمُغِيْرَةَ (يَعْنِىْ الْحِزَامِىَّ) عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَيَاْتِىْ الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ اِقْرَؤُا فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا -

হযরত আবু বকর ইবন ইসহাক (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের মাঠে হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তার ওজন মশার ডানার বরাবরও হবে না। তোমরা পড়ে নাও "কেয়ামতের দিন আমি ওদের জন্য কোনো ওজন স্থাপন করব না।" (বুখারী-মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ (يَعْنِىْ عِيَاضٍ) عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اَوْ يَااَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرْضِ يْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرٰى عَلٰى اِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّ هُنَّ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيْقًا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

হযত আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবন মাসউদ (রা) থেকে

বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা এক ইহুদী আলেম নবী (স)-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! অথবা (বলল) হে আবুল কাসেম! "কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশকে এক আঙ্গুলে, জমিনকে এক আঙ্গুলে, পর্বত ও বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি ও মাটি এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে তুলে ধরবেন। তারপর এগুলো দুলিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আমিই অধিপতি।" পাদ্রীর কথা শুনে রাসূল (স) বিস্ময়ের সাথে তার সত্যায়ন স্বরূপ হাসলেন। এরপর তিনি পাঠ করলেন ঃ "তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করেনি। কেয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতের আয়ত্তে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে, তিনি তার ঊর্ধ্বে। (মুসলিম)

حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا -

যুহায়র ইবন হারব ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে অধোমুখী করে কিভাবে উঠানো হবে? তিনি বলরেন ঃ যিনি দুনিয়াতে উভয় পায়ের ওপর ভর করে চালিয়েছেন, তিনি কি কেয়ামতের দিন তাদেরকে মুখের ওপর ভর করে চালাতে সক্ষম হবেন না? এ হাদীস শুনিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমার প্রতিপালকের ইজ্জতের কসম! নিশ্চয়ই তিনি সক্ষম হবেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا عَمْرُوْ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مِرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِىْ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَاابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ قَطُّ هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّبِى بُؤْسُ قُطُّ وَلاَ رَاَيْتَ شِدَّةً قَطُّ -

হযরত আমর নাকিদ (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ জাহান্নামের উপযোগী-দুনিয়ায় সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন আনা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার অবগাহন করিয়ে বলা হবে, হে আদম সন্তান! দুনিয়াতে আরাম-আয়েশ কখনো তুমি দেখেছ কি, কখনো তুমি স্বচ্ছন্দ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছ কি? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম! হে আমার প্রতিপালক! না, কখনো দেখিনি। তারপর জান্নাতের উপযোগী দুনিয়ায় সর্বাধিক খারাপ অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আনা হবে। তারপর তাকে জান্নাতে একবার অবগাহন করিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! কখনো তুমি কষ্ট দেখেছ কি, কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছ কি? সে বলবে, আল্লাহ্র কসম! হে আমার প্রতিপালক! কখনো আমি কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করিনি এবং দুঃখ কখনো দেখিনি। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ تَزُوْلُ قَدَ مَابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا بَلاَهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ -

হযরত আবু মাসউদ (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আদম সন্তান দু'পা (স্বস্থান থেকে) এক কদমও নড়াতে পারবে না। যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করে নেওয়া হবে। তা হলো ঃ(১) সে তার ইহকাল কোন কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য কোন কাজে ব্যয় করেছে? (৩) ধন-সম্পদ অর্থ-কড়ি কোথা থেকে কোন পথে উপার্জন করেছে? (৪) কোথায় কোন কাজে তা ব্যয় করেছে? এবং (৫) সে দ্বীনের জ্ঞান যতটুকু অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী)

عَنْ سَلَلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ -

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন মানবজাতিকে মথিত আটার ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ-জমিনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারো কোনো ঘরবাড়ির চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عَدِيٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهٗ رَبُّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ تَرْجُمَانٌ وَّلاَ حَاجِبٌ يَحْجُبُهٗ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهٖ وَيَنْظُرُ اَشَامَ مِنْهُ فَلاَ يَرَاى اِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ يَلْقَاءَ وَجْهِهٖ، فَاتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ -

হযরত আ'দী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার সাথে অচিরেই তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কথা বলবেন না। যে সময় তার এবং তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের মধ্যে কোনো অনুবাদক (সুপারিশকারী) অথবা কোনো আড়াল থাকবে না। সে ডানদিকে তাকাবে কিন্তু নিজের পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সে সামনের দিকে তাকাবে সেখানে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তাই তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। এমনকি একটা খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اِنَّهٗ اِلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَخْبِرْنِىْ مَنْ يَّقْوٰى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَا الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ যেদিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে" সেদিন কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? (কারণ সেদিনের একদিন দুনিয়ার পঞ্চাশ

হাজার বছরের সমান হবে)। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন ঃ (সেদিন খোদাদ্রোহী পাপীদের জন্যে খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে কিন্তু) মুমিনদের জন্যে সেদিনটি হবে খুবই হালকা, ফরজ নামায আদায় করারই মতো (সময়)। (মিশকাত)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا" - قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَّ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهٖ اَخْبَارُهَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ "যেদিন জমিন তার যাবতীয় সংবাদ বলে দেবে।" অতঃপর মহানবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পারো জমিনের সংবাদগুলো কি কি? সাহাবারা আরজ করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই (স) কেবলমাত্র ভালো জানেন। নবী (স) বললেন ঃ জমিনের সংবাদ হলো; জমিনের ওপর নারী-পুরুষ যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ করেছে (কেয়ামতের দিন) জমিন তার সাক্ষ্য দেবে জমিন বলবে ঃ আমার বুকের ওপর অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক লোক এই কাজ করেছে। হুজুর (স) বললেন ঃ এই হলো জমিনের সংবাদ দান। (আহমদ-তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُوْلُ اَىْ فُلَانُ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَ اُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْلَكَ الْخَيْلَ وَالْاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرَاسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُوْلُ، بَلٰى قَالَ : فَيَقُوْلُ : اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلَاقِىَّ ؟ فَيَقُوْلُ : لَا فَيَقُوْلُ : فَاِنِّى قَدْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىْ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهٗ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِىْ، بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُوْلُ هٰهُنَا اِذًا ثُمَّ يُقَالُ الْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ فَيَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ، فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهٖ وَذٰلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهٖ فَذَالِكَ الْمُنَافِقُ وَذٰلِكَ الَّذِىْ سَخَطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমি কি তোমাকে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং স্ত্রী দান করিনি? আমি কি তোমাকে ঘোড়া ও উট দান করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব দান করিনি যার ফলে তুমি ট্যাক্স আদায় করতে? লোকটি এগুলোর সত্যতা স্বীকার করবে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি কি ধারণা করেছিলে যে, একদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে? সে উত্তর দিবে 'না' আমি সে ধারণা করিনি। আল্লাহ্ বললেন, তুমি আমাকে যেভাবে ভুলে ছিলে আমিও আজ তেমনি তোমাকে ভুলে থাকব। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। ঐ একইভাবে তাকেও জিজ্ঞেস করা হবে। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। তাকেও একইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সে বলবে ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমি আপনার ওপর আপনার কিতাবের ওপর এবং আপনার রাসূলের ওপর ঈমান এনেছিলাম। আর আমি নামায আদায় করতাম, রোযা রাখতাম এবং আপনার উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করতাম।

এভাবে সে সর্বশক্তি দিয়ে তার কৃত ভালো কাজের হিসাব দিতে থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ এখন আমি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানকারী হাজির করছি। লোকটি মনে মনে ভাববে; কে সে সাক্ষ্যদাতা? অতঃপর তার বাকশক্তি হরণ করা হবে। তার উরু, গোশত এবং হাড়ের কাছে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এগুলো সেই ব্যক্তির চরিত্রের বৈসাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করে দেবে। এভাবে আল্লাহ্ তার কথা বানাবার পথ বন্ধ করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এ ব্যক্তি মোনাফেক, সে দুনিয়াতে মুনাফেকিতে লিপ্ত ছিল এবং এ সেই ব্যক্তি— যার ওপর আল্লাহ্ ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট। (মুসলিম)

عَنْ سُحَلْ اِبْنِ سَعِيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ لَظْمَا اَبَدًا لِيَرِدَنَّ عَلَىَّ اَقْوَامٌ اَعْرِ فُهُمْ وَيَعْرِ فُنَنِىْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَاَقُوْلُ اِنَّهُمْ مِنِّىْ، فَيُقَالَ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا غَيَّرَ بَعْدِىْ -

হযরত সাহল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি হাউজে কাওসারের পাড়ে (পানির ঝর্ণার ধারে) তোমাদের আগেই পৌঁছে যাবো। অতঃপর যে আমার কাছে আসবে তাকে পানি পান করানো হবে এবং যে একবার সে পানি পান করবে তার আর কোনোদিন পিপাসা লাগবে না। সেদিন এমন অনেক মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসবে যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না। আমি (ফেরেশতাদের) বলব তারা তো আমার লোক (আসতে দাও)। উত্তরে বলা হবে, আপনি জানেন না— আপনার পরে তারা আপনার দ্বীনে কতো বিদআত (নতুন প্রথা) যোগ করেছে। অতঃপর আমি বলব ঃ 'দূরে যাক' 'দূরে যাক' ওসব লোক যারা আমার পরে দ্বীনে বিদআত ঢুকিয়েছে। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارِ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُبْكِيْنِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ اَمَّا فِىْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنٍ فَلَا يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدً - عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهُ اَمْ يَثْقُلُ - وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالَ هَوُمٌ اِقْرَءُ كِتَابِيَهْ - حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابَهٗ فِىْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِىْ شِمَالِهٖ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِىْ جَهَنَّمَ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি দোযখের কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। তাঁর কান্না দেখে রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আয়েশা! কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন ঃ আমার দোযখের কথা স্মরণ হয়েছে তাই আমি কাঁদছি। ওগো! কেয়ামতের দিন কি আপনারা আপনাদের স্ত্রীদের কথা স্মরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই, তবে তিনটি জায়গায় কারো কথা কারো মনে থাকবে না। (১) মীযানের কাছে, যেখানে মানুষের আমল পরিমাপ করা হবে। তখন প্রত্যেকেই এ চিন্তায় নিমজ্জিত থাকবে যে, তার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে কি হালকা। (২) সে সময় যখন আমলনামা হাতে দেওয়া হবে এবং বলা হবে তোমার রেকর্ড পড়ো। তখন সকলেই এই দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, নাকি পেছন দিক থেকে বাম হাতে দেওয়া হবে। (৩) এবং তখন, যখন জাহান্নামের ওপর রাখা পুলসিরাত পার হতে হবে। (আবু দাউদ)

৫. জাহান্নাম

কুরআন

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

যেসব লোক আমাদের আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়া গলে যাবে, তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেব, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে! বস্তুত আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকর করার পন্থা-কৌশল খুব ভালো করেই জানেন।

(সূরা আন-নিসা ঃ ৫৬)

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۝ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

(৩৮) আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরাও জাহান্নামে চলে যাও, যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল গিয়েছে। প্রতিটি লোকসমষ্টি যখন জাহান্নামে দাখিল হবে, তখন নিজেদের পূর্বগামী লোকদের ওপর লা'নৎ করতে করতে প্রবেশ করবে। এভাবে সব লোকই যখন সেখানে একত্রিত হবে, তখন প্রতিটি পরবর্তী দল এর পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে ঃ হে আল্লাহ! এই লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; কাজেই তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও। উত্তরে বলা হবে, প্রত্যেকেরই জন্য দ্বিগুণ আযাব রয়েছে; কিন্তু তোমরা জানো না। (৩৯) আর প্রথম দল অপর দলকে লক্ষ্য করে বলবে যে, (আমরা যদি দোষী হয়ে থাকি) তবে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলে ? এখন নিজেদেরই উপার্জনের বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। (৪০) নিশ্চিতই জেনো, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং এর মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশ জগতের দুয়ার কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উটের গমন। অপরাধী লোকেরা আমার কাছে এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে। (৪১) তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা এবং জাহান্নামের চাদর নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এ সেই প্রতিফল, যা আমরা জালিম লোকদের দিয়ে থাকি।

(সূরা আল-আরাফ)

... وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

(৩৬) ....আর যারা অস্বীকারকারী তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৭) বস্তুত আল্লাহ অপবিত্রতাকে বেছে নিয়ে আলাদা করবেন এবং সব রকমের অপবিত্রতাকে মিলিয়ে একত্রিত করবেন। অবশেষে এই সমষ্টিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মূলত এই লোকেরাই হবে সর্বস্বান্ত। (সূরা আল-আনফাল)

مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

(১৬) অতঃপর সামনের দিকে তার জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে তাকে পুঁজ-রক্তের মতো পানি পান করতে দেওয়া হবে। (১৭) সে তা খুব কষ্ট করে গলধঃকরণ করতে চেষ্টা করবে আর খুব কমই গলধঃকরণ করতে পারবে। মৃত্যুর ছায়া চারদিক হতে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে; কিন্তু সে মরতে পারবে না। আর সামনের দিকে এক কঠিন আযাব তার ওপর চেপে বসবে। (সূরা ইবরাহীম)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

(৪৩) আর এ সবের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তির ওয়াদা। (৪৪) এই জাহান্নাম (যার শাস্তির ওয়াদা ইবলীসের অনুসারীদেরকে শোনানো হয়েছে)-এর সাতটি দরজা আছে। প্রতিটি দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটি অংশকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা আল-হিজর)

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

(১৯) এ দু'টি পক্ষ, এদের মধ্যে রয়েছে এদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সম্পর্কে প্রবল মত-বিরোধ। এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, (২০) এর ফলে তাদের চামড়াই শুধু নয়, পেটের মধ্যকার সবকিছুও গলে যাবে। (২১) আর তাদের শাস্তি দেবার জন্য তৈরি থাকবে লোহার মুগুর। (২২) তারা যখন ভয় পেয়ে জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে, তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় এর মধ্যেই ফেলে দেয়া হবে এবং বলা হবে যে, এখন দহন জ্বালার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা আল-হাজ্জ)

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

আর যারা ফাসিকী নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। যখনি তারা তা থেকে বের হতে চাইবে, তখনি তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে এর মধ্যেই ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ এখন এ আগুনের আযাবের স্বাদই গ্রহণ করো, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করছিলে।
(সূরা আস-সাজদাহ ঃ ২০)

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝ إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ۝ فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ ۝ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۝ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ۝

(৬২) বলো ঃ এ যিয়াফত উত্তম না যাক্কুম গাছ? (৬৩) আমরা এ গাছটিকে জালিমদের জন্য ফেতনা বানিয়ে দিয়েছি। (৬৪) এটি এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়। (৬৫) এর ছড়াগুলো যেন শয়তানদের মাথা। (৬৬) জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং এর দ্বারাই পেট ভরবে। (৬৭) তারপর পান করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। (৬৮) আর তারপর সে জাহান্নামের আগুনের দিকেই হবে তাদের ফিসে আসা। (৬৯) এই লোকেরা তাদের বাপ-দাদাকে গুমরাহ পেয়েছে (৭০) এবং তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে তারা ছুটে চলেছে।
(সূরা আস-সফফাত)

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيْمِ ۝ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۝ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ۝ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۝ ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۝ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ۝

(৪৩) নিঃসন্দেহে 'যাক্কুম' বৃক্ষ (৪৪) হবে গুনাহগারের খাদ্য; (৪৫) তেলের তলানীর মতো। পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলিয়ে উঠবে, (৪৬) যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি উথলিয়ে ওঠে। (৪৭) পাকড়াও করো তাকে এবং টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে। (৪৮) তারপর নিঃশেষে ঢেলে দাও এর মাথার ওপর টগবগ করা ফুটন্ত পানির আযাব। (৪৯) এখন গ্রহণ করো এর স্বাদ। তুমি তো বড় সম্মানিত ব্যক্তি তাই না? (৫০) এটা সেই জিনিস, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করছিলে।
(সূরা আদ-দুখান)

هٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۝ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۝ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ أَزْوَاجٌ ۝ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝ قَالُوْا بَلْ أَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۚ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝ وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝ أَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ۝ إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝

(৫৫) এ তো হলো মুত্তাকী লোকদের পরিণাম আর আল্লাহদ্রোহী লোকদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট ধরনের ঠিকানা— (৫৬) জাহান্নাম, যেখানে তারা জ্বলতে থাকবে। এ অতি খারাপ ঠিকানা। (৫৭) এটি তাদেরই জন্য; অতএব তারা স্বাদ গ্রহণ করবে টগবগ করা ফোটা পানির, পুঁজ-রক্তের (৫৮) এবং এধরনের আরো অনেক তিক্ততার। (৫৯) (তারা নিজেদের অনুসারীদেরকে জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে পরস্পর বলবে ঃ) "এ একটি বাহিনী তোমাদের সাথে এসে প্রবেশ করছে, এদের জন্য কোনো 'শুভসম্ভাষণ' নেই, এরা আগুনে জ্বলবে।" (৬০) তারা তাদেরকে জবাব দেবে ঃ "না, বরং তোমরাই জ্বলে মরছ। তোমাদের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো এ পরিণাম আমাদের সামনে এনে দিচ্ছ। বসবাসের এ স্থানটি কতই না খারাপ!" (৬১) অতপর তারা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। যে ব্যক্তি আমাদেরকে এ পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেছে, তাকে দোযখের দ্বিগুণ আযাব দাও। (৬২) ওদিকে তারা পরস্পর বলাবলি করবে ঃ "কি ব্যাপার! আমরা সে লোকদেরকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না, যাদেরকে দুনিয়ায় আমরা খুব খারাপ মনে করতাম ? (৬৩) আমরা কি তাদের সাথে অযথাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম কিংবা তারা এখন কোথায় চোখের আড়ালে চলে গেছে ?" (৬৪) নিঃসন্দেহে এ সত্য কথা। জাহান্নামী লোকদের মধ্যে এ রকমেরই ঝগড়া অনুষ্ঠিত হবে। (সূরা সাদ)

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۚ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾
وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتّٰىٓ إِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ
حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

১৬) তাদের মাথার ওপর থেকেও আগুনের ছাতা চেপে থাকবে আর নিচ থেকেও। আল্লাহ এ পরিণাম সম্পর্কেই তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান— সাবধান করেন। অতএব হে আমার বান্দারা! আমার ক্রোধ থেকে বাঁচো। (৬০) আজ যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে, কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। অহংকারীদের জন্য জাহান্নামে কি যথেষ্ট জায়গা নেই ? (৭১) (এ ফয়সালার পর) যেসব লোক কুফরী করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন জাহান্নামের দুয়ারগুলো খোলা হবে এবং এর কর্মচারীরা তাদেরকে বলবে ঃ "তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী-রাসূল আসেননি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এ কথা বলে ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, এই দিনটি তোমাদেরকে একদিন অবশ্যই দেখতে হবে ?" তারা জবাবে বলবে ঃ "হ্যাঁ, এসেছিল। কিন্তু আযাবের ফয়সালা কাফেরদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে।"(৭২) বলা হবে ঃ প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাসমূহের মধ্যে। এখন চিরকালই তোমাদেরকে এখানে থাকতে হবে। এটি অহংকারীদের জন্য খুবই খারাপ জায়গা। (সূরা আয-যুমার)

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝ قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ، قَالُوْا بَلٰى ، قَالُوْا فَادْعُوْا ، وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

(৪৯) তারপর এ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত লোকেরা দোযখের কর্মকর্তাদেরকে বলবে ঃ "তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে দো'আ করো, তিনি যেন আমাদের এ আযাব মাত্র একটি দিন হ্রাস করে দেন।" (৫০) তারা জিজ্ঞেস করবে ঃ "তোমাদের কাছে তোমাদের নবী-রাসূলগণ কি অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসেননি ?" তারা বলবে ঃ 'হ্যাঁ'। জাহান্নামের কর্মকর্তারা বলবে ঃ "তাহলে তোমরাই দো'আ করো। তবে কাফেরদের দো'আ তো ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক।" (সূরা আল-মু'মিন)

... وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝ وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ، وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ، اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ۝

(৪৪) ... তুমি দেখতে পাবে, এ জালিম লোকেরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন বলবে, এখন কি ফিরে যাওয়ার আদৌ কোনো পথ আছে ? (৪৫) তুমি (আরো) দেখবে, এদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে আনা হবে, তখন লাঞ্ছনার ভারে এরা নত হয়ে থাকবে এবং গোপন দৃষ্টিতে এর দিকে তাকাতে থাকবে। তখন ঈমানদার লোকেরা বলবে, বাস্তবিক পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা আজ কেয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে এবং নিজেদের সঙ্গী সাথীদেরকে কঠিন ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাবধান! জালিম লোকেরা চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা আশ-শূরা)

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۝ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۝ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۝

(৩৭) (অতঃপর কি হবে তখন) যখন নভোমণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মতো রক্তবর্ণ ধারণ করবে। (৩৯) সে দিন কোনো মানুষ ও কোনো জ্বিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। (৪১) অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে হেঁচড়িয়ে টেনে নেওয়া হবে। (৪৩) (তখন বলা হবে) এটি সেই জাহান্নাম— অপরাধী ও পাপাচারীরা যাকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল। (সূরা আর রহমান)

... كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

.... (যে ব্যক্তির ভাগে এ জান্নাত আসবে সে কি) ঐ লোকদের মতো হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে দেবে ? (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৫)

وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ۝ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۝ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ۝ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۝
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ۝ وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ۝ وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا
مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۝ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ ۝
لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۝ لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن
زَقُّومٍ ۝ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۝ فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۝ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ۝ هَٰذَا نُزُلُهُمْ
يَوْمَ ٱلدِّينِ ۝

(৪১) আর বাম দিকের লোকেরা। বাম দিকের লোকদের চরম দুর্ভাগ্যের কথা আর কি জিজ্ঞেস করবে! (৪২) তারা লু-হাওয়ার প্রবাহ ও ফুটন্ত টগবগে পানি (৪৩) ও কালো কালো ধোঁয়ার ছায়ার অধীন থাকবে। (৪৪) তা না ঠাণ্ডা-শীতল হবে, না শান্তিপ্রদ। (৪৫) এরা এমন লোক যে, এই পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে তারা খুবই সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল (৪৬) আর বড় বড় গুনাহের কাজ বার বার করতে থাকত। (৪৭) তারা বলত ঃ 'আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো এবং অস্থি পিঞ্জরটা শুধু পড়ে থাকবে, তখন কি আমাদের তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে ? (৪৮) আর আমাদের সেই বাপ-দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা পূর্বেই চলে গেছে ? (৪৯) হে নবী! এই লোকদেরকে বলো, (৫০) নিঃসন্দেহে আগের ও পরের সমস্ত মানুষকেই এক দিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে; এর সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (৫১) তাহলে হে পথভ্রষ্ট ও অবিশ্বাসকারী লোকেরা! (৫২) তোমরা জাক্কুম বৃক্ষের খাদ্য অবশ্যই খাবে। (৫৩) এর দ্বারাই তোমরা পেট ভর্তি করবে। (৫৪) আর পান করবে বহমান ফুটন্ত টগবগে পানি (৫৫) আর পিপাসা-কাতর উটের মতো পান করবে। (৫৬) এটিই হবে (বামধারীদের) আতিথ্যের জন্য নির্দিষ্ট সামগ্রী প্রতিফল দানের দিনে। (সূরা আল-ওয়াকিয়া)

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابًا ۝ لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۝ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝
إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۝ جَزَآءً وِفَاقًا ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابًا ۝ وَكُلَّ
شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ۝ فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

(২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফাঁদ বিশেষ (২২) আল্লাহদ্রোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল। (২৩) তাতে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। (২৪) সেখানে তারা কোনো শীতল ও সুপেয় জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করবে না। (২৫) তারা পাবে কেবল ফুটন্ত পানি ও ক্ষত হতে নির্গত পুঁজ -রক্ত, (২৬) (তাদের কার্যকলপের) পূর্ণমাত্রার প্রতিফল হিসেবে। (২৭) তারা তো কোনোরূপ হিসেবে-নিকেশের আশা পোষণ করত না, (২৮) বরং আমার আয়াতসমূহকে তারা সম্পূর্ণ (মিথ্যা মনে করে) প্রত্যাখ্যান করত। (২৯) অথচ আমি প্রত্যেকটি বিষয়-ই গুনে গুনে লিখে রেখেছিলাম। (৩০) অতএব, এখন স্বাদ লও; আমি তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করব না। (সূরা আন-নাবা)

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ۝ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِيمٰنًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۝ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ۝ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۝ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝

২৬) খুব শীঘ্রই আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। (২৭) আর তুমি কি জানো, সেই দোযখটি কি ? (২৮) তা কাউকেও জীবিত রাখে না আবার মৃতাবস্থায়ও ছেড়ে দেয় না। (২৯) চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। (৩০) উনিশজন কর্মচারী সেখানে নিয়োজিত। (৩১) আমরা দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদেরকে বানিয়েছি। আর তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য একটা পরীক্ষা-মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। যেন আহলে কিতাবের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং ঈমানদার লোকদের ঈমান বৃদ্ধি লাভ করে। আর আহলে কিতাব ও ঈমানদার জনগণ কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে না থাকে আর অন্তরের রোগী ও কাফেররা বলবে, এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথা বলে আল্লাহ কি বোঝাতে চান ? এভাবে আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করে দেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সৈন্য বাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। আর এ দোযখের উল্লেখ কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যে, লোকদের পক্ষে এ থেকে যেন নসীহত লাভ সম্ভব হয়। (৩২) কখনো নয়! চন্দ্রের শপথ, (৩৩) শপথ রাতের— যখন তা প্রত্যাবর্তন করে। (৩৪) আর প্রভাত কালের— যখন তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। (৩৫) এই দোযখও বড় বড় জিনিসগুলোর মধ্যকার একটি ; (৩৬) মানুষের জন্য ভীতি প্রদানকারী। (৩৭) তোমাদের মধ্যকার এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ভীতিপ্রদ, যে সামনে অগ্রসর হতে চায় কিংবা পিছনে পড়ে থাকতে ইচ্ছুক। (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির)

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝

(১) তোমার কাছে সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের বার্তা পৌঁছেছে কি ? (২) সে দিন কতক মুখমণ্ডল ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, (৩) কঠোর শ্রমে নিরত হবে, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কাতর হবে, (৪) তীব্র অগ্নি-শিখায় ভস্মীভূত হবে। (৫) টগবগ ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। (৬) কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। (৭) যা না পরিপুষ্ট বানাবে, না ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে। (সূরা আল-গাশিয়া)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِينَ ۝

(২৩) আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোনো প্রকার সন্দেহ জেগে থাকে তবে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো। এ জন্য তোমাদের সকল সমর্থক ও একমনা লোকদেরকে একত্র করো, আল্লাহ্ ভিন্ন আর যার যার সাহায্য চাও তা গ্রহণ করো; তোমরা সত্যবাদী হলে এ কাজ অবশ্যই করে দেখাবে। (২৪) কিন্তু তোমরা যদি তা না করো– নিশ্চয়ই তা কখনো করতে পারবে না– তবে সে আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা সত্যদ্রোহী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা আল-বাকারা)

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ إِلٰى جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

অতএব (হে মুহাম্মদ!) যারা তোমার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করছে তাদেরকে বলে দাও যে, সে দিন খুব নিকটে— যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে। আর জাহান্নাম বস্তুতই অত্যন্ত খারাপ স্থান। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১২)

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আচরণ গ্রহণ করবে, তারাই হবে দোযখী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। (সূরা আরাফ ঃ ৩৬)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۖ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

(৩৪) হে ঈমানদার লোকেরা! এ আহলে কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সে লোকদের, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে খরচ করে না। (৩৫) একদিন অবশ্যই হবে, যখন এই স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে এর দ্বারাই সে লোকদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে চিহ্ন দেওয়া হবে— এটাই হচ্ছে সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। নাও, এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা আত-তওবা)

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقٰى ۝

এভাবেই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী এবং আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াত অমান্যকারী লোকদেরকে (দুনিয়ায়) ফল দান করে থাকি আর পরকালের আযাব তো অধিক কঠোর ও স্থায়ী। (সূরা ত্বা-হাঃ ১২৭)

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۗ أَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ۝ لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ۗ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ •

(৯৮) (তাদেরকে বলা হবেঃ) নিঃসন্দেহে "তোমরা ও তোমাদের সে সব মা'বুদ— যাদের তোমরা পূজা-উপাসনা করতে— জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তোমাদেরকেও সেখানেই যেতে হবে। (৯৯) এরা যদি সত্যই 'ইলাহ' হতো, তবে তারা নিশ্চয়ই সেখানে যেতো না। অতঃপর সকলকেই চিরদিন সেখানে থাকতে হবে।" (১০০) সেখানে তারা কানফাটা আর্তনাদ করতে থাকবে। আর অবস্থা এই হবে যে, সেখানে তারা কোনো আওয়াজই শুনতে পাবে না।

(সূরা আল-আম্বিয়া)

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾ اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٢﴾ وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾

(১১) আসল কথা এই যে, এরা সে 'নির্দিষ্ট মুহূর্তটি'কে মিথ্যা মনে করেছে আর যে লোকই সে মুহূর্তকে মিথ্যা মনে করবে তার জন্য আমরা জ্বলন্ত আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি। (১২) সে আগুন যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখতে পাবে, তখন এরা এর ক্রুদ্ধ ও তেজস্বী আওয়ায শুনতে পাবে। (১৩) আর এরা যখন হাত-পা শৃঙ্খলিত অবস্থায় এর কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা সেখানেই নিজেদের মৃত্যুকে ডাকতে শুরু করবে। (১৪) (তখন তাদেরকে বলা হবেঃ) আজ একটি মৃত্যুকে নয়, বহু মৃত্যুকেই তোমরা ডাকতে থাকো। (সূরা আল-ফুরকান)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۚ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

(৩৬) আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের ব্যাপার চূড়ান্ত হবে যে, তারা মরে যাবে আর না তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব কোনোরূপ হ্রাস করা হবে। এভাবে আমরা কুফরকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রতিফল দান করে থাকি। (৩৭) সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নাও; আমরা নেক আমল করতে থাকব, সে আমল হতে ভিন্নতর যেমন পূর্বে করছিলাম।" (তাদেরকে জবাব দেওয়া হবেঃ) "আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি, যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল ? এখন স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো। এখানে জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা ফাতির)

اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾

(২৪) এখন সে ব্যক্তির দুরবস্থা সম্পর্কে তুমি কি ধারণা করতে পারো, যে কেয়ামতের দিন আযাবের কঠিন আঘাত নিজের মুখমন্ডলের ওপর গ্রহণ করবে ? এরূপ জালিমদেরকে তো বলে দেওয়া হবে যে, এখন সে সব উপার্জনের স্বাদ আস্বাদন করো, যা তোমরা জীবন-ভর কামাই করেছিলে। (২৫) এদের আগেও বহু লোক এভাবেই অমান্য ও অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর এমন দিক থেকে আযাব এসেছে, যেদিক সম্পর্কে তারা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না। (৪৭) এ জালিমদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ এবং এছাড়া তত পরিমাণ আরো সম্পদও থাকে, তাহলে কেয়ামত দিবসের কঠিন আযাব হতে বাঁচার জন্য তারা সবকিছু বিনিময় হিসেবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আল্লাহ্‌র কাছে থেকে তাদের সামনে সে সবকিছুই আসবে, যেসব বিষয়ে তারা কখনো অনুমানও করেনি। (৪৮) সেখানে তাদের কামাই-রোযগারের সব খারাপ ফলই প্রকাশ হয়ে পড়বে আর সে জিনিসই তাদের ওপর চাপবে, যে-জিনিস সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। (সূরা আয-যুমার)

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۭ يُسْحَبُوْنَ ۝ فِي الْحَمِيْمِ ۥ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۝ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۝ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

(৭০) যে লোকেরা এ কিতাবকে এবং আমাদের রাসূলগণের সঙ্গে পাঠানো কিতাবসমূহকে অবিশ্বাস ও অমান্য করছে ? অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন তাদের গলায় শৃংখল ও জিঞ্জির পড়াবে। (৭২) এইসব ধরে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং পরে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (৭৩) অতপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ এখন কোথায় তোমাদের সেসব উপাস্য (৭৪) যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়েছিলে আল্লাহ ছাড়া ? তারা জবাব দেবে ঃ তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে; বরং এর পূর্বে আমরা যেসব জিনিসকে ডাকতাম তারা আদতে কিছুই নয়। এভাবে আল্লাহ্‌ কাফেরদের গুমরাহ্‌ হওয়ার ব্যাপারটিকে সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট করে তুলবেন। (৭৫) তাদেরকে বলা হবে ঃ "তোমাদের এ পরিণতির কারণ এই যে, তোমরা দুনিয়ায় অসত্যের ওপর মগ্ন ছিলে এবং তা নিয়ে তোমরা গৌরবও করছিলে। (৭৬) এখন যাও, জাহান্নামের দুয়ারে প্রবেশ করো। সেখানেই তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে। বড়ই নিকৃষ্ট পরিণতি রয়েছে অহংকারী লোকদের জন্য।" (সূরা আল-মু'মিন)

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۝ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(১১) ধ্বংস সেদিন সেসব অমান্যকারীর জন্য নিশ্চিত (১২) যারা আজ নিতান্ত তামাসাচ্ছলে নিজেদের যুক্তি-প্রমাণ সংগ্রহের কাজে মগ্ন হয়ে রয়েছে। (১৩) যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে

মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, (১৪) সেদিন তাদেরকে বলা হবে যে, এ সেই আগুন, যাকে তোমরা অসত্য ও ভিত্তিহীন মনে করছিলে। (১৫) এখন বলো, এটি জাদু, না তোমরা বুঝতে পারছনা ? (১৬) এখন যাও ও এর ভেতরে ঢুকে ভস্ম হতে থাকো। তোমরা তা সহ্য করতে পারো আর না পারো, তোমাদের জন্য সবই সমান। তোমাদেরকে সেরকম প্রতিফলই দেওয়া হচ্ছে, যেমন তোমরা আমল করেছিলে। (সূরা আত্-তূর)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٧

(৬) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে সেই আগুন হতে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ রুঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে, যারা কখনোই আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে না। আর যে হুকুমই তাদেরকে দেওয়া হয়, তা সঠিকভাবে পালন করে। (৭) (তখন বলা হবে) হে কাফেররা! আজ কোনো ওযর-বাহানা পেশ করো না। তোমাদেরকে তো সে রকম কর্মফলই দেওয়া হবে, যেরকম আমল তোমরা করেছিলে। (সূরা আত-তাহরীম)

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۭ كُلَّمَاۤ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۬ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝٩ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١٠ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١١

(৮) এবং তা তখন উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তাতে কোনো জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে, এর কর্মচারীরা সেই লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ কোনো সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসেনি? (৯) তারা জবাবে বলবে ঃ হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের কাছে এসেছিল বটে; কিন্তু আমরা তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। আসলে তোমরা খুব বেশি গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে আছ। (১০) আর তারা বলবে ঃ আহা! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না! (১১) এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিবে। এ দোযখীদের ওপর অভিশাপ। (সূরা আল-মূলক)

اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤

কাফেরদের জন্য আমরা শিকল, কণ্ঠবেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।
(সূরা আদ-দাহর ঃ ৪)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝١ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي

الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

(১) নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের গালাগাল দেয় এবং (পিছনে) নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (২) যে ব্যক্তি ধন-মাল সঞ্চয় করেছে এবং তা গুণে গুণে রেখেছে (তার জন্যও ধ্বংস)। (৩) সে মনে করে যে, তার ধন-মাল চিরকাল তার কাছে থাকবে। (৪) কক্ষনোই নয়; সেই ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। (৫) আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটা কি ? (৬) আল্লাহ্র আগুন, প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত, (৭) যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (৮) তা তাদের ওপর ঢেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। (৯) (এমন অবস্থায় যে) তা উঁচু উঁচু স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত হবে)। (সূরা আল-হুমাযা)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্যমণ্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, "ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে ? তাহলে এখন এই নেয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময় স্বরূপ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৬)

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

আর সে সব ভুল পথ ও পন্থা থেকে রক্ষা পাবে কেবল সেসব লোক, যাদের প্রতি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের করুণা বর্ষিত হয়েছে। এ (বাছাই ও গ্রহণ করার স্বাধীনতার) উদ্দেশ্যেই তো তিনি তাদেরকে পয়দা করেছিলেন এবং (এর দ্বারা) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সে কথাই পূর্ণ হলো, (যেখানে) তিনি বলেছিলেন– "আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা ভরে দেবো। (সূরা হূদ ঃ ১১৯)

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

যেসব লোক আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আহ্বান কবুল করেছে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা কবুল করল না, তারা যদি দুনিয়ার সমগ্র সম্পদেরও মালিক হয়ে বসে এবং ঐ পরিমাণ আরো সংগ্রহ করে লয়, তাহলেও তারা আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্যে এই সবকিছুকে বিনিময় হিসেবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এরা সে লোক, যাদের কাছ থেকে খুব নিকৃষ্টভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে আর তাদের পরিণতি জাহান্নাম। এটা অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা। (সূরা আর-রাদ ঃ ১৮)

مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

তাদের সামনেই জাহান্নাম রয়েছে। তারা দুনিয়ায় যা কিছুই অর্জন করেছে, তন্মধ্যে কোনো জিনিসই তাদের কাজে আসবে না, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তারাও তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে বড় আযাব। (সূরা আল-জাসিয়াহ ঃ ১০)

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ۝

সে দিনের কথা স্মরণ করো, যখন আমরা জাহান্নামের কাছে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পুরোমাত্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছ? তখন তা বলবে ঃ আরো কিছু আছে নাকি? (সূরা কাফ ঃ ৩০)

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝

(৬) যেসব লোক তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে। তা মূলতই অত্যন্ত খারাপ পরিণতির স্থান। (৭) তারা যখন তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন এর ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে। (সূরা আল-মুলক)

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝

জাহান্নামকে সে দিন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে; সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে। কিন্তু তখন তার বোধশক্তি জাগ্রত হওয়ায় কী লাভ হবে। (সূরা আল-ফজর ঃ ২৩)

হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ لَكَ فِيْهِ قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন (তাপের দিক দিয়ে) জাহান্নামের আগুনের সত্তরভাগের একভাগ। প্রশ্ন করা হলো ঃ হে আল্লাহর নবী! কেন, এই আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? আল্লাহর রাসূল বললেন ঃ দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) উনসত্তর অংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশ-ই আলাদা আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى ابْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর ধরে তাপ দেওয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেওয়া হয়েছিল যার ফলে তা সাদা বর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পরে উক্ত আগুন কালো বর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড় ঘন কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। (তিরমিযী)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلَ النَّارِ عَذَابًا رَّجُلٌ فِىْ اَخْمَصِىْ قَدَ مَعِه جَمْرَ تَانِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٗ كَمَا يَغْلِىْ اَلْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ -

হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ জাহান্নামে যে ব্যক্তিকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেওয়া হবে তাহলো দু' পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দুটি অঙ্গার রেখে দেওয়া হবে, যার ফলে কোনো চুলার উপর যেমনিভাবে ডেকচি ফুটতে থাকে, তেমনিভাবে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে।

(তারগীব ও তারহীব, বুখারী-মুসলিম)

عَنْ شَفِيِّ بْنِ مَاتِعِنِ الْاَ صْبَاحِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةٌ يُؤْذُوْنَ اَهْلَ النَّارِ عَلٰى مَابِهِمْ مِنَ الْاَذٰى يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيْمِ وَالْجَحِيْمِ يَدْعَوْنَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ يَقُوْلُ اَهْلَ النَّارِ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مَابَالَ هٰؤُلَاءِ قَدَ اَذَوْنَا عَلٰى مَابِنَا مِنَ الْاَذٰى ؟ قَالَ فَرَجُلٌ مُّغْلَقٌ عَلَيْهِ تَابُوْتٌ مِّنْ جَمْرٍ وَرَجُلٌ يَجُرُّ اَمْعَاءَهٗ وَرَجُلٌ يَّسِيْلُ فُوْهُ قَيْحًا وَّدَمًا ،وَرَجُلٌ يَاكُلُ لَحْمَهٗ قَلَ فَيَقَلُ لِصَاحِبِ التَّابُوْتِ مَابَالَ الْاَلْعَدقَدْ اَذَانَا عَلٰى مَا بِنَا مِنَ الْاَذٰى فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَ بْعَدَ مَاتَ وَفِىْ عُنُقِه اَمْوَالُ النَّاسِ مَايَجُدُ لَهَا قَضَاءً اَوْ وَفَاءً ثُمَّ يَقَالُ لِلَّذِىْ يَجُرُّ اَمْعَاءَهٗ مَابَالَ الْاَبْعَدِ قَدْ اَذَانَا عَلٰى مَابِنَا مِنَ الْاَذٰى فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَبْعَدَكَانَ لَايُبَالِىْ اِبْنَ اَصَابَ الْبَوْلُ مِنْهُ لَا يَغْسِلُهٗ، ثُمَّ يَقَالُ لِلَّذِىْ يَسِيْلَ فُوْهُ قَيْحًاوَّ دَمًا مَّا بَالُ الْاَبْعَدِ قَدْ اَذَا نَا عَلٰى بِنَا مِنَ الْاَذٰى؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَبْعَدَ كَانَ يَقِفُ عَلٰى كَلِمَةٍ فَيَسْتَلِذُّ هَاكَمَا يَسْتَلَذُّ الرَّفَثُ، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّذِىْ يَاكُلُ لَحْمَهٗ مَابَالُ الْاَبْعَدِ قَدْ اَذَانَا عَلٰى مَابِنَا مِنَ الْاَذٰى ؟ فَيَقُوْلُ اِنَّ الْاَبْعَدَ كَانَ يَاكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ بِالْغِيْبَةِ وَيَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ-

হযরত শাফী ইবনে মাতে' (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে চার ব্যক্তি এমন হবে যাদের জন্যে জাহান্নামবাসীরাও অসুবিধার মধ্যে পড়বে। তারা ফুটন্ত পানি ও লেলিহান আগুনের মাঝে দৌড়াতে থাকবে ও "হায় হায়" করে চিৎকার করতে থাকবে। জাহান্নামবাসীরা একে অপরকে বলবে ঃ আমরা তো এমনিতেই কষ্টের মধ্যে পড়েছিলাম, এসব দুর্ভাগারা এসে আমাদের আরও বেশি বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এই চার ব্যক্তির মধ্যে একজনকে আগুনের সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা হবে, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাড়িভুড়ি বেরিয়ে পড়বে ও সে সেই বেরিয়ে পড়া নাড়িভুড়ি নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকবে, তৃতীয় ব্যক্তির মুখ দিয়ে রক্ত ও পুঁজ বের হতে থাকবে এবং চতুর্থ ব্যক্তি নিজের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকবে। সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ জাহান্নামীকে দেখে অন্যান্য লোক বলবেঃ এই দুর্ভাগা ব্যক্তি যার পেরেশানির কারণে আমরাও কষ্টের মধ্যে পড়েছি। সে দুনিয়াতে কি

করেছিল, কোন অপরাধের কারণে তাকে এই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এ এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যে, তার কাছে অনেকের অর্থ ছিল, তার ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু সে অন্যের আমানত ফিরিয়ে দেয়নি ও ঋণ পরিশোধ করেনি। দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন জাহান্নামবাসীরা জানতে চাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এই ব্যক্তি নিজের প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করত না। এভাবে যখন তারা তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ যেমনভাবে ব্যভিচারীরা অশ্লীল দ্বারা আনন্দ পায় তেমনিভাবে এই ব্যক্তি মন্দ কথার প্রতি আকৃষ্ট হতো। আর পরিশেষে জাহান্নামবাসীরা যে নিজের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল সেই ব্যক্তির বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ ঐ ব্যক্তি মানুষকে অন্যের চোখে হেয়ো করার জন্যে তার পেছনে তার দোষ বর্ণনা করত এবং যাতে মানুষের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও তারা পরস্পর লড়াই ঝগড়া করে, তার জন্যে সে এদিক-ওদিক চুগলী করে বেড়াত। (তারগীব ও তাবারানী)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ -

হযরত ইমরান আবনু হুসাইন (রা) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি জান্নাতের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। তাতে এর অধিকাংশ বাসিন্দা গরীবদেরই দেখতে পেয়েছি। আমি জাহান্নামেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। আর নারীদেরকেই তার অধিকাংশ বাসিন্দা দেখেছি। (বুখারী)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ ؛ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ، اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ ؛ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُّسْتَكْبِرٍ -

হযরত হারিস ইবনে ওয়াহাব খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে কিছু সংখ্যক জান্নাতবাসীর পরিচয় জানাব না? তারা দুর্বল ও নম্র স্বভাব লোক। যারা আল্লাহ্র নামে শপথ করলে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন। আর আমি কি তোমাকে কিছু সংখ্যক জাহান্নামবাসীর পরিচয় জানাব না? যারা অত্যাচারী, গর্বিত ও অহংকারী তারাই জাহান্নামবাসী। (বুখারী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوٰتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ (দুনিয়ায়) ভোগ-বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টন করে আছে জান্নাতকে। (বুখারী-মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا -

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জাহান্নামের মতো ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা বাঁচতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে এবং জান্নাতের মতো আরামদায়ক আর কিছুই দেখিনি অথচ যারা তা পেতে চায় তারাও ঘুমাচ্ছে। (তিরমিযী)

৬. জান্নাত

কুরআন

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝

তাদের এসব উক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশত দান করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এটা হচ্ছে সঠিক আচরণ গ্রহণকারীদের কর্মফল। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮৫)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

(৪২) যারা আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিয়েছে এবং ভালো কাজ করেছে— আর এই পর্যায়ে আমরা প্রত্যেককে তার সাধ্যানুযায়ীই দায়ি করে থাকি— তারা জান্নাতী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (৪৩) তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে গ্লানি ও বিরূপভাব থাকবে, আমরা

তা বিদূরিত করে দেবো। তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথের সন্ধান পেতাম না, যদি আল্লাহ্‌ই আমাদের পথ না দেখাতেন। আমাদের খোদা-প্রেরিত রাসূল প্রকৃতই সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন। তখন আওয়াজ আসবে যে, "তোমরা যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, তা তোমাদের সে সব আমলের প্রতিফল হিসেবেই পেয়েছ, যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করেছিলে।" (৪৪) অতঃপর এই জান্নাতের লোকেরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে ঃ "আমরা সে সব ওয়াদাকে বাস্তবভাবে পেয়েছি, যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদের কাছে করেছিলেন; তোমাদের 'সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যেসব ওয়াদা করেছিল, তা কি তোমরা ঠিকভাবে লাভ করেছ?" তারা জবাবে বলবে ঃ হাঁ; তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করে দেবে ঃ "আল্লাহ্‌র অভিশাপ সে জালিমদের ওপর" (৪৫) যারা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দিতো, তাকে বাঁকা করতে চাইত এবং পরকাল অমান্যকারী হয়ে গিয়েছিল।" (৪৬) এই দুই শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি পার্থক্য সৃষ্টিকারী পর্দা হবে, এর উচ্চপর্যায়ে থাকবে অপর কিছু লোক। এরা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা এর জন্য আকাঙ্ক্ষী হবে। (৪৭) এরা প্রত্যেককে নিজ নিজ চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। জান্নাতবাসীদের ডেকে এরা বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।" অতঃপর দোযখীদের প্রতি যখন তাদের চোখ পড়বে, তখন বলবে ঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জালিম লোকদের মধ্যে শামিল করো না।" (৪৮) অতঃপর এই আ'রাফের লোকেরা দোযখের যেসব বড় বড় ব্যক্তিত্বকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। তাদেরকে ডেকে বলবে ঃ দেখলে তো, আজ না তোমাদের দলবল কোনো কাজে আসলো, না সেসব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় জিনিস বলে মনে করছিলে? (৪৯) আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেসব লোক নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এই লোকদেরকে তো আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে কোনো অংশই দান করবেন না! আজ তো তাদেরকেই বলা হলো যে, তোমরা সব বেহেশতে প্রবেশ করো; তোমাদের জন্য না কোনো ভয় আছে, না কোনো আশঙ্কা। (৫০) ওদিকে দোয়খের লোকেরা জান্নাতী লোকদের ডেকে বলবে যে, আমাদের দিকে সামান্য পানি ঢেলে দাও কিংবা আল্লাহ যে রিযিক তোমাদের দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু এদিকে নিক্ষেপ করো। তারা জবাবে বলবে ঃ আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি জিনিসই সত্যের সেসব অমান্যকারীদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন, (৫১) যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণার গোলক ধাঁধাঁয় নিমজ্জিত রেখেছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ আজ আমরা তেমনিভাবেই তাদেরকে ভুলে থাকব, যেমন করে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে ছিল এবং আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (৫২) আমরা এদের কাছে এমন একখানি কিতাব নিয়ে এসেছি, যাকে আমরা জ্ঞান-তথ্যে সুবিস্তৃত বানিয়েছি এবং যা ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ।

(সূরা আল-আরাফ)

... لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤

.... তাদের জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে খুবই উচ্চ মর্যদা রয়েছে; আছে অপরাধের ক্ষমা ও উত্তম রিযিক। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৪)

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ

যেসব লোক দুনিয়ায় ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে, তারা এমন সব বাগিচায় প্রবিষ্ট হবে, যেসবের নিম্নে নদ-নদী প্রবহমান থাকবে। সেখানে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুমতিতে চিরদিন থাকবে এবং সেখানে তাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে চিরশান্তির মুবারকবাদ দ্বারা। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৩)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

(৪৫) মুত্তাকী লোকেরা অবস্থান করবে বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে। (৪৬) এবং তাদেরকে বলা হবে যে, এতে প্রবেশ করো পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে। (৪৭) তাদের মনে যাকিছু সামান্য কপটতার ত্রুটি থাকবে, তা আমরা বের করে দেবো। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসমানের ওপর বসবে। (৪৮) তারা সেখানে না কোনো কষ্টের সম্মুখীন হবে, না সেখান থেকে তারা কখনো বহিষ্কৃত হবে। (৪৯) হে নবী! আমার বান্দাহদেরকে সংবাদ দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান। (৫০) কিন্তু সেই সঙ্গে আমার আযাবও অত্যন্ত পীড়াদায়ক। (সূরা আল-হিজর)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

তাদের জন্য চিরসবুজ ও চিরশ্যামল জান্নাত রয়েছে, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান থাকবে; সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে। তারা মিহিন ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করবে এবং এরূপ অবস্থায় উচ্চ মসনদের ওপর তারা হেলান দিয়ে বসবে। কত চমৎকার প্রতিদান ও কত উঁচুদরের আবাস স্থল। (সূরা আল-কাহফ ঃ ৩১)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۝ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

(৬৩) এটি সে জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আমরা বানাব আমাদের বান্দাহ্দের মধ্য হতে পরহেযগার লোকদেরকে। (৬৪) (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুম ব্যতীত অবতীর্ণ হইনি। যা কিছু আমাদের সামনে আছে আর যা কিছু পেছনে আছে আর যা কিছু এর মাঝখানে আছে, সব জিনিসেরই মালিক তিনিই আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কখনোই ভুলে যান না। (৬৫) তিনি আসমান ও জমিনের আর সে সব জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক,

যা আসমান ও জমিনের মাঝখানে রয়েছে। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁরই বন্দেগীর ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকো। তোমাদের জানামতে তাঁর সমতুল্য কোনো সত্তা আছে কি ? (সূরা মারিয়াম)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ ... يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

(১৪) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। (২৩) ... তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করানো হবে, যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে; সেখানে তাদেরকে সোনার কঙ্কণ ও মোতির মালা দ্বারা ভূষিত করা হবে আর তাদের পোশাক হবে রেশমের। (২৪) তাদেরকে পবিত্র কথা গ্রহণ করবার নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে দেখানো হয়েছে মহান গুণাবলী সম্পন্ন আল্লাহ্র পথ। (সূরা আল-হাজ্জ)

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾

(৫৫) নিঃসন্দেহে আজ জান্নাতীরা মজা লুটবার কাজে মশগুল হয়ে রয়েছে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ায় রাজকীয় আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসে আছে। (৫৭) সব রকমের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্য সেখানে মওজুদ রয়েছে। তারা যা কিছুই চাইবে, তাই তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। (৫৮) দয়াময় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদেরকে 'সালাম' বলা হয়েছে। (সূরা ইয়া-সীন)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۖ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

(৪০) কিন্তু আল্লাহ্র বাছাই করা বান্দারা (এ দুঃখজনক পরিণাম থেকে) রক্ষা পেয়ে যাবে। (৪১) তাদের জন্য জানা-বুঝা রিযিক রয়েছে, (৪২-৪৩) সর্বপ্রকারের সুস্বাদু দ্রব্যাদি এবং

নেয়ামতে ভরা জান্নাতও— যাতে তারা সম্মান সহকারে বসবাস করবে। (৪৪) আসনে মুখামুখী আসীন হবে। (৪৫) শরাবের ঝর্ণাসমূহ থেকে পান-পাত্র পূর্ণ করে তাদের মধ্যে ঘুরানো হবে। (৪৬) তা উজ্জ্বল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয়— সুস্বাদু। (৪৭) না তাদের দেহে এর দরুন কোনো ক্ষতি হবে, না তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। (৪৮) তাদের কাছে দৃষ্টি সংরক্ষণকারী, সুন্দর চোখ বিশিষ্ট নারীগণ হবে। (৪৯) এমন স্বচ্ছ, যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি। (৫০) অতপর তারা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে ঃ দুনিয়ায় আমার একজন সাথী ছিল, (৫২) সে আমাকে বলতো ঃ "তুমিও কি সত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে শামিল ? (৫৩) আমরা যখন মরে যাবো, মাটিতে পরিণত হবো এবং অস্থির জীর্ণ পিঞ্জর হয়ে যাবো, তখন বাস্তবিকই কি আমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে ? (৫৪) এখন সে লোক কোথায় আছে তা কি তোমরা দেখতে চাও ?" (৫৫) এ কথা বলে যখনি সে মাথা নোয়াবে, তখনি সে তাকে জাহান্নামের অত্যন্ত গভীরে দেখতে পাবে। (৫৬) তাকে সে ডেকে বলবে ঃ "আল্লাহ্র শপথ, তুমি তো আমাকে ধ্বংসই করে দিচ্ছিলে ? (৫৭) আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি না পেতাম তাহলে আজ আমিও সে লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম যারা গ্রেফতার হয়ে এসেছে। (৫৮) আচ্ছা, তবে কি আমরা আর কখনো মরে যাবো না ? (৫৯) আমাদের যে মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল তা পূর্বেই কি হয়েছে ? এখন আমাদের জন্য কি কোনো আযাবই নেই।" (৬০) নিঃসন্দেহে এটি বিরাট সাফল্য। (৬১) এরূপ সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত। (সূরা আস-সাফফাত)

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا
يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا
الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২০) অবশ্য যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করে চলে, তাদের জন্য আছে মনযিলের পর মনযিল বিশিষ্ট সুবিশাল ও সুউচ্চ ইমারত যেগুলোর নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। এ আল্লাহ্র ওয়াদা। আল্লাহ কখনো নিজের কৃত ওয়াদার বরখেলাফ করেন না। (৭৩) আর যেসব লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী হতে বিরত ছিল, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহকে পূর্ব থেকেই উন্মুক্ত দেখতে পাবে। তখন এর ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে ঃ "সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি, তোমরা খুব ভালোভাবেই ছিলে। প্রবেশ করো এর মধ্যে চিরকালের জন্য।" (৭৪) আর তারা বলবে ঃ "শোকর মহান আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাকে সত্য করে দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে জমিনের উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) বানিয়েছেন। এখন আমরা জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের স্থান বানিয়ে নিতে পারি।" অতএব অতি উত্তম প্রতিদান নেক আমলকারী লোকদের জন্য। (৭৫) আর তুমি দেখবে, ফেরেশতারা আরশের চারপাশে ঘিরে থেকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা

ও পবিত্রতা বর্ণনায় নিযুক্ত আছে। আর লোকদের মাঝে যথাযথভাবে বিচার-ফয়সালা চুকিয়ে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করে দেওয়া হবে যে, যাবতীয় তারীফ-প্রশংসা কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। (সূরা আয-যুমার)

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

(৬৯) যারা আমাদের অয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হয়ে রয়েছিল, (৭০) তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া হবে।' (৭১) তাদের সামনে সোনার থালা ও পাত্রসমূহ উপস্থাপন করা হবে এবং মনভুলানো ও দৃষ্টির পরিতৃপ্তকারী জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ 'এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাকবে। (৭২) তোমরা দুনিয়ায় যেসব নেক আমল করেছিলে সে সব আমলের দরুন তোমরা এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ। (৭৩) তোমাদের জন্য এখানে বিপুল ফল-ফলাদি রয়েছে, যা তোমরা খাবে।' (সূরা আয্-যুখরুফ)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

(৫১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ভীরু লোকেরা নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে থাকবে, (৫২) বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গায়। (৫৩) পাতলা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে সামনা-সামনি আসীন হবে। (৫৪) এটাই হবে তাদের জাঁকজমকের অবস্থা। আমরা সুন্দরী রূপসী হরিণ নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী বানিয়ে দেবো। (৫৫) সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্তে সর্বপ্রকারের সুস্বাদু জিনিসসমূহ পেতে থাকবে। (৫৬-৫৭) সেখানে কখনো তারা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু ঘটেছিল, তা তো ঘটেই গেছে। আর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন। বস্তুত এটাই বড় সাফল্য। (সূরা আদ্-দুখান)

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

(১৪) এমন কি কখনো হতে পারে যে, যে লোক তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক সুস্পষ্ট হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে সে ঐ লোকদের মতো হয়ে যাবে, যাদের খারাপ

কাজসমূহকে মনোহর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসারী হয়ে গেছে ? (১৫) মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, এর পরিচয় তো এই যে, তাতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির। ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন দুধের যা কখনো বিস্বাদ হবে না। ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন পানীয়ের, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় হবে আর ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর। সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে থাকবে ক্ষমা। (যে ব্যক্তির ভাগে এ জান্নাত আসবে সে কি) ঐ লোকদের মতো হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে দেবে ? (১৬) এদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা মনোযোগ দিয়ে তোমার কথা শোনে, পরে যখন তোমার কাছ থেকে তারা বের হয়ে যায়, তখন যাদেরকে জ্ঞানের নেয়ামত দেওয়া হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এই মাত্র উনি কি বললেন ? এরা সেই লোক যাদের মনের ওপর আল্লাহ তা'আলা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এরা নিজেদের বাসনা-লালসার অনুসরণ করে চলছে। (সূরা মুহাম্মাদ)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

(১৭) নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগানসমূহে ও নেয়ামত সম্ভারের মধ্যে অবস্থান করবে, (১৮) মজা নিতে ও স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে সেসব জিনিস থেকে যা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে দেবেন। আর তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (১৯) (তাদেরকে বলা হবে) খাও এবং পান করো স্বাদ ও মজা সহকারে, তোমাদের সেসব কাজের প্রতিফলরূপে যা তোমরা করেছিলে। (২০) তারা সামনা-সামনি বসানো আসনসমূহের ওপর ঠেস লাগিয়ে বসবে। আর আমরা সুদর্শন ও সুনয়না 'হুর'দেরকে তাদের কাছে বিয়ে দেবো। (২১) যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের যে সন্তানরা ঈমানের কোনো এক মাত্রায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদেরকেও আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করব আর তাদের আমলের কোনো ঘাটতি আমরা তাদেরকে দেবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের কাছে দায়বদ্ধ আছে। (২২) আমরা তাদেরকে সর্ব প্রকারের ফল ও গোশত— যে জিনিসই তাদের মন চাবে— খুব বেশি পরিমানে দিয়ে যেতে থাকব। (২৩) তারা সেখানে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পান-পাত্র গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু সেখানে কোনোরূপ কোলাহল বা চরিত্রহীনতার ব্যাপার ঘটতে পারবে না, (২৪) তাদের সেবা-যত্নে সেসব বালক দৌড়াদৌড়ির কাজে নিযুক্ত থাকবে

যারা কেবলমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। এরা এমন সুন্দর ও সুশ্রী, যেমন লুকিয়ে রাখা মুক্তা। (২৫) তারা পরস্পর একে অপরের কাছে (দুনিয়ায় অতিবাহিত জীবন সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবে যে, আমরা প্রথমে নিজেদের ঘরের লোকদের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবন যাপন করছিলাম। (২৭) অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাদেরকে ঝলসিয়ে দেওয়া বাতাসের আযাব থেকে রক্ষা করলেন। (২৮) আমরা বিগত জীবনে তাঁর কাছেই দো'আ করতাম। তিনি বস্তুতই অতিবড় অনুগ্রহকারী ও দয়াবান। (সূরা আত্-তূর)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۝ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

(৫৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র না-ফরমানী থেকে আত্মসংবরণকারী লোকেরা নিশ্চিতরূপেই বাগানসমূহ ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে, (৫৫) প্রকৃত মহান ও মর্যাদার স্থান বড় মহাশক্তিধর সম্রাটের কাছে। (সূরা আল-ক্বামার)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ مُدْهَآمَّتٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

(৪৬) আর যারা আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়ার ভয় পোষণ করে তাদের প্রত্যেকের জন্যই দুখানি বাগান রয়েছে। (৪৭) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক্-এর কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৪৮) উভয় বাগানই সবুজ-সতেজ ডাল-পালায় ভরপুর। (৪৯) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে? (৫০) দু'টি বাগানে দু'টি ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান। (৫১) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে ? (৫২) উভয় বাগানের প্রত্যেকটি ফলের দুটি প্রকরণ হবে। (৫৩) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে? (৫৪) (জান্নাতী লোকেরা) এমন শয্যার ওপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আস্তরণ মোটা

রেশমের তৈরি হবে। আর বাগানের ডাল-পালা ফলের ভারে ঝুঁকে পড়ে থাকবে। (৫৫) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৫৬) এই নেয়ামতসমূহের মধ্যে লজ্জাবনত নানা ললনারাও থাকবে। তাদেরকে (এই জান্নাতী লোকদের) পূর্বে কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শও করেনি। (৫৭) অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দানকে অসত্য মনে করবে। (৫৮) এরা এমনই সুন্দরী, রূপসী, যেমন হীরা ও মুক্তা। (৫৯) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অসত্য মনে করবে ? (৬০) শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে ? (৬১) তাহলে (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন উত্তম গুণাবলীকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে ? (৬২) আর সে দুটি বাগান ছাড়াও আরো দটি বাগান হবে। (৬৩) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে ? (৬৪) ঘন-সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল ও সতেজ বাগান। (৬৫) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৬৬) দুটি বাগানে দুটি ধারা ঝর্ণার মতো উৎক্ষিপ্তমান। (৬৭) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন অবদানকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৬৮) তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। (৬৯) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে তোমরা না মেনে পারবে ? (৭০) এসব নেয়ামতের মধ্যেই থাকবে সচ্চরিত্রের অধিকারী সুদর্শনা স্ত্রীগণ। (৭১) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দানকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৭২) তাঁবুসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত হুরগণও থাকবে। (৭৩) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে ? (৭৪) এই বেহেশতী লোকদের মধ্য থেকে পূর্বে কাউকেও কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে ? (৭৬) তারা সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় এলায়িতভাবে অবস্থান করবে। (৭৭) অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে অসত্যারোপ করবে ? (৭৮) বড়ই বরকতময় মহাসম্মানিত ও মাহাত্মপূর্ণ তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাম। (সূরা আর-রহমান)

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝٤ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ۝٦ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝٧ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٨ وَأَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۝٩ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝١٠ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٤ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥ مُّتَّكِـِٔيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝١٧ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝١٨ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝١٩ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝٢٠ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٢١ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۝٢٢ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۝٢٣ جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢٤ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ۝٢٥ إِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۝٢٦ وَأَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَا أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۝٢٧ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۝٢٨ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۝٢٩ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۝٣٠ وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ ۝٣١ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۝٣٢ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۝٣٣ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝٣٤ إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً ۝٣٥ فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ۝٣٦ عُرُبًا أَتْرَابًا ۝٣٧ لِّأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝٣٨ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝٣٩ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝٤٠

(১) যখন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হবে, (২) তখন এর সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটিকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবেনা। (৩) তা হবে ওলট-পালটকারী মহা প্রলয়। (৪) পৃথিবীটাকে তখন হঠাৎ করে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে দেওয়া হবে। (৫) আর পাহাড়গুলোকে এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেওয়া হবে (৬) যে, তা বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত হবে।(৭) তোমরা তখন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। (একদিকে থাকবে) ডান বাহুর লোক। (৮) ডান বাহুর লোকদের (সৌভাগ্যের কথা) আর কি বলা যায়! (৯) (অন্যদিকে থাকবে) বাম বাহুর লোক। বাম বাহুর লোকদের (দুর্ভাগ্য-দুর্দশার) আর সীমা-পরিসীমা কি! (১০) আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো (সর্ব ব্যাপারে) অগ্রবর্তীই! (১১) তারাই তো সান্নিধ্যলাভকারী লোক। (১২) তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করবে। (১৩) পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে বেশিসংখ্যক (১৪) আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে কমসংখ্যক (১৫) মণি-মুক্তা খচিত আসনসমূহের ওপর (১৬) হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে আসীন হবে। (১৭-১৮) তাদের মজলিসসমূহে চিরকিশোরগণ প্রবহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পান-পাত্র, হাতলধারী বিরাট সুরাভাণ্ড হাতলবিহীন পানপাত্র নিয়ে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকবে। (১৯) তা পান করায় তাদের মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পাবেনা। (২০) আর এরা তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পেশ করবে, যেন প্রত্যেকেই তা পছন্দমতো তুলে নিতে পারে। (২১) এছাড়া পাখির গোশতও সামনে রাখবে, যে কেউ পাখির গোশত ইচ্ছেমতো নিতে পারবে। (২২) আর তাদের জন্য সুন্দর চোখধারী হুরগণও থাকবে। (২৩) এরা সুশ্রী-সুন্দরী হবে লুকিয়ে রাখা মুক্তার মতো। (২৪) এসব কিছুই সেসব আমলের শুভ প্রতিফল স্বরূপ তারা পাবে, যা তারা দুনিয়ার জীবনে করেছিল। (২৫) সেখানে তারা কোনো বাজে কথা বা পাপের বুলি শুনতে পাবে না। (২৬) যে কথা-বার্তাই হবে, তা ঠিক ঠিক ও যথাযথ হবে। (২৭) আর ডান বাহুর লোকেরা; ডান বাহুর লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলা যায়! (২৮) তারা কাটাহীন কুলবৃক্ষসমূহ, (২৯) থরে থরে সাজানো কলা, (৩০) বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপ্রী ছায়া, (৩১) সর্বদা প্রবহমান পানি, (৩২-৩৩) আর খুব প্রচুর পরিমাণে ফল থাকবে যা শেষও হবেনা ও কোনো বাধাবিঘ্নও থাকবে না (৩৪) ও উচ্চ আসন কেন্দ্রসমূহে অবস্থিত হবে। (৩৫) তাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করব এবং (৩৬) তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেবো। (৩৭) নিজেদের স্বামীদের প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ, (৩৮) এ সবকিছুই ডান বাহুর লোকদের জন্য। (৩৯) তারা পূর্ববর্তী (কালের) লোকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক হবে (৪০) আর পরবর্তী (কালের) লোকদের মধ্য হতেও বহু। (সূরা আল-ওয়াকিয়া)

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٥ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝٦
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝٧ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝٩ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
قَمْطَرِيرًا ۝١٠ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا
تَذْلِيلًا ۝١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ۝١٥ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا

تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ
وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ۚ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ
هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

(৫) নেককার লোকেরা (জান্নাতে) পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যার সাথে কর্পুর পানির সংমিশ্রণ থাকবে। (৬) এটি হবে একটি প্রবহমান ঝর্ণা যার পানির সাথে আল্লাহ্র বান্দাহ্রা শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই এর শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে। (৭) এরা হবে সেসব লোক যারা (দুনিয়ায়) মানত পূরণ করে এবং সে দিনটিকে ভয় করে যার বিপদ সর্বত্র বিস্তৃত হবে। (৮) আর যারা আল্লাহ্র ভালোবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়। (৯) এবং তাদেরকে বলে, আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ্র জন্যই খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে না কোনো প্রতিদান চাই, না কৃতজ্ঞতা। (১০) আমরা তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকর পক্ষ থেকে সেদিনের আযাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, যে দিনটি হবে কঠিন বিপদে আকীর্ণ— অতিশয় দীর্ঘস্থায়ী। (১১) অতএব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে দিনের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ-স্ফূর্তি দান করবেন। (১২) আর তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। (১৩) সেখানে তারা উচ্চ আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তাদেরকে না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে, না শীতের প্রকোপ। (১৪) জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের ওপর অবনত হয়ে থাকবে এবং এর ফল-পাকড় সর্বদা তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে (তারা ইচ্ছেমতো তা পাড়তে পারবে)। (১৫) তাদের সামনে রৌপ্য-নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা পরিবেশন করানো হবে। সেই কাঁচ পাত্রও রৌপ্য জাতীয় হবে (১৬) এবং সেগুলো (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মতো ভরতি করে রাখবে! (১৭) তাদেরকে সেখানে এমন সুরা-পাত্র পরিবেশন করানো হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে। (১৮) এটি হবে জান্নাতের একটি নির্ঝরা, যাকে 'সালসাবীল'ও বলা হয়। (১৯) তাদের সেবাকার্যে এমন সব বালক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা যেন ছড়িয়ে দেওয়া মুক্তা। (২০) তোমরা সেখানে যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, শুধু নেয়ামত আর নেয়ামতই তোমাদের চোখে পড়বে এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমরা দেখতে পাবে। (২১) তাদের ওপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক কিংবা মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন। (২২) এই হলো তোমাদের শুভ-প্রতিফল। কারণ তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবান রূপে গৃহীত হয়েছে। (সূরা আদ্-দাহর)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا
كِذَّابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ
خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

(৩১) নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে একটা সাফল্যের স্থান (৩২) এবং বাগ-বাগিচা, আংগুর, (৩৩) এবং সমবয়স্কা নব্য যুবতীগণ (৩৪) এবং উচ্ছ্বাসিত পানপাত্রও। (৩৫) সেখানে তারা কোনোরূপ অসার, অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না। (৩৬) এটি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রতিফল এবং পূর্ণমাত্রার পুরস্কার, (৩৭) সেই অতীব দয়াবান প্রভুর কাছ থেকে যিনি জমিন ও আসমানসমূহের এবং তাদের মধ্যেকার প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র মালিক, যাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো হবে না। (৩৮) যেদিন রূহ ও ফেরেশতারা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে; কেউ কোনো কথা বলবে না— সে ব্যতীত, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং সে যথাযথ কথা বলবে। (সূরা আন-নাবা)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن
رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا
يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ
يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾
وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

(২২) নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে। (২৩) উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। (২৪) তাদের মুখাবয়বে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি অবলোকন করবে। (২৫) তাদেরকে মুখ-বন্ধক উৎকৃষ্ট শরাব পান করানো হবে। (২৬) এর ওপর মিশক্-এর মোহর লাগানো থাকবে। যেসব লোক অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায়, তারা যেন এই জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। (২৭) সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে। (২৮) এটি একটি ঝর্ণা; এর পানির সাথে নৈকট্য লাভকারী লোকেরা শরাব পান করবে। (২৯) পাপাচারী লোকেরা দুনিয়ায় ঈমানদার লোকদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (৩০) তাদের পাশ দিয়ে যখন তারা অতিক্রম করত, তখন কটাক্ষ করে তাদের প্রতি ইশারা করত। (৩১) যখন নিজেদের ঘরে ফিরে যেতো তখন তারা সুখ-সম্ভোগে তৃপ্ত হয়ে ফিরত (৩২) আর তাদেরকে দেখলে বলত, এরা পথভ্রষ্ট লোক। (৩৩) অথচ তাদেরকে এই লোকদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠানো হয়নি। (৩৪) (কিন্তু) আজ ঈমানদার লোকেরা কাফেরদের ওপর হাসছে। (৩৫) সুসজ্জিত আসনে বসে তাদের অবস্থা অবলোকন করছে। (৩৬) কাফেরা তাদের কৃতকর্মের 'সওয়াব' পেলো তো ? (সূরা আল-মুতাফ্‌ফিকীন)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ
مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴿٥﴾ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿٧﴾ وُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾
فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

(১) তোমার কাছে সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের বার্তা পৌঁছেছে কি ? (২—৪) সে দিন কতক মুখমণ্ডল ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, কঠোর শ্রমে নিরত হবে, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কাতর হবে, তীব্র অগ্নি-শিখায় ভস্মীভূত হবে। (৫) টগবগ ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। (৬-৭) কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। যা না পরিপুষ্ট বানাবে, না ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে। (৮) কতিপয় চেহারা সেই দিন আলোকোদ্ভাসিত হবে। (৯) (তারা) নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্টচিত্ত হবে। (১০) সমুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। (১১) কোনো বাজে কথা সেখানে শুনবে না। (১২) সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। (১৩) সেখানে সমুন্নত আসনসমূহ থাকবে, (১৪) পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত হবে। (১৫) গির্দা বালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে (১৬) এবং সুদৃশ্য মখমলের বিছানা পাতানো থাকবে। (সূরা আল-গাশিয়া)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

আর (হে নবী!) যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং (তদানুসারে) নিজেদের কাজ-কর্ম সংশোধন করে নেয়, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে, যেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে ঝরর্ণাধারা সদা প্রবাহমান থাকবে। এ সব বাগিচার ফল বাহ্যত দেখতে পৃথিবীর ফলসমূহের মতো হবে। যখনই কোনো ফল তাদের খেতে দেওয়া হবে, তখনি তারা বলে উঠবেঃ এ ধরনের ফলই ইতোপূর্বে পৃথিবীতে আমাদেরকে দেওয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন বসবাস করবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫)

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

বলো, আমি কি তোমাদের বলব যে, এসবের চেয়ে অধিক ভালো জিনিস কোনটি ? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, তাদের জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে জান্নাতে বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্র স্ত্রীগণ তাদের সঙ্গী হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাহদের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ওয়াদা এই যে, তিনি তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণধারা প্রবহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এই চির সবুজ ও শ্যামল বাগিচায় তাদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করবে, এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৭২)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوٰهُمْ فِيهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

(৯) নিঃসন্দেহে একথাও অনস্বীকার্য যে, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ এই কিতাবে পেশ করা যাবতীয় সত্য গ্রহণ করেছে) এবং নেক আমল করতে মশগুল রয়েছে, তাদেরকে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদের ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবহমান হবে। (১০) সেখানে তাদের ধ্বনি হবে এই ঃ "পবিত্র তুমি হে আল্লাহ"। তাদের দো'আ হবে "শান্তি বর্ষিত হোক"। আর তাদের সকল কথার সমাপ্তি হবে এই কথা ঃ সমস্ত তারীফ-প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট। (সূরা ইউনুস)

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا .... ﴿٣٥﴾

(২০) আর তাদের কর্মনীতি এই হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত নিজেদের ওয়াদা পূরণ করে থাকে এবং তাকে মজবুত করে বেঁধে নেওয়ার পর আর ছিন্ন করে ফেলে না। (২১) তাদের আচরণ এই হয় যে, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক-সম্বন্ধকে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা সব বহাল রাখে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করে আর তাদের নিকট হতে খুব খারাপভাবে হিসাব নেওয়া হবে, না হয় এই মর্মে আতংকিত থাকে। (২২) তাদের অবস্থা এই হয় যে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের জন্যে তারা ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমাদের দেওয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করতে থাকে আর অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুত পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যেই নির্দিষ্ট। (২৩) অর্থাৎ তা এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও সেখানে প্রবেশ করবে আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রীবর্গ এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা পুন্যবান —তারাও তাদের সঙ্গে সেখানে যাবে। ফেরেশতাগণ চারিদিক থেকে তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে। (২৪) এবং তাদেরকে বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিতে থাকুক। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, এর বদৌলতে তোমরা এর অধিকারী হয়েছো।" —সুতরাং কতইনা উত্তম পরকালের এই ঘর! (৩৫) মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় এই যে, এর নিম্নদেশ থেকে নদনদী প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফল-ফলাদি চিরস্থায়ী এবং এর ছায়া অবিনশ্বর। (সূরা আর-রাদ)

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

(৩০) যখন আল্লাহভীরু লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে "এটি কি নাযিল হয়েছে" ? তখন তারা জবাব দেয় ঃ "খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিস নাযিল হয়েছে।" এই ধরনের নেককার লোকদের জন্য এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে আর পরকালের ঘর তো নিশ্চিতরূপে তাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হবে। বড়ই উত্তম ঘর মুত্তাকী লোকদের। (৩১) চিরদিন অবস্থানের সবুজ বাগ-বাগিচা, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, পাদদেশে নদ-নদী সদা প্রবাহমান হবে আর সবকিছু সেখানে ঠিক তাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ীই সংঘটিত হবে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিফল দেন মুত্তাকী লোকদেরকে। (৩২) সেই মুত্তাকীদেরকে, যাদের রূহসমূহ পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতারা কবয করে, তখন বলে ঃ "শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, তোমরা যাও জান্নাতে, তোমাদের আমলের বিনিময়ে।"

(সূরা আন্-নহল)

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

(১০১) নিঃসন্দেহে যারা আমাদের কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করবে বলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তারা অবশ্যই এ থেকে দূরে অবস্থান করতে থাকবে। (১০২) এর সামান্যতম খস্খসানি শব্দও তারা শুনতে পাবে না। তারা চিরদিন নিজেদের মনমতো দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যেই ডুবে থাকবে। (১০৩) সে চরম ও সাংঘাতিক বিপদের সময়ও তারা এতটুকু কাতর হবে না; বরং ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সসম্মানে গ্রহণ করবে এই বলে ঃ "এ তোমাদের সে দিন, যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হতো।"

(সূরা আল-আম্বিয়া)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

(৮) যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা-চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে (৯) এবং নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাজত করে। (১০) এ লোকেরাই এমন উত্তরাধিকারী, (১১) যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফেরদাউস পাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।

(সূরা আল-মু'মিনুন)

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا

يَشَاءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا ۞ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلًا ۞

(১৫) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, এ পরিণতি ভালো, না সে চিরন্তন বেহেশত ভালো যার ওয়াদা আল্লাহ্‌ভীরু (মুত্তাকী) লোকদের জন্য করা হয়েছে? —সেটি হবে তাদের আমলের প্রতিফল এবং তাদের মহাযাত্রার শেষ মনযিল। (১৬) সেখানে তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবে এবং সেখানে তারা চিরকালই থাকবে। তা পালন করা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দায়িত্বের অন্তর্গত এক অবশ্য পূরণীয় ওয়াদা বিশেষ। (২৪) সে দিন— যারা জান্নাতের অধিকারী শুধু তারাই কল্যাণময় স্থানে অবস্থান করবে আর দ্বিপ্রহর কাটাবার জন্য তারা উত্তম স্থান লাভ করবে।
(সূরা আল-ফুরক্বান)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۞

(যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে তাদেরকে আমরা জান্নাতের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে থাকতে দেবো, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরদিনই থাকবে। কতই না উত্তম প্রতিদান আমলকারী লোকদের জন্য।
(সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৫৮)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۞

যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদেরকে একটি বাগিচায় আনন্দ ও স্ফূর্তির মধ্যে রাখা হবে। (সূরা আর রূম ঃ ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۞ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

(৮) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি আল্লাহ্‌র পাক্কা ওয়াদা আর তিনি মহাশক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুকমান)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۞ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ۞

(৩৩) চিরকালীন বেহেশতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন এবং মণি-মুক্তায় সজ্জিত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (৩৪) আর তারা বলবেঃ শোকর সে আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। আমাদের সৃষ্টিকর্তা-

প্রতিপালক নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল এবং খুব বেশি গুণগ্রাহী, (৩৫) যিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে চিরন্তন বসবাসের জায়গায় এনে দিয়েছেন। এখন এখানে আমাদের না কোনো কষ্ট হচ্ছে আর না কোনো ক্লান্তি লাগছে। (সূরা ফাতির)

وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۙ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۚ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ۚ هٰذَا ..... ۚ

(৪৯) (এখন শোনো!) নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য নিঃসন্দেহে রয়েছে অতি উত্তম ঠিকানা, (৫০)—চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার দুয়ারগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। (৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে আসীন হয়ে থাকবে, প্রচুর ফলমূল ও পানীয় চেয়ে পাঠাবে। (৫২) আর তাদের কাছে লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রীরা থাকবে। (৫৩) এসব জিনিস এমন যেগুলো হিসেবের দিন দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে ওয়াদা করা হচ্ছে। (৫৪) এই হলো আমাদের দেওয়া রিযিক, যা কখনোই ফুরিয়ে যাবে না। (৫৫) এই সব .....। (সূরা সাদ)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝

(৩০) যেসব লোক ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অতপর এর ওপর অটল ও অবিচল হয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদেরকে বলতে থাকে যে ঃ ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না। বরং সে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিল। (৩১) আমরা এ দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সঙ্গী-সাথী আর পরকালেও। সেখানে তোমরা যা কিছু চাবে তা-ই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা তোমরা করবে, তা-ই তোমরা লাভ করবে। (৩২) এ-ই হলো মেহমানদারীর সামগ্রী সেই মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ)

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ۝ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۚ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۙ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۝ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۝

(৩১) আর ওদিকে জান্নাতকে মুত্তাকীদের অতি কাছে নিয়ে আসা হবে, তা কিছুমাত্র দূরে অবস্থান করবে না; (৩২) বলা হবে ঃ এটি তা-ই যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিল— এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই যে খুব বেশি প্রত্যাবর্তনকারী এবং খুব বেশি সংরক্ষণকারী ছিল, (৩৩) যে অদেখা রহমানকে ভয় করত ও যে আসক্ত হৃদয় সহকারে উপস্থিত হয়েছে। (৩৪) (এখন) প্রবেশ করো জান্নাতে, পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে। সে দিনটি চিরন্তন জীবনের দিন হবে।

(৩৫) সেখানে তাদের জন্য সেসব কিছুই হবে যা তারা চাইবে। আর আমাদের কাছে এর চেয়েও বেশি অনেক কিছুই তাদের জন্য রয়েছে। (সূরা ক্বাফ)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

যেসব লোক ঈমান আনল এবং যারা নেক আমল করল, নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য জান্নাতের বাগিচা রয়েছে, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। এটি বিরাট সাফল্য। (সূরা বুরুজ ঃ ১১)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

আর যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদেরকে আমরা এমন বাগিচায় প্রবেশ করাব, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, পবিত্র স্ত্রী পাবে এবং তাদেরকে আমরা ঘন ছায়ায় আশ্রয় দান করব। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৭)

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

(৬০) অবশ্য যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল অবলম্বন করবে, তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার বিনষ্ট হবে না। (৬১) তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, রহমান তাঁর বান্দাহ্‌দের সাথে গোপনে ওয়াদা করে রেখেছেন আর এ ওয়াদা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবেই হবে। (৬২) সেখানে তারা কোনো বেহুদা কথা শুনবে না। যা কিছুই শুনবে, ঠিকমতোই শুনবে। আর নিজেদের রিযিক তারা নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা লাভ করতে থাকবে। (সূরা মরিয়াম)

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

(৫) তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন, (৬) এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে দাখিল করবেন যার বিষয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করেছেন। (১২) ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা সেসব জান্নাতে দাখিল করাবেন, যেসবের নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। পক্ষান্তরে কাফেররা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের স্বাদ-আনন্দ লুটছে, নিছক জন্তু-জানোয়ারের মতোই পানাহার করছে, তাদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। (সূরা মুহাম্মদ)

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

(২১) দৌড়াও এবং একে অপর হতে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা করো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর মতো, যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এ একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ; এটি তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২১)

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

এবং চির শ্যামল ও চির সবুজ বাগ-বাগিচা, যার নীচে নহর-ধারা প্রবহমান হবে। সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। এই পুরস্কার সে ব্যক্তির জন্য, যে পবিত্রতা অবলম্বন করবে। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৭৬)

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ۣ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٨﴾

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপাক! আর তাদেরকে দাখিল করো তোমার প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে। আর তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক হবে (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌছিয়ে দাও)। তুমি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান ও মহাবিলানী। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৮)

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾

আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যেসবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং চিরকালীন বসতির স্থান জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এটি বিরাট সাফল্য। (সূরা আস-সফ ঃ ১২)

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ﴿٨﴾

তাদের পুরস্কাররূপে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে চিরস্থায়ী বেহেশতসমূহ রয়েছে, যেগুলোর তলদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই সবকিছু তার জন্য, যে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করেছে। (সূরা আল-বাইয়্যেনাহ ঃ ৮)

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾

এরাই হচ্ছে সে লোক যারা নিজেদের সবর-এর ফল উন্নত মনযিল রূপে পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদেরকে সেখানে সম্বর্ধনা জানানো হবে। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭৫)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ، نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে তাদেরকে আমরা জান্নাতের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে থাকতে দেবো, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরদিনই থাকবে। কতই না উত্তম প্রতিদান আমলকারী লোকদের জন্য।

(সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৫৮)

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ آمِنُوْنَ ۝

তোমাদের এ ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে; হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে। এই লোকদের জন্যই তাদের আমলের দ্বিগুণ প্রতিফল রয়েছে এবং তারা বিশালকায় সুউচ্চ ইমারতসমূহে পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে। (সূরা আস-সাবা ঃ ৩৭)

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ، وَعْدَ اللّٰهِ ، لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝

অবশ্য যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপাকলকে ভয় করে চলে, তাদের জন্য রয়েছে মনযিলের পর মনযিল বিশিষ্ট সুবিশাল ও সুউচ্চ ইমারত যেগুলোর নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। এ আল্লাহ্‌র ওয়াদা। আল্লাহ্ কখনো নিজের কৃত ওয়াদার বরখেলাফ করেন না।

(সূরা আয-যুমার ঃ ২০)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا مِّنْ بَلْهِ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ" -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করেছি, যা কখনো কোনো চোখ দেখেনি এবং কোনো কান কখনো তা শোনেনি এবং কোনো ব্যক্তির অন্তরের কল্পনায় কখনও উদয় হয়নি। এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখেছ, তার কোনো মূল্যই নেই। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন ঃ "তাদের জন্য চোখ শীতলকারী যে (আনন্দ) সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীরই তার খবর নেই।" (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ أٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ

ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়িস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (এক শ্রেণীর ঈমানদারদের জন্য জান্নাতে অতি মনোরম) দু দটি উদ্যান থাকবে। এ দুটির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরের সকল জিনিস রৌপ্য নির্মিত হবে। আর (একশ্রেণীর মু'মিনদের জন্য) দুটি উদ্যান থাকবে। এ দুটির সকল পাত্র ও সমুদয় জিনিস সোনার তৈরি হবে। জান্নাতী লোকেরা আদ্ন জান্নাতে তাদের পরোয়াদেগারের দেখা পাবে। এ জান্নাত এবং আল্লাহ্র এ দীদারের মাঝখানে পরোয়ারদেগারের প্রবল প্রতাপ ও গৌরবের চাদর (অর্থাৎ প্রভাময় আভা) ভিন্ন কোনো আড় থাকবে না। (বুখারী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ، فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ، لَايَدْخُلُهٗ اِلَّا الصَّائِمُوْنَ -

সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে আটটি দরজা। এর মধ্যে একটি দরজার নাম রাখা হয়েছে 'রাইয়্যান'। একমাত্র রোযা পালনকারীরাই এ দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَكْفَؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهٖ كَمَا يَكْفَؤُ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهٗ فِى السَّفَرِ نُزُلًا لِاَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَاَتٰى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ اَلَا اُخْبِرُكَ نُزُلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلٰى قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِاِدَامِهِمْ قَالَ بَلٰى قَالَ اِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُوْنٌ قَالُوْا وَمَا هٰذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَاكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا -

হযরত আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়স (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সমস্ত পৃথিবী কেয়ামতের দিন একটি রুটির মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ্ সেটি নিজ হাতে ওলট-পালট করবেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ সফরের সময় নিজ রুটি ওলট-পালট করে। এ দিয়ে হবে জান্নাতবাসীর জন্য মেহমানদারী। এসময় এক ইহুদী ব্যক্তি এসে বলল, হে আবুল কাসিম! রহমান আপনার প্রতি বরকত দান করুন। কেয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের মেহমানদারী সম্পর্কে আপনাকে জানাব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইহুদী বলল, 'এ পৃথিবীটি একটি রুটিতে পরিণত হয়ে যাবে', যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর মাড়ির মুবারক দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। ইয়াহুদী বলল, তাদের তরকারি কি হবে তাকি আপনাকে

বলব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, লাম এবং নূন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তা কি? সে বলল, ষাড় এবং মাছ— যাদের কলিজার অতিরিক্ত অংশ থেকে সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে। (মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَايَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَلُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامُ ؟ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يَلْهَمُوْنَ الصَّبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ - كَمَا تَلْهَمُوْنَ النَّفَسَ -

হযরত যাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের থু থু ফেলার, পেশাব-পায়খানা করার কিংবা নাক ঝাড়ার প্রয়োজন হবে না। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, তাদের ভক্ষণবস্তুর (পেটের) কি দশা হবে? হুজুর (স) বললেন ঃ ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে বের হবে। কিন্তু তা থেকে মেশকের সুগন্ধ বের হবে। আর জান্নাতবাসীর অন্তরে আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ ও তাহমিদ এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হবে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস (অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সোবহানাল্লাহ্ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে)। (মুসলিম)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ اِذَا سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْارُءُوْسَهُمْ فَاِذَا لرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّ الرَّحِيْمِ، قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَىْءٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَادَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهٗ وَبَرَكَتُهٗ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ -

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা তাদের নেয়ামতরাজি উপভোগে নিমগ্ন থাকবে। হঠাৎ উপর থেকে তাদের প্রতি নূর বিকীর্ণ হবে। মাথা উঠিয়ে তাকাতেই তারা দেখতে পাবে উপর দিক থেকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আগমন করেছেন। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম হে জান্নাতবাসীরা! নবী করীম (সা) বলেন ঃ এটাই হচ্ছে কুরআনের নিম্নবাণীর তাৎপর্য ঃ "দয়াময় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম দেওয়া হবে।" রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং তারাও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। যতক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে থাকবে ততক্ষণ কোনো নেওয়ামতের দিকে তাদের দৃষ্টি থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ্ ও তাদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের ওপর এবং তাদের ঘর-দোরে আল্লাহ্‌র নূর ও বরকত স্থায়ী হয়ে থাকবে। (ইবনে মাযাহ, মুসলিম, তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْاَسُ لَا يَبْلٰى ثِيَابَهٗ وَلَا يَفْنٰى شَبَابَهٗ فِى الْجَنَّةِ مَا لَاعَيْنُ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র্য ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোশাক পুরাতন হবে

না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না। জান্নাতে এমন সব নেওয়ামত আছে যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের ধারণায় যা কখনও আসেনি।

(তারগীব ও তারহীব, মুসলিম)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُعَادِىْ مَنَادِىْ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْ فَلَا تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْ اَبَدً، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِّبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبَاْسُوْا اَبَدًا- وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ "وَتُوْدُوْ اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِ ثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ" -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) উভয়ে রাসূল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন জান্নাতী লোক জান্নাতে পৌঁছে যাবে তখন এক ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) ঘোষণা করবেন– হে জান্নাতবাসীরা এখন আর তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়বে না, সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকবে, কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না, সর্বদা জীবিত থাকবে, তোমরা সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে, কখনও তোমাদের বৃদ্ধাবস্থা আসবে না, তোমরা সর্বদা সচ্ছল অবস্থায় থাকবে, কখনও অসচ্ছলতা ও অনাহারের মধ্যে পড়বে না। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আপন কিতাবে বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীকে বলা হবে "যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল তা হলো এই। তোমাদের কৃতকর্মের ফলে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করে দেওয়া হয়েছে।" (তারগীব ও তারহীব, মুসলিম, তিরমিযী)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُوْ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا تَرْضٰى يَا رَبَّنَا وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَاَىُّ شَيْئٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ اَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদের বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসী! তারা বলবে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমরা উপস্থিত আছি, সকল প্রকার মঙ্গল আপনার হাতে। কি নির্দেশ বলুন! আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরা কি আমাদের পুরষ্কার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা জবাব দেবে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আপনি আমাদের এমন সব নেওয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেন ? তখন আল্লাহ্ তাদের জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমি কি এর চাইতে তোমাদেরকে উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করব না ? তারা বলবেঃ এর চাইতে অধিক উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে ? তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি চিরকাল তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকব, তোমাদের ওপর আর অসন্তুষ্ট হবো না।

(তারগীব ও তারহীব, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا فَقَالَ اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَارِىُّ لِمَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ وَاَطْعَامَ وَطَعَا وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে এমন বালাখানা আছে যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে ও বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যায়। আবু মালিক আশআরী (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা) এ বালাখানা কাদের ভাগ্যে জুটবে? তিনি বলেন ঃ যারা পবিত্র কথাবার্তা বলে তাদের ভাগ্যে, যারা গরীবকে খানা খাওয়ায় তাদের ভাগ্যে এবং যারা যখন আর সব লোক ঘুমুতে থাকে তখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যে ওঠে। (তারগীব ও তারহীব, তাবরানী)

৭. আজাব ও সওয়াবের চিরন্তনতা

কুরআন

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓــَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

(৮০) তারা বলে ঃ দোযখের আগুন আমাদেরকে কখনোই স্পর্শ করতে পারবে না, অবশ্য কয়েক দিনের শাস্তি ভুগতে হতে পারে। (হে রাসূল) তাদের জিজ্ঞেস করো ঃ "তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছ, যার বিরোধিতা তিনি কখনও করবেন না ? কিংবা তোমরাই এসব কথা আল্লাহ্‌র ওপর চাপিয়ে দিচ্ছ, যে সম্পর্কে তিনি কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কিনা তা তোমরা কিছুই জানো না ? (দোযখের আগুন তোমাদের কেন স্পর্শ করবে না ?) (৮১) বস্তুত যে ব্যক্তিই পাপজালে জড়িয়ে পড়বে সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামেই চিরদিন থাকবে। (সূরা আল-বাকারা)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۞

তাদের এরূপ আচরণের কারণ এই যে, তারা বলে ঃ "জাহান্নামের আগুন তো আমাদেরকে স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। আর জাহান্নামের শাস্তি যদি আমাদের একান্তই ভোগ করতে হয়, তবে তা মাত্র কয়েকদিনের জন্য (তার বেশি নয়)।" বস্তুত তাদের মনগড়া আকীদা তাদেরকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৪)

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۞ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞

(৬৪) সে যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ কাফেরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন, (৬৫) যেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তারা কোনো সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক পাবে না। (সূরা আল-আহযাব)

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ۝

(২৮) আল্লাহ্‌র দুশমনদেরকে প্রতিফল হিসেবে এ জাহান্নামই দেওয়া হবে। সেখানেই তাদের চিরকালের বসতি হবে। তারা আমাদের আয়াতসমূহকে যে অমান্য করছিল এটাই হলো সেই অপরাধের শাস্তি। (২৯) সেখানে এ কাফেররা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিন সেই জ্বিন ও মানুষগুলোকে, যারা আমাদেরকে গুমরাহ করেছিল। আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় রেখে নিষ্পেষিত করব, যেন এরা ভালোমতো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।" (সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ্)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن
كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ۝ لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝

(৭৪) নিঃসন্দেহে যারা গুনাহগার-অপরাধী, তারা চিরদিন জাহান্নামের আযাবে নিমজ্জিত থাকবে। (৭৫) তাদের আযাবের মাত্রা কিছুমাত্র কমবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ হয়ে পড়ে থাকবে। (৭৬) তাদের ওপর আমরা কোনো জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। (৭৭) (তারা চিৎকার দিয়ে বলবে) "হে মালিক! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিক, তবেই ভালো।" সে জবাব দেবে ঃ তোমাদেরকে এ অবস্থায়ই পড়ে থাকতে হবে। (৭৮) আমরা তো তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্যকে নিয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই সত্য ছিল বড়ই দুঃসহ। (সূরা আয্-যুখরুফ)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا
اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ
اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

যেদিন আল্লাহ এসব লোককে ধরে একত্রিত করবেন সেদিন তিনি জ্বিনদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ 'হে জ্বিন সমাজ, তোমরা তো মানব সমাজের ওপর খুব বাড়াবাড়ি করলে। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা আবেদন করবেঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা পরস্পরের দ্বারা খুব ফায়দা লুটেছি এবং এখন আমরা সে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি, যা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আচ্ছা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। এখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। তা থেকে রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিঃসন্দেহে সুবিজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। (সূরা আন'আম ঃ ১২৮)

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا
مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝

(১০৬) যারা হতভাগ্য হবে, তারা দোযখে যাবে। (সেখানে গরম ও পিপাসার তীব্রতায়) তারা হাঁপাতে ও আর্ত চীৎকার করতে থাকোবে। (১০৭) আর এই অবস্থায়ই তারা চিরদিন পড়ে থাকবে, যতদিন জমিন ও আসমান বর্তমান থাকে। অবশ্য তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অন্য রকম কিছু চাইলে স্বতন্ত্র কথা। কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের এখতিয়ার রয়েছে; তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। (সূরা হুদ)

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(৮) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি আল্লাহ্‌র পাক্কা ওয়াদা আর তিনি মহাশক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুকমান)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝

আর যারা সৌভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন পর্যন্ত জমিন ও আসমান বর্তমান। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অন্য রকম কিছু করতে চাইলে ভিন্ন কথা। তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে, যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।

(সূরা হুদ ঃ ১০৮)

হাদীস

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِىْ اِبْنَ زَيْدٍ) عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَامِنْ اَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيْلَ وَلَا اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىْ رَبِّىْ بِرَحْمَةٍ -

হযরত কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে জান্নাতে দাখিল করতে পারে। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও কি নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও নই। তবে আল্লাহ্ যদি তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ اَحَدُ مِنْكُمْ يُنْجِيْهِ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ - وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَ اَشَارَ عَلٰى رَأْسِهِ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ -

হযরত মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেন,

তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে নাযাত দিতে পারে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও কি নন? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমিও নেই। তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর ক্ষমা ও রহমতের দ্বারা আবৃত করে নেন। বর্ণনাকারী ইবন আউন (র) স্বীয় হাত দ্বারা নিজ মাথার দিকে ইশারা করে বললেন, আমিও না। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ক্ষমা ও রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। (বুখারী ও মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدُ يُنْجِيْهِ عَمَلُهُ قَلُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَدَارَكَنِىْ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ -

হযরত যুহায়র ইবনে হারব (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার আমল তাকে নাযাত দিতে পারে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও নন? তিনি বলেন, আমিও নই। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা অভিষিক্ত করেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اِبْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يُدْخِلَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىْ اللّٰهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَ رَحْمَةٍ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাতিম (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমাদের কারো আমল তাকে জান্নাতে দাখিল করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও কি নন? তিনি বললেন ঃ আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারা ঢেকে নেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ اَحَدُمِنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَا اَنْتَ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا يَتَغَمَّدَنِىْ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ -

হযরত মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং এর নিকটবর্তী তরীকা এখতিয়ার করো। তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের কেউ আমলের দ্বারা নাযাত লাভ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! আপনিও নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও নই। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যদি স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اِبْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حُوْسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ فَقُلْتُ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا فَقَالَ لَيْسَ ذَاكَ الْحِسَابُ اِنَّمَا ذَاكَ الْعَرْضُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ -

হযরত আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও আলী ইবনে হুজর (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে তার আযাব অবধারিত। আমি প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেননি ঃ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا– "তার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হবে"। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ এ তো হিসাব নয় বরং এ তো শুধু নামে মাত্র পেশ করা। কারণ কেয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে তার আযাব অবধারিত।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ يُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) হযরত ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমাদের কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যা তার সামনে তার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসী হয় তবে জান্নাতবাসীদের থেকে আর যদি জাহান্নামী হয় তবে জাহান্নামীদের থেকে। আর তাকে বলা হবে, এটাই তোমার বাসস্থান। কেয়ামতে পুনরুত্থান পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

৮. আরাফ (বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থান)

কুরআন

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۞ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۞

(২৩) তুমি কি দেখনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু দেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থা কি ? তাদেরকে যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান জানানো হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে (তদানুযায়ী) ফয়সালা করার জন্য, তখন তাদের একটি দল পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবং এই ফয়সালা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তাদের এরূপ আচরণের কারণ এই যে, তারা বলে ঃ "জাহান্নামের আগুন তো আমাদেরকে স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। আর জাহান্নামের শাস্তি যদি আমাদের একান্তই ভোগ করতে হয়, তবে তা মাত্র কয়েকদিনের জন্য (তার বেশি নয়)।"

বস্তুত তাদের মনগড়া আকীদা তাদেরকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান)

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۚ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾

(হে নবী!) সে ব্যক্তিকে কে বাঁচাতে পারে, যার ওপর আযাব হওয়ার ফয়সালা হয়ে গেছে? তুমি কি সে ব্যক্তিকে বাচাঁতে পারো, যে আগুনে পড়ে গেছে? (সূরা আয-যুমার ঃ ১৯)

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

(৪৬) এই দুই শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি পার্থক্য সৃষ্টিকারী পর্দা হবে, এর উচ্চপর্যায়ে থাকবে অপর কিছু লোক। এরা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা এর জন্য আকাঙ্ক্ষী হবে। (৪৭) এরা প্রত্যেককে নিজ নিজ চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। জান্নাতবাসীদের ডেকে এরা বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।" অতঃপর দোযখীদের প্রতি যখন তাদের চোখ পড়বে, তখন বলবে ঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জালিম লোকদের মধ্যে শামিল করো না।" (৪৮) অতঃপর এই আ'রাফের লোকেরা দোযখের যেসব বড় বড় ব্যক্তিত্বকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে তাদেরকে ডেকে বলবে ঃ দেখলে তো, আজ না তোমাদের দলবল কোনো কাজে আসলো, না সেসব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় জিনিস বলে মনে করছিলে? (৪৯) আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেসব লোক নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এই লোকদেরকে তো আল্লাহ স্বীয় রহমত হতে কোনো অংশই দান করবেন না। আজ তো তাদেরকেই বলা হলো যে, তোমরা সব বেহেশতে প্রবেশ করো; তোমাদের জন্য না কোনো ভয় আছে, না কোনো আশঙ্কা। (সূরা আরাফ)

হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوْا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقٰى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيْهَا شَافِعُوْهَا أَوْ مُنَافِقُوْهَا شَكَّ إِبْرَاهِيْمُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا

جَاءَ نَارَبُّنَا عَرَ فْنَاهُ فَيَاتِيهِمُ اللّٰهُ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا
فَيَتَّبِعُوْ نَهُ وَيُضْرَبُ الْقِرَاُطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَاكُوْنُ اَنَاوَاُمَّتِىْ اَوَّلَ مَنْ يُّجِيزُ وَلَا يَتَكَسَلَّمُ يَوْمَئِذٍ
اِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلَا لِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَاَيْتُمُ
السَّعْدَ اَنْ قَالُوْا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَ اِنْ غَيْرَا اَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَاقَدْرُ عِظَمِهَا اِلَّا
اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَا لِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِىَ بِعَمَلِهِ وَالْمُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ اَوِىْ
الْمُجَازٰى اَوْ نَحْوُهُ ثُمَّ يَتَجَلّٰى حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ اَرَادَ اَنْ يُّخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ
مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَمَرَ الْمَلٰئِكَةَ اَنْ يُّخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مِمَّنْ اَرَادَ
اللّٰهُ اَنْ يَّرْحَمَهُ مِمَّنْ شَهِدَ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَيَعْرِفُوْ نَهُمْ فِىْ النَّارِ بِاٰثَارِ السُّجُوْدِ تَاْ كُلُ النَّارُ اِبْنَ
اٰدَمَ اِلَّا اَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرِجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدْ اُمْتُحِشُ
افَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيٰوةِ فَيَنْبُتُوْنَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةَ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ
الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقٰى رَجُلٌ مِّنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَا اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُلَانِ الْجَنَّةَ
فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اِصْرِفْ وَجْهِىْ عَنِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِىْ رِيْحُهَا وَاَحْرَ قَنِى ذَكَاءُ هَا فَيَدْ عُوْ اللّٰهَ بِمَا
شَاءَ اَنْ يَّدْعُوَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسَاَلَنِىْ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا
اَسَاَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِىْ رَبَّهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَا ثِيْقَ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَاِذَا اَقْبَلَ
عَلَى الْجَنَّةِ وَرَءَاهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّسْكُتَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ قَدِّ مْنِى اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ
اللّٰهُ لَهُ اَلَسْتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ اَلَّاتَسْاَ لَنِىْ غَيْرَا الَّذِىْ اُعْطِيْتَ اَبَدًا وَيْلَكَ يَاابْنَ اٰدَمَ
مَااَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ اَيْرَبِّ يَدْعُوْ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى يَقُوْلَ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسَاَلَ غَيْرَهُ
فَيَقُوْلُ لَا وَعِزَّ تِكَ لَا اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِىْ مَاشَاءَ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ فَيُقَدِّ مُهُ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ
فَاِذَا قَامَ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ اِنْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَاٰى مَافِيْهَا مِنَ الْحَيْرَةِ وَالسُّرُوْرِ فَيَسْكُتُ مَاشَاءَ
اللّٰهُ اَنْ يَّسْكُتَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلَسْتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَ اثِيْقَكَ
خَلْقِكَ فَلَا اَنْ لَّاتَسْاَلَ غَيْرَ مَااَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَاابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ لَا اَكُوْنَنَّ اَشْقٰى
يَزَالُ يَدْعُوْاللّٰهَ حَتّٰى يَضْحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ فَاِذَا اَضْحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ اُدْ خُلِ الْجَنَّةَ فَاِذَادَ خَلَهَا قَالَ
اللّٰهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَسَاَلَ رَبَّهُ وَتَمَنّٰى لَهُ حَتّٰى اَنَّ اللّٰهَ لَيُذَ كِّرُهُ وَيَقُوْلُ وَكَذَا وَكَذَا حَتّٰى اِنْقَطَعَتْ بِهِ الْاَ

مَانِيٌّ قَالَ اللّٰهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىُّ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِهِ شَيْئًا حَتّٰى اِذَا حَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اللّٰهَ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىُّ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَاحَفِظْتُ اِلَّا قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىُّ اَشْهَدُ اَنِّىْ حَفِظْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ - وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَذَالِكَ الرَّجُلُ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلًا اِنَّ الْجَنَّةِ -

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে দেখতে পাবো? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা কি পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কষ্ট পাও? সবাই বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! না, আমরা কষ্ট পাই না। তিনি আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? সবাই বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! না, আমাদের কোনো কষ্ট হয় না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা ঐরূপ স্পষ্টভাবেই আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে বলবেন, যারা যে জিনিসের এবাদত বা দাসত্ব করতে তারা সেই জিনিসের অনুগমন করো। সুতরাং যারা সূর্যের পূজা করত, তারা সূর্যের সাথে থাকবে, যারা চাঁদের পূজা করত তারা চাঁদের সাথে থাকবে। আর যারা আল্লাহ্‌দ্রোহীদের পূজা করত তারা আল্লাহদ্রোহীদের সাথে হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে শুধু আমার এ উম্মত। তাদের মধ্যে তাদের সাফায়াতকারীরা অথবা (বর্ণনাকারী ইবরাহীমের সন্দেহ) মোনাফেকরাও থাকবে। এরপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাদের কাছে এসে বলবেন, আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। তখন সবাই বলবে, যতক্ষণ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করব। আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে এমন আকৃতিতে আসবেন যা তারা চিনতে পারবে। তিনি তখন বলবেন, আমিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। তখন তারাও বলবে, হ্যাঁ। আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। এরপর সবাই তাঁকে অনুসরণ করবে। এ সময় জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত পাতা হবে। আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করব। সেইদিন রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণও শুধু বলতে থাকবেন আল্লাহুম্মা সাল্লেম, সাল্লেম অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিরাপদ রাখো—বাঁচাও। আর জাহান্নামের মধ্যে সা'দানের কাঁটার মতো হুক থাকবে। তোমরা কি সা'দান গাছের কাঁটা দেখেছ? সবাই বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আমরা সা'দানের কাঁটা দেখেছি)। [রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,] সেগুলো (হুকগুলো) সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতো। তবে তার বিরাটত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। ঐ হুকগুলো লোকদেরকে তাদের আমল অনুপাতে ছোবল দেবে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক থাকবে ঈমানদার, যারা তাদের নেক আমলের কারণে রক্ষা পেয়ে যাবে, কিছু সংখ্যক বদ-আমলের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কিছু সংখ্যককে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে আর কিছু সংখ্যককে পুরস্কার দেওয়া হবে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ্ প্রকাশিত হবেন। অবশেষে যখন তিনি বান্দাদের বিচার ফয়সালা শেষ করবেন এবং নিজের রহমতে কিছু সংখ্যক দোযখবাসীকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো শরীক স্থাপন করেনি, তাদেরকে দোযখ

থেকে বের করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন। তারা হবে আল্লাহ্‌র রহমতপ্রাপ্ত এমন সব লোক যারা এ সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতারা দোযখের মধ্যে সিজদার চিহ্ন দেখে তাদের সনাক্ত করবেন। একমাত্র সিজদার স্থান ছাড়া এসব বনী আদমের দেহের সব কিছুই আগুনে পুড়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সিজদার চিহ্নসমূহ দগ্ধ করা আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন। সুতরাং তারা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দোযখ থেকে বের হবে। তাদের (দেহের) ওপর সঞ্জীবনী পানি ঢালা হবে। এর নিচে তারা এমনভাবে তরতাজা হয়ে উঠবে যেমন কোনো বীজ বহমান পানির তীরের ভেজা মাটিতে আপনা আপনি অংকুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার ফায়সালা শেষ করবেন। সেই সময় সর্বশেষ জান্নাত লাভকারী একজন দোযখবাসী অবশিষ্ট থেকে যাবে যার মুখ থাকবে দোযখের দিকে। সে বলবে, হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! দোযখের দিক থেকে আমার মুখটাকে ফিরিয়ে দাও। কেননা দোযখের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে, আর অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলেছে। তাই সে আল্লাহ্ তা'আলার মর্জিমাফিক তার কাছে দোয়া করবে। তখন আল্লাহ্ তাকে বলবেন, এসব (তুমি যা চাচ্ছ) যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তাহলে এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে তখন বলবে, না, তোমার ইজ্জতের কসম (করে বলছি,) আমি এছাড়া অন্য কিছুই আর চাইব না। তখন সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলাকে তার (আল্লাহ্‌র) ইচ্ছানুসারে এ মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দান করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তার মুখ দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে বেহেশতের দিকে মুখ করবে এবং বেহেশত দেখবে তখন নিশ্চুপ থাকবে। এভাবে আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ করে থাকবে। পরে বলবে, হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাকে জান্নাতের দরযা পর্যন্ত এগিয়ে দাও। (একথা শুনে) আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি কি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হবে তাছাড়া কখনো আর কিছু চাইবে না? হে আদম সন্তান! তোমার অকল্যাণ হোক। কি (সাংঘাতিক) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি! সে তখন হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, এসব যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তাহলে অন্য আর কিছু পুনরায় চাইবে না তো? সে বলবে, তোমার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপরে সে আল্লাহ্ তা'আলাকে এ মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দেবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতের দরজার কাছে এগিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দরজায় দাঁড়াবে তখন তার দরজা খুলে যাবে এবং সে তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে। আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন সে ততক্ষণ চুপ থাকবে। তারপর বলবে, হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাকে জান্নাত দান করো। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি এ মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা দেবো তাছাড়া অন্য আর কিছু চাইবে না। হে আদম সন্তান! তোমার অকল্যাণ হোক। কিসে তোমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলবে, হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা হতে চাই না। সে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকবে। অবশেষে তার এ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ হাসবেন। আল্লাহ্ যখন তার আচরণে হাসবেন, তখন বলবেন, ঠিক আছে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, এবার চাও। সে তখন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককের কাছে চাইবে ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। এমনকি আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও, এটা চাও। এমনকি আকাঙ্ক্ষাও যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, এসবই তোমাকে দেওয়া হলো এবং তার সাথে অনুরূপ আরো দেওয়া হলো। বর্ণনাকারী আতা ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন, আবু হুরায়রা যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন,

তখন সাহাবা আবু সাঈদ খুদরীও তার কাছে ছিলেন। কিন্তু তিনি আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসের কোনো অংশের প্রতিবাদ করলেন না। অবশেষে আবু হুরায়রা যখন বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা লোকটিকে বললেন, এসবই তোমাকে দেওয়া হলো এবং এর সাথে অনুরূপ পরিমাণ আরো দেওয়া হলো তখন আবু সাঈদ খুদরী বললেন, হে আবু হুরায়রা! এর সাথে আরো দশগুণ দিলাম কথাটি রাসূলুল্লাহ বলেছেন। আবু হুরায়রা বললেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা এসবই তোমাকে দিলাম এবং তার সাথে অনুরূপ পরিমাণে আরো দিলাম স্মরণ করে রেখেছি। আবু সাঈদ খুদরী বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে এসবই তোমাকে দিলাম এবং অনুরূপ আরো দশগুণ দিলাম, কথাটাই শুনে মনে রেখেছি। আবু হুরায়রা বলেছেন, ঐ লোকটি জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ اِذَا كَانَتْ صَحْوًا قُلْنَ لَا قَالَ فَاِنَّكُمْ لَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِمَا ثُمَّ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ اِلٰى مَاكَانُوْ يَعْبُدُوْنَ فَيَذْهَبُ اَصْحَابُ الصَّلِيْبِ مَعَ صَلِيْبِهِمْ وَاَصْحَابُ الْاَوْثَانِ مَعَ اَوْثَانِهِمْ وَاَصْحَابُ كُلِّ اٰلِهَةٍ مَعَ اٰلِهَتِهِمْ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَوْفَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَاَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُوْدِ مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَّلَا وَلَدٌ فَمَاتُرِيْدُوْنَ قَلُوْا نُرِيْدُانَ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اِشْرَبُوْا فَيَتَسَا قَطُوْنَ فِىْ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارٰى مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَّلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ فَيَقُوْلُوْ تُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اِشْرَبُوْا فَيَتَسَا قَطُوْنَ فِىْ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارٰى مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ يُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اِشْرَبُوْا فَيَتَسَا قَطُوْنَ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَو فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَايُجْلِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُوْلُنَ فَارَقْنَا هُمْ وَنَحْنُ اَحْوَجُ مِنَّا اِلَيْهِ الْيَوْمَ وَاِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِى لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَاِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَاتِيْهِمُ الْجَبَّارُ فِىْ صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ رَاَوْهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا وَلَا يُكَلِّمُهُ اِلَّا الْاَ نْبِيَاءُ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ اٰيَةٌ تَعْرِفُوْنَهَا فَيَقُوْلُوْنَ السَّاقُ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى مَنْ كَانَ لَيَجُدُ لِلّٰهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتٰى بِالْجَرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرِىْ جَهَنَّمَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ مَدْ حَضَةٌ مَزَ لَّمَ ءَ لَيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلَا لِيْبُ وَحَسَكَةٌ لَفَلْطَحَةٌ لَهَاشَوْ كَةٌ عَقِيْفَةٌ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ

يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَاجَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّقَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوْشٌ مَكْدُوْشٌ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَمُرَّ اٰخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا اَنْتُمْ بِاَشَدَّ لِيْ مُنَا شَدَةً فِيْ الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ وَاِذَا رَاَوْ اَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِيْ اِخْوَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَا نَنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَ يَعْمَلُوْنَ مَعَنَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِذْا هَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِّنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ وَيُحَرِّمُ اللّٰهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِيْ النَّارِ اِلٰى قَدْ مَيْهِ وَاِلٰى اَنْصَافِ مَاقَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَقُوْلُ اِذَا هَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَ فُوْ اثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَيَقُوْلُ اِذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَافُوْا وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاِنْ لَّمْ تُصَدِّقُوْ نِّيْ فَاقْرَؤُ اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا فَيَشْفَعُ النَّبِيُّوْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِيْ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ اَقْوَامًا قَدامْتُحِشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهْرٍ بِاَ فْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهٗ الْحَيَاةُ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ قَدْرَاَ يْتُمُوْهَا اِلٰى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَاِلٰى جَانِبِ الشَّجَرَةَ فَمَاكَانَ اِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ اَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا اِلَى الظِّلِّ كَانَ اَبْيَضَ فَيُخْرَجُوْنَ كَاَنَّهُمْ اللُّؤْ لُؤْ فَيُجْعَلُ فِيْ رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيْمُ فَيَدْ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلَاءِ عُقَاءُ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَارَاَ يْتُمْ وَمِثْلُهٗ مَعَهٗ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স)! কেয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে দেখতে পাবো? তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে তোমার সূর্য দেখতে কি কষ্ট পাও? আমরা বললাম না। তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের যতটুকুন কষ্ট হয় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে দেখতেও তোমাদের ততটুকুন কষ্ট হবে মাত্র। তারপর তিনি বললেন, সেদিন (কেয়ামতের দিন) একজন ঘোষক ঘোষণা করে বলবে যে, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সেই জিনিসের সাথে হয়ে যাও। সুতরাং ক্রুশধারীরা ক্রুশের সাথে চলে যাবে, মূর্তিপূজকরা মূর্তির সাথে হয়ে যাবে। এভাবে প্রতি ইলাহর অনুসারীরা তাদের ইলাহদের কাছে যাবে। তারপর যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, তারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। তারা গোনাহগার বা নেকক্কার যাই হোক না কেন। সাথে সাথে আহলে কিতাবদের অবশিষ্ট কিছু লোকও থাকবে। এরপর জাহান্নামকে সামনে আনা হবে। তা মরীচিকার মতো মনে হবে। তখন ইহুদীদের বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহ্‌র বেটা উযায়েরের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহ্‌র তো স্ত্রী বা সন্তান ছিল না। (তাদেরকে পুনরায় বলা

হবে,) তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই আপনি আমাদের পানি পান করতে দিন। বলা হবে ঠিক আছে, পানি পান করে নাও। তারপর তারা জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। এরপর নাসারা (খ্রিস্টানদেরকে) বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ্‌র বেটা (ঈসা) মসীহ্‌র ইবাদত করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ্‌র তো স্ত্রী বা সন্তান ছিল না। (তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে) তোমরা এখন কি চাও? তারা বলবে, আমরা চাই আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে বলা হবে, ঠিক আছে পান করে নাও। তারপর তারাও জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীরা। তাদের মধ্যে নেক্কারও থাকবে, গোনাহগারও থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, সব লোক তো চলে গেছে। কিন্তু তোমাদেরকে কিসে বসিয়ে রেখেছে? তারা বলবে, আমরা তো তখনই তাদেরকে বর্জন করেছিলাম যখন আজকের চাইতে তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা এ মর্মে একজন ঘোষকের ঘোষণা শুনেছি যে, যে কওম যে জিনিসের ইবাদত করত সেই কওম তার সাথে হয়ে যাও। আমরা (সেই ঘোষণা অনুসারে) আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের জন্য অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, এরপর মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্ তাদের কাছে আসবেন। কিন্তু প্রথমবার ঈমানদারগণ যে আকৃতিতে তাকে দেখেছিলেন তিনি সেই আকৃতিতে আসবেন না। তিনি (এসে) বলবেন, আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! সবাই বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। (সেই সময়) নবীগণ ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি তার কোনো চিহ্ন জানো? তারা বলবে, 'সা'ক বা পায়ের নলার তাজাল্লী। সেই সময় 'সা'ক খুলে দেওয়া হবে। তখন সব ঈমানদারই সিজদায় পড়ে যাবে। তবে যারা প্রদর্শনীর জন্য আল্লাহ্‌কে সিজদা করত তারা থেকে যাবে। তারা সেই সময় সেজদা করতে চাইলে, তাদের মেরুদণ্ডের হাড় শক্ত হয়ে একটি তক্তার ন্যায় হয়ে যাবে (তাই তারা সিজদা করতে পারবে না)। তারপর পুলসিরাত এনে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পাতা হবে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। পুল বা পুলসিরাত কি? তিনি বললেন, পিচ্ছিল জায়গা, যার ওপর লোহার হুক এবং চওড়া ও বাঁকা কাঁটা থাকবে যা নজদের সা'দান গাছের কাঁটার মতো। মুমিনগণ এ পুলসিরাতের ওপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ্ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ দোযখের আগুনে ঝলসে যাবে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কোনো রকমে অতিক্রম করবে। আজ তোমরা হকের দাবিতে আমার তুলনায় ততখানি কঠোর নও, যতখানি কঠোর সেদিন (কেয়ামতের দিন) ঈমানদারগণ প্রতাপশালী আল্লাহ্‌র কাছে হবে। (আর তোমরা যে হকের দাবিতে আমার চাইতে বেশি কঠোর নাও তা তো) তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। যখন তারা (ঈমানদারগণ) দেখবে যে, তাদের ভাইদের মধ্যে তারাই শুধু নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের সেইসব ভাইয়েরা কোথায় যারা আমাদের সাথে নামায পড়ত, রোযা রাখত ও নেক আমল করত? আল্লাহ্ বলবেন, যাও যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের (দোযখ থেকে) মুক্ত করে আনো। আল্লাহ্ তাদের আকৃতিকে দোযখের জন্য হারাম করে দেবেন। তাদের কারো দু'পা ও পায়ের নলা পর্যন্ত দোযখের আগুনে ডুবে থাকবে। তারা (ঈমানদারগণ) যাদেরকে চিনতে পারবে, তাদেরকে (দোযখ থেকে) বের করে আনবে। তারপর ফিরে আসলে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যাও যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান দেখতে

পাবে তাদেরকেও বের করে আনো। সুতরাং তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে মুক্ত করবে এবং তারপর ফিরে আসলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, যাও যাদের হৃদয়ে একবিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে আনো। সুতরাং (এবারও) তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে মুক্ত করে আনবে। (হাদীসের বর্ণনাকারী) আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে ইচ্ছা করলে কোরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করো (তাতে এ কথার সত্যতার সমর্থন পাবে)। "আল্লাহ্ (কারো প্রতি) একবিন্দু পরিমাণ জুলুমও করেন না। বরং কোনো নেকীর কাজ হলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেন।" এভাবে নবী, ফেরেশতা এবং ঈমানদারগণ সাফায়াত বা সুপারিশ করবেন। তারপর পরক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, এখন একমাত্র আমার সাফায়াতই অবশিষ্ট আছে। তিনি এক মুষ্ঠি ভরে দোযখ থেকে একদল লোককে বের করবেন, যাদের গায়ের চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখভাগে অবস্থিত 'হায়াত' নামক একটি নহরে নামানো হবে। তারা এর দু' তীরে এমনভাবে তরতাজা হয়ে উঠবে যেমন তোমরা পাথর বা গাছের পাশ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতের কিনারে বীজকে দ্রুত অঙ্কুরোদগম করতে দেখো। এর মধ্যে যেটা রোদে থাকে সেটা সবুজ হয় আর যেটা ছায়ায় থাকে সেটা সাদা হয়। তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। তখন তাদেরকে মোতির দানার মতো মনে হবে। তাদের গলায় সীলমোহর লাগানো হবে। তারা বেহেশতে প্রবেশ করলে বেহেশতবাসীরা বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহ্র মুক্ত করা লোক। আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাত দিয়েছেন অথচ (এজন্য) তারা কোনো আমল বা কল্যাণে কাজ করেনি। (বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে) তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা দেখছ তা তোমাদেরকে দেওয়া হলো এবং অনুরূপ পরিমাণ আরো দেওয়া হলো। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُهَمُّوْا بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَّكَانِنَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُوْالنَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَ اَسْكَنَكَ جَنَّتَهٗ وَاَسْجَدَلَكَ مَلٰئِكَتَهٗ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ قَالَ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ اَكْلَهٗ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِىَ عَنْهَا وَلٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ سُؤَالَهٗ رَبَّهٗ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلٰكِنِ ائْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلٰثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهٗ وَقَرَّبَهٗ نَجِيًّا قَالَ فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَ يَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَلٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهٗ وَرُوْحَ اللّٰهِ وَكَلِمَتَهٗ قَالَ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ فَيَاْتُوْنَ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فِىْ دَارِهٖ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهٗ وَقَعْتُ لَهٗ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَعَنِىْ فَيَقُوْلُ

أَرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَارْفَعُ رَاسِىْ فَأُثْنِىْ عَلٰى رَبِّ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ
يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا اَفَاُخْرِجُ نَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ اَيْضًا يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ
فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَسْتَاذِنُ عَلٰى رَبِّيْ فِيْ دَارِهٖ فَيُؤْذَنُ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهٗ
دَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَ عُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَ عَنِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ
وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَاَرْفَعُ رَاسِىْ فَاُثْنِىَ عَلٰى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ
حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَاَسْتَاذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فِى دَارِهٖ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَارَاَيْتُهٗ وَقَعْتُ سَاجِدًا افَيَدَعُنِىْ
مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَعَنِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ اِرْفَعْ مَحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعُوْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهٗ قَالَ فَاَرْفَعُ
رَاسِىْ فَاُثْنِىْ عَلَى رَبِّ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْ قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاَخْرُجُ فَاُخْرِ جُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِىْ النَّارِ
اِلَّا مَنْ جَسَهُ الْقُرْاٰنُ اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ قَالَ ثُمَّ مَسَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مَّحْمُوْدًا قَالَ وَهٰذَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وُعِدَهٗ نَبِيُّكُمْ ﷺ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কেয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে (হাশরের ময়দানে) আটকে রাখা হবে। এতে তারা খুব চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়বে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করাই তাহলে হয়তো (বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে) আরাম পেতে পারি। তাই তারা আদমের কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সব মানুষের পিতা। আল্লাহ্ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ও জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সিজদা করিয়েছিলেন এবং সব জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। যাতে তিনি আমাদেরকে এ কষ্টদায়ক স্থান থেকে মুক্ত করে আরাম দান করেন। তখন আদম বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। নবী (স) বলেন, তিনি [আদম (আ)] গাছ থেকে (ফল) খাওয়ার গোনাহের কথা উল্লেখ করবেন, যা তাকে নিষেধ করা হয়েছিল। (তিনি বলবেন,) বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত সর্বপ্রথম নবী নূহের কাছে যাও সুতরাং তারা সবাই নূহের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার গোনাহের কথা উল্লেখ করবেন, যা তিনি করেছিলেন অর্থাৎ না জেনে তার সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। (তিনি বলবেন) বরং তোমরা আল্লাহ্ খলিল ইবরাহীমের কাছে যাও। সুতরাং তারা সবাই ইবরাহীমের কাছে আসলে তিনি যে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন তার কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের উপযুক্ত নই। (তিনি বলবেন,) বরং তোমরা মূসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত কিতাব দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে গোপনে কথা

বলে নৈকট্য দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সবাই তখন মূসার কাছে আসলে তিনি একজনকে হত্যা করে যে গোনাহ করেছেন তার কথা উল্লেখ করবেন (এবং বলবেন ঃ) তোমরা বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালেমা ও রূহ ঈসার কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন তারা সবাই ঈসার কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদের কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ্ তাঁর আগের ও পরের সব গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তারা আমার কাছে আসলে আমি আমার সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের কাছে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ্ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। আর বলো, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি সুপরিশ করো তা কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা করো যা চাইবে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের এমন প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি করব যা তিনি সে সময়ে আমাকে শিখিয়ে দেবেন। তারপর আমি সাফায়েত করব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। আমি গিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে আসব। হাদীসের বর্ণনাকারী কাতাদা বলেন, আমি আনাসকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বের হবো এবং তাদেরকে দোযখ থেকে বরে করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। তারপর আমি ফিরে আসব এবং আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ঘরে (জান্নাতে) তাঁর কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ্ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন এ অবস্থায় থাকতে দেবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। আর বলো, তোমার কথা শোনা হবে। সাফায়াত করো— কবুল করা হবে। আর তুমি প্রার্থনা করো (যা প্রার্থনা করবে তা) দেওয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের এমন প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি করব যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সাফায়েত করব। এ ব্যাপারে তিনি আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন। আমি তখন (আল্লাহ্‌র ঘর অর্থাৎ জান্নাত থেকে) বের হবো এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। হাদীস বর্ণনাকারী কাদাতা বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি যে, [নবী (স) বলেছেন,] তখন আমি বের হবো এবং তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইব। আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাকে (সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকে) দেখে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলবেন ঃ হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বলো, যা বলবে তা শোনা হবে, সাফায়াত করো তোমার সাফায়াত কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা করো। যা প্রার্থনা করবে তা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের এমন হামদ ও সানা করব, যা তিনি আমাকে সেই সময়ে শিখিয়ে দেবেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তারপর আমি সাফায়েত করব। আল্লাহ্ তা'আলা এক্ষেত্রে আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন। তখন আমি গিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। হাদীস বর্ণনাকারী কাতাদা বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি যে, [নবী (স) বলেছেন,] আমি সেখান থেকে বের হবো, তাদেরকে দোযখ থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। অবশেষে কোরআন যাদেরকে আটকিয়ে রাখবে অর্থাৎ যাদের

জন্য (কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী) চিরস্থায়ী দোযখবাস নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা ছাড়া আর কেউই দোযখে থাকবে না। বর্ণনাকারী আনাস বলেন, এরপর নবী (স) কোরআনের আয়াত আশা করা যায়, আপনার সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালক শীগগিরই আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' পৌঁছে দেবেন।" তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, এটিই সেই 'মাকামে মাহমুদ' তোমাদের নবীকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। (বুখারী)

৯. গুনাহ

কুরআন

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ۝

তোমরা যদি সেসব বড় বড় গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকো, যা থেকে বিরত থাকার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে তোমাদের ছোট ছোট দোষ-ত্রুটি তোমাদের হিসাব থেকে খারিজ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানের স্থানে দাখিল করব। (সূরা নিসা ঃ ৩১)

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ۝

তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ্ থেকেও দূরে থাকো আর গোপন গুনাহ্ থেকেও। নিঃসন্দেহে যারা গুনাহের কাজ করে, এরা নিজেদের এই উপার্জনের প্রতিফল অবশ্যই পাবে।

(সূরা আল-আন'আম ঃ ১২০)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ ... ۝

যারা বড় বড় গুনাহ আর সুস্পষ্ট অশ্লীল ও জঘন্য কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকে— তবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের দ্বারা ঘটে যায়। নিঃসন্দেহে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ক্ষমাশীলতা যে অনেক ব্যাপক ও বিশাল তাতে সন্দেহ নেই। ..... (সূরা আন্-নাজম ঃ ৩২)

... وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝

... নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও এবং সকাল ও সন্ধ্যা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৫৫)

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۭ ... ۝ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

(হে নবী!) নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, (২) যেন আল্লাহ তোমার পূর্বেকার ও পরের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেন, নিশ্চয়ই তোমার ওপর তাঁর নেওয়ামতের

পূর্ণতা বিধান করেন ও তোমাকে সরল-সঠিক ও নির্ভুল ঋজু পথ দেখান (৩) আর তোমাকে প্রবল পরাক্রান্ত সাহায্য দান করেন। (৪) সে আল্লাহ্‌ই মু'মিনদের হৃদয়সমূহে প্রশান্তি নাযিল করেছেন, যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে তারা আরো একটি ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়। .... (৫) (তিনি এ কাজ করেছেন এ জন্য) যেন মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীগণকে চিরকাল বসবাস করার উদ্দেশ্যে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করান, যেসবের নীচে নহর-ধারা চির প্রবহমান থাকবে এবং তাদের দোষসমূহ তাদের থেকে দূর করে দেবেন —আল্লাহ্‌র কাছে এটি এক বিরাট সাফল্য। (সূরা আল-ফাতাহ্)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۸﴾

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তাঁর রাসূল [হযরত মুহাম্মদ (স)]-এর প্রতি ঈমান আনো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দান করবেন এবং তোমাদেরকে সেই 'নূর' দান করবেন যার সাহায্য তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২৮)

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۲﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ۚ ... ﴿۳﴾

(২) এ কিতাব আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিলকৃত, যিনি মহাশক্তিশালী, সর্ববিষয়ে অবহিত, (৩) গুনাহ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তি দানকারী এবং অতি বড় অনুগ্রহশীল। .... (সূরা আল-মুমিন)

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿۱۰﴾

যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ওপর জুলুম-পীড়ন চালিয়েছে এবং অতঃপর তা থেকে তওবা করেনি, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব আর রয়েছে ভস্ম হওয়ার শাস্তি। (সূরা আল-বুরূজ ঃ ১০)

... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

....."হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! ভুল ভ্রান্তিবশত আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়, এর জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিও না। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমাদের ওপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেরূপ পূর্বগামী লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিও না। আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো; আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করো, তুমিই আমাদের মাওলা— আশ্রয়দাতা। কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। (সূরা আল-বাক্বারা ঃ ২৮৬)

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

(হে মুহাম্মদ) বলো ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! মাফ করো, রহম করো, তুমি সব দয়াবানের চেয়ে অতি উত্তম দয়াবান। (সূরা আল-মুমিনুন ঃ ১১৮)

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

যেসব সুস্পষ্ট হেদায়েত ও পথনির্দেশনা তোমাদের কাছে এসেছে, তা পাওয়ার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন হয়, তবে ভালো করে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সর্বজয়ী শক্তিমান এবং সর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২০৯)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ اِذَا أَرَادَ عَبْدِى أَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلُهَا فَاِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا، وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِى فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ حَسَنَةً، وَاِذَا أَرَادَ أَنْ يَّعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَاكْتُبُوْ هَالَهٗ حَسَنَةً، فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةٍ -

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার মালাইকাদের বলেন ঃ আমার বান্দা কোনো গোনাহের কাজ করার ইচ্ছা করলে তা না করা পর্যন্ত তার জন্য কোনো গোনাহ্ লেখ না। তবে সে যদি উক্ত গোনাহ্র কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গোনাহ্ লেখ। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর সে যদি কোনো নেকীর কাজ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু এখনো তা করেনি তাহলেও তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা করে তাহলে কাজটি অনুপাতে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ করো। (বুখারী)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِىْ صِرْمَةَ عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ أَنَّهٗ قَالَ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُوْنَ لَخَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا يُذْنِبُوْنَ يَغْفِرُ لَهُمْ -

হযরত কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত আইউব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শ্রুত একটি হাদীস আমি তোমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ(স)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, যদি তোমরা গোনাহ্ না করতে তবে আল্লাহ্ তা'আলা এমন মাখলুক সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ্ করত এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (বুখারী-মুসলিম)

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرِالْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ -

হযরত মুহাম্মদ ইবন রাফী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, যদি তোমরা গোনাহ না করতে তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের ধ্বংস করে এমন কাওম সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اِلَّا قَصَّ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطِيْئَتِهِ -

হযরত মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোনো ঈমানদার ব্যক্তির শরীরে একটি কাঁটা বিদ্ধ হলে কিংবা তার চাইতে বড় কোনো মুসীবত আপতিত হলে তার বদলে আল্লাহ্ তা'আলা তার একটি গোনাহ মাফ করে দেবেন। (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَايُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتّٰى الْهَمِّ يَهُمُّهُ اِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ -

হযরত আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, কোনো ঈমানদার ব্যক্তির এমন কোনো ব্যথা-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ পৌঁছে না, এমনকি দুর্ভাবনা পর্যন্ত যার বিনিময়ে তার কোনো গোনাহ মাফ করা হয় না। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ السَّائِبِ اَوْ اُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَالَكِ يَا اُمَّ السَّائِبِ اَوْيَا اُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِيْنَ قَالَتِ الْحُمّٰى لَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا فَقَالَ لَا تَسُبِّى الْحُمّٰى فَاِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِىْ اٰدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ -

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল কাওয়ারিরী (র) হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) একদিন উম্মু সায়িব কিংবা উম্মুল মুসায়্যিব (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে হে উম্মু সায়িব অথবা উম্মুল মুসায়্যিব! কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, ভীষণ জ্বর, একে আল্লাহ্ বর্ধিত না করুন। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর আদম সন্তানের গোনাহসমূহ মোচন করে দেয়, যেভাবে হাঁপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْنِ مُحَيْصِنٍ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَعْمَلْ سُوأً يُجْزَبِهِ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَبْلَغًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا فَفِىْ كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتّٰى النَّكْبَةِ يَنْكَبُهَا اَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا - قَالَ مُسْلِمُ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْصِنٍ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ -

হযর কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত مَنْ يَعْمَلْ سُوأً يُجْزَبِهِ (যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে, তার প্রতিফল সে ভোগ করবে) অবতীর্ণ হলো তখন কতক মুসলমান ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং সঠিক পন্থা ইখতিয়ার করো। একজন মুসলমান তার প্রত্যেকটি বিপদের বিনিময়ে এমনকি সে আছাড় খেলে কিংবা তার শরীরে কোনো কাঁটা বিদ্ধ হলেও তাতে তার (গোনাহের) কাফফারা হয়ে যায়। ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবু মুহাইসিন ছিলেন মক্কার অধিবাসী উমর ইবন আবদুর রহমান ইবন মুহীসিন। (বুখারী ও মুসলিম)

১০. ফেতনা

কুরআন

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۞

(২৫) এবং দূরে থাকো সে ফেতনা থেকে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সে লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ করেছে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদানকারী। (২৬) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প সংখ্যক, জমিনের বুকে তোমাদেরকে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন মনে করা হতো। তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা তোমাদেরকে না নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয়স্থল জোগাড় করে দিলেন, নিজের দেওয়া সাহায্য দ্বারা তোমাদের হাতকে মজবুত করে দিলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিযিক দান করলেন; (এই আশায় যে), সম্ভবত তোমরা শোকর জ্ঞাপনকারী হবে। (সূরা আল-আনফাল)

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۞ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۞

(৯৭) আর দো'আ করো ঃ হে পরোয়ারদেগার! আমি সব শয়তানের উস্কানি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় পানাহ চাই; (৯৮) বরং হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তারা যে আমার কাছে আসবে আমি তো তা থেকেও আশ্রয় চাই। (সূরা আল মু'মিনূন)

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

তোমরা যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনোরূপ প্ররোচনা অনুভব করতে পারো, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৩৬)

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ
اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ
يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝ وَ
لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۚ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ
وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝

(১১১) আমরা যদি তাদের প্রতি ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকেও যদি তাদের চোখের সামনে একত্রিত করে দিতাম, তবুও এরা ঈমান আনত না। অবশ্য আল্লাহ্র ইচ্ছাই যদি এমন হয় যে, তারা ঈমান আনবে, তবে অন্য কথা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে। (১১২) আর আমরা তো এভাবেই চিরদিন মানুষ শয়তান আর জ্বিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি; এরা পরস্পরের কাছে মনমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে। তারা এরূপ করবে না— এটাই যদি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তারা এরূপ কখনো করত না। অতএব তুমি তাদেরকে তাদের অবস্থায়ই রেখে দাও, তারা মিথ্যা রচনার কাজে লিপ্ত হয়েই থাকুক। (১২১) আর যে জন্তু আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি, তার গোশত খেও না; তা খাওয়া ফাসিকী কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উন্মেষ করে, যেন তারা তোমার সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার করো তবে নিশ্চিতই মোশরেক হয়ে যাবে।

(সূরা আল-আম'আম)

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ
السِّحْرَ ۚ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۚ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ
اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ
مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ
فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۚ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ
الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۚ قُلْ
قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۚ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ
وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقٰتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۚ وَمَنْ

يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(১০২) অথচ এমন সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনোই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরী তো অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা যারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। বেবিলনের হারূত ও মারূত এই দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এ কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত, "দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না।" এতৎসত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে সে জিনিসই শিখত, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে এ উপায়ে তারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হতো না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষেও কল্যাণকর ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভালো করেই জানত যে, কেউ এ জিনিসের খরিদ্দার হলে তার জন্য পরকালে কোনোই কল্যাণ নেই। তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রয় করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট। হায়! এ কথা তারা যদি জানতে পারত। (১৯১) তাদের সাথে লড়াই করো, যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয় এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার করো, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। এজন্য যে, নরহত্যা যদিও একটি অন্যায় কাজ কিন্তু ফেতনা-ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশি অন্যায়। আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবে না, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করো না। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তোমরাও অসঙ্কোচে তাদেরকে হত্যা করো। কেননা এ সমস্ত কাফেরদের এটাই যোগ্য শাস্তি। (১৯৩) তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট হয়। এরপর যদি তারা বিরত হয় তবে বুঝে নিও যে, কেবলমাত্র জালিমদের ছাড়া আর কারো ওপর হস্ত প্রসারিত করা সঙ্গত নয়। (২১৭) লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হারাম (সম্মানিত) মাসে যুদ্ধ করা কি রকম ? উত্তরে বলে দাও, এ মাসে লড়াই করা খুবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা থেকেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা, আল্লাহবিশ্বাসীদের জন্য 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করা এবং হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা। আর ফেতনা বিপর্যয় ও রক্তপাত থেকেও কঠিনতর ব্যাপার। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে; এমন কি তাদের সাধ্যে কুলালে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকেও ফিরিয়ে নেবে। (এ কথা খুব ভালো করে বুঝে লও যে,) তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ ধরনের সকল লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন তারা জাহান্নামেই অবস্থান করবে।

(সূরা আল-বাকারা)

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۞

তিনিই (আল্লাহ যিনি) তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দুই প্রকারের আয়াত রয়েছে। প্রথম 'মুহকামাত', যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ আর দ্বিতীয় 'মুতাশাবিহাত'। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবিহাত'-এর পেছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ সেগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পরিপক্ক লোক, তারা বলে ঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এ সব আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকেই এসেছে।" আর সত্য কথা এই যে, কোনো জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই লাভ করে।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭)

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ
فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَ
أُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۞

(৯১) আর এক ধরনের মোনাফেক তোমরা পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায় এবং নিজ জাতির দিক থেকেও। কিন্তু যখনি তারা ফেত্না সৃষ্টির সুযোগ পাবে, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ ধরনের লোকেরা যদি তোমাদের সাথে মোকাবেলা করা থেকে বিরত না থাকে আর সন্ধি ও শান্তির আবেদন তোমাদের সামনে পেশ না করে এবং নিজেদের আক্রমণের হাতও বিরত না রাখে, তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে, সেখানেই ধরবে এবং হত্যা করবে। এই ধরনের লোকদের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ফরমান দান করলাম। (১০১) আর তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোনো দোষ নেই। (বিশেষত) কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশঙ্কা হবে। কেননা তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। (সূরা আন-নিসা)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ
قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ
فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

ذُنُوْبِهِمْ ، وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ۞ وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ، وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞

(৪১) হে রাসূল! সেসব লোক, যেন তোমার কোনো দুশ্চিন্তার কারণ না হয় যারা কুফরীর পথে খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। তারা সেসব লোক যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান গ্রহণ করেনি; কিংবা তারা এমন লোক যারা ইহুদী হয়ে গেছে তাদের অবস্থা এই যে, তারা মিথ্যার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে এবং যারা তোমার কাছে কখনো আসেনি সেসব লোকের জন্য কথা টুকিয়ে বেড়ায়, আল্লাহ্‌র কিতাবের শব্দসমূহকে এর আসল স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থ থেকে সরিয়ে দেয় এবং লোকদেরকে বলে যে, তোমাদের এই আদেশ দেওয়া হলে তা মানবে, অন্যথায় মানবে না। বস্তুত আল্লাহ্‌ই যাকে ফেতনায় নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে উদ্ধার করার জন্য তুমি কিছু করতে পারো না। এরা সে লোক, যাদের হৃদয়-মনকে আল্লাহ তা'আলা পাক করতে চাননি। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি । (৪৯) সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী এই লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা করো এবং তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ করো না। সাবধান থাকো, এরা যেন তোমাকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহ্‌র নাযিল করা হেদায়েত থেকে এক বিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে না পারে। আর এরা যদি বিভ্রান্ত হয়, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাদের কোনো কোনো গুনাহের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। বস্তুত এদের অনেক লোকই ফাসেক। (৭১) তারা নিজেরা ধারণা করেছে যে, এতে কোনো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে না। এজন্য তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এর পরও তাদের অধিকাংশ লোক আরো বেশি করে অন্ধ ও বধির হয়ে যেতে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তাদের এসব গতিবিধি ও অবস্থা খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছেন। (সূরা আল-মায়েদা)

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۞ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا
اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ، اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۞

(২৩) তখন তারা এই (মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া) ছাড়া আর কোনো ফেতনার সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের মনিব মলিক! তোমার কসম করে বলি, আমরা কখনোই মোশরেক ছিলাম না। (৫৩) মূলত আমরা তাদের পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যে এভাবেই পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছি যেন তারা এদেরকে দেখিয়ে বলে ঃ এরাই কি সে লোক, আমাদের মধ্য হতে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী হয়েছে ? (সূরা আন'আম)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ، اِنَّهٗ
يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ وَاخْتَارَ مُوْسٰى
قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ، فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ، اَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ، اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ، تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ، اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ
ارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ۞

(২৭) হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে তেমন করে ফেতনায় ফেলতে না পারে, যেমন করে সে তোমাদের (আদি) পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তাদের পোশাক তাদের দেহ থেকে খুলে ফেলেছিল, যেন তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সে এবং তার সঙ্গী-সাথীরা তোমাদেরকে এমন এক স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানগুলোকে আমরা ঈমানদার নয় এমন লোকদের জন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দিয়েছি। (১৫৫) অতঃপর সে নিজ জাতির লোকদের মধ্য থেকে সত্তর জন লোক বাছাই করে নিল যেন তারা (তার সঙ্গে) আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়। যখন এই লোকগুলোকে একটি কঠিন ভূকম্পনে পেয়ে বসলো তখন মূসা বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আপনি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন! আপনি কি সে অপরাধের দরুন— যা আমাদের মধ্যে কয়েকজন নির্বোধ লোক করেছে আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দেবেন ? এটি তো আপনারই পেশ করা একটি পরীক্ষা ছিল, যা দ্বারা আপনি যাকে চান গুমরাহীতে জড়িয়ে ফেলেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আমাদের পৃষ্ঠপোষক তো আপনিই; অতএব আমাদেরকে মাফ করে দিন— আপনিই সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশালী। (সূরা আরাফ)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

(৩৯) হে ঈমানদার লোকেরা! এই কাফেরদের সাথে লড়াই করো, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্রই জন্য হয়ে যায় । (৭৩) যারা সত্য অমান্যকারী, তারা একে অপরের সাহায্য করে। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আসো, তাহলে জমিনে বড়ই ফেতনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আনফাল)

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَأَوْضَعُوا خِلٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَ
اللّٰهُ عَلِيمٌۢ بِالظّٰلِمِينَ ۝ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ
وَهُمْ كٰرِهُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ
بِالْكٰفِرِينَ ۝ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

(৪৭) তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ক্রটি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিতো না; তারা তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা করত। আর তোমাদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবার মতো অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ এই জালিমদের খুব ভালো করে জানেন। (৪৮) এর পূর্বেও এই লোকেরা ফেতনা সৃষ্টির জন্য বহু চেষ্টা করেছে এবং তোমাকে ব্যর্থ করার জন্য এরা সকল রকমের চেষ্টা-যত্ন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছে। এতৎসত্ত্বেও তাদের মর্জীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সত্য এসে গেছে আর আল্লাহ্র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪৯) তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলে ঃ "আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।" শুনে রাখো, এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে রয়েছে আর জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। (সূরা আত-তাওবা)

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰىٓ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(৮৩) (অতঃপর দেখো) মূসাকে তার জাতির লোকদের মধ্যে কয়েকজন যুবক ছাড়া কেউ মেনে নিল না, ফেরাউনের ভয়ে এবং স্বয়ং নিজ জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের ভয় ছিল যে) ফেরাউন তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করবে। আর ব্যাপার এই যে, ফেরাউন দুনিয়ায় শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সে ছিল এমন লোকদের অন্যতম, যারা কোনো সীমাই মানতো না। (৮৫) তারা জবাব দিল, "আমরা আল্লাহ্রই ওপর ভরসা করেছি। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম লোকদের জন্য ফেতনা বানিও না। (সূরা ইউনুস)

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা এই যে, যখন (ঈমান আনার কারণে) নির্যাতিত হয়েছে, তখন তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্র পথে তীব্র কষ্ট স্বীকার করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের জন্য নিশ্চিতই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময়। (সূরা আন-নাহাল ঃ ১১০)

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝

স্মরণ করো হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে বলে দিয়েছিলাম যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এই লোকদেরকে ঘিরে রেখেছেন। আর এই যা কিছু এখনি আমরা তোমাদের দেখালাম একে এবং কুরআনে অভিশপ্ত রূপে চিহ্নিত এই গাছটিকে আমরা এই লোকদের জন্য শুধু একটি ফেতনা বানিয়ে রেখেছি। আমরা তাদেরকে বারবার সাবধান করে যাচ্ছি; কিন্তু প্রতিটি সতর্কবাণী তাদের বিদ্রোহী ভূমিকার মাত্রা বৃদ্ধিই করে চলছে। (৭৩) হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, এই লোকেরা তোমাকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে সে ওহী থেকে তোমাকে ফিরিয়ে রাখার জন্য চেষ্টার কোনোরূপ ত্রুটি রাখেনি, যেন তুমি আমাদের নামে নিজেদের পক্ষ হতে কোনো কথা রচনা করে লও। তুমি যদি এরূপ করতে, তাহলে তারা তোমাকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিত। (সূরা বনী ইসরাঈল)

اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰىٓ اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۬ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۬ۚ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۬ۙ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ۝ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ۝ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ ۝ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۬ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

(৪০) স্মরণ করো, যখন তোমার বোন চলছিল, তারপর গিয়ে বলল, 'আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির খোঁজ দেবো যে এ শিশুর লালন-পালন ভালোভাবেই করবে ?' এভাবে আমরা তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের নিকট পৌঁছে দিলাম, যেন তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুঃখ-ভারাক্রান্ত না হয়। আর (এ কথাও স্মরণ করো) তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। আমরাই তোমাকে এ ফাঁদ থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং তোমাকে নানা পরীক্ষা-নিরাক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করেছি। আর তুমি মাদ্ইয়ানবাসীর মধ্যে কয়েক বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে এবং তারপর এখন তুমি ঠিক সময়মতই এসে পৌঁছিয়েছ হে মূসা! (৮৫) তিনি বলল ঃ "আচ্ছা, তাহলে শোনো। আমরা তোমার পেছনে তোমার জাতিকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি এবং সামেরী তাদেরকে গুমরাহ করেছে।" (৯০) হারুন (মূসার আসার) পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল যে, "হে লোকেরা, তোমরা এর কারণে ফেতনায় পড়ে গিয়েছ। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো পরম দয়াবান। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো আর আমার কথা শোনো। (১৩১) আর চোখ মেলেও তাকাবে না দুনিয়াবী জীবনের জাঁকজমকের প্রতি, যা আমরা এদের মধ্যকার বিভিন্ন লোককে দিয়েছি। এতো আমরা দিয়েছি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যে। আসলে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দেওয়া হালাল রিযিকই উত্তম ও স্থায়ী। (সূরা ত্বা-হা)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۞

প্রত্যেক জীবন্ত সত্তাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলের পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে। (১১১) আমি তো মনে করি, এ (বিলম্ব) সম্ভবত তোমাদের জন্য একটা ফেতনা স্বরূপ আর তোমাদেরকে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত স্বাদ-আস্বাদনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৩৫)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۞ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞

(১১) লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহ্র বন্দেগী করে; এতে সে কল্যাণ দেখল তো নিশ্চিন্ত হয়ে গেল আর যখনই কোনো বিপদ দেখা দিল, অমনি পিছনে সরে গেল। ফলত তার ইহকালও গেল, পরকালও। এ তো সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান। (৫৩) (তিনি এরূপ হতে দেন এ জন্য যে,) যেন শয়তানের প্রবর্তিত অনিষ্টকে পরীক্ষা (ফেতনা) বানিয়ে দেন সে লোকদের জন্য, যাদের অন্তরে (মোনাফেকীর) ব্যাধি রয়েছে আর যাদের হৃদয় দূষিত ও কুলষিত— প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই জালিম লোকগুলো হিংসা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে বহু দূরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। (সূরা আল-হাজ্জ)

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

হে মুসলমানগণ! রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহ্বানের মতো মনে করো না। আল্লাহ সে লোকদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে পরস্পরের আড়াল নিয়ে চুপে চুপে সরে পড়ে। রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোনো ফেতনায় জড়িয়ে না পড়ে, কিংবা তাদের ওপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে।

(সূরা আন-নূর ঃ ৬৩)

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝

হে মুহাম্মদ, তোমার পূর্বে আমরা যে সকল রাসূলই পাঠিয়েছি, তারা সকলেই খাবার খেতো এবং বাজারে চলাফেরা করত। আসলে আমরা তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার উপকরণ ও মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। তোমরা কি সবর অবলম্বন করবে ? তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো সবকিছুই দেখতে পান। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ২০)

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝

তারা বলল ঃ "আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে অশুভ লক্ষণ স্বরূপ পেয়েছি।" সালেহ জবাব দিল ঃ "তোমাদের শুভ-অশুভ লক্ষণের মূল সূত্র তো আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত। আসল কথা এই যে, তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে।" (সূরা আন-নামল ঃ ৪৭)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْٓا أَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَآ أُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۗ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۗ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(২) লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' শুধুমাত্র এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে ? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? (৩) অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী! (১০) লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে বলে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু সে যখন আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নির্যাতিত হয়েছে, তখন লোকদের চাপিয়ে দেওয়া পরীক্ষাকে আল্লাহ্‌র আযাবের মতো মনে করেছে ? এখন যদি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ হতে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে ঃ "আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।" দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা কি আল্লাহ্ তা'আলার খুব ভালোভাবে জানা নেই ? (সূরা আনকাবূত)

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ إِلَّا يَسِيْرًا ۝

যদি শহরের চারদিক থেকে শত্রু এসে প্রবেশ করত এবং তখন এদেরকে ফেতনার দিকে আহ্বান জানান হতো, তবে তারা এতেই লিপ্ত হয়ে পড়তো এবং ফেতনায় শরীক হতে তারা খুব সামান্যই কুণ্ঠাবোধ করত। (সূরা আল-আহযাব ঃ ১৪)

إِنَّا جَعَلْنَٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّٰلِمِينَ ۝

আমরা এ গাছটিকে জালিমদের জন্য ফেতনা বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা আস-সাফ্ফাত ঃ ৬৩)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝

(২৪) দাউদ জবাব দিল ঃ "এই ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী শামিল করার দাবি জানিয়ে নিঃসন্দেহে তোমার ওপর জুলুম করেছে। আর সত্য কথা এই যে, একত্রে পাশাপাশি বসবাসকারী লোকেরা পরস্পরের প্রতি প্রায়শ বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে কেবল তারাই এ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম।" (এ কথা বলতে বলতে) দাউদ বুঝতে পারল যে, আসলে আমরা তো তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইল ও সিজদায় পড়ে গেল এবং তার দিকে ফিরে এলো। (৩৪) আর (দেখো), সুলাইমানকেও আমরা পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনের ওপর একটি দেহ এনে রেখেছি। তারপর সে ফিরে এলো। (সূরা সা-দ)

فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

এ মানুষকে যখনই একবিন্দু বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে আমাদেরকে ডাকে আর যখন আমরা তাকে নিজেদের তরফ থেকে নেয়ামত দিয়ে ধন্য করে দেই, তখন সে বলে উঠে, এসব তো আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধির (ইলমের) কারণে দেওয়া হয়েছে। না, তা নয়। এ তো পরীক্ষাস্বরূপ; কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা আয-যুমার ঃ ৪৯)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝

আমরা এদের পূর্বে ফিরাউনের জাতিকে এ পরীক্ষায়ই নিক্ষেপ করেছিলাম। তাদের কাছে একজন অতীব ভদ্র রাসূল এসেছিল। (সূরা আদ্-দুখান ঃ ১৭)

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ۝

(১৩) তা আসবে সেদিন, যখন এই লোকদেরকে আগুনে ঝলসানো হবে। (১৪) (তাদেরকে বলা হবে) এখন স্বাদ গ্রহণ করো নিজেদেরই সৃষ্ট বিপর্যয় ও আযাবের। এ তো সে জিনিসই, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। (সূরা আয-যারিয়াত)

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝

আমরা উষ্ট্রীকে তাদের জন্য 'একটা বড় বিপদের কারণ' বানিয়ে পাঠাচ্ছি। এখন খানিকটা ধৈর্য সহকারে দেখো ও লক্ষ্য করো যে, এই লোকদের কি পরিণামটা হয়। (সূরা আল-ক্বামার ঃ ২৭)

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

তারা মু'মিন লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? মু'মিনগণ জবাব দেবে, হ্যাঁ; কিন্তু তোমরা নিজেরা নিজদেরকে বিপর্যয়ের কবলে নিক্ষেপ করেছিলে, সুযোগ সন্ধানে নিয়োজিত ছিলে, সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ফয়সালা এসে গেল আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই বড় প্রতারক তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধোঁকা দিতে থাকল। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ১৪)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য 'ফেতনা' বানিয়ে দিও না। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের অপরাধগুলোকে মাফ করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আল-মুমতাহানা ঃ ৫)

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহ্ই এমন সত্তা, যার কাছে রয়েছে বড় প্রতিফল। (সূরা আত্-তাগাবুন ঃ ১৫)

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۝ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝

(১৬) (হে নবী! বলো, আমার কাছে এই ওহীও পাঠানো হয়েছে যে,) "লোকেরা যদি সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথে দৃঢ়তা সহকারে চলতো, তাহলে আমরা তাদেরকে প্রাচুর্য সহকারে পানি পান করাতাম, (১৭) যেন আমরা এই নেয়ামত দ্বারা তাদের পরীক্ষা করতে পারি। যে-ব্যক্তিই আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম আযাবে নিপেক্ষ করবেন।" (সূরা আল-জ্বিন)

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

আমরা দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদেরকে বানিয়েছি। আর তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য একটা পরীক্ষা-মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। যেন আহলে কিতাবের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং ঈমানদার লোকদের ঈমান বৃদ্ধি লাভ করে। আর আহলে কিতাব ও ঈমানদার জনগণ কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে না থাকে আর দিলের রোগী ও কাফেররা বলবে এ

ধরনের আশ্চর্যজনক কথা বলে আল্লাহ কি বুঝাতে চান ? এভাবে আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করে দেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সৈন্য বাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। আর এই দোযখের উল্লেখ কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যে, লোকদের পক্ষে এ থেকে যেন নসীহত লাভ সম্ভব হয়।
(সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ ৩১)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ওপর জুলুম-পীড়ন চালিয়েছে এবং অতঃপর তা থেকে তওবা করেনি, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব আর রয়েছে ভস্ম হওয়ার শাস্তি। (সূরা আল-বুরুজ ঃ ১০)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنَ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاءً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهٖ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, শীঘ্রই এমন ফেতনা দেখা দেবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি থেকে ভালো (নিরাপদ) থাকবে। আর দাঁড়ানো ব্যক্তি, চলমান ব্যক্তি থেকে ভালো থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী থেকে ভালো থাকবে। যে ফেতনায় লিপ্ত হবে, তাকে সে ফেতনা ধ্বংস করে দেবে। যে ব্যক্তি তা থেকে মুক্তস্থান অথবা আশ্রয়স্থল পাবে, তার তা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلَاحِيْ لَيَالِي الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ اُرِيْدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ قِيْلَ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهٗ قَدْ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهٖ -

হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফেতনার রাতে আমি অস্ত্র নিয়ে বের হলাম (সিফফিনের যুদ্ধ)। অতঃপর আমার সম্মুখে আবু বাকরা পড়লেন। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই (আলীর) সাহায্য করার জন্যে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, যখন দু'জন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে, তখন উভয়ই জাহান্নামী হবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হত্যাকারীর অবস্থা তো এটা (স্পষ্ট), তবে নিহত ব্যক্তির অবস্থা (অপরাধ) কি? তিনি বললেন, সে তাঁর সাথী (মুসলিমের) হত্যার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। (বুখারী)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اَوْ اِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِيْ قِتَالِ الْفِتْنَةِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِيْ مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُوْلُ عَلَيْهِ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ -

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আমাদের কাছে আসলে এক ব্যক্তি বলল, (লড়াই-ঝগড়া হচ্ছে) আপনি এ ফেতনামূলক লড়াই-ঝগড়া সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করেন? তিনি বললেন ঃ ফেতনা কি তা কি তুমি জানো? মুহাম্মদ (স) মোশরেকদের সাথে লড়াই করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে মোশরেকদের লড়াই করাটাই ছিল ফেতনা। তাঁর লড়াই তোমাদের লড়াইয়ের মতো রাজত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য ছিল না। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِبْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ اَنَا قَالَ اِنَّكَ لَجَرِىْءٌ وَكَيْفَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَنَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَجَارِهٖ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهِىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ اِنَّمَا اُرِيْدُ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ فَقُلْتُ مَالَكَ وَلَهَا يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ اَفَيُكْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذٰلِكَ اَحْرٰى اَنْ لَا يُغْلَقَ اَبَدًا قَالَ فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اِنَّ دُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةَ اِنِّىْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ قَالَ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ -

হযরত মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও হযরত মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা ইবন আবু কুরায়ব (র) হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা উমর (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, ফেতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস তোমাদের কার স্মরণ আছে? আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে। একথা শুনে তিনি বললেন, ব্যস, তুমি তো খুব সাহসী। তিনি কি বলেছেন, বলো। অতঃপর আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি যে, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, স্বীয় নাফস, সন্তান-সন্ততি এবং প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষ যে ফেতনায় আক্রান্ত হয়, তার সিয়াম, সালাত, সাদাকা এবং সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দানই হলো এগুলোর জন্য কাফ্‌ফারা। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, আমি তো এ ফেতনা সম্পর্কে শুনতে চাইনি। বরং সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো যে ফেতনা আপতিত, আমি তো কেবল তাই শুনতে চেয়েছি। তখন আমি বললাম, হে আমিরুল মোমেনীন! এ ফেতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক, এতে আপনার উদ্দেশ্য কি? এ ফেতনা ও আপনার মাঝে এক রুদ্ধদ্বার অন্তরায় রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দ্বার কি ভাঙা হবে, না খোলা হবে? আমি বললাম, না, ভাঙা হবে না, বরং খোলা হবে। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, তবে তো তা আর কখনো বন্ধ হবে না। বর্ণনাকারী শাকীক (র) বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)কে জিজ্ঞেস করলাম, কে সে দ্বার, উমর (রা) তা কি জানতেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আগামী দিনের পর রাত, এ কথাটি যেমন জানতেন, ঠিক তদ্রূপ ঐ বিষয়টিও তিনি জানতেন। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি তাঁকে ভুল

হাদীস শুনাইনি। শাকীক (র) বলেন, কে সে দ্বার, এ সম্পর্কে হুযায়ফা (রা)কে জিজ্ঞেস করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরূক (রা)কে বললাম, আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি হুযায়ফা (রা)কে জিজ্ঞেস করলেন। হুযায়ফা (রা) বলরেন, এ দ্বার উমর (রা) নিজেই। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنِىْ وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ (وَهُوَ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ ابْنُ الْمُسَيِّبِ سَتَكُوْنَ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِىْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَا فَلْيَعُذْبِهٖ -

হযরত আমর নাকি, হাসান আল-হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ শীঘ্রই এমন ফেতনা দেখা দেবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি থেকে ভালো থাকবে। আর দাঁড়ানো ব্যক্তি তখন চলমান ব্যক্তি থেকে ভালো থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে ভালো থাকবে। যে ফেতনায় লিপ্ত হবে তাকে সে ফেতনা ধ্বংস করে দেবে। আর যে তখন আশ্রয়স্থল পাবে, তার তা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَ اَنَا اُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَحْنَفُ قَالَ قُلْتُ اُرِيْدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ عَلِيًّا قَالَ فَقَالَ لِىْ يَا اَحْنَفُ اِرْجِعْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قَالَ فَقُلْتُ اَوَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهٗ قَدْ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهٖ -

হযরত আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন আল-দজাহদারী (র) হযরত আহ্নাফ ইবন কায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি বের হলাম। এই লোকটিকে সাহায্য করা আমার ইচ্ছা ছিল। এ সময় আবু বাকর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, হে আহ্নাফ! তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই আলী (রা)-এর সাহায্য করার জন্য আমি যেতে চাচ্ছি। আহ্নাফ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে আহ্নাফ! চলে যাও। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)কে আমি একথা বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে তখন হত্যাকারী ও হত্যাকৃত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হবে। একথা শুনে আমি বললাম অথবা বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (স) হত্যাকারীর অবস্থা তো এই, তবে নিহত ব্যক্তির অবস্থা কি? উত্তরে তিনি বললেন, সে তার সাথীকে হত্যার করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ قَالَ اَنْطَلَقْتُ اَنَا وَفَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ اِلٰى مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ وَهُوَ فِىْ اَرْضِهٖ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ فِى الْفِتَنِ حَدِيْثًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلَا ثُمَّ تَكُوْنُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِىْ اِلَيْهَا اَلَا فَاِذَا نَزَلَتْ اَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ اِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِاِبِلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهٖ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِاَرْضِهٖ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ اِبِلٌ وَّلَا غَنَمٌ وَّلَا اَرْضٌ قَالَ يَعْمِدُ اِلٰى سَيْفِهٖ فَيَدُقُّ عَلٰى حَدِّهٖ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ اِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ اُكْرِهْتُ حَتّٰى يُنْطَلَقَ بِىْ اِلٰى اَحَدِ الصَّفَّيْنِ اَوْ اِحْدَى الْفِئَتَيْنِ فَضَرَبَنِىْ رَجُلٌ بِسَيْفِهٖ اَوْ يَجِىْءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِىْ قَالَ يَبُوْءُ بِاِثْمِهٖ وَاِثْمِكَ وَيَكُوْنُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ -

হযরত আবু কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র) হযরত উসমান আশ-শাহহাম (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মুসলিম ইবনে আবু বাকরা (র) তার স্বীয় ভূমিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি ও ফারকাদ সাবাখী তার কাছে গেলাম। এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার আব্বাকে ফেতনা সম্পর্কে কোনো হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আবু বাকরা (রা)কে একথা বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ অচিরেই ফেতনা দেখা দেবে। সাবধান, সেখানে ফেতনা দেখা দেবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে ভালো থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে ভালো থাকবে। সাবধান যখন ফেতনা আপতিত হবে অথবা সংঘটিত হবে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি উটের মালিক সে তার উট নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার বকরি আছে সে তার বকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকুক এবং যার জমিন আছে সে তার জমিন নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। একথা শুনে তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স)! যার উট, বকরি ও জমিন কিছুই নেই, সে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, সে তার তরবারী হস্তে ধারণ করতঃ প্রস্তরাঘাতে তার ধারাল তীক্ষ্ম আংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর সে রক্ষা পেতে চাইলে রক্ষা লাভ করুক। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্‌! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ্‌! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ্‌! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? এ সময় জনৈকি ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) যদি চাপ সৃষ্টি করে দুই সারির কোনো একটিতে অথবা দুই দলের কোনো এক দলে আমাকে নিয়ে যায়, আর কোনো এক ব্যক্তি তার তরবারী দ্বারা আমাকে আঘাত করে বা তীর এসে আমার গায়ে লাগে এবং আমাকে সে মেরে ফেলে, তবে আমার অবস্থা কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তবে সে তার এবং তোমার পাপের ভার বহন করবে এবং চিরজাহান্নামী হয়ে যাবে। (মুসলিম)

১১. প্রতিদান

কুরআন

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

(১৬০) বস্তুত যে লোক (আল্লাহ্র সমীপে) নেক কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য দশ গুণ বেশি পুরস্কার রয়েছে। যে পাপের কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততখানিই প্রতিফল দেওয়া হবে, যতখানি সে অপরাধ করেছে। আর কারো ওপর জুলুম করা হবে না। (১৬৪) বলো, আমি কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অপর কোনো সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তালাশ করব ? অথচ তিনিই সব জিনিসের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু অর্জন করে, এর জন্য দায়ী সে নিজেই। কোনো ভার বহনকারীই অপর কারো বোঝা বহন করে না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের যাবতীয় মতবিরোধের মূল রহস্য তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে ধরবেন।

(সূরা আল-আন'আম)

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝

(৭৪) প্রকৃত কথা এই যে, যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে হাযির থাকবে, তার জন্য জাহান্নাম, যেখানে সে না জীবিত থাকবে, না মরবে। (৭৫) আর যে লোক তার সমীপে মু'মিন হিসেবে হাযির হবে, যে নেক আমলকারী হবে, এমনসব লোকের জন্য রয়েছে সুমহান মর্যাদা (৭৬) এবং চির শ্যামল ও চির সবুজ বাগ-বাগিচা, যার নীচে নহর-ধারা প্রবহমান হবে। সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। এই পুরস্কার সে ব্যক্তির জন্য, যে পবিত্রতা অবলম্বন করবে। (সূরা ত্বা-হা)

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

(৫০) অতপর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদের জন্য রয়েছে মার্জনা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৫১) আর যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহকে হীন দেখাতে চেষ্টা করবে, তারা দোযখের অধিবাসী হবে। (সূরা আল-হাজ্জ)

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কখনোই সমান হতে পারেনি এবং ঈমানদার-নেককার ও দুষ্কৃতিকারী লোকও সমান মর্যাদাশালী হতে পারেনি। কিন্তু তোমরা খুব কমই বুঝতে পারো।

(সূরা আল-মু'মিন ঃ ৫৮)

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝

(১৮) এই যে লোকেরা এরাই দক্ষিণপন্থী। (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী। (সূরা আল-বালাদ)

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

(১) সূর্য ও এর রৌদ্রের শপথ। (২) চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে পিছনে আসে। (৩) দিনের শপথ যখন তা (সূর্যকে) প্রকট করে তোলে (৪) এবং রাতের শপথ যখন তা (সূর্যকে) আচ্ছাদিত করে লয়। (৫) আকাশমণ্ডলের এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তা সংস্থাপিত করেছেন। (৬) আর পৃথিবীর ও সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। (৭) মানব-প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (৮) অতঃপর এর পাপ ও এর তাকওয়া (সতর্কতা) তার প্রতি ইলহাম করেছেন। (৯) নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেলো সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল (১০) এবং ব্যর্থ হলো সে, যে তাকে খর্ব ও গুপ্ত করল।

(সূরা আস্-শামস)

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ج فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(৪৮) এবং সে দিনের ভয় করো, যে দিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো সম্পর্কে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না; কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং পাপীদেরও কোনো দিক থেকে সাহায্য করা হবে না। (৫৮) আরো স্মরণ করো, যখন আমরা বলেছিলাম ঃ "তোমাদের সম্মুখস্থ 'এ জনপদে' প্রবেশ করো, এর উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেরূপ ইচ্ছা আনন্দের সাথে আহার করো। মনে রেখো, জনপদের দ্বারপথে সিজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ করবে এবং 'হিত্তাতুন' বলতে থাকবে। আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং পুণ্যবানদেরকে অধিকতর অনুগ্রহ দান করব।" (১২৩) আর ভয় করো সে দিনটির, যখন কেউ কারো একবিন্দু উপকারে আসবে না, কারো কাছ থেকে কোনো 'বিনিময়' গ্রহণ করা হবে না, কোনো সুপারিশই কাউকে একবিন্দু উপকার দান করবে না আর পাপীগণও কোনো দিক দিয়েই

কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (১৯১) তাদের সাথে লড়াই করো, যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয় এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার করো, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। এজন্য যে, নরহত্যা যদিও একটি অন্যায় কাজ কিন্তু ফেতনা-ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশি অন্যায়। আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবে না, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করো না। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তোমরাও অসঙ্কোচে তাদেরকে হত্যা করো। কেননা এ সমস্ত কাফেরদের এটাই যোগ্য শাস্তি। (সূরা আল-বাকারা)

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۞ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۞

(৭৬) তবে তাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন ? যে ব্যক্তিই নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং পাপাচার নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে, সে-ই আল্লাহর প্রিয় হবে। কেননা পরহেজগার লোকই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে। (১৩৬) এই ধরনের লোকদের প্রতিফল তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে এই নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদেরকে দাখিল করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান থাকে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেক কাজ যারা করে, তাদের জন্য কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে। (১৪৪) মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি মরে যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা (তাঁর আদর্শ থেকে) উল্টা দিকে ফিরে যাবে ? মনে রেখো, যে-কেহ বিপরীত দিকে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর একবিন্দু ক্ষতি করবে না। অবশ্য যারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবে, তাদেরকে তিনি এর প্রতিফল দান করবেন। (১৪৫) কোনো প্রাণীই আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো (নির্দিষ্টভাবে) লিখিত রয়েছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার সওয়াবের আশায় কাজ করবে, তাকে আমরা এই দুনিয়া থেকেই (তা) দান করব। আর যে আখেরাতের সওয়াব পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে, সে আখেরাতের সওয়াব পাবে। আর কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদেরকে তাদের কাজের ফল আমরা নিশ্চয়ই দান করব। (সূরা আলে-ইমরান)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞
لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞

(৯৩) অতঃপর যে ব্যক্তি কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে জেনে-বুঝে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম; তাতে সে চিরদিন থাকবে। তার ওপর আল্লাহ্র গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ তার

—২/২১

জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (১২৩) চূড়ান্ত পরিণতি না তোমাদের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করছে, না আহলে কিতাবের মনস্কামনার ওপর। যে ব্যক্তি পাপ করবে, সে-ই এর প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে নিজের জন্য কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

(সূরা আন-নিসা)

إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞

(২৯) আমি চাই, আমার এবং তোমার নিজের গুনাহ তুমি একাই নিজের মাথায় বহন করো ও দোযখী হয়ে থাকো। জালিমদের জুলুমের এটাই উপযুক্ত প্রতিফল। (৩৩) যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (৩৮) চোর— পুরুষ হোক বা নারী— উভয়েরই হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল ও আল্লাহ্র কাছ থেকে শিক্ষামূলক শাস্তি বিশেষ। আল্লাহ্র শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী ও সর্বপ্রধান, তিনি প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। (৮৫) তাদের এসব উক্তির কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন বেহেশত দান করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এটা হচ্ছে সঠিক আচরণ গ্রহণকারীদের কর্মফল। (৯৫) হে ঈমানদার লোকগণ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের কেউ যদি জেনে-বুঝে এরূপ করে বসে, তবে যে জন্তু সে হত্যা করেছে, এরই সমান পর্যায়ের একটি জন্তু তাকে নজরানা দিতে হবে। এ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন সুবিচারক লোক এবং এই নজরানা কা'বায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। নতুবা এই গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ কয়েকজন মিস্কীনকে খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা এর অনুপাতে রোযা রাখতে হবে, যেন সে নিজের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। পূর্বে যাকিছু হয়েছে, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি করে, তবে আল্লাহ এর প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ সর্বজয়ী এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তিতে শক্তিমান।

(সূরা আল-মায়েদা)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ تَرٰى إِذِ الظّٰلِمُونَ
فِي غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ۚ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَذَرُوا ظٰهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ۝ وَقَالُوا هٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ
لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ
ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى
أَزْوَاجِنَا ۚ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا
حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا
أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ۝ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ
لَكُنَّا أَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ
صَدَفَ عَنْهَا ۚ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۝

(৮৪) অতঃপর আমরা ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুব-এর মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি। (সে সঠিক পথ, যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম এবং তারই বংশ থেকে আমরা দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে (হেদায়েত দান করেছি)। এভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই। (৯৩) সে ব্যক্তির তুলনায় বড় জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা বলে যে, আমার প্রতি অহী নাযিল হয়েছে অথচ প্রকৃতপক্ষে তার ওপর কোনো অহীই নাযিল করা হয়নি অথবা আল্লাহ্র নাযিল-করা জিনিসের মোকাবেলায় বলে যে, আমিও এরূপ জিনিস নাযিল করে দেখাব ? হায়! তুমি যদি জালিমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খেতে থাকে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকে ঃ দাও, বের করো তোমাদের জান-প্রাণ; আজ তোমাদেরকে সেসব কথার শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেওয়া হবে, যা তোমরা আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ রূপে বকছিলে এবং তাঁর আয়াতের মোকাবেলায় অহংকার ও বিদ্রোহ দেখাচ্ছিলে। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ থেকেও দূরে থাকো আর গোপন গুনাহ থেকেও। যারা গুনাহের কাজ করে, এরা নিজেদের এই উপার্জনের প্রতিফল অবশ্যই পাবে। (১৩৮) তারা বলে ঃ এই জন্তু এই ক্ষেত ফসল সুরক্ষিত। এগুলো কেবল তারাই খেতে পারে, যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাইব। অথচ এই বিধি-নিষেধ তাদের নিজেদেরই কল্পিত। এ ছাড়া কিছু জন্তু-জানোয়ার এমন আছে, যেগুলোর

ওপর সওয়ার হওয়া ও মাল বোঝাই করাকে হারাম করা হয়েছে। আর কিছু জন্তুর ওপর তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। আর এসব কিছুই তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছে। অতিশীঘ্র আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা রচনার প্রতিশোধ দান করবেন। (১৩৯) এবং তারা বলেঃ এই জন্তুগুলোর গর্ভে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য সেগুলো হারাম। কিন্তু তা যদি মৃত হয়, তবে উভয়ই তা খাওয়ায় শরীক হতে পারে। এ সব কথা যা তারা রচনা করে নিয়েছে, এর প্রতিশোধ আল্লাহ্ তাদের অবশ্যই দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সুবিজ্ঞ এবং সব বিষয়েই তিনি ওয়াকিফহাল। (১৪৬) আর যারা ইহুদী মত অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি আমরা সব নখরবিশিষ্ট জন্তু হারাম করে দিয়েছি এবং গাভী ও ছাগলের চর্বিও— যা তাদের পৃষ্ঠদেশ ও অন্ত্রের মধ্যে লেগে আছে কিংবা যা হাড়ের সাথে যুক্ত আছে, তা ব্যতীত—। এটা ছিল তাদের সীমালঙ্ঘনের দরুন তাদের প্রতি দেওয়া আমাদের শাস্তি বিশেষ আর আমরা যা কিছু বলছি, তা পূর্ণমাত্রায় সত্যই বলছি। (১৫৭) আর তোমরা এখন এই বাহানাও করতে পারো না যে, আমাদের ওপর যদি কিতাব নাযিল করা হতো, তাহলে তাদের অপেক্ষা আমরা অধিক মাত্রায় সুপথগামী প্রমাণিত হতাম। বস্তুত তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে এক উজ্জ্বলতম দলীল এবং হেদায়েত ও রহমত এসেছে। এখন যে লোক আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলবে, অস্বীকার করবে এবং এ থেকে বিমুখ হবে, তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে! যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের এই বিমুখ হওয়ার শাস্তি স্বরূপ আমরা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি অবশ্যই দেবো।

(সূরা আল-আন'আম)

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ
يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(৪০) নিশ্চিতই জেনো, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং এর মোকাবেলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশ জগতের দুয়ার কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রের গমন। অপরাধী লোকেরা আমার কাছে এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে। (৪১) তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা এবং জাহান্নামের চাদর নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এ সেই প্রতিফল, যা আমরা জালিম লোকদের দিয়ে থাকি। (১৫২) (জবাবে বলা হলো ঃ) "যে লোকেরা গো-বৎসকে মা'বুদ বানিয়েছে, তারা অবশ্যই নিজেদের পরোয়ারদেগারের রোষে পড়বেই— আর দুনিয়ার জীবনেও লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমরা এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৮০) আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী। তাঁকে সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকো। সে লোকদের কথা ছেড়ে দাও, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বদলা তারা অবশ্যই পাবে।

(সূরা আল-আরাফ)

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۞ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۚ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

(২৬) অতঃপর আল্লাহ তাঁর শান্তির অমিয়ধারা তাঁর রাসূল ও ঈমানদার লোকদের ওপর বর্ষণ করলেন আর সে বাহিনীও পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর সত্যের দুশমনদেরকে তিনি শাস্তি দান করলেন। কেননা সত্য-বিরোধীদের এটাই হচ্ছে প্রতিফল। (৮২) এখন তাদের উচিত কম হাসা ও বেশি পরিমাণে কাঁদা। কেননা, তারা যে পাপ কামাই করছিল, এর শাস্তি এটাই (যে, সে জন্য তাদের কাঁদা উচিত)। (৯৫) তোমরা ফিরে এলে এরা তোমাদের কাছে এসে কসম করবে, যেন তোমরা তাদের দিক থাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লও। তাহলে তোমরা অবশ্যই তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে। কেননা এটা একটি কদর্য জিনিস আর তাদের আসল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, যা তাদের উপার্জনের বিনিময়ে তাদের ভাগ্যে জুটবে। (১২১) অনুরূপভাবে এটাও কখনও হবে না যে, (আল্লাহ্‌র পথে) অল্প বা বেশি কোনো ব্যয় তারা বহন করবে এবং (জিহাদ-প্রচেষ্টায়) কোনো উপত্যকা তারা অতিক্রম করবে অথচ তাদের নামে তা লিখে নেওয়া হবে না— যেন আল্লাহ তাদের এই ভালো কাজের প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। (সূরা আত্‌-তাওবা)

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۞ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۞

(৪) তাঁর কাছে তোমাদের সকলেরই ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহ্‌র পাক্কা ওয়াদা। নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন, পরে তিনি আবার সৃষ্টি করবেন। যারা ঈমান আনল ও নেক আমল করল যেন তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফের সাথে পুরস্কার দিতে পারেন। আর যারা কুফরীর নীতি গ্রহণ করল, তারা জ্বলন্ত উত্তপ্ত পানি পান করবে ও কঠিন পীড়াদায়ক আযাব ভোগ করবে— তাদের সত্য অমান্য করার প্রতিফল হিসেবে। (১৩) (হে লোকেরা!) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে (যারা নিজ নিজ সময়ে উন্নতির উচ্চমার্গে পৌঁছেছিল) আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জুলুমের আচরণ অবলম্বন করেছে । তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রাসূলগণ তাদের

কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এলো কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনল না। এভাবেই আমরা পাপী ও অপরাধীদেরকে তাদের পাপ ও অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। (২৭) আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট-লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহ্র এই আযাব থেকে তাদের রক্ষকারী কেউ নেই। তাদের মুখমণ্ডলে এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের ওপর পড়ে রয়েছে। তারাই দোযখে যাওয়ার যোগ্য, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (৫২) পরে জালিমদের বলা হবে যে, এখন চিরকালের জন্য আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। তোমরা যা কিছু উপার্জন করছিলে; এর প্রতিফল ছাড়া তোমাদেরকে আর কি প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে! (সূরা ইউনুস)

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞

আর সে যখন তার পূর্ণ যৌবনকালে পৌছল, তখন আমরা তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করলাম। মূলত নেক লোকদেরকে আমরা এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।
(সূরা ইউসূফ ঃ ২২)

لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

এটা হবে এ জন্য যে, আল্লাহ প্রতিটি ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। হিসেব নিতে আল্লাহ্র কিছুমাত্র দেরী হয় না। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৫১)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۞

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

(৩১) চিরদিন অবস্থানের সবুজ বাগ-বাগিচা, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, পাদদেশে নদ-নদী সদা প্রবাহমান হবে আর সবকিছু সেখানে ঠিক তাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ীই সঙ্ঘটিত হবে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিফল দেন মুত্তাকী লোকদেরকে। (৯৬) তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লাহ্র কাছে আছে, তা-ই চিরদিন অবশিষ্ট থাকবে। আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের উত্তম কাজ অনুপাতে প্রতিফল দান করব। (৯৭) যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক কি নারী— যদি সে মু'মিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাব আর (পরকালে) এই ধরনের লোকদেরকে তাদের আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করব। (সূরা আন্-নাহল)

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۞ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۞

(৬৩) আল্লাহ তা'আলা বলল ঃ 'আচ্ছা, তুই যা' এদের মধ্যে থেকে যে-ই তোর অনুসরণ করবে, তুই সহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হচ্ছে পূর্ণমাত্রার প্রতিদান। (৯৮) এটা তাদের এই কাজের প্রতিফল যে, তারা আমাদের আয়াতসমূহ অমান্য করেছে আর বলেছে ঃ "আমরা যখন শুধু হাড়

ও মাটিতে পরিণত হবো, তখন কি নতুন করে আমাদেরকে সৃষ্টি করে উঠিয় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে ?"
(সূরা বনী-ইসরাঈল)

ذٰلِكَ جَزَاۤؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ۝

তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম, সে কুফরীর পরিবর্তে যা তারা করেছে আর সে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বদলে যা তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ও আমার নবী-রাসূলগণের সাথে করেছিল।
(সূরা আল-কাহফ ঃ ১০৬)

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى ۝ وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۗ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ۝

(১৫) কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আমি সে নির্দিষ্ট সময়টা গোপন রাখতে চাই, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুসারে প্রতিফল পেতে পারে। (১২৭) এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াত অমান্যকারী লোকদেরকে (দুনিয়ায়) ফল দান করে থাকি আর পরকালের আযাব তো অধিক কঠোর ও স্থায়ী। (সূরা ত্বা-হা)

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۝

তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ বলে বসে যে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তি দেবো। আমাদের কাছে জালিমদের কর্মের প্রতিফল এ-ই।
(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২৯)

اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا ۙ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَاۤئِزُوْنَ ۝

আজ তাদের সে ধৈর্যশীলতার এই ফল আমি দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম।
(সূরা আল-মু'মিনূন ঃ ১১১)

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(আর তারা এসব কিছু করে এজন্য) যেন আল্লাহ তাদের উত্তম আমলের প্রতিফল তাদেরকে দেন এবং তদুপরি অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেন। আল্লাহ যাকে চান— বিনা হিসেবে দান করেন।
(সূরা আন-নূর ঃ ৩৮)

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاۤءً وَّمَصِيْرًا ۝ اُولٰۤئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝

(১৫) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, এ পরিণতি ভালো, না সে চিরন্তন বেহেশত ভালো যার ওয়াদা আল্লাহভীরু (মুত্তাকী) লোকদের জন্য করা হয়েছে ? —সেটি হবে তাদের আমলের প্রতিফল এবং তাদের মহাযাত্রার শেষ মনযিল। (৭৫) এরাই হচ্ছে সে লোক যারা নিজেদের সবর-এর ফল উন্নত মনযিল রূপে পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদেরকে সেখানে সম্বর্ধনা জানানো হবে।
(সূরা আল-ফুরকান)

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(৯০) আর যে ব্যক্তি খারাপ আমল নিয়ে আসবে, তার মতো সব লোকই উল্টাভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন কর্ম তেমন ফল— এ ছাড়া অপর কোনো প্রতিফল কি তোমরা পেতে পারো? (সূরা আন-নামল)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(১৪) মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌছল এবং তার লালন-পালন সম্পূর্ণ হলো, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা (হুকুম) ও জ্ঞান দান করলাম। সচ্চরিত্রের লোকদেরকে আমরা এ ধরনেরই পুরস্কার দিয়ে থাকি। (৮৪) যে কেউ ভালো আমল নিয়ে আসবে, তার জন্য তা অপেক্ষাও উত্তম ফল রয়েছে, আর যে খারাপ আমল নিয়ে আসবে, তার জানা উচিত যে, খারাপ আমলকারীদেরকে সে রকমই প্রতিফল দেওয়া হবে, যে রকমের আমল তারা করছিল। (সূরা আল-কাসাস)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

আর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদের দোষগুলো আমরা তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দান করব।

(সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৭)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝

যেন আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আর-রূম ঃ ৪৫)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝

হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের গযব সম্পর্কে সাবধান হও এবং ভয় করো সে দিনটিকে, যখন কোনো পিতা তার সন্তানের তরফ হতে প্রতিদান দেবে না— না কোনো পুত্র সন্তান কোনোরূপ প্রতিদান দেবে তার পিতার তরফ হতে। বাস্তবিকই আল্লাহ্র ওয়াদা সাচ্চা। অতএব, এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, এবং কোনো ধোঁকাবাজ যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে। (সূরা লুকমান ঃ ৩৩)

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

তাছাড়া তাদের আমলের প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্য চোখ শীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীরই তা জানা নেই। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ১৭)

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

(এসব কিছু হয়েছে এ কারণে) যেন আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেন, আর মোনাফেকদেরকে ইচ্ছা হলে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে তাদের তওবা কবুল করে নেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। (সূরা আল-আহযাব ঃ ২৪)

لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ ۚ أُولَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَٰزِيٓ إِلَّا الْكَفُورَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَٰلَ فِيٓ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ۞

(৪) আর এ কেয়ামত আসবে এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পুরস্কার দান করবেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক রয়েছে। (১৭) এটি ছিল তাদের কুফরীর প্রতিদান যা আমরা তাদেরকে দিলাম। আর অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া এমন প্রতিদান আমরা আর কাউকেও দেই না। (৩৩) সে দাবায়ে রাখা লোকেরা এই ক্ষমতাদর্পী লোকদেরকে বলবে ঃ "না, বরং দিবা-রাত্রির ষড়যন্ত্র ছিল, যখন তোমরা আমাদেরকে বলতে যে, আমরা যেন আল্লাহ্কে অমান্য করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানিয়ে লই।" শেষ পর্যন্ত এই লোকেরা যখন আযাব দেখতে পাবে, তখন মনে মনে ভীষণ আফসোস করতে থাকবে আর আমরা এ অবিশ্বাসীদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেবো। লোকেরা যেমন আমল করেছিল তেমনি প্রতিফল পাবে; এ ছাড়া তাদেরকে আর কোনো প্রতিদান দেওয়া যায় কি ? (৩৭) তোমাদের এ ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে; হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে। এই লোকদের জন্যই তাদের আমলের দ্বিগুণ প্রতিফল রয়েছে এবং তারা বিশালকায় সুউচ্চ ইমারতসমূহে পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে। (সূরা আস-সাবা)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ

আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের ব্যাপার চূড়ান্ত হবে যে, তারা মরে যাবে আর না তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব কোনোরূপ হ্রাস করা হবে। এভাবে আমরা কুফরকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রতিফল দান করে থাকি। (সূরা ফাতির ঃ ৩৬)

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

আজ কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না আর তোমাদেরকে তেমনি প্রতিফল দেওয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করছিলে। (সূরা ইয়া-সিন ঃ ৪৫)

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

(৩৯) তোমাদেরকে যাকিছুই প্রতিফল দেওয়া হবে, তা তোমাদের নিজেদের করা কাজেরই প্রতিফল। (৮০) নেক আমলকারীদেরকে আমরা এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে দেখালে! আমরা সৎকর্মশীলদেরকে এরূপ প্রতিফলই দান করে থাকি। (১১০) সৎ কর্মশীলদেরকে আমরা এরূপ প্রতিফলই দিয়ে থাকি। (১২১) নেক আমলকারীদেরকে আমরা এরূপ প্রতিফলই দিয়ে থাকি। (১৩১) নেক আমলকারীদের আমরা এ রকম প্রতিফলই দিয়ে থাকি। (সূরা আস-সাফ্‌ফাত)

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(৩৪) তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে যা-ই ইচ্ছা ব্যক্ত করবে, সে সব কিছুই পাবে। নেক আমলকারীদের জন্য এ-ই প্রতিদান; (৩৫) যেন তারা যে নিকৃষ্টতম আমল করেছিল, আল্লাহ্ তাদের হিসেব থেকে তা খারিজ করে দেন এবং যে উত্তম আমল তারা করেছিল, সে অনুপাতে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করতে পারেন। (সূরা আয-যুমার)

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(১৭) (বলা হবে ঃ) আজ প্রতিটি প্রাণীকেই তার উপার্জনের প্রতিফল দেওয়া হবে। আজ কারো ওপর জুলুম করা হবে না। হিসেব গ্রহণে আল্লাহ্ খুবই ক্ষীপ্র। (৪০) যে ব্যক্তি অন্যায় করবে, তাকে ততখানিই প্রতিফল দেওয়া হবে যতখানি অন্যায় সে করেছে। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীলোক— যদি সে মু'মিন হয়— এরূপ সব মানুষই জান্নাতে দাখিল হবে। সেখানে তাদেরকে বে-হিসেব রিযিক দেওয়া হবে। (সূরা আল-মু'মিন)

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

(২৭) এই কাফেরদেরকে আমরা কঠোর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব এবং এরা যেরূপ নিকৃষ্টতম কাজ-কর্ম করছিল, এর পুরোপুরি প্রতিফল তাদেরকে দেবো। (২৮) আল্লাহ্র দুশমনদেরকে প্রতিফল হিসেবে এ জাহান্নামই দেওয়া হবে। সেখানেই তাদের চিরকালের বসতি হবে। তারা আমাদের আয়াতসমূহকে যে অমান্য করছিল এটাই হলো সেই অপরাধের শাস্তি।

(সূরা হা-মীম-সিজদাহ)

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝

অন্যায়ের প্রতিদান সমপ্রকৃতিরই অন্যায়। অতপর যে কেউ মাফ করে দেবে ও সংশোধন করে নেবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র যিম্মায়। আল্লাহ জালিম লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

(সূরা শূরা ঃ ৪০)

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَغْفِرُوا۟ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ۝ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(১৪) হে নবী! ঈমানদার লোকদেরকে বলো, যেসব লোক আল্লাহ্র কাছ থেকে খারাপ দিন আসার কোনো আশঙ্কাবোধ করে না, তাদের আচরণ ও তৎপরতাকে যেন ক্ষমা করে দেয়, যেন আল্লাহ নিজেই একদল লোককে তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন। (২২) আল্লাহ্ তো আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সত্যের ওপর সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য করেছেন যে, প্রতিটি প্রাণী সত্তাকে যেন তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া যায়; তাদের ওপর কক্ষনোই জুলুম করা হবে না। (২৮) সে সময় তুমি প্রতিটি দলকে নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবে। প্রত্যেক দলকেই এসে নিজ নিজ আমলনামা দেখতে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যেসব কাজ করছিলে আজ তোমাদেরকে সে সবের বদলা দেওয়া হবে। (সূরা আল-জাসিয়াহ)

أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ۝ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا۟ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝

(১৪) এ ধরনের সব লোকই জান্নাতে যাবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের সে সব আমলের বিনিময়ে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল। (২০) অতপর এই কাফেরদেরকে যখন আগুনের সম্মুখে এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের অংশের নেয়ামতসমূহ নিজেদের বৈষয়িক জীবনেই নিঃশেষ করে ফেলেছ। এর স্বাদ তোমরা গ্রহণ করেছ। তোমরা পৃথিবীতে কোনো অধিকার ছাড়াই যে অহংকার করছিলে আর যেসব নাফরমানী তোমরা করেছ, এর প্রতিফল হিসেবে আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর আযাব দেওয়া হবে। (২৫) তা এর সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা

এই দাঁড়াল যে, তাদের বসবাসের স্থানটুকু ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বস্তুত এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি। (সূরা আল-জাসিয়াহ)

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْلَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

এখন যাও ও এর ভেতরে ঢুকে ভস্ম হতে থাকো। তোমরা তা সহ্য করতে পারো আর না পারো, তোমাদের জন্য সবই সমান। তোমাদেরকে সেরকম প্রতিফলই দেওয়া হচ্ছে, যেমন তোমরা আমল করেছিলে। (সূরা আত্-তূর ঃ ১৬)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا

بِالْحُسْنٰى ۝ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۝

(৩১) আর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রতিটি জিনিসের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহই। যেন আল্লাহ তা'আলা অন্যায়কারীদেরকে তাদের আমলের প্রতিফল দেন এবং নেক ও ভালো আচরণ গ্রহণকারীদেরকে শুভ প্রতিফল দিয়ে ধন্য করেন। (৪১) এবং এর পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে। (সূরা আন্-নাজ্ম)

تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ۝

(১৪) যা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন চলছিল। এ ছিল সে ব্যক্তির নিমিত্ত প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার, অমান্য ও উপেক্ষা করা হয়েছিল। (৩৪-৩৫) আমরা প্রস্তর নিক্ষেপকারী প্রবল বাতাস তাদের-ওপর পাঠিয়ে দিয়েছি। কেবলমাত্র 'লূত'-এর পরিবারবর্গই তা থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে; তাদেরকে আমরা নিজেরই অনুগ্রহে রাত্রির শেষ প্রহরে বাঁচিয়ে বের করে দিয়েছি। এরূপ প্রতিফল আমরা এমন প্রত্যেককেই দিয়ে থাকি, যে কৃতজ্ঞ হয়। (সূরা আল-ক্বামার)

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝

শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে ? (সূরা আর-রাহমান ঃ ৬০)

جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

এসব কিছুই সেসব আমলের শুভ প্রতিফল স্বরূপ তারা পাবে, যা তারা দুনিয়ার জীবনে করেছিল। (সূরা আল-ওয়াকিয়া ঃ ২৪)

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝

অতঃপর তাদের উভয়ের পরিণাম এ নিশ্চিত যে, তারা দু'জনই চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে আর জালিম লোকদের প্রতিফল এই হয়ে থাকে। (সূরা আল-হাশর ঃ ১৭)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۚ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(তখন বলা হবে) হে কাফেররা আজ কোনো ওযর-বাহানা পেশ করো না। তোমাদেরকে তো সে রকম কর্মফলই দেওয়া হবে, যেরকম আমল তোমরা করেছিলে। (সূরা আত-তাহরীম ঃ ৭)

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝

(১২) আর তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। (২২) এই হলো তোমাদের শুভ-প্রতিফল। কারণ তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবান রূপে গৃহীত হয়েছে। (সূরা আদ-দাহর)

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

বস্তুত আমরা নেক লোকদেরকে এ রকমেরই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা মুরসালাত ঃ ৪৪)

جَزَآءً وِّفَاقًا ۝ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۝

(২৬) (তাদের কার্যকলপের) পূর্ণমাত্রার প্রতিফল হিসেবে। (৩২-৩৩) এবং বাগ-বাগিচা, আংগুর, সমবয়স্কা নব্য যুবতীগণ। (সূরা আন-নাবা)

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى ۝

কক্ষনোই নয়, এর কথা শুনিও না। আর সিজদা করো এবং (তোমার মা'বুদের) নৈকট্য লাভ করো। (সিজদা) (সূরা আল-আলাক ঃ ১৯)

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۝

তাদের পুরস্কাররূপে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে চিরস্থায়ী বেহেশতসমূহ রয়েছে, যেগুলোর তলদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই সবকিছু তার জন্য, যে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করেছে। (সূরা আল-বাইয়্যেনাহ ঃ ৮)

হাদীস

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزٰى بِهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَ اَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَاعَمِلَ بِهَا لِلّٰهِ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا اَفْضٰى اِلَى الْاٰخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهٗ حَسَنَةٌ يُجْزٰى بِهَا -

হযরত আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও যুহায়র ইবনে হারব (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ একটি নেকীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা কোনো মু'মিন বান্দার প্রতি জুলুম করবেন না। বরং তিনি এর বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করবেন এবং আখেরাতেও প্রদান করবেন। আর কাফের ব্যক্তি পার্থিব জগতে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যে

নেক আমল করে এর বিনিময়ে তিনি তাকে জীবনোপকরণ প্রদান করেন। অবশেষে আখেরাতে প্রতিদান দেওয়ার মতো তার কাছে কোনো নেকীই থাকবে না।

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْكَافِرَ اِذَا عَمِلَ حَسَنَةً اُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنِيَا وَ اَمَّا الْمُؤْمِنُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِى الْاٰخِرَةِ وَ يُعْقِبُهُ رِزْقًا فِى الدُّنْيَا عَلٰى طَاعَتِهِ -

হযরত আসিম ইবনে নযর তামিমী (র) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কাফের যদি পৃথিবীতে কোনো নেক আমল করে তবে এর বিনিময়ে পৃথিবীতেই তাকে জীবিকা প্রদান করা হয়ে থাকে। আর মু'মিনদের নেকী আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতের সঞ্চয় হিসাবে রেখে দেন এবং আনুগত্যের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়াতেও জীবনোপকরণ প্রদান করে থাকেন।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دُلَّنِى عَلٰى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِىَ اللّٰهُ وَ اَحَبَّنِىَ النَّاسُ قَالَ اُزْهَدْ فِى الدُّنَيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ وَازْهُدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ -

হযরত সহল ইবনে সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল ঃ আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা করলে আল্লাহ্ ও জনগণ উভয়ই আমাকে পছন্দ করতে শুরু করবে। উত্তরে নবী করীম (স) বললেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাজন হও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করবেন এবং লোকদের কাছে রক্ষিত ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। তাহলে লোকেরাও তোমাকে পছন্দ করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ يَاعِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ -

হযরত আবু যার (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি জুলুমকে আমার ওপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও জুলুম্ করাকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যে যাকে আমি হেদায়েত দান করেছি সে ছাড়া তোমাদের সকলেই বিভ্রান্ত। অতএব তোমরা আমার কাছে হেদায়েত পাওয়ার জন্যে দো'আ করো। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করব। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করেছি, সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। অতএব তোমরা আমার কাছে খাবার প্রার্থনা করো আমি তোমাদের খাবার দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যাকে আমি

পোশাক পরিয়েছি সে ছাড়া আর সবাই উলঙ্গ। অতএব তোমরা আমার কাছে পোশাক পরিধানের জন্য দো'আ করো, আমি তোমাদেরকে পরিধান করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতে ও দিনে গোনাহ করে থাকো এবং আমি সকল গোনাহ ক্ষমা করতে পারি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের অধঃপতন ও বিপর্যয়কালে যে ব্যক্তি আমার পথ ও পন্থা ও সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরবে, তার জন্য শহীদের সওয়াব প্রতিদান রয়েছে। (বায়হাকী, মিশকাত)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاهِدُوْا النَّاسَ فِىْ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَلَا تَبَالُّوْا فِىْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ اَبْوَبِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ يُنْجِىُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى بِهِ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ -

হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সকলে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিকটবর্তী ও দূরের লোকদের সাথে জিহাদ করো এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে তোমরা কোনো উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় করো না। পরন্তু তোমরা দেশ-বিদেশে যখন যেখানেই থাকো, আল্লাহ্র আইন ও দণ্ড বিধানকে কার্যকর করে তোল। তোমরা অবশ্য আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য দুয়ারের মধ্যে একটি অতি বড় দুয়ার। এই দ্বার পথের সাহায্যেই আল্লাহ্ তা'আলা (জিহাদকারী লোকদের) সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ভয়-ভীতি থেকে নাযাত দান করবেন।

(মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

১২. তওবা

কুরআন

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

অবশ্য যারা এ অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে, আর যা কিছু গোপন করছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করবে, তাদেরকে আমি মাফ করে দেবো। প্রকৃতপক্ষে আমি বড়ই ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী ও দয়ালু। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬০)

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

(৮৬) যারা ঈমানের নেওয়ামত একবার পাওয়ার পর পুনরায় কুফরী অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত দান করতে পারেন ? অথচ তারা নিজেরা এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহও এসেছে। আল্লাহ জালিমদেরকে কখনোই হেদায়েত দান করেন না। (৮৭) তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান তো এই হতে পারে যে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়। (৮৮) তারা চিরদিন এই অবস্থায়ই থাকবে; না তাদের শাস্তি একটুও হ্রাস করা হবে আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে। (৮৯) অবশ্য সে সব লোক এই অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে, যারা তওবা করে নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান। (৯০) কিন্তু যারা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করছে এবং তারপর কুফরীর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে গিয়েছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। এই ধরনের লোক তো একেবারে পথভ্রষ্ট। (১৩৫) আর যাদের অবস্থা এমন যে, তাদের দ্বারা যদি কোনো অশ্লীল কাজ সঙ্ঘটিত হয় কিংবা তারা কোনো গুনাহ্ করে নিজেদের ওপর জুলুম করে বসে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্‌র কথা তাদের স্মরণ হয় এবং তাঁর কাছে তারা নিজেদের পাপের ক্ষমা চায়। কেননা, আল্লাহ ছাড়া গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন আর কে আছে ? এই লোকেরা জেনে বুঝে নিজেদের অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। (১৩৬) এই ধরনের লোকদের প্রতিফল তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে এই নির্দিষ্ট রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং এমন বাগীচায় তাদেরকে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান থাকে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেক কাজ যারা করে, তাদের জন্য কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

(১৭) জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র কাছে তওবা গৃহীত হওয়ার অধিকার কেবল তারাই লাভ করতে পারে, যারা অজ্ঞতার কারণে কোনো অন্যায় কার্য করে বসে এবং এরপর অবিলম্বে তওবা করে নেয়। এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি পুনরায় ফিরিয়ে থাকেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত এবং সুবিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। (১৮) কিন্তু তাদের জন্য তওবার কোনো অবকাশ নেই, যারা অব্যাহতভাবে পাপকার্য করতেই থাকে এবং এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময়

উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, এখন আমি তওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাদের জন্যও কোনো তওবা নেই, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। এসব লোকের জন্য আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (২৬) আল্লাহ তোমাদের সম্মুখে সে পন্থাসমূহ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করতে এবং সে পন্থা অনুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করতে চান, যা তোমাদের পূর্বগামী নেককার ও আদর্শবান লোকেরা অনুসরণ করে চলত। আল্লাহ নিজের রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চান, তিনি সর্বজ্ঞ ও বুদ্ধিমানও। (১১০) কেউ যদি কোনো পাপকার্য করে ফেলে কিংবা নিজের ওপর জুলুম করে বসে এবং এরপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে। (সূরা আন-নিসা)

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(৩৯) যে ব্যক্তি জুলুম করার পর তওবা করবে ও নিজেকে সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-দৃষ্টি তার প্রতি ফিরে আসবে। বস্তুত আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অসীম করুণাময়। (৪০) তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ-রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন; তিনি সকল কাজেরই অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন। (সূরা আল-মায়েদা)

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۫ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

আর যারা খারাপ কাজ করবে, এরপর তওবা করবে ও ঈমান আনবে— নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

(সূরা আল-আরাফ ঃ ১৫৩)

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(১০৪) তারা কি জানে না যে, তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি তাঁর বান্দাহদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করেন; আরও এই যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান্ ঃ (১১২) আল্লাহ্‌র দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসার বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য জমিনে পরিভ্রমণকারী, তাঁর সম্মুখে রুকূ ও সিজদায় অবনত, ভালো কাজের আদেশদানকারী, খারাপ কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী (প্রভৃতি গুণধারী হয় সেসব ঈমানদার লোক যারা আল্লাহ্‌র সাথে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে) এবং হে নবী! এই মুমিন লোকদেরকে সুসংবাদ দাও। (সূরা আত্-তওবা)

... فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝

(২৫) .... নিঃসন্দেহে যারা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে বন্দেগীর আচরণের দিকে ফিরে আসে। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ২৫)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

অবশ্য যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল অবলম্বন করবে, তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার বিনষ্ট হবে না। (সূরা মারিয়াম ঃ ৬০)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

(৭০) লাঞ্ছনা সহকারে এ থেকে বাঁচবে তারা, যারা (এসব গুনাহ্ করার পর) তওবা করে নিয়েছে এবং ঈমান এনে নেক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এ লোকদের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায় কাজকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালো কাজ দ্বারা বদলিয়ে দেবেন আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। (৭১) যে ব্যক্তি তওবা করে নেক আমলের নীতি গ্রহণ করে, সে তো আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে ফিরে আসার মতোই। (সূরা আল-ফুরক্বান)

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

তিনিই তাঁর বান্দাহগণের কাছ থেকে তওবা কবুল করেন এবং সব রকমের মন্দ কাজ ক্ষমা ও মার্জনা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত। (সূরা আশ-শূরা ঃ ২৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো— খাঁটি ও সত্যিকার তওবা। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের এ দোষ-ত্রুটিগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যে সবের নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান থাকবে। এটি সেই দিন হবে, যেদিন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গী-সাথীদেরকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের 'নূর' তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডান পাশ দিয়ে দৌড়াতে থাকবে এবং বলতে থাকবে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের 'নূর'কে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে মার্জনা করো। তুমি সব কিছুর ওপর শক্তিমান।

(সূরা আত্-তাহরীম ঃ ৮)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ওপর জুলুম-পীড়ন চালিয়েছে এবং অতঃপর তা থেকে তওবা করেনি, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আযাব আর আছে ভস্ম হওয়ার শাস্তি। (সূরা আল-বুরুজ ঃ ১০)

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا

أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ۝ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

(৫৪) ফিরে এসো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও— তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বেই। কেননা, তখন কোনো দিক থেকেই তোমরা সাহায্য পাবে না। (৫৫) আর অনুসরণ করো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রেরিত কিতাবের সর্বোত্তম দিকগুলোর; তোমাদের ওপর সহসা আযাব আসবার পূর্বেই যে আযাবের বিষয়ে তোমরা টেরই পাবে না। (৫৬) এরূপ যেন না হয় যে, কেউ পরে বলবে, “আমি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছিলাম সে জন্য আফসোস! বরং আমি তো বিদ্রূপকারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম,” (৫৭) অথবা বলবে ঃ “হায়! আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়েত দান করতেন, তাহলে আমিও মুত্তাকী লোকদের মাঝে গণ্য হতাম।” (৫৮) কিংবা আযাব দেখে বলবে ঃ “আমাকে যদি আর একবার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে আমিও নেক আমলকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।” (৫৯) (আর তখন তাকে জবাব দেওয়া হবে যে,) “কেন নয় ? আমার নিদর্শনসমূহ তো তোমার কাছে এসেছিল। তখন তো তুমি সেগুলোকে মিথ্যা মনে করেছিলে, অহংকার দেখিয়েছিলে এবং কাফেরদের মধ্যে শামিল হয়েছিলে!” (সূরা আয-যুমার)

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

(৩) আর তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁরই দিকে ফিরে আসো। তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবন-সামগ্রী দান করবেন আর অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অনুগ্রহ দান করবেন। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো, তাহলে আমি তোমাদের জন্য এক অতি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি। (৪) তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরে যেতে হবে আর তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম। (৫) লক্ষ্য করো, এই লোকেরা তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার জন্য নিজেদের বক্ষদেশকে ঘুরিয়ে দেয়। সাবধান! এরা যখন কাপড় দ্বারা নিজদেরকে ঢেকে নেয়, আল্লাহ তাদের গোপন বিষয়কেও জানেন আর প্রকাশ্য বিষয়কেও। তিনি তো সে গোপন রহস্যকেও জানেন, যা লোকদের মনের গভীরে লুকানো আছে। (সূরা হূদা)

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ
قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۞

(৩৭) তখন আদম তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিকট হতে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল, তারসৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তার এ তওবা কবুল করলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (৫৪) স্মরণ করো, মূসা যখন (আল্লাহ্‌র এ দান নিয়ে ফিরে এসে) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "হে মানুষ! তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর বড় জুলুম করছ, কাজেই তোমরা আপন স্রষ্টার নিকট তওবা করো এবং নিজদেরকে ধ্বংস করো। বস্তুত এর ফলে তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে কল্যাণ রয়েছে।" তখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১২৮) হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের উভয়কেই তোমার ফরমানের অনুগত (মুসলিম) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির উত্থান করো যারা তোমার অনুগত হবে। তুমি আমাদেরকে তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষ-ক্রটি ক্ষমা করো। তুমি নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও সবিশেষ অনুগ্রহকারী। (২২২) তারা জিজ্ঞেস করে ঃ হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি ? বলোঃ এ এক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা, কাজেই এরূপ অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তারা পবিত্র ও ময়লাবিমুক্ত হয়। তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের কাছে যাও, ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন। (২৭৯) কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না করো, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এখনো যদি তওবা করো (এবং সুদ পরিত্যাগ করো) তবে তোমরা মূলধন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী হবে। না তোমরা জুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে। (সূরা আল-বাকারা)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۞

(হে নবী!) চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুর ফয়সালা করার ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তোমার কোনোই হাত নেই। আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা হলে তিনি তাদেরকে মাফ করবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন; কেননা তারা জালিম। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১২৮)

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۞
وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ۞ وَ
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ

اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ

أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(১৬) আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা (যে দু'জন) এই কার্য করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। কেননা, আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী ও অশেষ দয়াময়। (২৭) হাঁ, আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চান, কিন্তু যারা নিজেদের নফসের লালসার অনুসরণ করে, তারা চায় যে, তোমরা সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে যাও। (৬৪) (তাদেরকে বলোঃ) আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য করা হবে। তারা যদি এই পন্থা অবলম্বন করত যে, যখনি তারা নিজেদের ওপর জুলুম করে বসত তখনি তোমার কাছে আসত ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত, তবে তারা আল্লাহকে নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ অনুগ্রহকারীরূপে পেতো। (১৪৬) তবে তাদের মধ্য থেকে যারা তওবা করবে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নেবে; এই ধরনের লোকেরা মু'মিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মু'মিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (সূরা আন-নিসা)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ

فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(৩৪) কিন্তু (বাঁচতে পারবে কেবল তারা) যারা তওবা করবে তাদের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্বে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ-ই হচ্ছেন অতীব ক্ষমাকারী ও বিপুল অনুগ্রহশীল। (৭১) তারা নিজেরা ধারণা করেছে যে, এতে কোনো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে না। এজন্য তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এর পরও তাদের অধিকাংশ লোক আরো বেশি করে অন্ধ ও বধির হয়ে যেতে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তাদের এসব গতিবিধি ও অবস্থা খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছেন। (৭৪) তারা কি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করবে না, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে না? বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু। (সূরা আল-মায়েদা)

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ

مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

আল্লাহ কি তাঁর শোকর আদায়কারী বান্দাহদেরকে এদের নিজেদের অপেক্ষাও বেশি জানেন না? আমাদের আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তাদেরকে বলোঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক দয়া-অনুগ্রহের নীতি নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তাঁর এই দয়া-অনুগ্রহের কারণে তোমাদের মধ্যে

কেউ অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসলে সে যদি পরে তওবা করে ও সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং নম্র ব্যবহার করেন। (সূরা আল-আন'আম ঃ ৫৪)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۙ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

(১৪৩) সে যখন আমার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছল এবং তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে নিবেদন করল ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমাকে দেখব।" তিনি বললেন ঃ "তুমি আমাকে দেখতে পারো না। তবে হ্যাঁ, সামনের এই পাহাড়টির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, যদি সেটি নিজ স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" এভাবে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক পাহাড়ের ওপর আলোকসম্পাৎ করল এবং পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। যখন তার হুঁশ হলো, তখন বলল ঃ "পবিত্র তোমার সত্ত্বা হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তওবা করছি আর সর্বপ্রথম আমিই ঈমান আনছি।" (১৫৩) আর যারা খারাপ কাজ করবে, এরপর তওবা করবে ও ঈমান আনবে— নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (১৬৮) আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় খণ্ড খণ্ড করে অসংখ্য জাতির মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক সদাচারী ছিল আর কিছু লোক তা থেকে ভিন্নতর। আর আমরা তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করতে থাকি এই আশায় যে, হয়তবা তারা ফিরে আসবে। (১৭৪) লক্ষ্য করো, এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে থাকি –করি এই উদ্দেশ্যে, যেন তারা ফিরে আসে।(সূরা আল-আরাফ)

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ

مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ
يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى
الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۞ وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى
اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ
عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَّ
عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا
اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ اَوَلَا يَرَوْنَ
اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۞

(৩) মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ মোশরেকদের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। এখন যদি তোমরা তওবা করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি বিমুখ হও, তাহলে খুব ভালো করে বুঝে নাও যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে দুর্বল করতে অক্ষম। আর হে নবী! সত্য-অমান্যকারীদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ শোনাও। (৫) অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদের পাও এবং তাদেরকে ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের সন্ধান নেওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে বসে থাকো। অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (১১) অতএব তারা এখন যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। জ্ঞানবান লোকদের জন্য আমরা আমাদের আইন-কানুন স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। (১৪) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং বহু সংখ্যক মুমিনের হৃদয়কে ঠাণ্ডা ও শীতল করবেন। (১৫) তাদের হৃদয়ের জ্বালা নিভিয়ে দেবেন, যাকে চাইবেন তওবা করার তওফীকও দান করবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ। (২৭) অতঃপর (তোমরা এটাও দেখতে পাচ্ছ যে) এভাবে শাস্তিদানের পর আল্লাহ্ যাকে চান তওবা করারও সুযোগ দান করেন। সত্যকথা এই, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। (৭৪) এই লোকেরা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, তারা সে কথা বলেনি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সে কুফরী কথা বলেছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে আর তারা এমন বিষয়ে সংকল্প করেছে যা তারা কার্যকর করতে পারেনি। তাদের এই সকল ক্রোধ কেবল এই কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এই আচরণ থেকে ফিরে

আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভালো; অন্যথায় আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন— দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও। এরা দুনিয়ায় নিজেদের কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না। (১০২) আরো কিছু-লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল মিশ্রিত ধরনের, কিছু ভালো আর কিছু মন্দ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার অনুগ্রহশীল হবেন। কেননা তিনি ক্ষমা ও করুণাময়। (১০৬) কিছু লোক আরো আছে যাদের ব্যাপারটি এখনো আল্লাহ্‌র ফয়সালার অপেক্ষায় রয়েছে— তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন আর চাইলে তাদের প্রতি আবার অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি বড় বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। (১১৭) আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন নবীকে এবং সে মুহাজির ও আনসারদেরকে, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর সঙ্গে রয়েছেন, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের মন বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। (কিন্তু তারা যখন সে বাঁকা পথে চলল না; বরং নবীর সঙ্গেই থাকল, তখন) আল্লাহ্‌ই তাদেরকে মাফ করে দিলেন। তাদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ নিঃসন্দেহে দয়া ও অনুগ্রহমূলক। (১১৮) সে তিনজনকেও তিনি মাফ করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রাখা হয়েছিল। জমিন যখন এর বিস্তৃতি ও বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের জান-প্রাণও তাদের ওপর বোঝা হয়ে পড়ল আর তারা জেনে নিল যে, আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয় ছাড়া পানাহ চাওয়ার আর কোনো স্থান নেই, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন, যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১২৬) এরা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রতি বছরই এক-দুটি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়? কিন্তু তা সত্ত্বেও না তওবা করে, না কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে। (সূরা আত্-তাওবা)

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

(৫২) "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও; অতঃপর তার দিকেই ফিরে এসো। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তি-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। তোমরা অপরাধীদের মতো মুখ ফিরিয়ে থেকো না।" (৬১) আর সামুদ জাতির কাছে আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে পয়দা করেছেন আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর

দিকে ফিরে এসো। নিঃসন্দেহে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অতীব কাছে আর তিনি দো'আ-প্রার্থনার জবাবদাতা। (৭৫) আসলে ইবরাহীম বড়ই ধৈর্যশীল ও নরম দিলের মানুষ ছিল আর সকল অবস্থায় আমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করত। (৮৮) শোআইব বলল ঃ "ভাইসব! তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখো, আমি যদি আমার মা'বুদের কাছ থেকে এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তারপরও তিনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন (তাহলে অতঃপর তোমাদের গুমরাহী ও হারামখুরীর কাজে আমি তোমাদের সঙ্গে শরীক হই কি করে?) আমি কিছুতেই চাইনা যে, যেসব কথা থেকে আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তা আমি নিজেই অবলম্বন করি। আমি তো সংশোধন করতে চাই, যতখানি আমার সাধ্যে কুলায়। আর এই যাকিছু আমি করতে চাই, এর সব কিছুই আল্লাহ্র তওফীকের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরই ওপর আমার ভরসা এবং আমি সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (৯০) শোনো, তোমারা আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে এসো। নিঃসন্দেহে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই দয়াবান এবং আপন সৃষ্টির প্রতি অতীব ভালোবাসা পোষণকারী।" (১১২) অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি এবং তোমার সে সব সাথী, যারা (কুফর ও বিদ্রোহমূলক আচরণ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছে, সত্য সঠিক পথের ওপর সুদৃঢ় হয়ে থাকো— যেমন তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর দাসত্বের সীমা লংঘন করো না। তোমরা যাকিছু করছ, এর প্রতি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।
(সূরা হূদ)

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۞ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۭ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۞

(২৭) যেসব লোক [হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাত ও নবুয়্যাত মেনে নিতে] অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ "এই ব্যক্তির প্রতি তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না?ঃ —বলো ঃ "আল্লাহ্ যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন এবং যে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখান। (৩০) হে মুহাম্মদ! এরূপ মর্যাদা সহকারেই আমরা তোমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এমন এক জনগোষ্ঠির মধ্যে, যাদের পূর্বে বহু সংখ্যক মানবগোষ্ঠী অতীত হয়ে গেছে, যেন আমরা তোমার প্রতি যে পয়গাম নাযিল করেছি; তা তুমি এই লোকদেরকে পৌঁছাতে পারো, এই অবস্থায় যে, এ লোকেরা তাদের অতীব দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি অমান্যকারী হয়ে রয়েছে। তাদেরকে বলো ঃ "তিনিই আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, তিনি ছাড়া আমার আর কেউ মা'বুদ নেই; তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনিই আমার সহায় ও আশ্রয়। (সূরা আর-রাদ)

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْۗءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

অবশ্য যেসব লোক মূর্খতাবশত খারাপ কাজ করেছে এবং পরে তওবা করে নিজেদের আমল সংশোধন করে নিয়েছে, তবে নিশ্চিতই তওবা ও সংশোধনের পর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ১১৯)

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝

(৮২) অবশ্য যে তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে এবং তারপর সঠিক-সোজা পথে চলতে থাকবে, তার জন্য আমি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেবো। (১২২) অতপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে বাছাই করে সম্মানিত করল ও তার তওবা কবুল করল এবং তাকে হেদায়েত দান করল। (সূরা ত্বা-হা)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(৫) তবে সে লোকেরা নয়, যারা এরপর তওবা করবে ও সংশোধন করে নেবে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের পক্ষে ক্ষমাশিল ও দয়াবান। (১০) তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর রহম যদি না হতো এবং আল্লাহ্ বড়ই লক্ষ্যদানকারী ও সুবিজ্ঞ কুশলী না হতেন তাহলে (স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারটি তোমাদেরকে বড়ই জটিলতায় ফেলত)। (৩১) আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলে (সংযত রাখে) এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলো হেফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা (লোকদেরকে) দেখিয়ে না বেড়ায় যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দ্বারা তাদের বুক ঢেকে রাখে। আর যেন নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, তবে এ লোকদের সামনে ছাড়া ঃ নিজেদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের (মালিকানাধীন) দাস; সেসব অধীনস্থ পুরুষ, যাদের অন্য কোনো রকম গরজ নেই, আর সেসব অবোধ বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল নয়। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য লোকদেরকে জানাবার উদ্দেশ্যে জমিনের ওপর সজোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো; আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আন-নূর)

فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝

অবশ্য আজ যে তওবা করল ও ঈমান আনল এবং নেক আমল করল, সে-ই কেবল সে দিনকার কল্যাণ লাভকারীদের মধ্যে শামিল হওয়ার আশা করতে পারে। (সূরা আল-কাসাস ঃ ৬৭)

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

(৩১) (তোমরা দাঁড়াও এ কথার ওপর) আল্লাহ্র দিকে রুজূ করে, ভয় করো তাঁকে এবং নামায কায়েম করো আর সে মোশরেকদের মধ্যে শামিল হয়ো না, (৩৩) লোকদের অবস্থা এই যে, যখন তারা কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে রুজূ হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে নিজের রহমতের খানিকটা স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেন, তখন সহসাই তাদের কিছু লোক শির্ক করতে শুরু করে দেয় (৪১) স্থলভাগ ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন, যেন তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যেতে পারে; এর ফলে হয়ত তারা ফিরে আসবে। (সূরা আর-রূম)

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কাউকেও শরীক করবার জন্য তোমাকে চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, তাহলে তাদের কথা তুমি কিছুতেই মেনে নেবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকবে। কিন্তু অনুসরণ করবে সে লোকের পথ, যে আমার দিকে রুজু করেছে। অতপর তোমাদের সকলকেই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, তোমরা কি রকম কাজ করছিলে। (সূরা লুকমান ঃ ১৫)

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

সে বিরাট আযাবের পূর্বে আমরা তাদেরকে এ দুনিয়ায়ই (কোনো না কোনো) ছোট আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকব; সম্ভবত এরা (নিজেদের বিদ্রোহী আচরণ থেকে) ফিরে আসবে। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ২১)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

(২৪) (এসব কিছু হয়েছে এ কারণে) যেন আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেন, আর মোনাফেকদেরকে ইচ্ছা হলে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে তাদের তওবা কবুল করে নেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। (৭৩) আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণাম এই যে, আল্লাহ্ মোনাফেক পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং মোশরেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের তওবা কবুল করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আল-আহ্যাব)

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

(৯) তারা কি সে আসমান ও জমিন কখনো দেখেনি, যা তাদেরকে সামনে ও পিছন হতে ঘিরে রেখেছে? আমরা চাইলে তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দিতে কিংবা আসমানের কিছু টুকরা তাদের ওপর ফেলে দিতে পারি। মূলত এতে একটি নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য, যে আল্লাহ্র দিকে রুজু করতে প্রস্তুত। (সূরা আস-সাবা ঃ ৯)

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۝ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

(১৭) হে নবী! ধৈর্য ধারণ করো এই লোকদের কথাবার্তার ব্যাপারে আর এদের সামনে আমাদের বান্দাহ দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো, যে ছিল বড় শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী, এবং প্রতিটি ব্যাপারে ছিল আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (২৪) দাউদ জবাব দিল ঃ "এই ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী শামিল করার দাবি জানিয়ে নিঃসন্দেহে তোমার ওপর জুলুম করেছে। আর সত্য কথা এই যে, একত্রে পাশাপাশি বসবাসকারী লোকেরা পরস্পরের প্রতি প্রায়শ বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে কেবল তারাই এ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম।" (এ কথা বলতে বলতে) দাউদ বুঝতে পারল যে, আসলে আমরা তো তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইল ও সিজদায় পড়ে গেল এবং তার দিকে ফিরে এলো। (৩০) আর দাউদকে আমরা সুলাইমান (-এর মতো) সন্তান দান করেছিলাম, অতি উত্তম বান্দাহ, বার বার আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (৩৪) আর (দেখো), সুলাইমানকেও আমরা পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনের ওপর একটি দেহ এনে রেখেছি। তারপর সে ফিরে এলো। (৪৪) (আর আমরা তাকে বললাম) এক আটি শলাকা গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা আঘাত করো আর নিজের কসম ভেঙো না। আমরা তাকে ধৈর্যশীল পেলাম, অতি উত্তম বান্দাহ ছিল সে, নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা সা-দ)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝

(৮) মানুষের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে, তখন সে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে

ফিরে তাঁকে ডাকতে থাকে। অতপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যখন তাকে স্বীয় নেয়ামত দানে ধন্য করেন, তখন সে সে বিপদের কথা ভুলে যায় যে জন্য সে পূর্বে তাঁকে ডেকেছিল এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করতে থাকে, যেন এরা তাঁর পথ থেকে তাকে গুমরাহ করে দেয়। (হে নবী!) তাকে বলো যে, কিছু দিন তোমরা কুফরীর স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো। নিশ্চয়ই তুমি দোযখগামী হবে। (১৭) আর যারা তাগুতের দাসত্ব পরিহার করেছে এবং আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়েছে, তাদের জন্য সুসংবাদ। কাজেই (হে নবী!) সুসংবাদ দাও আমার সে বান্দাদেরকে। (সূরা আয-যুমার)

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝ هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا، وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝

(৩) গুনাহ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তি দানকারী এবং অতি বড় অনুগ্রহশীল। তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই, সকলকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (৭) আল্লাহ্‌র আরশ বহনকারী ফেরেশতা আর যারা এর চারপাশে উপস্থিত থাকে, সকলেই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করছে। তারা বলে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান (ইলম) দ্বারা সকল জিনিসকে পরিবেষ্টন করে রেখেছ। অতএব ক্ষমা করে দাও এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও সে লোকদেরকে, যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অবলম্বন করেছে। (১৩) তিনিই তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্য রিযিক নাযিল করেন। কিন্তু (এসব নিদর্শন থেকে) কেবল সে ব্যক্তিই শিক্ষা গ্রহণ করে, যে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা আল-মু'মিন)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ، ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ، اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

(১০) তোমাদের মাঝে যে ব্যাপারেই মতভেদের সৃষ্টি হোকনা কেন, এর ফয়সালা করা আল্লাহ্‌রই কাজ। সেই আল্লাহ্‌ই আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমি রুজু করেছি। (১৩) তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম— এই তাগিদ সহকারে যে, কায়েম করো এ দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ছিন্ন-

ভিন্ন হয়ে যেয়ো না। এ কথাটিই এ মোশরেকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন বানিয়ে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে রুজু করে। (সূরা আশ-শূরা)

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

আমরা তাদের সামনে একের পর এক নিদর্শন পেশ করতে থাকলাম, যার প্রতিটি পূর্বটির চেয়ে অধিক তেজস্বী ও জোরদার ছিল। আর আমরা তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করে নিলাম, যেন তারা নিজেদের আচরণ থেকে বিরত হয়। (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৪৮)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

(১৫) আমরা মানুষকে এই মর্মে পথ-নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে নেক আচর করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে সে যখন পূর্ণযৌবনে উপনীত হলো এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেল তখন সে বলল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নেয়ামত দান করেছ আমাকে তার শোকর আদায় করার তওফীক দাও, এবং আমাকে এমন নেক আমল করার তওফীক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানদেরকেও নেক বানিয়ে আমাকে সুখ-শান্তি দাও। আমি তোমার সমীপে তওবা করছি এবং আমি অনুগত (মুসলিম) বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি।' (২৭) তোমাদের চারপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহুসংখ্যক জনবসতিই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। আমরা আমাদের নিজস্ব আয়াতসমূহ পাঠিয়ে বার বার নানাভাবে তাদেরকে বুঝিয়েছি এই আশায় যে, তারা বিরত হবে এবং ফিরে আসবে। (সূরা আল-আহক্বাফ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

(১১) হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের

ওপর অভিশম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। (১২) হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি করো না আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এতে ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা আল-হুজরাত)

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۝ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۝

(৮) এসব কিছুই চোখ উন্মোচনকারী ও অতীব শিক্ষাপ্রদ– এমন প্রতিটি বান্দার জন্য, যে (প্রকৃত সত্যের দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী। (৩২) বলা হবে ঃ এটি তা-ই যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিল– এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই যে খুব বেশি প্রত্যাবর্তনকারী এবং খুব বেশি সংরক্ষণকারী ছিল। (সূরা ক্বাফ)

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ، فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ، وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে এ জন্য যে, একাকী কথা বলার পূর্বে তোমাদেরকে সাদকা দিতে হবে? ঠিক আছে, তোমরা যদি তা না করো– আর আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে ক্ষমা করে দিলেন– তাহলে নামায কায়েম করতে থাকো, যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে আল্লাহ পুরোপুরি অবহিত।

(সূরা আল-মুজাদালাহ ঃ ১৩)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ، اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ، كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রয়েছে। সে-তার জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিল ঃ "আমি তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মা'বুদদের তোমরা পূজা-উপাসনা করো তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগভাজন। আমরা তোমাদের সাথে তাবৎ সম্পর্ক অমান্য করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হয়েছে ও বিরোধ-ব্যবধান শুরু হয়ে গেছে– যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে।" তবে ইবরাহীমের তার পিতাকে এ কথা বলা (এ থেকে স্বতন্ত্র ব্যাপার) যে, "আমি আপনার জন্য মাগফেরাত চেয়ে অবশ্যই আবেদন করব। তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে

আপনার জন্য কিছু আদায় করে লওয়া আমার সাধ্যের বাইরে।" (আর ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রার্থনা ছিল এই ঃ) "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তোমার ওপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রেখেছি, তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা আল-মুমতাহানা ঃ ৪)

إِنْ تَتُوْبَآ إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ عَسٰى رَبُّهٗٓ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُّبْدِلَهٗٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّأَبْكَارًا ۝

(৪) তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো (তবে এটি তোমাদের পক্ষে উত্তম); কেননা তোমাদের হৃদয় সঠিক ও নির্ভুল পথ থেকে সরে গেছে। আর যদি নবীর মোকাবেলায় তোমরা সংঘবদ্ধ হও তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ্ তার মনিব— মালিক। এতদ্ব্যতীত জিবরাঈল এবং সমস্ত নেক্‌কার ঈমানদারগণ ও সব ফেরেশতা তার সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী। (৫) নবী যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিয়ে দেবেন যারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। যারা সত্যিকার মুসলমান, আনুগত্যশীল, তওবাকারী, ইবাদতকারী, রোযা পালনকারী, কুমারী কিংবা অকুমারী। (সূরা আল-তাহ্‌রীম)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে। (সূরা আল-আসর ঃ ৩)

হাদীস

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একদিনে সত্তর বারেরও অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহ্‌র কাছে গোনাহ মাফ চাই। (বুখারী)

وَعَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ أَضَلَّهٗ فِيْ أَرْضِ فَلَاةٍ - متفق عليه. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَللّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَسَرَابُهٗ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا وَقَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهٖ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهٗ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) [রাসূলুল্লাহ (স) খাদেম] বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেলো। —(বুখারী ও মুসলিম) ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য নিয়ে তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে কোনো এক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এহেন নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ তার কাছে সেই উটটিকে দাঁড়ান দেখতে পেয়ে সে তার লাগাম ধরে ফেলল এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল— হে আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু! সে অতি আনন্দেই এ ধরনের ভুল করে ফেলল।

وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

হযরত আবু মুসা আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (কেয়ামত) না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গোনাহগার তাওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গোনাহগার তাওবা করে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে (অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে) তাওবাহ করবে, তার তাওবা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করবেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لِاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَّمْلَاَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ -

হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যদি কোনো মানুষের এক উপত্যকা ভারা সোনা থাকে, তবে সে তার জন্য দুটি উপত্যকা (ভর্তি সোনা) পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসবেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়ই জান্নাতে যাবে। একজন আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে শহীদ হবে। তারপর (হত্যাকারী তাওবা করবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারীর তাওবা কবুল করবেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শহীদ হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ سَعْدِبْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَاهِبٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهٗ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَا، فَقَتَلَهٗ فَكَمَّلَ بِهٖ مِائَةً ثُمَّ سَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّهٗ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهٗ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ اِنْطَلِقْ اِلٰى اَرْضِ كَذَا وَكَذَ فَاِنَّ بِهَا اُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ اِلٰى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ اَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةَ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهٖ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ اِنَّهٗ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًاقَطُّ، فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ فِىْ صُوْرَةِ اٰدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ اَىْ حُكْمًا فَقَالَ : قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ فَاِلٰى اَيَتِهِمَا كَانَ اَدْنٰى فَهُوَ لَهٗ - فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ اَدْنٰى اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ اَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ متفق عليه، وَفِىْ وَرَايَةٍ فِىْ الصَّحِيْحِ "فَكَانَ اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَاةِ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا" وَفِىْ رَوَايَةٍ فِىْ الصَّحِيْحِ : فَاَوْ حٰى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى هٰذِهٖ اَنْ تَبَا عَدِىْ وَاِلٰى هٰذِهٖ اَنْ تَقَرَّ بِىْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَابَيْنَهُمَا فَوَ جَدُوْهُ اِلٰى هٰذِهٖ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهٗ وَفِىْ رَوَايَةٍ فَتَاىَ بِصَدْرِهٖ نَحْوَهَا -

হযরত আবু সাঈদ সাদ ইবনে মালেক ইবনে সিনান খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীকালে একটি লোক নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের সন্ধান করল। তাকে একজন সংসার ত্যাগ (বৈরাগী) খ্রিস্টান দরবেশের কথা বলে দেওয়া হলো। সে তার কাছে গিয়ে বলল ঃ সে নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোনো সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলল ঃ (তাওবার কোনো সুযোগ) নেই। এতে লোকটি দরবেশকে হত্যা করে একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। তারপর আবার সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমের তালাশ করায় তাকে এক আলেমের কথা বলে দেওয়া হলো। সে তার কাছে গিয়ে বলল ঃ সে একশত লোককে হত্যা করেছে। এখন তার জন্য তাওবার কোনো সুযোগ আছে কি না? আলেম ব্যক্তি বললেন ঃ হ্যাঁ তাওবার সুযোগ আছে। (আবার প্রশ্ন করল) ঃ তাওবার অন্তরায় কে হতে পারে? (আলেম ব্যক্তি বললেন) ঃ তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে (দেখবে) কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র ইবাদত করছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত করো। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। ওটা খারাপ জায়গা। অতঃপর লোকটি (আলেমের দেওয়া) নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকল। অর্ধেক পথে গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল।

তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে মতোবিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতারা বলতে লাগল, এ লোকটি তাওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফেরেশতারা বলতে লাগল, লোকটি কখনও কোনো ভালো কাজ করেনি। এমন সময় আর এক ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের কাছে এলো। তখন তাকেই এ বিষয়ের ফয়সালার জন্য শালিসী মেনে নিল। শালিসকারী বলল ঃ তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখো। যে দিকটি নিকটতম হবে সেটিরই সে অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই জায়গা মাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ তাওবার উদ্দেশ্যে) সে আসছিল তাকে সেই দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে রহমতের ফেরেশতারা লোকটির প্রাণ নিল। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি সৎ লোকদের জনবসতির দিকে এক বিঘত নিকটবর্তী হয়েছিল। কাজেই তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলা একদিকের জমিকে দূরে সরে যেতে এবং অন্যদিকে জমিকে কাছে আসতে বলে ফেরেশতাদেরকে জমি মাপার হুকুম দিয়েছেন। কাজেই তারা সৎ লোকদের জমির দিকে লোকটিকে আধহাত বেশি নিকটবর্তী দেখতে পেলো। তাই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ সে নিজের বুক ঘষে অসৎ লোকদের জমি থেকে দূরে সরে গেল।

وَعَنْ اَبِىْ نُجَيْدٍ "بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِ الْجِيْمِ" عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَمْرَاةً مِّنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حُبْلٰى مِنْ الزِّنَا فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَعَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ : اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَاْتِنِىْ بِهَا فَفَعَلَ، فَاَمَرَبِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهِ ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ : تُصَلِّى عَلَيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ ؟ قَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْقُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَ سِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَّ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

হযরত আবু নুজাইদ ইমরান ইবনে খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। জোহায়না গোত্রের একজন মহিলা জিনার দ্বারা গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। রাসূলুল্লাহ (স) তার অভিভাবককে ডেকে বলে দিলেন ঃ এর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। এ সন্তান প্রসব করলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এ লোকটি তাই করল। (অর্থাৎ মেয়েটি সন্তান প্রসব করলে তাকে রাসূলের কাছে নিয়ে আসল) রাসূলুল্লাহ (স) তাকে যেনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভালো করে বেঁধে দেওয়া হলো এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো। রাসূলুল্লাহ (স) তার জানাযার নামায পড়লেন। এতে হযরত উমর (রা) তাঁকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এতো যেনা করেছে। তবুও আপনি এর জানাযার নামায পড়ছেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ (জেনে রাখো) সে এমন তাওবা করেছে যে, তা চল্লিশজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের জীবনকে আল্লাহ্র জন্য স্বেচ্ছায় কুরবানী করে দেয় তার এরূপ তাওবার চেয়ে ভালো কোনো কাজ তোমার কাছে আছে কি? (মুসলিম)

১৩. এস্তেগফার

কুরআন

... وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

.... যখনি তারা নিজেদের ওপর জুলুম করে বসত তখনি তোমার কাছে আসত ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত, তবে তারা আল্লাহকে নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ অনুগ্রহকারীরূপে পেতো। (সূরা নিসা ঃ ৬৪)

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۝

অতএব হে নবী! ভালোভাবে জেনে লও, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদত পাওয়ার কেউ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের জন্যও। আল্লাহ্ তোমাদের তৎপরতাও জানেন এবং তোমাদের ঠিকানার সাথেও তিনি সুপরিচিত।
(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

অতপর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদের জন্য রয়েছে মার্জনা ও সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫০)

হাদীস

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوا الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ -

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, কুতাইবা ইবনে সাঈদ ও আবু রাবী (আতাকী (র) হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হযরত আগার মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ক্বলবে (কখনো কখনো) পর্দা পড়ে যায়, তাই আমি প্রতিদিন একশ'বার ইসতিগফার পাঠ করে থাকি।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ) قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ اَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيْثَيْنِ حَدِيْثًا عَنْ نَفْسِهِ وَحَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِىْ اَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتّٰى اَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِىَ الَّذِىْ كُنْتُ

فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ -

হযরত উসমান ইবনে আবু শায়বা ও ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) হযরত হারিস ইবনে সুওয়ায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) অসুস্থ ছিলেন। তাঁর শুশ্রুষা করার জন্য একদা আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাকে দুটি হাদীস শোনালেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে এবং অপরটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে একথা বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি ছায়া-পানিহীন আশঙ্কাপূর্ণ অরণ্যে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার সাথে থাকে পানাহার সামগ্রী বহনকারী একটি সাওয়ারী। তারপর ঘুম থেকে জেগে দেখে যে, সাওয়ারীটি সেখানে নেই। এরপর সে সেটি তালাশ করতে করতে পিপাসার্ত হয়ে পড়ে এবং বলে, আমি আবার আগের জায়গায়ই ফিরে যাবো এবং ঘুমাতে ঘুমাতে মরে যাবো। (একথা বলে) সে মৃত্যুর জন্য বাহুতে মাথা রাখল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে সে দেখল, পানাহার সামগ্রী বহনকারী সাওয়ারীটি তার শিয়রের পার্শ্বেই। (সাওয়ারী এবং পানাহার সামগ্রী পেয়ে) লোকটি যে পরিমাণ খুশি হয়, মু'মিন বান্দার তাওবার কারণে আল্লাহ্ এর চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।

১৪.শাফায়াত

কুরআন

... مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ....

... কে এমন আছে, যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে ? ..
(সূরা বাকারা : ২৫৫)

... مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ....

... সুপারিশ ও শাফাআতকারী কেউ নেই, তবে যদি আল্লাহ্র অনুমতির পর শাফাআত করে (তবে অন্য কথা)। ...? (সূরা ইউনুস : ৩)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ۝ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۝

(৮৫) সেদিনটি অবশ্যই আসবে, যেদিন মুত্তাকী লোকদেরকে আমরা মেহমানের মতো রহমানের দরবারে উপস্থিত করব। (৮৬) আর অপরাধী ও পাপাচারী লোকদেরকে পিপাসার্ত-জানোয়ারের মতো জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো। (৮৭) সে সময় যারা রহমানের দরবার হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে তারা ব্যতীত অপর লোকেরা কোনো সুপারিশ আনতে সক্ষম হবে না।
(সূরা মারিয়াম)

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

সে দিন শাফায়াত কার্যকর হবে না, অবশ্য স্বয়ং রহমান কাউকে এর অনুমতি দিলে এবং তার কথা শুনতে পছন্দ করলে অন্য কথা। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১০৯)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۝

যাকিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন আর যাকিছু তাদের অজ্ঞাত, সে বিষয়েও তিনি অবহিত। তারা কারো পক্ষে সুপারিশ করে না, শুধু তাদের জন্য করে যার পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ্ সম্মত আর তাঁরা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ২৮)

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۚ .... ۝

আর আল্লাহ্‌র সমীপে কোনো সুপারিশও কারো জন্য কল্যাণকর হতে পারেনা, সে ব্যক্তি ছাড়া যার জন্য আল্লাহ্ সুপারিশ করার অনুমতি দিয়েছেন।... (সূরা আন-বাসা ঃ ২৩)

.. مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۝

... জালিমদের জন্য কোনো দরদী বন্ধু থাকবে না, না এমন কোনো শাফায়াতকারী, যার কথা মেনে নেওয়া হবে। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ১৮)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

তাঁকে বাদ দিয়ে এ লোকেরা যাদেরকে ডাকে, শাফা'আতের কোনো এখতিয়ারই তাদের নেই; কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দিলে অবশ্য অন্য কথা। (সূরা আয-যুখরূপ ঃ ৮৬)

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۚ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

এটি সেদিন, যেদিন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো থাকবে না। সে দিন ফয়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র এখতিয়ারেই থাকবে। (সূরা আল-ইনফিতার ঃ ১৯)

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ۝

যে ভালো কাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে। আর যে খারাপ কাজের সুপারিশ করবে, সে-ও তা থেকে অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ওপর দৃষ্টিমান।

(সূরা আন-নিসা ঃ ৮৫)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَّدْعُوْ بِهَا وَاُرِيْدُ اَنْ اَخْتَبِىْ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِّاُمَّتِىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ نَبِيٍّ سَالَ سُوَالًا اَوْ قَالَ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَابِهَا ، فَاسْتُجِيْبَ، فَجَعَلْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِّاُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রত্যেক নবীর একটি দো'আ আছে যা তিনি করেন (এবং এটি কবুল হয়ে থাকে)। আমি চাই, আমার দো'আটি আখেরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত থাকুক। অন্য এক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত, নাবী (স) বলেছেন, প্রত্যেক নাবীই নিজ নিজ যা চাওয়ার চেয়ে নিয়েছেন, কিংবা তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নাবীরই একটি নির্দিষ্ট দো'আ আছে তা চাইলে তা কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দো'আ করে ফেলেছেন এবং তা কবুলও হয়ে গেছে। কিন্তু আমি আমার দো'আটি কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রেখে দিয়েছি। (বুখারী)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ، فَيَقُوْلُوْنَ : لَوْ اِسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَنِنَا هٰذَا، فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ : يَا اٰدَمُ اَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْجَدَلَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ؟ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ : لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِى اَصَابَ وَلٰكِنْ اِئْتُوْا نُوْحًا، فَاِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا، فَيَقُوْلُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِى اَصَابَ وَلٰكِنْ أْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ، فَيَقُوْلُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِى اَصَابَهَا وَلٰكِنْ اِئْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرٰةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِى اَصَابَهُ وَلٰكِنْ اِئْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوْحَهُ، فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنْ اِئْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ، فَيَأْتُوْنِىْ فَاَنْطَلِقُ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّى، وَيُؤْذَنُ لِى عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّى، وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِى مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ : اِرْفَعْ مُحَمَّدٌ وَقُلْ : تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَحْمَدُ رَبِّى بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِى حَدًّا، فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ اَرْجِعُ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّى وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَعَنِى ثُمَّ يُقَالُ : اِرْفَعْ مُحَمَّدٌ قُلْ : تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، فَاَحْمَدُ رَبِّى بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّى ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِى حَدًّ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَرْجِعُ فَاَقُوْلُ : يَارَبِّ مَا بَقِىَ فِى النَّارِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) বলেন, (আজকে আমরা যেমন একত্রিত হয়েছি) এভাবে কেয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে একত্রিত করা হবে। তারা বলবে, কতো ভালো হয় যদি আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ পেশ করি যাতে আমাদেরকে

এখান থেকে বের করে আরামদানের ব্যবস্থা করেন। তাই তারা আদমের কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম! আপনি কি লোকদের দুরবস্থা দেখছেন না? আল্লাহ্ তো আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তার মালাইকাদের দ্বারা সিজদা করিয়েছেন এবং সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন আপনি আমাদের জন্য সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের কাছে শাফায়াত করুন যাতে আমাদের এ অবস্থা দূর করে আরামদান করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে তিনি তার কৃত গোনাহর কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা বরং নূহের কাছে যাও, কেননা তিনিই আল্লাহ্র সর্ব প্রথম নাবী। যাঁকে আল্লাহ্ পৃথিবীবাসীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখন সবাই নূহের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাদের কাছে তাঁর কৃত গোনাহর কথা উল্লেখ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং 'খলিলুর রহমান'— পরম দয়াময় আল্লাহ্র বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। সবাই তখন ইবরাহীমের কাছে যাবে। তিনি তাদের কাছে তাঁর নিজের কৃত গোনাহসমূহের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা মূসার কাছে যাও তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা যাঁর কাছে তিনি তাওরাত নাযিল করেছিলেন এবং সরাসরি তার সাথে কথা বলেছিলেন। তখন তারা সবাই মূসার কাছে যাবে। তিনি তাদের কাছে তার কৃত গোনাহর কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং ঈসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র বান্দা, নাবী, কালিমা ও রূহ। তখন তারা সবাই ঈসার কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদের কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা যার পূর্বের ও পরের সব গোনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। তখন আমি চলে যাবো এবং আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তাঁর সম্মুখে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি যখন আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে দেখতে পাবো তখনই তার উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! মাথাও ওঠাও। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। প্রার্থনা করে দেওয়া হবে, এবং শাফায়েত— কবুল করা হবে। তখন আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের এমন সব প্রশংসা করব যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। তারপর আমি শাফায়াত করব। আমার জন্য এ ব্যাপারে একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। আমি তখন (শাফায়াত করে) তাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেবো। তারপর আবার ফিরে আসব এবং যখনই আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকে দেখব সাথে সাথে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ আমাকে ঐ অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, মাথা ওঠাও। বলো, (যা বলবে), শোনা হবে। প্রার্থনা করো, দেওয়া হবে। আর শাফায়াত করো কবুল করা হবে। তখন আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে যেভাবে শিখিয়ে দেবেন, সেভাবে তাঁর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করব, তারপর সুপারিশ করব। এবার শাফায়াত বা সুপারিশ পেশ করার জন্য আমাকে একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে) জান্নাতে পৌছিয়ে দেবো। তারপর আবার ফিরে আসব। এবারও আমি আমার রবকে দেখামাত্র সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুসারে যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ আমাকে ঐ অবস্থায় রেখে দেবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, মাথা ওঠাও। বলো, (যা বলবে) শোনা হবে। শাফায়াত করো— কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা করো দেওয়া হবে। তখন আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে যেভাবে শিখিয়ে দেবেন সেভাবে আমি তাঁর স্তুতিবাদ ও প্রশংসা করব তারপর সুপারিশ করব। এবাও শাফায়াত করার জন্য আমাকে একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে) জান্নাতে পৌছিয়ে দেবো। তারপর আমি

পুনরায় ফিরে গিয়ে বলব, হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। এখন একমাত্র তারাই জাহান্নামে রয়ে গেছে যাদেরকে কোরআন আবদ্ধ করে রেখেছে। (অর্থাৎ কোরআনের ওয়াদা মোতাবেক যারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের উপযোগী তারা) এবং যাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে বাস ওয়াজিব হয়ে গেয়েছে। নাবী রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহহু" পড়েছে এবং হৃদয়ে এক যবের ওজন পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। এরপরের বার জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়েছে এবং হৃদয়ে একটি গমের দানা পরিমাণ ঈমান আছে। সর্বশেষে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যারা লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু পড়েছে এবং হৃদয়ের একবিন্দু পরিমাণও ঈমান আছে। (বুখারী)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ، فَقُلْتُ : يَارَبِّ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ خَرْدَلَةٌ فَيَدْ خُلُوْنَ ثُمَّ اَقُوْلُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ اَدْنٰى شَيْءٍ فَقَالَ : اَنَسٌ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি। (তিনি বলেছেন), কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত কবুল করা হবে। আমি বলব, হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমানও আছে তাকে জান্নাত দান করো, সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এরপর আমি আবার বলব, যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমানও আছে তাদেরকেও জান্নাত দান করো। আনাস বলেছেন, (এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) হাত দ্বারা ইশারা করতেছিলেন) আমি যেন এখনও নাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতের আঙ্গুলগুলো দেখতে পাচ্ছি। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُلُ اِقْرَءَ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِهٖ -

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে (শুনেছি এবং আমি) শ্রবণ করেছি, তোমরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করো নিশ্চয়ই তা কেয়ামতের ময়দানে তার সাথীদের জন্য সুপারিশ করতে উপস্থিত হবে। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفِعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفِّعَانِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ রোযা ও কোরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফায়াত করবে। রোযা বলবে, হে আল্লাহ্! আমিই এই লোকটিকে রোযার দিনগুলোতে পানাহার ও যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তুমি এর জন্য আমার শাফায়াত কবুল করো। আর কোরআন বলবে ঃ হে আল্লাহ্ আমিই তাকে রাত্রিকালে নিদ্রামগ্ন হতে বাধাদান করেছি। কাজেই তার জন্য আমার শাফায়াত গ্রহণ করো। [রাসূলে করীম (স) বললেন] অতঃপর এ দুটির শাফায়াত কবুল করা হবে। (বায়হাকী শুয়াবিল ঈমান)

১২ অধ্যায়

ইবাদতসমূহ

১. আল্লাহ্ রং (ঈমান)

কুরআন

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۝

(১৩৭) এখন তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ, তারাও যদি ঠিক সেরূপ ঈমান আনে তবে তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর তা থেকে যদি তারা অন্যদিকে মুখ ফেরায়, তবে তারা যে কঠিন গোঁড়ামিতে লিপ্ত হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। অতএব তাদের মোকাবেলায় তোমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট, এ কথা জেনে নিশ্চিত থাকো। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং সবকিছুই জানেন। (১৩৮) লোকদের বলো ঃ আল্লাহ্র রং ধারণ করো, তাঁর রং থেকে আর কার রং উৎকৃষ্ট হতে পারে ?" (এবং বলো) আমরা তাঁরই দাসত্ব করে থাকি। (সূরা আল-বাকারা)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَبْنَ جَبَلٍ نَحْوَ اَهْلَ الْيَمَنِ قَالَ لَهٗ اِنَّكَ تَقْدِمُ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ اَوَّلُ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلٰى اَنْ يُّوَاحِدُوْ اللّٰهِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মুক্ত দাস আবু মা'বাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী (স) যখন মুয়ায বিন জাবালকে ইয়ামেনবাসীদের (শাসনকর্তা নিয়োগ করে) পাঠালেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন ঃ তুমি এমন একটি কওমের কাছে যাচ্ছে, যারা আহলে কিতাব। সুতরাং প্রথমে তাদের আল্লাহ্কে এক বলে মানার আহ্বান জানাবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدَةً مَّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ - (بخارى، مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বই তথা এক কম একশত নাম রয়েছে। যে সেগুলো আয়ত্ত ও হেফাযত করবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَاَنَا اللّٰهُ اَكْبَرُ - وَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ - قَالَ صَدَقَ عَبْدِىْ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَحْدِىْ وَاِذَا قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَلَا شَرِيْكَ لِىْ - وَاِذَا قَالَ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ - قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا لِىَ الْمُلْكُ وَلِىَ الْحَمْدُ - وَاِذَا قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ : صَدَقَ عَبْدِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - (ابن ماجه)

হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছেন যে, বান্দা যখন বলে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দাহ যথার্থই বলেছে— আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ। বান্দাহ যখন বলে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক ও একক। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দাহ সত্য বলেছে— আমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি এক ও একক। বান্দারহ যখন বলে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক ও লা-শারীক। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দাহ ঠিকই বলেছে— আমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি লা-শারীক। বান্দাহ যখন বলে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি নিখিল সাম্রাজ্যের মালিক এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্যে। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দাহ যথার্থই বলেছে— আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, নিখির সাম্রাজ্যের মালিক আমিই। আর সমস্ত প্রশংসাও আমারই জন্যে। বান্দাহ যখন বলে ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি-সামর্থ্যও নেই। তখন আল্লাহ্ জবাবে বলেন ঃ আমার বান্দাহ সত্য কথাই বলেছে— আমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, আর আমার ছাড়া কারো কোনো শক্তি-সামর্থ্যও নেই। (ইবনে মাযাহ)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - اِنَّهٗ قَالَ : يَاعِبَادِىْ اِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ - وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ - يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهٗ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمُكُمْ - يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلَّا مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ - يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ وَاَغْفِرْ لَكُمْ يَاعِبَادِىْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْ ضُرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَلَنْ تَبْلُغُوْ اِنْفِعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَازَادَ ذٰالِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا - يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَ كُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْ عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَانَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا - يَاعِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسِكُمْ

وَجِنَّكُمْ قَامُوْفِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسْئَالُوْ نِىْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْئَالَتَهُ مَانَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِ اِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ - يَاعِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا - فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرًا ذَالِكَ فَلَا يَلُوْا مَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ -

হযরত আবু জার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স) থেকে এবং তিনি আল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! আমি জুলুম করাকে আমার জন্যে হারাম করেছি। তোমাদের পরস্পরের জন্যও তা হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের প্রতি জুলুম করো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হেদায়েত দান করি, সে ছাড়া আর সবাই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার কাছে হেদায়েত চাও, আমি তোমাদের হেদায়েত দান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই উলঙ্গ। তবে সে ছাড়া যাকে আমি পোশাক দান করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পোশাক চাও, আমি তোমাদের পোশাক দান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন গোনাহ্ করছ। আমি সকল গোনাহ্ মাফ করে থাকি। তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের মাফ করে দেবো। হে আমার বান্দারা! আমরা কোনো ক্ষতি করার সাধ্য তোমাদের নেই, আর আমার কোনো উপকার করার সামর্থ্যও তোমাদের নেই। হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সকল মানুষ আর সকল জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে পরহেযগার লোকটির মতো খোদাভীরু হেয় যায় তাতে আমার সাম্রাজ্যের কোনো বৃদ্ধি বা উন্নতি হবে না। হে আমার বান্দারা! আর যদি তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সকল মানুষ আর জ্বিন মিলে তোমাদের মধ্যকার সবচাইতে খারাপ লোকটির মতো খারাপ হয়ে যায় তবে তাতেও আমার সাম্রাজ্যের কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের পূর্ব ও পরবর্তীকালের সকল মানুষ আর সকল জ্বিন যদি একত্র হয়ে আমার কাছে (ইচ্ছামতো) চায় আর আমি যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইচ্ছানুসারে দান করি, তবে সূচাগ্রে সমুদ্র থেকে যতটুকু পানি কমায়, ততটুকু পরিমাণ আমার ভাণ্ডার থেকে কিছুই কমবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের সমস্ত আমল আমি গুণে গুণে রেকর্ড করে রাখছি। অতঃপর তোমাদেরকে পরিপূর্ণ বিনিময় দান করব। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কল্যাণ লাভ করে, সে যেন আল্লাহ্র শোক আদায় করে। আর যার ভাগ্যে অন্য কিছু ঘটবে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকেও তিরস্কার না করে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হযরত আবু জার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লার ঘোষণা দেয় এবং এরই ওপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لِّى فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدً بَعْدَكَ - قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِيْمُ -

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাকাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আরজ করলাম,

হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা দান করুন যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি আমাকে বললেন ঃ বলো 'আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম'। অতঃপর এই কথার উপর অটল-অবিচল হয়ে রইলাম। (মুসলিম)

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارِ -

হযরত উবাদা বিন ছামেত (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল। তার জন্যে আল্লাহ্ দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ، قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَاالْمُوْجِبَتَانِ ؟ قَالَ مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দুটি বিষয় অপর দুটি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হুজুর সে দুটি বিষয় কি? নবী করীম (স) বললেন ঃ যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকেও শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই দোযখে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকেও শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। (মুসলিম)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا للّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হযরত ওসমান বিন আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে এই বিশ্বাস নিয়ে মরবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। (মুসলিম)

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَفَتِيْحُ الْجَنَّةِ - شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বেহেশতের চাবি হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দেওয়া। (আহমদ)

২. নামায

কুরআন

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ۭ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

(৩৭) তখন আদম তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল, তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তার এ তওবা কবুল করলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (১৮৬) হে নবী! আমার বান্দাহ যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি সন্নিকটে। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে। (৪৫) ধৈর্য ও নামাযের সাহায্য গ্রহণ করো, নামায নিঃসন্দেহে একটি শক্ত কাজ; কিন্তু সে অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়; (৪৬) যারা মনে করে যে, তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) নামায কায়েম করো, যাকাত দাও; আর যারা আমার সম্মুখে অবনত হয়, তাদের সাথে মিলিত হয়ে তুমিও নতি স্বীকার করো। (সূরা আল-বাকারা)

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞

নামায কায়েম করে আর যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমাদের পথে) খরচ করে। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৩)

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۞

(হে নবী!) আমার যেসব বান্দাহ ঈমান এনেছে, তাদেরকে বলো, তারা যেন নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যা কিছু দান করেছি, তা থেকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে (কল্যাণের পথে) ব্যয় করে। —সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন না বেচা-কেনা হবে, না কোনোরূপ বন্ধুত্ব রক্ষার কাজ হতে পারবে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩১)

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۞

তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও আর তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাকো। আমরা তোমার কাছে কোনো রিযিক চাইনা, রিযিক তো আমরাই তোমাকে দিচ্ছি। আর শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যই হয়ে থাকে। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৩২)

... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۞ ... وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ... ۞ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۞

(৩৪)... আর (হে নবী!) সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে; (৩৫) .... এবং যারা নামায কায়েম করে ...। (৪১) এরা সে সব লোক, যাদেরকে আমরা যদি জমিনে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যাবতীয় ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ নিষেধ করবে। আর সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্‌র হাতে। (সূরা আল-হাজ্জ)

... وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ .... ۞

.... আর নামায আদায় করো। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্‌র যিকির এর চেয়েও অধিক বড় জিনিস।... (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৪৫)

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(৪) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে। (৫) এ লোকেরাই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে সঠিক হেদায়েতের পথে রয়েছে এবং এরাই কল্যাণ লাভে ধন্য হবে। (সূরা লুকমান)

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

(১৫) আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি তো সে লোকেরা ঈমান আনে, যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা সিজদায় অবনত হয় ও নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। (সিজদা) (১৬) তাদের পিঠ বিছানা হতে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডাকে আশঙ্কা ও আশাবাদ সহকারে। আর যা কিছু রিযিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে খরচ করতে থাকে। (সূরা আস্‌-সাজদাহ্)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

(৪১) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌কে খুব বেশি করে স্মরণ করো (৪২) এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকো। (সূরা আল-আহযাব)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ اٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

(১৫) অবশ্য মুত্তাকী লোকেরা সেদিন বাগ-বাগিচায় ও ঝর্ণাধারাসমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে। (১৬) তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে যা কিছুই দেবেন, তা সানন্দে তারা গ্রহণ করতে থাকবে। নিশ্চয়ই তারা সে দিনটির আগমনের পূর্বে সদাচারী ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিল। (১৭) তারা রাতে খুব কম সময়ই শয়ন করত। (১৮) এবং তারাই রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত। (সূরা আল-যারিয়াত)

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝

(২২) কিন্তু সেসব লোক (এই জন্মগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত) যারা নামায আদায়কারী; (২৩) যারা নিজেদের নামায রীতিমতো আদায় করে। (সূরা আয-মাআরিজ)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

(৫৫) তোমরা আল্লাহ্‌কেই ডাকো, কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে ও চুপেচুপে। নিঃসন্দেহে তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (২০৫) (হে নবী!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করতে থাকো, হৃদয়ে বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ ধ্বনিতেও। তুমি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা চরম গাফিলতীর মধ্যে পড়ে আছে। (সূরা আল-আরাফ)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (২) যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। (সূরা আল-মু'মিনুন)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ... ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাড়বে, তখন তোমরা নিজেদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথার ওপর হাত ঘুরাবে এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুবে।.....

(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৬)

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ... ۝ سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ... ۝ ... وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্‌র। যেদিকে তুমি মুখ ফেরাবে, সে দিকেই আল্লাহ্‌র সত্তা বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশালতার অধিকারী ও সর্ববিষয়ে অবহিত (১৪৮) প্রত্যেকের জন্য একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। কাজেই তোমরা প্রতিযোগিতার সাথে কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই থাকবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিশ্চয়ই পাবেন।

কোনো জিনিসই তার শক্তি বহির্ভূত নয়। (১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; ... (১৪২) নির্বোধ লোকেরা অবশ্যই বলবে ঃ এদের কি হয়েছে, প্রথমে যে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল তা থেকে সহসা কেন ফিরে গেল ? (হে নবী!) এদের বলে দাও, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্‌র,... (১৪৩) .... পূর্বে তোমরা যেদিকে মুখ করে দাঁড়াতে, তাকে আমরা শুধু এ জন্য কিবলারূপে নির্দিষ্ট করেছি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়, তাই আমরা দেখতে ও জানতে চাই। এ ব্যাপারটি মূলত বড় কঠিন, কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত দানে সুপথগামী করেছেন, তাদের পক্ষে এটা কিছুমাত্র কঠিন প্রমাণিত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করে দেবেন না। নিশ্চিত জানিও যে, তিনি তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান। (১৪৪) তোমার বারবার আকাশের দিকে ফেরে তাকানোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন তোমার মুখ আমরা সে কিবলার দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো। এখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। অতঃপর তুমি যেখানেই থাকনা কেন, এর দিকেই মুখ করে তুমি নামায আদায় করতে থাকবে। আর এ সব লোক, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে, তারা ভালো করেই জানে যে, (কেবলা পরিবর্তনের) এ নির্দেশ তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে এবং এটি সত্য। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা যা কিছু করছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন। (১৪৫) এ সব আহলে কিতাবের কাছে তোমরা যে-কোনো নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, এদের পক্ষে তোমাদের কিবলার অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর তোমাদের পক্ষেও তাদের কিবলা মেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে না। এদের কোনো একটি দলই অপর দলের কিবলার অনুসরণ করতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান পৌচেছে, এর পরও যদি তোমরা তাদের ইচ্ছা-অভিরুচি ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করো, তবে নিশ্চিতরূপে তোমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা বাকারা)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَ
لْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ... ۝

(১০১) আর তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোনো দোষ নেই। (বিশেষত) কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশঙ্কা হবে। কেননা তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। (১০২) (হে নবী!) তুমি যখন মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) নামাযে তাদের ইমামতি করার জন্য দাঁড়াবে, তখন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সঙ্গে দাঁড়াবে এবং অস্ত্র নিয়ে থাকবে। তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করবে তখন তারা পিছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল— এখনো যারা

নামায আদায় করেনি— এসে তোমার সাথে নামায আদায় করবে এবং তারাও সতর্ক থাকবে ও নিজেদের অস্ত্র সঙ্গে রাখবে। কেননা কাফেররা সুযোগ সন্ধান করছে; তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে একটু অসতর্ক হলেই তারা আকস্মিকভাবে তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু তোমরা যদি বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও কিংবা অসুস্থ হও, তবে অস্ত্র সংবরণ করায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক থাকবে। .... (সূরা আন্-নিসা)

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত করো। বিশেষত এমন নামায যা নামাযের যাবতীয় সৌন্দর্যের সমন্বয়। আল্লাহ্‌র সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত ভৃত্য দণ্ডায়মান হয়ে থাকে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৮)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

সাবধান তোমরা নামায কায়েম করো দিনের দু' প্রান্ত সময় এবং কিছুটা রাত হওয়ার পর। আসলে ন্যায় কাজকর্ম সকল অন্যায় কাজকে দূর করে দেয়। বস্তুত এ একটি মহাস্মারক— সে লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে অভ্যস্ত। (সূরা হুদ ঃ ১১৪)

... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝

.... এবং তোমার তারীফ-প্রশংসা সহকারে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তসবীহ করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও এর অস্ত যাওয়ার পূর্বে এবং রাতের বিভিন্ন সময়েও এবং তসবীহ করো দিনের প্রান্তগুলোতেও, সম্ভবত এতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। (সূরা ত্বাহা ঃ ১৩০)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (২) যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। (সূরা আল-মুমিনূন)

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝

তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই, যে জ্ঞান লাভ করতে কিংবা শোকর গুজার হতে চায়। (সূরা আল-ফুরক্বান ঃ ৬২)

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

(১৭) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা (তসবিহ্) করো প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও সকালে। (১৮) আসমান ও জমিনে তাঁরই জন্য প্রশংসা। আর (তাঁর) মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো দিনের তৃতীয় প্রহরে এবং তোমাদের সামানে যখন যোহরের সময় উপস্থিত হয়।
(সূরা আর রূম)

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

(৭৮) নামায আদায় করো সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার আসন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত। আর ফজরে কুরআন পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন করো; কেননা ফজরের কুরআন পাঠে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে। (৭৯) আর রাতে বেলা তাহাজ্জুদ পড়ো। এটি তোমার জন্য নফল। সেদিন দূরের নয়, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহ্‌মুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। (সূরা বনী ইসরাঈল)

... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۝

(৩৯) ... এবং তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর তসবীহ্ করতে থাকো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (৪০) আর রাতে আবার তাসবীহ্ করো আর সিজদায় অবনত হওয়া থেকে অবসর গ্রহণের পরও।

... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

(৪৮) ... তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হামদ সহকারে তাঁর তসবীহ্ করবে। (৪৯) রাতের বেলাও তাঁর তসবীহ্ করতে থাকো এবং তারকাসমূহ যখন অস্তমিত হয়ে যায়, সে সময়ও। (সূরা আত্-তূর)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

আর যারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে। (সূরা আল-মা'আরিজ ঃ ৩৪)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝

(২৫) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাম সকাল-সন্ধ্যা স্মরণ করো। (২৬) রাতের বেলায় তাঁর হুযুরে সিজদায় অবনত হও আর রাতের দীর্ঘ সময়ে তাঁর তসবীহ্ করতে থাকো।

(সূরা আদ-দাহর)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۖ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(৯) হে ঈমান আনয়নকারী লোকেরা! জুম'আর দিনে যখন নামাযের জন্য তোমাদেরকে ডাকা হয়, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ করো। এটি তোমাদের জন্য অতীব উত্তম— যদি তোমরা জানো। (১০) তারপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহ্‌কে খুব বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-জুম'আ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাকো, তখন নামাযের কাছেও যেও না। নামায তখন আদায় করবে, যখন তোমরা কি বলছ, তা সঠিকভাবে জানতে পারবে। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করে নেবে। কিন্তু যদি পথ অতিক্রমকারী অবস্থায় থাকো, তবে অবশ্য অন্যরূপ হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় কিংবা পথিক অবস্থায় থাকো, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পেশাব-পায়খানা থেকে ফিরে আসে কিংবা তোমরা যদি যৌন মিলন করে থাকো আর তারপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ করো; আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে নম্রতা অবলম্বনকারী ও অতীব ক্ষমাশীল। (সূরা আন্-নিসা ঃ ৪৩)

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

ভয়ের সময়ে পদাতিক কিংবা আরোহী— যে অবস্থায়ই হোক না কেন নামায আদায় করো। অতঃপর শান্তি স্থাপিত হলে আল্লাহকে সে নিয়মেই স্মরণ করো যা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা তোমরা ইতঃপূর্বে মোটেই জানতে না। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৯)

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى ۝

তুমি নিজের কথা সোচ্চারেই বলো না কেন, তিনি তো চুপিসারে বলা কথাও— বরং তদপেক্ষা গোপন ও নিঃশব্দের কথাও— জানেন। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৭)

... وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ۝

.... আর নিজের নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়বে আর না খুব নিম্নস্বরে। এ দুই ধরনের মধ্যবর্তী মাত্রার ধ্বনিই অবলম্বন করো। (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ১১০)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُونَ قَالُوا سَلٰمًا ۝ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝

(৬৩) রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা যারা জমিনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় যে, তোমাদের প্রতি সালাম; (৬৪) যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমীপে সিজদায় নত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে। (সূরা আল-ফুরক্বান)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝

(৪) পরন্তু ধ্বংস সেই মুসল্লীদের জন্য, (৫) যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিলতি প্রদর্শন করে, (৬) যারা লোক দেখানোর কাজ করে। (সূরা আল-মাউন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

(১) সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। (২) যিনি পরম দয়াময় নিরতিশয় মেহেরবান। (৩) এবং বিচারদিনের মালিক। (৪) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সঠিক সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন করো। (৬) ঐসব লোকের পথ— যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। (৭) যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়। (সূরা আল-ফাতিহা)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ ... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(২৫৫) আল্লাহ্ সে চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তারই। কে এমন আছে, যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাহদের সম্মুখে রয়েছে, তাও তিনি জানেন আর যা কিছু তাদের অগোচরে, সে সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কোনো জিনিসই তাদের (লোকদের) জ্ঞান-সীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে দান করতে চান (তবে অন্য কথা)। তাঁর কর্তৃত্ব সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নয় যা তাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা। (২৮৬)..."হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! ভুল ভ্রান্তিবশত আমাদের যা কিছু ক্রটি হয়, এর জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিও না। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমাদের ওপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেরূপ পূর্বগামী লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিও না। আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো; আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করো, তুমিই আমাদের মাওলা— আশ্রয়দাতা। কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। (সূরা বাকারা)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ

بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

(৮) (তারা আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে থাকে) "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি যখন আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে চালিয়েছ (তখন) তুমি আর আমাদের মনে কোনো প্রকার বক্রতা ও কুটিলতার সৃষ্টি করে দিও না। আমাদেরকে তোমার মেহেরবানীর ভাণ্ডার থেকে অনুগ্রহ দান করো, কেননা প্রকৃত দয়াবান তুমিই। (২৬) বলো ঃ হে আল্লাহ, সমস্ত রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান করো আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা কেড়ে লও। যাকে চাও সম্মানিত করো আর যাকে চাও অপমানিত লাঞ্ছিত করো। সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ তোমারই এখতিয়ারে, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান। (২৭) রাতকে দিনের মধ্যে তুমিই শামিল করে দাও, আবার দিনকেও শামিল করে দাও রাতের মধ্যে। তুমিই জীবন্ত জিনিস থেকে নির্জীব জিনিস বের করো, আর জীবনহীন জিনিস হতে বের করো জীবন্ত জিনিস। আর তুমি যাকে চাও, বেহিসাব পরিমাণে রিযিক দান করো। (১৯১) ... (তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠে) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এসব কিছু তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কাজের বাতুলতা হতে পবিত্র। অতএব হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! দোজখের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও। (১৯২) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি যাকে দোজখে নিক্ষেপ করেছ, তাকে বড়ই অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছ। তা ছাড়া এসব জালিমের সাহায্যকারীও কেউ হবে না। (১৯৩) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেতে পেয়েছি, যে ঈমানের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিল (এবং বলছিল ঃ) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে মেনে নেও। আমরা তার দাওয়াত কবুল করেছি; অতএব হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! যে অপরাধ আমরা করেছি তা ক্ষমা করো, আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে, তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সঙ্গে আমাদের শেষ পরিণতি সম্পন্ন করো। (১৯৪) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের জন্য যে ওয়াদা করেছ, তা পূর্ণ করো এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে লজ্জার কবলে নিক্ষেপ করো না। এটা নিঃসন্দেহ যে, তুমি কখনোই ওয়াদা খেলাফকারী নও। (সূরা আলে-ইমরান)

وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

(হে মুহাম্মদ!), বলো ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! মাফ করো, রহম করো, তুমি সব দয়াবানের চেয়ে অতি উত্তম দয়াবান। (সূরা আল-মু'মিনূন ঃ ১১৮)

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝ وَاغْفِرْ لِأَبِيْٓ إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

(৮৩) (অতপর ইবরাহীম দো'আ করলঃ) "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাকে 'হুকুম' (জ্ঞান-বুদ্ধি) দান করো আর আমাকে নেককার লোকদের সাথে মিলিত করো। (৮৪) আর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে আমাকে সত্যিকার খ্যাতি দান করো। (৮৫) এবং আমাকে নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শামিল করো। (৮৬) আরও নিবেদন এই যে, আমার পিতাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয়ই তিনি গুমরাহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (৮৭) এবং সে দিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যেদিন সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে; (৮৮) যেদিন না ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি; (৮৯) তবে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিবেদিত অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হবে তার কথা স্বতন্ত্র। (সূরা আশ-শু'আরা)

وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

(৮০) (আর দো'আ করো ঃ) হে পরোয়ারদিগার! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও, সত্যতা সহকারে নিয়ে যাও আর যেখান হতেই তুমি আমাকে বের করো, সত্যতার সাথেই বের করো। আর তোমার পক্ষ থেকে একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্র শক্তিকে তুমি আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (৮১) আর ঘোষণা করে দাও, সত্য এসে গেছে এবং বাতিল নির্মূল হয়েছে; বাতিল তো বিলুপ্ত হওয়ার জন্যই। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

(১) বলো, আমি আশ্রয় চাই সকালবেলার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে, (২) সেসব জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন; (৩) আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় (৪) এবং গিরায় ফুঁকদানকারী (বা ফুঁকদানকারিণী)-এর অনিষ্ট থেকে (৫) ও হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও, যখন সে হিংসা করে। (সূরা আল-ফালাক)

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

(১) বলো, আমি পানাহ চাই মানুষের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, (২) মানুষের বাদশাহ, (৩) মানুষের প্রকৃত মা'বুদের কাছে, (৪) বার বার ফিরে আসা অসঅসাকারীর অনিষ্ট থেকে— (৫-৬) যে লোকদের অন্তরে অস্অসার উদ্রেক করে, সে জ্বিনের মধ্য থেকে হোক, কি মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা আন-নাস)

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝

তারা বলবে, আমরা নামায আদায়কারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না।
(সূরা আল-মুদ্দাসসির ঃ ৪৩)

... رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(৪) .... (আর ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রার্থনা ছিল এই ঃ) "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তোমার ওপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রেখেছি, তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৫) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য 'ফেতনা' বানিয়ে দিও না। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের অপরাধগুলোকে মাফ করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল-মুমতাহানা)

يٰسٓ ۝ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلٰلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ ۝ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ ۝ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّأَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ فِيْ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۝ قَالُوْا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۝ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ۝ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ قَالُوْا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝ قَالُوْا طٰئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّايَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً إِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۝ إِنِّيْٓ إِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ إِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۝ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ

الْمُكْرَمِينَ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۝ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً
وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ۝ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ أَلَمْ
يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝
وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ سُبْحَانَ
الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ
نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا
اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝ إِلَّا رَحْمَةً
مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَمَا
تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يَنْسِلُونَ ۝ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝ إِنْ
كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ
إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَ
رَائِكِ مُتَّكِئُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ۝ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ
أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۝ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَ
أَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝ هَٰذِهِ
جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ

يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۗ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ۗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ أَنْشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهٗٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

(১) ইয়া-সীন। (২) বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ; (৩) তুমি নিঃসন্দেহে রাসূলগণের একজন; (৪) সরল সঠিক পথের অনুসারী। (৫) (এ কুরআন) প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময় সত্তার তরফ থেকে নাযিল করা কিতাব, (৬) —যেন তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করতে পারো যাদের বাপ-দাদাকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণেই তারা গাফিলতির মধ্যে পড়ে আছে। (৭) এদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযোগী হয়েছে; এজন্য তারা ঈমান আনে না। (৮) আমরা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যাতে তাদের থুতনি পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে। এজন্য তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। (৯) আমরা একটি প্রাচীর তাদের সামনে দাঁড় করে দিয়েছি আর একটি প্রাচীর তাদের পেছনে। আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১০) তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্য সমান; তারা মানবে না। (১১) তুমি তো সাবধান করতে পারো সে ব্যক্তিকে, যে উপদেশ মেনে চলে এবং অদেখা দয়াবান আল্লাহ্‌কে ভয় করে। তাকে মার্জনা ও সম্মানজনক প্রতিফলের সুসংবাদ দিয়ে দাও। (১২) আমরা নিশ্চিতই একদিন মৃতদেরকে জীবন্ত করব। তারা যেসব কাজ করেছে, তা সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রতিটি জিনিসই আমরা একটি উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। (১৩) দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদেরকে সে জনবসতির কাহিনী শোনাও, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিল। (১৪) আমরা তাদের প্রতি দু'জন রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তারা সে দু'জনের ওপরই মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতপর আমরা তৃতীয় জনকে সাহায্যের জন্য পাঠালাম। তখন তারা সকলেই বলল ঃ "আমরা তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" (১৫) জনবসতির লোকেরা বলল ঃ "তোমরা আমাদের মতো কয়জন মানুষ ছাড়া তো কিছুই নও। আর দয়াবান

আল্লাহ আদৌ কোনো জিনিস নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছ।" (১৬) রাসূলগণ বলল ঃ "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জানেন, আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি (১৭) এবং সুস্পষ্ট পয়গাম পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। (১৮) জনবসতির লোকেরা বলতে লাগল ঃ "আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের কাছে তোমরা বড়ই মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করবে।" (১৯) রাসূলগণ জবাব দিল ঃ "তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তো তোমাদের নিজেদের সঙ্গেই লেগে রয়েছে। এসব কথা কি তোমরা এজন্য বলছ যে, তোমাদেরকে নসীহত করা হয়েছে ? আসল কথা হলো, তোমরা বড়ই সীমালংঘনকারী লোক। (২০) ইতিমধ্যে শহরের উপকণ্ঠ হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো; সে বললো ঃ 'হে আমার জাতির লোকেরা! রাসূলগণের আনুগত্য কবুল করো, (২১) মেনে চলো সে লোকদেরকে যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান বা মজুরী চায় না এবং সঠিক পথে রয়েছে। (২২) আমি কেন সে সত্তার বন্দেগী করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে ? (২৩) তাঁকে ছেড়ে আমি কি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেবো ? অথচ করুণাময় আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তাহলে না তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসতে পারে, আর না তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারে। (২৪) আমি যদি তা করি, তাহলে আমি সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়ব। (২৫) আমি তো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও। (২৬) (শেষ পর্যন্ত তারা সে ব্যক্তিকে হত্যা করল আর) এ ব্যক্তিকে বলে দেওয়া হলো যে, 'প্রবেশ করো জান্নাতে'। সে বলল ঃ "হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারত (২৭) আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য করেছেন!" (২৮) অতপর তার জাতির ওপর আমরা আসমান থেকে কোনো সৈন্যবাহিনী পাঠাইনি এবং সৈন্যবাহিনী পাঠাবার কোনো প্রয়োজনও আমার ছিল না। (২৯) ব্যস, একটি প্রচণ্ড ধ্বনি হলো আর সহসা তারা সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাহদের অবস্থার জন্য বড়ই আফসোস! তাদের কাছে যে রাসূলই এলো, তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপই করতে থাকল। (৩১) তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠীকেই না ধ্বংস করেছি, তারপর তারা আর তাদের কাছে ফিরে আসেনি ? (৩২) তাদের সকলকেই তো একদিন আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৩৩) এ লোকদের জন্য নিষ্প্রাণ জমিন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমরা তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে ফসল উৎপাদন করেছি, যা এরা খেয়ে থাকে। (৩৪) আমরা তাতে খেজুর ও আংগুরের বাগান তৈরি করেছি এবং তার মধ্য থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি, (৩৫) যেন তারা এর ফল খেতে পারে। এসব কিছু তাদের নিজেদের হাতের বানানো নয়। তাহলে এরা কেন শোকর আদায় করে না ? (৩৬) পুত-পবিত্র সে সত্তা, যিনি সব রকমের জোড়া পয়দা করেছেন, তা জমিনের উদ্ভিদেরই হোক অথবা তাদের নিজেদের প্রজাতিরই (মানব জাতির) হোক কিংবা সে সব জিনিসের হোক, যা তারা জানেও না। (৩৭) এদের জন্য আর একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত। আমরা এর ওপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই, তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়। (৩৮) আর সূর্য, সে নিজের মঞ্জিলের দিকে চলে যাচ্ছে। এটি মহাপরাক্রান্ত জ্ঞানবান সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসেবে। (৩৯) আর চাঁদও, এর জন্য আমরা মঞ্জিলসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। সে সেগুলো অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত খেজুরের শুষ্ক শাখার মতো থেকে যায়। (৪০) সূর্যের ক্ষমতা নেই যে, সে চাঁদকে ধরে ফেলে আর না রাত দিনকে

ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে। সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। (৪১) এদের জন্য এটিও একটি নিদর্শন যে, আমরা এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় সওয়ার করে দিয়েছি। (৪২) এবং তারপর তাদের জন্য অনুরূপ আরও অনেক নৌকা বানিয়ে দিয়েছি, যাতে এরা সওয়ার হয়ে থাকে। (৪৩) আমরা চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন এদের ফরিয়াদ শোনার কেউ থাকে না এবং এরা কোনোক্রমেই রক্ষা পেতে পারেনি। (৪৪) একমাত্র আমাদের রহমতই তাদেরকে কিনারায় পৌছে দেয় এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান করে। (৪৫) এ লোকদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে, তা থেকে আত্মরক্ষা করো আর যা তোমাদের পেছনে চলে গেছে, সম্ভবত তোমাদের প্রতি রহম করা হবে (তখন এরা এক কান দিয়ে শোনে আর অপর কান দিয়ে বের করে দেয়)। (৪৬) এদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মধ্য হতে যে নিদর্শনই এদের সামনে আসে, এরা সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। (৪৭) আর এদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ যে রিযিক তোমাদেরকে দান করেছেন, তা থেকে কিছু আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো, তখন কুফরীতে লিপ্ত এ লোকরা ঈমানদার লোকদেরকে জবাব দেয় ঃ "আমরা কি তাদেরকে খাওয়ার যাদেরকে আল্লাহ্ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন ? তোমরা তো একেবারেই বিভ্রান্তির কবলে পড়েছ।" (৪৮) এ লোকেরা বলেঃ "এই কেয়ামতের হুমকি কবে পুরা হবে ? বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (৪৯) আসলে এ লোকেরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে তাহ্লো একটি প্রচণ্ড শব্দ, যা সহসাই এসে ঠিক সময় মতোই তাদেরকে আঘাত হানবে যখন তারা (নিজেদের বৈষয়িক ব্যাপারে) ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে। (৫০) তখন তারা অসীয়ত পর্যন্ত করতে পারবে না এবং নিজেদের ঘরেও ফিরে আসতে পারবে না। (৫১) তারপর একবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে আর সহসা তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেদের কবরগুলো থেকে বের হয়ে পড়বে। (৫২) ভীত শংকিত হয়ে বলবে ঃ "হায়রে! কে আমাদেরকে আমাদের শয়ন-কক্ষ থেকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ?" —"এটা সে জিনিস, দয়াময় আল্লাহ্ যার ওয়াদা করেছিলেন আর নবী-রাসূলগণের কথা তো সত্যিই ছিল। (৫৩) একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে আর সকলকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে দেওয়া হবে। (৫৪) আজ কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না আর তোমাদেরকে তেমনি প্রতিফল দেওয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করছিলে। (৫৫) আজ জান্নাতীরা— মজা লুটার কাজে মশগুল হয়ে আছে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ায় রাজকীয় আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসে আছে। (৫৭) সব রকমের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্য সেখানে মওজুদ আছে। তারা যা কিছুই চাইবে, তাই তাদের জন্য প্রস্তুত আছে। (৫৮) দয়াময় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের (আল্লাহ্র) তরফ থেকে তাদেরকে 'সালাম' বলা হয়েছে। (৫৯) —আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে হেদায়েত করিনি যে, তোমরা শয়তানের বন্দেগী করবে না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, (৬১) আর আমারই বন্দেগী করবে; এ-ই সরল-সঠিক পথ ? (৬২) কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্য থেকে এক বিরাট সংখ্যক লোককে গুমরাহ করে দিয়েছে। তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল না ? (৬৩) এটি সে জাহান্নাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল। (৬৪) তোমরা দুনিয়ায় যে কুফরী করেছিলে এর প্রতিফল হিসেবে এখন এর ইন্ধন হও। (৬৫) আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে আর এদের পা'গুলো সাক্ষ্য দেবে যে, এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করছিল। (৬৬) আমরা চাইলে এদের চক্ষু-দীপ নিভিয়ে দিতে পারতাম।

তখন এরা পথে বের হয়ে দেখত— কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে ? (৬৭) আমরা চাইলে তাদেরকে তাদেরই স্থানে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যে, এরা না সামনের দিকে চলতে পারত, না পিছনে ফিরে আসতে পারত। (৬৮) যে ব্যক্তিকে আমরা দীর্ঘ জীবন দান করি, তার দেহ-কাঠামোকেই আমরা বদলিয়ে দেই। (এ অবস্থা দেখে) তাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না কি ? (৬৯) আমরা তাকে (নবীকে) কবিত্ব শেখাইনি– না কবিত্ব তার পক্ষে শোভনীয় হতে পারে। এ তো একটি নসীহত ও স্পষ্ট পাঠযোগ্য কিতাব (৭০) –যেন এটি এমন প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকেই সতর্ক করে দিতে পারে, আর অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল হতে পারে। (৭১) এ লোকেরা কি দেখে না যে, আমরা আমাদের নিজ হাতে তৈরি জিনিসগুলোর মধ্য থেকে এদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি, আর এখন তারা এ সবের মালিক! (৭২) আমরা এগুলোকে এমনভাবে তাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছি যে, এদের কোনোটির ওপর এরা সওয়ার হয়, কোনোটির গোশত খায়। (৭৩) আর এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নানা রকমের কল্যাণ ও পানীয় রয়েছে। তাহলে তারা শোকর গুযার হয় না কেন ? (৭৪) এসব কিছু হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে আর এ আশা পোষণ করছে যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে। (৭৫) এরা এ লোকদের কোনো সাহায্যই করতে পারেনি; বরং উল্টা এ লোকেরাই তাদের জন্য সদাপ্রস্তুত সৈন্যরূপে উপস্থিত হয়ে আছে। (৭৬) কাজেই এ লোকেরা যেসব কথা বলে তা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত না করে। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কথাই আমরা জানি। (৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি করেছি ? অতপর সে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে। (৭৮) এখন সে আমাদের ওপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলে ঃ "এ অস্থিগুলো যখন জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে তখন এগুলোকে আবার জীবন্ত করবে কে ?" (৭৯) তাকে বলো ঃ এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে পয়দা করেছিলেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন। (৮০) তিনিই তোমাদের জন্য শ্যামল সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা দ্বারা নিজেদের চুলা ধরাও। (৮১) যিনি আসমান ও জমিন পয়দা করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? কেন নন ? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। (৮২) তিনি যখন কোনো জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি তাকে হুকুম করেন যে, হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়। (৮৩) পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব রয়েছে আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা ইয়া-সীন)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

তারপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহ্‌কে খুব বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-জুম'আ ঃ ১০)

হাদীস

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهٗ -

হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ যে এশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করেছে সে যেন অর্ধরাত নামায আদায় করেছে, অতঃপর যে ফযরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করেছে সে যেন পূর্ণ রাত নামায আদায় করেছে। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জামায়াতের সাথে নামায আদায়কারী একাকী নামায আদায় থেকে সাতশ' গুণ বেশি ফযিলতের অধিকারী। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ دَرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَّلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ -

হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যদি কোনো গ্রাম বা প্রান্তরে তিন ব্যক্তি থাকে, আর তারা জামায়াতে নামায আদায় না করে, তাহলে অবশ্যই তাদের ওপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার করবে। সুতরাং জামায়াত তোমাদের জন্যে অপরিহার্য। কেননা পাল ছাড়া পশু বাঘের শিকার হয়। (আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَلَا يَخْرُجْ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُصَلِّىْ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যখন মসজিদে অবস্থান করবে আর সেই অবস্থায় আযান হয়ে যাবে, তখন তোমরা নামায আদায় না করে সেখান থেকে বের হবে না। (আহমদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا مَافِى الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ اَقَمْتُ الصَّلٰوةَ الْعِسَاءَ وَاَمَرْتُ فِتْيَانِىْ - يُحَرِّقُوْنَ مَا فِى الْبُيُوْتَ بِالنَّارِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ (যারা জামায়াতে আসে নাই) তাদের ঘরে যদি শিশু-সন্তান ও নারীরা না থাকত, তাহলে আমি এশার নামায শুরু করে যুবকদেরকে পাঠিয়ে দিতাম; তাদের ঘরে যেন আগুন লাগিয়ে আসে। (আহমদ)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُا لَمَسْجِدَ فَاشْهَدُ وَالَهُ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন কাউকেও নিয়মিতভাবে মসজিদে হাজির হতে দেখবে তখন তোমরা তার মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য

দেবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মসজিদের আবাদ করে সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে।" (তিরমিযী)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَ كُمُ الْمَسْجِدَ وَبُيُوْ تُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্যে ঘরই উত্তম। (আবু দাউদ)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضَ اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِّنْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلٰوتِهٖ خَيْرًا -

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে নামায আদায় করবে তখন যেন সে তার নামাযের কিছু অংশ (অর্থাৎ সুন্নাত বা নফল) তার ঘরের জন্য রেখে দেয়। কেননা এই নামাযের কারণে আল্লাহ্ তার কল্যাণ দান করবেন। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ -

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামায আদায় করতেন, অতঃপর স্ত্রী লোকেরা নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়ে (ঘরে) ফিরতো অথচ অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْ يُؤَخِّرُوْا نَهَا عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَامُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ -

হযরত আবুযর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ হে আবুযর! কি অবস্থা হবে তোমার, যখন তোমার ওপর এরূপ শাসনকর্তা হবে যারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা তার (নামাযের) সময় থেকে তাকে পিছিয়ে দেবে? আমি বললাম ঃ (হে আল্লাহ্র রাসূল) আপনি আমাকে কি আদেশ দেন? তিনি বললেন ঃ নামায তার ঠিক সময় আদায় করবে, অতঃপর যদি তাদের সাথে তা পাও পুনরায় পড়বে। আর এটা হবে তোমার জন্যে নফল। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُاللّٰهِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নামাযের প্রথম

সময় (অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে আদায়) হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তোষ এবং শেষ সময় (নামায আদায়) হচ্ছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা। (অর্থাৎ এতে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না, গুনাহ থেকে বাঁচা যায় মাত্র)। (তিরমিযী)

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ اِنَّهٗ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِ كُمْ عِنْدَى الصَّلٰوةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَافِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ -

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর সমস্ত গভর্ণরদের কাছে এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, তোমাদের যাবতীয় দায়-দায়িত্বের মধ্যে নামাযই হলো আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে সাবধানতার সাথে নিজের নামায আদায় করল এবং নামাযের তত্ত্বাবধান করল সে যেন তার পূর্ণ দ্বীনের হেফাযত করল। আর যে নামাযের খেয়াল রাখল না তার পক্ষে অন্যান্য দায়িত্ব পালনে খেয়ানত আদৌ অসম্ভব নয়। (ইমাম মালেক)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَالِهٖ صَلٰوتُهٗ - فَاِنْ صَلُحَتْ اَفْلَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَبِرَ وَاِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ قَالَ الرَّبُّ اُنْظُرُ وْهَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَانْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرٌ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের ময়দানে বান্দাহকে সর্বপ্রথম তার নামাযের হিসাব দিতে হবে। যদি নামাযের প্রশ্নে বান্দা উত্তীর্ণ হতে পারে, তাহলে সে সফলকাম হবে। আর যদি সে নামাযের প্রশ্নে আটকে যায় তাহলে আর তার উপায় থাকবে না। তবে তার ফরজ নামাযে কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলবেন, আমার বান্দার নফল নামায আদায় করা থাকলে তা থেকে তার ফরজের ত্রুটি পূরণ করে দাও। অতঃপর তার যাবতীয় আমল সম্পর্কে উক্ত পন্থা গৃহীত হবে। (তিরমিযী)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ : مَنْ غَدَ اِلٰى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَابِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَابِرَايَةِ اِبْلِيْسَ -

হযরত সালমান ফারেসী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাযের দিকে গেল সে ঈমানের পতাকা নিয়ে গেল। আর যে ভোরে (নামায না আদায় করে) বাজারের দিকে গেল সে শয়তানের পতাকা নিয়ে গেল।
(ইবনে মাযাহ্)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَا قَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرِجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسَاءَ لُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَا هُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَا هُمْ يُصَلُّوْنَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে পরপর আসে একদল ফেরেশতা রাতে আর একদল ফেরেশতা দিনে এবং উভয়ে মিলিত

হয় ফজরের নামাযে ও আসরের নামাযে। অতঃপর উঠে যায় যারা তোমাদের মধ্যে ছিল। তখন এদের প্রতিপালক এদের জিজ্ঞেস করেন ঃ অথচ তিনি তাদের (বান্দাদের) অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে আসলে? প্রতি উত্তরে তাঁরা বলেন ঃ আমরা তাদের ছেড়ে এসেছি তখন তারা নামায আদায় করছিল এবং আমরা তাদের কাছে পৌঁছেছি তখনও নামায আদায় করছিল। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মোনাফেকদের পক্ষে ফজর ও এশা অপেক্ষা কোনো ভারী নামায নেই। যদি তারা জানত তার মধ্যে কি (গুরুত্ব) আছে তাহলে তারা তার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো। (বুখারী-মুসলিম)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ -

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো— নামায ত্যাগ করা। (মুসলিম)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ-

হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমাদের ও তাদের (মোনাফেকদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার আছে তা হলো নামায। সুতরাং যে নামায ত্যাগ করবে সে (প্রকাশ্যে) কাফের হয়ে যাবে। (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اَصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَا رْبَعًالَّا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ওটা মোনাফেকের নামায যে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে— যক্ষণ না সূর্য হলদে হয় এবং শয়তানের দু' শিংয়ের মধ্যখানে আসে, তখন উঠে চার ঠোকর মারে— তাতে আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে। (মুসলিম)

৩. যাকাত ও দান-সাদকা

কুরআন

وَاٰتَى الزَّكٰوةَ...... وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۞ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۞

(১৭৭)... এবং যাকাত আদায় করবে ... বস্তুত এরাই মুত্তাকী। (২১৫) লোকেরা জিজ্ঞেস করে ঃ আমরা কি খরচ করব ? উত্তরে বলো ঃ যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার

—২/২৯

জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য (অবশ্যই) খরচ করবে— আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত থাকবেন।

(সূরা আল-বাকারা)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

এই সাদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকিনদের জন্য আর তাদের জন্য— যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে এটা গলদেশের মুক্তিদানে, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে, আল্লাহ্র পথে ও পথিক-মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয; আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।

(সূরা আত্-তওবা ঃ ৬০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপাদন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্র পথে খরচ করো। এরূপ হওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্র পথে খরচ করার জন্য নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে নিতে চেষ্টা করবে। অথচ সে জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করতে কিছুতে রাজি হবে না। অবশ্য তা গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমরা যদি কিছুটা উপেক্ষা দেখাও তবে ভিন্ন কথা ? তোমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সবচেয়ে উত্তম গুণে বিভূষিত।

(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنفِقُونَ

فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ... ۝

(৯২) তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারো না, যতক্ষণ না তোমরা (আল্লাহ্র পথে) সে সব জিনিস ব্যয় ও নিয়োগ করবে, যা তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত রয়েছেন। (১৩৪) যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে— দুরবস্থায়ই হোক আর সচ্ছল অবস্থায়ই হোক...

(সূরা আলে-ইমরান)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ۝

তারা যখন খরচ করে; বেহুদা খরচ করে না, এবং কার্পণ্যও করে না, বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। (সূরা আল-ফুরক্বান ঃ ৬৭)

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى .... ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم

بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ

عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ۝ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ؗ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ
عَلِيْمٌ ۝

(২৬৩) একটু মিষ্টি কথা এবং কোনো অপ্রিয় ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখানো সে দান অপেক্ষা ভালো যার পিছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা। .... (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সে ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে আর না আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে, না পরকালের প্রতি। তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একটি পাথুরে চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তর পড়ে ছিল— এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে রইল। এ সব লোক দান-সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করা আল্লাহ্‌র রীতি নয়। (২৭৩) বিশেষভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হচ্ছে সেসব গরীব লোক, যারা আল্লাহ্‌র কাজে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবিকা উপার্জনের জন্য পৃথিবীতে কোনো চেষ্টা-যত্ন করতে পারে না। তাদের আত্ম-সম্মানবোধ ও মুখাপেক্ষীহীনতা দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল অবস্থার লোক বলে ধারণা করে। তুমি তাদের চেহারা দেখেই তাদের ভেতরকার অবস্থা বুঝতে পারো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদের ধরাধরি করে ভিক্ষা করার মতো লোক নয়; তাদের সাহায্যার্থে যা কিছু ধন-মাল তোমরা খরচ করবে তা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দৃষ্টি থেকে গোপন থাকবে না। (সূরা আল-বাকারা)

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

(২৪-২৫) যাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের একটা নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।
(সূরা আল-মা'আরিজ)

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ اِنْ تُبْدُوا
الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

(২৭০) তোমরা যা কিছুই খরচ করেছ আর যে মানত মেনেছ, আল্লাহ্ তা ভালোভাবেই জানেন; প্রকৃতপক্ষে জালিমদের কেউ সাহায্যকারী নেই। (২৭১) তোমরা তোমাদের দান-সদকা যদি প্রকাশ্যভাবে দাও, তবে তাও ভালো আর যদি গোপনে অভাবী লোকদেরকে দাও, তবে তা তোমাদের পক্ষে বেশি ভালো। এরূপ কাজের ফলে তোমাদের বহুসংখ্যক পাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমরা যা কিছুই করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এর খবর রাখেন। (সূরা আল-বাকারা)

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ .... ۝

(৩৮) আর সেসব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা নিজেদের ধন-মাল শুধু লোকদের দেখাবার ছলে ব্যয় করে থাকে ...। (সূরা আন-নিসা)

... وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝ ... وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(২৭২)... আর দান-খয়রাতে তোমরা যে মাল খরচ করো, তা তোমাদের নিজেদেরই জন্য কল্যাণকর। তোমরা এজন্যই তো খরচ করো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করবে। কাজেই তোমরা যেসব ধন-মাল দান-খয়রাতের ব্যাপারে খরচ করবে, এর পুরোপুরি প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের হক কখনও নষ্ট করা হবে না। (১১০)... যাকাত দাও আর তোমরা নিজেদের পরকালীন মুক্তির জন্য যা কিছু কল্যাণ অগ্রে পাঠিয়ে দেবে, তা আল্লাহ্‌র নিকট মওজুদ পাবে। বস্তুত তোমরা যা-ই করো না কেন, তা সবই আল্লাহ্‌র গোচরীভূত। (২৬৫) পক্ষান্তরে যারা নিজেদের ধন-মাল খালেসভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে, তাদের এ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন কোনো উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান রয়েছে, প্রবল বেগে বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফল ধরে, আর জোরে বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টির রেণুই এর জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। বস্তুত তোমরা যা করো, সবই আল্লাহ্‌র গোচরীভূত রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা)

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۚ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

এই মরুচারী বেদুঈনদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে আর যা কিছু খরচ করে, তাকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দিক থেকে রহমতের দো'আ লাভের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। হাঁ; তা অবশ্যই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৯৯)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

লোকদের অর্থের সাথে মিলিত হয়ে বৃদ্ধি পাবে এ জন্য তোমরা যে সুদ দাও, তা আল্লাহ্‌র কাছে বৃদ্ধি পায় না আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত এ (যাকাত) প্রদানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে। (সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

... وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

.... তোমরা যা কিছু খরচ করে ফেলো তার স্থলে তিনিই তোমাদেরকে আরো দেন। তিনি সব রিযিকদাতাদের চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা। (সূরা আস সাবা ঃ ৩৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝

যেসব লোক আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে বা গোপনে ব্যয় করে, তারা নিশ্চয়ই এমন এক ব্যবসায়ের জন্য আশাবাদী, যাতে কখনোই লোকসান হবে না। (সূরা ফাতির ঃ ২৯)

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝

যেসব পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সাদকা দিয়ে থাকে আর যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে শুভ ঋণ দিয়েছে, তাদেরকে নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে আর তাদের জন্য সর্বোত্তম সওয়াব রয়েছে। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ১৮)

... وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(১৬)... এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় করো, এটি তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হতে মুক্ত থাকল, শুধু সে-ই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে। (১৭) তোমরা যদি আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তবে তিনিই তোমাদেরকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ অতীব মর্যাদাদানকারী ও ধৈর্যশীল। (১৮) দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব কিছুই তিনি জানেন; তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বজয়ী, মহাবিজ্ঞানী।

(সূরা আত্-তাগাবুন)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী সকলেই পরস্পর সমভাবাপন্ন। তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভালো ও ন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ থেকে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। এ মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে ফাসেক। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৬৭)

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

(১০) এবং প্রার্থীকে তিরস্কার করবে না। (১১) আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নেয়ামতকে প্রকাশ করতে থাকবে। (সূরা আদ দুহা)

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧

(৭) আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস, (লোকদেরকে) দেওয়া থেকে বিরত থাকে।
(সূরা আল-মাউন)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٤٧

আর এদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ যে রিযিক তোমাদেরকে দান করেছেন, তা থেকে কিছু আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো, তখন কুফরীতে লিপ্ত এ লোকরা ঈমানদার লোকদেরকে জবাব দেয় ঃ "আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন ? তোমরা তো একেবারেই বিভ্রান্তির কবলে পড়েছ।" (সূরা আস্ সাজদাহ ঃ ৪৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١٢ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٣

(১২) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন রাসূলের সাথে গোপনে একাকী কথা-বার্তা বলবে, তখন কথা বলার পূর্বে কিছু সাদকা দিও। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পবিত্রতর। অবশ্য সাদকা দেওয়ার মতো যদি কিছুই তোমরা না পাও, তাহলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৩) তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে এ জন্য যে, একাকী কথা বলার পূর্বে তোমাদেরকে সাদকা দিতে হবে ? ঠিক আছে, তোমরা যদি তা না করো— আর আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে ক্ষমা করে দিলেন— তাহলে নামায কায়েম করতে থাকো, যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।
(সূরা আল-মুজাদালাহ)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝٤٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝٢٥٤ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٢٧٤

(৪৩) নামায কায়েম করো, যাকাত দাও; আর যারা আমার সম্মুখে অবনত হয়, তাদের সাথে মিলিত হয়ে তুমিও নতি স্বীকার করো। (২৫৪) হে ঈমানদারগণ! যা কিছু অর্থ-সম্পদ আমরা তোমাদেরকে দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করো, সে দিনটি উপস্থিত হওয়ার পূর্বে— যে দিন না ক্রয়-বিক্রয় হবে, না বন্ধুত্ব কোনো কাজে আসবে আর না চলবে কোনো সুপারিশ। প্রকৃত জালিম

তারাই, যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে। (২৭৪) যারা নিজেদের ধন-মাল রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিফল তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছেই প্রাপ্য রয়েছে এবং তাদের জন্য কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। (সূরা আল-বাকারা)

... وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

.... কিন্তু আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর তা আমি সে লোকদের জন্য লিখে দেবো যারা নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে, যাকাত দান করবে এবং আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৫৬)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

নামায কায়েম করে আর যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমাদের পথে) খরচ করে। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৩)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا .... ﴿٢٣﴾

(২২) তাদের অবস্থা এই হয় যে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের জন্যে তারা ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমাদের দেওয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করতে থাকে আর অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুত পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যেই নির্দিষ্ট। (২৩) অর্থাৎ তা এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও সেখানে প্রবেশ করবে .... (সূরা আর-রাদ)

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

(হে নবী!) আমার যেসব বান্দাহ ঈমান এনেছে, তাদেরকে বলো, তারা যেন নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যা কিছু দান করেছি, তা থেকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে (কল্যাণের পথে) ব্যয় করে। —সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন না বেচা-কেনা হবে, না কোনোরূপ বন্ধুত্ব রক্ষার কাজ হতে পারবে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩১)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

তুমি যদি তাদেরকে (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকগণকে) পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এই কারণে যে, তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের যে রহমত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী তা এখনও তালাশই করছ, তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও।

(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ২৮)

وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

আর তাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের জন্য স্বত্ব ও অধিকার ছিল।

(সূরা আল-যারিয়াত ঃ ১৯)

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

(৩০) (তখন নির্দেশ দেওয়া হবে) ঃ ধর লোকটিকে, এর গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। (৩২) আর তাকে সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও। (৩৩) সে লোকটি না মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান পোষণ করত (৩৪) আর না সে মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ দিত। (সূরা আয-হাক্কাহ)

... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

(৩৪) ... আর (হে নবী!) সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে; (৩৫) যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্র নামের উল্লেখ শুনতেই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, যে বিপদই তাদের ওপর আপতিত হয়, সে জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে। (৪১) এরা সে সব লোক, যাদেরকে আমরা যদি জমিনে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যাবতীয় ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ নিষেধ করবে। আর সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্র হাতে। (সূরা আল-হাজ্জ)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (২) যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। (৩) যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে। (৪) যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর থাকে। (সূরা আল-মু'মিনুন)

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

(২) এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াতসমূহ। (৩) এটি সে নেক্কার লোকদের জন্য হেদায়েত ও রহমত বিশেষ (৪) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে। (সূরা লুকমান)

.... وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

..... আর যা কিছু রিযিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে খরচ করতে থাকে।
(সূরা আস্ সাজদাহ ঃ ১৬)

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۖ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

(৮) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো না ? অথচ রাসূল তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছে। আর সে তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে যদি তোমরা বাস্তবিকই মেনে নিতে প্রস্তুত হও! (সূরা আল-হাদীদ)

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيْٓ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

(১০) যে রিযিক আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো— এর পূর্বে যে, তোমাদের কারও মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হয় আর তখন বলে যে, 'হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, তুমি আমাকে আরও কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন ? তাহলে আমি দান-সাদকা করতাম ও নেককার ও চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম। (১১) অথচ যখন কারো কর্ম সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত এসে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তাকে আর মোটেই অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন। (সূরা মুনাফিকুন)

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

(৭৯) (তিনি সে কৃপণ ধনশালী লোকদেরকে খুব ভালো করেই জানেন) যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে এবং তাদেরকে ঠাট্টা করে, যাদের কাছে (আল্লাহ্‌র পথে দান করার জন্য) কেবল তা আছে, যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেই দান করে । তাদের প্রতি বিদ্রূপকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্য সর্বাধিক শাস্তি রয়েছে। (৮০) হে নবী! তুমি এই লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না-ই করো, তুমি যদি সত্তর বারও তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আবেদন করো, তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ্ ফাসেক লোকদেরকে কখনো নাজাতের পথ দেখান না। (সূরা আত-তওবা)

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ اَلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

(২৬৬) তোমাদের কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, তার একটি শস্যশ্যামল বাগান হবে, তা ঝর্ণা ধারায় সিক্ত এবং খেজুর, আঙুর— সব রকমের ফলে ভরা হবে; আর ঠিক সে সময়— যখন সে নিজে বৃদ্ধ হলো ও তার অল্প বয়স্ক সন্তানগণ কোনো কাজের উপযুক্ত হয়নি— একটি উত্তপ্ত দ্রুতগামী হাওয়া লেগে তা জ্বালিয়া ভস্ম হয়ে যাবে ? এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর নিজের কথাগুলো তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা ও গবেষণা করো। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের কথা বলে ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করেন। আল্লাহ্ বড়ই উদারহস্ত ও সর্বজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে চান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন আর যে ব্যক্তি এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করল, প্রকৃতপক্ষে সে বিরাট সম্পদ লাভ করল। এসব কথা থেকে তারাই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। (সূরা আল-বাকারা)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

এই বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহ্র পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো খাজনার মতো মনে করে। আর তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছে (যে, তোমরা কোনো বিপদে ফেঁসে গেলে তারা এই শাসন-শৃংখলার রশি তাদের গলদেশ থেকে খুলে ফেলবে, যা দ্বারা তাদেরকে এখন বেধে রাখা হয়েছে)। অথচ কালের আবর্তন তাদের নিজেদেরই ওপর চেপে রয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৯৮)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا وَكُلًّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

কান-পরামর্শ করা তো একটা শয়তানী কাজ আর তা করা হয় এ জন্য যে, ঈমানদার লোকেরা যেন এর দরুন দুঃখিত ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্র অনুমতি ভিন্ন তা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আর মু'মিন লোকদের কর্তব্য হলো কেবলমাত্র আল্লাহ্রই ওপর ভরসা রাখা। (সূরা আল-মুজাদালাহ ঃ ১০)

হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَاَكَلَ مِنْهُ اِنْسَانٌ اَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ -

আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী (স) বলেন, কোনো মুসলিম কোনো বৃক্ষ বপন করলে, সে বৃক্ষের ফল থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু খায়, তাহলে তা তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ : اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ ، تَأْمُلُ الْغِنٰى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، قُلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক নাবী (স)কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া নাবী (স)! উত্তম সাদকা কি? তিনি বলেন, সুস্থ অবস্থায় সাদকা (দান–খয়রাত) করা, যখন তোমার ধনী হওয়ার বাসনা ও গরীব হওয়ার আশঙ্কা থাকবে এবং এত দেরি করো না যে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় এবং তুমি বলতে শুরু করো, এটা অমুকের, ওটা অমুকের। কেননা তখন তো সেটা অমুকের হয়ে গেছে। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اَخَابِنِى سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَاَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَىْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ فَاِنِّى أُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِىَ الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, বনু সাইদার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ সা'দ (রা) ইবনে উবাদা (রা)-এর মা তাঁর অনুপস্থিতিতে মারা যান। তিনি নাবী (স)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র নাবী! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে সাদাক করি, তা কি তাঁর উপকারে আসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। সা'দ (রা) বলেন, তাহলে আপনি সাক্ষী থাকুন, আমার মখরাফ (স্থানের নাম) বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাদাকা করলাম। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًامِّنْ نَخْلٍ، وَكَانَ اَحَبُّ مَالِهِ اِلَيْهِ بِيْرَحَاءُ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ، قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ "لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ" قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ "لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْ مِمَّا تُحِبُّوْنَ" وَإِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِى اِلَىَّ بِيْرُ حَاءَ، وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْبِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ، فَقَالَ : بَخْ ذٰلِكَ

مَالٌ رَابِحٌ، أَوْ رَائِحٌ شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ وَإِنِّي أَرٰى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ، قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَسَّمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِيْ عَمِّهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস (রা)কে বলতে শুনেছেন, আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাগানের মালিক ছিলেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে মাসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত বিরুহায়া নামক বাগানটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রাসূল (স) (মাঝে মাঝে) সেখানে গিয়ে তাঁর সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন এ আয়াত "তোমরা কখনও কল্যাণ পেতে পারো না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্র পথে) খরচ করছ।" (সূরা আল-ইমরান-১২) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবু তালহা (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে নবী! আল্লাহ্ পাক বলছেন ঃ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" (সূরা আল-ইমরান ঃ ২) সুতরাং আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বিরুহায়া নামক বাগানটি। আমি তা আল্লাহ্র রাহে সাদাকা করলাম। আমি এর সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে কামনা করি। আপনি আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী তা ব্যবহার করুন। তিনি বললেন, ধন্যবাদ। এটা লাভজনক বা অস্থায়ী সম্পদ এবং আমি (নবী) তোমার কথা শুনেছি। আমার মতে তুমি এটা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ্ আমি তাই করছি। অতএব, আবু তালহা (রা) সেটি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. قَالُوْا! فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ. قَالَ : فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهٗ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوْا فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ أَوْلَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَإِنْ لَّمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ : بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ : فَإِنْ لَّمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهٗ لَهٗ صَدَقَةٌ -

আবু মূসা (রা) আশআরী (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রতিটি মুসলিমের সাদাকা করা জরুরি। লোকজন জিজ্ঞেস করল, (সাদাকা করার মতো) যদি কিছু না পায়? তিনি বললেন, সে নিজ হাতে কাজ করবে, (অর্জিত আয়ে) নিজের উপকার করবে এবং দান-সাদাকা করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, যদি তা করারও শক্তি-সামর্থ্য না থাকে? কিংবা বলেছে, যদি তা না করে? তিনি বললেন, কোনো অভাবী মজলুমের (কথায় বা কাজে) সাহায্য করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এটাও যদি না করে? তখন তিনি কি বললেন, সে যেন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। কেননা, সেটাই হবে তার জন্য সাদাকা। (বুখারী)

عَنْ بَشِيْرِبْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدَرِ يَعْتَدُوْنَ ؟ قَالَ لَا -

হযরত বাশির বিন খাসাসিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! যাকাত আদায়কারী আমাদের প্রতি অবিচার করে থাকে। সুতরাং আমরা কি অবিচার পরিমাণ আমাদের মাল গোপন করে রাখতে পারি? হুজুর বলেন ঃ না। (আবু দাউদ)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো সম্পদের মালিক হয়েছে, যে পর্যন্ত না উক্ত সম্পদ তার কাছে এক বছর থাকে সে পর্যন্ত তাকে তার যাকাত দিতে হবে না। (তিরমিযী)

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ تَعْجِلْ صَدَقَتِهٖ قَبْلَ اَنْ تُحِلَّ فَرَخَّصَ لَهٗ فِىْ ذٰلِكَ -

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার হযরত আব্বাস (রা) বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত আদায় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (স) তার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يَطْلُبُهٗ حَتّٰى يَلْقِمَهٗ اَصَابِعَهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদ কেয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং তা থেকে তার অধিকারী পলায়ন করতে চাইবে কিন্তু তা তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে যতক্ষণ না সে (খাদ্যরূপে) তার মুখে আপন অঙ্গুলিসমূহ দেয়। (আহমদ)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَاخَلَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قُطُّ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি, যে মালে যাকাত মেশাবে নিশ্চয় তাকে ধ্বংস করে দেবে। (শাফেয়ী-বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِّنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَّ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذُوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পাঁচ ওসাকের কম খেজুরে যাকাত নেই। পাঁচ উকিয়ার কম রূপাতে যাকাত নেই এবং পাঁচ জুদের (তিন থেকে দশ পর্যন্ত উট) কম উটেও যাকাত নেই। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِىْ عَبْدِهٖ وَلَا فِىْ فَدَسه وَفِىْ رَوَايَةٍ قَالَ لَيْسَ فِىْ عَبْدِهٖ صَدَقَةٌ اِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোনো মুসলমানের ওপর তার প্রয়োজনের কৃতদাসে যাকাত নেই এবং তার ঘোড়ায় যাকাত নেই। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার কৃতদাসে সদকায়ে ফেতর ছাড়া কোনো সদকা (যাকাত) নেই। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ فِىْ بَيْتِهٖ -

হযরত রাফে ইবনে খাদিজা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সঠিকভাবে যাকাত আদায়কারী কর্মচারীর মর্যাদা আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ব্যক্তির সমতুল্য। এমনকি সে বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত উক্ত মর্যাদায় ভূষিত থাকে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهٗ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهٗ اَنْ يَّاْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَّمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً -

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) যখন তাকে ইয়ামানের দিকে (শাসনকর্তা করে) পাঠালেন তখন নির্দেশ দিলেন ঃ গরুর যাকাতে প্রতি ত্রিশ গরুতে একটা পূর্ণ এক বছরী নর বা মাদী বাচ্চা এবং প্রতি চল্লিশ গরুতে একটা দুই বছরী বাচ্চা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, দারেমী)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُعْتَدِى فِى الصَّدَقَةِ كَمَا نِعِهَا -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যাকাত আদায়ে সীমা লঙ্ঘনকারী যাকাতে বাধা দানকারীর সমতুল্য। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَ نَاكِتَابُ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَمَرَهٗ اَنْ يَّاْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ مُرْسَلٌ -

তাবেয়ী মুসা বিন তালহা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের কাছে হযরত মুয়াজ বিন জাবালের একখানা লিপি (পত্র) আছে, যা তাঁকে নবী করীমের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। তালহা বলেন ঃ নবী করীম (স) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, গম, যব, আঙ্গুর ও খেজুর থেকে যাকাত আদায় করতে। (শরহে সুন্নাহ)

عَنْ زَيْنَبَ اَمْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ خَطَابَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَاِنَّكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -(ترمذى)

হযরত জয়নব আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের স্ত্রী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের উপদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা সাদকা করো (যাকাত দাও) যদিও তোমাদের গহনা-পত্রের হয়। কেননা কেয়ামতের দিন তোমরা জাহান্নামের অধিক অধিবাসী হবে।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُّخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِى نُعِدُّ لِلْبَيْعِ -

হযরত সামুরা বিন যুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যা বিক্রির জন্যে প্রস্তুত রাখি তার যেন যাকাত আদায় করি। (আবু দাউদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلَانٍ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهٖ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ اِذَا اَتَى الرَّجُلُ النَّبِىُّ ﷺ بِصَدَقَتِهٖ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ -

হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কোনো পরিবারের লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে তাদের যাকাত নিয়ে আসত তখন তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্ তুমি অমুক পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।" আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ একদা আমার বাপ তাঁর কাছে যাকাত নিয়ে আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আল্লাহ্ তুমি দয়া করো আবু আওফার পরিবারের প্রতি। (বুখারী, মুসলিম)

৪. অযু

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۞

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাকো, তখন নামাযের কাছেও যেও না। নামায তখন আদায় করবে, যখন তোমরা কি বলছ তা সঠিকরূপে জানতে পারবে। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও নামাযের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করে নেবে। কিন্তু যদি পথ অতিক্রমকারী অবস্থায় থাকো, তবে অবশ্য অন্যরূপ হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় কিংবা পথিক অবস্থায় থাকো, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পেশাব-পায়খানা থেকে ফিরে আসে কিংবা তোমরা যদি যৌন মিলন করে থাকো আর তারপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ করো; আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে নম্রতা অবলম্বনকারী ও অতীব ক্ষমাশীল। (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۞

(৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য উঠবে, তখন তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথার ওপর হাত ঘুরাবে এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুবে; অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি রোগাক্রান্ত হও অথবা পথে-প্রবাসে থাকো কিংবা তোমাদের কোনো লোক মল-মূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা যদি নারীকে স্পর্শ করো আর যদি পানি পাওয়া না যায়, তাহলে পাক মাটি দ্বারা কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তার ওপর হাত রেখে নিজেদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মসেহ্ করে লও। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না; তিনি বরং তোমাদেরকে পবিত্র করে দিতে চান এবং তোমাদের প্রতি আপন নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিতে চান। সম্ভবত এতে তোমরা শোকর আদায়কারী হবে। (৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, এর কথা স্মরণ রাখো। তিনি তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা-পোখ্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তা ভুলে যেও না; অর্থাৎ তোমাদের এই কথা— "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।" আল্লাহ্কে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা লোকদের মনের কথা ভালো করে জানেন। (সূরা আল-মায়িদা)

হাদীস

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُوْدُهٗ، وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ: أَلَا تَدْعُوْ اللّٰهَ لِيْ يَا ابْنَ عُمَرَ! قَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَلَا صَدَقَةٌ غُلُوْلٍ، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ -

মুসআব ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ ইবনে আমের রুগ্ন থাকাকালে একদা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর তাকে দেখতে (সৌজন্যমূলক পরিচর্যা করার উদ্দেশ্যে) গেলেন। অতঃপর ইবনে আমর বললেন ঃ হে ইবনে ওমর! আপনি অবশ্যই আমার জন্য দো'আ করুন। জাবির ইবনে ওমর (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ পবিত্রতা ছাড়া নামায (সালাত) কবুল হয় না এবং আত্মসাত বা খেয়ানতের সম্পদ থেকে সাদকা কবুল হয় না। অথচ তুমি ছিলে বসরার শাসক। (মুসলিম)

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِبْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِطُهُوْرٍ فَقَلَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ لِلّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَامِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهٗ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ، فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا، وَرُكُوْعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ، مَالَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةٌ وَّ ذَالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهٗ -

আমর ইবনে সা'ঈদ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি ওসমান (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি অযুর পানি চেয়ে নিলেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোনো মুসলিমের ফরয সলাতের সময় উপস্থিত হয়, কোনো মুসলমান যদি উত্তমরূপে অযু করে এবং একান্ত বিনীতভাবে সলাতের রুকূ, সিজদা ইত্যাদি আদায় করে তাহলে সে কবীরা গুনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর এরূপ সারা বছরই হতে থাকে। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ أَنَّهُ شَكٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّجُلُ الَّذِىْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءُ فِى الصَّلٰوةِ، فَقَالَ : لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيْحًا -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াযিদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করলেন, যার নামাযের (সলাতের) মধ্যে কোনো কিছু হওয়ার (বায়ু নির্গত হওয়ার) ধারণা হয়। তিনি বললেন, সে যতক্ষণ শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায় ততক্ষণে নামায (সালাত) ছাড়বে না। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْمَعَ أٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْمَعَ أٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ أٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোনো মুসলিম বান্দাহ অযুর সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ্ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে দু'খানা হাত ধোয় তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে যেসব গুনাহ্ হয় তা পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দু'খানা ধৌত করে, তখন তার দু' পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ্ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً -

হযরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী রাসূলুল্লাহ (স) অযুর অঙ্গগুলো একবার একবার করে ধৌত করেছেন। (বুখারী)

عَوْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ دَعَابِإِنَاءٍ عَلٰى يَدَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِى هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَايُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَعَنْ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا لَوْلَا اٰيَةٌ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّ ثْتُكُمُوْهُ، سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْئَهُ وَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ وَبَيْنَ الصَّلٰوةِ حَتّٰى يُصَلِّيْهَا، وَالْاٰيَةُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاأَنْزَلْنَا -

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি একটি পানির পাত্র নিয়ে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর মাথা মাসাহ করলেন এবং দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযু করার পর একাগ্রচিত্তে দুই রাকাত নামায (আদায় করবে, কিন্তু মাঝখানে সে নাপাক হবে না। আল্লাহ্ পাক তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِىْ وَضُوْئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِىْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ অযু করার সময় যেন নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে এবং ঢিলা ব্যবহার করার সময় যেন বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করে। আর ঘুম থেকে ওঠার সময় অযুর পাত্রে (পানি) হাত প্রবেশ করার পূর্বে যেন হাত ধুয়ে নেয়; কেননা সে জানে না নিদ্রার সময় তার হাত কোথায় পড়েছিল। (বুখারী)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ : دَعْهُمَا فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا -

হযরত উরওয়াহ বিন মুগীরাহ্ তাঁর পিতা [মুগীরাহ (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি একদা নবী (স)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমি তাঁর মোজাদ্বয় খোলার জন্য উদ্যত হলে তিনি আমাকে বললেন, ছেড়ে দাও; কেননা আমি পাক অবস্থায় এটি পরিধান করেছি। এই বলে তিনি মোজার ওপরে মাসাহ্ করলেন। (বুখারী)

عَنْ عَمَّارِبْنِ يَسَارٍأَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ إِنَّاكُنَّا فِىْ سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَاجْنَبْنَا، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ، هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ -

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে বললেন, আপনার কি মনে আছে যে, আমি ও আপনি সফরে ছিলাম এবং উভয় জুনুবী (অপবিত্র) হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নামায আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি করলাম ও নামায আদায় করলাম। তারপর আমি নবী (স)কে এ বিষয়ে জানালাম। তিনি বললেন, এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই বলে নবী (স) তাঁর দু'হাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং তা ফুঁ দিয়ে ঝাড়লেন। তারপর তার সাহায্যে নিজের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মসহে করলেন। (বুখারী)

৫. খাদ্য সামগ্রী

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ... ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ... ۝ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(১৬৮) হে মানুষ! জমিনে যেসব হালাল ও পবিত্র দ্রব্য আছে, তা খাও ... (১৭২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি বাস্তবিকই একমাত্র আল্লাহ্‌রই বান্দাহ হয়ে থাকো, তবে যেসব পবিত্র দ্রব্য আমি তোমাদের দান করেছি, তা নিঃসঙ্কোচে খাও ...। (১৭৩) এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে শুধু এটুকুই নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা মৃতদেহ খাবে না, রক্ত ও শুকরের গোশ্‌ত থেকে দূরে থাকবে এবং এমন কোনো জিনিস খাবে না যার ওপর আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কারোর নাম নেওয়া হয়েছে। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি নিতান্ত ঠেকায় পড়ে যায় এবং সে তা থেকে কোনো জিনিস খায়; কিন্তু আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা যদি না থাকে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লঙ্ঘন না করে, তবে এতে তার কোনো পাপ হবে না। বস্তুত আল্লাহ্‌ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল অনুগ্রহকারী। (সূরা আল-বাকারা)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(৯৩) সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই (যা মুহাম্মদী শরীয়তে হালাল ঘোষিত হয়েছে) বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। অবশ্য কোনো কোনো জিনিস এমন ছিল, যা তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে বনী ইসরাঈল নিজেই নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছিল। তাদেরকে বলো যে, তোমরা যদি (তোমাদের আপত্তি বা প্রশ্নের ব্যাপারে) বাস্তবিকই সত্যবাদী হও, তবে তওরাত নিয়ে এসো এবং এর কোনো এবারত (ভাষণ) পেশ করো। (৯৪) এর পরও যারা নিজেদের মনগড়া কথা আল্লাহ্‌র ওপর আরোপ করে প্রকৃতপক্ষে তারাই জালিম। (সূরা আলে-ইমরান)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ .... ۝

এই ইহুদী মতাবলম্বী লোকদের এহেন জুলুমমূলক কাজের কারণে সুদ গ্রহণ করে— যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল— আমরা এমন অনেক পাক জিনিসই তাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল ..... (সূরা আন-নিসা ১৬০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ... ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ

الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ لا فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ط قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ
تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ... ۝ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَ
طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ... ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝
لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ ثُمَّ
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

(১) হে ঈমানদারগণ! বন্ধনসমূহ পুরোপুরি মেনে চলো। তোমাদের জন্য গৃহপালিত ধরনের সমস্ত জন্তুকে হালাল করা হয়েছে, সেসব বাদে, যা একটু পরই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকার কার্যকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিও না।....(৩) তোমাদের প্রতি হারাম করে দেওয়া হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশ্‌ত এবং সেসব জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ্ করা হয়েছে; যা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আঘাত পেয়ে কিংবা ওপর হতে পড়ে গিয়ে অথবা সংঘর্ষে পড়ে মরেছে কিংবা যাকে কোনো হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করেছে— যা জীবিত পেয়ে তোমরা যবেহ্ করেছ তা ব্যতীত এবং যা কোনো 'আস্তানায়' বা যজ্ঞাবেদীতে (বেদীমূলে) যবেহ্ করা হয়েছে। সে সঙ্গে পাশা খেলার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য জেনে নেওয়াও তোমাদের জন্য জায়েয নয়। এসব কাজ সম্পূর্ণ ফাসিকী....। (অতএব হালাল ও হারামের যে সব বিধি-নিষেধ তোমাদের প্রতি আরোপ করেছি, তা পূর্ণরূপে পালন করো।) অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে এর মধ্য থেকে কোনো জিনিস খেয়ে ফেলে— গুনাহ্ করর কোনো প্রবণতা ছাড়াই— তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব গুনাহ্ মার্জনাকারী ও অশেষ রহমত দানকারী। (৪) লোকেরা জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে। বলো, তোমাদের জন্য সমস্ত পাক জিনিসই হালাল করে দেওয়া হয়েছে এবং যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা শিক্ষিত করে নিয়েছ— যেসবকে আল্লাহ্‌র দেওয়া ইল্‌মের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে থাকো... (৫) আজ তোমাদের জন্য সকল পাক জিনিসই হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আহলি কিতাবের খাবার খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবার তাদের জন্যও (হালাল) .... (৮৭) হে ঈমানদারগণ! যে পবিত্র জিনিসগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করে নিও না এবং সীমালঙ্ঘন করে যেও না; যারা বাড়াবাড়ি করে, আল্লাহ্ তাদেরকে সাঙ্ঘাতিক অপছন্দ করেন। (৮৮) আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছু হালাল ও পবিত্র রিযিক দান করেছেন তা খাও, পান করো এবং সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে দূরে থাকো, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ। (৯৩) যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে, সেজন্য কোনোরূপ পাকড়াও করা হবে না, অবশ্য যদি তারা

ভবিষ্যতে হারাম জিনিসগুলো থেকে দূরে সরে থাকে এবং ঈমানের ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয় থাকে ও ভালো কাজ করে। অতঃপর যেসব কাজের নিষেধ করা হবে, তা থেকে তারা বিরত থাকবে এবং আল্লাহ্র যে ফরমানই হবে, তা মেনে নেবে ও আল্লাহর ভয় সহকারে সৎ নীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ নেক আচরণশীল লোকদেরকে পছন্দ করেন। (৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান করো, সেখানেও তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য সম্বল বানিয়েও নিতে পারো। অবশ্য স্থলভাগের শিকার— যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে— তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। অতএব সে আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে দূরে থাকো, যার সম্মুখে পেশ হওয়ার জন্য তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টিত করে হাজির করা হবে। (সূরা আল-মায়েদা)

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۚ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۚ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝

(১১৮) এখন তোমরা যদি আল্লাহ্র আয়াতসমূহের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো, তা হলে যেসব জন্তুর ওপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছে, সেসবের গোশত খাবে। (১১৯) আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছে যে জন্তুর ওপর, তা তোমরা খাবে না এর কি কারণ থাকতে পারে ? অথচ নিতান্ত ঠেকার সময় ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। অনেক লোকেরই অবস্থা এই যে, তারা জানা-শোনা ছাড়াই নিছক নিজেদের ইচ্ছা-বাসনার ভিত্তিতে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে। এই সীমালঙ্ঘনকারী লোকদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক

খুব ভালোভাবেই জানেন। (১৪০) নিশ্চিতই ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেসব লোক যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞাতার কারণে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিককে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে হারাম করে নিয়েছে। তারা নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা কস্মিনকালেও সঠিক পথ প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল না। (১৪২) সে আল্লাহ্‌ই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তুও সৃষ্টি করেছেন, যা যাত্রী বহন ও ভার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়, এবং যা খাদ্য ও বিছানার প্রয়োজন পূর্ণ করে। তোমরা খাও এসব জিনিস, যা আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিক স্বরূপ দান করেছেন এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, কেননা সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (১৪৩) এই আটটি পুরুষ ও স্ত্রী জন্তু রয়েছে, দুই ভেড়া শ্রেণীর জন্তু আর দুই ছাগল শ্রেণীর। হে মুহাম্মদ! এদের কাছে জিজ্ঞেস করো যে, আল্লাহ এদের পুরুষ জাতীয় পশু হারাম করেছেন, না স্ত্রী জাতীয় পশু ? কিংবা যেসব বাছুর ভেড়া-ছাগলের গর্ভে আছে তা ? যথার্থ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) এমনিভাবে দুটি আছে উট শ্রেণীর এবং দুটি গাভী শ্রেণীর। জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এগুলোর পুরুষ জন্তু হারাম করেছেন, না স্ত্রী জন্তু ? কিংবা উট ও গাভীর গর্ভে অবস্থিত বাছুর হারাম ? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এগুলোর হারাম হওয়ার হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছিলেন ? তাহলে সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা প্রচার করে; যার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ছাড়া-ই ভুল পথে পরিচালিত করা হবে? নিশ্চিতই আল্লাহই এই জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না। (১৪৫) (হে মুহাম্মদ!) এদেরকে বলো যে, আমার কাছে যে অহী এসেছে, তাতে এমন কোনো জিনিস পাইনি যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম হতে পারে; তবে তা যদি মৃত, প্রবাহিত রক্ত কিংবা শুকরের গোশ্‌ত হয় তবে অন্য কথা। কেননা এটা নাপাক জিনিস কিংবা ফিসক হবে– যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে তা যবেহ করা হয়ে থাকে; অতঃপর কোনো ব্যক্তি যদি একান্ত ঠেকায় পড়ে (এই সবের কোনো একটি জিনিস খেয়ে ফেলে)— যদি সে কোনোরূপ নাফরমানীর ইচ্ছা না রাখে এবং প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন না করে তবে নিশ্চয়ই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও অশেষ করুণাময়। (১৫০) এদেরকে বলো যে, তোমাদের সে সাক্ষী উপস্থিত করো, যারা সাক্ষী দেবে যে, আল্লাহ্‌ই এই জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়-ই, তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবে না এবং কস্মিনকালেও তাদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করে চলবে না যারা আমাদের আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করেছে আর যারা পরকাল অস্বীকারকারী এবং যারা অপর শক্তিকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমতুল্য করে নিয়েছে।

(সূরা আন'আম)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝

(হে নবী!) তাদেরকে বলো ঃ তোমরা কি কখনো একথা চিন্তা করে দেখেছ যে, যে রিযিক আল্লাহ তোমাদের জন্য নাযিল করেছিলেন, তা থেকে তোমরা নিজেরাই কোনোটিকে হারাম আর কোনোটিকে হালাল করে নিয়েছ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন ? কিংবা তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছ ?

(সূরা ইউনুস ঃ ৫৯)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

(১৪৬) আর যারা ইহুদী মত অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি আমরা সব নখরবিশিষ্ট জন্তু হারাম করে দিয়েছি এবং গাভী ও ছাগলের চর্বিও— যা তাদের পৃষ্ঠদেশ ও অন্ত্রের মধ্যে লেগে আছে কিংবা যা হাড়ের সাথে যুক্ত আছে, তা ব্যতীত—। এটা ছিল তাদের সীমালঙ্ঘনের দরুন তাদের প্রতি দেওয়া আমাদের শাস্তি বিশেষ আর আমরা যা কিছু বলছি, তা পূর্ণমাত্রায় সত্যই বলছি। (১২১) আর যে জন্তু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি, তার গোশত খেও না; তা খাওয়া ফাসিকী কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উন্মেষ করে, যেন তারা তোমার সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার করো তবে নিশ্চিতই মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

(১১৪) অতএব হে লোকেরা! আল্লাহ যা কিছু হালাল ও পবিত্র রিযিক তোমাদেরকে দান করেছেন, তা খাও এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের শোকর আদায় করো, যদি তোমরা বাস্তবিকই তাঁর বন্দেগী করতে ইচ্ছুক হও। (৬৬) আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুতেও একটি শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে নিঃসৃত একটি জিনিস আমরা তোমাদেরকে পান করাই— তাহলো খাটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য খুবই উপাদেয়। (৬৭) (এমনিভাবে) খেজুরের গাছ ও আংগুরের ছড়া হতেও আমরা তোমাদেরকে একটা জিনিস পান করাই, যাকে তোমরা মাদকও বানিয়ে থাকো আর পবিত্র রিযিকও। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্য। (১১৫) আল্লাহ্ যা কিছু তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন, তা হছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত আর সেসব জন্তু, যার ওপর আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নাম নেওয়া হয়েছে। অবশ্য ক্ষুধায় কাতর ও বাধ্য হয়ে কেউ যদি এসব জিনিস খায়— আল্লাহ্‌র আইনের বিরুদ্ধতা করার ইচ্ছুক না হয়ে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আন-নহল)

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ۞ .... وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ ... ۞

(২৮) যেন তাদের জন্য এখানে রাখা কল্যাণসমূহ তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে সে জন্তু-জানোয়ারের ওপর তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন; (তা) তারা নিজেরাও খাবে এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদেরকেও খাওয়াবে। (৩০)...আর তোমাদের জন্য গৃহপালিত জানোয়ার হালাল করে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে। .... (সূরা আল-হাজ্জ)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اَنَا بِاَرْضِ قَوْمِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَفَنَاْ كُلُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ ؟ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِى وَبِكَلْبِىْ الَّذِىْ لَيْسَ بِمَعَلَّمٍ وَبِكَلْبِ الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِىْ ؟ قَالَ : اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَاْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرُ مَعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهٗ فَكُلْ -

হযরত আবু সা'লাবা খুশানী (রা) বর্ণনা করেন, "আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী (স)! আমরা আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিস্টান দেশে বাস করি। আমরা কি তাঁদের পাত্রে খেতে পারি? (আরও আরয করলাম) শিকার (পাওয়া যায় এমন) ভূমিতে বাস করি, তীর-ধনুক দ্বারাও শিকার করি, এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। আমার জন্যে কোনটা সঠিক হবে? তিনি বললেন, আহলে কিতাব সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করলে, সে সম্পর্কে হুকুম এই, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও— তাহলে তাদের পাত্রে খেও না। আর যদি না পাও, তাহলে তা ধুয়ে নাও। তারপর হাতে খাও। তোমার তীর-ধনুক দ্বারা যে শিকার করলে, যদি তা ছুঁড়তে বিসমিল্লাহ পড়ে থাকো— তাহলে তা খেতে পারো। তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যদি শিকার করে থাকো এবং বিসমিল্লাহ পড়ে থাকো— তাহলে খাও। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়ে শিকার করলে যদি জবেহ করার মাওকা বা সুযোগ পাও, তবে জবেহ করে খেতে পারো।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتّٰى تَعِبُوْا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتّٰى اَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا اِلٰى اَبِىْ طَلْحَةَ فَبَعَثَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِوَرِكِهَا اَوْ فَخِذَيْهَا فَقَبِلَهٗ -

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমরা মাররুজ জাহ্‌রান নামক স্থানে একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। লোকজন তার পশ্চাতে দৌড়াতে লাগল। কিন্তু তাকে ধরতে ব্যর্থ হলো। অতঃপর আমি তার পেছনে পেছনে ছুটলাম। অবশেষে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলাম। পরে তাকে নিয়ে আবু তালহা (রা)-এর কাছে আসলাম। তিনি রানের উপরের অংশ অথবা রান দুটি নবী(স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। নবী (স) তা গ্রহণ করলেন। (বুখারী)

عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ : غَزَوْنَا جَيْشُ الْخَبْطِ وَاَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا، فَاَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّتًا لَّمْ يَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমরা জায়শাল খাযাবতের লোকদের সাথে জিহাদে লিপ্ত ছিলাম। আবু উবায়দা আমাদের সেনাপতি ছিলেন। আমরা ক্ষুধায় ভীষণ কাতর হয়ে পড়লাম। তখন সমুদ্রের তীরে একটা মরা মাছ পাওয়া গেল। একে আম্বর মাছ বলা হয়। এত বিরাট মাছ আর কখনো দেখা যায়নি। আমরা তা থেকে অর্ধমাস পর্যন্ত খেলাম। আবু উবায়দা (রা) তার একটি হাড় নিয়ে নিলেন। হাড়টি এত বিরাট ছিল যে, তার নিচে দিয়ে আস্ত একটা সওয়ারী পশু অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারত। (বুখারী)

عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ قَالَ : قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَةِ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ -

হযরত আবু সা'লাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (রা) থেকে (আরেক সূত্রে) বর্ণিত। নবী (স) গোশতওয়ালা যে-কোনো হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَمَّادُبْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَاَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَالَمْ يُنْتِنْ -

হযতর মুহাম্মদ ইবনে মেহ্রান আর-রাযী(র) বলেন, হযরত আবু সালাবা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করলে এবং তা তোমার কাছে থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এরপর তুমি তা পাও, তবে যতক্ষণ তাতে দুর্গন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তা খেতে পারো। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّا بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي اُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَاَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَزَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ قُلْتُ وَلِى قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ مَالَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا قُلْتُ لَهُ فَاِنِّيْ اَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ الصَّبَا فَاُصِيْبُ فَقَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَاِنْ اَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَاكُلْهُ -

হযরত ইসহাক ইবনে ইবরাহীম হানযালী (র) হযরত আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আমি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

কুকুর ছেড়ে দেই এবং তারা শিকার করে আমার জন্য রেখে দেয়, আমি তখন আল্লাহ্‌র নাম (অর্থাৎ) 'বিসমিল্লাহ' বলি। (এ শিকারকৃত জন্তু আমি খেতে পারি কি?) তিনি বললেন ঃ যখন তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়লে এবং আল্লাহ্‌র নাম নিলে তখন তুমি তা খেতে পারো। আমি বললাম, যদিও তারা শিকারকে হত্যা করে ফেলে? তিনি বললেন ঃ যদিও তারা শিকারকে হত্যা করে ফেলে— যতক্ষণ তার সাথে অন্য কুকুর শামিল না হয়। আমি তাঁকে বললাম, আমি অনেক সময় শিকারের উদ্দেশ্যে 'মিরাদ' (কাঠ বা তীক্ষ্ণ ছড়ি ইত্যাদি) নিক্ষেপ করে থাকি, যদি তাতে শিকার কুপোকাত হয়ে যায়? তখন তিনি বললেন ঃ যখন তুমি 'মিরাদ' নিক্ষেপ করো এবং তার সম্মুখভাগ প্রবিষ্ট হয়ে শিকার মারা যায় তবে তুমি তা খেতে পারো। আর যদি পাশের ভাগ লেগে শিকার মারা যায়, তবে তুমি তা খাবে না। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلَابَكَ لْعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَاِنْ قَتَلْنَ اِلَّا اَنْ يَاكُلَ الْكَلْبُ فَاِنْ اَكَلَ فَلَاتَاكُلْ فَاِنِّىْ اَخَفُ اَنْ يَكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَاتَأْكُلْ -

হযরত আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র) হযরত আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে প্রশ্ন করলাম, আমরা এমন একটা সম্প্রদায় যারা ঐ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুরগুলো দ্বারা শিকারে অভ্যস্ত। তখন তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ্ বলে) ছাড়বে, তখন তুমি তাদের শিকার করা পশু খেতে পারো, যদিও তারা তা হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর তা থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তুমি তা খাবে না। কেননা, আমার তাতে সন্দেহ হয় যে, সে হয়তো তার নিজের জন্যেই এ শিকার ধরে থাকবে। আর যদি এ শিকারে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুররাও যোগ দিয়ে থাকে তাহলে তুমি তা মোটেও খাবে না। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارِكِ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ اِلَّا اَنْ تَجِدَهُ قَدْوَقَعَ فِىْ مَافَاِنَّكَ لَا تَدْرِىْ الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْسَهْمُكَ -

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব (র) হযরত আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে শিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাবে তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করবে তখন আল্লাহ্‌র নাম নেবে। যদি তুমি শিকার মৃত অবস্থায় পাও, তবে কিন্তু তা খেতে পারো। কিন্তু যদি তা পানিতে পাও তবে খাবে না। কেননা, তুমি তো (নিশ্চিতভাবে) জানো না যে, পানিই হত্যা করল, নাকি তোমার তীর। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا هَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدَّمَشْقِىَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَ نِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ عَائِذُ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ نَاْكُلُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ وَاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ اَوْ بِكَلْبِىَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَخْبِرْنِىْ مَاالَّذِىْ يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ قَالَ اَمَّا مَذَكَرْتَ اَنَّكُمْ بِاَرْضِ قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ تَاْكُلُوْنَ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ فَلَا تَكُلُوْ فِيْهَا وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاَمَّا مَاذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ صَيْدٍ فَمَا اَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ لْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ -

হযরত হান্নাদ ইবন সারী (র) হযরত আবু সা'লাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমরা আহ্‌লে কিতাবের এলাকায় বসবাস করি, আমরা তাদের বাসনপত্রে আহার করে থাকি এবং আমাদের এলাকা শিকারের এলাকা। আমি আমার ধনুক দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করি আবার তার সঙ্গে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটা হালাল হবে তা আমাকের অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি যে বললে তোমরা কিতাবধারীদের এলাকায় বাস করো এবং তাদের বাসনপত্রে আহার করো; যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও তবে তাদের পাত্রে আহার করবে না। আর যদি অন্য পাত্র না পাও, তবে তা ধুয়ে নিয়ে তারপরই তাতে খাবে। তুমি যে বললে, তোমরা শিকারের এলাকায় বসবাস করো, (তার জবাব হচ্ছে) তোমার ধনুক দিয়ে যে শিকার হত্যা করবে তাতে আল্লাহ্‌র নাম নেবে, তারপরই তা খাবে। আর যা তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করবে তাতেও আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তবে খাবে। আর যা তোমার অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করবে এবং তা তুমি জবাই করার সুযোগ পাবে, তবে তা খেতে পারো। (মুসলিম)

৬. রোযা

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ

أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَ

اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُونَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

(১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করে দেওয়া হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে 'তাকওয়া'র গুণ-বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে। (১৮৪) এ কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোযা, তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা ভ্রমণ কাজে লিপ্ত থাকলে অন্য সময় এ দিনগুলোর রোযা পূর্ণ করবে। আর যারা রোযা আদায় করতে সমর্থ হয়েও (না রাখবে), তারা যেন 'ফিদিয়া' (বিনিময়) দান করে। এক রোযার ফিদিয়া (বিনিময়) হচ্ছে একজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা। আর যদি কেউ নিজের ইচ্ছা বা আগ্রহে অতিরিক্ত কোনো কল্যাণের কাজ করতে চায় তবে এটা করা তার পক্ষেই উত্তম হবে। কিন্তু তোমরা যদি বুঝতে পারো তবে রোযা আদায় করাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলময় হবে। (১৮৫) রমযানের মাস, এ মাসে কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। কাজেই আজ থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে এ পূর্ণ মাসের রোযা আদায় করা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমণ কাজে ব্যস্ত থাকে, তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোনোরূপ কঠিন কাজের ভার দেওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। তোমাদেরকে এ পন্থা নির্দেশ করা হচ্ছে এজন্য, যেন তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন সেজন্য যেন তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারো। (১৮৭) রোযার মাসে রাতেরবেলা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে গমন করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পক্ষে পোশাক স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পরিচ্ছদ বিশেষ। আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা চুপিসারে নিজেদের সাথে নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করছ। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং আল্লাহ্ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্য জায়েয করে দিয়েছেন, তা 'আস্বাদন' করো। আর রাতেরবেলা খানা-পিনা করো যতক্ষণ না তোমাদের সামনে রাতের অন্ধকার রেখার বুক থেকে প্রভাতের শুভ্রচ্ছটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন এ সব কাজ পরিত্যাগ করে রাত পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে লও। আর তোমরা যখন মসজিদে ইতিকাফে লিপ্ত থাকবে, তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে না। জেনে রাখো, এ আল্লাহ্র নির্ধারিত চূড়ান্ত সীমা, এর কাছে যেও না। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর যাবতীয় আদেশ লোকদের জন্য সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। ফলে তারা ভুল আচরণ থেকে দূরে থাকবে বলে আশা করা যায়। (সূরা বাকারা)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۖ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

রমযানের মাস, এ মাসে কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান আর এটা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। কাজেই আজ থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে এই পূর্ণ মাসের রোযা আদায় করা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমণ কার্যে নিরত থাকে, তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোনোরূপ কঠিন কাজের ভার দেওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। তোমাদেরকে এ পন্থা নির্দেশ করা হচ্ছে এজন্য, যেন তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন সেজন্য যেন তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারো। (সূরা আল-বাকারাঃ ১৮৫)

হাদীস

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِّنْهَابَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّائِمُوْنَ -

সাহল ইবনে সা'য়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বেহেশতের আটটি দরজা আছে। তার মধ্যে একটি দরজার নাম হলো "রাইয়ান"। উক্ত (বিশেষ) দরজা দিয়ে শুধু রোযাদাররাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ করা পরিহার করতে পারল না, তার খানা-পিনা ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহ্র কাছে কোনোই মূল্য নেই। (বুখারী)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهٖ اِلَّاالظَّمَاُوَكَمْ مَنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهٖ اِلَّا السَّهْرُ - (دارمى، مشكوة)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ এমন অনেক রোযাদার আছে, যাদের রোযা উপবাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এমন অনেক নামাযীও আছে, যাদের নামায রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছুই নয়। (দারেমী-মিশকাত)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامَ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلَ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ اِنِّىْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِا لنَّهَارِ فَشَفِعْنِى فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِعْنِىْ فِيْهِ فَيُسْتَشْفَعَانِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ রোযা এবং কুরআন উভয়ই বান্দার জন্যে (কেয়ামতের দিনে) সুফারিশ করবে। রোযা বলবে ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমি এই লোকটিকে (রমযান মাসে) দিনের বেলায় খানা-পিনা ও ভোগ-লালসা থেকে নিষেধ করেছিলাম; সে তা মেনে নিয়েছিল। আর কুরআন বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে রাতের বেলায় নিদ্রা থেকে নিষেধ করেছিলাম; সে তা শুনেছিল। (অর্থাৎ রাতের নিদ্রা ভঙ্গ করে তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করেছে)। আল্লাহ্ তখন উভয়ের সুপারিশই কবুল করবেন। (বায়হাকী-মিশকাত)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ - لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ - وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمَ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفِثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ صَابَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى امْرُءٌ صَائِمٌ - (بخارى - مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বনী আদমের প্রতিটি নেক কাজের ফলাফল দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। কিন্তু রোযার ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হবে। কেননা, আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন ঃ বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্যে রোযা রেখেছে এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো। সেতো আমার কথা মতোই খানা-পিনা ও কামনা-বাসনা ত্যাগ করেছে। আর রোযাদারদের জন্যে খুশির সময় হলো দুটি। একটি হলো ইফতারের সময়, আর অপরটি হলো (বেহেশতে) আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের সময়। আর রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ্র কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম। রোযা হলো (শয়তানের হামলা থেকে বাঁচার জন্যে) ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমরা যখন রোযা রাখবে, তখন অশ্লীল কথা বলবে না এবং ঝগড়া ফ্যাসাদও করবে না। হ্যাঁ যদি কেউ রোযাদারকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে, তাহলে তার এই বলে জবাব দেওয়া উচিত যে, আমি রোযাদার। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ঈমান

এবং আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে রমযানের রোযা রাখবে তার পূর্বের যাবতীয় (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে। এবং যে ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে রমযানের রাতে নামায আদায় করবে তার অতীতের যাবতীয় (সগীরা) গুনাহ্ মাফ করা হবে। আর যে কদরের রাতে ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে ইবাদত করবে তার পূর্বের যাবতীয় (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصْلُ مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اُكْلَةُ السَّحْرِ -

হযরত আমর বিন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবীদের (ইহুদী-খ্রিস্টান) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া। (মুসলিম)

عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرِ -

হযরত সাহল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মানুষ কল্যাণের সাথে থাকবে যতকাল তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِنَاءُ فِىْ يَدِهٖ فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِىْ حَاجَتَهُ مِنْهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ (ফযরের) আযান শোনে, আর খাবার থালা তার হাতে থাকে, তখন সে যেন তা রেখে না দেয়, যতক্ষণ না তা থেকে আপন প্রয়োজন পূর্ণ করে। (আবু দাউদ)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয় তারাই যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে। (তিরমিযী)

وَعَنْ مُّعَاذِبْنِ زُهْرَةَ قَالَ اِنَّالنَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ -

তাবেয়ী হযরত মুয়াজ বিন জোমরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ্ আমি তোমারই জন্যে রোযা রেখেছি এবং তোমারই দেওয়া রিযিক দিয়ে রোযা খুলছি। (আবু দাউদ)

عَنْ عَائِشَاةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِىْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রমযান মাসে কখনও ফজর হয়ে যেতো অথচ তখনও রাসূল (স) স্বপ্নদোষ ছাড়াই (বিবির সাথে সহবাস করার কারণে) নাপাক থাকতেন, অতঃপর গোছল করে রোযা রাখতেন। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهٗ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়েছে বা পান করেছে সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা, আল্লাহ্ই তাকে খাওয়ায়েছেন ও পান করিয়েছেন। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا اللّٰهُ اُحْصِى يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ -

হযরত আমের বিন রাবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে রোযা অবস্থায় অসংখ্যবার মেসওয়াক করতে দেখেছি। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِوْنِ الْاِسْلَمِىَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ ؟ وَكَانَ كَثِيْرًا الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَ اِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرَ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হামযা বিন আমর আসলামী বেশি বেশি রোযা রাখত। একদা সে নবী করীম (স)কে জিজ্ঞেস করল ঃ হুজুর আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখতে পারি? মহানবী (স) বললেন ঃ যদি চাও রাখতে পারো, আর যদি চাও নাও রাখতে পারো। (বুখারী)

৭. সাবাত (শনিবার প্রসঙ্গে)

কুরআন

اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

এরপর শনিবার প্রসঙ্গ, তা তো আমরা সে লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম, যারা এর আইন-বিধানে মতভেদ করেছিল। আর নিশ্চিত জেনো, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কেয়ামতের দিন সেসব কথারই ফয়সালা করে দেবেন, যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করছিল।
(সূরা আন-নাহল ঃ ১২৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(৯) হে ঈমান আনয়নকারী লোকেরা! জুম'আর দিনে যখন নামাযের জন্য তোমাদেরকে ডাকা হয়, তখন আল্লাহ্র স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ করো। এটি তোমাদের জন্য অতীব উত্তম— যদি তোমরা জানো। (১০) তারপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন

পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহ্‌কে খুব বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-জুমআ)

৮. মাসজিদ সমূহ

কুরআন

وَّأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ ... ﴿١٨﴾

আরো এই যে, মসজিদসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য...। (সূরা আল-জিন ঃ ১৮)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ... ﴿٣١﴾

হে আদম সন্তান! প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো ....।

(সূরা আল-আরাফ ঃ ৩১)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

(১৯১) তাদের সাথে লড়াই করো, যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয় এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার করো, যেখান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। এজন্য যে, নরহত্যা যদিও একটি অন্যায় কাজ কিন্তু ফেতনা-ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশি অন্যায়। আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবে না, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করো না। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তোমরাও অসঙ্কোচে তাদেরকে হত্যা করো। কেননা এ সমস্ত কাফেরদের এটাই যোগ্য শাস্তি। (২১৭) লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হারাম (সম্মানিত) মাসে যুদ্ধ করা কি রকম ? উত্তরে বলে দাও, এ মাসে লড়াই করা খুবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা থেকেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা, আল্লাহবিশ্বাসীদের জন্য 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করা এবং হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার করা। আর ফেতনা বিপর্যয় ও রক্তপাত থেকেও কঠিনতর ব্যাপার। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে; এমন কি তাদের সাধ্যে কুলালে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকেও ফিরিয়ে নেবে। (এ কথা খুব ভালো করে বুঝে লও যে,) তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও

পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ ধরনের সকল লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন তারা জাহান্নামেই অবস্থান করবে। (সূরা আল-বাকারা)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌পরস্তির নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করো না। হারাম মাসসমূহের কোনো মাসকে হালাল করে নিও না। কুরবানীর জন্তু-জানোয়ারগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না; সেসব জন্তুর ওপরও হস্তক্ষেপ করো না, যে সবের গলদেশে খোদায়ী মানতের চিহ্নস্বরূপ পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেসব লোককেও কোনোরূপ কষ্ট দিও না, যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে পবিত্র ও সম্মানিত ঘরে (কা'বায়) যাচ্ছে। ইহ্‌রামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পারো। আর দেখো, একদল লোক, যে তোমাদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, সেজন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, তোমরাও তাদের মোকাবেলায় অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু করবে। যেসব কাজ পুণ্যময় ও আল্লাহ্‌র ভয়মূলক, তাতে সকলের সাথে সহযোগিতা করো; আর গুনাহ্ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ, তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, কেননা, তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।
(সূরা আল-মায়েদা ঃ ২)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

কিন্তু এখন তিনি তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না কেন, যখন তারা মসজিদুল হারাম-এর পথ রোধ করেছে ? অথচ তারা এর বৈধ 'মুতাওয়াল্লী' নয়। এর বৈধ মুতাওয়াল্লী তো কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকেরা হতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ কথা জানে না।
(সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৪)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

এই মোশরেকদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে কোনো ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি কি করে সম্পন্ন হতে পারে— সে লোকদের ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের কাছে সন্ধি-চুক্তি করেছিলে; অতএব যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সঠিক ব্যবহার করবে, তোমরাও ততক্ষণ তাদের ব্যাপারে সঠিক পথে থাকবে। কেননা আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের পছন্দ করেন।
(সূরা আত-তাওবা ঃ ৭)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۚ أُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَآ إِلَّا خَآئِفِيْنَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۞

(১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্থানসমূহে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিধ্বস্ত করতে চেষ্টানুবর্তী হয়, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে ? এ ধরনের লোক কোনো দিক দিয়েই এই ইবাদত-স্থলসমূহে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার যোগ্য নয়। আর তারা যদি সেখানে একান্তই প্রবেশ করে, তবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়ই প্রবেশ করতে পারে। বস্তুত এদের জন্য এ পৃথিবীতে চরম লাঞ্ছনা রয়েছে এবং পরকালে রয়েছে কঠিন ও বিরাট শাস্তি। (১৮৭) রোযার মাসে রাতেরবেলা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে গমন করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পক্ষে পোশাক স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পরিচ্ছদ বিশেষ। আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা চুপিসারে নিজেদের সাথে নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করছ। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং আল্লাহ্ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্য জায়েয করে দিয়েছেন, তা 'আস্বাদন' করো। আর রাত্রিবেলা খানা-পিনা করো যতক্ষণ না তোমাদের সামনে রাতের অন্ধকার রেখার বুক হতে প্রভাতের শুভ্রচ্ছটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তখন এ সব কাজ পরিত্যাগ করে রাত পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে লও। আর তোমরা যখন মসজিদে ই'তিকাফে লিপ্ত থাকবে, তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে না। জেনে রাখো, এ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত চূড়ান্ত সীমা, এর কাছেও যেও না। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর যাবতীয় আদেশ লোকদের জন্য সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। ফলে তারা ভুল আচরণ থেকে দূরে থাকবে বলে আশা করা যায়। (সূরা আল-বাকারা)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى أُولٰٓئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

(১৭) মোশরেকদের এটা কাজই নয় যে, তারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহের খাদেম ও তত্ত্বাবধায়ক হবে এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সব আমলই তো বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে আর জাহান্নামে তাদের চিরকালই থাকতে হবে। (১৮) আল্লাহ্র মসজিদের আবাদকারী (তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেম) তো সে লোকেরাই হতে পারে, যারা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় আর আল্লাহ ছাড়া আন্য কাউকে ভয় করে না। তাদের সম্পর্কেই এই আশা করা যায় যে, তারা সঠিক-সোজা পথে চলবে। (১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং 'মসজিদে হারাম'-এর সেবা ও তত্ত্বাবধায়ক করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং যে প্রাণান্ত করল আল্লাহ্রই পথে ? (১০৭) কিছু লোক আরো আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, (দ্বীনের মূল দাওয়াতকেই তারা) ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং (আল্লাহ্র বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করবে ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে বিরোধ ও ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করবে। আর (এই বাহ্যিক ইবাদতখানাকে) সে ব্যক্তির জন্য ঘাঁটি বানাবে, যে লোক ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে যে, কল্যাণ সাধন ছাড়া আমাদের তো আর কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। (১০৮) তুমি কস্মিনকালেও সে ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাক্ওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা আছে, তা-ই এ জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যে, তুমি সেখানে (ইবাদতের জন্য) দাঁড়াবে। এতে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক ও পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহ্রও পছন্দ হচ্ছে এসব পবিত্রতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে। (১০৯) তুমি কি মনে করো, উত্তম মানুষ কি সে, যে নিজের ইমারতের ভিত্তি আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর সন্তোষ কামনার ওপর স্থাপন করেছে; না সে, যে তার ইমারত স্থাপন করেছে একটি প্রান্তরের অন্তঃসারশূন্য স্থিতিহীন বেলাভূমির ওপর এবং সে তা নিয়ে সোজা জাহান্নামের অগ্নি গহ্বর পতিত হলো ? এরূপ জালিম লোকদেরকে তো আল্লাহ্ কখনো সঠিক পথ দেখান না। (১১০) এই ইমারতটি, যা তারা নির্মাণ করেছে, সব সময়ই তাদের মনে অবিশ্বাসের বীজ হয়ে থাকবে (যা থেকে বের হওয়ার এখন কোনো উপায়ই নেই) একটি মাত্র উপায় ছাড়া, (তা) এই যে, তাদের হৃদয়টাই টুকরা-টুকরা হয়ে যাবে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন, তিনি সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান।

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞

হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো ইনসাফ ও সত্যতার হুকুম দিয়েছেন এবং তাঁর হুকুম এই যে, তোমরা প্রতিটি ইবাদতে স্বীয় লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকো স্বীয় দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। তিনি এখন যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকে আবার পয়দা করা হবে।

(সূরা আল-আরাফ ঃ ২৯)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞

(২৫) যে সব লোক কুফরী করেছে আর যারা (আজ) আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদেরকে) ফিরিয়ে রাখছে এবং সে মসজিদে হারামের যিয়ারতে বাধাদান করছে, যাকে আমরা সমস্ত মানুষের জন্য বানিয়েছি, যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান (তাদের আচরণ নিশ্চয়ই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য)। এখানে (এই মসজিদে হারামে) যে লোকই সততার পথ পরিহার করে অন্যায় ও জুলুমের রীতি অবলম্বন করবে, তাকে আমরা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব। (৩৯) তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা নির্যাতিত। আল্লাহ্ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (৪০) এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এটুকু যে, তারা বলত ঃ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো আল্লাহ। আল্লাহ্ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করতে না থাকতেন, তাহলে যে খানকা, আশ্রম, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম বিপুলভাবে যিকির করা হয়— সে সবই চুরমার করে দেওয়া হতো। আল্লাহ্ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় পরাক্রান্ত।

(সূরা আল-হাজ্জ)

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۞

(২৫) এরাই তো সেই লোক যারা কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি এবং কুরবানীর উষ্ট্রগুলোকেও কুরবানীর স্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। (মক্কায়) যদি এমন

মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বর্তমান না থাকত যাদেরকে তোমরা জানো না এবং অজ্ঞতাবশতই তোমরা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিতে ও তার ফলে তোমাদের ওপর কলংক লেপন হবে– এই আশঙ্কা যদি না থাকত (তাহলে যুদ্ধ বিরত রাখা হতো না, তা বিরত রাখা হয়েছে এজন্য) যেন আল্লাহ তাঁর রহমতে যাকে ইচ্ছা শামিল করে নিতে পারেন। সেই মু'মিনরা যদি বিচ্ছিন্ন ও চিহ্নিত হতো তাহলে (মক্কাবাসীর মধ্যে) যারা কাফের ছিল, তাদেরকে আমরা অবশ্যই কঠিন শাস্তি দিতাম। (২৭) বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে প্রকৃতই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা পুরোপুরিভাবে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণ মাত্রার শান্তি ও নিরাপত্তাসহকারে প্রবেশ করবে, (তখন) নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করাবে ও চুল কাটাবে আর তোমরা কোনো ভয়ের সম্মুখীন হবে না। তিনি সেই কথা জানতেন যা তোমরা জানতে না। এ কারণে সে স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি এই নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দান করেছেন। (সূরা ফাতহ্)

হাদীস

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ اَنَّهٗ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنٰى مَسْجِدًا الرَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ اَكْثَرْتُمْ وَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا، قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ اَنَّهٗ قَالَ : يَبْتَغِىْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ مِثْلَهٗ فِى الْجَنَّةِ -

ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত; যখন তিনি নবী (স)-এর মাসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন, তখন লোকেরা তাঁর সমালোচনা করে। সমালোচকদের জবাবে তিনি বলেন, তোমরা অনেক কিছু বললে। কিন্তু আমি নবী (স)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মাসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরি করে দেবেন। বর্ণনাকারী বুকাইর বলেন, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য" শব্দ ক'টি (তাঁর পূর্ববর্তী রাবী আসিম) তাঁকে বলেছিলেন বলে মনে হয়। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهٗ نَزَلَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় যতবার মাসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ততবারের মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরি করে রাখেন। (বুখারী)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، وَذَكَرَ خَصْلَةً اُخْرٰى-

হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ অন্য সব লোকের চেয়ে তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। আমাদের (সলাতের) কাতার বা সারি মালাইকাদের কাতার বা সারির মতো করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মাসজিদ করে

দেওয়া হয়েছে। আর পানি না পেলে পৃথিবীর মাটিকে আমাদের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি আরেকটি বিষয়েও উল্লেখ করলেন। (মুসলিম)

عَنْ عُثْمَانِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنٰى اللّٰهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ -

হযরত উসমান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ যে লোক আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর কাছ থেকে সওয়াব পাবার আশায় মসজিদ নির্মাণ করবে, মসজিদ নির্মাণের জন্য চেষ্টা চালাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ মহল নির্মাণ করবেন। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا، وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا -

হযরত আবু হুরায়রার আযাদকৃত ক্রীতদাস আবদুর রহমান ইবনে মাহরান আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সব চাইতে প্রিয় জায়গা হলো মাসজিদসমূহ আর সবচাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজারসমূহ। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ -

হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে রাবয়িল আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) বলেন, তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে প্রথমে দু' রাকাত নামায পড়ে নেবে তারপর বসবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلُ ؟ قَالَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قُلْتُ : ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ : اَلْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَ ؟ قَالَ : اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ اَيْنَمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ، فَاِنَّ الْفَضْلَ فِيْهِ -

হযরত আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দুনিয়ায় সর্বপ্রথম কোন মাসজিদের বুনিয়াদ রাখা হয়? তিনি জবাব দিরেন, মাসজিদে হারাম (অর্থাৎ কাবা ও তার চারপাশের চত্বর)। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদে আকসা। আমি আরজ করলাম, উভয় মাসজিদের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। (তিনি আরও বললেন), অতঃপর যে স্থানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হবে, সে স্থানেই নামায আদায় করবে। কেননা, তাতেই ফযিলত নিহিত। (বুখারী, মুসলিম)

৯.মক্কা

কুরআন

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَ الْبَادِ ؕ وَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿﴾ وَ اِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ

مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۞ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۞

(২৫) যে সব লোক কুফরী করেছে আর যারা (আজ) আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদেরকে) ফিরিয়ে রাখছে এবং সে মসজিদে হারামের যিয়ারতে বাধাদান করছে, যাকে আমরা সমস্ত মানুষের জন্য বানিয়েছি, যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান (তাদের আচরণ নিশ্চয়ই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য)। এখানে (এই মসজিদে হারামে) যে লোকই সততার পথ পরিহার করে অন্যায় ও জুলুমের রীতি অবলম্বন করবে, তাকে আমরা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব। (২৬) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের (কা'বার) জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম (এ হেদায়েত সহকারে) যে, আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করো না আর আমার ঘরের তওয়াফকারী ও রুকূ-সিজদাকারী লোকদের জন্য একে পবিত্র রাখো (২৭) আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য সাধারণ অনুমতি দান করো; তারা তোমাদের কাছে দূর-দূরান্ত স্থান থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে। (সূরা আল-হাজ্জ)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞

(৩৪) কিন্তু এখন তিনি তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না কেন, যখন তারা মসজিদুল হারাম-এর পথ রোধ করেছে? অথচ তারা এর বৈধ 'মুতাওয়াল্লী' নয়। এর বৈধ মুতাওয়াল্লী তো কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকেরা হতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ কথা জানে না। (৩৫) বায়তুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌র ঘর) কাছে তারা কি-ইবা প্রার্থনা করে, তারা তো শুধু শীস দেয় ও তালি বাজয়। কাজেই এখন লও, আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো তোমাদের অস্বীকৃতি ও অমান্যের ফল স্বরূপ, যা তোমরা করছিলে। (সূরা আল-আনফাল)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۞ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۞

(৬) এই লোকেরা বলে ঃ "হে সেই ব্যক্তি! যার প্রতি যিকির (কোরআন) নাযিল হয়েছে, তুমি নিঃসন্দেহে পাগল— (৭) তুমি যদি সত্য হতে, তাহলে আমাদের সম্মুখে ফেরেশতাদেরকে কেন

নিয়ে আসো না ?" (৮) (এর জবাব এই যে) আমরা ফেরেশতাদেরকে শুধু শুধু নাযিল করিনা— তারা যখন অবতীর্ণ হয়, তখন মহাসত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর লোকদেরকে আর কোনো সুযোগ-অবকাশ দেওয়া হয় না। (৯) (প্রকৃত ব্যাপার এই যে) এই যিকির (কোরআন) — একে আমরাই নাযিল করেছি আর আমরা নিজেরাই এর হেফাযতকারী। (১০) (হে মুহাম্মদ) আমরা তোমার পূর্বে অতিক্রান্ত বহু জাতির মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি। (১১) কখনো এমন হয়নি যে, তাদের কাছে কোনো রাসূল এসেছে আর তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। (১২) অপরাধী লোকদের হৃদয়ে তো আমরা এই যিকির (কোরআন)-কে এমনিভাবে (লৌহ শলাকার মতো) প্রবিষ্ট করিয়ে দেই। (১৩) তারা এর প্রতি ঈমান আনে না। প্রাচীনকাল থেকে এ প্রকৃতির লোকদের এই নীতিই চলে আসছে। (১৪) আমরা যদি তাদের প্রতি আসমানের কোনো দুয়ারও খুলে দিতাম আর তারা দিনমানে তাতে আরোহণ করতে থাকত, (১৫) তখনও তারা এ-ই বলত যে, আমাদের চক্ষুকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে; বরং আমাদের ওপর জাদু করা হয়েছে।

(সূরা আল-হিজর)

وَقَالُوٓا إِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى إِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا ۚ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ أُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ۝

(৫৭) তারা বলে ঃ "আমরা যদি তোমার সাথে এ হেদায়েত মেনে চলতে শুরু করি, তাহলে আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে উৎখাত করা হবে।" এটি কি সত্য নয় যে, আমরা এ শান্তিপূর্ণ হারামকে তাদের জন্য আবাস-স্থল বানিয়ে দিয়েছি, যেখানে সর্বদিক হতে সব রকমের ফল-ফসল চলে আসে আমাদের পক্ষ হতে রিযিক হিসেবে ? কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই তা জানে না। (৫৮) এমন কত জনবসতিই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যেসবের অধিবাসীরা নিজেদের ধন-সম্পদের দরুন অহংকারী হয়ে গিয়েছিল। অতএব লক্ষ্য করো, ঐ যে তাদের ঘর-বাড়িগুলো শূন্য পড়ে আছে, তাতে তাদের পর খুব কম লোকই বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরাই ঐ গুলোর উত্তরাধিকারী হয়েছি। (৫৯) আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জনপদগুলো ধ্বংস করতেন না, যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রাসূল পাঠাতেন, যে তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ শোনাত। আর আমরা জনপদগুলোর ধ্বংসকারী ছিলাম না, যতক্ষণ না সেগুলোর বাসিন্দারা জালিম হয়ে যায়।

(সূরা আল-কাসাস)

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ ۝ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ۚ كُلٌّ لَّهٗٓ أَوَّابٌ ۝ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝

(১৫) এ লোকেরাও শুধু একটি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে, যার পর দ্বিতীয় কোনো বিস্ফোরণ হবে না। (১৬) আর এরা বলে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! হিসেবের চূড়ান্ত দিনের

আগেই আমাদের অংশ আমাদেরকে অনতিবিলম্বে বুঝিয়ে দাও।" (১৭) (হে নবী!) ধৈর্য ধারণ করো এই লোকদের কথাবার্তার ব্যাপারে আর এদের সামনে আমাদের বান্দাহ্ দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো, যে ছিল বড় শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী, এবং প্রতিটি ব্যাপারে ছিল আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (১৮) আমরা পাহাড়সমূহকে তার সাথে অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে রেখেছিলাম, সকাল-সন্ধ্যা এরা তার সাথে আমাদের পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করত। (১৯) পাখিগুলো সমবেত হতো আর সকলেই তাঁর তাসবীহর দিকে প্রত্যাবর্তন করত। (২০) আমরা তার রাজত্ব সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, তাকে বুদ্ধি-জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দান করেছিলাম এবং সিদ্ধান্তকর কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলাম। (সূরা আস-সাফফাত)

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝

তাদের মধ্যে যারা অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্বেকার জাতিসমূহের উদাহরণ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৮)

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

(১৯৬) (হে নবী!) দুনিয়ার রাজ্যসমূহে আল্লাহ্র নাফরমান লোকদের দম্ভপূর্ণ চলাফেরা তোমাকে যেন প্রতারিত করতে না পারে। (১৯৭) এটা শুধু কয়েকদিনের জীবনের স্বল্পস্থায়ী আনন্দ সামগ্রী মাত্র। অতঃপর এরা সকলেই জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে আর সেটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্থান।

(সূরা আলে-ইমরান)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

যেসব লোক জুলুম সহ্য করার পর আল্লাহ্র জন্য হিজরত করেছে তাদেরকে আমরা দুনিয়ায়ই উত্তম ঠিকানায় আবাস দান করব। আর আখেরাতের প্রতিফল তো অনেক বড়। হায়! তারা যদি জানত (যে, কত ভালো পরিণামই না তাদের অপেক্ষায় রয়েছে)। (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৪১)

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۝ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ۝ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ۝ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ۝ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ۝ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ۝ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۝ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

(১৭) নিঃসন্দেহে আমরা এদেরকে (মক্কাবাসীকে) সেরূপ পরীক্ষায় ফেলেছি যেমন করে একটি

বাগানের মালিকদেরকে পরীক্ষার সম্মখীন করেছিলাম। তারা যখন কসম করে বলল যে, আমরা খুব সকাল বেলা অবশ্য-অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল পাড়ব, (১৮) তখন তারা এ কথায় কোনোরূপ ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা রাখল না। (১৯) রাতের বেলা তারা নিদ্রামগ্ন হলো, এ সময় তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে একটি বিপদ সে বাগানের ওপর আপতিত হলো (২০) এবং এর অবস্থা যেন কর্তিত ফসলের মতো হয়ে গেল। (২১) সকাল বেলা তারা একজন অপর জনকে ডাকল (২২) যে, ফল পাড়তে হলে খুব সকাল-সকালই নিজেদের ক্ষেতের দিকে রওয়ানা হয়ে চলো। (২৩) অতঃপর তারা রওয়ানা হলো। তারা পরস্পরকে চুপেচুপে বলছিল (২৪) যে, আজ যেন কোনো ভিখারী তোমাদের কাছে আসতে না পারে। (২৫) তারা কাউকেও কিছু না দেওয়ার ফয়সালা করে খুব ভোরের দিকে তাড়াহুড়া করে তথায় এমনভাবে উপস্থিত হলো, যেন তারা (ফল পাড়ার ব্যাপারে) খুব সক্ষম। (২৬) কিন্তু বাগানটি যখন তারা দেখল, তখন বলতে লাগল ঃ আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলে গেছি; (২৭) না, বরং আমরা বঞ্চিতই হয়ে গেছি। (২৮) তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খুব উত্তম ছিল সে বলল ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তোমরা তসবীহ করো না কেন ? (২৯) তারা উচ্চস্বরে বলে উঠল ঃ 'মহান-পবিত্র আমাদের আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমরা বাস্তবিকই বড় গুনাহগার ছিলাম। (৩০) পরে তারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করতে লাগল। (৩১) শেষ পর্যন্ত তারা বললঃ আমাদের অবস্থার জন্য বড়ই আফসোস! আমরা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী হয়ে গিয়েছিলাম। (৩২) সম্ভবত আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বাগান দান করবেন। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাচ্ছি। (৩৩) এরূপ হয়ে থাকে আযাব! আর পরকালের আযাব তো এর চেয়েও অনেক বড়। কতই না ভালো হতো, যদি এ লোকেরা জানত! (৩৪) মুত্তাকী লোকদের জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই!

(সূরা আল-কলম)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

এ কথা নিঃসন্দেহ যে, মক্কায় অবস্থিত গৃহখানাকেই মানুষের ইবাদত কেন্দ্র হিসেবে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে; তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় করে দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত লাভের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। (সূরা আল-ইমরান ঃ ৯৬)

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

হে নবী! অতীতে কতশত জনপদ বিলীন হয়ে গেছে যেগুলো তোমার সেই জনপদ থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল যা তোমাকে বহিস্কৃত করেছে। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদেরকে বাঁচাবার কেউ ছিল না। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৩)

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের হাতকে তোমাদের ওপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের ওপর থেকে বিরত রেখেছিলেন। অথচ তিনি তাদের ওপর তোমাদেরকে আধিপত্য ও বিজয় দান করেছিলেন। আর তোমরা যা কিছু করছিলে, আল্লাহ তা দেখছিলেন। (সূরা ফাত্‌হ ঃ ২৪)

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۞

হ্যাঁ, হে নবী! এই রূপেই এ আরবী কুরআনকে আমরা তোমার প্রতি 'ওহী' করেছি, যেন তুমি সব জনপদের মূল কেন্দ্র (মক্কা নগর) এবং এর আশেপাশে বসবাসকারীদেরকে সাবধান করে দাও এবং একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও, যার আগমনে কোনোই সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে যাবে আর অপর দলকে জাহান্নামে যেতে হবে। (সূরা আশ-শুরা ঃ ৭)

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۞

তারা বলে, এই কুরআন দুটি শহরের বড় লোকদের মধ্য থেকে কারো ওপর নাযিল হলো না কেন? (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৩১)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهْرِىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ لِمَكَّةَ : وَاللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنِّى اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَاخَرَجْتُ -

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আদী বিন হামরা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে মক্কায় সওয়ারীর ওপর আরোহন করা অবস্থায় মক্কাকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ্র শপথ, তুমি আল্লাহ্র জমিনের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে শ্রেষ্ঠ; যদি আমাকে তোমার কাছ থেকে বের করে দেওয়া না হতো, তাহলে আমি কিছুতেই বের হতাম না।" ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে হাসান বা উত্তম বলেছেন।

নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাযা নাসায়ী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سُوْقِ الْحَزْوَرَةِ : يٰامَكَّةُ وَاللّٰهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْ لَا قَوْمُكِ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكِ مَاسَكَنْتُ غَيْرَكَ -

রাসূলুল্লাহ (স) হাযওয়ারা নামক বাজারে বলেছিলেন, 'হে মক্কা, আল্লাহ্র শপথ, তুমি আল্লাহ্র উত্তম জমিন এবং আল্লাহ্র প্রিয় শহর; যদি তোমার কওম, আমাকে তোমার কাছ থেকে বিতাড়িত না করত, তাহলে আমি কখনও অন্যত্র বাস করতাম না। (তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِمَكَّةَ : مَااَطْيَبَكِ وَاَبَّكِ لِىْ وَلَوْ لَا قَوْمُكِ اَخْرَجُوْنِىْ مِنْكِ مَاسَكَنْتُ غَيْرَكِ -

রাসূল (স) বলেছেন ঃ তুমি মক্কা, কতইনা ভালো এবং আমার কাছে কতইনা প্রিয়! যদি তোমার লোকেরা আমাকে বের করে না দিত, তাহলে আমি তোমার থেকে দূরে অন্য কোথাও বাস করতাম না। (বায়াহকী)

হযরত যাবের (রা) বর্ণনা করেছেন যে;

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ مَنْ مَاتَ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ لَمْ يَفْرِضْهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُحَاسِبْهُ -

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি মক্কার পথে মারা যাবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না এবং তাঁর কাছে কোনো হিসাব চাইবেন না।

(রায়হাকী শুআবুল ঈমান)

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْعَدَرِىْ اَنَّهٗ قَالَ لِعَمْرِبْنِ سَعِيْدٍ دَهُوَ يَبْعَثُ الْبَعُوْثَ اِلٰى مَكَّةَ ائْذَنْ لِّىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهٖ اِنَّهٗ حَمِدَ اللّٰهُ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا للّٰهُ نَلَمْ يُحَرِّ مْهَا النَّاسُ لَايُحِلُّ لِاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ لَّيْفِكَ بِهَا وَمًا وَلَا يَعْضِدُ بِهَا شَجَرًا فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْ لُوْا الَهٗ اِنَّ اللّٰهُ اَذِنَ لِرَسُوْلِهٖ وَلَمْ يَاذَنْ لَّكُمْ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَتَدْهَارَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْ مَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِاَبِىْ شُرَيْحٍ مَاذَاقَالَ لَكَ عَمْرٌ وَقَالَ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ اَنَّ الْحَرَمَ لَايُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا نَارٌّ ابِدَمٍ وَلَا فَارِّبِخَرْيَةٍ -

আবু শুরায় আদাবী থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে সাঈদ যে সময় মক্কায় সেনাদল পাঠাচ্ছিলেন সেই সময় তিনি (আবু শুরায় আদাবী) তাকে বলেছিলেন যে, হে আমীর আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এমন একটি বাণী শুনাতে পারি, যা তিনি মক্কা বিজয়ের ঠিক পরদিন বলেছিলেন। তাঁর সেই বাণটি আমার দু'টি কান শুনেছে, হৃদয় সেটিকে হেফাযত করে ধরে রেখেছে এবং যে সময় তিনি কথাটা বলছিলেন তখন আমার এ দটি চোখ তাঁকে দেখেছে। প্রথমে তিনি [নবী (স)] আল্লাহ্র প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন এবং পরে বললেন ঃ আল্লাহ্ নিজে মক্কাকে মর্যাদা দিয়েছেন— মানুষ তাকে এ মর্যাদা দেয়নি। তাই যে ব্যক্তির আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে তার পক্ষে অন্যায়ভাবে এখানে রক্তপাত করা বা এর গাছপালা কাটা হালাল নয়। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর লড়াইয়ের কথা বলে কেউ যদি সেখানে লড়াইয়ের অবকাশ আছে বলে মনে করে তাহলে তাকে বলো যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এ জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেও দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। আজকে আবার তার 'হুরমত' ও মর্যাদা গতকালের মতোই বদল হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা আমার এ কথাগুলো অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেবে। আবু শুবাইকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার এ কথার জবাবে আমর ইবনে সাঈদ আপনাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? আবু শারয়া বললেন ঃ আমর আমাকে বললেন ঃ হে আবু মাবাইহ এ বিষয়ে আমি তোমার চাইতে বেশি অবগত। কিন্তু হারাম (মক্কা) কোনো গুনাহগার খুনী (পলাতক) এবং কোনো চোর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় না। অর্থাৎ মক্কায় হুরমতের কারণে এরা রক্ষা পেতে পারে না। (বুখারী)

১০. কা'বা ঘর

কুরআন

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

আর এ কথাও স্মরণ করো, আমরা এ (কা'বা) ঘরকে জনগণের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং লোকদের এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ইবরাহীম যেখানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ করো। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাগিদ করে বলেছিলাম, আমার এ ঘরকে তাওয়াফ, ইতিকাফ ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখো। (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَهُدًى لِّلْعٰلَمِينَ ۝ فِيهِ آيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيمَ ۚ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .... ۝

(৯৬) এ কথা নিঃসন্দেহ যে, মক্কায় অবস্থিত গৃহখানাকেই মানুষের ইবাদত কেন্দ্র হিসেবে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে; তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় করে দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত লাভের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। (৯৭) তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে, ইবরাহীমের ইবাদতের জন্য দাঁড়াবার জায়গাও রয়েছে এবং এর অবস্থা এই যে, তাতে যে-ই প্রবেশ করল, সে-ই নিরাপদ হলো। লোকদের ওপর আল্লাহ্র এই অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে সে যেন এর হজ্জ সম্পন্ন করে ....।

(সূরা আলে-ইমরান)

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ... ۝

আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাকে মহান সম্মানিত ঘর বানিয়েছেন ....। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯৭)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের (কা'বার) জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম (এ হেদায়েত সহকারে) যে, আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করো না আর আমার ঘরের তওয়াফকারী ও রুকূ-সিজদাকারী লোকদের জন্য একে পাক রাখো।

(সূরা আল-হাজ্জ ঃ ২৬)

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(১২৬) এ-ও স্মরণ করো যে, ইবরাহীম দো'আ করেছিলঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, এই শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগর বানিয়ে দাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে মানে তাদেরকে সকল প্রকার ফলের রিযিক দান করো।" উত্তরে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বলেছেন— "আর যে মানবে না, কয়েক দিনের এই জৈব-জীবনের সামগ্রী তাকেও দেবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব এবং এটি নিকৃষ্টতম স্থান।" (১২৭) স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ (কা'বা) ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তখন উভয়েই দো'আ করছিল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল করো; তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছু জানো। (সূরা আল-বাকারা)

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

(৩) কাজেই তাদের কর্তব্য হলো এই ঘরের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ইবাদত করা, (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছে। (সূরা কুরাইশ)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِىْ وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ - ثُمَّ رَجَعَ اِلَىَّ وَهُوَ حَزِيْنٌ فَقُلْتُ لَهُ - فَقَالَ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدَدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ فَعَلْتُ - اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ اَتْعَبْتُ اُمَّتِىْ مِنْ بَعْدِىْ -

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার কাছ থেকে শীতল চোখ ও প্রশান্ত চিত্তে বের হয়ে গেলেন। তারপর পেরেশান হয়ে ফিরে আসেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমি কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছি। যদি আমি এটা না করতাম। (তাহলে কতই না ভালো হতে) আমার ভয় হয় যে, আমি আমার পরের উম্মতদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছি নাকি। (আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِىْ حَسَنَةٍ وَّخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَّغْفُوْرًا -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে আল্লাহ্র ঘরে প্রবেশ করে সে নেক ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যখন বের হয় তখন গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়। (বায়হাকী)

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ مُهَابَةً وَزِدْ مِنْ شَرَفِهٖ وَكَرَمِهٖ مِنْ حَجَّهٗ وَاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّ تَعْظِيْمًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّ بِرًّا-

নবী করীম (স) যখন আল্লাহ্র ঘর দেখতে পেতেন, তখন দুই হাত উপরে তুলে দো'আ করতেন। বলতেন ঃ হে আল্লাহ! এ ঘরের মর্যাদা, মাহাত্ম্য, সম্মান ও প্রতাপ বৃদ্ধি করো এবং এর প্রতি সম্মান, মাহাত্ম্য, বিরাটত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ স্বরূপ যে লোক হজ্জ করবে বা উমরা করবে তার সম্মান, মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও পূর্ণশীলতা বাড়িয়ে দাও। (মুসনাদ শাফেয়ী)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضٰى عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَّ مَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ اَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهٗ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا اَظُنُّهٗ قَالَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ -

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (স) যখন মক্কা শরীফে উপস্থিত হলেন, তখন 'মসজিদে হারাম'— হেরেম শরীফে প্রবেশ করলেন। অগ্রসর হয়ে গিয়ে 'হাজরে আসওয়াদ' স্পর্শ করলেন, ওটা ধরলেন ও চুম্বন করলেন। পরে তিনি তাঁর ডান দিকে চলে গেলেন ও তিনবার রমল করলেন ও চারবার হাঁটলেন। পরে তিনি মাকামে ইবরাহীমে আসলেন। পড়লেন ঃ তোমরা মাকামে ইবরাহীমে মুসাল্লা গ্রহণ করো। অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়লেন। তখন মাকামে ইবরাহীম তাঁর ও আল্লাহ্র ঘরের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। দুই রাকাত নামায পড়ার পর তিনি কালো পাথরের কাছে আসলেন। ওটাকে স্পর্শ ও চুম্বন করলেন। পরে তিনি সাফা পর্বতের দিকে বের হয়ে গেলেন। আমি মনে করি, এ সময় তিনি পড়লেন ঃ সাফা ও মারওয়ার পর্বতদ্বয় আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য। (তিরমিযী, মুসলিম)

عَنْ جَابِرِبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ غَفَرَ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ كُلَّهَا -

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, যে বায়তুল্লাহ্ শরীফের সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত নামায পড়বে এবং জমজমের পানি পান করবে, তার গোনাহ্ যত বেশিই হোক না কেন তা মাফ করে দেওয়া হবে। (মোজাম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةَ ثَلاَثُمِ ائَةٍ وَّسِتُّوْنَ نَصَبًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهٖ وَجَعَلَ يَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اَلاٰيَةُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কা'বাঘরের চার পাশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি নিজের হাতের লাঠি দিয়ে ঐ মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, "সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত, অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।" (বুখারী-মুসলিম)

১১. হজ্জ

কুরআন

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿۲۷﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿۲۹﴾

(২৭) আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য সাধারণ অনুমতি দান করো; তারা তোমাদের কাছে দূর-দূরান্ত স্থান থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে। (২৯) অতপর তারা নিজেদের ময়লা-কালিমা দূর করবে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করবে ও এ প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করবে। (সূরা আল-হাজ্জ)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ... ۝ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(১৫৮) নিশ্চয়ই 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ করবে, এ দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তার পক্ষে কোনো গুনাহের কাজ নয়। ..... (১৯৬) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যখন হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে আর কোথাও যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়, তবে যে কুরবানীই সম্ভব তা-ই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পেশ করো। তবে নিজের মাথা কামাবে না, যতক্ষণ না কুরবানী এর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি রোগা হবে, অথবা যার মাথার কোনো অসুখ হবে এবং এ কারণে মাথা কামিয়ে ফেলবে, 'ফিদিয়া' হিসেবে রোযা পালন করা অথবা সদকা দেওয়া কিংবা কুরবানী করা তার কর্তব্য। অতঃপর তোমরা যদি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করো (এবং মক্কায় হজ্জের পূর্বেই তোমরা পৌঁছে যাও) তবে তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে সে যেন সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী দেয় আর কুরবানী দেওয়া সম্ভব না হলে সে তিনটি রোযা হজ্জের সময়ে আর সাতটি ঘরে ফিরে— এই মোট দশটি রোযা পালন করবে। এই সুবিধাটুকু তাদের জন্য দেওয়া হচ্ছে, যাদের ঘর-বাড়ি মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী নয়। আল্লাহ্‌র এ আদেশসমূহের বিরুদ্ধতা থেকে দূরে থাকো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা আল-বাকারা)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ... ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ، عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ،
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ،
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

(১) হে ঈমানদারগণ! বন্ধনসমূহ পুরোপুরি মেনে চলো। তোমাদের জন্য গৃহপালিত ধরনের সমস্ত জন্তুকে হালাল করা হয়েছে, সেসব বাদে, যা একটু পরই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকার কার্যকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিও না। বস্তুত আল্লাহ যা-ই চান, তারই আদেশ দান করেন। (২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌পরস্তির নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করো না। হারাম মাসসমূহের কোনো মাসকে হালাল করে নিও না। কুরবানীর জন্তু-জানোয়ারগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না; সেসব জন্তুর ওপরও হস্তক্ষেপ করো না, যে সবের গলদেশে খোদায়ী মানতের চিহ্নস্বরূপ পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেসব লোককেও কোনোরূপ কষ্ট দিও না, যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে পবিত্র ও সম্মানিত ঘরে (কা'বায়) যাচ্ছে। ইহ্‌রামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পারো। .... (৯৪) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে সে শিকারের দরুন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন, যা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের করায়ত্ত ও বল্লমের পাল্লার মধ্যে হবে। এটা দেখার জন্য যে, কে আল্লাহ্‌কে অদৃশ্য অবস্থায় ভয় করে। এরূপ সাবধান বাণীর পরও যারা আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করবে, তাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (৯৫) হে ঈমানদার লোকগণ! ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের কেউ যদি জেনে-বুঝে এরূপ করে বসে, তবে যে জন্তু সে হত্যা করেছে, এরই সমান পর্যায়ের একটি জন্তু তাকে নজরানা দিতে হবে। এ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন সুবিচারক লোক এবং এই নজরানা কা'বায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। নতুবা এই গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ কয়েকজন মিস্‌কীনকে খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা এর অনুপাতে রোযা রাখতে হবে, যেন সে নিজের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। পূর্বে যাকিছু হয়েছে, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি করে, তবে আল্লাহ এর প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ সর্বজয়ী এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তিতে শক্তিমান। (৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান করো, সেখানেও তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য সম্বল বানিয়েও নিতে পারো। অবশ্য স্থলভাগের শিকার— যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে— তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। অতএব সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে দূরে থাকো, যার সম্মুখে পেশ হওয়ার জন্য তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টিত করে হাজির করা হবে। (সূরা আল-মায়েদা)

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ، وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ، وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ، فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ... ۝ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ... ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(১৯৭) হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জের সময়ে তার দ্বারা যেন কোনো লালসা পরিতৃপ্তির কাজ, কোনো জিনা-ব্যভিচার, কোনো রকমের লড়াই-ঝগড়া সঙ্ঘটিত না হয়। আর যা কিছু নেক কাজ তোমরা করবে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন। হজ্জ সফরের জন্য পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যাবে আর পরহেযগারীই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পাথেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকেরা, আমার নাফরমানী থেকে বিরত থাকো। (১৯৮) আর হজ্জের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যদি আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহও সন্ধান করতে থাকো, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। অতঃপর যখন আরাফাতের ময়দান থেকে রওয়ানা হবে, তখন 'মাশয়ারে হারাম'-এর (মুযদালিফার) কাছে থেমে আল্লাহ্কে স্মরণ করো– তেমনিভাবে স্মরণ কারো, যে রকম করার জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় এর পূর্বে তো তোমরা পথভ্রষ্টই ছিলে। (১৯৯) অতঃপর যেখান থেকে সব লোক প্রত্যাবর্তন করে, সেখান থেকে তোমরাও প্রত্যাবর্তন করো এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (২০০) এভাবে হজ্জের সমস্ত রোকন যখন সম্পূর্ণ আদায় করবে তখন পূর্বে যেভাবে তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করছিলে, এখন সেভাবে– বরং তা থেকেও অনেক বেশি– আল্লাহ্কে স্মরণ করো......। (২০৩) এ গুণতির কয়েকটি দিন, আল্লাহ্র স্মরণেই তোমরা কাটিয়ে দাও। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দু'দিনেই ফিরে আসে তবে তাতে কোনো দোষ নেই; আর যদি কেউ একটু বেশিক্ষণ অবস্থান করে প্রত্যাবর্তন করে তবে তাতেও কোনো আপত্তির কারণ নেই– অবশ্য এ দিনগুলো যদি সে তাকওয়ার সাথে যাপন করে .....। (১৮৯) লোকেরা তোমার কাছে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বলে দাও, এটা লোকদের জন্য তারিখ নির্ধারণ ও হজ্জের নিদর্শন মাত্র। তাদের এ কথাও বলো যে, তোমরা আপন ঘরে পশ্চাৎদিক থেকে প্রবেশ করো– এ কোনো পুণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত নেকীর কাজ তো হচ্ছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে থাকা। অতএব তোমরা নিজেদের ঘরের সম্মুখ-দুয়ার দিয়েই আসা-যাওয়া করবে। অবশ্য সেই সঙ্গে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে, সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবে। (সূরা-বাকারা)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ
فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

যে সব লোক কুফরী করেছে আর যারা (আজ) আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদেরকে) ফিরিয়ে রাখছে এবং সে মসজিদে হারামের যিয়ারতে বাধাদান করছে— যাকে আমরা সমস্ত মানুষের জন্য বানিয়েছি, যাতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বহিরাগতদের অধিকার সমান (তাদের আচরণ নিশ্চয়ই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য)। এখানে (এই মসজিদে হারামে) যে লোকই সততার পথ পরিহার করে অন্যায় ও জুলুমের রীতি অবলম্বন করবে, তাকে আমরা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ২৫)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(৯৬) এ কথা নিঃসন্দেহ যে, মক্কায় অবস্থিত গৃহখানাকেই মানুষের ইবাদত কেন্দ্র হিসেবে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছে; তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় করে দেওয়া হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত লাভের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। (৯৭) তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে, ইবরাহীমের ইবাদতের জন্য দাঁড়াবার জায়গাও রয়েছে এবং এর অবস্থা এই যে, তাতে যে-ই প্রবেশ করল, সে-ই নিরাপদ হলো। লোকদের ওপর আল্লাহ্‌র এই অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে সে যেন এর হজ্জ সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীর প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে-ইমরান)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهُ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ اِبْنُ حَابِسٍ فَقَالَ اَفِىْ كُلِّ عَامٍ يَّارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَوْقُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ يَسْتَطِيْعُوْا وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ হে মানব মণ্ডলী অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হজ্জ ফরয করে দিয়েছেন। আকরা ইবনে হারেস (একজন সাহাবী) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ (স), প্রতি বছরের জন্যে? হুজুর বললেন ঃ এখন যদি আমি বলে দেই হ্যাঁ, তাহলে তা তোমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর যদি তা বাধ্যতামূলকই হয়ে যায়, তাহলে তোমরা তা করতেও পারবে না এবং করার ক্ষমতাও রাখবে না। হজ্জ জীবনে একবারই করতে হবে। তবে যদি কেউ অতিরিক্ত করে তাহলে তার জন্যে তা নফল হবে। (আহমদ, নাসাঈ, দারেমী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ اللّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কামনা-বাসনা (স্ত্রী সঙ্গম) ও আল্লাহ্‌র নাফরমানী হতে বিরত থেকে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হজ্জ কার্য সমাধান করে, সে যেন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ (নিষ্পাপ) হয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স)-এ ভাষায় তালবিয়া পড়তেন ঃ "হাজির হয়েছি তোমার কাছে, হে আমাদের আল্লাহ্ হাজির হয়েছি, তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছি, কেউই তোমার শরীক নেই, আমরা তোমারই ডাকে হাজির হয়েছি। নিঃসন্দেহে সমস্ত তারীফ, প্রশংসা ও নেওয়ামত তোমারই। তোমার জন্যেই আরশের মালিকানা ও শাসন ক্ষমতা তোমাতেই নিবদ্ধ। কেউই তোমার শরীক নেই।" (তিরমিযী)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايُوْجِبُ الْحَجَّ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّحِلَةُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র নবী, কোন বস্তু হজ্জকে ফরয করে? হুজুর বললেন ঃ নিজের এবং পোষ্যদের যাবতীয় খাওয়া-পরার খরচ এবং সফর খরচ। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ পোষ্যদের যাবতীয় খরচ ও মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত খরচ বহন করতে সক্ষম, তার জন্যই হজ্জ ফরয। (তিরমিযী-ইবনে মাযা)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে অনুমতি চেয়েছিলাম। হুজুর বললেন ঃ তোমাদের (মহিলাদের) জিহাদ হলো হজ্জ। (অর্থাৎ তোমরা হজ্জের মাধ্যমেই জিহাদের সওয়াব পাবে।) (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَاالظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاَعْتَمِرْ -

হযরত আবু রাজীন উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার পিতা একেবারেই বৃদ্ধ। হজ্জ ও উমরাহ্ করতে যেমন তিনি অক্ষম, তেমনি সফর করার শক্তিও তার নেই। আল্লাহ্র রাসূল বললেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরাহ্ আদায় করো।
(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

عَنْ اَبِىْ اَمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْتَحَجَّ اِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا -

হযরত আবু আমামাতা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ মেয়ে লোক তিনদিনের সফরে কিংবা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে না, যদি তার স্বামী তার সঙ্গী না হয়। (দারে কুতনী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْفَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوْا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে লোকেরা, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব হজ্জ করো। (মুনতাকী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاِذَا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ سَالُوْا النَّاسَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ইয়েমেন দেশের লোকেরা হজ্জ করতে আসত; কিন্তু সঙ্গে সম্বল গ্রহণ করত না। তারা বলত, আমরা তাওয়াক্কুলকারী লোক। তারা যখন মদীনায় (মক্কায়) উপস্থিত হতো তখন লোকদের কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। (তার অর্থ) ঃ তোমরা অবশ্যই পাথেয় গ্রহণ করবে। বস্তুত সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। (বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

عَنْ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا اَنِّىْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَاقَبَّلْتُكَ -

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কালো পাথরের কাছে আসলে ও একে চুম্বন করলেন। অতঃপর পাথরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আমি নিশ্চিত জানি' তুমি একখানা পাথর মাত্র। তুমি কোনো ক্ষতিও করো না, কোনো উপকারও করো না। আমি যদি নবী করীম (স)কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তা হলে আমি কখনই তোমাকে চুম্বন করতাম না।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرِ الدِّيْلِىْ (رض) قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرْفَةَ وَاَتَاهُ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرْفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَاَيَّامُ مِنٰى ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَصَارَيُنَادِىْ بِهِنَّ -

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামার আদ-দায়লী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)কে আরাফায় অবস্থানরত দেখতে পেলাম। তখন নজদের অধিবাসী কিছু লোক তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তারা বলল ঃ হে রাসূল! হজ্জ কি রকমে— কি নিয়মে? উত্তরে নবী করীম (স) বললেন ঃ আরাফাই তো হজ্জ। যে লোক মুযদালিফায় যাপন করা রাত্রির ফজরের নামাযের পূর্বে এখানে এসে পৌছবে, তাঁর হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল। মিনায় অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট তিনদিন। যে লোক দুই দিনেই অবস্থান সম্পূর্ণ করবে, তাতে তার কোনো গোনাহ হবে না। কেউ বিলম্বিত করলে তাতেও কোনো দোষ নেই। পরে তিনি এক ব্যক্তিকে জন্তুযানে নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। সেই লোক উক্তরূপ কথা ঘোষণা করতে শুরু করল।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা, মুসনদে আহমদ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَفَعَتْ اِمْرَاَةٌ صَبِيًّا لَّهَا، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اَلِهٰذَ حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ، وَلَكِ اَجْرٌ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা তাঁর শিশুকে উঁচু করে তুলে ধরে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল। এই শিশুর হজ্জ কি শুদ্ধ হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে তুমি তার সওয়াব পাবে। (বুখারী)

১২. আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

কুরআন

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ....

অতঃপর যেখান থেকে সব লোক প্রত্যাবর্তন করে, সেখান থেকে তোমরাও প্রত্যাবর্তন করো ....। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৯)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (رض) فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا يُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتّٰى أَتٰى جَمْعًا ثُمَّ أَفَاضَ الْغَدَ وَرِدْفُهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ (رض) فَمَا زَالَ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) আরাফার ময়দান থেকে রওয়ানা হলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) তাঁর সঙ্গে আরোহী ছিলেন। উটটি তাঁকে নিয়ে একটা পাক দিয়ে আসল-গেল এবং আসল। এই সময় রাসূলে করীম (স)-এর দুইখানি হাত উর্ধ্বে এমনভাবে উত্তোলিত ছিল যে, হাত দুইখানি তাঁর মস্তক অতিক্রম করে যায়নি। অতঃপর ধীর-মন্থর গতিতে তিনি চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মুযদালিফায় এসে পৌঁছলেন। এরপর পরের দিন রওয়ানা হলেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে আরোহী ছিলেন হযরত ফযল ইবনে আব্বাস। তখন তিনি সব সময় তালবিয়া করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জমরা আকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপ করলেন। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ عَلِيٍّ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتٰى جَمْعًا فَصَلّٰى بِهِمُ الصَّلٰوتَيْنِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ بَاتَ حَتّٰى أَصْبَحَ ثُمَّ أَتٰى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ فَقَالَ هٰذَا الْمَوْقَفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى أَتٰى مُحَسِّرًا فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتّٰى جَاوَزَ الْوَادِيَ ثُمَّ حَبَسَهَا ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ وَسَارَ حَتّٰى أَتٰى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتٰى الْمَنْحَرَ فَقَالَ هٰذَا الْمَنْحَرُ وَمِنٰى كُلُّهَا مَنْحَرٌ -

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) মুযদালিফায় উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন ও এখানেই রাত যাপন করলেন। সকাল হলে পর তিনি 'কুযাহা' পাহাড়ে আসলেন ও তার উপরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। পরে বললেন, এটা অবস্থানের স্থান এবং মুযদালিফা সবটাই অবস্থান স্থান। পরে তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং 'মুহাস্সর'-এ উপস্থিত হলেন ও তার উপর অবস্থান করলেন। তিনি তার উটটিকে চাবুক মারলেন। উটটি দ্রুত চলতে লাগল। এইভাবে তিনি উপত্যাকা অতিক্রম করে গেলে। পরে উটটাকে থামালেন এবং আব্বাস পুত্র ফযল (রা)কে উটের পেছনে বসালেন। চলতে চলতে পাথর নিক্ষেপের স্থানে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর তিনি

কুরবানী করবার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আসলেন। বললেন ঃ এটা কুরবানী করার স্থান এবং মিনার যে কোনো স্থানেই কুরাবানী করা যায়। (মুসনদে আহম্মদ)

عَنْ اِبْنِ عَبَّسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَ اُسَامَةُ (رض) رَدِفَهٗ قَالَ اُسَامَةُ فَمَازَالَ يَسِيْرُ عَلٰى هَيْنَتِهٖ حَتّٰى اَتٰى جَمْعًا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) আরাফার ময়দান থেকে রওয়ানা হলেন। এই সময় হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) তাঁর সহআরোহী ছিলেন। অতঃপর তিনি খুব ধীর-মন্থর ও সম্ভ্রম সম্পন্ন গতিতে চলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মুযদালিফায় এসে পৌছলেন। (মুসলিম)

১৩. কুরবানী

কুরআন

ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدْيَ وَ الْقَلَآئِدَ ۚ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

আল্লাহ তা'আলা মহান সম্মানিত ঘর কা'বাকে লোকদের জন্য (সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের) প্রতিষ্ঠার উপকরণ বানিয়েছেন এবং হারাম মাস কুরবানীর জন্তু ও গলার রশিসমূহকেও (এই কাজের) সাহায্যকারী বানিয়ে দিয়েছেন। যেন তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ আকাশরাজ্য ও দুনিয়ার সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত এবং প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই তিনি জানেন। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯৭)

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝ وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ... ۝

(৩২) এ-ই হচ্ছে আসল ব্যাপার (এটি বুঝে লও)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, এটি তার অন্তর্নিহিত তাকওয়ার ব্যাপার। (৩৩) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এসব (কুরবানীর জানোয়ার) থেকে ফায়দা গ্রহণের তোমাদের অধিকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোর (কুরবানী করার) জায়গা সে প্রাচীন ঘরের নিকটেই অবস্থিত। (৩৬) আর (কুরবানীর) উটগুলোকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তোমাদের জন্য তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব ঐগুলোকে দাঁড় করিয়ে ঐগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো। আর (কুরবানীর পর) যখন তাদের পিঠগুলো জমিনের ওপর স্থিত হয়, তখন তা থেকে নিজেরাও খাও আর তাদেরকেও খাওয়াও যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ বসে আছে এবং

তাদেরকেও যারা এসে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে। এই জন্তুগুলোকে আমরা তোমাদের জন্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছি যেন তোমরা শোকর আদায় করো। (৩৭) তাদের গোশতও আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, রক্তও নয়। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর কাছে অবশ্যই পৌঁছে ....।

(সূরা আল-হাজ্জ)

إِنَّا أَعْطَيْنَٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

(১) (হে নবী!) আমি তোমাকে 'কাওসার' দান করেছি। (২) অতএব তুমি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের জন্যই নামায আদায় করো এবং কুরবানী দাও। (সূরা আল-কাওসার)

হাদীস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا لَا قُوْا الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ ﷺ أَعْجِلْ أَوْ أَرِنِى مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرِ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدِيُّ الْحَبَشَةِ قَالَ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না আনাযী (র) হযরত রাফি ইবন খাদিজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আমরা আগামীকাল শত্রুর সাথে মোকাবিলা করব। অথচ আমাদের সাথে কোনো ছুরি নেই। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি অথবা ভালোভাবে দেখে বলিষ্ঠভাবে যবেহ করবে। যা রক্ত প্রবাহিত করে, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয় তা (দিয়ে যবেহকৃত জন্তু) খাও। তবে তা যেন দাঁত ও নখ না হয়। আমি তোমাদের কাছে এর কারণ বর্ণনা করছি। দাঁত হলো হাড় বিশেষ, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গণিমতের কিছু উট ও বকরি পেলাম। তন্মধ্য হতে একটি উট ছুটে গেলে জনৈক ব্যক্তি তীর মেরে সেটাকে আটকিয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এসব উটের মধ্যেও বণ্য জন্তুর মতো স্বভাব আছে। সুতরাং এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি যদি নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যায় তবে তার সাথে এরূপ আচরণই করবে। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ صَخْرٍ عَنْ يَزِيْدَبْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِىْ سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِىْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اَشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِهِ -

হযরত হারুন ইবনে মা'রূপ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) কুরবানী করার জন্য শিং বিশিষ্ট দুম্বাটি আনতে আদেশ দেন— যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করত (অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল), কালোর মধ্যে শুইতো (অর্থাৎ পেটের নিম্নাংশ কালো ছিল) এবং কালোর মধ্য দিয়ে দেখত (অর্থাৎ চোখের চতুর্দিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি আয়েশা (রা)কে বললেন, ছোরাটি নিয়ে এসো। এরপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। আমি ধার দিলাম। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। এরপর সেটা যবেহ করলেন এবং বললেন ঃ - بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ আল্লাহ্‌র নামে। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে এটা কবুল করে নাও। এরপর এটা কুরবানী করেন। (মুসলিম)

عَنْ زَيْدِبْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهٰذِهِ الْاَضَاحِىْ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ قُلْتُ مَالَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَالصُّوْفُ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ -

হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূল! এই কুরবানী কি? নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীমের সুন্নাত। বললাম, এটা করলে আমরা কি পাবো? বললেন, প্রত্যেকটি চুলের বিনিময়ে একটি করে নেকী। জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূল! পশমের ব্যাপারে কি হবে? বললেন, পশমের প্রত্যেকটি চুলের বদলে একটি নেকী পাওয়া যাবে। (ইবনে মাযা, হাকেম আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, আল-মুনযিরী)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ -

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যাবে। (মুসলিম-আবু দাউদ)

عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَايُتَّقٰى مِنَ الضَّحَايَا فَاشَارَ بِيَدِهٖ فَقَالَ اَرْبَعًا اَلْعَرْجَاءَ اَلْبَيِّنَ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءَ الْبَيِّنَ عَوْرُهَا وَالْمَرِيْضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءَ الَّتِىْ لَا تُنْقِىْ -

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আবেদন করা হলো যে, কুরবানীতে কি ধরনের পশু হতে পরহেয করতে হবে? মহানবী (স) হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ তোমরা চার প্রকার পশু হতে পরহেয করবে। খোড়া— যার খোড়ামী সুস্পষ্ট, অন্ধ— যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রোগা— যার রোগ সুস্পষ্ট এবং শক্তিহীন।

(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, দারেমী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاعَمِلَ اِبْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَالظْلَا فِيْهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কুরবানীর দিনে মানব সন্তানের কোনো নেক কাজই আল্লাহ্‌র কাছে এত প্রিয় নয়, যত প্রিয় রক্ত প্রবাহিত করা। (অর্থাৎ কুরবানী করা) কুরবানীর জানোয়ারগুলো তাদের শিং, পশম ও খুরসহ কেয়ামতের দিন (কুরবানীদাতার পাল্লায়) এসে হাজির হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদার জায়গায় পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দ চিত্তে কুরবানী করো।

(তিরমিযী, ইবনে মাযাহ্)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ سَنَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا -

রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করেছেন ঃ সামর্থ্য থাকতে যে কুরবানী করে না, সে যেন আমার ঈদগাহের ধারে-কাছেও আসে না। (ইবনে মাযাহ্)

১৪. মানাসিক (হজ্জের পালনীয় বিধানসমূহ)

কুরআন

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ... ﴿٦٧﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا ... ﴿٣٤﴾ ... فِيْ أَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ ... ﴿٢٨﴾ ... اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ... ﴿٣٤﴾

(৬৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা একটি ইবাদত পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা তারা অনুসরণ করে চলে। অতএব (হে মুহাম্মদ!) তারা যেন এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়....। (৩৪) প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, ...। (২৮) ... কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে .....। (৩৪) .... সে জন্তুর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন.... (সূরা আল-হাজ্জ)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ هِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَاءَ حَتّٰى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ -

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী (স) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য (সিরিয়া) জুহ্‌ফা, নজদ্‌বাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে (হজ্জ ও ওমরার জন্য) মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য আর যেসব লোক হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানগুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধান নির্দিষ্ট জায়গা। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে, এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ - لَا شَرِيْكَ لَكَ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (স) এই ভাষায় তালবিয়া পড়তেন ঃ উপস্থিত হয়েছি তোমার সমীপে, হে আমাদের আল্লাহ্, উপস্থিত হয়েছি। তোমার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছি, কেউই তোমার শরীক নেই। আমরা তোমার আহ্বানক্রমে হাজির হয়েছি। নিঃসন্দেহে সমস্ত তা'রীফ-প্রশংসা ও নেওয়ামত তোমারই, তোমার জন্যই। আর সব মালিকানা ও শাসন ক্ষমতা তোমাতেই নিবদ্ধ। কেউই তোমার শরীক নেই। (তিরমিযী)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضٰى عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَّمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ اَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهٗ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا اَظُنُّهٗ قَالَ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ -

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (স) যখন মক্কা শরীফে উপস্থিত হলেন, তখন 'মসজিদে হারাম' —হেরেম শরীফে প্রবেশ করলেন। অগ্রসর হয়ে গিয়ে 'হাজরে আসওয়াদ' স্পর্শ করলেন, একে ধরলেন ও চুম্বন করলেন। পরে তিনি তাঁর ডান দিকে চলে গেলেন ও তিনবার রমল করলেন ও চারবার হাঁটলেন। পরে তিনি মাকামে ইবরাহীমে আসলেন। পড়লেন ঃ তোমরা মাকামে ইবরাহীমে মুসাল্লা গ্রহণ করো। অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়লেন। তখন মাকামে ইবরাহীম তাঁর ও আল্লাহ্র ঘরের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। দুই রাকাত নামায পড়ার পর তিনি কালো পাথরের কাছে আসলেন। একে স্পর্শ ও চুম্বন করলেন। পরে তিনি সাফা পর্বতের দিকে বের হয়ে গেলেন। আমি মনে করি, এ সময় তিনি পড়লেন ঃ সাফা ও মারওয়ার পর্বতদ্বয় আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য।

(তিরমিযী ও মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اِلٰى عَرَافَاتٍ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) মীনায় আমাদের নিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর সকাল বেলায়ই আরাফাতের ময়দানের দিকে ওয়ানা হয়ে গেলেন। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى اٰمَنَ مَاكَانَ النَّاسَ وَاَكْثَرَهٗ رَكْعَتَيْنِ -

হযরত হারিস ইবনে ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-এর সঙ্গে মীনায় দুই রাকাত করে নামায পড়েছি। অথচ আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ভয়-ভীতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিলাম। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ غَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بِمِنٰى حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ صَبِيْحَةِ يَوْمِ عَرْفَةَ حَتّٰى أَتٰى عَرْفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِىَ مَنْزِلُ الْاِمَامِ الَّذِىْ كَانَ يَنْزِلُ بِهٖ بِعَرْفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرْفَةَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) মীনা থেকে আরাফা যাওয়ার দিনের প্রাতঃকালে ফজরের নামায পড়া সম্পন্ন করার পর রওয়ানা হলেন। পরে তিনি আরাফার কাছে পৌঁছে 'নামেরাতা'য় অবতরণ করলেন। এটা ইমামের সেই অবতরণ স্থান, আরাফার ময়দানের যেখানে সব সময়ই ইমাম অবতরণ করে থাকে। এর পর যোহরের নামাযের সময় যখন হলো, নবী করীম (স) দ্বিপ্রহরকালীন প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এইদিন তিনি যোহর ও আসরের নামায একসঙ্গে (অর্থাৎ একই সময় পর পর) পড়েছেন। অতঃপর তিনি লোকদেরকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন। পরে তিনি রওয়ানা হলেন ও আরাফার ময়দানে অবস্থিতি গ্রহণ করলেন। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

عَنْ مُحَمَّدِبْنِ اَبِىْ بَكْرِ الثَّقَفِىْ (رض) اَنَّهٗ سَأَلَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رض) وَهُمَا غَادِيَانِ اِلٰى عَرْفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ يَعْنِى يَوْمَ عَرْفَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنَّا يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ -

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর সাকাফী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত আনাস (রা)-এর সঙ্গে প্রাতঃকালে আরাফার দিকে যাওয়ার সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই আরাফার দিনে আপনারা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে থেকে পথ চলাকালে কি সব দোয়া-যিক্র করতেন? উত্তরে হযরত আনাস বললেন ঃ আমাদের মধ্যে কিছু লোক উচ্চস্বরে তালবিয়া করতেন। কিন্তু কেহ এর জন্য প্রতিবাদ বা সেই জন্য কোনো আপত্তি প্রকাশ করেননি। তেমনি কিছু লোক তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন, সে বিষয়েও কেউ আপত্তি জানাননি।

(বুখারী, নাসায়ী, বায়হাকী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাযাহ্)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرِ الدَّيْلِىْ (رض) قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرْفَةَ وَاَتَاهُ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرْفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهٗ وَاَيَّامُ مِنٰى ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهٗ فَصَا رَيُنَادِىْ بِهِنَّ - (ابوداؤد، ترمذى، نسائى، ابن ماجه، مسند احمد)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'মার আদ-দায়লী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স)কে আরাফায় অবস্থানরত দেখতে পেলাম। তখন নজদের অধিবাসী কিছু

লোক তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তারা বলল ঃ হে রাসূল! হজ্জ কি রকমে— কি নিয়মে? উত্তরে নবী করীম (স) বললেন ঃ আরাফাই তো হজ্জ। যে লোক মুযদালিফায় যাপন করা রাত্রির ফজরের নামাযের পূর্বে এখানে এসে পৌছবে, তাঁর হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল। মীনায় অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট তিন দিন। যে লোক দুই দিনেই অবস্থা সম্পূর্ণ করবে, তাতে তার কোনো গোনাহ্ হবে না। কেউ বিলম্বিত করলে তাতেও কোনো দোষ নেই। পরে তিনি এক ব্যক্তিকে জন্তুযানে নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। সেই লোক উক্তরূপ কথা ঘোষণা করতে শুরু করল।

১৫. আল্লাহ্র মহব্বত

কুরআন

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

(হে নবী!) আমার বান্দাহ্ যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি সন্নিকটে। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। এসব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো তারা প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান পাবে।

(সূরা বাকারা ঃ ১৮৬)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝

(৩১) (হে নবী!) লোকদের বলে দাও, "তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ খাতা মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান।" তাদের বলো, "আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কবুল করো।" (৩২) অতঃপর তারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল না করে, তবে সে সব লোকদেরকে— যারা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে— আল্লাহ কিছুতেই ভালোবাসতে পারেন না। (৯১) নিশ্চিত জেনো যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কাফের অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্য গোটা পৃথিবী সমপরিমাণ স্বর্ণও বিনিময় হিসেবে দান করে, তবে তাও কবুল করা হবে না। বস্তুত এ সব লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং তারা কাউকেও নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

(সূরা আলে-ইমরান)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ

لَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

তুমি কি জানো না যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত? এমন কখনো হয় না যে, তিনজন লোকের মধ্যে কোনো কান-পরামর্শ হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ চতুর্থ হবেন না কিংবা পাঁচজনে গোপন পরামর্শ হবে আর তাদের মধ্যে ষষ্ঠ আল্লাহ্ হবেন না। গোপন পরামর্শকারীরা সংখ্যায় এর কম হোক কি বেশি— যেখানেই তারা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকবেন। তারপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কি কি কাজ করেছে। আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই অবহিত। (সূরা মুজাদালা ঃ ৭)

হাদীস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّزِّىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَيْسَ كَذٰلِكِ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ -

হযরত মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ্ রায্‌যী (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ (স) আল্লাহ্ কি মৃত্যু অপছন্দ করেন, যেমন আমরা সবাই তা অপছন্দ করি? তিনি বলেন, বিষয়টি এরূপ নয়। তবে যখন একজন মু'মিনকে আল্লাহ্‌র রহমত, তাঁর রিযামন্দি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যখন কাফেরকে আল্লাহ্‌র আযাব ও তার অসন্তুষ্টির খবর দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌ও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِىْ اِبْنَ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا اَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ قَالَ حُبَّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحًا اَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسُ فَاَنَا اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ وَاِنْ لَمْ اَعْمَلْ بِاَعْمَالِهِمْ -

হযরত আবু রা'বী আতাকী (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ররাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি সেদিনের জন্য কি পাথেয় সঞ্চয় করেছ? সে বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তার সঙ্গে উঠবে যাকে তুমি ভালোবাসো। আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পরে আমরা এত বেশি খুশী হইনি যতটা নবী (স)-এর বাণী— "তুমি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো" দ্বারা আনন্দ লাভ করেছি। আনাস (রা) বলেন, আমি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, আবু বকর (রা) ও উমর (রা)কে ভালোবাসি। সুতরাং আমি আশা করি যে, কেয়ামত দিবসে আমি তাদের সঙ্গে থাকব, যদিও আমি তাঁদের মতো আমল করতে পারিনি। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ اِنِّى اُحِبُّ فُلاَنًا فَاَ حِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ وَاِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ اُبْغِضُ فُلاَنًا فَاَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَاَبْغِضُوْهُ قَالَ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ -

হযরত যুহায়র ইবনে হারব (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিব্‌রিল (আ)কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমি অমুককে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। তিনি বলেন, তখন জিব্‌রিল (আ) তাকে ভালোবাসেন। এরপর তিনি আসমানে ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং আপনারাও তাকে ভালোবাসুন। তখন আসমানের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসে। তিনি বলেন, এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে সে মকবুল বান্দা হিসেবে গণ্য হয়। আর আল্লাহ্ যখন কোনো বান্দার ওপর রাগান্বিত হন তখন জিব্‌রিল (রা)কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমি অমুক বান্দার ওপর রাগান্বিত, তুমিও তার সঙ্গে নাখোশ হও। তিনি বলেন, তখন জিব্‌রিল (আ) তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন। এরপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের প্রতি ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অমুকের ওপর ক্রোধান্বিত। সুতরাং আপনারাও তার প্রতি দুশমিন করুন। তিনি বলেন, তখন তারা তার প্রতি শক্রতা পোষণ করে। এরপর পৃথিবীবাসীর অন্তরে তার প্রতি শক্রতা পোষণ বদ্ধমূল হয়ে যায়।
(বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللّٰهِ -

হযরত আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দীদার পছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ পছন্দ

করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীদার অপছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। আর মৃত্যু আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে সংঘটিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

১৬. কিসসিসুন (পুরোহিতগণ) ও সন্ন্যাসীবৃন্দ

কুরআন

لَوْ لَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

(৬৩) এদের আলেম ও পীর-পুরোহিতগণ কেন এদেরকে গুনাহের কথা বলা এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা থেকে বিরত রাখে না ? তারা যা কিছু তৈরি করেছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ আমলনামা। (৮২) তোমরা ঈমানদার লোকদের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে অধিক মজবুত পাবে এবং ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার দিক দিয়ে সে লোকদেরকে অতি নিকটবর্তী পাবে, যারা বলেছিল যে, আমরা নাসারা। এটা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে ইবাদতকারী আলেম ও দুনিয়াত্যাগী ফকীর-দরবেশ বর্তমান আছে আর তাদের মধ্যে অহংকার ও অহমিকতা বোধ নেই। (সূরা আল-মায়েদা)

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۭ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝

আর তারা যখন ধৈর্যধারণ (সবর) করে এবং আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় আনতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে আমরা এমন সব অগ্রনেতা পয়দা করলাম, যারা আমাদেরই নির্দেশ মতো (লোকদেরকে) হেদায়েত দান করত। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ২৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! এই আহলে কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সে লোকদের, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে খরচ করে না। (সূরা আত্-তওবা ঃ ৩৪)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِى ﷺ تُشَدِّدُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, নিজেদের ওপরে কঠোরতা করো না। অন্যথায় আল্লাহ্ই তোমাদের ওপর কঠোরতা করবেন। অতীতে একদল লোক এই আত্মনির্যাতনের নীতি অবলম্বন করেছিল। পরে সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করলেন। তাদেরই অবশিষ্ট লোকরা বর্তমানকালের পাদ্রীখানা ও গীর্জা ইত্যাদিতে আত্ম-সমাহিত হয়ে আছে। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرٰعًا حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْ هُمْ، قُلْنَا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ : فَمَنْ -

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো (এমন কঠোরভাবে) অনুসরণ-অনুকরণ করবে যে, এক এক বিঘত ও এক এক গজ (হাত) পরিমাণও (ব্যবধান হবে না)। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! ইয়াহুদ ও নাসারাদের? তিনি বললেন, তবে আর কারা হবে? (বুখারী)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَبِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوْا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِىْ سِرٍّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أٰكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنَامُ عَلٰى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَابَالُ اَقْوَمٍ، قَالَ كَذَا، وَكَذَا لٰكِنِّي أُصَلِّى، وَأَنَامُ، وَاَصُوْمُ، وَأُفْطِرُ، وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى -

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একটি দল নবী করীম (স)-এর স্ত্রীদের কাছে এসে তাঁর গোপন ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। (তা জানার পর) তাদের কেউ বললেন ঃ আমি কোনোদিন বিয়ে করব না, কেউ বললেন, আমি জীবনে কোনোদিন গোশত খাবো না, আবার কেউ বললেন ঃ আমি কোনোদিন বিছানায় ঘুমাতে যাবো না। একথা শুনে নবী রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁর যথাযথ গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেন, এসব লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এ ধরনের কথাবার্তা বলছে। আমি তো নামাযও আদায় করি, আবার ঘুমাই, সিয়ামও পালন করি আবার সিয়াম ছাড়াও থাকি এবং বিয়ে-শাদীও করি। (জেনে রেখো) যারা আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা আমার দলের নয়। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَالشَّبَابِ! مَنِ السْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهٗ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَاِنَّهٗ لَهٗ وَجَاءَ -

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের যুবক বয়সে আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে ছিলাম অথচ আমাদের কোনো প্রকার সম্পদ ছিল না। (এমতাবস্থায়) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ "হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে নিচু রাখে এবং তার যৌনজীবনকে সংযমী করে,

আর যে বিবাহ্ করার সামর্থই রাখে না সে যেন সিয়াম পালন করেন, কেননা সিয়াম তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।" (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلُ ﷺ كَانَ يَقُلُ لَا صَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلَامِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (স) প্রায়ই বলতেন ঃ ইসলামে অববাহিত, কুমার-কুমারী বা বৈরাগী জীবন যাপনর কোনো অবকাশ নেই। (মুসনদে আহমাদ)

১৭. পদ্রী

কুরআন

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞

(৩১) এরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে আর এভাবে মরিয়াম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক খোদা ছাড়া আর কাউকে বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সে আল্লাহ যিনি ছাড়া অপর কেউ বন্দেগী পাবার অধিকারী নয়। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরিকী কথাবার্তা থেকে, যা তারা বলে। (৩৪) হে ঈমানদার লোকেরা! এই আহলে কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সে লোকদের, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে না। (সূরা আত্-তওবা)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۞

এরপর আমরা পর-পর আমার রাসুলগণকে পাঠিয়েছিলাম আর এ সবের পর মরিয়ামপুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইঞ্জীল দান করেছি। যারা তা মেনে চলেছে তাদের হৃদয়ে আমরা দয়া-মায়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছি। আর 'রাহবানিয়াত' (বৈরাগ্যবাদ) তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমরা তা তাদের প্রতি ফরয করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তোষ সন্ধানে তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়েছে। আর তা যথার্থভাবে পালন করার যে কর্তব্য ছিল তারা তাও করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সুফল আমরা দান করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই ফাসেক। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২৭)

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

তোমরা ঈমানদার লোকদের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে অধিক মজবুত পাবে এবং ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার দিক দিয়ে সে লোকদেরকে অতি নিকটবর্তী পাবে, যারা বলেছিল যে, আমরা নাসারা। এটা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে ইবাদতকারী আলেম ও দুনিয়াত্যাগী ফকীর-দরবেশ বর্তমান আছে আর তাদের মধ্যে অহংকার ও অহমিকতা বোধ নেই। (সূরা মায়েদা ঃ ৮২)

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ .... ۝

(৩৬) (তাঁর জ্যোতির দিকে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক) সে সকল ঘরে পাওয়া যায় যেগুলোকে সুউচ্চ ও সমুউন্নত করার এবং যেগুলোর মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করার তিনি অনুমতি দিয়েছেন। সেগুলোতে এসব লোক সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, (৩৭) যাদেরকে ব্যবসা ও কোনো-বেচায় আল্লাহ্‌র স্মরণ, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফিল করে দেয় না। তারা সে দিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত এবং চোখ পাথর হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। (৩৮) (আর তারা এসব কিছু করে এজন্য) যেন আল্লাহ্ তাদের উত্তম আমলের প্রতিফল তাদেরকে দেন এবং তদুপরি অনুগ্রহ দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেন। (সূরা আন-নূর)

১৩ অধ্যায়

শরীয়ত

কুরআন

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন স্ত্রীলোক সে ব্যাপারে নিজে কোনো ফয়সালা করার এখতিয়ার রাখে না। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত হলো। (সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬)

১. কিসাস (প্রতিশোধ)

কুরআন

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ۖ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۖ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ .... فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ .... ۝

(১৭৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য নরহত্যার ব্যাপারে কিসাস-এর আইন লিখিয়ে দেওয়া হয়েছে; মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই 'কিসাস' নেওয়া হবে, ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে এ হত্যার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। কোনো নারী এ অপরাধ করলে তাকে হত্যা করেই 'কিসাস' লওয়া হবে। অবশ্য কোনো হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছুটা নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য। এটা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ মাত্র। এর পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (১৭৯) বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হে লোকেরা! কিসাসে-ই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে; আশা করা যায়, তোমরা এ আইন লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকবে। (১৯৪) .... কাজেই যে তোমাদের ওপর হস্ত প্রসারিত করে, তোমরাও অনুরূপভাবে তার ওপর হস্ত প্রসারিত করো, ...। (সূরা আল-বাকারা)

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ... ⊛ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⊛

(৪৪) আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে হেদায়েত ও আলো বর্তমান ছিল....। (৪৫) তওরাতে আমরা ইহুদীদের প্রতি এই হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং সব রকমের জখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেউ কিসাস সদকা করে দিলে, তা তার জন্য কাফ্ফারা হবে; আর যারা আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম। (সূরা আল-মায়েদাহ্)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ⊛

আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে শুধু ততটুকুই করবে, যতটুকু তোমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো, তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ১২৬)

হাদীস

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ شِئْتُمْ اَنْ تَخْرُجُوْا اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا ثُمَّ مَالُوْا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَارْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلَامِ وَسَاقُوْا ذَوْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ فِيْ اِثْرِهِمْ فَاُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا -

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া তামিমী ও আবু বাকর ইবন শায়বা (র) হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উরায়না' গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলো। (সেখানের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ায়) তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা ইচ্ছে করলে ঐসব সাদাকার উটের কাছে গমন করতে পারো এবং তার দুধ ও মূত্র পান করতে পারো। তারা তাই করল এবং এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাখালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদেরকে হত্যা করল। পরিশেষে তারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাল-সম্পদ নিয়ে পলায়ন করল। এই সংবাদ নবী করীম (স)-এর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি তাদের পেছনে লোক পাঠালেন। তারা তাদেরকে পাকড়াও করল। এরপর তাদের হাত-পা কেটে দিল এবং তাদের চোখ উপড়ে ফেলল এবং তাদেরকে রৌদ্রে নিক্ষেপ করল। এভাবে তারা মারা গেল। (মুসলিম)

وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَبِرٍ اَنَّ اَمْرَاَةً مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ فَاُتِىَ بِهَا النَّبِىِّ ﷺ فَعَاذَتْ بِاُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىِّ ﷺ وَاللّٰهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ -

হযরত সালামা ইবন শাবীব (র) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা এক মাখযুমী মহিলা চুরি করল। অতঃপর তাকে নবী (স)-এর সহধর্মিনী উম্মে সালামার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করল। নবী (স) তখন বললেন, যদি ফাতিমা (রা)ও চুরি করত, তবে আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম। এরপর মহিলাটির হাত কেটে দেওয়া হলো। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّرٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ لْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاسِىِّ عَنْ عُبَدَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحِىُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَلَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَاُنْزِلُ عَلَيْكَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِىَ كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْهُ قَالَ خُذُوْا عَنِّىْ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبُ جَلْدُ مَائَةٍ ثُمَّ رَجْمُ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْىُ سَنَةٍ -

হযরত মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও মুসান্না (র) হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তাঁকে ক্লান্ত মনে হতো এবং তাঁর মুখমণ্ডলে শ্রান্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হতো। বর্ণনাকারী বলেন, একদা যখন তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হলো তখন তাঁর অবস্থা ঐরূপ হলো। এরপর যখন ওহী বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ কোনো বিবাহিতা মহিলার সাথে এবং কোনো অবিবাহিত পুরুষ কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে, তবে বিবাহিত ব্যক্তিকে একশ' বেত্রাঘাত করবে, এরপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। আর অবিবাহিত পুরুষ বা মহিলাকে একশ' বেত্রাঘাত করবে, এরপর তাদেরকে এক বছরের জন্য নির্বাসন দেবে। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَنْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِىْ شَيْئٍ قَطُّ اِلَّا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ -

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) নিজস্ব কোনো ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখনই আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা পদদলিত হতো, তখন তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُبْنُ يَحْيٰى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَ نِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ نِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ اُسَامَةُ اَسْتَغْفِرْ لِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاِنِّيْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ اَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَ يُوْنُسُ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَاْتِيْنِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

হযরত আবু তাহির ও হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া (র) হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা এক মহিলার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, যে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কালে মক্কা বিজয়ের সময় চুরি করেছিল। তখন তাঁরা বলল, এ ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কথা (সুপারিশ) করবে? তখন তারা বলল, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়পাত্র উসামা ব্যতীত আর কার হিম্মত আছে? অতএব তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। এ ব্যাপারে উসামা ইবনে যায়িদ (রা) কথোপকথন বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত হদ-এর ব্যাপারে সুপারিশ করতে চাও? তখন উসামা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমার জন্য (আল্লাহ্র কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। যখন সন্ধ্যা হলো তখন রাসূলুল্লাহ (স) দণ্ডায়মান হয়ে এক ভাষণ দিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র যথাযথ প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করা হয়েছে এই জন্য যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোনো দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার ওপর 'হদ' প্রয়োগ করত। সেই মহান আল্লাহ্র কসম যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন! যদি মুহাম্মদ বিনতে ফাতিমা (রা)ও চুরি করত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম। এরপর তিনি যে মহিলা চুরি করেছিল তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তার হাত কেটে দেওয়া হলো। ইউনুস (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, অতঃপর সে মহিলা খাঁটিভাবে তাওবা করল এবং এরপরে তার বিয়ে হলো। আয়েশা (রা) বলেন, এই ঘটনার পর ঐ মহিলা প্রায়ই আমার কাছে আসত। তার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমি তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে তুলে ধরতাম। (মুসলিম)

২. ক্ষমা

কুরআন

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে, (সে যদি) বাধ্য হয়ে করে থাকে, অথচ তার মন ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে (তবে কোনো দোষ নেই); কিন্তু যে লোক মনের সন্তোষ সহকারে কুফরীকে কবুল করে নিল, তার ওপর আল্লাহ্র গযব বর্ষিত হবে এবং এমন সব লোকের জন্য অত্যন্ত কঠিন আযাব রয়েছে। (সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ১০৬)

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা (যে দু'জন) এই কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। কেননা, আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী ও অশেষ দয়াময়। (সূরা নিসা ঃ ১৬)

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ

فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

এ ব্যাপারে আল্লাহ্র তরফ থেকে শুধু এতটুকুই নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা মৃতদেহ খাবে না, রক্ত ও শুকরের গোশ্ত থেকে দূরে থাকবে এবং এমন কোনো জিনিস খাবে না যার ওপর আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারোর নাম নেওয়া হয়েছে। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি নিতান্ত ঠেকায় পড়ে যায় এবং সে তা থেকে কোনো জিনিস খায়; কিন্তু আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা যদি না থাকে কিংবা প্রয়োজন পরিমাণের সীমা লঙ্ঘন না করে, তবে এতে তার কোনো পাপ হবে না। বস্তুত আল্লাহ্ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৩)

... فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْۤا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ

اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(৩) .... অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে এর মধ্য থেকে কোনো জিনিস খেয়ে ফেলে— গুনাহ করার কোনো প্রবণতা ছাড়াই— তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব গুনাহ মার্জনাকারী ও অশেষ রহমত দানকারী। (৯৩) যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে, সেজন্য কোনোরূপ পাকড়াও করা হবে না, অবশ্য যদি তারা ভবিষ্যতে হারাম জিনিসগুলো থেকে দূরে সরে থাকে এবং ঈমানের ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয় থাকে ও ভালো কাজ করে। অতঃপর যেসব কাজের নিষেধ করা হবে, তা থেকে তারা বিরত থাকবে এবং আল্লাহ্র যে ফরমানই হবে, তা মেনে নেবে ও আল্লাহর ভয় সহকারে সৎ নীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ নেক আচরণশীল লোকদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা মায়েদা)

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ

كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝ قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ

مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ

لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(১১৯) আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়েছে যে জন্তুর ওপর, তা তোমরা খাবে না এর কি কারণ থাকতে পারে ? অথচ নিতান্ত ঠেকার সময় ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় যেসব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। অনেক লোকেরই অবস্থা এই যে, তারা জানা-শোনা ছাড়াই নিছক নিজেদের ইচ্ছা-বাসনার ভিত্তিতে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে। এই সীমালংঘনকারী লোকদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক খুব ভালোভাবেই জানেন। (১৪৫) হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো যে, আমার কাছে যে অহী এসেছে, তাতে এমন কোনো জিনিস পাইনি যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম হতে পারে; তবে তা যদি মৃত, প্রবাহিত রক্ত কিংবা শুকরের গোশ্‌ত হয় তবে অন্য কথা। কেননা এটা নাপাক জিনিস কিংবা ফিসক হবে— যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে তা যবেহ্ করা হয়ে থাকে; অতঃপর কোনো ব্যক্তি যদি একান্ত ঠেকায় পড়ে (এই সবের কোনো একটি জিনিস খেয়ে ফেলে)— যদি সে কোনোরূপ নাফরমানীর ইচ্ছা না রাখে এবং প্রয়োজনের সীমা লংঘন না করে তবে নিশ্চয়ই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও অশেষ করুণাময়।

(সূরা আল-আন'আম)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ... ۝

মু'মিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনোই সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য তোমরা বাহ্যত এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করলে তা আল্লাহ মাফ করে দেবেন। ..... (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৮)

... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

...... এরূপ হওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার জন্য নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বাছিয়া লইতে চেষ্টা করবে। অথচ সে জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করতে কিছুতে রাজি হবে না। অবশ্য তা গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমরা যদি কিছুটা উপেক্ষা দেখাও তবে ভিন্ন কথা ? তোমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সবচেয়ে উত্তম গুণে বিভূষিত। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৭)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(৪) আর যারা সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করবে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি 'চাবুক' মারো আর তাদের সাক্ষ্য কখনো কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। (৫) তবে সে লোকেরা নয়, যারা এরপর তওবা করবে ও সংশোধন করে নেবে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের পক্ষে ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আন-নূর)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অবশ্য কারো যদি এ আশঙ্কা হয় যে, অসীয়তকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো হক নষ্ট করেছে, তখন সে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোনো দোষ নেই, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারা ঃ ১৮২)

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۗؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۗءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝ ...

وَحَلَاۗئِلُ اَبْنَاۗىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

(২২) আর যেসব স্ত্রীলোককে তোমাদের পিতা বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে কখনোই বিয়ে করবে না। অবশ্য পূর্বে যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা ধর্তব্য নয়। মূলত এটি একটি নির্লজ্জ কাজ, অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং খুবই খারাপ পথ। (২৩) ... আর তোমাদের জন্য (হারাম করা হয়েছে) সে সব পুত্রের স্ত্রীদেরকে যারা তোমাদের আপন ঔরসজাত। আর দু' বোনকে একসাথে বিয়ে করা এটাও তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে, তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তাতো হয়েই গেছে। বস্তুতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা আন-নিসা)

.... وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰي مَا ھَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

.... আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমণ কাজে থাকে, তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোনোরূপ কঠিন কাজের ভার দেওয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। তোমাদেরকে এ পন্থা নির্দেশ করা হচ্ছে এজন্য, যেন তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন সেজন্য যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পার। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

... اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْۗءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

(৫৪) ... তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসলে সে যদি পরে তওবা করে ও সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং নম্র ব্যবহার করেন। (৫৫) এভাবেই আমরা নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশ করি, যেন অপরাধীদের পথ সুপ্রকট হয়ে ওঠে। (সূরা আল-আন'আম)

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْۗءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অবশ্য যেসব লোক মূর্খতাবশত খারাপ কাজ করেছে এবং পরে তওবা করে নিজেদের আমল সংশোধন করে নিয়েছে, তবে নিশ্চিতই তওবা ও সংশোধনের পর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ১১৯)

... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

.....আর তোমাদের দাসীরাই যখন নিজেরাই সতীসাধ্বী চরিত্রবতী থাকতে চায় তখন বৈষয়িক স্বার্থে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না— কিন্তু যদি কেউ তাদের ওপর জবরদস্তি করে তবে এ জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

যেসব অর্থহীন শপথ তোমরা বিনা ইচ্ছায়ই করে ফেলো, সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাকো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৫)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাকো, আল্লাহ সে জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে-বুঝে যেসব কসম খাও, সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। (এ ধরনের কসম ভঙ্গ করার জন্য) কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো— যা তোমরা তোমাদের ছেলে-পেলেদের খায়িয়ে থাকো অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। আর যে ব্যক্তির তা করার সামর্থ্য নেই, সে তিন দিন রোযা রাখবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা, যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেলো। তোমরা নিজেদের কসমের হেফাযত করতে থাকো। আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহকে এভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করেন, সম্ভবত তোমরা শোকর আদায় করবে। (সূরা মায়েদাহ ঃ ৮৯)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

(হে নবী!) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জানেন যে, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় আর কখনো অর্ধেক রাত এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত এবাদতে দাঁড়িয়ে থাকো। আর তোমার সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যক লোক এ কাজ করে। রাত ও দিনের হিসাব আল্লাহ্ই রাখছেন। তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের গণনা যথাযথভাবে রাখতে পারো না। এ কারণে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। এক্ষণে যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পারো ততটাই পড়তে থাকো। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হতে পারে আর কিছু লোক আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে বিদেশ সফর করে। আর কিছু লোক আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। কাজেই যতটা কুরআন খুব সহজেই পড়া যায় তা-ই পড়ে নাও। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও আর আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দিতে থাকো। যা কিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে, তাকে আল্লাহ্র কাছে সঞ্চিত ও মওজুদ রূপে পাবে। সেটিই অতীব উত্তম আর এর শুভ প্রতিফলও খুব বড়। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে থাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা মুজাম্মিল ঃ ২০)

হাদীস

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيٰى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ) عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ (قَالَ يَحْيٰى وَحَسِبْتُ قَالَ) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّهُمَا قَالَاخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ (الْكُبْرَ فِى السِّنِّ) فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَا مَعَهُمَا فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ صَاحِبَكُمْ (اَوْ قَاتِلَكُمْ) قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى عَقْلَهُ

হযরত কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত ইয়াহইয়াহ এবং রাফি ইবনে খাদিজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা উভয়েই বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবন সাহ্ল মুহায়িসা ইবন মাসউদ ইবন যায়িদ (রা) ও ইবনে যায়িদ (রা) বাড়ি থেকে বের হয়ে খায়বার পর্যন্ত এলেন। এরপর সেখান থেকে উভয়েই পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুহায়িস (রা) আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্লকে একস্থানে নিহত অবস্থায় পেলেন। তখন তিনি তাঁকে দাফন করলেন। এরপর তিনি এবং হুওয়ায়্যাসা ইবন মাসউদ (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে সাহ্ল (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আগমন করলেন। আর তিনি ছিলেন দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। আবদুর রহমান (রা) তাঁর উভয় সাথীর আগে কথা বলার জন্য অগ্রসর হলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সেই কথা বলার জন্য এগিয়ে এসো। সুতরাং তিনি চুপ করে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয় কথা বললেন। আর তিনি [রাসূলুল্লাহ (স)]-ও তাদের দু'জনের সাথে কথা বললেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর

সাথে আবদুল্লাহ ইবন সাহ্ল (রা)-এর নিহতস্থল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি এ ব্যাপারে পঞ্চাশবার হলফ (শপথ) করতে পারবে? তাহলে তোমরা তোমাদের সঙ্গী অথবা নিহত ব্যক্তির প্রাপ্য অধিকার (কিসাস অথবা দিয়্যাত) দাবি করতে পারবে। প্রতি উত্তরে তারা বলল, আমরা কিভাবে এ ব্যাপারে হলফ (শপথ) করব? আমরা তো সেখানে তখন উপস্থিত ছিলাম না। নবী (স) তখন বললেন ঃ তাহলে ইহুদীরা পঞ্চাশবার হলফ করে তোমাদের দাবি নাকচ করে দেবে। তাঁরা তখন বলল, আমরা কিভাবে কাফের সম্প্রদায়ের হলফ গ্রহণ করে নেবো? রাসূলুল্লাহ (স) যখন ঐ অবস্থা অবলোকন করলেন, তখন তার 'দিয়াত' দিয়ে দিলেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ الْاَحْوَصِ الْجُسَمِّيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِىْ وَلَمْ يُضِفْنِىْ ثُمَّ مَرَّبِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَقْرِيْهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اِقْرِهِ -

হযরত আবুল আহ্ওয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর পিতা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কোনো ব্যক্তির বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু সে আমার মেহমানদারির হক আদায় করেনি। কিছুদিন পর সে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে। আমি কি তার মেহমানদারির হক আদায় করব, নাকি তার (উপেক্ষার) প্রতিশোধ নেবো। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন ঃ বরঞ্চ তুমি তার মেহমানদারির হক আদায় করো। (তিরমিযী)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَاضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فِيْهِ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَاَةً وَلَاخَادِمًا، اِلَّا اَنْ يُجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَىْءٍ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَنْتَقِمُ اللّٰهِ تَعَالٰى -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) কখনো কাউকে হাত দিয়ে মারেননি— না কোনো স্ত্রী লোককে না কোনো খাদেমকে। অবশ্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে যা করেছেন সেটা স্বতন্ত্র। এরূপ কখনো হয়নি যে, তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে আর তিনি তাঁর তরফ থেকে ব্যক্তিগত কারণেই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য আল্লাহ্ নির্ধারিত কোনো হারামকে লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে কোনোরূপ প্রতিশোধ নিয়ে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। (মুসলিম)

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : كَاَنِّى اَنْظُرُ اَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি যেনো (এখন) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া (আ)দের কোনো একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে (অর্থাৎ ঐ নবীকে) তাঁর কাওম আঘাত করেছিল (নাউযুবিল্লাহ), আঘাত করে তাকে আহত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন। আর দো'আ করছিলেন এভাবে ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও। কারণ এরা তো বোঝে না। (বুখারী-মুসলিম)

وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ اَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ اَشَدَّ مَالَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِ عَلَى اِبْنِ عَبْدِ يَا لِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِى اِلَى مَااَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِى، فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلاَّ وَاَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَاسِى، فَاِذَا اَنَا بِمَسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِى، فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَادَانِىْ فَقَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَمَارَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَاْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ. فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَاَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِىْ رَبِّىْ اِلَيْكَ لِتَاْمُرُنِىْ بِاَمْرِكَ، فَمَا شِئْتَ: اِنْ شِئْتَ اَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الاَ خْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلَابِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَايُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا -

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বললেন ঃ ওহুদের যুদ্ধের দিনের চাইতেও কি বেশি কোনো কঠিন দিন আপনার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদের জাতির কাছ থেকে এমন আচরণেরও সম্মুখীন হয়েছি যা ওহুদের দিনের চেয়েও অধিক কঠিন ছিল। তা হচ্ছে আকাবার দিন। আর আকাবার দিনের বিপদ ঝঞ্ঝা ছিল এমন ঃ যখন আমি (তাওহীদের বাণী পেশ করার জন্যে) ইবনে আবদ ইয়া-লাইল ইবনে আবদ কুলালের নিকট নিজেকে পেশ করলাম, আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার কোনো জবাব দিল না। আমি তাই সেখান থেকে চিন্তামগ্ন মন নিয়ে চললাম। এমনকি করণে সা'আলিব নামক স্থানে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত আমার সংজ্ঞাই ফিরেনি। যখন আমার সংজ্ঞা ফিরে এলো, তখন আমি মাথা তুললাম। দেখলাম, একখণ্ড মেঘ আমার উপর ছায়া দিয়ে ঘিরে আছে। তাতে আমি জিবরাঈল (আ)কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল (আ) আমাকে ডেকে বললেন ঃ মহান আল্লাহ্ আপনার কওমের কথা ও আপনাকে তারা যে জবাব দিয়েছে তা শুনতে পেয়েছেন। আল্লাহ্ আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনি তাকে যেরূপ ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। (সে তা-ই পালন করবে) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এরপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিয়ে বললেন ঃ হে মুহাম্মদ (স) (আল্লাহ্) আপনার সাথে আপনার কওমের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছেন। আমি হচ্ছি পাহাড়ের ফেরেশতা। আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার যা ইচ্ছা, আমাকে হুকুম করতে পারেন। বলুন, আপনার নির্দেশ কি? (আমি এক্ষুণি তা পালন করছি) আপনি যদি চান, 'আখশাবাইন' (মক্কাকে বেষ্টনকারী দুটি পাহাড়) এর উভয়কে একত্রে মিলিয়ে দেই। (এবং এসব কাফেরদের স্বমূলে ধ্বংস করে দেই)। দয়ার নবী (স) বলেন ঃ (আমি তাদের ধ্বংস কামনা করি না)। আমি বরং এ আশা পোষণ করি, আল্লাহ্ এদের ঔরষে এমন সব লোক পয়দা করবেন যারা এক আল্লাহ্র দাসত্বকে কবুল করে নেবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

(বুখারী-মুসলিম)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ عِيْلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَقَادَ وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهٖ وَفِيْ عُنُقِهٖ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ فَاَتٰى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهٗ مَقَالَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَلّٰى عَنْهُ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِحَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْنُ اَشْوَعَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِنَّمَا سَاَلَهٗ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَاَبٰى -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাতিম (র) হযরত ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এই ব্যক্তিকে হাজির করা হলো, যে অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন তিনি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে তার কাছ থেকে কিসাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। তখন সে তাকে নিয়ে চলল এমন অবস্থায় যে, তার গলায় একটি চামড়ার দড়ি ছিল, যদ্দারা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন সে ফিরে যাচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হত্যাকারীও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সাথে গিয়ে মিলিত হলো এবং তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বাণী শোনাল। সে তখন হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। ইসমাঈল ইবনে সালিম (র) বলেন, আমি এই ঘটনা হাবীব ইবন সাবিত (র)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমাকে ইবন আশওয়া (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তাকে (ইতিপূর্বে) বলেছিলেন, কিন্তু সে তা অস্বীকার করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيْ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَايُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَّصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يَشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ -

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা উভয়েই মহানবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কোনো মুসলমান কোনো যন্ত্রণা, রোগ, কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও শোকের কবলে পড়লে, এমনকি কাটাবিদ্ধ হলেও আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী)

সামাজিক ব্যবস্থাপনা

১. পুরুষ

কুরআন

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ... ﴿٢٩﴾ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

(২৯) প্রকৃত পক্ষে তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন,....৩০) আর সে সময়ের কথাও একটু কল্পনা করে দেখ, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন ঃ "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।" তারা বললো ঃ "আপনি কি পৃথিবীতে কাউকে নিযুক্ত করবেন, যে এর নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? আপনার প্রশংসা ও স্তুতি সহকারে তাসবীহ্ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ তো আমরাই করছি।" উত্তরে আল্লাহ্ বললেন ঃ "আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না"।

(সূরা আল-বাকারা)

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

আমরা এ আমানতকে আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। কিন্তু এরা একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না; বরং এরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ একে নিজের স্কন্ধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় জালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই। (সূরা আহ্যাব ঃ ৭২)

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ... ﴿٢٠﴾

... وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ... ﴿٢٩﴾

(২০) তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ্ জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিসই তোমাদের অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও গোপন নেয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন ? ... (২৯) ... তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন ...। (সূরা লুকমান)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ... ﴿١٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ ... ﴿١٢﴾

(১৩) তিনি ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের সমস্ত জিনিসকেই তোমাদের জন্য অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, ... (১২) তিনি তো আল্লাহ্ই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়েছেন, যেন তাঁর নির্দেশে তাতে নৌকা-জাহাজ চলাচল করতে থাকে.....।
(সূরা জাসিয়াহ)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾

আদম সন্তানকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করেছি, তাদেরকে স্থল ও জলপথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস দ্বারা রিযিক দিয়েছি— আমাদের বহুসংখ্যক সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি, এসব আমারই একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ।
(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٤﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٥﴾

(২৮) অতঃপর স্মরণ করো সে সময়কার ব্যাপার, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ "আমি পঁচা মৃত্তিকার শুষ্ক গাঁজলা থেকে একটি মানুষ পয়দা করছি। (২৯) আমি যখন তাকে পুরো মাত্রায় অবয়ব দান করব এবং তাতে নিজের 'রূহ' থেকে কিছু ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা এর সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।" (৩০) ফলে সব ফেরেশতাই সিজদা করল, (৩১) ইবলীস ব্যতীত; কারণ সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করল। (৩২) আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে ইব্লীস! তোর কি হয়েছে; তুই সিজদাকারীদের সঙ্গী হলি না কেন ? (৩৩) সে বলল ঃ এমন মানুষকে সিজদা করা আমার কাজ নয় যাকে তুমি পঁচা মাটির শুষ্ক খামির থেকে সৃষ্টি করেছ। (৩৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ 'ঠিক আছে, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা; কেননা তুই ধিক্কৃত— প্রত্যাখ্যাত। (৩৫) অতপর বিচার-দিবস পর্যন্ত তোর ওপর অভিসম্পাত।'
(সূরা আল-হিজর)

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

কে তিনি, যিনি ব্যাকুল ও অস্থির ব্যক্তির দো'আ শোনেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করেন ? আর (কে তিনি, যিনি) তোমাদেরকে খলীফা নিয়োগ করেন ? আল্লাহ্র সাথে অপর কোনো ইলাহ (এ কাজের কর্তা) আছে কি ? তোমরা খুব সামান্যই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো।
(সূরা নামল ঃ ৬২)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۗ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

(৭১) যখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলল ঃ "আমি মাটি দ্বারা একজন মানুষ তৈরী করব। (৭২) তারপর আমি যখন তাকে পুরোমাত্রায় বানিয়ে ফেলব এবং এর মধ্যে নিজের 'রূহ' ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা এর সামনে সিজদায় পড়ে যেও।" (৭৩) এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল। (৭৪) কিন্তু ইবলীস নিজের বড়ত্বের অহংকার করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো। (সূরা সা-দ)

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ أَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يٰٓاٰدَمُ أَنْۢبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ أَنْۢبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّيْٓ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۙ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

(৩১) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন এবং তা সবই ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। তারপর বললেনঃ "তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয় (যে, কাউকে খলীফা নিযুক্ত করলে বিপর্যয় দেখা দেবে) তবে তোমরা এসব জিনিসের নাম একবার বলে দাও তো।" (৩২) তারা বলল ঃ "সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত একমাত্র আপনিই; আমরা তো শুধু ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই।" (৩৩) অতঃপর আল্লাহ্ বললেন ঃ "হে আদম! তুমি এ জিনিসগুলোর নাম এদের বলে দাও।" আদম যখন তাদেরকে সকল নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ "তোমাদের কি বলিনি যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সে সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানি, যা তোমাদের অজ্ঞাত। বস্তুত তোমরা যা প্রকাশ করো, আমি তাও জানি আর যা গোপন করো তাও আমার জ্ঞাত।" (সূরা আল-বাকারা)

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ أَحَدٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

(১) না, আমি শপথ করছি এই শহরের। (২) আর অবস্থা এই যে, (হে নবী!) তোমাকে এই শহরেই হালাল (বৈধ) বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। (৩) আরও শপথ করছি পিতার এবং সেই সন্তানের যা তার (ঔরষে) জন্মগ্রহণ করেছে। (৪) বস্তুত আমি মানুষকে অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি ধারণা করে নিয়েছে যে, তার ওপর কারো ক্ষমতা চলবে না ? (৬) সে বলে, আমি বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। (৭) সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখেনি ? (৮) আমি কি তাকে দুটি চোখ, (৯) এবং একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোক দেইনি ? (১০) আর আমি কি তাকে দুটি স্পষ্ট পথ দেখাইনি ? (১১) কিন্তু সে দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। (সূরা আল-বালাদ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ... ﴿١٥﴾

হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী ...। (সূরা আল-ফাতির ঃ ১৫)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

(২৬) আমরা মানুষকে পঁচা মাটির শুষ্ক খামির থেকে বানিয়েছি। (২৭) এর পূর্বে জ্বিন জাতিকে আমরা আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আল-হিজর)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

(৭) তিনি যা কিছুই বানিয়েছেন. তা খুবই সুন্দরভাবে বানিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা-মাটি থেকে। (৮) তারপর এর বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু করেছেন, যা নিকৃষ্ট পানির মতোই। (৯) অতপর এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক-ঠাক করে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই শোকরগুযার হয়ে থাকো। (সূরা আস্ সাজদাহ ঃ ৭-৯)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

(১২) আমরা মানুষকে মাটির উপাদান থেকে বানিয়েছি। (১৩) তারপর তাকে এক সংরক্ষিত স্থানে টপকানো ফোঁটায় (বীর্যে) পরিবর্তিত করেছি। (১৪) অতপর এ ফোঁটাকে জমাট-বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি, এরপর এ জমাট-বাঁধা রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছি। তারপর তাতে অস্থি-মজ্জা বানিয়েছি। সে অস্থি-মজ্জার ওপর গোশত বসিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাকে অপর এক সৃষ্টির রূপ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। অতএব বড়ই বরকতসম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ্, তিনি সব কারিগর থেকে উত্তম কারিগর। (সূরা আল-মু'মিনুন)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ... ﴿٥﴾

(৫) হে লোকেরা! মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি মনে কোনো সন্দেহ পোষণ করে থাকো, তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রকীট থেকে, অতপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে যা আকৃতি বিশিষ্টও

হয় আবার আকৃতিহীনও। (এ কথা আমরা বলছি,) তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য। আমরা যে শুক্রকীটকেই ইচ্ছা করি একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। অতপর তোমাদেরকে একটি শিশুরূপে মাতৃগর্ভ থেকে বের করে আনি। (তারপর তোমাদেরকে লালন-পালন করি,) যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ যৌবন পর্যন্ত পৌছতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে কাউকেও পূর্বাহ্নেই ডেকে নেওয়া হয় আবার কাউকেও নিকৃষ্টতম জীবনের দিকে প্রত্যার্পণ করানো হয়, যেন সবকিছু জেনে নেওয়ার পরও সে কিছুই না জানে ....। (সূরা হাজ্জ ঃ ৫)

... وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ... ﴿٦٤﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

(৬৪) .... যিনি তোমাদের প্রতিকৃতি রচনা করেছেন এবং খুবই চমৎকার আকৃতি বানিয়েছেন, ... (৬৭) তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন। তারপর শুক্রকীট থেকে, অতপর জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করে আনেন। অতপর তোমাদেরকে প্রবৃদ্ধি দান করেন, যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য পর্যন্ত পৌছতে পারো। তারপর আরো বৃদ্ধি দেন, যেন তোমরা বার্ধক্য পর্যন্ত উপনীত হও। আর তোমাদের কাউকে পূর্বেই ফেরত ডেকে পাঠানো হয়। এসব কিছু এ জন্য করা হয়, যেন তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌছে যাও আর এ জন্যও যে, তোমরা প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন করতে পারো। (সূরা আল-মু'মিন)

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾

(১৭) অভিশাপ বর্ষিত হোক এই মানুষের ওপর, সে কতই না সত্য অমান্যকারী। (১৮) আল্লাহ্ তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ? (১৯) শুক্রের একটি ফোঁটা দিয়ে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন; (২০) অতঃপর তার নিয়তি নির্দিষ্ট করেছেন। তারপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ বানিয়েছে। (২১) এরপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন ও কবরে পৌঁছবার ব্যবস্থা করেছেন। (২২) অতঃপর তিনি যখন চাইবেন তাকে পুনরায় উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। (সূরা আবাসা)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

(৫) অতএব, মানুষ এটুকুই লক্ষ্য করুক না যে, তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) এক বেগবান পানি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, (৭) যা পিঠ ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে বের হয়। (৮) নিঃসন্দেহে তিনি (স্রষ্টা) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। (৯-১০) যেদিন গোপন তত্ত্ব ও রহস্যগুলোর যাচাই-পরখ করা হবে। তখন মানুষের কাছে না নিজের কোনো শক্তি থাকবে, না কোনো সাহায্যকারী তার জন্য আসবে। (সূরা আত-তারেক)

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ إِنَّا هَدَيْنَٰهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۟ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا ۝

(১) মানুষের ওপর কি সীমাহীন মহাকালের এমন একটা সময়ও অতিবাহিত হয়েছে, যখন তারা উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিসই ছিল না ? (২) আমরা মানুষকে এক সংমিশ্রিত শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি করেছি যেন আমরা তাদের পরীক্ষা নিতে পারি। আরো এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা তাদেরকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বানিয়েছি। (৩) আমরা তাদেরকে পথ দেখিয়েছি— ইচ্ছা হলে শোকরকারী হবে কিংবা হবে কুফরকারী। (সূরা আদ দাহর ঃ ১-৩)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَٰرَ وَالْأَفْـِٔدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন এই অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন এবং চিন্তা করার মন দিয়েছেন; এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা শোকরগুযার হবে। (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৭৮)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

আল্লাহ্ তিনি, যিনি দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর এ দুর্বলতার পর তোমাদেরকে শক্তি দান করেছেন। তারপর এ শক্তির পর তোমাদেরকে (আবার) দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি যাই চান পয়দা করেন আর তিনি সবকিছুই জানেন এবং সব জিনিসের ওপর শক্তিমান। (সূরা রূম ঃ ৫৪)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তারপর শুক্রকীট হতে। অতপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোনো নারী গর্ভধারণ করলে বা সন্তান প্রসব করলে তা শুধু আল্লাহ্র জানা মতেই করে থাকে। কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স লাভ করলে বা কারো বয়সে কোনো হ্রাস সাধিত হলে তা কেবল একটি কিতাবে লেখা থাকে। আল্লাহ্র জন্য এসব খুবই সহজ কাজ। (সূরা ফাতির ঃ ১১)

... كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝

.... তিনি এখন যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকে আবার পয়দা করা হবে। (সূরা আল-আরাফ ঃ ২৯)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ... ①

হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে একই প্রাণ থেকে এর জুড়ি তৈরি করেছেন। আর এই যুগল থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন .....। (সূরা নিসা ঃ ১)

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ....⑩

এবং তিনিই এক প্রাণী (বা ব্যক্তি সত্তা) থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর প্রত্যেকের জন্য একটি অবস্থান স্থল রয়েছে, আর একটি আছে তাকে সোপর্দ করার জায়গা।......

(সূরা আন'আম ঃ ৯৮)

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ⑥

তিনিই তোমাদেরকে একই 'প্রাণ (বা ব্যক্তি সত্তা) থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই সে 'প্রাণ (বা ব্যক্তি সত্তা) থেকে এর জুড়ি বানিয়েছেন। আর তিনিই তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশুর মধ্য থেকে আট জোড়া স্ত্রী-পুরুষ বানিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে মায়ের গর্ভে তিন-তিনটি অন্ধকার আবরণের মধ্যে একের পর এক আকৃতি দিয়ে থাকেন। এ আল্লাহই (যাঁর এ কাজ) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই। তিনি ছাড়া কেউই মা'বুদ নেই। তাহলে তোমাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে? (সূরা আয-যুমার ঃ ৬)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ....⑪

আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তারপর শুক্রকীট থেকে। অতপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোনো নারী গর্ভধারণ করলে বা সন্তান প্রসব করলে তা শুধু আল্লাহ্র জানা মতেই করে থাকে.....। (সূরা ফাতির ঃ ১১)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ⑱

তিনি আল্লাহ্ই— তিনিই তোমাদেরকে এক প্রাণ (বা ব্যক্তিসত্তা) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই 'স্বজাতি' থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন পুরুষটি স্ত্রীকে জাপটিয়ে ধরল, তখন তার গর্ভে হালকা ধরনের হামল স্থান লাভ করল। তা নিয়েই সে চলাফেরা করত। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভারী ও অচল হয়ে পড়ল, তখন উভয়ই মিলে তাদের আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করল ঃ তুমি যদি আমাদেরকে নেক সন্তান দান করো তবে আমরা তোমার শোকরগুযার হবো। (সূরা আরাফ ঃ ১৮৯)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ، اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সব চেয়েবেশি তাকওয়া সম্পন্ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১৩)

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ... ... ۝

প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পন্থার অনুসারী ছিল .....। (সূরা বাকারা ঃ ২১৩)

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا .... ۝

প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। পরে তারা বিভিন্ন ধরনের আকীদা এবং মত ও পথ রচনা করে নিল .....। (সূরা ইউনুস ঃ ১৯)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ، فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ... ۝

(২৭) তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর এর সাহায্যে আমরা নানারকমের ফল বের করে আনি, যেগুলোর বর্ণ বিভিন্ন ? পাহাড়েও সাদা, লাল, গাঢ় ও কালো রেখা পাওয়া যায়, যেগুলোর রংও নানা প্রকারের। (২৮) এমনিভাবে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার ও গৃহপালিত পশুগুলোর বর্ণও হয় বিভিন্ন প্রকারের......। (সূরা ফাতির)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

আমি মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। (সূরা আত্-তীন ঃ ৪)

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۝

আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধের বোঝা হালকা করতে চান; কেননা, মানুষকে অনেক দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে। (সূরা নিসা ঃ ২৮)

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .... ۝

আর বলল ঃ তোমরা (দুই পক্ষ— মানুষ ও শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও তোমরা পরস্পরের দুশমন হয়ে থাকবে...। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১২৩)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

স্থলভাগ ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন, যেন তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যেতে পারে; এর ফলে হয়ত তারা ফিরে আসবে।
(সূরা আর-রূম ঃ ৪১)

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ .... ﴿٣٧﴾

মানুষকে দ্রুততা ও তাড়াহুড়া প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে ..... (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৭)

... فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ... ﴿١١﴾

...... এতে সে কল্যাণ দেখল তো নিশ্চিন্ত হয়ে গেল আর যখনই কোনো বিপদ দেখা দিল, অমনি পিছনে সরে গেল। ফলত তার ইহকালও গেল, পরকালও ....। (সূরা হাজ্জ ঃ ১১)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

আমরা যখন লোকদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে আনন্দে ও গর্বে ফুলে ওঠে। আর যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন সহসাই তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। (সূরা আর-রূম ঃ ৩৬)

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

(১৯) মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা— ছোট আত্মার অধিকারী রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২০) তার ওপর যখন বিপদ আসে তখন ঘাবড়িয়ে যায় (২১) এবং যখন স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা হাতে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে। (সূরা আল-মা'আরিজ)

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾

মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে নেয়ামত দান করি, তখন সে অহংকারে পিঠ ফিরিয়ে নেয়। আর যখন সামান্য বিপদেরও সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তখন সে হতাশ হতে শুরু করে।
(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৩)

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾

মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি করেছি ? অতপর সে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে। (সূরা ইয়া-সীন ঃ ৭৭)

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ .... ﴿٤٩﴾

এ মানুষকে যখনই একবিন্দু বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে আমাদেরকে ডাকে আর যখন আমরা তাকে নিজেদের তরফ থেকে নেয়ামত দিয়ে ধন্য করে দেই, তখন সে বলে ওঠে, এসব তো আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধির (ইলমের) কারণে দেওয়া হয়েছে ....। (সূরা আয-যুমার ঃ ৪৯)

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

(১৫) কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নেয়ামত দান করেন, তখন সে বলে, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন। (১৬) আর যখন তিনি তাকে (পরীক্ষামূলক) বিপদের সম্মুখীন করেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেছেন। (সূরা ফজর)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

(৬৭) নদী-সমুদ্রে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন সে এক সত্তা (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য যাদেরই তোমরা ডেকে থাকো, তারা সবাই হারিয়ে যায়; কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন, তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লও। মানুষ বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ! (৬৮) তাহলে তোমরা কি এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কখনো এই স্থলভাগেই জমিনের মধ্যে ধসিয়ে দেবেন না কিংবা তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঝড়ো-হাওয়া পাঠাবেন না? আর তোমরা তা থেকে রক্ষাকারী কোনো সাহায্যদাতা পাবে না কোথাও ? (৬৯) আর তোমাদের কোনো ভয় নেই কি যে, আল্লাহ্ আবার কখনো তোমাদেরকে নদী-সমুদ্রে নিয়ে যাবেন, তোমাদের অকৃতজ্ঞতার বিনিময়ে তোমাদের ওপর কঠিন তীব্র ঝড়ো-হাওয়া পাঠিয়ে তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন ? আর তোমরা এমন কাউকেও পাবে না যে, তাঁর কাছে এই পরিণাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ?

(সূরা বনী ইসরাঈল)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

এ লোকেরা যখন নৌকায় সওয়ার হয় তখন নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেস করে তাঁর কাছে দো'আ করতে থাকে। অতপর যখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছে দেন, তখন সহসাই তারা শিরক করতে শুরু করে। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৬৫)

... وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

.... মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে আমাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে এর জন্য অহংকারে ফুলে উঠে। আর যখন তার নিজের কৃতকর্ম কোনো মুসীবতরূপে তার দিকে ফিরে আসে, তখন সে খুব বেশি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। (সূরা আশ-শুরা ঃ ৪৮)

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾

অভিশাপ বর্ষিত হোক এই মানুষের ওপর— সে কতই না সত্য অমান্যকারী। (সূরা আবাসা ঃ ১৭)

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীর আচরণ কিরূপে করতে পারো? অথচ তোমরা তো প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন। অবশেষে তাদের কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮)

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝

(৬) বস্তুত মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই এর সাক্ষী। (সূরা আল-আদিয়াত)

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝

মানুষ এমনভাবে অকল্যাণ চায়, যেমন কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী হয়ে পড়েছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১)

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝

আমরা এ আমানতকে আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। কিন্তু এরা একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না; বরং এরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ একে নিজের স্কন্ধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় জালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই।

(সূরা আল-আহজাব ঃ ৭২)

.... وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۝

... কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে হয়ে পড়েছে। (সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ৫৪)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۚ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝ وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝ وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ۝

(৪) তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র শুক্রবিন্দু থেকে পয়দা করেছেন; অতঃপর দেখতে দেখতে সে স্পষ্টত এক ঝগড়াটে ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। (৫) তিনি জন্তু-জানোয়ার পয়দা করেছেন। এদের মধ্যে তোমাদের জন্য পোশাকও রয়েছে আর খাদ্যও। সেই সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ ফায়দাও নিহিত রয়েছে। (৬) তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য বিশেষ সৌন্দর্য রয়েছে, যখন সকাল বেলা তোমরা সেগুলোকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং সন্ধ্যায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আনো। (৭) এরা তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে এমন সব স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌঁছতে পারো না। আসল কথা এই যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল ও অসীম মেহেরবান। (৮) তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ পয়দা করেছেন, যেন তোমরা এর ওপর সওয়ার হও এবং এরা তোমাদের জীবনের শোভা-সৌন্দর্যে পরিণত হয়। তিনি আরো বহু সংখ্যক জিনিস তোমাদের কল্যাণের জন্য পয়দা করেছেন, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা নেই। (৯) আর আল্লাহ্‌রই দায়িত্বে রয়েছে সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন, যখন বাঁকা-চোরা পথও অনেক রয়েছে। তিনি যদি চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে সত্য-সঠিক পথে চালিত করতেন। (১০) সে আল্লাহ্‌ই যিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা থেকে তোমরা নিজেরাও সিক্ত-পরিতৃপ্ত হও আর তোমাদের জন্তু-জানোয়ারগুলোর জন্যও খাদ্য উৎপাদিত হয়। (১১) তিনি এই পানির সাহায্যে ক্ষেতে ফসল ফলান এবং জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও অরো নানাবিধ ফল পয়দা করেন। এই সবের মধ্যে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত। (১২) তিনিই তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিনকে

এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন আর সব তাঁরকাও তাঁরই বিধানে নিয়ন্ত্রিত। এ সবের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (১৩) আর এই যে বহু রঙ-বেরঙের দ্রব্যাদি তিনি তোমাদের জন্য জমিনে সৃষ্টি করে রেখেছেন, এগুলোর মধ্যেও অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। (১৪) তিনিই তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা থেকে নতুন তাজা গোশ্‌ত আহরণ করে খেতে পারো এবং তা থেকে সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে লও যা তোমরা পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছ যে, নদী-সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে নৌকা-জাহাজ চলাচল করে। এসব কিছু এই জন্য যে, তোমরা যেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নিতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। (১৫) তিনি জমিনে পর্বতের নঙ্গরসমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন, যেন জমিন তোমাদের নিয়ে হেলতে-দুলিতে না পারে। তিনি নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং স্বাভাবিক পথও বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো। (১৬) তিনি জমিনে পথ দেখাবার জন্য নিদর্শনাদি সংস্থাপন করে রেখেছেন। আর তারকার সাহায্যেও লোকেরা পথের সন্ধান পেয়ে থাকে। (১৭) অতএব ভেবে দেখো, যিনি পয়দা করেন আর যাকিছুই পয়দা করেন না, উভয়ই কি সমান ? তোমাদের কি চেতনা হবে না ? (১৮) আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তবে তা গুণতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৬৫) (তোমরা প্রতি বর্ষাকালে দেখতে পাও যে,) আল্লাহ্ ঊর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষণ করল আর অমনি মৃতাবস্থায় পড়ে থাকা জমিনে এর দরুন জীবনের উন্মেষ ঘটিয়ে দেওয়া হলো। এতে একটি নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা লক্ষ্য করে শোনে। (৬৬) আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুতেও একটি শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে নিঃসৃত একটি জিনিস আমরা তোমাদেরকে পান করাই— তাহলো খাটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য খুবই উপাদেয়। (৬৭) (এমনিভাবে) খেজুরের গাছ ও আংগুরের ছড়া থেকেও আমরা তোমাদেরকে একটা জিনিস পান করাই, যাকে তোমরা মাদকও বানিয়ে থাকো আর পবিত্র রিযিকও। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্য। (৮০) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহসমূহকে স্থিতি লাভের স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জন্তু-জানোয়ারের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন তাবু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের জন্য বিদেশ সফর ও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান— উভয় অবস্থাতেই খুব হালকা হয়ে থাকে। তিনি ভেড়া উট দুম্বা ইত্যাদির পশম এবং চুল দ্বারা তোমাদের জন্য পরিধানের ও ব্যবহার করার অসংখ্যা জিনিস পয়দা করেছেন, যা জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগে। (৮১) আল্লাহ্ নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন পোশাক দান করেছেন, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে। আরো কিছু ধরনের পোশাক, যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবে তিনি স্বীয় নেয়ামতসমূহের পূর্ণত্ব দান করেন। সম্ভবত তোমরা হুকুম পালনকারী হবে।

(সূরা আন-নাহল)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ

فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ ۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا

فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ ۝ وَ
إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

(১৭) আর তোমাদের ওপর আমরা সাতটি পথ নির্মাণ করেছি। সৃষ্টিকার্যের ব্যপারে আমরা কিছুমাত্র অমনোযোগী ছিলাম না। (১৮) আর আসমান থেকে আমরা ঠিক অনুমান মতো এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে জমিনে স্থিতিসম্পন্ন করে দিয়েছি। আমরা তাকে যেদিকেই ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারি। (১৯) অতপর এই পানির সাহায্যে আমরা তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান বানিয়েছি। তোমাদের জন্য এসব বাগানে বিপুল পরিমাণ সুস্বাদু ফল রয়েছে ! আর তা থেকে তোমরা খাদ্য লাভ করে থাকো। (২০) আর সে গাছও আমরা সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পাহাড়ে উৎপন্ন হয়। তৈল নিয়েও উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য গ্রহণকারীদের জন্য আহার্যও। (২১) আর প্রকৃত পক্ষে, তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও একটি বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটে যা কিছু আছে, তা থেকে একটি জিনিস আমরা তোমাদেরকে সেবন করাই আর তোমাদের জন্য তাতে অন্যান্য বহু রকমের ফায়দা নিহিত আছে। তাদেরকে তোমরা খাও, (২২) এবং তাদের ওপর ও নৌযানের ওপর তোমরা আরোহণও করো। (সূরা আল-মু'মিনুন)

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۖ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يُولِجُ
اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۝

(১২) আর পানির দুটি ধারা সমান নয়, একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী, পান করার উপযোগী সুস্বাদু আর অপর ধারাটি তীব্র লবণাক্ত, যা গলার ভেতরের ছাল তুলে দেয়। কিন্তু এ উভয় ধারা থেকে তোমরা টাটকা তরতাজা গোশ্‌ত (মাছ) লাভ করে থাকো, ব্যবহারের জন্য অলংকারের সামগ্রী বের করে আনো। আর এ পানিতেই তোমরা দেখছ— নৌযানগুলো এর বুক চিরে চলে যাচ্ছে, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করো এবং তাঁর শোকর গোযার হও। (১৩) তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অধীন ও অনুগত বানিয়ে রেখেছেন। এসব কিছুই একটি নির্দিষ্ট সময়ের দিকে চলে যাচ্ছে। সে আল্লাহই (যিনি এসব কাজ করছেন) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক; বাদশাহী তাঁরই, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা একটি তৃণখণ্ডেরও মালিক নয়। (সূরা ফাতির)

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ وَبَنَيْنَا
فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا
وَنَبَاتًا ۝ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝

(৮) এবং তোমাদেরকে (নারী-পুরুষকে) জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি ? (৯) তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন করেছি ? (১০) রাতকে আচ্ছাদনকারী (১১) ও দিনকে জীবিকার্জনের সময় বানিয়ে দিয়েছি ? (১২) তোমাদের ওপর সাতটি সুদৃঢ় আকাশ সংস্থাপন করেছি (১৩) এবং একটি অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত প্রদীপ বানিয়েছি। (১৪) আর মেঘমালা থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৫-১৬) এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে এর সাহায্যে ফল-ফসল, শাক-সবজি ও ঘন সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা উৎপাদন করতে পারি। (সূরা আন-নাবা)

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ۝ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ۝ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۝ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۝ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

(২৭) তোমাদের সৃষ্টি কি অধিক শক্ত ও কঠিন কাজ কিংবা আসমান সৃষ্টি ? আল্লাহ্-ই তো তা নির্মাণ করেছেন। (২৮) এর ছাদ অনেক উচ্চে তুলেছেন; অতঃপর তাতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, (২৯) এবং এর রাতকে আচ্ছন্ন করেছেন ও এর দিনকে প্রকাশ করেছেন। (৩০) অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। (৩১) এর ভেতর থেকে এর পানি ও উদ্ভিদ বেরে করেছেন। (৩২-৩৩) এবং এর মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন– জীবিকার সামগ্রীরূপে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য। (সূরা আন-নাযিয়াত)

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝

(১-২) তীন (আনজির), যয়তুন ও সিনাই পর্বত (৩) এবং এই শান্তিময় শহর (মক্কা)-এর শপথ। (৪) আমি মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। (৫) অতঃপর আমি তাকে উল্টা ফিরিয়ে সর্বনিম্নে পৌঁছিয়ে দিয়েছি; (৬) সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করতে থেকেছে। কেননা তাদের জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে। (৭) অতএব (হে নবী!) এরূপ অবস্থায় পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে তোমাকে কে মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে ? (৮) আল্লাহ কি সব বিচারকের তুলনায় অধিক বড় বিচারক নন ? (সূরা আত্-তীন)

হাদীস

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِىُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِىْ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا لْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ فِىْ ذٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَوَا الَّذِى لَا

اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاَنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا -

হযরত আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদুক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত) রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের শুক্র তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে তা একটি গোশত পিণ্ডের রূপ নেয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর তাহলো এই— তার রিযিক, তার মৃত্যুক্ষণ, তার কর্ম এবং তার বদকার ও নেককার হওয়া। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই! নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে। অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার ওপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কাজকর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি জাহান্নামের কাজকর্ম করতে থাকে। অবশেষে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর ভাগ্যলিপি তার ওপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে জান্নাতে দাখিল হয়। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَاتَسْتَقِرُّ فِى الرَّحِمِ بِاَرْبَعِيْنَ اَوْ خَمْسَةٍ وَاَرْ بَعِيْنَ لَيْلَةً فَيَقُوْلُ يَرَبِّ اَشَقِىٌّ اَوْسَعِيْدٌ فَيُكْتَبَانِ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاَثَرُهُ وَاَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيْهَا وَلَا يُنْقَصُ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র ও যুহায়র ইবন হারব (র) হযরত হুযায়ফা ইবনে উসায়দ (র) থেকে মারফু সনদে নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জরায়ুতে চল্লিশ কিংবা পঁয়তাল্লিশ দিন শুক্র স্থির থাকার পর সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে। এরপর সে বলতে থাকে, হে পরওয়ারদেগার! সে কি পাপী না পুণ্যবান? তখন লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর সে বলতে থাকে, সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক? তখন নির্দেশ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়। তার আমল, আচরণ, নিয়তি ও জীবিকা লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ফলকটিকে ভাঁজ করে দেওয়া হয়। তাতে কোনো সংযোজন করা হবে না এবং বিয়োজনও নয়। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَ نِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّى اَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ اَلشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ فِى

بَطْنِ اُمِّهِ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ فَاتٰى رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ اُسَيْدِ الْغِفَارِىُّ فَحَدَّثَهُ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ وَكَيْفَ يَشْقٰى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اَتَعْجَبُ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى فَيَقْضِىْ رَبُّكَ مَاشَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ اَجَلُهُ فَيَقُوْلُ رَبُّكَ مَاشَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَارَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِىْ رَبُّكَ مَاشَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيْفَةِ فِىْ يَدِهٖ فَلَا يَزِيْدُ عَلٰى مَااُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ -

হযরত আবু তাহির আহমাদ ইবনে আমর ইবনে সারহ্ (র) হযরত আমির ইবনে ওয়াসিলা (র) আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা)কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে তার মাতৃ উদর থেকে হতভাগ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। আর ভাগ্যবান ব্যক্তি সে, যে অন্যের কাছ থেকে নসীয়ত লাভ করে। এরপর তিনি (আমির ইবন ওয়াসিলার) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হুযায়ফা ইবন উসায়দ গিফারী (রা)-এর কাছে এলেন। তখন তিনি তাঁর কাছে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর উক্তি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমল ব্যতীত একজন মানুষ কিভাবে গোনাহগার হতে পারে? এরপর তিনি [হুযায়ফা (রা)] তাঁকে বললেন, তুমি কি এতে বিস্ময়বোধ করছ? আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন শুক্রের ওপর বিয়াল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠান। সে সেটিকে (শুক্রকে) একটি আকৃতি দান করে, তার কান, চোখ, চামড়া, গোশত ও হাড় সৃষ্টি করে দেয়। এরপর সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! সে কি পুরুষ না স্ত্রীলোক হবে? তখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যা চান নির্দেশ দেন এবং ফেরেশতা নির্দেশ মোতাবেক লিপিবদ্ধ করেন। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার বয়স কত হবে? তখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যা চান তাই বলেন এবং সেই মোতাবেক ফেরেশতা লেখেন। এরপর সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! তার জীবিকা কি হবে? তখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাঁর মর্জিমাফিক মীমাংসা করেন এবং ফেরেশতা তা লিপিবদ্ধ করেন। এরপর ফেরেশতা তাঁর হাতে একটি লিপি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে তাতে বাড়ায়ও না এবং কমায়ও না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ رَبِّهٖ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اَجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفَاءَ حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (এই সাত

প্রকার লোক হচ্ছে) ১। ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২। যে যুবক তার প্রভুর (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করতে করতে বড় হয়েছে, ৩। যে ব্যক্তির মন মাসজিদের সাথে বাঁধা, ৪। যে দুটি লোক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে— তারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়, ৫। যে ব্যক্তি অভিজাত রূপসী নারীর আহ্বানকে (পাপ কাজের) এই বলে প্রত্যাখ্যান করে "আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি," ৬। যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত খরচ করছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না এবং ৭। যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে। (বুখারী)

২. নপুংসক

কুরআন

لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ... ﴿١١٩﴾

(১১৮) যার ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (তারা সে শয়তানের আনুগত্য ও অনুসরণ করে) যে আল্লাহকে বলেছিল ঃ "আমি তোমার বান্দাহদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব।" (১১৯) আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, আমি তাদেরকে নানা প্রকারের আশা-আকাঙ্ক্ষায় জড়িত করব, আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার নির্দেশে জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদন করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার আদেশে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিধারায় রদবদল করে ছাড়বে।"... (সূরা আন-নিসা)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

আর হে নবী! মুমিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলে (সংযত রাখে) এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলো হেফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা (লোকদেরকে) দেখিয়ে না বেড়ায় যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দ্বারা তাদের বুক ঢেকে রাখে। আর যেন নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, তবে এ লোকদের সামনে ছাড়া ঃ নিজেদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের (মালিকানাধীন) দাস; সেসব অধীনস্থ পুরুষ— যাদের অন্য কোনো রকম গরজ নেই, আর সেসব

অবোধ বালক— যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল নয়। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য লোকদেরকে জানাবার উদ্দেশ্যে জামিনের ওপর সজোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। হে মুমিন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো; আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আন-নূর ঃ ৩১)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَ جِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ، وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ، قَالَ : فَاَخْرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَلاَنًا وَاَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) পুরুষ হিজড়া এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের ওপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) অমুককে এবং ওমর (রা) অমুককে বের করে দিয়েছেন। (বুখারী)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّوْنَهُ مِنْ غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ اِمْرَاَةً قَالَ اِذَا اَقْبَلَتْ اَقْبَلَتْ بِاَرْبَعٍ وَاِذَا اَدْبَرَتْ اَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَارَى اَهٰذَا يَعْرِفُ مَاهٰهُنَا لاَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قَالَتْ فَحَجَبُوْهُ -

হযরত আবদ ইবন হুমায়দ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক হিজড়া নবী করীম (স)-এর স্ত্রীগণের কাছে প্রবেশ করত। লোকেরা তাকে যৌন কামনা রহিত (অনভিজ্ঞদের) অন্তর্ভুক্ত মনে করত। রাবী বলেন, নবী করীম (স) একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সে তাঁর কোনো স্ত্রীর কাছে ছিল আর সে এক নারীর (দেহ সৌষ্ঠবের) বিবরণ দিয়ে বলছিল, 'যখন সামনে এগিয়ে আসে তখন চার (ভাঁজ) নিয়ে এগিয়ে আসে এবং যখন ফিরে, তখন আটটি নিয়ে ফিরে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এ তো দেখছি এখানকার (নারী রহস্যের) বিষয়াদি বুঝে শুনে। সে যেন তোমাদের কাছে কখনো প্রবেশ না করে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, এরপর তাঁরা তার থেকে পর্দা করতেন। (মুসলিম)

৩. নারী

কুরআন

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ... ۝

উত্তরে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বললেন ঃ "আমি তোমাদের মধ্যে কারো আমল বা কাজকে বিনষ্ট করে দেবো না, পুরুষ হোক কিংবা নারী— তোমরা সকলেই সমজাতের লোক...।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯৫)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ...①

হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে একই প্রাণ থেকে এর জুড়ি তৈরি করেছেন। আর এই যুগল থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক (দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন)। ... (সূরা আন-নিসা ঃ ১)

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝

তারপর তা থেকে পুরুষ ও নারী দু' ধরনের মানুষ বানালেন। (সূরা আল-কিয়ামাহ ঃ ৩৯)

... اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ... ۝

.... আমি তোমাদের মধ্যে কারো আমল বা কাজকে বিনষ্ট করে দেবো না ....।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯৫)

... لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... ۝ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۝ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

(৩২) ... পুরুষেরা যা কিছু অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে, তদানুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। .... (৯৮) তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার কোনো পথ— কোনো উপায় ছিল না, (৯৯) সম্ভবত আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন; বস্তুত আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও রেহাই দানকারী। (১২৪) আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে— সে পুরুষ হোক আর নারী— সে যদি ঈমানদার হয়, তবে এই ধরনের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে পারবে না। (সূরা আন-নিসা)

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ... ۝

এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ওয়াদা এই যে, তিনি তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে....। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৭২)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ... ۝

অর্থাৎ তা এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও সেখানে প্রবেশ করবে আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রীবর্গ এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা পুন্যবান (তারাও তাদের সঙ্গে সেখানে যাবে) ....। (সূরা আর-রা'দ ঃ ২৩)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক কি নারী– যদি সে মুমিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাব আর (পরকালে) এই ধরনের লোকদেরকে তাদের আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করব। (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৯৭)

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾

(৫৫) আজ জান্নাতীরা– মজা লুটবার কাজে মশগুল হয়ে রয়েছে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ায় রাজকীয় আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসে আছে। (সূরা ইয়া-সিন)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

যে ব্যক্তি অন্যায় করবে, তাকে ততখানিই প্রতিফল দেওয়া হবে যতখানি অন্যায় সে করেছে। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীলোক– যদি সে মুমিন হয়– এরূপ সব মানুষই জান্নাতে দাখিল হবে। সেখানে তাদেরকে বে-হিসেব রিযিক দেওয়া হবে। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৪০)

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

(৬৯) যারা আমাদের অয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দাহ (মুসলিম) হয়েছিল, (৭০) তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া হবে। (সূরা আয-যুখরুফ)

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ... ﴿١٩﴾

অতএব হে নবী! ভালোভাবে জেনে লও, আল্লাহ ছাড়া ইবাদত পাওয়ার কেউ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের জন্যও....। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯)

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ... ﴿٦﴾

আর তিনি সেই সব মোনাফেক পুরুষ ও মহিলা এবং মোশরেক পুরুষ ও মহিলাদেরকে শাস্তি দেবেন যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে......। (সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ৬)

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

যেসব পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সাদকা দিয়ে থাকে আর যারা আল্লাহ তা'আলাকে শুভ ঋণ দিয়েছে, তাদেরকে নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে আর তাদের জন্য সর্বোত্তম সওয়াব রয়েছে। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ১৮)

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ....

পুরুষ নারীদের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক— এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে .... ।
(সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

... وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ...

.... অতঃপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে এর সাক্ষী বানিয়ে নেও; দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে— যেন একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য হতে হওয়া উচিত, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণীয়...। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮২)

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ

আল্লাহ্র ভাগে কি সেই সন্তানরা পড়ল যারা অলংকারাদির মধ্যে প্রতিপালিত হয় আর তর্ক-বিতর্কে ও যুক্তি পেশের ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্যও পূর্ণ মাত্রায় স্পষ্ট করে বলতে পারে না।
(সূরা আয-যুখরুফ ঃ ১৮)

... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

... অবশ্য পুরুষদের জন্য তাদের ওপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে...।
(সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮)

.... فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ...

....অতএব সতী নারীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্র তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের অধীন (তাদের অধিকার রক্ষা করে)....। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .....

..... নারীদের জন্যও যথারীতি সেসব অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে....। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ...

তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে এটিও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতির মধ্যে থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন....। (সূরা আর-রূম ঃ ২১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান।

(সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৪)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۞ وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۞

(১০) আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ ও লূত-এর স্ত্রীদেরকে দৃষ্টান্তরূপে পেশ করেছেন। তারা আমাদের দু'জন নেক বান্দাহ্‌র স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাদের কোনো কাজেই আসতে পারল না। দু'জনকেই বলে দেওয়া হয়েছে ঃ 'যাও আগুনে প্রবেশকারী লোকদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো।' (১১) আর ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যখন সে দো'আ করেছিল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার জান্নাতে একখানি ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করো। আর জালিম লোকদের কবল থেকে আমাকে বাঁচাও।' (১২) আর ইমরানের কন্যা মরিয়মেরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছিল। অতপর আমরা তার ভেতরে নিজের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিলাম। সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের বাক্যসমূহ এবং তাঁর কিতাবাদির সত্যতা প্রমাণ করল। আসলে সে অনুগত ও বিনীত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল। (সূরা আত-তাহরীম)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ..... ۞

আর হে নবী! মুমিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলে (সংযত রাখে) এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলো হেফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা (লোকদেরকে) দেখিয়ে না বেড়ায়— যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দ্বারা তাদের বুক ঢেকে রাখে। আর যেন নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, তবে এই লোকদের সামনে ছাড়া ঃ নিজেদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর

পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের (মালিকানাধীন) দাস; সেসব অধীনস্থ পুরুষ, যাদের অন্য কোনো রকম গরজ নেই, আর সেসব অবোধ বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল নয়। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য লোকদেরকে জানাবার উদ্দেশ্যে জামিনের ওপর সজোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে ...। (সূরা আন-নূর ঃ ৩১)

يَآيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ، ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ .. ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ... ۞

(৫৯) হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন নারীগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটি অধিকতর উত্তম রীতি-পদ্ধতি, যেন তাদেরকে চিনে নেওয়া যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়...। (৫৫) নবীর স্ত্রীদের ঘরে তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নে, তাদের সাধারণ মেলামেশার স্ত্রীলোকেরা এবং তাদের ক্রীতদাসরা আসা-যাওয়া করবে, এতে কোনোই দোষ নেই...। (সূরা আল-আহযাব)

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ، وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ.... ۞

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেতের মতো, তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে— যেভাবে তোমরা ইচ্ছা করো— নিজেদের ক্ষেতে গমন করো। কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করো...। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৩)

... وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ، فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا .... ۞ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ، وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۞ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

(৩৪) ... আর তোমরা যেসব নারীর ঔদ্ধত্যের আশঙ্কা করবে, তাদেরকে তোমরা বুঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের (কাছ) থেকে দূরে থাকো এবং প্রয়োজনে প্রহার করো। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে অহেতুক তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার অজুহাত তালাশ করো না...। (১২৮) কোনো স্ত্রীলোকের যখন তার স্বামীর দিকে থেকে খারাপ ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা দেখা দেবে, তখন স্বামী-স্ত্রী যদি (অধিকারের কিছু কম-বেশির ভিত্তিতে) পরস্পরে সন্ধি করে নেয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। সন্ধি সর্বাবস্থায়ই উত্তম। বস্তুত নফস বা প্রবৃত্তি সঙ্কীর্ণতার দিকে সহজেই ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তোমরা যদি ইহসান অবলম্বন করো ও আল্লাহকে ভয় করে চলো, তবে নিঃসন্দেহে জেনো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্মনীতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত হবেন। (১২৯) স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের

অতীত। তোমরা অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না। অতএব (খোদায়ী আইনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে,) একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপরজনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না। তোমরা যদি নিজেদের কাজ-কর্ম সঠিকরূপে সম্পন্ন করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তবে আল্লাহ তো মার্জনাকারী ও অতিশয় মেহেরবান।

(সূরা আন-নিসা)

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝

তোমাকে এই এখতিয়ার দেওয়া যাচ্ছে যে, তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখো, যাকে চাও নিজের সঙ্গে রাখো আর যাঁকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখার পর নিজের কাছে এনে রাখো। এ ব্যাপারে তোমার কোনোই দোষ নেই। এভাবে অধিকতর আশা করা যায় যে, তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না। আর যা কিছু তুমি তাদেরকে দেবে, তাতেই তারা সকলে সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ্ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে আর আল্লাহ্ অতীব জ্ঞানী ও অতিশয় ধৈর্যশীল। (সূরা আহযাব ঃ ৫১)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ... ۝

আর যেসব স্ত্রীলোক যৌবন কাল অতিবাহিত করেছে, বিয়ে করার আকাংক্ষী নয় তারা যদি নিজেদের চাদর খুলে রাখে তবে তাদের কোনো দোষ হবে না; তবে শর্ত এই যে, তারা রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী হবে না .....। (সূরা নূর ঃ ৬০)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ... ۝ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ ... وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا .... ۝

(২৩৪) তোমাদের মধ্যে যারা মরে যায় আর তাদের পর তাদের স্ত্রীগণ যদি জীবিত থাকে, তবে তারা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত (বিয়ে থেকে) বিরত রাখবে। অতঃপর যখন তাদের 'ইদ্দত' পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চাইবে,

তা করার তাদের এখতিয়ার থাকবে; তোমাদের ওপর তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে না। ....(২৩৫) 'ইদ্দত' পালনকালে তোমরা যদি এ বিধবা স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে করার ইচ্ছা ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করো কিংবা তা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখো, উভয় অবস্থায়ই তা দোষের কাজ নয়। আল্লাহ্ জানেন, তাদের কথা তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু সাবধান! তাদের সাথে কোনো গোপন চুক্তি বা বাগদানের কাজ করবে না। কোনো কথা যদি বলতে হয় তবে তা সঠিক পন্থায়ই বলবে। আর বিয়ের বন্ধনের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ পর্যন্ত করবে না, যতক্ষণ না 'ইদ্দত' পূর্ণ হবে। ভালো করে জেনে নিও যে, তোমাদের মনের অবস্থা আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় করো। আর এ কথাও জেনে নিয়ো যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় তিনি নিজেই মাফ করে দেন। (২৪০) তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায়, নিজেদের স্ত্রীদের জন্য তাদের এ অসিয়ত করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত যেন তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর থেকে বিতাড়িত করা না হয়। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি চলে যায় তবে তারা নিজেদের ব্যাপারে সঙ্গত পন্থায় যা কিছুই করুক না কেন, সে জন্য তোমাদের ওপর কোনোই দায়িত্ব নেই। আল্লাহ্ সকলের ওপর পরম পরাক্রমশালী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। (৮৩).... পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। ....
(সূরা আল-বাকারা)

.... وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ....① ... وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ... ㊱

(১) ...সে আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক দাবি করো এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো ....। (৩৬) ... পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো...,
(সূরা আন-নিসা)

... وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا... ⑮

.... পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে,...
(সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫১)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ㉓ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ㉔

(২৩) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন (এক) তোমরা কারো ইবাদত করবে না— কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। (দুই) পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ!' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। (২৪) এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সম্মুখে নত হয়ে থাকবে। আর এই দো'আ করতে থাকবে ঃ "হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, এদের প্রতি রহম করো, যেমন করে তারা স্নেহ-বাৎসল্য সহকারে বাল্যকালে আমায় লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ... ⊙

আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি...।
(সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৮)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۚ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ⊙

(১৪) আরো সত্য কথা এই যে, আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার হক বুঝবার জন্য নিজ থেকেই তাগিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে ধারণ করেছে। আর দুটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর করো এবং নিজের পিতা-মাতারও শোকর আদায় করো। (শেষ পর্যন্ত) আমারই দিকে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ⊙

আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির দেহে দুটি হৃদয় রাখেননি। তিনি তোমাদের সে স্ত্রীদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি, যাদের সাথে তোমরা ‘যিহার’ করো। তোমাদের দত্তক বা পালক পুত্রদেরকেও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এটি শুধু তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র; কিন্তু আল্লাহ্ সে কথাই বলেন, যা প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৪)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⊙ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⊙

(১৫) আমরা মানুষকে এই মর্মে পথ-নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে নেক আচর করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে সে যখন পূর্ণযৌবনে উপনীত হলো এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছল তখন সে বললঃ ‘হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নেয়ামত দান করেছ আমাকে তার শোকর আদায় করার তওফীক দাও, এবং আমাকে এমন নেক আমল করার তওফীক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানদেরকেও নেক বানিয়ে আমাকে

সুখ-শান্তি দাও। আমি তোমার সমীপে তওবা করছি এবং আমি অনুগত (মুসলিম) বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি। (১৬) এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে আমরা তাদের সর্বোত্তম আমলসমূহ গ্রহণ করি আর তাদের অন্যায় ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেই। এরা জান্নাতী লোকদের মধ্যে শামিল হবে সেই সত্য ওয়াদা অনুসারে, যা তাদের প্রতি করা হয়েছিল। (সূরা আল-আহক্বাফ)

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝١ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۚ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢

(১) আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন সেই মহিলাটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের দু' জনেরই কথা-বার্তা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (২) তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এ লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী। (সূরা আল-মুজাদালাহ্)

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝٥٧ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝٥٨ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۗ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ۗ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝٥٩

(৫৭) এরা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে। সুবহানাল্লাহ! তিনি তো পবিত্র ও মহান; আর এরা নিজেদের জন্য তাই নির্ধারণ করে, যা নিজেরা চায়। (৫৮) অথচ যখন এদের কাউকেও কন্যা সন্তান পয়দা হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত হয়ে যায়। আর সে তখন শুধু ক্রোধের রক্ত পান করতে থাকে। (৫৯) লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরে যে, এই খারাপ খবরের পর কেমন করে কাউকে মুখ দেখাবে! সে চিন্তা করে যে, লাঞ্ছনা সহ্য করে কন্যাকে রেখে দেবে, না মাটিতে লুকিয়ে ফেলবে? —লক্ষ্য করো, কি রকম খারাপ ফয়সালা এরা আল্লাহ্ সম্পর্কে গ্রহণ করে। (সূরা আল-নাহ্ল)

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ۝١٦ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝١٧

(১৬) আল্লাহ্ কি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে নিজের জন্য কন্যাদেরই বাছাই করে নিয়েছেন আর তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন? (১৭) অথচ অবস্থা এই যে, এহেন দয়াবান আল্লাহ্‌র সন্তান বলে এরা যাদেরকে বলে, তাদের জন্মের সুসংবাদ যখন স্বয়ং এই লোকদের মধ্যে কাউকেও দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায় আর মন দুঃখ ও বেদনায় ভরে যায়। (সূরা আয-যুখরুফ)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

(১) যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে, (২) যখন তারকাসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; (৩) যখন পর্বতসমূহকে চলমান করে দেওয়া হবে। (৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, (৯) সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছে ? (১৪) তখন প্রতিটি মানুষই জানতে পারবে সে কি (সঙ্গে) নিয়ে এসেছে। (সূরা আত্-তাকবীর)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ... ۝

লোকেরা তোমার কাছে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি ফতোয়া দিচ্ছেন এবং সে সঙ্গে সেই হুকুমগুলোও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা পূর্ব থেকে তোমাদেরকে এই কিতাবের মাধ্যমে শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ সে হুকুমগুলো, যা সেই ইয়াতিম মেয়েদের সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিল, যাদের হক তোমরা আদায় করো না এবং তাদেরকে বিয়ে করার কোনো আগ্রহও পোষণ করো না। (অথবা লোভকাতর হয়ে তোমরা নিজেরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও)। আর সে হুকুমগুলোও, যা অসহায় অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখো....। (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৭)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন ও নিঃসঙ্গ আর তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান ও বিয়েযোগ্য, তাদেরকে বিয়ে দাও। তারা যদি গরীব হয়, তাহলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যশালী এবং মহাবিজ্ঞ। (৩৩)... আর তোমাদের দাসীরাই যখন নিজেরাই সতীসাধ্বী চরিত্রবতী থাকতে চায় তখন বৈষয়িক স্বার্থে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না— কিন্তু যদি কেউ তাদের ওপর জবরদস্তি করে তবে এ জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা আন-নূর)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ .... ۝

তোমরা মোশরেক নারীদেরকে কখনও বিয়ে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মোশরেক শরীফযাদী অপেক্ষাও অনেক ভালো, যদিও এ শেষোক্ত নারীকেই তোমরা অধিক পছন্দ করে থাকো ...। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২১)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ... ﴿۲۵﴾

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রীদের (মুহসানাত) বিয়ে করতে সমর্থ নয়, সে যেন তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের মধ্য থেকে এমন নারীকে বিয়ে করে, যে মুমিনা হবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভালো করেই জানেন। তোমরা সকলে মূলত একই গোত্রের লোক; অতএব তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পন্থায় মহরানা আদায় করো, যেন তারা বিবাহের দুর্গে সুরক্ষিত (মুহসানাত) হয়ে থাকে এবং স্বাধীন-মুক্ত ও যথেচ্ছভাবে যৌন-লালসা চরিতার্থ করতে লিপ্ত না হয় ও তলে-তলে প্রেম করে না বেড়ায়....। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৫)

اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿۶﴾

নিজেদের স্ত্রীদের এবং দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া। এ ক্ষেত্রে (হেফাজত না করা হলে) তারা ভর্ৎসনাযোগ্য নয়। (সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ৬)

اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿۳۰﴾

নিজেদের স্ত্রী কিংবা স্বীয় মালিকানাধীন মহিলা ছাড়া; এদের (স্ত্রী ও মালিকানাধীন মহিলা) হতে সংরক্ষিত না রাখায় তাদের প্রতি কোনো তিরস্কার বা ভর্ৎসনা নেই। (আল-মাআরিজ ঃ ৩০)

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ﴿۲﴾ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿۳﴾ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ﴿۴﴾

(২) ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তি তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও। ভালো সম্পদ খারাপ সম্পদের সাথে বদল করো না এবং তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে হজম করে ফেলো না। এটা অত্যন্ত বড় গুনাহ। (৩) তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করার ব্যাপারে ভয় করো, তবে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্য হতে দুই-দুই তিন-তিন চার-চার জনকে বিয়ে করে লও। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো কিংবা সে সব মহিলাকে স্ত্রীরূপে বরণ করে লও, যারা তোমাদের মালিকানাভুক্ত হয়েছে। অবিচার থেকে বাঁচবার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক কাজ। (৪) এবং স্ত্রীদের 'মহরানা' সন্তুষ্ট চিত্তে (ফরয মনে করে) আদায় করো। অবশ্য তারা নিজেরা যদি মনের খুশীতে 'মহরানার' কোনো অংশ তোমাদের মাফ করে দেয়, তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে (গ্রহণ করতে) পারো। (সূরা আন-নিসা)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

(২) ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই একশতটি বেত্রাঘাত করো। আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া-অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে। (৬) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে আর তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া অপর কোনো সাক্ষী থাকবে না, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হলো (এই যে, সে) চারবার আল্লাহ্‌র নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী, (২৬) খারাপ চরিত্রের স্ত্রীলোক খারাপ চরিত্রের পুরুষদের যোগ্য এবং খারাপ চরিত্রের পুরুষ খারাপ চরিত্রের স্ত্রীলোকদের যোগ্য। অনুরূপভাবে সচ্চরিত্রের স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রের পুরুষদের জন্য যোগ্য এবং সচ্চরিত্রের পুরুষ সচ্চরিত্রের স্ত্রীলোকদের জন্য যোগ্য। তারা নিষ্কলংক সেসব কথা হতে যা লোকেরা রচনা করে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আন-নূর)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝

(১) হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দিও এবং ইদ্দতের সময়-কাল সঠিকভাবে গণনা করো আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো (ইদ্দতকালে)। তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর হতে বহিষ্কৃত করোনা আর তারা নিজেরাও যেন বের হয়ে না যায়। তবে যদি তারা কোনো সুস্পষ্ট অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করে বসে তবে অন্য কথা। এটি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, সে নিজের ওপরই জুলুম করবে। তোমরা জানো না, সম্ভবত আল্লাহ এরপর (মিলমিশের) কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (২) অতপর যখন তারা নিজেদের (ইদ্দতের) সময়কালের শেষে পৌঁছবে, তখন হয় তাদেরকে ভালোভাবে (নিজেদের স্ত্রী হিসেবে) বেঁধে রাখবে কিংবা ভালোভাবে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এমন দু'জন লোককে সাক্ষী বানাবে যারা তোমাদের মধ্যে সুবিচারবাদী হবে। আর (হে সাক্ষীদ্বয়!) সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র জন্য সঠিকভাবে আদায় করো। এসব কথা তোমাদেরকে নসীহত স্বরূপ বলা হচ্ছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার। যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য কঠিন অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো-না-কোনো পথ করে দেবেন। (৩) আর তাকে এমন উপায়ে রিযিক দেবেন, যে বিষয় সে ধারণাও করতে পারবে না। যে লোক আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তো নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি তকদীর বা মাত্রা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (৪) আর তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোনোরূপ সন্দেহ জাগে, তাহলে (তোমরা জেনে রাখো), তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর এ হুকুম তাদের জন্যও যাদের এখনো হায়েয আসেনি। তবে গর্ভধারিণী স্ত্রীলোকদের ইদ্দতের সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তার কাজ তিনি সহজ ও সুবিধাজনক করে দেন। (৫) এটি আল্লাহ্‌র বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে লোক আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার গুনাহ্ দূর করে দেবেন এবং তাকে বড় শুভফল দান করবেন। (৬) তোমরা যেখানে বসবাস করো তা যে রকম স্থানই হোক না কেন, তাদেরকেও (ইদ্দত কালে) সে স্থানে থাকতে দাও, এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না। আর তারা যদি গর্ভধারিণী হয়, তাহলে তাদের ব্যয়ভার বহন করো সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাদের সন্তান প্রসব হয়। অতপর তারা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায় তবে এর পারিশ্রমিক তাদেরকে দাও এবং (পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি) ভালোভাবে পারস্পরিক কথা-বার্তার মাধ্যমে সুন্দরভাবে মীমাংসা করে লও। কিন্তু (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) তোমরা যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে সন্তানকে অপর কোনো স্ত্রীলোক দুধ পান করাবে। (সূরা আত-তালাক)

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝ اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ عَسٰى

رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

(১) হে নবী! তুমি কেন সে জিনিস হারাম করো যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য হালাল করেছেন ? (তা কি এ জন্য যে,) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও ? আল্লাহ্ অতীব মার্জনাকারী ও বিশেষ অনুগ্রহশীল। (২) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের মনিব-মালিক আর তিনিই মহাজ্ঞানী ও নিপুন কর্ম সম্পাদনকারী। (৩) (এ ব্যাপারটিও বিবেচ্য যে) নবী তার এক স্ত্রীকে অতি গোপনে একটি কথা বলেছিল। অতপর সে স্ত্রী যখন (অন্য কারো কাছে) সেই গোপন কথা প্রকাশ করেছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে এ (গোপন কথা প্রকাশ করে দেওয়ার) বিষয়টি জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (তাঁর স্ত্রীকে) এ বিষয়ে কতকটা সতর্ক করেছিল আর কতকটা বাদ দিয়েছিল। অতপর নবী যখন তাকে (গোপন কথা প্রকাশ করার) এ ব্যাপারটি বললেন, তখন সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে এখবর কে জানিয়ে দিল ? নবী বললেন, 'আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি যিনি সবকিছুই জানেন এবং সর্ব বিষয়ে অবহিত'। (৪) তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা করো (তবে এটি তোমাদের পক্ষে উত্তম); কেননা তোমাদের হৃদয় সঠিক ও নির্ভুল পথ হতে সরে গেছে। আর যদি নবীর মোকাবেলায় তোমরা সংঘবদ্ধ হও তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ্ তার মনিব— মালিক। এতদ্ব্যতীত জিবরাঈল এবং সমস্ত নেক্‌কার ঈমানদারগণ ও সব ফেরেশতা তার সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী। (৫) নবী যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিয়ে দেবেন যারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। যারা সত্যিকার মুসলমান, আনুগত্যশীল, তওবাকারী, ইবাদতকারী, রোযা পালনকারী, কুমারী কিংবা অকুমারী। (সূরা আত-তাহরীম)

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। যদি তারা এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (২৪১) অনুরূপভাবে যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হয়েছে তাদেরকে উপযুক্তভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুত্তাকী লোকদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য বিশেষ। (২২৮) যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজদেরকে বিরত রাখে। আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের পক্ষে জায়েয নয়। এরূপ করা তাদের কিছুতে উচিত নয়, যদি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি তাদের কিছুমাত্র

ঈমান থেকে থাকে। তাদের স্বামী যদি পুনরায় সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি হয়, তবে তারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরায়ে নেওয়ার অধিকারী হবে। নারীদের জন্যও যথারীতি সেসব অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের জন্য তাদের ওপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর এ সকলেরই ওপর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী এবং তিনিই হচ্ছেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। (সূরা আল-বাকারা)

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ
قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ
اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝

পুরুষ নারীদের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক— এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব সতী নারীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্র তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের অধীন তাদের অধিকার রক্ষা করে। আর তোমরা যেসব নারীর ঔদ্ধত্যের আশঙ্কা করবে, তাদেরকে তোমরা বুঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের (কাছ) থেকে দূরে থাকো এবং প্রয়োজনে প্রহার করো। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে অহেতুক তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার অজুহাত তালাশ করো না। নিঃসন্দেহে মনে রেখো যে, ওপরে আল্লাহ্ আছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুমহান। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ
فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝ .

তারা জিজ্ঞেস করে ঃ হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি ? বলোঃ এ এক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা, কাজেই এরূপ অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তারা পবিত্র ও ময়লাবিমুক্ত হয়। তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের কাছে যাও, ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপকাজ হতে বিরত থেকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২২)

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۝

(২৮) স্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পেছন থেকে ছেঁড়া, তখন সে বলল ঃ "এতো তোমাদের স্ত্রীলোকদের ছলনা। আর তোমাদের ছলনা ও কৌশল অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে থাকে। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا
شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝ وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۝

(১৯) হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয় এবং যে 'মহরানা' তোমরা তাদেরকে দান করেছ, তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে এর একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। অবশ্য তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয়, (তবে তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়ার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে) এবং তাদের সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। তারা যদি তোমাদের মনোপুত না হয়, তবে হতে পারে যে, কোনো জিনিস তোমাদের পছন্দ নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তাতেই তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (১৫) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে, তবে তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখো– যতদিন না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ নিজেই তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন। (সূরা আন-নিসা)

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝

(২৮) হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলো : তোমরা যদি দুনিয়া ও এর চাকচিক্যই পেতে চাও তবে এসো, আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। (২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালের ঘর পেতে চাও, তবে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা নেককার, তাদের জন্য আল্লাহ্ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (৩০) হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে, তাকে দ্বিগুণ আযাব দেওয়া হবে। আল্লাহ্র পক্ষে এ কাজ খুবই সহজ। (৩১) আর তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমল করবে, তাকে আমরা দ্বিগুণ সুফল দান করব এবং আমরা তার জন্য সম্মানজনক রিযিক নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (৩২) হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় করে থাকো, তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না যাতে দুষ্ট মনের কোনো ব্যক্তি লালসা পোষণ করতে পারে; বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বলো। (৩৩) নিজেদের গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্বতন জাহিলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো চান যে, তোমাদের নবীর (পরিবার ঘরের

লোকদের) থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দেবেন। (৩৪) আল্লাহ্‌র আয়াত ও হেকমতপূর্ণ যেসব কথা তোমাদের ঘরে শোনানো হয়ে থাকে সেগুলো স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবচেয়ে বেশি অবহিত।

(সূরা আন-নিসা)

হাদীস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَلَا اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَايُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِىْ سَمِعَهُ مِنْهُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَلُ وَتَبْقِىْ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً قَيِّمُ وَاحِدُ -

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না ও ইবনে বাশ্‌শার (রা) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি এবং আমার পরে কেউ তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করেনি? আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, কেয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম হচ্ছে— ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, জিনা বিস্তৃত হবে, মদ্যপান প্রচলিত হবে, পুরুষের (সংখ্যা) হ্রাস পাবে, নারীরা অবশিষ্ট থাকবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর জন্য একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকবে।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتْ اِبْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعْرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ : اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِى اَنْ اَصِلَ فِىْ شَعْرِهِ فَقَال لَا، اِنَّهُ قَدْ لَعَنَ الْمُوَصِّلَاتِ -

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, জনৈকা আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। আনসারী মহিলা নবী করীম (স)-এর কাছে আসল এবং এ ব্যাপারে বর্ণনা করল এবং বলল, তার (আমার মেয়ের) স্বামী আমাকে বলেছে যে, আমি যেন আমার মেয়ের মাথার কৃত্রিম চুল পরিধান করিয়ে দেই। নবী করীম (স) বললেন ঃ না, (তা করো না) কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করেন যারা তাদের মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে (চুলের বেনী ঝুলিয়ে) লম্বা দেখায়। (বুখারী)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَ اَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ اَلْحَمْوَ اَلْمَوْتُ -

হযরত উকবা ইবনু আমের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ মহিলাদের কাছে (একাকী) যাওয়া থেকে বিরত থাকো। আনসারদের মধ্যে থেকে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স), দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ? তিনি (নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ দেবর তো মৃত্যু (অর্থাৎ তার থেকে বেশি সতর্ক থাকা দরকার যেন দেখা-সাক্ষাত না হয়।) (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ اِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى أُرِيْدُ اَنْ اَخْرُجَ فِىْ جَيْشٍ كَذَا اوكَذَا وَامْرَ اَتِىْ تُرِيْدُ الْحَجَّ، فَقَالَ : اُخْرُجْ مَعَهَا -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, মেয়েরা (মাহ্‌রাম— যার সাথে বিয়ে হারাম— এমন আত্মীয়) ভিন্ন কারো সাথে সফর করবে না এবং মাহ্‌রাম ব্যক্তি কাছে না থাকলে কোনো পুরুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করবে না। একথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রাখি কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করার সংকল্প করছেন। (এমতাবস্থায় আমি কি করব?) তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর সাথে যাও। (বুখারী)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَ تِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, হে মুসলিম নারীরা! তোমরা এক প্রতিবেশিনী আরেক প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা করো না বা নগণ্য মনে করো না, যদি সে বকরির ক্ষুরও (স্বল্প গোশত) পাঠিয়ে দেয়। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلَاهُ، فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ -

হযরত আবু হুরায় (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, নারীদের সাথে উত্তম ও উপদেশপূর্ণ কথা বলো। কেননা, নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে একেবারে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তবে সবসময় বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাই বলবে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْ سُوْنَ، غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেন ঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যে, যারা এর মধ্যে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র অথচ ধনীদেরকে (হিসেব দেওয়ার জন্য) প্রবেশ দ্বারেই আটকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যে, অধিকাংশই হচ্ছে নারী। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَّعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক তার দুটি কন্যাসহ আমার কাছে সাহায্য চাইতে আসে। কিন্তু আমার কাছে একটা খেজুর ছাড়া সে আর কিছুই পেল না। আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম। সে ঐ খেজুরটি তার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে একটুও খেল না, তারপর উঠে চলে গেল। নবী করীম (স) আমাদের কাছে এলে আমি তাঁকে ঘটনাটা বললাম। নবী করীম (স) বললেন, যে কেউ এরূপ অসহায় কন্যাদের কারণে কোনো প্রকার কষ্ট ভোগ করবে তার জন্য তারা (প্রতিপালনকারীগণ) জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল হবে। (অর্থাৎ কন্যাদের প্রতিপালনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।) (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ، قَالَ : لٰكِنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ -

হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ (স)! জিহাদকে আমরা (মেয়েরা) সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'হাজ্জে মাবরূর'। (বুখারী)

৪. নিকাহ্ বা বিয়ের বন্ধন

কুরআন

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۞ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞

(১৮৯) তিনি আল্লাহ্ই— তিনিই তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই 'স্বজাতি' থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন পুরুষটি স্ত্রীকে জাপটিয়ে ধরল, তখন তার গর্ভে হালকা ধরনের হামল স্থান লাভ করল। তা নিয়েই সে চলাফেরা করত। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভারী ও অচল হয়ে পড়ল, তখন উভয়ই মিল তাদের আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করল ঃ তুমি যদি আমাদেরকে নেক সন্তান দান করো তবে আমরা তোমার শোকরগুযার হবো। (১৯০) কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে এক সুস্থ নিখুঁত বাচ্চা দান করল, তখন তারা তাঁর এই দান ও অনুগ্রহে অন্যান্যকে শরীক গণ্য করতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ বড় মহান ও উন্নত, এদের কৃত এসব মোশরেকী কথাবার্তা থেকে। (সূরা আল-আরাফ)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ... ۞

তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে এটিও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতির মধ্য থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন...। (সূরা আর-রূম ঃ ২১)

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ... ۞

তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন ও নিঃসঙ্গ আর তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান ও বিয়েযোগ্য, তাদেরকে বিয়ে দাও। তারা যদি গরীব হয়, তাহলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন...। (সূরা আন-নূর ঃ ৩২)

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۞ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ۞

(৩) তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করার ব্যাপারে ভয় করো, তবে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই-দুই তিন-তিন চার-চার জনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো কিংবা সে সব মহিলাকে স্ত্রীরূপে বরণ করে লও, যারা তোমাদের মালিকানাভুক্ত হয়েছে। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক কাজ। (৪) এবং স্ত্রীদের 'মহরানা' সন্তুষ্ট চিত্তে (ফরয মনে করে) আদায় করো। অবশ্য তারা নিজেরা যদি মনের খুশীতে 'মহরানার' কোনো অংশ তোমাদের মাফ করে দেয়, তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে (গ্রহণ করতে) পারো। (সূরা আন-নিসা)

... وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞

.... এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল— তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হোক কিংবা তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মহরানা আদায় করে বিয়ের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীনভাবে লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে প্রেমলীলা করবে না। যে কেউ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

(১০) হে ঈমানদার লোকেরা! ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আসবে, তখন তাদের (ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারটি) যাচাই-পরখ করে লও— আর তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানতে পারো যে, তারা মু'মিন তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিও না। না তারা কাফেরদের জন্য হালাল, না কাফের পুরুষরা তাদের জন্য হালাল। তাদের কাফের স্বামীরা যে মহ্রানা তাদেরকে দিয়েছিল তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমাদের তাদেরকে বিয়ে করায় কোনোই দোষ নেই— যদি তোমরা তাদেরকে মহ্রানা আদায় করে দাও। আর তোমরা নিজেরাও কাফের মহিলাদেরকে নিজেদের বিয়ের বন্ধনে আটকিয়ে রেখো না। তোমরা যে মহ্রানা তোমাদের স্ত্রীদেরকে দিয়েছিলে তা তোমরা ফেরত চেয়ে নাও। আর যে মহ্রানা কাফেররা তাদের মুসলমান স্ত্রীদের দিয়েছিল তাও যেন তারা ফেরত চেয়ে নেয়। এটি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী। (১১) তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেওয়া মহ্রানা থেকে কিছু অংশ যদি তোমরা কাফেরদের কাছ থেকে ফিরিয়ে না পাও আর এর পরই তোমারা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ঐদিকে রয়ে গেছে তাদেরকে তাদের দেওয়া মহ্রানার সমান সম্পদ আদায় করে দাও। আর সে আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ। (১২) হে নবী! তোমার কাছে মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যদি এ কথার ওপর 'বায়'আত' করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, জিনা-ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, আপন গর্ভজাত জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না, এবং কোনো ভালো কাজের ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করবে না তবে তুমি তাদের 'বায়'আত'গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাতের দো'আ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আল-মুতাহানা)

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا .... ﴿٣٧﴾

....তারপর যায়েদ যখন তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন আমরা সে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার কাছে বিয়ে দিলাম, যেন নিজেদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের

ব্যাপারে মু'মিন লোকদের কোনো অসুবিধা না থাকে— যখন তাদের কাছ থেকে এরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে নেবে...। (সূরা আহযাব ঃ ৩৭)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ، وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ...

তোমরা মোশরেক নারীদেরকে কখনও বিয়ে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মোশরেক শরীফযাদী অপেক্ষাও অনেক ভালো, যদিও এ শেষোক্ত নারীকেই তোমরা অধিক পছন্দ করে থাকো। আর নিজেদের কন্যাদেরকে মোশরেক পুরুষদের কাছে কক্ষনো বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। কেননা, একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোনো উচ্চবংশীয় মোশরেকের চেয়ে অনেক ভালো, যদিও এ শেষোক্ত ব্যক্তিকেই তোমরা অধিক পছন্দ করে থাকো ....। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২১)

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ، وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ، وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিণী বা মোশরেক স্ত্রীলোক ছাড়া (আর কাউকেও) বিয়ে না করে। আর ব্যভিচারিণীকে যেন ব্যভিচারী বা মোশরেক ছাড়া (অন্য কেউ) বিয়ে না করে। এসব ঈমানদার লোকদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা আন-নূর ঃ ৩)

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ، وَسَآءَ سَبِيْلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ، وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ، كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ، وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ... ۝

(২২) আর যেসব স্ত্রীলোককে তোমাদের পিতা বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে কখনোই বিয়ে করবে না। অবশ্য পূর্বে যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা ধর্তব্য নয়। মূলত এটি একটি নির্লজ্জ কাজ, অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং খুবই খারাপ পথ। (২৩) তোমাদের ওপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী এবং তোমাদের সে সব

মাকে যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে আর তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়েছে, সে সব স্ত্রীর কন্যারা, যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু যদি (কেবল বিয়ে হয়ে থাকে, আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে, তা হলে (তাদের পরিবর্তে তাদের কন্যাদের সাথে বিয়ে করায়) তোমাদের কোনো দোষ হবে না। আর তোমাদের জন্য (হারাম করা হয়েছে) সে সব পুত্রের স্ত্রীদেরকে যারা তোমাদের আপন ঔরসজাত। আর দুই বোনকে একসাথে বিয়ে করা এটাও তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে, তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তাতো হয়েই গেছে। বস্তুতই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (২৪) এবং সে সব নারীও তোমাদের জন্য হারাম, যারা অন্য কারো বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ; অবশ্য সে সব নারী এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার বিধান যা মেনে চলা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আর যত নারী আছে, নিজেদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদের পাণি গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যদি বিয়ের দুর্গে তাদেরকে সুরক্ষিত করো এবং অবাধ যৌনস্পৃহা পূরণে উদ্যত না হও। অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা গ্রহণ করো, এর বিনিময়ে তাদের মহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো। অবশ্য মহরানার প্রস্তাব হওয়ার পর পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। (২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রীদের (মুহসানাত) বিয়ে করতে সমর্থ নয়, সে যেন তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের মধ্য থেকে এমন নারীকে বিয়ে করে, যে মুমিনা হবে.....। (সূরা আন-নিসা)

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ أُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۖ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

খারাপ চরিত্রের স্ত্রীলোক খারাপ চরিত্রের পুরুষদের যোগ্য এবং খারাপ চরিত্রের পুরুষ খারাপ চরিত্রের স্ত্রীলোকদের যোগ্য। অনুরূপভাবে সচ্চরিত্রের স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রের পুরুষদের জন্য যোগ্য এবং সচ্চরিত্রের পুরুষ সচ্চরিত্রের স্ত্রীলোকদের জন্য যোগ্য। তারা নিষ্কলংক সেসব কথা থেকে যা লোকেরা রচনা করে থাকে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক।

(সূরা নূর ঃ ২৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ....

হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয়.....। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ .... نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ .... اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى

يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ .... ۝ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... ۝

(২২৮) ....নারীদের জন্যও যথারীতি সেসব অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের জন্য তাদের ওপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে ....। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেতের মতো, তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে— যেভাবে তোমরা ইচ্ছা করো— নিজেদের ক্ষেতে গমন করো। কিন্তু তোমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করো ...। (১৮৭) রোযার মাসে রাতের বেলা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে গমন করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পক্ষে পোশাক স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পরিচ্ছদ বিশেষ। আল্লাহ্ জানতে পেরেছেন যে, তোমরা চুপিসারে নিজেদের সাথে নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করছ। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিবাস করো এবং আল্লাহ্ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্য জায়েজ করে দিয়েছেন, তা 'আস্বাদন' করো। আর রাতের বেলা খানা-পিনা করো যতক্ষণ না তোমাদের সম্মুখে রাতের অন্ধকার রেখার বুক থেকে প্রভাতের শুভ্রচ্ছটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তখন এ সব কাজ পরিত্যাগ করে রাত পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে লও। আর তোমরা যখন মসজিদে ইতিকাফে লিপ্ত থাকবে, তখন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে না...। (১৯৭) হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জের সময়ে তার দ্বারা যেন কোনো লালসা পরিতৃপ্তির কাজ, কোনো জিনা-ব্যভিচার, কোনো রকমের লড়াই-ঝগড়া সঙ্ঘটিত না হয়....। (সূরা আল-বাকারা)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... ۝

আর যারা বিয়ের সুযোগ পাবে না, তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন ...। (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)

... فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ... ۝

.... এতৎ সত্ত্বেও তারা (ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট হতে) সে জিনিসই শিখত, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায় ...। (সূরা বাকারা ঃ ১২০)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَسْتَأْمِرُ النِّسَاءَ فِيْ أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ : فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ ؟ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের অনুমতি নিতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম,

কুমারীর কাছে বিয়ের অনুমতি নিতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে বিয়ের অনুমতি চাইলে সে তো লজ্জা পায় এবং চুপ থাকে। তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ। (বুখারী)

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاذَنُ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ -

হযরত আবু সালামাহ বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার কাছে (এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) বলেন, কোনো বিধবা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবে না, কোনো কুমারী মহিলাকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া চলবে না। (সাহাবারা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র নাবী! তার অনুমতি কি করে নেব? তিনি উত্তর দিলেন, তার চুপ করে থাকা। (বুখারী)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ، وَأَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهٗ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রা) একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ (মহরানা) দেওয়ার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। নবী করীম (স) তাকে বলেন ঃ একটি বকরি দিয়ে হলেও বিয়ে ভোজের আয়োজন করো। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعٍ اِبْنَىْ يَزِيْدَ ابْنَ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا -

হযরত ইয়াযিদ ইবনে জারিয়াহ আনসারীর পুত্র আবদুর রহমান ও মোজ্জাম্মে থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে খানসা বিনতে খিযাম আনসারীয়ার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, খানসার পিতা তাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়। অথচ সে ছিল বিধবা। এ বিয়ে তার পছন্দ হয়নি। সে নবী করীম (স) কাছে জানাল। তিনি তার এ বিয়ে বাতিল করে দিলেন। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : نَهَى النَّبِىُّ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ عَلٰى خَالَتِهَا، فَنَرٰى خَالَةَ أَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ،لِاَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِى عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) কাউকে একসাথে ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও তার বোনের মেয়েকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। অধঃস্তন রাবী যুহরী বলেছেন, আমরা স্ত্রীর পিতার খালার ব্যাপারেও এ নির্দেশ জানি যে কেননা, ওরওয়াহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, যে বৈবাহিক সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে হারাম, দুধপানের কারণেও ঐসব সম্পর্ককে তোমরা হারাম মনে করো। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا -

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "তোমাদের কাউকে যদি ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, তবে তা যেন অবশ্যই কবুল করো।" (বুখারী)

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ الْيَهُوْدِيَّةِ، قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا اَعْلَمُ مِنَ الْاِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَقُوْلَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيْسٰى وَهُوَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ -

হযরত নাফে (রা) বর্ণনা করেন, ইবনে ওমরকে খ্রিস্টান অথবা ইয়াহুদী নারীদের বিয়ে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, আল্লাহ্ মোশরেক নারীদের বিয়ে করা মু'মিনদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। আমি জানি না, এর চেয়ে বড় শিরক আর কি আছে যে, একজন নারী বলে আমার প্রভু 'ঈসা! অথচ তিনি আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যেরই একজন। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ. لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ একজন মহিলাকে বিয়ে করার সময় চারটি বিষয় লক্ষ্য করা হয়। তার ধন-সম্পদ, তার বংশ-মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন; সুতরাং তোমার দ্বীনদার মহিলাই বিয়ে করা উচিত (অন্যথায়) তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهٗ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَاِنَّهٗ لَهٗ وِجَاءٌ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের যুবক বয়সে আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে ছিলাম অথচ আমাদের কোনো প্রকার সম্পদ ছিল না। (এমতাবস্থায়) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ "হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে নিচু রাখে এবং তার যৌন জীবনকে সংযমী করে, আর যে বিয়ে করার সামর্থ্যই রাখে না সে যেন রোযা পালন করে, কেননা সিয়াম তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।" (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ أَنَّهٗ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مُؤْمِنٌ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَايَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَّبْتَاعَ عَلٰى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلٰى خُطْبَةِ أَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَ -

হযরত আবদুর রহমান ইবনে শুমা শাহ থেকে বর্ণিত, তিনি উকবা উবনে আমিরকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ এক ঈমানদার আরেক ঈমানদারের ভাই।

সুতরাং ভাইয়ের দামের ওপর দামদর করা অথবা তার বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব করা কোনো ঈমানদারের জন্য হালাল নয়। (মুসলিম)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَزَوَّجْتُ ؟ فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ : مَالَكَ وَلِلْعَذَارٰى وَلَعْبِهَا؟ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِ وَبْنِ دِيْنَارٍ، فَقَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟-

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমি বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি ধরনের মেয়ে বিয়ে করেছ? আমি নিবেদন করলাম, বিবাহিতা-বিধবা নারী বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের ক্রীড়ার প্রতি কি তোমার আকর্ষণ নেই? আমি এ ঘটনা আমার ইবনে দীনারকে জানালে তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)কে বলতে শুনেছি, নবী করীম (স) আমাকে বলেছেন ঃ "তুমি কেন কোনো কুমারী মেয়ের পানি গ্রহণ করলে না, যাতে করে তুমি তার সাথে খেলাধুলা করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে খেলাধুলা করতে পারত?" (বুখারী)

৫. তালাক (বিয়ে বিচ্ছেদ)

কুরআন ঃ

...... فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

.... তারা যদি তোমাদের মনোপুত না হয়, তবে হতে পারে যে, কোনো জিনিস তোমাদের পছন্দ নয়, কিন্তু আল্লাহ তাতেই তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

(সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ، وَلَايَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا.

... ۝ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ، وَلَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ، فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ، فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ، تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَاتَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ، فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ

اللهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَّلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ... ۝ وَإِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، ذٰلِكَ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، ذٰلِكُمْ أَزْكٰى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ
بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ
أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... ۝ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَّمَتِّعُوهُنَّ ، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَّعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ۝ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(২২৫) যেসব অর্থহীন শপথ তোমরা বিনা ইচ্ছায়ই করে ফেলো, সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাকো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। (২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। যদি তারা এটা থেকে প্রত্যাবর্তন করে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (২২৭) আর যদি তারা তালাক দেওয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে তবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব জানেন। (২২৮) যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজদেরকে বিরত রাখে। আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের পক্ষে জায়েয নয়। এরূপ করা তাদের কিছুতে উচিত নয়, যদি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি তাদের কিছুমাত্র ঈমান থেকে থাকে। তাদের স্বামী যদি পুনরায় সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি হয়, তবে তারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরায়ে নেওয়ার অধিকারী হবে...। (২২৯) তালাক দুই বার দেয়। অতঃপর হয় সোজাসুজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে, অন্যথায় সঠিক পন্থায় তাকে বিদায় করে দেবে। বিদায় দেওয়ার সময় এরূপ করা তোমাদের পক্ষে জায়েয নয় যে, তোমরা যা কিছুই তাদেরকে দিয়েছ, তা থেকে কোনো কিছু ফিরিয়ে নেবে। অবশ্য এ অবস্থা স্বতন্ত্র, যখন স্বামী-স্ত্রী আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারবে না বলে আশঙ্কা বোধ করবে। এরূপ অবস্থায় যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা পরস্পরে

আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী চলতে পারবে না, তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেওয়া যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দান করে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেবে— কিছুমাত্র দুষণীয় নয়। বস্তুত এটি আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমা বিশেষ; এটি অতিক্রম করো না। কেননা যারা আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করে, তারাই জালিম। (২৩০) অতঃপর (দু'বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) যদি তালাক দেয়, তবে সে স্ত্রীলোকটি তার পক্ষে হালাল (বিয়েযোগ্য) হবে না। অবশ্য স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে, যদি অপর কোনো ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয়ে যায় এবং সে তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তালাক দেয়। তখন যদি সে প্রথম স্বামী এবং এ স্ত্রীলোকটি মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারবে তবে তাদের পুনর্মিলনে কোনো দোষ নেই। এটাই আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমা, তিনি সেসব লোকের হেদায়েতের জন্য এর ব্যাখ্যা করছেন, যারা (তার নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করার পরিণতি সম্পর্কে) অবহিত। (২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে আসে, তখন হয় তাদের ভালোভাবে ফিরায়ে লও অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দাও। শুধু কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের আটকিয়ে রেখো না। কেননা, তাতে বাড়াবাড়ি করা হবে আর যে এরূপ করবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ওপর জুলুম করবে ....। (২৩২) তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করো এবং তারাও তাদের নির্দিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়িও না, যখন তারা সঠিকভাবে পরস্পর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হয়েছে। তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা কখনো এরূপ কাজ করবে না, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। তবে তোমাদের পক্ষে শোভন ও পবিত্র কর্মনীতি এই হতে পারে যে, তোমরা এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্ই জানেন তোমরা জানো না। (২৩৩) যদি পিতা চায় তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দতকাল পর্যন্ত দুধ সেবন করতে থাকুক, তবে মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ সেবন করাবে। এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মায়েদের খোরপোশ দিতে হবে।... (২৩৬) তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের জন্য 'মোহরানা' নির্দিষ্ট করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দিলে তাতে কোনো পাপ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে কিছু না কিছু দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্যানুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তিও তার সামর্থ্যানুযায়ী সঠিক পন্থায় এটা আদায় করবে; বস্তুত এটা নেক লোকদের ওপর আরোপিত অধিকার বিশেষ। (২৩৭) তোমরা স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দাও আর তার মোহরানা যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে এ অবস্থায় (তালাক দিলে) তাকে অর্ধেক পরিমাণ 'মোহরানা' দিতে হবে। আর স্ত্রীলোক নিজেই যদি অনুগ্রহ দেখায় ('মোহরানা' গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিয়ের বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে, সে যদি অনুগ্রহ করে (এবং পূর্ণ 'মোহরানা' আদায় করে দেয়) তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, তবে এ কর্মনীতি 'তাকওয়া'র খুবই অনুকূল ও এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক কাজকর্মে সহৃদয়তা দেখাতে কখনো ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ্ দেখছেন। (২৪১) অনুরূপভাবে যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হয়েছে তাদেরকে উপযুক্তভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুত্তাকী লোকদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য বিশেষ। (২৪২) এভাবে আল্লাহ্ তাঁর যাবতীয় আইন-বিধান তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন। আশা করা যায়, তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে। (সূরা বাকারা)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .... ﴿١٩﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

(১৯) হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয় এবং যে 'মহরানা' তোমরা তাদেরকে দান করেছ, তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে এর একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। অবশ্য তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয়, (তবে তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়ার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে) এবং তাদের সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো .....। (২০) আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করেই থাকো তবে তাকে রাশি রাশি সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফেরত নেবে? (২১) আর মূলত তোমরা তা কিরূপে ফেরত নিতে পারো, যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্বাদ গ্রহণ করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে? (সূরা আন-নিসা)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদেরকে বিয়ে করবে এবং তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দেবে, তখন তোমাদের দিক থেকে তাদের কোনো ইদ্দত পালন করার আবশ্যক হবে না– যা পূর্ণ হওয়ার জন্য তোমরা দাবি করতে পারো। কাজেই তাদেরকে কিছু সম্পদ দাও এবং ভালোভাবে তাদেরকে বিদায় করো। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৯)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... ﴿٢﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ... ﴿٥﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۞ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ..... ۞

(১) হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দিও এবং ইদ্দতের সময়-কাল সঠিকভাবে গণনা করো আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো (ইদ্দতকালে)। তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করোনা আর তারা নিজেরাও যেন বের হয়ে না যায়। তবে যদি তারা কোনো সুস্পষ্ট অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করে বসে তবে অন্য কথা। এটি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। আর যে কেহ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করবে, সে নিজের ওপরই জুলুম করবে। তোমরা জানো না, সম্ভবত আল্লাহ্ এরপর (মিলমিশের) কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (২) অতপর যখন তারা নিজেদের (ইদ্দতের) সময় কালের শেষে পৌঁছবে, তখন হয় তাদেরকে ভালোভাবে (নিজেদের স্ত্রী হিসেবে) বেঁধে রাখবে কিংবা ভালোভাবে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এমন দু'জন লোককে সাক্ষী বানাবে যারা তোমাদের মধ্যে সুবিচারবাদী হবে। আর (হে সাক্ষীদ্বয়!) সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র জন্য সঠিকভাবে আদায় করো। এসব কথা তোমাদেরকে নসীহত স্বরূপ বলা হচ্ছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার ...। (৪) আর তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাদের হায়েয বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোনোরূপ সন্দেহ জাগে, তাহলে (তোমরা জেনে রাখো), তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর এ হুকুম তাদের জন্যও যাদের এখনো হায়েয আসেনি। তবে গর্ভধারিণী স্ত্রীলোকদের ইদ্দতের সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তার কাজ তিনি সহজ ও সুবিধাজনক করে দেন। (৫) এটি আল্লাহ্‌র বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন ...। (৬) তোমরা যেখানে বসবাস করো তা যে রকম স্থানই হোক না কেন, তাদেরকেও (ইদ্দত কালে) সে স্থানে থাকতে দাও, এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না। আর তারা যদি গর্ভধারিণী হয়, তাহলে তাদের ব্যয়ভার বহন করো সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাদের সন্তান প্রসব হয়। অতপর তারা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায় তবে এর পারিশ্রমিক তাদেরকে দাও এবং (পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি) ভালোভাবে পারস্পরিক কথা-বার্তার মাধ্যমে সুন্দরভাবে মীমাংসা করে লও। কিন্তু (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) তোমরা যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে সন্তানকে অপর কোনো স্ত্রীলোক দুধ পান করাবে। (৭) সচ্ছল অবস্থার লোক নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযিক দেওয়া হয়েছে, সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে যা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন....। (সূরা আত-তালাক)

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ... ۞ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا .... ۞

(৩) যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে এবং তারপর নিজেদের সে কথা থেকে ফিরে যায় যা তারা বলেছিল, পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। ..... (৪) আর যে লোক (মুক্তি দেওয়ার জন্য) দাস পাবে না, সে যেন পরপর দুটি মাস রোযা রাখে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে লোক তাও করতে সমর্থ হবে না, সে যেন ষাট জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায় ....। (সূওরা আল-মুজাদালাহ)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلَاقُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমস্ত হালাল কাজের মধ্যে ঘৃণ্যতম কাজ হচ্ছে তালাক। (আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ্)

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامُعَاذُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ -

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ হে মুয়ায! দাস মুক্তি বা বন্দী মুক্তি অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও পছন্দময় কাজ আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে আর কিছু সৃষ্টি করেননি। অনুরূপভাবে তালাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় কাজ আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে আর কিছুই সৃষ্টি করেননি। (দারে কুতনী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى مَاحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ، قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِىْ نَفْسِهِ وَلَيْسَ بِشَىْءٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার উম্মতের ঐসব ধারণা-চিন্তাকে ক্ষমা করে দেন, যা তাদের মনে উদয় হয়, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা অন্যের সাথে আলোচনা না করে। কাতাদা বলেন, যখন কেউ মনে মনে তালাক দেয় এর কোনো মূল্য নেই, কার্যকারিতা নেই। (বুখারী)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَابَاْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ -

হযরত সওবান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ যে মেয়েলোকই স্বামীর কাছে তার নিজের তালাক চাইবে— স্বামীকে বলবে— তাকে তালাক দিতে, কোনোরূপ কঠিন ও অসহ্য কারণ ব্যতীতই— তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি-সৌরভ সম্পূর্ণ হারাম। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, আবু দাউদ, দারেমী, ইবনে হাব্বান, মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ تَحْتِىْ اِمْرَاَةٌ اُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَاَمَرَنِىْ اَنْ اُطَلِّقَهَا فَاَبَيْتُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِمْرَءَةً كَرِهْتُهَا لَهُ فَاَمَرْتُهُ اَنْ يُّطَلِّقَهَا فَاَبٰى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلِّقْ اِمْرَاَتَكَ فَطَلَّقْتُهَا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমার এক স্ত্রী ছিল, আমি তাকে ভালোবাসতাম, কিন্তু আমার পিতা উমর (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। এই

কারণে ওকে তালাক দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করলেন। কিন্তু আমি তা করতে অস্বীকার করলাম। তখন তিনি নবী করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূল! আমার পুত্র আবদুল্লাহর একজন স্ত্রী আছে, আমি ওকে তার জন্য অপছন্দ করি। এই কারণে ওকে তালাক দেওয়ার জন্য আমি তাকে আদেশ করেছি। কিন্তু সে আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেছে। অতঃপর রাসূলে করীম (স) আবদুল্লাহকে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। ফলে আমি তাকে তালাক দিয়ে দিলাম। (আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, তিরমিযী, নাসায়ী)

قَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَنِىْ بِهٰذَا فَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ -

হযরত লাইস থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে উমর (রা)কে যখনই কোনো তিন তালাকদাতা ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, তখনই তিনি সেই লোককে বলতেন ঃ তুমি যদি এক তালাক বা দুই তালাক দিতে (তাহলে তোমার পক্ষে খুবই ভালো হতো); কেননা নবী করীম (স) আমাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। বস্তুত যদি কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সে (স্ত্রী) তার জন্য হারাম হয়ে গেল। যতক্ষণ না সে অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَ اَتَهٗ وَهِىَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ، فَاِنْ بَدَالَهٗ اَنْ يُّطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিলে হযরত ওমর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলেন। শুনে রাসূলুল্লাহ (স) খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে ওমর) রুজু করতে বলো। তারপর 'তুহর' বা পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত রাখতে বলো। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে তাহলে যেন পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ না করে তালাক প্রদান করে। আল্লাহ্ যে 'ইদ্দত' পালনের জন্য আদেশ করেছেন, এটি সেই ইদ্দত।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيْدَ اَخُوْبَنِىْ مُطَّلِبِ امْرَاَتِهٖ ثَلَاثًا فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيْدًا قَالَ فَسَاءَ لَهٗ رَسُوْلُ ﷺ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّمَ تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا اِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَ جَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرٰى اِنَّمَا لطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আবদে ইয়াজিদের পুত্র বনু মুত্তালিবের ভাই রুকানা তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। ফলে এজন্য তিনি খুব সাংঘাতিকভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলে করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিভাবে তোমার স্ত্রীকে তালাক দিলে?

রুকানা বললেন ঃ আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলে করীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ একই বৈঠকে দিয়েছ কি? বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ এটা তো মাত্র এক তালাক। কাজেই তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে লও যদি তুমি ইচ্ছা করো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, অতঃপর রুকানা তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন। এটা থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই মত গ্রহণ করলেন যে, তালাক কেবলমাত্র প্রত্যেক তুহরে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবু ইয়ালা)

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِىْ اَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ اَنَاةٌ فَلَوْ اَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَاَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স), হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর খেলাফতের প্রথম দুই বছর তালাকের অবস্থা এই ছিল যে, তিন তালাক দিলে এক তালাক সংঘটিত হতো। পরবর্তীকালে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ যে ব্যাপারে লোকদের জন্য বিশেষ মর্যাদা, ধৈর্যসহ অপেক্ষা ও অবকাশ ছিল, তাতে লোকেরা খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। কাজেই আমরা এটা তাদের ওপর কার্যকর করব না কেন! অতঃপর তিনি একে তাদের ওপর কার্যকর করে দিলেন। (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

৬. নুশূয (স্বামীর অবাধ্যতা)

কুরআন

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۞ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ... ۞

(১২৮) কোনো স্ত্রীলোকের যখন তার স্বামীর দিক হতে খারাপ ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা দেখা দেবে, তখন স্বামী-স্ত্রী যদি (অধিকারের কিছু কম-বেশির ভিত্তিতে) পরস্পরে সন্ধি করে লয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। সন্ধি সর্বাবস্থায়ই উত্তম। বস্তুত নফস বা প্রবৃত্তি সঙ্কীর্ণতার দিকে সহজেই ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তোমরা যদি ইহসান অবলম্বন করো ও আল্লাহকে ভয় করে চলো, তবে নিঃসন্দেহে জেনো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্মনীতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত হবেন ।(৩৫) আর কোথাও যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে একজন সালিস পুরুষের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে এবং আর একজন স্ত্রীলোকের আত্মীয়দের মধ্য হতে নিযুক্ত করো। তারা দুজনই সংশোধন ও মিটমাট করতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল-মিশের অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা আন-নিসা)

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

আর যদি তারা তালাক দেওয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে তবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং সব জানেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৭)

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ...

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর হতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাঁর বিপুল শক্তির দ্বারা প্রত্যেককেই অপরের মুখাপেক্ষিতা থেকে রেহাই দান করবেন...।

(সূরা আন-নিসা ঃ ১৩০)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ اَنْ تَجِىْ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেছেন হযরত নবী করীম (স) থেকে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আসার জন্য আহ্বান জানাবে তখন যদি সে আসতে অস্বীকার করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا تَاْذَنْ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَّفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهٖ فَاِنَّهٗ يُؤَدّٰى اِلَيْهِ شَطْرُهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ স্বামী কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর রোযা রাখা জায়েয নয়। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে স্ত্রী কাউকেও প্রবেশের অনুমতি দেবে না। অনুমতি দেওয়া তার জন্য জায়েয নয়। আর স্বামীর নির্দেশ ছাড়াই স্ত্রী যে যে ব্যয় করবে, এর অর্ধেক স্বামীর প্রতি প্রত্যার্পিত হবে।
(বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ -

হযরত উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ যে স্ত্রী এমন অবস্থায় রাত যাপন ও অতিবাহিত করে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ هَا فَتَابٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِىْ فِىْ السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا -

হযরত আবু হুরায় (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ তার শপথ, যে লোকই তার স্ত্রীকে তার শয্যায় আহ্বান জানাবে, কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দিতে স্ত্রী স্বীকৃত হবে, তার প্রতিই আকাশলোকে অবস্থানকারী ক্ষুব্ধ-অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে-যতক্ষণ না সেই স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَعَنَ اَلْمَسُوْفَةَ وَالْمُغْلِسَةَ اَمَّا وَلْمَسُوْفَةَ فَهِىَ الْمَرْأَةُ الَّتِىْ اِذَا اَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ سُوْفَ وَالْمُغْلِسَةُ هِىَ الَّتِىْ اِذَا اَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ اِنِّىْ حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, স্বামী সঙ্গম উদ্দেশ্যে আহ্বান করলে যে স্ত্রী বলে ঃ হ্যাঁ শীঘ্রই হবে, আর যে বলে যে, আমি ঋতুবতী অথচ সে ঋতুবতী নয়, এই দু'জন স্ত্রীলোকের প্রতি। (কিতাবুন নিসা, ইবনে জওযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে রাত যাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। (বুখারী, মুসলিম)

৭. জিনা

কুরআন

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ⑮ ... فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ... ㉕

(১৫) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে, তবে তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখো— যতদিন না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ নিজেই তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন। (২৫) ..... তারা বিবাহের দুর্গে সুরক্ষিত হওয়ার পর যদি কোনো প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুক্ত নারীদের (মুহ্সানাত) জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক ...। (সূরা আন-নিস)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ..... ㉜

জেনার কাছেও যেয়ো না। ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ ....। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ② اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ

الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝

(২) ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই একশতটি বেত্রাঘাত করো। আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া-অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে। (৩) ব্যভিচারী যেন ব্যভিচারিণী বা মোশরেক স্ত্রীলোক ছাড়া (আর কাউকেও) বিয়ে না করে। আর ব্যভিচারিণীকে যেন ব্যভিচারী বা মোশরেক ছাড়া (অন্য কেউ) বিয়ে না করে। এসব ঈমানদার লোকদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। (৪) আর যারা সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করবে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি 'চাবুক' মারো আর তাদের সাক্ষ্য কখনো কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। (৫) তবে সে লোকেরা নয়, যারা এরপর তওবা করবে ও সংশোধন করে নেবে। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের পক্ষে ক্ষমাশিল ও দয়াবান। (৬) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে আর তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া অপর কোনো সাক্ষী থাকবে না, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হলো (এই যে, সে) চারবার আল্লাহ্‌র নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী, (৭) আর পঞ্চমবার বলবে ঃ তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত পড়ুক যদি সে (আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়। (৮) আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, এই ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। (৯) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, এই 'দাসী'র ওপর আল্লাহ্‌র গযব ভেঙে পড়ুক, যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়। (১০) তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর রহম যদি না হতো এবং আল্লাহ বড়ই লক্ষ্যদানকারী ও সুবিজ্ঞ কুশলী না হতেন তাহলে (স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারটি তোমাদেরকে বড়ই জটিলতায় ফেলত)। (সূরা আন-নূর)

... وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝

(৬৮) ...এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। —যে ব্যক্তি এসব কাজ করে, সে নিজের গুনাহের প্রতিফল পাবে, (৬৯) কেয়ামতের দিন তাকে পৌনঃপুনিক আযাব দেওয়া হবে, এবং সেখানেই সে চিরদিন পড়ে থাকবে। (সূরা আল-ফুরকান)

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে, তাকে দ্বিগুণ আযাব দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌র পক্ষে এ কাজ খুবই সহজ। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩০)

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَاتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝

(হে নবী!) তোমরা যখন স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দিও এবং ইদ্দতের সময়-কাল সঠিকভাবে গণনা করো আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো (ইদ্দতকালে)। তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বহিষ্কৃত করোনা আর তারা নিজেরাও যেন বের হয়ে না যায়। তবে যদি তারা কোনো সুস্পষ্ট অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করে বসে তবে অন্য কথা। এটি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। আর যে কেহ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, সে নিজের ওপরই জুলুম করবে। তোমরা জানো না, সম্ভবত আল্লাহ্ এরপর (মিলমিশের) কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা তালাক ঃ ১)

হাদীস

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ اَمَرَ فِيْمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجِلْدِ مِائَةٍ وَّ تَغْرِيْبِ عَامٍ -

হযরত যায়িদ ইবনে খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, যেসব অবিবাহিত লোক জেনা করেছে তিনি তাদেরকে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَسْلَمَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : اِنَّهٗ قَدْزَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحّٰى لِشِقِّهِ الَّذِى اَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ، فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ ؟ هَلْ اَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَاَمَرَ بِهٖ اَنْ يُّرْجَمَ بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتّٰى اُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ -

হযরত জাবির বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি মাসজিদে নববীতে এসে নবী করীম (স)-কে বলল যে, সে জেনা করেছে। একথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেও ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার (জেনার) সাক্ষী দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তোমাকে কি উন্মাদনায় পেয়েছে, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি লোকটিকে ঈদের মাঠে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার শরীরে পাথর পড়ল, অমনি পালাতে শুরু করল। 'হাররা' নামক স্থানে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَلْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ سَعْدِبْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ خَطَبَ عَلِىٌّ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَقِيْمُوْا عَلٰى اَرِقَّائِكُمْ اَلْحَدَّ مَنْ

اَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَاِنَّ اَمَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ زَنَتْ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَجْلِدَ هَا فَاِذَا هِىَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيْتُ اِنْ اَنَا خَلَدْتُهَا اَنْ اَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বাকর মুক্কাদ্দামী (র) হযরত আবু আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা আলী (রা) এক ভাষণে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের (ব্যাভিচারী) দাস-দাসীদের ওপর শরীয়তের হুকুম "হদ্দ" কার্যকর করো, তারা বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত হোক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক দাসী ব্যভিচার করেছিল। সুতরাং তিনি তাকে বেত্রাঘাত করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। সে তখন (নেফাস) সদ্য প্রসূতি অবস্থায় ছিল। আমি তখন ভয় করলাম যে, এমতাবস্থায় যদি আমি তাকে বেত্রাঘাত করি তবে হয়তো তাকে মেরেই ফেলব। এই ঘটনা আমি নবী (সম)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি ভালোই করেছ। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِىْ لَفْظِ الْحَدِيْثِ) حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا بَشِيْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَاعِزَبْنَ مَالِكِ الْاَسْلَمِىَّ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَزَنَيْتُ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تُطَهِّرَنِىْ فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ اَتَعْلَمُوْنَ بِعَقْلِهٖ بَاْسًا تُنْكِرُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوْا مَانَعْلَمُهُ اِلَّا وَفِىْ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِيْنَا فِيْمَا نُرٰى فَاَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ اَيْضًا فَسَاَلَ عَنْهُ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُ لَاَبَاسَ بِهٖ وَلَا بِعَقْلِهٖ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةُ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ اَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِىْ وَاِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ لِمَ تَرُدُّنِىْ لَعَلَّكَ اَنْ تَرُدَّنِىْ كَمَارَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَا اللّٰهِ اِنِّىْ لَحُبْلٰى قَالَ اَمَّا لَا فَاذْهِبِىْ حَتّٰى تَلِدِىْ فَلَمَّا وَلَدَتْ اَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فِىْ خِرْقَةٍ قَالَتْ هٰذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِىْ فَاَرْضِعِيْهِ حَتّٰى تَفْطِمِيْهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ اَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ يَدِهٖ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هٰذَا يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ اَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِىَّ اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا اِلٰى صَدْرِهَا وَاَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُبْنُ الْوَلِيْدِ بِحَجْرٍ فَرَمٰى رَاْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلٰى وَجْهِ خَلِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ سَبَّهُ اِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ -

হযরত আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মায়েয ইবনে মালিক আসলামী নবী করীম (স)-এর কাছে আগমন করল। অতঃপর বলল, "হে আল্লাহ্র রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার ওপর জুলুম করেছি এবং ব্যভিচার করেছি। আমি আশা করি যে, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন।" তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার তাঁর কাছে আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখন দ্বিতীয়বারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) কোনো এক ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের লোকের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি মনে করেন যে, তার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটেছে এবং সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে? তারা প্রতি উত্তরে বললেন, আমরা তো তাঁর বুদ্ধির বিভ্রাট সম্পর্কে কোনো কিছু জানি না। আমরা তো জানি যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতির। এরপর মায়েয তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আগমন করল। তখন তিনি আবারও একজন লোককে তার গোত্রের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রেরণ করলেন। তখনও তারা তাঁকে জানাল যে, আমরা তার সম্পর্কে খারাপ কোনো কিছু জানি না এবং তার বুদ্ধিরও কোনো বিভ্রাট ঘটেনি। এরপর যখন চুতর্থবার সে আগমন করল, তখন তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হলো এবং তার প্রতি (ব্যাভিচারের শাস্তি প্রদানের) নির্দেশ প্রদান করলেন। তখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর গামেদী এক মহিলা আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আম ব্যভিচার করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পরবর্তী দিন আবার ঐ মহিলা আগমন করল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (স) ! আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনি কি আমাকে ঐভাবে ফিরয়ে দিতে চান, যেমনভাবে আপনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মায়েযকে? আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, 'নিশ্চয়ই আমি গর্ভবতী'। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি ফিরে যেতে না চাও, তবে আপাততঃ এখনকার মতো চলে যাও এবং প্রসবকাল সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করো। রাবী বলেন, এরপর যখন সে সন্তান প্রসবল করল— তখন ভূমিষ্ঠ সন্তানকে এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করল এবং বলল, এই সন্তান আমি প্রসব করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যাও তাকে (স ন্তানকে) দুধ পান করাও গিয়ে। দুধপান করানোর সময় উত্তীর্ণ হলে পরে এসো। এরপর যখন তার দুধপান করানোর সময় শেষ হলো তখন ঐ মহিলা শিশু সন্তানটিকে নিয়ে তাঁর কাছে আগমন করল— এমন অবস্থায় যে, শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এরপর বলল, হে আল্লাহ্র নবী! এইতো সেই শিশু, যাকে আমি দুধপান করানোর কাজ শেষ করেছি। সে এখন খাদ্য খায়। তখন শিশু সন্তানটিকে তিনি কোনো একজন মুসলমানকে প্রদান করলেন। এরপর তার প্রতি (ব্যভিচারের শাস্তি) প্রদানের নির্দেশ দিলেন। মহিলার বক্ষ পর্যন্ত গর্ত খনন করানো হলো, এরপর জনগণকে (তার প্রতি পাথর নিক্ষেপের) নির্দেশ দিলেন। তারা তখন তাকে পাথর মারতে শুরু করল। খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) একটি পাথর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং মহিলার মাথায় নিক্ষেপ করলেন, তাতে রক্ত ছিটকে পড়ল খালিদ (রা)-এর মুখমণ্ডলে। তখন তিনি মহিলাকে গালি দিলেন। নবী (স) তার গালি শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, সাবধান! হে খালিদ! সেই মহান আল্লাহ্র শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, জেনে রেখো! নিশ্চয়ই সে এমন তাওবা করেছে, যদি কোনো 'হক্কুল ইবাদ' বিনষ্টকারী ব্যক্তিও এমন তাওবা করত, তবে তারও ক্ষমা হয়ে যেত। এরপর তার জানাযার নামায আদায়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি তার জানাযার নামায আদায় করলেন। এরপর তাকে দাফন করা হলো। (মুসলিম)

৮. গোপন সম্পর্ক রাখা

কুরআন

... وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ؗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

....এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল— তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হোক কিংবা তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মহরানা আদায় করে বিয়ের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীনভাবে লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে প্রেমলীলা করবে না। যে কেউ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে। (সূরা মায়েদাহ ঃ ৫)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْبَغَايَا اللَّاتِىْ يُنْكِحْنَ اَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ স্বৈরিণী ব্যভিচারিণীরাই নিজেদের বিয়ে কোনোরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত নিজেরাই সম্পন্ন করে থাকে। (তিরমিযী)

৯. অবিবাহিত জীবন

কুরআন

... فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

.....তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হওয়ার পর যদি কোনো প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুক্ত নারীদের (মুহ্‌সানাত) জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক। এ সুবিধা দান করা হয়েছে তোমাদের মধ্যকার সে সব লোকদের জন্য, বিয়ে না করলে যাদের তাকওয়ার বাঁধন ভেঙে যাবার আশঙ্কা হবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে, তা তোমাদের পক্ষে উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান (সূরা আন-নিসা ঃ ২৫)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ .... ۝

আর যারা বিয়ের সুযোগ পাবে না, তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন ....। (সূর আন-নূর ঃ ৩৩)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের যুবক বয়সে আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে ছিলাম অথচ আমাদের কোনো প্রকার সম্পদ ছিল না। (এমতাবস্থায়) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ "হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে নিচু রাখে এবং তার যৌন জীবনকে সংযমী করে, আর যে বিয়ে করার সামর্থ্যই রাখে না সে যেন রোযা পালন করে, কেননা রোযা তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।" (বুখারী)

১০. সন্তানাদি

কুরআন

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ... ۞ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ..... ۞

(১৪০) নিশ্চিতই ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেসব লোক যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞাতার কারণে হত্যা করেছে ...। (১৫১) (হে মুহাম্মদ!) এই লোকদেরকে বলো যে, তোমরা এসো, আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দেবো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদের ওপর কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, (ক) তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, (খ) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, (গ) নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই, এবং তাদেরকেও দেবো...।

(সূরা আল-আনআম)

وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۚ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۞

নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের আশঙ্কায় হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। বস্তুতই তাদের হত্যা করা একটি মস্ত বড় পাপ। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

হে নবী! তোমার কাছে মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যদি এ কথার ওপর 'বায়'আত' করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, জেনা-ব্যভিচার করবে

না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, আপন গর্ভজাত জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না, এবং কোনো ভাল কাজের ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করবে না তবে তুমি তাদের 'বায়'আত' গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাতের দো'আ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আল-মুমতাহানা ঃ ১২)

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

এই ধন-মাল আর এই সন্তান-সন্ততি শুধু দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্য মাত্র। আসলে তো টিকে থাকা নেক আমলগুলোই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পরিণামের দৃষ্টিতে অতি উত্তম আর এগুলো সম্পর্কেই ভালো আশা-আকাংক্ষা পোষণ করা যেতে পারে।
(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৪৬)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। (সূরা আল-তাগাবুন ঃ ১৪)

وَمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ... ۝

তোমাদের এ ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে; হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে...। (সূরা সাবা ঃ ৩৭)

اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহ্‌ই এমন সত্তা, যার কাছে রয়েছে বড় প্রতিফল। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৫)

... يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۤءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

(৪৯) ... তিনি যা ইচ্ছা পয়দা করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দেন, (৫০) যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় রকমেরই সন্তান দেন আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (সূরা আশ-শূরা)

... فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝

.... অতপর তারা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায় তবে এর পারিশ্রমিক তাদেরকে দাও এবং (পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি) ভালোভাবে পারস্পরিক কথা-বার্তার মাধ্যমে সুন্দরভাবে মীমাংসা করে লও। কিন্তু (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) তোমরা যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে সন্তানকে অপর কোনো স্ত্রীলোক দুধ পান করাবে। (সূরা আত-তালাক ঃ ৬)

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

যদি পিতা চায় তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দতকাল পর্যন্ত দুধ সেবন করতে থাকুক, তবে মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ সেবন করাবে। এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মায়েদের খোরপোশ দিতে হবে। কিন্তু কারো ওপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়— না মায়েদের এ জন্য কোনো কষ্টে নিক্ষেপ করা উচিত যে, এ সন্তান তারই আর না পিতাকেই এ জন্য অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত যে, এ সন্তান তারই। দুধ দানকারিণীর এ অধিকার যেমন সন্তানদের পিতার ওপর রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর উত্তরাধিকারীদের ওপরও। কিন্তু উভয় পক্ষই যদি পারস্পরিক সন্তোষ ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায় তবে এরূপ করায় কোনো দোষ নেই। আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে অন্য কোনো মেয়েলোকের দুধ সেবন করাবার ইচ্ছা করে থাকো তবে তাতেও কোনো দোষ হতে পারে না— অবশ্য শর্ত এই যে, এর জন্য যে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হবে, তা যথারীতি আদায় করবে। আল্লাহ্‌কে ভয় করো আর জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো, তা সবই আল্লাহ্ দেখতে পান। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৩)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ .... ۝

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের যে সন্তানরা ঈমানের কোনো এক মাত্রায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদেরকেও আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করব ...।

(সূরা আত-তূর ঃ ২১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

(সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝

যারা কুফরী পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাদেরকে না তাদের ধন-সম্পদ কোনো উপকার করতে পারবে, না তাদের সন্তান-সন্ততি। তারা দোজখের ইন্ধন হয়েই থাকবে।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٨﴾

আর জেনে রেখো, তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। আল্লাহ্র কাছে প্রতিফল দানের জন্য অনেক কিছুই রয়েছে। (সূরা আল-আনফাল ঃ ২৮)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ... ﴿٢٠﴾

(২০) ভালোভাবে জেনো নেও, দুনিয়ার এই জীবন শুধু একটা খেলা-তামাস ও মন ভুলানর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপর জন থেকে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তা ঠিক এই রকমই, যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তা থেকে উৎপন্ন সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখো যে তা লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষি হয়ে যায় ....। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২০)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْھُمْ اَمْوَالُھُمْ وَلَآ اَوْلَادُھُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ ھُمْ فِيْھَا خٰلِدُوْنَ ﴿١١٦﴾

এতদ্ব্যতীত যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্র সাথে মোকাবেলায় না তাদের ধন-সম্পদ তাদের কোনো উপকারে আসবে না তাদের সন্তানাদি। এরা তো জাহান্নামে যাবে এবং চিরদিন সেখানেই থাকবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১৬)

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۤ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۗءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ ۭ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِھَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّھُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّھُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِھَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ وَلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِھَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَھُمْ شُرَكَاۗءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِھَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَاۗرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ

وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ
وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۚ
قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۚ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّ
لَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۝ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ
فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ
وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ۝ يَسْتَفْتُوْنَكَ ۚ قُلِ اللّٰهُ
يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۚ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(১১) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন : পুরুষদের অংশ দু'জন মহিলার সমান হবে। (মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) যদি দু'জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। আর একজন কন্যা (উত্তরাধিকারী) হলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ-মা-ই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা-কে দেওয়া হবে তিন ভাগের একভাগ। আর মৃতের যদি ভাই-বোন থাকে, তবে মা ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ হকদার হবে। এসব অংশ বণ্টন করে দেওয়া হবে তখন, যখন মৃতের অসীয়ত— যা সে মৃত্যুর পূর্বে করেছে— পূর্ণ করা হবে এবং তার যে সমস্ত ঋণ রয়েছে, তা আদায় করা হবে। তোমরা জানো না, তোমাদের মা-বাপ ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে অধিক নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ নিশ্চিতরূপেই সমস্ত তত্ত্ব ও নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় ব্যবস্থা জানেন। (১২) আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে, এর অর্ধেক তোমরা পাবে— যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন, যখন তাদের কৃত অসীয়ত পূর্ণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের একভাগ। এটাও তখনই কার্যকর হবে, যখন তোমাদের অসীয়ত পূরণ করা হবে আর যে ঋণ রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর সে পুরুষ কিংবা স্ত্রী (যার মীরাস বণ্টন করা হবে) যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার এক ভাই কিংবা এক বোন যদি জীবিত থাকে, তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন দু'জনের অধিক হয়, তবে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে তারা সকলেই

শরীক হবে, যখন অসীয়ত পূরণ করা হবে ও মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী ঋণ— আদায় করা হবে। অবশ্য শর্ত এই যে, তা যেন না হয়। বস্তুত এটা আল্লাহ তা'আলারই নির্দেশ এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহনশীল। (৭৫) কী কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সে সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না, যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নাও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার নিজের তরফ হতে আমাদের কোনো বন্ধু, দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (৯৭) যারা নিজেদের আত্মার ওপর জুলুম করছিল এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ যখন তাদের জান কবজ করল, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে ? জবাবে তারা বললঃ আমরা দুনিয়ায় দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতাগণ বললঃ আল্লাহ্‌র জমিন কি প্রশস্ত ছিল না— তোমরা কি অন্য স্থানে হিজরত করে যেতে পারতে না ? এসব লোকের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। (৯৮) তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার কোনো পথ— কোনো উপায় ছিল না, (১২৭) লোকেরা তোমার কাছে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি ফতোয়া দিচ্ছেন এবং সে সঙ্গে সেই হুকুমগুলোও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা পূর্ব থেকে তোমাদেরকে এই কিতাবের মাধ্যমে শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ সে হুকুমগুলো, যা সেই ইয়াতিম মেয়েদের সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিল, যাদের হক তোমরা আদায় করো না এবং তাদেরকে বিয়ে করার কোনো আগ্রহও পোষণ করো না। (অথবা লোভকাতর হয়ে তোমরা নিজেরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও)। আর সে হুকুমগুলোও, যা অসহায় অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখো। আর যে কল্যাণকর কাজ তোমরা করবে, তা আল্লাহ্‌র অগোচরে থেকে যাবে না। (১৭৬) লোকেরা তোমার কাছে 'কালালা' সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিতেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মরে যায় এবং তার একজন বোন থাকে, তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অর্ধেক অংশ পাবে। আর বোন যদি সন্তানহীনা অবস্থায় মরে যায়, তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাওয়ার অধিকারিণী হবে আর যদি কয়েকজন ভাই-বোন হয়, তবে মেয়েদের অংশে এক ভাগ ও পুরুষদের অংশে দুই ভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য আইন-কানুন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে না মরো। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ও অবহিত। (সূরা আন-নিসা)

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاۤؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝

(১৩৭) এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে। এবং তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক। (সূরা আন'আম ঃ ১৩৭)

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

(৫৫) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সংখ্যার বিপুলতা দেখে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না, আল্লাহ্ তো এসব জিনিসের সাহায্যে তাদেরকে এ দুনিয়ার জীবনেই আযাবে নিক্ষেপ করেন। এরা যদি জানও কুরবান করে, তবে তা করবে সত্যকে অস্বীকার করার অবস্থায়। (৬৯) তোমাদের হাব-ভাব ঠিক তা-ই, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ছিল। তারা বরং তোমাদের চেয়েও বেশি পরাক্রমশালী ও অধিক ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিল। এর কারণে তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের মজা লুটে নিয়েছে, তোমরাও নিজেদের ভাগের স্বাদ তেমনিভাবেই লুটে নিয়েছ— যেমন তারা লুটে নিয়েছিল। আর সে ধরনের তর্ক-বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত হয়েছ, যে ধরনের বিতর্কে তারা লিপ্ত হয়েছিল, অতএব তাদের পরিণাম এই হলো যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল এবং তারাই এখন ক্ষতিগ্রস্ত। (৭৫) এদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ্র কাছে ওয়াদা করেছিল যে, "তিনি যদি তাঁর অনুগ্রহদানে আমাদেরকে ধন্য করেন, তবে আমরা দান-খয়রাত করব ও নেক লোক হয়ে থাকব।"

(সূরা আত্-তাওবা)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝

(৩৩) হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের গযব সম্পর্কে সাবধান হও এবং ভয় করো সে দিনটিকে, যখন কোনো পিতা তার সন্তানের তরফ থেকে প্রতিদান দেবে না— না কোনো পুত্র সন্তান কোনোরূপ প্রতিদান দেবে তার পিতার তরফ থেকে। বাস্তবিকই আল্লাহ্র ওয়াদা সাচ্চা। অতএব, এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, এবং কোনো ধোঁকাবাজ যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ۝ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝

এমন কখনো হয়নি যে, কোনো জনবসতিতে আমরা একজন সতর্ককারী পাঠিয়েছি আর সে বসতির সুখ-সমৃদ্ধ লোকেরা বলেনি যে, যে পয়গাম তোমরা নিয়ে এসেছ আমরা তা মানি না।

(সূরা সাবা ঃ ৩৪)

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ

مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۖ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۞ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۖ أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

(২) তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এ লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী। (১৭) আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য না তাদের ধন-মাল কোনো কাজে আসবে, না তাদের সন্তানাদি। তারা দোজখের বাসিন্দা, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।
(সূরা আল-মুজাদালাহ্)

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗ إِلَّا خَسَارًا ۞

নূহ বললঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এরা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে ও সেসব (সমাজ প্রধান)-দের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে যারা ধন-মাল ও সন্তানাদি পেয়ে আরো অধিক ব্যর্থকাম হয়েছে। (সূরা নূহ ঃ ২১)

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۞

তোমরাও যদি (এ রাসূলকে) মেনে নিতে অস্বীকার করো, তাহলে সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যে দিনটি বালকদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে (সূরা আল-মুয্যাম্মিল ঃ ১৭)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ سَمِعَ أَبَا مَسْعُوْدِنِ الْبَدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلٰى أَهْلِهٖ صَدَقَةٌ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ আবু মাসউদ বাদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) বর্ণনা করেছেন, কোনো ব্যক্তির নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্তানাদির জন্য খরচ করা সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلٰثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ، تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো মুসলিমের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করবে আর (জাহান্নামের) আগুন তাকে স্পর্শ করবে, এমনটি হতে পারে না। অবশ্য (আল্লাহ্ তা'আলা) তাঁর কসম হালাল করার জন্য একবার তাকে সেখানে নেবেন। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُّوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ أَوْ يُنَصِّرَانِهٖ، أَوْ يُمَجِّسَانِهٖ كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ، هَلْ تَرٰى فِيْهَا جَدْعَاءَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, যে নবী করীম (স) বলেন, প্রত্যেকটি নবজাত শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদ করে গড়ে তোলে অথবা নাসারা করে গড়ে তোলে অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে। ঠিক যেমন চতুষ্পদ পশু চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তার নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখতে পাও কি? (বুখারী)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! هَلْ لِيْ مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ ؟ إِنْ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا، اِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، قَالَ : نَعَمْ، لَكَ أَجْرُ مَاأَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ -

উম্মু সালামাহ বর্ণনা করেন, আমি বলালম ঃ হে আল্লাহ্র নাবী! আবূ সালামার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ করাতে আমার কি সাওয়াব হবে? আমি তাদেরকে এভাবে এ অবস্থায় (দরিদ্র) ছেড়ে দিতে পারি না। এরা আমারই সন্তান। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করেছ, তার সাওয়াব পাবে। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَهْزَاذَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اسْحٰقَ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَا اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَاَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَاَلَتْنِيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَاَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاكُلْ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيْثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ ابْتُلِىَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কাহযায, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে বাহরাম ও আবু বকর ইবনে ইসহাক (র) হযরত নবী (স)-এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমার কাছে একটি স্ত্রীলোক এলো। তখন তার সঙ্গে তার দুটি মেয়ে ছিল। সে আমার কাছে কিছু চাইল। সে একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে কিছু পেল না। আমি সেই খেজুরটিই তাকে দিলাম। সে সেটি নিয়ে তা তার দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে কিছুই খেল না। এরপর সে উঠে চলে গেল। এরপর নবী (স) আমার কাছে আসলে তাঁর কাছে আমি ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন নবী (স) বললেন ঃ যে ব্যক্তি কন্যা সন্তান লালন-পালনের পরীক্ষায় নিঃপতিত হয় আর তাদের সঙ্গে সে সদ্ব্যবহার করে, তার জন্য এরা জাহান্নামের পর্দা হবে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ (يَعْنِىْ ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ لَايَمُوْتُ لِاَحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ اِلَّادَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ اَوِ اثْنَيْنِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوِ اثْنَيْنِ -

হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কতিপয় আনসারী মহিলাদের লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ তোমাদের কারো তিনটি সন্তান মারা গেলে সে যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! দু'জন মারা গেলে? তিনি বললেন, দু'জন হলেও।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنّٰى مَوْتَهُنَّ فَغَضَبَ اِبْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছে। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি বসা ছিল। তার ছিল বেশ ক'টি কন্যা সন্তান। সে কন্যাদের মৃত্যু কামনা করছিল। শুনে ইবনে উমর (রা) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাদের রিযিকদাতা কি তুমি? (আদাবুল মুফরাদ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا سَرَّكَ اَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِيْنَ وَمِائَةٍ فِىْ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ : قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْآ اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اِلٰى قَوْلِهِ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তুমি আরবদের মূর্খতা সম্পর্কে জানতে চাও তবে সূরা আন'আমের একশ চল্লিশ আয়াতের ওপরের অংশটুকু পাঠ করো। যেখানে বলা হয়েছে "নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত নির্বোধের মতো তাদের (কন্যা) সন্তানদেরকে (দারিদ্র্যের ভয়ে) হত্যা করেছে এবং যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভ্রান্ত ধারণাবশত আল্লাহ্ প্রদত্ত (বৈধ) বস্তুকে অবৈধ করেছে, নিশ্চয়ই তারা বিপথগামী হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি।" (বুখারী)

১১. দুগ্ধপান

কুরআন

... وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

....আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে অন্য কোনো মেয়েলোকের দুধ সেবন করাবার ইচ্ছা করে থাকো তবে তাতেও কোনো দোষ হতে পারে না— অবশ্য শর্ত এই যে, এর জন্য যে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হবে, তা যথারীতি আদায় করবে। আল্লাহ্‌কে ভয় করো আর জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো, তা সবই আল্লাহ্ দেখতে পান। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৩)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِىْ

هٰذَا كَانَ بَطْنِىْ لَهٗ وِعَاءً وَحُجْرِىْ لَهٗ حِوَاءً وَثَدْيِىْ لَهٗ سِقَاءً وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِىْ وَزَعَمَ اَنْ يَّنْتَزِعَهٗ مِنِّىْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ ﷺ اَنْتِ اَحَقُّ بِهٖ مَالَمْ تَنْكِحِىْ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ একটি স্ত্রী লোক নবী করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত হলো। অতঃপর বলল ঃ হে রাসূল! এই পুত্রটি আমার সন্তান। আমার গর্ভই ছিল এর গর্ভাধার, আমার ক্রোড়ই ছিল এর আশ্রয়স্থল, আর আমার স্তনদ্বয়ই ছিল এর পানপাত্র। এর পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবং সংকল্প করেছে একে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার। তখন রাসূলে করীম (স) তাকে বললেন ঃ তুমি যতদিন বিয়ে না করবে ততদিন এর লালন-পালনের ব্যাপারে তোমার অধিকার সর্বাগ্রগণ্য। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

جَائَتْ اِمْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَاَرَادَتْ اَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِسْتَهِمَا فَقَالَ الرَّجُلُ مَنْ يَّحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَبْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ لِلْاِبْنِ اِخْتَرْ اَيُّهُمَا شِئْتَ فَاخْتَارَ اُمَّهٗ فَذَهَبَتْ بِهٖ -

একটি স্ত্রীলোক রাসূলে করীম (স)-এর কাছে আসল, তাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিল, সে তার সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমরা স্বামী-স্ত্রীর দু'জন 'কোর্‌য়া' (লটারী) করো। তখন পুরুষটি বলল ঃ আমার ও আমার পুত্রের মধ্যে কে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে? তখন নবী করীম (স) পুত্রটিকে বললেন ঃ তোমার পিতা ও মাতা দু'জনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি গ্রহণ করো। অতঃপর ছেলেটি তার মাকে গ্রহণ করল এবং মা তার পুত্রকে নিয়ে চলে গেল।

১২. পালক পুত্র

কুরআন

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ۞ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ ... فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۞

(৪) আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির দেহে দু'টি হৃদয় রাখেননি। তিনি তোমাদের সে স্ত্রীদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি, যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করো। তোমাদের দত্তক বা পালক পুত্রদেরকেও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এটি শুধু তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র; কিন্তু আল্লাহ্

সে কথাই বলেন, যা প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। (৫) পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কসূত্রে ডাকো, এটি আল্লাহ্র কাছে অধিক ইনসাফের কথা। আর তাদের পিতৃ পরিচয় যদি তোমরা না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং সাথী। না জেনে তোমরা যে কথা বলো সেজন্য তোমাদের কোনো অপরাধ ধর্তব্য নয়; কিন্তু সে কথা নিশ্চয়ই ধর্তব্য, যার ইচ্ছা তোমরা অন্তরে পোষণ করো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৩৭).... তারপর যায়েদ যখন তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন আমরা সে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার কাছে বিয়ে দিলাম, যেন নিজেদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মিন লোকদের কোনো অসুবিধা না থাকে— যখন তাদের কাছ থেকে এরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে নেবে। আল্লাহ্র নির্দেশ তো কার্যকর হতে হবে। (সূরা আল-আহযাব)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهٖ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قَالَ الْمُدْلِجِىُّ لِزَيْدٍ وَاُسَامَةَ وَرَاٰى اَقْدَامَهُمَا اِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْاَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। (খুশীর আমেজে) তাঁর কপালের রেখাগুলোও যেন চমকাচ্ছিল। অতঃপর তিনি আয়েশা (রা)কে বললেন, তুমি কি শোননি একজন রেখাবিদ (যে মানুষের আকৃতি দেখে কার সন্তান তা বলতে পারে) যায়েদ ও উসামা সম্পর্কে কি বলেছে? সে তাদের উভয়ের পদদ্বয় দেখে বলেছে, এর একটি পা অন্য একটি পায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। (অর্থাৎ একটি পা পিতার ও আরেকটি পা পুত্রের)। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ اِبْنَةَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ فِىْ هُوَ مَوْلًى لِاِمْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُوْلُ ﷺ زَيْدًا اَوْ كَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهٖ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ اَلنَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

নবী (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলে করীম (স)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহবা আবু হুযায়ফা এক আনসারী মহিলার আজাদকৃত গোলাম সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক রাসূলুল্লাহ (স) যায়েদকে যেমন পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আবু হুযায়ফা তার পালক পুত্র সালেমকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দা বিনতে অলীদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। জাহেলী যুগে কেউ কোনো ব্যক্তিকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে পালনকারীর পরিচয়েই ডাকত এবং সে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা তাদের পিতার নামেই ডাকো। আল্লাহ্র কাছে এটাই তো সঠিক কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতার পরিচয় না জেনে থাকো, তবুও তারা হলো তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু। (সূরা আহযাব ঃ ৫)। এ আয়াত নাযিল হলে (আবু হুযায়ফার স্ত্রী) সাহলা কুরাইশিয়া নবী করীম (স)-এর কাছে গিয়ে হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন। (বুখারী)

১৩. বংশের নাম

কুরআন

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ... ⊙

পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কসূত্রে ডাকো, এটি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ইনসাফের কথা।... (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ اِبْنِ الْكَرِيْمِ اِبْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

হযরত ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইউসুফ (আ) ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। (কেননা) তিনি হলেন ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র আর ইয়াকুব (আ) ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং ইসহাক (আ) ইবরাহিম খলিলুল্লাহর পুত্র। নবী করীম (স) আরো বলেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশের। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَاذَنَ حَسَّانُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِىْ فَقَالَ حَسَّانُ لَاَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ- وَعَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ اَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبُّهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ-

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত (কবিতার মাধ্যমে) মোশরেকদের নিন্দা প্রচার করার জন্য নবী (স)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, আমার বংশকে কি করবে? হাসসান বলল, আটার খামির থেকে চুলকে যেভাবে টেনে বের করা হয় সেভাবে আমি আপনাকে তাদের থেকে আলাদা করে নেবো। আবু হিশাম (উরওয়া) বলেন, আমি আয়েশা-এর সামনে হাসসানকে ভর্ৎসনা করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তাকে ভর্ৎসনা করো না। কেননা সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে) দুশমনদেরকে প্রতিহত করছে। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْاَنْصَارَ خَاصَّةً فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوْا لَا اِلَّا ابْنُ اُخْتٍ لَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ -

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আনসারদের একটি বিশেষ মজলিস আহ্বান করেন। তিনি (প্রথমে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে (এই মজলিসে) তোমাদের গোষ্ঠীর লোক ছাড়া অন্য গোষ্ঠীর কোনো লোক আছে কি? তারা বললেন, আমাদের ভাগ্নে (নোমান ইবনে মাকরান) ছাড়া আর কেউ নেই। নবী (স) বললেন, কোনো গোষ্ঠীর ভাগ্নে সে গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী)

১৪. ইয়াতীম

কুরআন

... وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى
حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى .... ۝ ... وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۖ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَاِنْ
تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ۝ ... وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى ... ۝

(১৭৭) ... বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীমের, জন্য ব্যয় করবে ....। (২২০) ... জিজ্ঞেস করছে ঃ ইয়াতীমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে ? বলো, যে ধরনের কর্মধারায় তাদের কল্যাণ হতে পারে তা অবলম্বন করাই উত্তম। যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তাদের খরচপত্র ও থাকা খাওয়া একত্রে রাখো, তবে তাতে কোনো দোষ নেই; তারা তোমাদের ভাই-বন্ধু ছাড়া আর তো কিছুই নয়। যারা অন্যায় করে, আর যারা উপকারের কাজ করে তাদের সকলেরই প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা ভালো করে জানেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে তোমাদের ওপর অনেক কঠোরতা আরোপ করতেন; কিন্তু তিনি ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিচক্ষণও। (৮৩) .... পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিমদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। (সূরা আল-বাকারা)

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۚ اِنَّهٗ
كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ۝ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى
وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝ وَ
لَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا
مَّعْرُوْفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا
فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ وَاِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَلْيَخْشَ
الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۚ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝ .... وَ

بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ .... ﴿٣٦﴾ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاۤءِ ، قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ، وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَاۤءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ، وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ، وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

(২) ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তি তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। ভালো সম্পদ খারাপ সম্পদের সাথে বদল করো না এবং তাদের সম্পদ তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে হজম করে ফেলো না। এটা অত্যন্ত বড় গুনাহ। (৩) তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করার ব্যাপারে ভয় করো, তবে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্য হতে দুই-দুই তিন-তিন চার-চার জনকে বিয়ে করে লও। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো কিংবা সে সব মহিলাকে স্ত্রীরূপে বরণ করে লও, যারা তোমাদের মালিকানাভুক্ত হয়েছে। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক কাজ। (৫) এবং তোমাদের যে সব ধন-সম্পদকে আল্লাহ্ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যম বানিয়েছেন, তা অজ্ঞ লোকদের আয়ত্তে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তা থেকে তাদের খাওয়া ও পরার জন্য ব্যবস্থা করো এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও। (৬) এবং ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, অতঃপর তোমরা যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরই হাতে তুলে দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে নেবে, এই ভয়ে ইনসাফের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের মাল জলদি জলদি খেয়ে ফেলো না। ইয়াতীমের যে পৃষ্ঠপোষক সচ্ছল অবস্থার লোক হবে, সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে আর যে হবে গরীব, সে যেন প্রচলিত সঠিক পন্থায় ভাতা গ্রহণ করে। অতঃপর তাদের ধন-সম্পদ যখন তাদের কাছে সোপর্দ করবে, তখন লোকদেরকে এর সাক্ষী বানাও। বস্তুত হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (৮) আর মীরাস বন্টনের সময় যখন পরিবারের লোক এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে, তখন সে মাল থেকে তাদেরও কিছু দান করো এবং তাদের সঙ্গে ভালো মানুষের ন্যায় কথা বলো। (৯) লোকদের এই কথা চিন্তা করে ভয় করা উচিত যে, তারা নিজেরা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চালে যায়, তবে মৃত্যুর সময় তাদের নিজেদের সন্তানদের সম্পর্কে কতই না আশঙ্কা তাদেরকে কাতর করে! অতএব আল্লাহকে ভয় করা ও সঠিক কথাবার্তা বলা তাদের কর্তব্য। (১০) যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আগুন দ্বারা নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (৩৬) .... পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করো ... (১২৭) লোকেরা তোমার কাছে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি ফতোয়া দিচ্ছেন এবং সে সঙ্গে সেই হুকুমগুলোও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা পূর্ব থেকে তোমাদেরকে এই কিতাবের মাধ্যমে শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ সে হুকুমগুলো, যা সেই ইয়াতিম মেয়েদের সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিল, যাদের হক তোমরা আদায় করো না এবং তাদেরকে বিয়ে করার কোনো আগ্রহও পোষণ করো না।

(অথবা লোভকাতর হয়ে তোমরা নিজেরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও)। আর সে হুকুমগুলোও, যা অসহায় অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার বজায় রাখো। আর যে কল্যাণকর কাজ তোমরা করবে, তা আল্লাহ্র অগোচরে থেকে যাবে না। (সূরা আন-নিসা)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

ইয়াতীমের ধন-মালের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু অতি উত্তম পন্থায়, যতদিনে না সে তার যৌবন লাভ করে। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। নিঃসন্দেহে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝

(১৬) আর যখন তিনি তাকে (পরীক্ষামূলক) বিপদের সম্মুখীন করেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেছেন। (১৭) কক্ষনো নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না। (সূরা আল-ফজর)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

(১২) তুমি কি জানো সেই দুর্গম বন্ধুর পথটি কি ? (১৩) কোনো গলাকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা (১৪–১৫) কিংবা উপবাসের দিনে কোনো নিকটবর্তী ইয়াতীমকে খাবার খাওয়ানো। (সূরা আল-বালাদ)

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

(১-২) শপথ উজ্জ্বল দিনের এবং শপথ রাতের, যখন তা প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়। (৩) (হে নবী!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাকে কক্ষনোই পরিত্যাগ করেননি, না তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (৪) নিঃসন্দেহে তোমার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় উত্তম ও কল্যাণময়। (৫) আর শীঘ্রই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাকে এতকিছু দেবেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (৬) তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পাননি এবং তারপর আশ্রয় যোগাড় করে দেননি ? (৭) তিনি তোমাকে পথহারারূপে পেয়েছেন, অতঃপর পথনির্দেশ দান করেছেন। (৮) আর তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েছেন, তারপর তোমাকে সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছেন ? (৯) অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করবে না। (সূরা আদ-দুহা)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝

(১) তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে পরকালের পুরস্কার ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে ? (২) সে তো সেই লোক যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়। (সূরা মাউন)

হাদীস

إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْئٌ وَلِيْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلَا مُبَادِرٍ وَّلَا مُتَاثِلٍ -

জনৈক ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে আরজ করল, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র মানুষ। আমার কোনো সহায়-সম্পত্তি নেই। আমার অধীনে একজন সম্পদশালী ইয়াতিম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু খেতে পারি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবে। তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতিমের মাল এ শর্তে খরচ করতে পারবে যে, তা অপব্যয় করবে না (তা শেষ করার জন্য), তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাৎ করার চিন্তা করবে না। (আবু দাউদ)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا أَضْرِبُ يَتِيْمِيْ ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتُ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَّلَا مَتَاثَلَا مِثْلًا مِنْ مَالِهِ مَالًا -

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতিম আছে আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন ঃ যেসব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো সেসব কারণে তাকেও মারতে পারো। তবে সাবধান! তোমরা নিজের সম্পদ বাঁচানোর জন্য তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ নিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। (মুজামুস-সগীর)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَنَا وَكَا فِلُ الْيَتِيْمِ فِيْ الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَقَالَ بِإِ صْبَعَبْهِ السَّبَّا بَةِ وَالْوُسْطٰى -

সাহল ইবনু সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেন, আমি এবং ইয়াতিমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এইরূপ (নিকটবর্তী) থাকব। নবী করীম (স) তাঁর শাহাদাত এবং মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে (দু'জনের) দূরত্বটা দেখালেন। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَالَ يُشَكُّ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَايَفْتُرُ وَكَا لصَّائِمِ يُفْطِرُ -

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেন, বিধবা ও গরীব-মিসকিনদের সাহায্যে চেষ্টা সাধনকারী, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। (এ হাদীস বর্ণনাকারী) ক্বা'নাবীর বর্ণনা, আমার সন্দেহ যে, সম্ভবতঃ এরশাদ হয়েছে যে, ঐ ইবাদতকারীর অনুরূপ, যে ক্লান্ত হয় না এবং সেই সিয়াম পালনকারী (রোযাদার)-এর মতো, যে সিয়াম ভাঙ্গে না (অবিরত করতে থাকে)। (বুখারী)

১৫. উপদেশ প্রদান (অসীয়ত)

কুরআন

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

(৫) এবং তোমাদের যে সব ধন-সম্পদকে আল্লাহ্ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যম বানিয়েছেন, তা অজ্ঞ লোকদের আয়ত্তে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তা থেকে তাদের খাওয়া ও পরার জন্য ব্যবস্থা করো এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও। (৬) এবং ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, অতঃপর তোমরা যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরই হাতে তুলে দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে নেবে, এই ভয়ে ইনসাফের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের মাল জলদি জলদি খেয়ে ফেলো না। ইয়াতীমের যে পৃষ্ঠপোষক সচ্ছল অবস্থার লোক হবে, সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে আর যে হবে গরীব, সে যেন প্রচলিত সঠিক পন্থায় ভাতা গ্রহণ করে। অতঃপর তাদের ধন-সম্পদ যখন তাদের কাছে সোপর্দ করবে, তখন লোকদেরকে এর সাক্ষী বানাও। বস্তুত হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (সূরা আন-নিসা)

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(১৩২) এ পন্থায়ই চলবার জন্য সে আপন সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে। সে বলেছিল ঃ "হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)-ই মনোনীত করেছেন। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা 'মুসলিম' (অনুগত) হয়েই থাকবে। (১৮০) তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে থাকলে তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী 'অসীয়ত' করাকে তোমাদের ওপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। মুত্তাকী লোকদের ওপর এটা একটা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। (১৮২) অবশ্য কারো যদি এ আশংকা হয় যে, অসীয়তকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো হক নষ্ট করেছে, তখন সে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোনো

দোষ নেই, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (২৪০) তোমাদের মধ্য হতে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায়, নিজেদের স্ত্রীদের জন্য তাদের এ অসিয়ত করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত যেন তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর থেকে বিতাড়িত করা না হয়। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি চলে যায় তবে তারা নিজেদের ব্যাপারে সঙ্গত পন্থায় যা কিছুই করুক না কেন, সে জন্য তোমাদের ওপর কোনোই দায়িত্ব নেই। আল্লাহ্ সকলের ওপর পরম পরাক্রমশালী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। (সূরা আল-বাকারা)

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِيٓ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝

(১১) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন : পুরুষদের অংশ দু'জন মহিলার সমান হবে। (মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) যদি দু'জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। আর একজন কন্যা (উত্তরাধিকারী) হলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ-মা-ই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা-কে দেওয়া হবে তিন ভাগের একভাগ। আর মৃতের যদি ভাই-বোন থাকে, তবে মা ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ হকদার হবে। এসব অংশ বন্টন করে দেওয়া হবে তখন, যখন মৃতের অসীয়ত— যা সে মৃত্যুর পূর্বে করেছে— পূর্ণ করা হবে এবং তার যে সমস্ত ঋণ রয়েছে, তা আদায় করা হবে। তোমরা জানো না, তোমাদের মা-বাপ ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে অধিক নিকটবর্তী! এসব অংশ আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিশ্চিতরূপেই সমস্ত তত্ত্ব ও নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় ব্যবস্থা জানেন। (১২) আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে, এর অর্ধেক তোমরা

পাবে— যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন, যখন তাদের কৃত অসীয়ত পূর্ণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের একভাগ। এটাও তখনই কার্যকর হবে, যখন তোমাদের অসীয়ত পূরণ করা হবে আর যে ঋণ রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর সে পুরুষ কিংবা স্ত্রী (যার মীরাস বণ্টন করা হবে) যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার এক ভাই কিংবা এক বোন যদি জীবিত থাকে, তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন দু'জনের অধিক হয়, তবে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে তারা সকলেই শরীক হবে, যখন অসীয়ত পূরণ করা হবে ও মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী ঋণ– আদায় করা হবে। অবশ্য শর্ত এই যে, তা যেন না হয়। বস্তুত এটা আল্লাহ্ তা'আলারই নির্দেশ এবং আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহনশীল। (১৩১) আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহ্র। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমরা কিতাব দান করেছিলাম, তাদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছিলাম আর এখন তোমাদেরকেও এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহকে ভয় করে কাজ করো; কিন্তু তোমরা যদি তা না মানতে চাও, তবে মেনো না। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। উপরন্তু সকল প্রকার প্রশংসার তিনিই যোগ্য অধিকারী।

(সূরা আন-নিসা)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে অসীয়ত করতে প্রবৃত্ত হলে তখন সেজন্য সাক্ষ্য ঠিক করার নিয়ম এই যে, তোমাদের সমাজ হতে দু'জন সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে। অথবা তোমরা যদি বিদেশ ভ্রমণে রতো থাকো এবং সেখানে মৃত্যুর কঠিন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহলে অমুসলিমদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী নিযুক্ত করবে। পরে যদি কোনো প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটে, তাহলে নামাযের পর উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) ঠেকিয় রাখবে এবং তারা আল্লাহ্র নামে কসম করেব বলবে ঃ আমরা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কারণে সাক্ষ্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত নই। আর আমাদের কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন (আমরা তার কোনো খাতির করব না) এবং আল্লাহ্র ওয়াস্তের সাক্ষ্যকে আমরা গোপনও করি না। আমরা যদি তা করি, তাহলে গুণাহগারদের মধ্যে গণ্য হবো।

(সূরা আল-মায়েদা ঃ ১০৬)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞

(১৪৪) এমনিভাবে দু'টি রয়েছে উট শ্রেণীর এবং দু'টি গাভী শ্রেণীর। জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এগুলোর পুরুষ জন্তু হারাম করেছেন, না স্ত্রী জন্তু ? কিংবা উট ও গাভীর গর্ভে অবস্থিত বাছুর হারাম ? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এগুলোর হারাম হওয়ার হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছিলেন ? তাহলে সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কথা প্রচার করে; যার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ছাড়া-ই ভুল পথে পরিচালিত করা হবে ? নিশ্চিতই আল্লাহই এই জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না। (১৫১) হে মুহাম্মদ! এই লোকদেরকে বলো যে, তোমরা এসো, আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দেবো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপাল তোমাদের ওপর কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, (ক) তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, (খ) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, (গ) নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই, এবং তাদেরকেও দেবো। (ঘ) নির্লজ্জতার বিষয় ও প্রসঙ্গের কাছেও যাবেনা তা প্রকাশ্যেই হোক, কি গোপনে। (ঙ) কোনো প্রাণ— আল্লাহ্ যাকে সম্মানীয় করেছেন— ধ্বংস করবে না, অবশ্য সত্য ও ন্যায় সহকারে (করা যাবে)। এসব কথা পালন করার জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে। (১৫২) (চ) আরো এই যে, তোমরা ইয়াতীমের মাল-সম্পদের নিকটেও যাবে না, —অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায় (যেতে পারো) যা সর্বাপেক্ষা ভালো, যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যায়। (ছ) আর মাপে এবং ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ করো। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই চাপাই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। (জ) আর যখন কথা বলো, ইনসাফের কথা বলো; ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন (ঝ) এবং আল্লাহ্র ওয়াদা পূরণ করো। (ট) এসব বিষয়ের হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; হয়তো তোমরা নসীহত কবুল করবে। (১৫৩) (ঠ) এ-ও তাঁর হেদায়েত যে, এই আমার সোজা সরল-সুদৃঢ় পথ, অতএব তোমরা এ পথেই চলো; এ ছাড়া অন্যান্য পথে চলো না। চললে তা তাঁর পথ হতে সরিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। এটাই হচ্ছে সে হেদায়েত! যা তোমাদের আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন। সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ থেকে বাঁচতে পারবে।

(সূরা আল-আন'আম)

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

এবং আমাকে বরকতময় করেছেন— যেখানেই আমি থাকি না কেন। আর যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন আমাকে নামায ও যাকাত আদায়ের নিয়ম পালনের হুকুম করেছেন। (সূরা মরিয়াম ঃ ৩১)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোনো (মা'বুদকে) শরীক বানাবার জন্য তোমাদের ওপর চাপ দেয় যাকে তুমি (আমার শরীক বলে) জানো না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব যে, তোমরা কি করেছিলে। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৮)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۚ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ۝

আরো সত্য কথা এই যে, আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার হক বুঝার জন্য নিজ থেকেই তাগিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে ধারণ করেছে। আর দুটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর করো এবং নিজের পিতা-মাতারও শোকর আদায় করো। (শেষ পর্যন্ত) আমারই দিকে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

তখন তারা অসীয়ত পর্যন্ত করতে পারবে না এবং নিজেদের ঘরেও ফিরে আসতে পারবে না। (সূরা ইয়া-সীন ঃ ৫০)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۚ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ۝

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম— এই তাগিদ সহকারে যে, কায়েম করো এ দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেয়ো না। এ কথাটিই এই মোশরেকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন বানিয়ে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে রুজু করে। (সূরা আশ-শুরা ঃ ১৩)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ، حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ، إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

আমরা মানুষকে এই মর্মে পথ-নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে নেক আচর করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে সে যখন পূর্ণযৌবনে উপনীত হলো এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেল তখন সে বললঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নেয়ামত দান করেছ আমাকে তার শোকর আদায় করার তওফীক দাও, এবং আমাকে এমন নেক আমল করার তওফীক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানদেরকেও নেক বানিয়ে আমাকে সুখ-শান্তি দাও। আমি তোমার সমীপে তওবা করছি এবং আমি অনুগত (মুসলিম) বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি। (সূরা আল-আহক্বাফ ঃ ১৫)

أَتَوَاصَوْا بِهِ ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۞

এরা কি পরস্পরে কোনো চুক্তি করে নিয়েছে? না, এরা সকলে সীমালংঘনকারী লোক। (সূরা আয-যারিয়াত ঃ ৫৩)

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۞

সেই সঙ্গে শামিল হওয়া সেই লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। (সূরা আল-বালাদ ঃ ১৭)

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۞

সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে। (সূরা আল-আসর)

হাদীস

عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : عَادَنِى النَّبِىُّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرٰى، وَأَنَاذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِىْ إِلَّا بْنَةٌ لِّى وَاحِدَةٌ، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى ؟ قَالَ لَا قَالَ : فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : اَلثُّلُثُ يَاسَعْدُ ! وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ، قَالَ أَحْمَدُبْنُ يُوْنُسَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ : أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَّفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا أَجَرَكَ لِلّٰهُ بِهَا، حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِى فِمِ اِمْرَأَتِكَ قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِىْ ؟ قَالَ : اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ،

فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اَزْدَدْتَ بِه دَرَجَةً وَرَفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرُّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ، لٰكِنِ الْبَائِسَ سَعْدُبْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُوُفِّىَ بِمَكَّةَ، قَالَ اَحْمَدُبْنُ يُوْنُسَ وَمُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَاَنْ تَذَرَوَرَ ثَتَكَ -

হযরত আমরের পিতা সা'দ ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, সা'দ বলেন ঃ বিদায় হাজ্জের বছর যখন আমি এমন এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হই যাতে আমার বেঁচে থাকার কোনো আশা ছিল না, তখন নবী করীম (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্ রাসূল! আমার রোগ যাতনা যে পর্যন্ত এসে পৌছেছে তা তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আমার একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউই আমার ওয়ারিস হবে না। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করে দেবো? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ বললেন ঃ তবে তার অর্ধেকটা দান করে দেবে? তিনি বললেন ঃ হে সা'দ এক-তৃতীয়াংশ দান করো এবং এক-তৃতীয়াংশই বেশি। তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিদেরকে বিত্তশালী রেখে যাও, এটাই উত্তম তার চাইতে যে, তুমি তাদেরকে এমনভাবে নিঃস্ব করে রেখে যাও যে তারা লোকের কাছে হাত পাততে থাকে। আহমদ ইবনে ইউনুস ইবরাহীম থেকে এ কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোনো ব্যয়ই করবে তার জন্য আল্লাহ্ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন; এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটা তুলে দাও (তার জন্যেও) (সা'দ বলেনঃ)। আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি আমার সাথীদের চলে যাবার পর (মক্কায়) থেকে যাবো? তিনি বললেন ঃ (অসুস্থতার কারণে) যদি তোমাকে থেকে যেতে হয় আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোনো সৎকাজ তুমি করতে থাকো তবে তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে এবং হয়তোবা তুমি পরেও বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা বহুলোক উপকৃত হবে এবং বহুলোক তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীদের জন্য তাদের হিজরতকে অক্ষুণ্ন রাখুন। তাদেরকে পেছন দিকে ফিরিয়ে নেবেন না। কিন্তু বেচারা সা'দ ইবনে খাওলা! তার মৃত্যু মক্কাতে হওয়ায় রাসূলে করীম (স) তার জন্য এভাবে শোক প্রকাশ করেন। আহম্মদ ইবনে ইউনুস ও মুসা ইবরাহীম থেকে ذريتك শব্দের পরিবর্তে ان تذرورثتك বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَّمَاتَ عَلٰى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَّمَاتَ مَغْفُوْرًا لَّهُ -

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র রাস্তায় তার সম্পত্তি থেকে কিছু অংশের) অসীয়ত করে মারা গেল, সে সিরাতুল মুস্তাকিম ও সুন্নত তরীকার ওপর মারা গেল, পরহেযগারী ও শাহাদতের ওপর মারা গেল। সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার যাবতীয় গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। (ইবনে মাযাহ্)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَرِثِه قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারেসকে তার মীরাস থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাকে বেহেশতের মীরাস থেকে বঞ্চিত করবেন। (ইবনে মাযাহ্)

حَدَّثَنَا هَرُوْنَ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَ نِىْ عَمْرُوْ (وَهُوَابْنُ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوْصِىٌّ فِيْهِ يَبِيْتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ اِلاَّوَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مَامَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ اِلاَّ وَعِنْدِىْ وَصِيَّتِىْ -

হযরত হারূন ইবনে মারূপ (র) হযরত সালিম (র)-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছেন, কোনো মুসলিম ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে— তার কাছে এমন সম্পদ আছে যাতে সে অসীয়ত করতে পারে— তিন রাত অতিবাহিত করবে অথচ তার অসীয়ত তার কাছে লেখা থাকবে না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে একথা শোনার পর এক রাতও আমার ওপর অতিবাহিত হয়নি যে, আমার অসীয়ত আমার কাছে ছিল না। (মুসলিম)

(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اَبِىْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ -

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুব, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আলী ইবন হুজর (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করল, আমার পিতা মারা গিয়েছেন এবং তিনি কিছু সম্পদ রেখে গেছেন; কিন্তু অসীয়ত করেননি। তার পক্ষ থেকে সাদাকা করা হলে কি তার গোনাহ্ মাফ হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (মুসলিম)

১৬. বিধি নিষেধ

কুরআন

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

এবং তোমাদের যে সব ধন-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যম বানিয়েছেন, তা অজ্ঞ লোকদের আয়ত্তে ছেড়ে দিও না । অবশ্য তা থেকে তাদের খাওয়া ও পরার জন্য ব্যবস্থা করো এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫)

১৭. নিকটাত্মীয়

কুরআন

... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى ... ﴿٨٣﴾

... পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। ....

(সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৩)

.. وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ ... ﴿٦﴾

....কিন্তু আল্লাহ্র কিতাবের দৃষ্টিতে আত্মীয়-স্বজন সাধারণ ঈমানদার ও মুহাজিরদের অপেক্ষা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার....। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৬)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٣﴾ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ج وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ط أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ج الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

(৮৩) স্মরণ করো, ইসরাইল-সন্তানদের কাছ থেকে আমরা এ পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ এবং এখন পর্যন্ত সে অবস্থায়ই রয়েছ। (১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে আর দারিদ্র্য, সঙ্কীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী, এরাই

মুত্তাকী। (১৮০) তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে থাকলে তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী 'অসীয়ত' করাকে তোমাদের ওপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। মুত্তাকী লোকদের ওপর এটা একটা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। (২১৫) লোকেরা জিজ্ঞাসা করে ঃ আমরা কি খরচ করব ? উত্তরে বলো ঃ যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য (অবশ্যই) খরচ করবে— আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। (সূরা আল-বাকারা)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا ﴿۷﴾ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ
مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۸﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ
عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿۳۳﴾ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا
بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُوْرَا ﴿۳۶﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ
تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۳۵﴾

(৭) পুরুষদের জন্য সে ধন-সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছে। এবং স্ত্রীলোকদের জন্যও সে ধন-সম্পদে অংশ রয়েছে, যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যায়, তা অল্প হোক আর বেশিই হোক এবং এই অংশ (আল্লাহ্র তরফ থেকে) নির্ধারিত। (৮) আর মীরাস বন্টনের সময় যখন পরিবারের লোক এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে, তখন সে মাল থেকে তাদেরও কিছু দান করো এবং তাদের সঙ্গে ভালো মানুষের ন্যায় কথা বলো। (৩৩) এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা কিছু সম্পত্তি রেখে যায়, আমরা এর প্রতিটির হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও ওয়াদা রয়েছে, তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসেরই পর্যবেক্ষক। (৩৬) আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করো এবং প্রতিবেশী আত্মীয়দের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথীর প্রতি, পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন করো। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায় অহঙ্কারী ও নিজের বড়ত্ব নিয়ে গর্বকারী। (১৩৫) হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী হও। তোমাদের এসব বিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের ওপরই পড়ুক না কেন। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব

যা-ই হোক না কেন, তাদের অপেক্ষা আল্লাহ্‌র এই অধিকার অনেক বেশি যে, তোমরা তাঁরই বেশি পরোয়া করবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি রেখে ঢেকে কথা বলো কিংবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে সরে থাকো, তবে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (সূরা আন-নিসা)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ۝

(১০৬) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে অসীয়ত করতে প্রবৃত্ত হলে তখন সেজন্য সাক্ষ্য ঠিক করার নিয়ম এই যে, তোমাদের সমাজ থেকে দু'জন সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে। অথবা তোমরা যদি বিদেশ ভ্রমণে রতো থাকো এবং সেখানে মৃত্যুর কঠিন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহলে অমুসলিমদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী নিযুক্ত করবে। পরে যদি কোনো প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটে, তাহলে নামাযের পর উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) ঠেকিয় রাখবে এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে ঃ আমরা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কারণে সাক্ষ্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত নই। আর আমাদের কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন (আমরা তার কোনো খাতির করব না) এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের সাক্ষ্যকে আমরা গোপনও করব না। আমরা যদি তা করি, তাহলে গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হবো। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১০৬)

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

আরো এই যে, তোমরা ইয়াতীমের মাল-সম্পদের নিকটেও যাবে না, —অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায় (যেতে পারো) যা সর্বাপেক্ষা ভালো, যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যায়। আর মাপে এবং ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ করো। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই চাপাই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। আর যখন কথা বলো, ইনসাফের কথা বলো; ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ করো।এসব বিষয়ের হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; হয়তো তোমরা নসীহত কবুল করবে। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১৫২)

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝

আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ্‌র প্রতি আর সে জিনিসের প্রতি যা চূড়ান্ত ফয়সালার দিন— অর্থাৎ উভয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ-যুদ্ধের দিন— আমরা আমাদের বান্দাহর প্রতি নাযিল করেছিলাম, (তাই এই অংশ খুশীর সঙ্গে আদায় করো) আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।

(সূরা আল-আনফাল ঃ ৪১)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায় না যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাদের কাছে এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত। (সূরা আত্-তাওবা ঃ ১১৩)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়বিচার (ইনসাফ), অনুগ্রহ ও সিলায়ে রেহমীর আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্যায়, পাপাচার, নির্লজ্জতা ও জুলুম-পীড়ন করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করেছেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।

(সূরা আন-নাহল ঃ ৯০)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝

নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার। তোমরা অপব্যয়-অপচয় করো না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬)

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন ও আল্লাহ্‌র পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে তো ক্ষমা করা ও মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন ? আর আল্লাহ্‌র পরিচয় এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।

(সূরা আন-নূর ঃ ২২)

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

আর নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও। (সূরা আশ-শু'আরা ঃ ২১৪)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۡ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(অতএব (হে ঈমানদার লোকেরা!) আত্মীয়কে তার হক পৌঁছিয়ে দাও আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটি উত্তম পন্থা সে লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ চায় আর তারাই কল্যাণ ও সাফল্য লাভে সক্ষম হবে। (সূরা আর-রূম ঃ ৩৮)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۭ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। কোনো বোঝা বহনকারী যদি নিজের বোঝা বহনের জন্য ডাকে, তবে তার বোঝার এক সামান্য অংশও বহন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না— সে নিকটবর্তী কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন। (হে নবী!) তুমি কেবলমাত্র সে লোকদেরকেই সতর্ক করতে পারো, যারা না দেখেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলম্বন করে, সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করে আর সকলকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা ফাতির ঃ ১৮)

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۭ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

এ জিনিসেরই সুসংবাদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সে বান্দাহদেরকে দিচ্ছেন যারা মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে। হে নবী! এই লোকদেরকে বলো, আমি এই কাজের জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিকের দাবিদার নই। অবশ্য নৈকট্যের ভালোবাসা নিশ্চয়ই পেতে চাই। যে কেউ কল্যাণময় কাজ করতে চাইবে, আমরা তার জন্য এই কল্যাণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মর্যাদাদানকারী। (সূরা আশ-শূরা ঃ ২৩)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

যা কিছুই আল্লাহ এ জনপদের লোকদের থেকে তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ, রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য— যেন তা তোমাদের ধনিদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা আল-হাশর ঃ ৭)

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ۞ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞

(১২) তুমি কি জানো সেই দুর্গম বন্ধুর পথটি কি ? (১৩) কোনো গলাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা (১৪–১৬) কিংবা উপবাসের দিনে কোনো নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধূলি-মলিন মিস্‌কিনকে খাবার খাওয়ানো। (সূরা বালাদ)

হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنَا اللّٰهُ اَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهٗ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهٗ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি আল্লাহ্ এবং আমি রহমান। রাহেম অর্থাৎ আত্মীয়তা আমি আমার নাম থেকে সৃষ্টি করেছি। অতএব যে তা বজায় রাখবে তার সাথে আমার সম্পর্ক বজায় থাকবে। আর যে তা ছিন্ন করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করব।" (আবু দাউদ)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهٗ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهٗ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহমানের সাথে সম্পর্কিত) ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে, আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে থাকি। আর যে লোক এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী)

عَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ اَخْبَرَ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম (স)কে বলতে শুনেছেন— আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَاَلَهٗ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযিক বৃদ্ধি হোক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, তাহলে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ قَاطِعِ رَحِمٍ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যেই জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক বসবাস করে সেই জাতির ওপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় না। (বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَّصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ -

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ رحــــم (রাহেম) আরশের সাথে ঝুলান আছে, সে বলে, "যে আমাকে (আত্মীয়তাকে) মিলিয়ে রাখবে, আল্লাহ্ তাকে মিলিয়ে রাখুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ও তাকে ছিন্ন করুন।" (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْ نِىْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَ نَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি, আর তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো ব্যবহার করে। (এখন আমি কি করব?) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে যা তুমি বলছ, তাহলে তুমি যেন তাদের ওপর উত্তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করছ। অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের আগুনে তাদেরকে শেষ করে দেবে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) মওজুদ থাকবে। (মুসলিম)

১৮. ক্রীতদাস

কুরআন

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ... ⊙

(৪) অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হলো গলাসমূহ কর্তন করা। এমন কি, তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে ...। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۖ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ⊙

আরো লক্ষ্য করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে কতককে রিযিকের ব্যাপারে অপর কতকের ওপর অধিক মর্যাদা দান করেছেন। অনন্তর যে লোকদেরকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের রিযিক নিজেদের অধীনস্থ গোলামদের প্রতি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় না, যাতে এই

রিযিকের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান সমান অংশীদার হতে পারে। তবে কি কেবল আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে এই লোকেরা অপ্রস্তুত? (সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৭১)

... وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

... এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন করো। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায় অহঙ্কারী ও নিজের বড়ত্ব নিয়ে গর্বকারী। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

এই সদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকিনদের জন্য আর তাদের জন্য— যারা সদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে এটা গলদেশের মুক্তিদানে, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে, আল্লাহ্‌র পথে ও পথিক-মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয; আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৬০)

... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ... ﴿٣٣﴾

.... আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্য থেকে যারা চুক্তি-পত্র করার দরখাস্ত দেবে, তাদের সাথে চুক্তি-পত্র করো, যদি তোমরা জানতে পারো যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে আর তাদেরকে সে ধন-সম্পদ থেকে দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন ....। (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

(৩) যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে এবং তারপর নিজেদের সে কথা থেকে ফিরে যায় যা তারা বলেছিল, পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাদেরকে একটি দাস মুক্ত করতে হবে....। (৪) আর যে লোক (মুক্তি দেওয়ার জন্য) দাস পাবে না, সে যেন পরপর দুটি মাস রোযা রাখে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে লোক তাও করতে সমর্থ হবে না, সে যেন ষাট জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ায় ...। (সূরা আল-মুজাদালাহ্)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ... ﴿٢٢١﴾

(২২১) তোমরা মোশরেক নারীদেরকে কখনও বিয়ে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না

আনবে। বস্তুত একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মোশরেক শরীফযাদী অপেক্ষাও অনেক ভালো, যদিও এই শেষোক্ত নারীকেই তোমরা অধিক পছন্দ করে থাকো। আর নিজেদের কন্যাদেরকে মোশরেক পুরুষদের কাছে কক্ষনো বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। কেননা, একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোনো উচ্চবংশীয় মোশরেকের চেয়ে অনেক ভালো, যদিও এ শেষোক্ত ব্যক্তিকেই তোমরা অধিক পছন্দ করে থাকো ....। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২১)

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ... ۝ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ
يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ
وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(২৪) এবং সে সব নারীও তোমাদের জন্য হারাম, যারা অন্য কারো বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ;...(২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রীদের (মুহসানাত) বিয়ে করতে সমর্থ নয়, সে যেন তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের মধ্য থেকে এমন নারীকে বিয়ে করে, যে মুমিনা হবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভালো করেই জানেন। তোমরা সকলে মূলত একই গোত্রের লোক; অতএব তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পন্থায় মহরানা আদায় করো, যেন তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত (মুহসানাত) হয়ে থাকে এবং স্বাধীন-মুক্ত ও যথেচ্ছভাবে যৌন-লালসা চরিতার্থ করতে লিপ্ত না হয় ও তলে-তলে প্রেম করে না বেড়ায়। তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিত হওয়ার পর যদি কোনো প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুক্ত নারীদের (মুহ্সানাত) জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক। এ সুবিধা দান করা হয়েছে তোমাদের মধ্যকার সে সব লোকদের জন্য, বিয়ে না করলে যাদের তাকওয়ার বাঁধন ভেঙে যাবার আশঙ্কা হবে। কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে, তা তোমাদের পক্ষে উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আন-নিসা)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (৬) নিজেদের স্ত্রীদের এবং দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া। এ ক্ষেত্রে (হেফাজত না করা হলে) তারা ভর্ৎসনাযোগ্য নয়। (সূরা আল-মু'মিনুন)

اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

(৩০) নিজেদের স্ত্রী কিংবা স্বীয় মালিকানাধীন মহিলা ছাড়া; এদের (স্ত্রী ও মালিকানাধীন মহিলা) হতে সংরক্ষিত না রাখায় তাদের প্রতি কোনো তিরস্কার বা ভর্ৎসনা নেই। (৩৫) এই লোকেরা মহান ও মর্যাদাসহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা আল-মা'আরিজ)

... قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

... আমরা জানি, সাধারণ মু'মিন লোকদের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে কি সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছি। (তোমাকে এ বিধি-নিষেধ থেকে আমরা এজন্য উর্ধ্বে রেখেছি) যেন তোমার পক্ষে কোনো সংকীর্ণতার অসুবিধা না থাকে আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫০)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ .... ۝

তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাকো, আল্লাহ সে জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে-বুঝে যেসব কসম খাও, সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। (এ ধরনের কসম ভঙ্গ করার জন্য) কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো— যা তোমরা তোমাদের ছেলে-পেলেদের খায়িয়ে থাকো অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। আর যে ব্যক্তির তা করার সামর্থ্য নেই, সে তিন দিন রোযা রাখবে ....। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৮৯)

হাদীস

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَ عْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَدّٰى الْعَبْدُ حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ كَانَ لَهُ اَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبُ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابُ وَلَا عَلٰى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

হযরত আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে গোলাম আল্লাহ্র হক এবং তার মনিবের হক আদায় করল, তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি হাদীসটি কা'ব (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম তখন কা'ব (রা) বললেন, কেয়ামত দিবসে তার ওপর কোনো হিসাব নেই এবং ঐ মু'মিনের ওপরও কোনো হিসাব নেই যার সম্পদ কম। উপরোক্ত হাদীস যুহায়র ইবনে হারব আমাশ (রা) থেকে একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هُمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ نِعِمًّا لِلْمَمْلُوْكِ اَنْ يَتَوَفّٰى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللّٰهُ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهٖ نِعِمًّا لَهُ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে রাফি (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ঐ গোলামের জন্য কতই না উত্তম পুরস্কার রয়েছে, যে উত্তমরূপে ইবাদত করে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যে আপন মনিবের উত্তম সেবা করেছে, তার জন্য কতই না উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اِبْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ فَدَعَاهُ وَدَعَانِىْ ثُمَّ قَالَ اِمْتَثِلْ مِنْهُ فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِىْ مُقَرِّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا اِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا اَحَدُنَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقُوْهَا قَالُوْا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ فَلْيَسْتَخْدِمُوْهَا فَاِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوْا سَبِيْلَهَا -

হযরত আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা ও ইবন নুমাইর (র) হযরত মুয়াবিয়া ইবনে সোওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা আমি আমাদের এক গোলামকে চপেটাঘাত করলাম। এরপর আমি পলায়ন করলাম এবং যোহরের নামাযের পূর্বক্ষণে ফিরে এলাম। আমি আমার পিতার পেছনে নামায আদায় করলাম। তিনি তাকে এবং আমাকে ডাকালেন। গোলামকে বললেন, তুমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। পরিশেষে সে ক্ষমা করে দিল। এরপর তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়কালে বনী মুকাররেন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমাদের মাত্র একটি গোলাম ছিল। একদা আমাদের কোনো একজন তাকে চপেটাঘাত করল এবং এ সংবাদ নবী (স) পর্যন্ত পৌঁছল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে মুক্ত করে দাও। তারা বলল, সে ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো গোলাম নেই। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা তার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করতে থাকো, যখনই তোমরা তার থেকে মুখাপেক্ষীহীন হবে তখনই তোমরা তাকে মুক্ত করে দেবে। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (يَعْنِىْ اِبْنَ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِىُّ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِىْ بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِىْ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ فَلَمْ اَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّىْ اِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَقُوْلُ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ قَالَ فَاَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِىْ فَقَالَ اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ اِنَّ اللّٰهَ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلٰى هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا اَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَهُ اَبَدًا -

হযরত আবু কামিল জাহদারী (র) হযরত আবু মাসউদ বাদরী (রা) থেকে বর্ণনা কাছেন। তিনি বলেন, একদা আমি আমার এক ক্রীতদাসকে বেত্রাঘাত করছিলাম। হঠাৎ আমার পেছনে থেকে একটি শব্দ শুনলাম, হে আবু মাসউদ! জেনে রেখো! রাগের কারণে শব্দটি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি আমার কাছে এলে হঠাৎ দেখতে পেলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)। এবং তিনি বলছেন ঃ হে আবু মাসউদ! তুমি জেনে রেখো, হে আবু মাসউদ! তুমি জেনে রেখো! বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি বেতটি আমার হাত থেকে ফেলে দিলাম। এরপর তিনি বললেন,

হে আবু মাসউদ! তুমি জেনে রেখো যে, এই দাসের ওপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে তোমার ওপর আল্লাহ্ তা'আলা অধিক ক্ষমতাবান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, এরপর কখনও কোনো কৃতদাসকে আমি প্রহার করব না। (মুসলিম)

১৯. নিঃসঙ্গ দাস-দাসী

কুরআন

... وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ..... ⊙

... আর এদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর আমরাই প্রাধান্য দিয়েছি, যেন এরা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ (রহমত) সেই ধন-সম্পদ থেকে অধিক মূল্যবান যা (এদের নেতারা) দু' হাতে সংগ্রহ করেছে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৩২)

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ⊙ ..... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⊙

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন ও নিঃসঙ্গ আর তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান ও বিয়ের যোগ্য, তাদেরকে বিয়ে দাও। তারা যদি গরীব হয়, তাহলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যশালী এবং মহাবিজ্ঞ। (৩৩) ...... আর তোমাদের দাসীরাই যখন নিজেরাই সতীসাধ্বী চরিত্রবতী থাকতে চায় তখন বৈষয়িক স্বার্থে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না— কিন্তু যদি কেউ তাদের ওপর জবরদস্তি করে তবে এ জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা নূর)

হাদীস

وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِىْ نُعْمٍ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ -

হযরত আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপন গোলামকে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করল, কেয়ামত দিবসে তার ওপর এই মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু সে যদি সত্যই অপরাধী হয় (তবে অভিযোগকারী আর শাস্তি পাবে না)। (মুসলিম, বুখারী)

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ أَبِىْ مُعَاوِيَةَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِىْ كُرَيْبٍ) حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَىِّ بْنُ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لِجَارِيَةٍ

لَهُ اذْهَبِيْ فَابْغِيْنَا شَيْئًا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ (لَهُنَّ) غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

হযরত আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল তার দাসীকে বলত, যাও, এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে পয়সা উপার্জন করে নিয়ে এসো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "তোমাদের দাসীদেরকে সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করবে না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের ওপর জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (বুখারী, মুসলিম)

وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْا لطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ وَبْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَنُ عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلٰى فَاطِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَايُطِيْقُ -

হযরত আবু তাহির আহ্মাদ ইবনে আমর ইবনে সারহ্ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা যে, তিনি বলেছেন ঃ কৃতদাসের জন্যে খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা মনিবের কর্তব্য। তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের জন্য তাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

২০. ফারায়েয (উত্তরাধিকার বণ্টন)

কুরআন

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَلَكُمْ

نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا .... ﴿١٩﴾ يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

(৭) পুরুষদের জন্য সে ধন-সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছে। এবং স্ত্রীলোকদের জন্যও সে ধন-সম্পদে অংশ রয়েছে, যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যায়, তা অল্প হোক আর বেশিই হোক এবং এই অংশ (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) নির্ধারিত। (৮) আর মীরাস বণ্টনের সময় যখন পরিবারের লোক এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে, তখন সে মাল থেকে তাদেরও কিছু দান করো এবং তাদের সঙ্গে ভালো মানুষের ন্যায় কথা বলো। (৯) লোকদের এই কথা চিন্তা করে ভয় করা উচিত যে, তারা নিজেরা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চালে যায়, তবে মৃত্যুর সময় তাদের নিজেদের সন্তানদের সম্পর্কে কতই না আশঙ্কা তাদেরকে কাতর করে! অতএব আল্লাহকে ভয় করা ও সঠিক কথাবার্তা বলা তাদের কর্তব্য। (১০) যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আগুন দ্বারা নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (১১) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন ঃ পুরুষদের অংশ দু'জন মহিলার সমান হবে। (মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) যদি দু'জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। আর একজন কন্যা (উত্তরাধিকারী) হলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ-মা-ই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা-কে দেওয়া হবে তিন ভাগের একভাগ। আর মৃতের যদি ভাই-বোন থাকে, তবে মা ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ হকদার হবে। এসব অংশ বণ্টন করে দেওয়া হবে তখন, যখন মৃতের অসীয়ত— যা সে মৃত্যুর পূর্বে করেছে— পূর্ণ করা হবে এবং তার যে সমস্ত ঋণ রয়েছে, তা আদায় করা হবে। তোমরা জানো না, তোমাদের মা-বাপ ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে অধিক নিকটবর্তী! এসব অংশ আল্লাহ্‌ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ নিশ্চিতরূপেই সমস্ত তত্ত্ব ও নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় ব্যবস্থা জানেন। (১২) আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে, এর অর্ধেক তোমরা পাবে— যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ

তোমরা পাবে তখন, যখন তাদের কৃত অসীয়ত পূর্ণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের একভাগ। এটাও তখনই কার্যকর হবে, যখন তোমাদের অসীয়ত পূরণ করা হবে আর যে ঋণ রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর সে পুরুষ কিংবা স্ত্রী (যার মীরাস বণ্টন করা হবে) যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার এক ভাই কিংবা এক বোন যদি জীবিত থাকে, তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন দু'জনের অধিক হয়, তবে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে তারা সকলেই শরীক হবে, যখন অসীয়ত পূরণ করা হবে ও মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী ঋণ– আদায় করা হবে। অবশ্য শর্ত এই যে, তা যেন না হয়। বস্তুত এটা আল্লাহ তা'আলারই নির্দেশ এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহনশীল। (১৯) হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয় .... (১৭৬) লোকেরা তোমার কাছে 'কালালা' সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন : কোনো ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মরে যায় এবং তার একজন বোন থাকে, তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অর্ধেক অংশ পাবে। আর বোন যদি সন্তানহীনা অবস্থায় মরে যায়, তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাওয়ার অধিকারিণী হবে আর যদি কয়েকজন ভাই-বোন হয়, তবে মেয়েদের অংশে এক ভাগ ও পুরুষদের অংশে দুই ভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য আইন-কানুন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে না মরো। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ও অবহিত। (সূরা আন-নিসা)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ .... ۝٧٢

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٧٥

(৭২) যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান-প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও ধন-মাল খরচ করেছে আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান তো এনেছে, কিন্তু হিজরত করে (দারুল-ইসলামে) আগমন করেনি, তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কোনো সম্পর্ক নেই— যতক্ষণ না তারা হিজরত করে আসবে। তবে দ্বীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাও এমন কোনো জাতির বিরুদ্ধে যেতে পারবে না যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে ...। (৭৫) আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রিত

হয়ে চেষ্টা-সাধনায় নিযুক্ত হয়েছে, তারাও তোমাদেরই মধ্যে গণ্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাবে রক্তের আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানে। (সূরা আল-আনফাল)

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ... ۝ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

(২৩৩) যদি পিতা চায় তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দতকাল পর্যন্ত দুধ সেবন করতে থাকুক, তবে মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ সেবন করাবে। এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মায়েদের খোরপোশ দিতে হবে ... তেমনি রয়েছে এর উত্তরাধিকারীদের ওপরও। ... (২৪০) তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায়, নিজেদের স্ত্রীদের জন্য তাদের এ অসিয়ত করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত যেন তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর হতে বিতাড়িত করা না হয় ....। (সূরা আল-বাকারা)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা কিছু সম্পত্তি রেখে যায়, আমরা এর প্রতিটির হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও ওয়াদা রয়েছে, তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসেরই পর্যবেক্ষক। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(১৮০) তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে যেতে থাকলে তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী 'অসীয়ত' করাকে তোমাদের ওপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। মুত্তাকী লোকদের ওপর এটা একটা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। (১৮১) যারা অসীয়ত শুনতে পেলো এবং পরে তাকে পরিবর্তন করে ফেলে সে ক্ষেত্রে এ পরিবর্তনকারীদের ওপরই এর সব পাপ বর্তাবে। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন এবং জানেন। (১৮২) অবশ্য কারো যদি এ আশঙ্কা হয় যে, অসীয়তকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো হক নষ্ট করেছে, তখন সে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোনো দোষ নেই, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা আল-বাকারা)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ
اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ
الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا
لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ۝ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ذٰلِكَ
اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(১০৬) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে অসীয়ত করতে প্রবৃত্ত হলে তখন সেজন্য সাক্ষ্য ঠিক করার নিয়ম এই যে, তোমাদের সমাজ থেকে দু'জন সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে। অথবা তোমরা যদি বিদেশ ভ্রমণে রতো থাকো এবং সেখানে মৃত্যুর কঠিন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহলে অমুসলিমদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী নিযুক্ত করবে। পরে যদি কোনো প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটে, তাহলে নামাযের পর উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) ঠেকিয় রাখবে এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে ঃ আমরা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কারণে সাক্ষ্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত নই। আর আমাদের কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন (আমরা তার কোনো খাতির করব না) এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের সাক্ষ্যকে আমরা গোপনও করব না। আমরা যদি তা করি, তাহলে গুণাহগারদের মধ্যে গণ্য হবো। (১০৭) কিন্তু যদি জানা যায় যে, এ দু'জনই নিজদেরকে নিজেরাই গুনাহে লিপ্ত করেছে, তাহলে তাদের স্থলে অপর দু'জন লোক সে লোকদের মধ্যে দাঁড়াবে, যাদের সাক্ষা পূর্বেকরা দু'জন সাক্ষী নষ্ট করতে চেয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবেঃ "আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক সত্যভিত্তিক এবং আমরা নিজেদের সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কোনোরূপ সীমা লঙ্ঘন করিনি। আমরা যদি এরূপ করি, তবে আমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবো।" (১০৮) এই পন্থায় বেশি আশা করা যায় যে, লোকেরা ঠিকভাবে সাক্ষ্য দান করবে কিংবা অন্ততপক্ষে এই ভয় তারা অবশ্যই করবে যে, তাদের কসম করার পর অপর কোনো কসম দ্বারা যেন তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং শোন, আল্লাহ্ তার অমান্যকারী লোকদেরকে স্বীয় হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করে দেন। (সূরা আল-মায়েদাহ)

হাদীস

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالَ يَحْيٰى
اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা ও ইসহাক ইবনে ইব্‌রাহীম (র)

হযরত উসামা ইবনে যায়িদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী কারীম (স) বলেছেন ঃ মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিস হবে না। (বুখারী)

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُبْنُ مُحَمَّدٍ حَدَثَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِبْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَادَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ فِىْ بَنِىْ سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَنِىْ لَا اَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ رَشَّ عَلَىَّ مِنْهُ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ فِىْ مَالِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلَتْ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাতিম ইবনে মায়মুন (র) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (স) ও আবু বাকর (রা) পায়ে হেঁাটে বনু সালামায় আমায় দেখতে আসেন। তাঁরা আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পান। রাসূলুল্লাহ (স) পানি আনতে বলেন। এরপর তিনি অযু করেন এবং তা থেকে কিছু পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দেন। আমি জ্ঞান লাভ করে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার সম্পদ কিভাবে বণ্টন করব? তখন নাযিল হয় ঃ আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান ....। (মুসলিম)

وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ الْاُمَوِىُّ عَنْ يُوْنُسَ الْاَيْلِىِّ ح وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلّٰى عَلَيْهِ وَاِلَّا قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ -

হযরত যুহায়র ইবনে হার্‌ব ও হারমালা ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যদি এমন লাশ আসত যার ওপর ঋণ থাকত, তবে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে কি তার ঋণ পরিশোধের জন্য সেই পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে যা দ্বারা ঋণ পরিশোধ হতে পারে? যদি জানান হতো যে, সে ঋণ পূর্ণ করার পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে, তবে তিনি তার জানাযা পড়াতেন। অন্যথায় বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। তখন আল্লাহ্ তাঁকে সম্পদের প্রাচুর্যের পথ খুলে দেন, তখন তিনি বলেন যে, আমি মু'মিনদের জন্যে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও বেশি নিকটবর্তী। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার ওপর। আর যে লোক সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَا النَّرْسِىُّ) حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

হযরত আবদুল আ'লা ইবনে হাম্মাদ নারসী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা বেঁচে থাকে তা নিকটতম পুরুষ লোকের প্রাপ্য।

২১. উত্তম আচারণ

কুরআন

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

আর তিনিই পানি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার থেকে বংশগত (অধঃস্তন পুরুষ) এবং শ্বশুর পক্ষের দু'টি স্বতন্ত্র আত্মীয়তার ধারা সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই শক্তিশালী। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৫৪)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ ... ۝

তোমার পূর্বেও আমরা বহুসংখ্যক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের অধিকারী বানিয়েছিলাম ....। (সূরা আর-রা'দ ঃ ৩৮)

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

(মূলত) তোমার শত্রুই প্রকৃত শিকড়কাটা— নির্মূল। (সূরা আল-কাওসার ঃ ৩)

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَ

ابْنِ السَّبِيْلِ ... ۝

লোকেরা জিজ্ঞাসা করে ঃ আমরা কি খরচ করব ? উত্তরে বলো ঃ যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য (অবশ্যই) খরচ করবে ...। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৫)

... وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ

الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

فَخُوْرَا ۙ ۝

....পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করো এবং প্রতিবেশী আত্মীয়দের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথীর প্রতি, পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন করো। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায় অহঙ্কারী ও নিজের বড়ত্ব নিয়ে গর্বকারী। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)

.... وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ .... ۝

.... পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই, এবং তাদেরকেও দেবো ... ।
(সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫১)

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ .... ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا .... ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(৪১) আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; ... । (৭২) যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্র পথে নিজেদের জান-প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও ধন-মাল খরচ করেছে আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান তো এনেছে, কিন্তু হিজরত করে (দারুল-ইসলামে) আগমন করেনি, তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কোনো সম্পর্ক নেই— যতক্ষণ না তারা হিজরত করে আসবে ... । (৭৫) আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে চেষ্টা–সাধনায় নিযুক্ত হয়েছে, তারাও তোমাদেরই মধ্যে গণ্য। কিন্তু আল্লাহ্র কিতাবে রক্তের আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানে। (সূরা আল-আনফাল)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى ... ۝

আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়বিচার (ইনসাফ), অনুগ্রহ ও সিলায়ে রেহমীর আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন.... ।
(সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৯০)

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝

(২৩) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন (এক) তোমরা কারো ইবাদত করবে না— কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। (দুই) পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ!' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা

সহকারে কথা বলবে। (২৪) এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সম্মুখে নত হয়ে থাকবে। আর এই দো'আ করতে থাকবে ঃ "হে রব্ব, এদের প্রতি রহম করো, যেমন করে তারা স্নেহ-বাৎসল্য সহকারে বাল্যকালে আমায় লালন-পালন করেছেন।" (২৬) (তিন) নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার। (চার) তোমরা অপব্যয়-অপচয় করো না। (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ...

আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।...
(সূরা আল-আনকাবূত ঃ ৮)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۚ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আরো সত্য কথা এই যে, আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার হক বুঝার জন্য নিজ থেকেই তাগিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে ধারণ করেছে। আর দু'টি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর করো এবং নিজের পিতা-মাতারও শোকর আদায় করো। (শেষ পর্যন্ত) আমারই দিকে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۞

(১৫) আমরা মানুষকে এই মর্মে পথ-নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে নেক আচরন করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে সে যখন পূর্ণযৌবনে উপনীত হলো এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছল তখন সে বলল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নেয়ামত দান করেছ আমাকে তার শোকর আদায় করার তওফীক দাও এবং আমাকে এমন নেক আমল করার তওফীক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানদেরকেও নেক বানিয়ে আমাকে সুখ-শান্তি দাও। আমি তোমার সমীপে তওবা করছি এবং আমি অনুগত (মুসলিম) বান্দাহদের

মধ্যে শামিল আছি।' (১৬) এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে আমরা তাদের সর্বোত্তম আমলসমূহ গ্রহণ করি আর তাদের অন্যায় ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেই। এরা জান্নাতী লোকদের মধ্যে শামিল হবে সেই সত্য ওয়াদা অনুসারে, যা তাদের প্রতি করা হয়েছিল। (১৭) আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বললেন ঃ 'উহ', তোমরা দু'জন জ্বালিয়ে মারলে। তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাও যে, আমি মৃত্যুর পর পুনরায় কবর থেকে উত্তোলিত হবো ? অথচ আমার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে (তাদের মধ্য থেকে তো কেউ উঠে এলো না)। বাপ ও মা আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলে ঃ 'ওরে হতভাগা, বিশ্বাস কর, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য।' কিন্তু সে বলে ঃ 'এ সব তো প্রাচীনকালের অচল কিস্সা-কাহিনী।' (১৮) এরা সেই লোক, যাদের ওপর আযাব হওয়ার ফয়সালা হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জ্বিন ও মানুষের (এই চরিত্রের) যেসব গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে, এরাও তাদের মধ্যেই শামিল হবে। নিঃসন্দেহে এ লোকেরা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা আল-আহকাফ)

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ .... ۞ ... وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ ... ۞

(৪) আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির দেহে দু'টি হৃদয় রাখেননি। তিনি তোমাদের সে স্ত্রীদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি, যাদের সাথে তোমরা 'যিহারম্ব করো। তোমাদের দত্তক বা পালক পুত্রদেরকেও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এটি শুধু তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র;...। (৬)... কিন্তু আল্লাহ্র কিতাবের দৃষ্টিতে আত্মীয়-স্বজন সাধারণ ঈমানদার ও মুহাজিরদের অপেক্ষা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার ...। (সূরা আল-আহ্যাব)

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ..... ۞

(২) তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এ লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে ....। (সূরা আল-মুজাদালাহ ঃ ২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۞

(১৪) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। (১৫) তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহই এমন সত্তা, যার কাছে রয়েছে বড় প্রতিফল। (সূরা আত্-তাগাবুন)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝

তা এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও সেখানে প্রবেশ করবে আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রীবর্গ এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা পুন্যবান —তারাও তাদের সঙ্গে সেখানে যাবে। ফেরেশতাগণ চারিদিক থেকে তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে। (সূরা আর-রা'দ ঃ ২৩)

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ۣ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আর তাদেরকে দাখিল করো তোমার প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে। আর তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক হবে (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌছিয়ে দাও)। তুমি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান ও মহাবিজ্ঞানী।
(সূরা আল-মু'মিন ঃ ৮)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ... ۝

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের যে সন্তানরা ঈমানের কোনো এক মাত্রায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদেরকেও আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করব ...।
(সূরা আত্ তূর ঃ ২১)

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ قُلْ لَّآ اَسْـَٔــلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ... ۝

এ জিনিসেরই সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সে বান্দাহদেরকে দিচ্ছেন যারা মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে। হে নবী! এ লোকদেরকে বলো, আমি এ কাজের জন্য তোমাদের নিকট হতে কোনো পারিশ্রমিকের দাবিদার নই। অবশ্য নৈকট্যের ভালোবাসা নিশ্চয়ই পেতে চাই ...।
(সূরা আশ-শূরা ঃ ২৩)

হাদীস

عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ فِيْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ خَرَجَ -

হযরত আস্ওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (স) ঘরে থেকে কি করতেন? জওয়াবে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তিনি ঘরে থাকার সময় গৃহের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এর মধ্যে যখনই আযানের ধ্বনি শুনতে পেতেন, তখনই তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন। (বুখারী, তিরমিযী)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّا النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِىْ مَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِىْ مَاتَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে (অধিকারসমূহ) বন্টন করতেন, তাতে তিনি পূর্ণমাত্রায় সুবিচার করতেন। আর সেই সঙ্গে এই বলে দো'আ করতেন, হে আল্লাহ্! আমার বন্টন তো এই, সেইসব জিনিসে, যার মালিক আমি। কাজেই তুমি আমাকে তিরষ্কৃত করিও না সেই জিনিসে যার মালিক তুমি, আমি নই।

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تَطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا كْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ -

হযরত মুয়াবিয়া আল কুশাইরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমি বললাম, ইয়া রাসূল! আমাদের ওপর আমাদের একজনের স্ত্রীর কি কি অধিকার রয়েছে? জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরবে তখন তাকেও পরতে দেবে। আর মুখের ওপর মারবে না। তাকে কটু রূঢ় অশ্লীল কথা বলবে না এবং ঘরের ভেতরে ছাড়া তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবে না। (আবু দাউদ ইবনে মাযাহ, মুসনাদে আহমাদ।)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهٗ اِمْرَاَتَانِ يَمِيْلُ لِاَحَدِهِمَا عَلَى الْاُخْرٰى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যার দু'জন স্ত্রী আছে, সে যদি তাদের একজনের প্রতি অন্যজনের তুলনায় অধিক ঝুঁকে পড়ে তাহলে কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে তার দেহের একটি পাশ নিচের দিকে ঝুঁকে পড়া থাকবে। (তিরমিযী, মুসনদে আহমদ, মস্তাদরাক হাকেম)

২২. আরববাসী

কুরআন

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ... ۝ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .... ۝

(১১০) এখন দুনিয়ার সেই সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করো,

অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রেখে চলো। ... (১০৩) সকলে মিলে আল্লাহ্র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করো এবং দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ো না। আল্লাহ্র সে অনুগ্রহকে স্মরণে রেখো, যা তিনি তোমাদের প্রতি (প্রদর্শন) করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের মন পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান হতে রক্ষা করলেন। আল্লাহ্ এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়তো এই নিদর্শনগুলো থেকে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। (১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা নেকীর (মঙ্গলের) দিকে ডাকবে, ভালো ও সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। ...

(সূরা আলে-ইমরান)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ... ۞

আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি 'মধ্যমপন্থী উম্মত' বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের ওপর। ....

(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৩)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۞ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۞

(৮২) এখন যদি এ লোকেরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে হে মুহাম্মদ! তোমার ওপর স্পষ্টভাবে হক পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই। (৮৩) এরা তো আল্লাহ্র দান উপলব্ধি করে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা তা অস্বীকার করে আর এদের মধ্যে এমন বহু লোকও আছে, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। (সূরা আন-নাহ্ল)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۞ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ

تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞

(৯৭) অতএব হে মুহাম্মদ! এ কালামকে আমরা সহজ করে তোমার মুখের সাহায্যে এ জন্য নাযিল করেছি যে, তুমি মুত্তাকী লোকদেরকে সুসংবাদ দেবে এবং হঠকারী লোকদেরকে ভয় দেখাবে। (৯৮) এদের পূর্বে আমরা কত জাতিকেই তো ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন কি তুমি তাদের কোনো চিহ্ন খুঁজ পাও কিংবা তাদের ক্ষীণ শব্দও কি কোথাও শোনা যায়? (সূরা মারিয়াম)

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ

اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا

شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ

نِعْمَ النَّصِيْرُ ۞

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ্ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন আর এই (কুরআনে) ও (তোমাদের এ-ই নাম) —যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকেরা জন্য। অতএব নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মাওলা-অভিভাবক। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা, বড়ই উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ... ۝

(৫) তোমরা সীমালংঘনকারী জগগোষ্ঠী কেবল এ কারণে কি আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের কাছে উপদেশমূলক শিক্ষা পাঠানো বন্ধ করে দেবো ? (২৯) (তৎসত্ত্বেও যখন তারা অন্যদের বন্দেগী করতে লাগল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দেইনি) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাকে জীবন উপকরণ দিতে থাকলাম; এমনকি, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে প্রকৃত সত্য এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল এলো। (৩০) কিন্তু প্রকৃত সত্য যখন তাদের কাছে এলো, তখন তারা বলে দিল ঃ এ তো জাদু, আমরা এটি মেনে নিতে অস্বীকার করছি। (৩১) তারা বলে, এ কুরআন দু'টি শহরের বড় লোকদের মধ্য হতে কারো ওপর নাযিল হলো না কেন ? (৩২) (হে মুহাম্মদ!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের বণ্টনকার্য কি এরা সম্পন্ন করে ? দুনিয়ার জীবনে এদের জীবন যাপনের উপকরণ তো আমরাই এদের মধ্যে বণ্টন করেছি আর এদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর আমরাই প্রাধান্য দিয়েছি, যেন এরা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে ...। (সূরা আয-যুখরুফ)

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۖ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۖ وَسَتُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ وَاٰخَرُوْنَ
مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا
ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ
أَرَدْنَآ إِلَّا الْحُسْنٰى ۖ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۞ لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا ۖ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۖ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۖ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۞ أَفَمَنْ أَسَّسَ
بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ۖ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ إِلَّآ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ۖ وَ
اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ
وَلَا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۖ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ
لَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۖ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ
أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

(৯০) বেদুঈন আরবদের মধ্য হতেও অনেক লোক এসে ওযর প্রকাশ করল, যেন তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এভাবে বসে থাকল সে সবে লোক, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে ঈমানের মিথ্যা ওয়াদা করেছিল। এই বেদুঈনদের মধ্য থেকে যেসব লোক কুফরের নীতি গ্রহণ করেছে, অতি শীঘ্রই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে। (৯৭) এই বেদুঈন আরবরা কুফর ও মোনাফেকীতে অত্যন্ত শক্ত। তাদের ব্যাপারে এ-ই সম্ভাবনা বেশি যে, তারা সে দ্বীন-এর সীমা ও আইন সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন। আল্লাহ্ তো সবকিছুই জানেন; তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক। (৯৮) এই বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহ্র পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো খাজনার মতো মনে করে। আর তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছে (যে, তোমরা কোনো বিপদে ফেঁসে গেলে তারা এই শাসন-শৃংখলার রশি তাদের গলদেশ থেকে খুলে ফেলবে, যা দ্বারা তাদেরকে এখন বেধে রাখা হয়েছে)। অথচ কালের আবর্তন তাদের নিজেদেরই ওপর চেপে আছে। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। (৯৯) এই মরুচারী বেদুঈনদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে আর যা কিছু খরচ করে, তাকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দিক থেকে রহমতের দো'আ লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। হাঁ; তা অবশ্যই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতের মধ্যে

দাখিল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (১০১) তোমাদের চতুর্দিকে যেসব মরুচারী থাকত, তাদের মধ্যে রয়েছে বহুসংখ্যক মোনাফেক। এভাবে মদীনার বাসিন্দাদের মধ্যেও যে মোনাফেক আছে, তারা মোনাফেকীতে পাকা-পোক্ত হয়েছে। তোমরা তাদেরকে জানো না, আমরা জানি। সে দিন দূরে নয়, যখন আমরা তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো। পরে তাদেরকে অধিক বড় শাস্তির জন্য ফিরিয়ে আনা হবে। (১০২) আরো কিছু লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল মিশ্রিত ধরনের, কিছু ভালো আর কিছু মন্দ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার অনুগ্রহশীল হবেন। কেননা তিনি ক্ষমা ও করুণাময়। (১০৩) হে নবী! তুমি তাদের ধন-মাল থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র করো এবং (নেকীর পথে) তাদেরকে অগ্রসর করো আর তাদের জন্য রহমতের দো'আ করো। কেননা তোমার দো'আ তাদের জন্য বড়ই সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন ও জানেন। (১০৪) তারা কি জানে না যে, তিনি আল্লাহ্ই, যিনি তাঁর বান্দাহদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করেন; আরও এই যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান? (১০৫) হে নবী! এই লোকদেরকে বলো যে, তোমরা আমল করো; আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ সকলেই লক্ষ্য করবে যে, এখন তোমাদের কর্মনীতি কিরূপ হয়। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন এবং তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন তোমরা কি সব কাজ করছিলে। (১০৬) কিছু লোক আরো আছে যাদের ব্যাপারটি এখনো আল্লাহ্র ফয়সালার অপেক্ষায় রয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন আর চাইলে তাদের প্রতি আবার অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ সব কিছ জানেন এবং তিনি বড় বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। (১০৭) কিছু লোক আরো আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, (দ্বীনের মূল দাওয়াতকেই তারা) ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং (আল্লাহ্র বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করবে ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে বিরোধ ও ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করবে। আর (এই বাহ্যিক ইবাদতখানাকে) সে ব্যক্তির জন্য ঘাঁটি বানাবে, যে লোক ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে যে, কল্যাণ সাধন ছাড়া আমাদের তো আর কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। (১০৮) তুমি কস্মিনকালেও সে ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাক্ওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, তা-ই এ জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যে, তুমি সেখানে (ইবাদতের জন্য) দাঁড়াবে। এতে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক ও পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহ্রও পছন্দ হচ্ছে এসব পবিত্রতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে। (১০৯) তুমি কি মনে করো, উত্তম মানুষ কি সে, যে নিজের ইমারতের ভিত্তি আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর সন্তোষ কামনার ওপর স্থাপন করেছে; না সে, যে তার ইমারত স্থাপন করেছে একটি প্রান্তরের অন্তঃসারশূন্য স্থিতিহীন বেলাভূমির ওপর এবং সে তা নিয়ে সোজা জাহান্নামের অগ্নি গহ্বর পতিত হলো ? এরূপ জালিম লোকদেরকে তো আল্লাহ্ কখনো সঠিক পথ দেখান না। (১১০) এই ইমারতটি, যা তারা নির্মাণ করেছে, সব সময়ই তাদের মনে অবিশ্বাসের বীজ হয়ে থাকবে (যা হতে বের হওয়ার এখন কোনো উপায়ই নেই) একটি মাত্র উপায় ছাড়া, (তা) এই যে, তাদের হৃদয়টাই টুকরা-টুকরা হয়ে যাবে। আল্লাহ সব বিষয়ে খবর রাখেন, তিনি সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান। (১২০) মদীনার অধিবাসী এবং চারিপার্শ্বের বেদুঈনদের জন্য কখনো শোভনীয় ছিল না যে, আল্লাহ্র রাসূলকে ছেড়ে ঘরে বসে থাকবে এবং তাঁর দিক থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজ নিজ নফসের চিন্তায় মশগুল হবে। কেননা এমন কখনো হবে না যে, আল্লাহ্র পথে ক্ষুধা-পিপাসা ও

দৈহিক খাটুনীর কোনো কষ্ট তারা ভোগ করবে আর সত্যের অবিশ্বাসীদের পক্ষে যে পথ অসহ্য তাতে তারা কোনোরূপ পদক্ষেপ করবে এবং কোনো দুশমনের ওপর (সত্য-দুশমনীর) কোনো প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করবে আর এর বদলে তাদের জন্য কোনো নেক আমল লেখা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে নিষ্ঠাবান আমলকারীদের কাজের প্রতিফল বৃথা যায় না।

(সূরা আত্‌ তাওবা)

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ
مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ
اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ
ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ
مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ
قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ
سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

(১১) হে নবী! বদ্দু আরবদের মধ্যে যাদেরকে পেছনে ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল এক্ষণে তারা এসে অবশ্যই তোমাকে বলবে ঃ 'আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততিদের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল, আপনি আমাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করুন।' এই লোকেরা নিজেদের মুখে সেসব কথা বলছে যা তাদের হৃদয়ে থাকে না। তাদেরকে বলো, ঠিক আছে; এ-ই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালাকে কার্যকর হওয়া থেকে বাধাদানের সামান্য ক্ষমতাও কি কারও আছে যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চান কিংবা চান কোনো কল্যাণ দান করতে ? তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তো আল্লাহ্‌ই ভালোভাবে অবহিত। (১২) (কিন্তু আসল কথা তো তা নয় যা তোমরা বলছ); বরং তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, রাসূল ও মু'মিনগণ নিজেদের ঘরে কখনোই প্রত্যাবর্তন করতে পরবে না। এ খেয়ালটা তোমাদের মনে খুবই ভালো লেগেছে এবং তোমরা খুবই খারাপ ধারণা মনে স্থান দিয়েছ। আসলে তোমরা খুবই খারাপ মন-মানসিকতার লোক। (১৫) তোমরা যখন গনীমতের মাল লাভ করার জন্য যেতে থাকবে, তখন এই পিছনে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাদেরকে অবশ্যই বলবে যে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। এরা আল্লাহ্‌র ফরমান পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ 'তোমরা কক্ষনোই আমাদের সঙ্গে যেতে পারো না, আল্লাহ তো পূর্বেই এ কথা বলে দিয়েছেন।' এরা বলবেঃ 'না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করো' (অথচ এটি কোনো হিংসার কথা নয়,)।' আসলে এরা সঠিক কথা খুব কমই বোঝে। (১৬) এই পিছনে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদেরকে বলে দাওঃ "খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্য ডাকা হবে, যারা খবুই শক্তিসম্পন্ন। তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা অনুগত হয়ে যাবে। সে সময় তোমরা যদি জিহাদের নির্দেশ পালন করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব দেবেন।

আর তোমরা যদি তেমনই পিছনে হটে যাও যেমন পূর্বে পেছনে ফিরে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন।" (সূরা আল-ফাত্হ)

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾

(১৪) এই মরুচারী লোকেরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। এদেরকে বলে দাও, তোমরা ঈমান আনোনি, বরং বলো যে, 'আমরা অনুগত হয়েছি'। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়নি। তোমরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের প্রতিফল দিতে কোনোরূপ কার্পন্য করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাকারী ও দয়াবান। (১৭) এ লোকেরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে যে, তারা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। এদেরকে বলে দাও ঃ তোমাদের ইসলাম কবুলের অনুগ্রহ আমার ওপর রেখো না। আল্লাহ্ই বরং তোমাদের প্রতি নিজের অনুগ্রহ রাখছেন যে, তিনিই তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখাচ্ছেন— যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবিতে বাস্তবিকই সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকো। (সূরা আল-হুজরাত)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿۱۵﴾ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿۱۶﴾ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجْزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿۱۷﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿۱۸﴾ فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾

(১৫) 'সাবা'র জন্য তাদের নিজেদের আবাস স্থলেই একটি নিদর্শন বর্তমান ছিল, দুটি বাগান ডানে ও বামে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিযিক থেকে খাও এবং তাঁর শোকর গুযারী করো। দেশটি খুবই উত্তম ও পরিচ্ছন্ন এবং পরোয়ারদেগার অতীব ক্ষমাশীল। (১৬) কিন্তু তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের ওপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা পাঠিয়ে দিলাম এবং তাদের পূর্বেকার দুটি বাগানের পরিবর্তে অপর দুটি বাগান তাদেরকে দিলাম, যেখানে ছিল তিক্ত-কটু ফল ও ঝাউগাছ এবং কিছু পরিমাণ বরই। (১৭) এটি ছিল তাদের কুফরীর প্রতিদান যা আমরা তাদেরকে দিলাম। আর অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া এমন প্রতিদান আমরা আর কাউকেও দেই না। (১৮) আর আমরা তাদের ও তাদের বসতিসমূহের মাঝে— যেগুলোকে আমরা বরকত দান করেছিলাম— দৃশ্যমান বসতি স্থাপন করে দিয়েছিলাম এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থানে সফরের দূরত্ব একটি পরিমাণ মতো রেখে দিয়েছিলাম। চলাফেরা করো এইসব পথে রাত-দিন পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে। (১৯) কিন্তু তারা বলল ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের

সফরের দূরত্ব দীর্ঘ করে দাও। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে 'কল্প-কাহিনী' বানিয়ে রাখলাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে অতি বড় ধৈর্যশীল ও শোকর আদায়কারী। (সূরা আস-সাবা)

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ۝

হে নবী! যে লোকদেরকে আমরা ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এই কিতাব –যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি –পেয়েই সন্তুষ্ট। আর বিভিন্ন দলের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা এর কোনো কোনো কথা মানে না। তুমি স্পষ্টত বলে দাও ঃ "আমাকে তো কেবল আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও বন্দেগী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর নিষেধ করা হয়েছে তাঁর সাথে কাকেও শরীক বানাতে। কাজেই আমি তাঁর দিকেই আহ্বান জানাচ্ছি, আমার প্রত্যাবর্তনও তাঁরই দিকে।"
(সূরা আর-রা'দ ঃ ৩৬)

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

এরা উত্তম কিংবা তুব্বার জাতি ও তাদের পূর্বগামী লোকেরা ? আমরা তাদেরকে এ কারণে ধ্বংস করেছিলাম যে, তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিল। (সূরা আদ্-দুখান ঃ ৩৭)

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

(৪৬) আর তুমি তূর পাহাড়ের পাদদেশেও তখন উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা (মূসাকে প্রথমবার) ডেকে এনেছিলাম; বরং এটি শুধু তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমত বিশেষ (যে, তোমাকে এইসব তথ্য জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে), যেন তুমি সে লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দাও, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সাবধানকারী লোক আসেনি; সম্ভবত তারা সতর্ক হয়ে যাবে। (সূরা আল-কাসাস ঃ ৪৬)

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

(৪) আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির দেহে দুটি হৃদয় রাখেননি। তিনি তোমাদের সে স্ত্রীদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি, যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করো। তোমাদের দত্তক বা পালক পুত্রদেরকেও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এটি শুধু তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র; কিন্তু আল্লাহ্ সে কথাই বলেন, যা প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। (৫) পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কসূত্রে ডাকো, এটি আল্লাহ্র কাছে অধিক ইনসাফের কথা। আর তাদের পিতৃ পরিচয় যদি তোমরা না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং সাথী। না জেনে তোমরা যে কথা বলো সেজন্য তোমাদের কোনো অপরাধ ধর্তব্য নয়; কিন্তু সে কথা নিশ্চয়ই ধর্তব্য, যার ইচ্ছা তোমরা অন্তরে পোষণ করো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৩৭) হে নবী ! সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ এবং তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে, তাকে তুমি বলেছিলে যে, "তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহ্কে ভয় করো।" তখন তুমি নিজের মনে যে কথা লুকিয়েছিলে, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্র অধিকার সবচেয়ে বেশি যে, তুমি তাঁকেই ভয় করবে। তারপর যায়েদ যখন তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন আমরা সে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার কাছে বিয়ে দিলাম, যেন নিজেদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মিন লোকদের কোনো অসুবিধা না থাকে— যখন তাদের কাছ থেকে এরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে নেবে। আল্লাহ্র নির্দেশ তো কার্যকর হতে হবে।

(সূরা আল-আহযাব)

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَاتَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۚ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ۞

যাদেরকে পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে না যাওয়ার ও ঘরে বসে থাকতে পারার দরুন খুব আনন্দ লাভ করল এবং আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা তাদের সহ্য হলো না। তারা লোকদেরকে বলল, "এই কঠিন গরমে বাইরে যেও না।" তাদেরকে বলো যে, জাহান্নামের আগুন তো এর অপেক্ষাও অধিক গরম। হায়, এদের যদি একটুও চেতনা হতো! (সূরা আত-তাওবা ঃ ৮১)

হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَاتُوْنَ بِهِمْ فِى السَّلَاسِلِ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ حَتّٰى يَدْخُلُوْا فِى الْاِسْلَامِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস" —তোমরাই উত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটান হয়েছে— এ আয়াতের অর্থ হলো, মানুষের কল্যাণ ও উপকারের জন্য সবচেয়ে উত্তম মানবগোষ্ঠী তারাই, যারা মানুষের গলায় আল্লাহ্র আনুগত্যের শিকল পরিয়ে দেয় এবং অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مَعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اِنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .... فَاِنَّهُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنَ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত মুয়ায (রা)কে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। পাঠাবারকালে তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ। তাদেরকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল— একথার সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান করবে .... যদি তারা এসব মেনে নেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا وَلَوْ عَنِّى اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার করো। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা করো, তাতে কোনো দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ সে নিজের কথা আমার কথা বলে চালিয়ে দেয়) তার নিজ ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী)

عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَامُرُوْنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدَ عُنَّهُ وَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ -

হযরত আবু হোযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বারণ করবে। নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (আল্লাহ্র আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে) দো'আ করতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল হবে না। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانُ -

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, তাহলে সে যেন তার হাত দ্বারা (ক্ষমতা দ্বারা) প্রতিহত করে। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে বা সম্ভব না হয়, তাহলে সে যেন মুখের (জবানের) দ্বারা প্রতিবাদ জানায়। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দ্বারা উক্ত কাজকে ঘৃণা করে (এবং উক্ত কাজকে বন্ধ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে) আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

قَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ –

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকবে, যারা হবে আল্লাহ্‌র হুকুমের বাহক ও তাঁর দ্বীনের রক্ষক। যে সমস্ত লোক তাদের মত পোষণ করবে না কিংবা তাদের বিরোধিতা করবে তারা (বিরোধিরা) তাদেরকে ধ্বংস করতে কিংবা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ্‌র ফয়সালা এসে যাবে। আর এই দ্বীনের রক্ষকরা এ অবস্থার ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

(বুখারী-মুসলিম)

২৩. জাতিসমূহ

কুরআন

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ .... ۝ ... وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(২১৩) প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পন্থার অনুসারী ছিল। (উত্তরকালে এ অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়।) অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বক্র-পথের পথিকদের জন্য শাস্তির ভয় দানকারী ছিল এবং তাদের সঙ্গে সত্য গ্রন্থ নাযিল করেন, যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, এর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে। (এবং ঐ সব মতবিরোধ এই কারণে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্যের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়নি।) মতবিরোধ তো তারাই করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এ জন্যই সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছে যে, মূলত তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল....। (২৫১) ..... আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (সূরা আল-বাকারা)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاۤءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। অতঃপর যখন কোনো জাতির মেয়াদ পূর্ণ হয়ে আসে তখন এক মুহূর্তও আগে কি পরে হয় না। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৩৪)

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ

يَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَاۤءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ ...
لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

(১৯) প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। পরে তারা বিভিন্ন ধরনের আকীদা এবং মত ও পথ রচনা করে নিল। তোমাদের আল্লাহ্‌র দিক থেকে পূর্বেই যদি একটি কথা সিদ্ধান্ত করে দেওয়া না হতো, তাহলে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতবিরোধ করে, এর ফয়সালা অবশ্যই করে দেওয়া হতো। (৪৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল রয়েছে, অতঃপর যখন কোনো উম্মতের কাছে তাদের রাসূল এসে পৌঁছায়, তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে এর ফয়সালা চুকিয়ে দেওয়া হয় এবং এর ওপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হয় না। (৪৯) .... প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। এই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ক্ষণিকেরও অগ্র-পশ্চাত হয় না। (সূরা ইউনুস)

হাদীস

عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرَ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا -

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে একথা বলতে শুনেছি ঃ যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি রাখা সত্ত্বেও তা থেকে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ্ সে জাতির ওপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرَ اَنَّ قَوْمَكِ بَنَدُ الْكَعْبَةَ دَاقْتَصَرُوْا عَنْ قَدَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تُرَدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْ لَاحِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَااُرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اِسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ اِلَّا اَنَّ لِلْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرٰهِيْمَ -

হযরত নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে (সম্বোধন করে) বলেছিলেন ঃ তুমি কি জানো যে, তোমার কওম (কুরাইশরা) কা'বা নির্মাণের সময় ইবরাহীমের গাঁথা ভিতের চাইতে ছোট করে নির্মাণ করেছে? (আয়েশা বলেন,) আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি তা ইবরাহীমের গাঁথা ভিতের অনুরূপ করে নির্মাণ করবেন না? (অর্থাৎ পুনরায় অনুরূপ করে নির্মাণ করুন)। একথা শুনে নবী (স) বললেন, তোমার কওমের কুফরীর যুগ যদি অতীত না হতো, (অর্থাৎ অল্পকাল পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করত) তাহলে আমি তাই করতাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, আয়েশা যদি একথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছেই শুনে থাকে তাহলে আমার মনে হয় এ কারণেই তিনি 'হাজরে আসওয়াদ' সংলগ্ন দু'রুকনকে চুমু খেতেন না। কারণ বায়তুল্লাহ ইবরাহীমের গাঁথা ভিত্ অনুযায়ী তৈরি হয়নি। (বুখারী)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَةِ وَيُفَسِّرُ وْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُصَدِّ قُوْا اَهْلَ لْكِتَابِ وَلاَتُكَذِّبُوْ هُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَاهِيْمَ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَااُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ -

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আহলে কিতাবরা (ইয়াহুদ) ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখিত তাওরাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বুঝাত। তাই রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদের কথাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবে না। বরং বলবে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর ঐসব হেদায়েতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর যা কিছু মূসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে তাঁদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা এসবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না বরং আমরা আল্লাহ্র অনুগত বান্দা— মুসলমান। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ لْقِيَامَةِ، وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ -

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের অনুসারীর তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে অধিক। আর আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়াব। (মুসলিম)

২৪. গোত্রসমূহ

কুরআন

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا .... ⊛

হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। বস্তুত আল্লাহ্র কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন ...। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১৩)

.... وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ .... ⊛

(৮৯)... এবং তাদের মধ্যে কাউকেও নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে না। (৯০) অবশ্য সে সমস্ত মোনাফেক এই কথার মধ্যে শামিল নয়, যারা তোমাদের সাথে চুক্তির কোনো জাতির সাথে গিয়ে মিলিত হবে। অনুরূপভাবে সেসব মোনাফেকও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা

তোমার কাছে আসে ও লড়াই-ঝগড়ায় উৎসাহী নহে— না তোমাদের সাথে লড়াই করতে চায় না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে ....। (সূরা আন-নিসা)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةُ فَاَجْلاَ بَنِى النَّضِيْرِ وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَ هُمْ وَ اَوْلاَدَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَاٰمَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا وَ اَجْلاَ يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ وَ يَهُوْدَ بَنِىْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়াহুদ বনী নাযীর ও বনী কুরাইযা গোত্র (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করলে নবী (স) বনী নাযীরের গোত্রকে দেশান্তরিত করলেন এবং বনী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইহসান করে (তাদের ঘরবাড়িতেই) তাদেরকে থাকতে দিলেন। কিন্তু বনী কুরাইযা গোত্র পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হলো এবং কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যারা ঈমান এনে মুসলমান হয়ে নবী (স)-এর সহযোগী হয়ে গেল তারা ছাড়া তাদের অন্যসব নারী, শিশু ও ধন-সম্পদকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। আর নবী (স) মদীনার সব ইয়াহুদকে দেশান্তরিত করলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের গোত্র বনী কায়নুকা ও বনী হারেসাসহ অন্যান্য ইয়াহুদ গোত্রকেও তিনি দেশান্তরিত করেছিলেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوْ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ يَدْعُوْ لاَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ اِذْ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَيْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ يَجْهَرُ بِذَا لِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلٰوتِهٖ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَ نًا لاَحْيَاءٍ مِّنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْيُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রাসূলুল্লাহ (স) যখন কারো জন্য বদ দো'আ করতে চাইতেন অথবা কারো জন্য দো'আ করতে চাইতেন তখন নামাযে রুকুর পরে দো'আ কুনুত পাঠ করে তা করতেন। কখনো তিনি "সামি আল্লাহু লিমান' হামিদাহ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ" বলার পর বলতেন ঃ হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম ও 'আইয়াশ ইবনে আবু রাব্বীআকে নাযাত দান করো। হে আল্লাহ্, মুযার গোত্রকে তোমার কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করো এবং তাদেরকে ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ দাও। এসব কথা তিনি জোরে জোরে বলতেন। আর ফজরের কোনো কোনো নামাযে তিনি কিছু সংখ্যক আরব গোত্রের জন্য এই বলে বদ্ দো'আ করতেন যে, হে আল্লাহ্, অমুক গোত্র এবং অমুক গোত্রের ওপর লানত বর্ষণ করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল

করলেন, "ফয়সালা করার ব্যাপারে তোমার কোনো হাত নেই। তাদেরকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। কেননা তারা জালিম।" (বুখারী)

২৫. শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

কুরআন

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ...

তিনিই তোমাদেরকে জমিনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে অপর কোনো কোনো লোকের মোকাবেলায় অধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এই উদ্দেশ্যে, যেন তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তিনি তোমাদের যাচাই করতে পারেন...।

(সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬৫)

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا

কিন্তু লক্ষ্য করো, দুনিয়ার ক্ষেত্রেই আমরা এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীর লোকের ওপর কি রকমের বৈশিষ্ট্য-মর্যাদা দিয়ে রেখেছি। আর আখেরাতে তার মর্যাদা আরও বড় হবে এবং তার ফযীলত হবে আরো বেশি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২১)

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

(৭২) অতপর আমরা তাকে দান করেছি পুত্র ইস্‌হাককে এবং এর ওপর অতিরিক্ত ইয়াকুবকে, এবং প্রত্যেককে আমরা নেককার বানিয়েছি। (৭৩) আর আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়ে দিয়েছি, তারা আমাদের হুকুম অনুসারে লোকদেরকে পথ-নির্দেশ করছিল এবং আমরা তাদেরকে ওহীর সাহায্যে সর্বপ্রকার নেক কাজ করার এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার হেদায়েত দান করেছি। আর তারা নিজেরা ছিল আমাদের ইবাদতকারী। (সূরা আল-আম্বিয়া)

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ...

(৯৫) যেসব মুসলমান কোনো অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ তা'আলা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের তুলনায় জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন। এদের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও আল্লাহ্ কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন; কিন্তু তাঁর দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণময় কাজের ফল নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশি; (৯৬) তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে ...। (সূরা আন-নিসা)

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا
سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ۝ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

(৬৬) যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনের মধ্যে উল্টানো-পাল্টানো হবে, তখন তারা বলবে : "হায়! আমরা যদি আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম!" (৬৭) আরও বলবে : "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা আমাদের সরদার ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছি আর তারা আমাদেরকে হেদায়েতের পথ থেকে গুমরাহ করেছে। (৬৮) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের ওপর কঠোর অভিশাপ বর্ষণ করো।"
(সূরা আহযাব)

.... وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ
الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ
اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ
أَنْدَادًا ... ۝

(৩১) .... যখন এই জালিমরা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমীপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে; তখন তারা পরস্পর পরস্পরের ওপর দোষারোপ করতে থাকবে। যাদেরকে দুনিয়ায় দাবায়ে রাখা হয়েছিল, তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে : "তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।" (৩২) সে ক্ষমতাদর্পীকা দাবায়ে রাখা লোকদেরকে জবাব দেবে : "তোমাদের কাছে যে হেদায়েত এসেছিল আমরা কি তা থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম ? না, বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।" (৩৩) সেই দাবায়ে রাখা লোকেরা এই ক্ষমতাদর্পী লোকদেরকে বলবে : "না, বরং দিবা-রাত্রির ষড়যন্ত্র ছিল, যখন তোমরা আমাদেরকে বলতে যে, আমরা যেন আল্লাহ্কে অমান্য করি এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানিয়ে নেই।"...? (সূরা আস-সাবা)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝
وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(১২৩) এমনিভাবেই আমরা প্রতিটি জনপদে এর বড় বড় অপরাধী লোকদেরকে নিযুক্ত করেছি, যেন তারা তথায় নিজদের ধোঁকা, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। মূলত তারা নিজেদের প্রতারণার জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এর চেতনা তাদের নেই। (১২৯) জেনে রাখো, এমনিভাবেই আমরা (পরকালে) জলিমদেরকে পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দেবো সে উপার্জনের বিনিময়ে যা তারা (দুনিয়ায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে) করেছিল। (সূরা আল-আন'আম)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ
هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ

شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(৭৫) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, একজন হলো অপরের মালিকানাধীন গোলাম। সে নিজে কোনোই ক্ষমতা-এখতিয়ার রাখে না এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যাকে আমরা নিজস্বভাবে উত্তম রিযিক দান করেছি। এবং সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট খরচ করে। তোমরা বলো, এ দু'জনই কি সমান ? —সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য কিন্তু অধিক লোকই (এই সোজা ও সহজ কথাটি) জানে না। (৭৬) আল্লাহ আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঃ দু'জন লোকের, একজন বোবা; বধির; সে কোনো কাজ করতে পারেনি, নিজের মনিবের ওপর এক বোঝা হয়ে আছে। যে দিকেই সে তাকে পাঠায় কোনো একটি ভালো কাজ তার দ্বারা হয় না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় এবং নিজেও সঠিক ও সুদৃঢ় পথে মজবুত হয়ে আছে। বলো এ দু'জন কি একই রকম ? (সূরা আন-নাহ্‌ল)

হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبِهٰذَ الْاِسْنَادِ قَالَ اللّٰهُ : اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ উম্মত কিন্তু কেয়ামতের দিন আমরাই থাকব সবার অগ্রভাগে। এ সনদে (হাদীসে) এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা আমার উদ্দেশ্যে আমার বান্দাদের জন্য খরচ করো, আমিও তোমার জন্য খরচ করব। (অর্থাৎ তোমাকে অনেক বেশি করে দান করব)। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَّلَا مُتَفَحِّشًا وَّكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) প্রকৃতভাবেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তোমাদের মধ্যে শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। (বুখারী)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ وَرَجُلٌ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهٗ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন বেদুঈন এসে নবী করীম (স)-কে প্রশ্ন করল ঃ হে নাবী (স)! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের জান ও মালের দ্বারা জিহাদ করে; আর সেই ব্যক্তি যে গিরিগুহায় বসে থাকে আর (নির্জনে) আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং মানুষকে তার অনিষ্টতা থেকে রেহাই দেয়। (বুখারী)

২৬. পরামর্শ

কুরআন

فَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞

(৩৬) তোমাদেরকে যা কিছুই দেওয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা যেমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তেমনি চিরস্থায়ীও আর তা সেই লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওপর নির্ভরতা রাখে, (৩৮) যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে এবং নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা আশ-শূরা)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে এস্তেখারা করল, সে কোনো কাজে বিফল (ব্যর্থ) হবে না। যে পরামর্শ করল, সে লজ্জিত হবে না। আর যে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করল, সে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হবে না। (আল-মুজামুস সগীর)

يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ وَلَا لِّذِيْ بَايَعَهُ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে আমীর হিসেবে বায়াত (শপথ) নেয় তার বায়াত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বায়াত গ্রহণ করবে তাদের বায়াতও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَاَمْرُكُمْ شُوْرَاى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের নেতারা হবে ভালো মানুষ, ধনীরা হবে দানশীল এবং তোমাদের কাজকাম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন জমিনের উপরের ভাগ নিচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নীচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী)

২৭. অংশীদারিত্ব

কুরআন

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ
خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَا
أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ
لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ... ﴿٢٤﴾

(২১) আর তুমি কি সে মামলাকারীদের কোনো খবর জানতে পেরেছ, যারা দেওয়াল টপকিয়ে তার বালাখানায় প্রবেশ করেছিল ? (২২) তারা যখন দাউদের কাছে পৌঁছল তখন সে তাদেরকে দেখে ঘাবড়িয়ে গেল। তারা বলল ঃ "ভয় পাবেন না! আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের একপক্ষ অপর পক্ষের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফয়সালা করে দিন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। (২৩) এ আমার ভাই। এর কাছে নিরানব্বইটি দুম্বী আছে, আর আমার কাছে মাত্র একটি। সে আমাকে বলল ঃ "এ একটি দুম্বীও আমারই হাওয়ালা করে দাও। আর সে কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে দিল।" (২৪) দাউদ জবাব দিল ঃ "এই ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী শামিল করার দাবি জানিয়ে নিঃসন্দেহে তোমার ওপর জুলুম করেছে। আর সত্য কথা এই যে, একত্রে পাশাপাশি বসবাসকারী লোকেরা পরস্পরের প্রতি প্রায়শ বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে কেবল তারাই এ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম।" ...। (সূরা সাদ)

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ... ﴿٦١﴾

.... তোমরা একত্রিত হয়ে খাও বা ভিন্ন ভিন্নভাবে খাও, তাতে কোনো দোষ নেই ....।

(সূরা নূর ঃ ৬১)

২৮. কর্তৃত্ব

কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্র আনুগত্য করো রাসূলের এবং সে সব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম। (সূরা আল-নিসা ঃ ৫৯)

.... وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ ...

....বস্তুত আল্লাহ যাকে চান, তাকেই তাঁর রাজ্য দানের এখতিয়ার রয়েছে।
(সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৭)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ؍ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ...

বলো ঃ হে আল্লাহ, সমস্ত রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান করো আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা কেড়ে লও। যাকে চাও সম্মানিত করো আর যাকে চাও অপমানিত লাঞ্ছিত করো ...। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৬)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهٖ ؍ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلٰٓى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ...

এরা যখনই কোনো প্রকার শান্তিপ্রদ কিংবা ভয়ানক খবর শুনতে পায়, তখনি তাকে সর্বত্র প্রচার করে দেয় অথচ এরা যদি তা রাসূল এবং আপন সমাজের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, তবে তা এমন সব লোক জানার সুযোগ পায়, যারা এদের মধ্যে সে কথা থেকে সঠিক ফল গ্রহণের মতো যোগ্যতা রাখে ....। (সূরা নিসা ঃ ৮৩)

হাদীস

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নেতার (শাসকের) কথা শোনা ও মান্য করা মুসলিম ব্যক্তির জন্যে অবশ্য কর্তব্য। সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক বা না হোক তবে এই শর্তে যে, তা যেন নাফরমানীমূলক কাজের জন্যে না হয়। আর যখন আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কোনো কাজের আদেশ তাকে দেওয়া হবে তখন তা শোনা এবং আনুগত্য করা যাবে না। (বুখারী-মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে আমাকে অমান্য করল যে যেন আল্লাহ্‌কেই অমান্য করল। (বুখারী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমীরের বা নেতার আনুগত্য করল সে যেন আমারই আনুগত্য করল আর যে আমীরকে অমান্য করল সে যেন আমাকেই অমান্য করল।

قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اَلطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আনুগত্য কেবলমাত্র মা'রুফ (উত্তম) কাজে প্রযোজ্য।

عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَّةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ -

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পাপের কাজে কোনো আনুগত্য নেই। আনুগত্য তবু নেক (উত্তম) কাজের ব্যাপারে। (বুখারী, মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَلِقِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

২৯. জুলুম

কুরআন

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝

মানুষ খারাপ কথা বলুক, তা আল্লাহ পছন্দ করেন না। অবশ্য কারো ওপর জুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। আল্লাহ সব কিছুই শোনেন এবং সব কিছুই জানেন। (অত্যাচারিত হলে যদিও তোমাদের খারাপ কথা বলার অধিকার আছে।) (সূরা আন-নিসা ঃ ১৪৮)

.... اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

.... নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালিম লোকদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আশ-শূরা ঃ ৪০)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَحَدٍ مِّنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرْهَمٌ، اِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ، وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন আজই (দুনিয়াতে থাকতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোনো অর্থ-সম্পদ থাকবে না। সে দিন তার কোনো নেক আমাল থাকলে তা থেকে জুলুমের দায় পরিমাণ কেটে নেওয়া হবে। আর তার কোনো নেক আমাল না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে কিছু নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا لَا تَظْلِمُوْا اَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ اَمْرِىءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ -

রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, সাবধান! তোমরা জুলুম করবে না। সাবধান! সন্তুষ্টি মনে এজাযত দান ব্যতীত কারো মাল কারো জন্য হালাল হবে না। (বায়হাকী)

عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اِنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ -

হযরত আওস ইবনে সুরাহবীল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি জালিমকে জালিম বলে জানা সত্ত্বেও তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। (বায়হাকী)

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জুলুম করে অপরের এক বিঘৎ জমি আত্মসাত করবে, কেয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْمَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا ؟ قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ -

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমার মুসলমান ভাই যালেম হোক, কিংবা মযলুম হোক, তাকে তুমি সাহায্য করবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন; হে আল্লাহ্‌র নবী! মযলুমকে তো আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু যালেমকে আমি কি করে সাহায্য করব ? হুজুর (স) বললেন, তুমি তাকে যুলুম হতে বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার জন্য তাকে সাহায্য করা। (বুখারী, মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং (যাবার বেলায়) তাঁকে বলেন, মজলুমের বদদো'আ ভয় করো। কেননা তার বদদো'আ ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। (বুখারী)

৩০. গোপন সমাবেশ

কুরআন

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ يَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ؗ وَ اِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ؗ وَ يَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا

اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(৮) তুমি কি সেই লোকদের দেখনি যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা সেই তৎপরতাই চালিয়ে যাচ্ছে, যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এ লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পরে পাপাচার, বাড়াবাড়ি ও রাসূলের না-ফরমানীর কথাবার্তা বলছে। আর যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে এমন পদ্ধতিতে সালাম করে, যেভাবে আল্লাহ তোমাকে সালাম করেননি। তারা নিজেদের মনে মনে বলে, আমাদের এসব কথাবার্তার দরুন আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দেন না কেন ? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা এরই ইন্ধন হবে। তা হবে তাদের অতীব দুঃখময় পরিণতি। (১০) কান-পরামর্শ করা তো একটা শয়তানী কাজ আর তা করা হয় এ জন্য যে, ঈমানদার লোকেরা যেন এর দরুন দুঃখিত ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্‌র অনুমতি ভিন্ন তা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আর মু'মিন লোকদের কর্তব্য হলো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা রাখা।

(সূরা আল-মুজাদালাহ)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجٰى رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ
حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন তোমরা তিনজন একসঙ্গে থাকো, তখন একজনকে বাদ দিয়ে অন্য দু'জন কোনো সলা-পরামর্শ করবে না যে পর্যন্ত না তোমরা অনেক লোকের মধ্যে মিশে যাও। কারণ এতে তাকে দুঃখ দিতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

৩১. ষড়যন্ত্র

কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ
وَالتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(৯) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বলো, তখন পাপাচার বাড়াবাড়ি ও রাসূলের না-ফরমানীর কথা-বর্তা নয়; বরং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার (তাকওয়ার) কথা-বার্তা বলো এবং সেই আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো, যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে। (১০) কান-পরামর্শ করা তো একটা শয়তানী কাজ আর তা করা হয় এ জন্য যে, ঈমানদার লোকেরা যেন এর দরুন দুঃখিত ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত

হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ্‌র অনুমতি ভিন্ন তা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আর মু'মিন লোকদের কর্তব্য হলো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা রাখা। (সূরা মুজাদালাহ্)

... وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۚ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝

.... তবে যারা অনর্থক চালবাজি করে, তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে এবং তাদের ধোঁকা-প্রতারণা আপনা আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা ফাতির : ১০)

৩২. দেশ থেকে বিতাড়ন

কুরআন

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ۡ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ۚ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

(৮৪) আরও স্মরণ করো, আমরা তোমাদের কাছ থেকে এ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না ও পরস্পরকে ঘর থেকে বিতাড়িত করবে না, তোমরা সকলে এটা স্বীকার করেছিলে; তোমরা নিজেরাই এর সাক্ষী। (৮৫) কিন্তু আজ সে তোমরাই নিজেদের ভাই-বন্ধুদের হত্যা করছ, নিজেদের গোত্রের কিছু লোককে তোমরা ঘর-বাড়ি থেকে নির্বাসিত করছ, জুলুম ও বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছ এবং যখন তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তখন তাদের মুক্তির জন্য তোমরা 'বিনিময়ের' আদান-প্রদান করো। অথচ তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে নির্বাসিত করাই ছিল তোমাদের প্রতি হারাম; তবে তোমরা কি আল্লাহ্‌র কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং অপর অংশকে করো অবিশ্বাস ? জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ্‌র মোটেই অজ্ঞাত নয়। (সূরা বাকারা)

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(৮) যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি। সে লোকদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন। (৯) তিনি

তোমাদেরকে কেবল সে লোকদের সাথে বন্ধুতা করতে বারণ করেন যারা তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করেছে। এই লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম। (সূরা আল-মুনতাহানা)

হাদীস

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا حَتّٰى (اِذَا) جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذَا الْاَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلَّا فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা মসজিদে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে নবী (স) আমাদের কাছে আগমন করে বললেন, চলো, ইহুদীদের এলাকায় যেতে হবে। আমরা রওয়ানা হয়ে বায়তুল মিদরাসে (ইহুদীদের ধর্মীয় শিক্ষালয়) পৌছলে নবী (স) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তিতে থাকতে পারবে। জেনে রাখো সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে এই ভূখণ্ডে (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহিষ্কার করতে চাই। কাজেই তোমরা কোনো বস্তু বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করে দাও। অন্যথায় জেনে নাও এ পৃথিবী আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ইখতিয়ারভুক্ত। (বুখারী)

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَمِعَ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى قُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ مَايَوْمُ الْخَمِيْسِ قَالَ اِشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُوْنِى بِكَتِفٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَاتَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلَا يَنْبَغِى عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا مَالَهُ اَهْجَرَ اِسْتَفْهِمُوْاهُ فَقَالَ ذَرُوْنِى فَالَّذِىْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِى اِلَيْهِ فَاَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَاكُنْتُ اُجِيْزُهُمْ وَالثَّالِثَةُ (وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ) خَيْرٌ اِمَّا اَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَاِمَّا اَنْ قَالَهَا فَنَسِيْتُهَا قَالَ سُفْيَانُهٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ -

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন ঃ আহ বৃহস্পতিবার দিন! আর কি বলব সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা। এ কথাগুলো বলেই তিনি এতো কাঁদলেন যে, প্রস্তরখণ্ডসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, হে ইবনে আব্বাস! বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল বলুন? তিনি বললেন, এই দিনই রাসূলুল্লাহ (স)-এর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। এই সময় তিনি (স) বললেন, আমার কাছে একখণ্ড কাঁধের হাড় নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়ে দেবো, যা অনুসরণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন সাহাবাগণ মতানৈক্য করে পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দিলেন, যদিও কথা কাটাকাটি কোনো নবীর সামনে সমীচীন নয়। তারা বললেন, রাসূলুল্লাহ (স)কে এ সময় বেশি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তবে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায়।

এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি যেমন আছি তেমনই আমাকে থাকতে দাও। কারণ, তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছ তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, তাই উত্তম। তিনি তারপর তিনটি বিষয়ে সবাইকে উপদেশ দান করলেন। (আর তা হলো এই যে,) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে। দূত বা প্রতিনিধি দলকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তৃতীয়টি তিনি (স) নিজেই বলেননি কিংবা বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। (বুখারী)

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ يَهُوْدَ بَنِىْ النَّضِيْرِ قُرَيْظَةَ حَارَبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَنِىْ النَّضِيْرِ وَاَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذَالِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَ هُمْ وَاَوْ لَاهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا اَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاٰمَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا وَاَجْلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ (وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ) وَيَهُوْدَ بَنِىْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِيٍّ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে রাফি ও ইসহাক ইবনে মানসুর (র) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনু নাযীর এবং বনু কুরায়যা গোত্রদ্বয়ের ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বনু নাযীরকে দেশান্তর করেন। এবং বনু কুরায়যাকে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। পরিশেষে বনু কুরায়যাও যুদ্ধ করল। ফলে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করলেন এবং তাদের নারী, শিশু ও সম্পদসমূহ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। কিন্তু তাদের কিছু সংখ্যক লোক যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাদেরকে তিনি নিরাপত্তা প্রদান করেন। তখন তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনার সকল ইহুদীকে দেশান্তর করেন। বনু ক্বায়নুকা গোত্রের ইহুদী (আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইহুদী বংশধর), বনু হারেছার ইহুদী এবং মদীনায় বসবাসরত সকল ইহুদীকেই দেশ থেকে বহিষ্কার করেন। (মুসলিম)

৩৩. মালিকানা ও সত্ত্বলাভ

কুরআন

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ...

প্রকৃত পক্ষে তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, ...।
(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৯)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۭ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ... وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ...

(১) তোমার কাছে গণীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ? বলো ঃ এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। .... (৪১) আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট...। (সূরা আল-আনফাল)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ম'মিনদের কাছ থেকে তাদের মন-প্রাণ এবং তাদের ধন-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র যিম্মায় একটি পাকা-পোক্ত ওয়াদা রয়েছে তওরাত , ইঞ্জীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্‌র অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশি পূরণকারী আর কে আছে ? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন, যা তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পন্ন করেছ; এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা আত-তাওবা ঃ ১১১)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴿٥٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ... ﴿٦٦﴾

(৫৫) শুনে রাখো, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহ্‌র ...। (৬৬) জেনে রাখো! আসমানের বাসিন্দা হোক কি জমিনের, সকলে ও সবকিছুই আল্লাহ্‌র মালিকানাভুক্ত ...। (সূরা ইউনুস)

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ .... ﴿٢٩﴾

অবশ্য তোমাদের জন্য এতে কোনো দোষ নেই যে, তোমরা এমন সব ঘরে প্রবেশ করবে যা কারো বসবাসের জায়গা নয় আর যেখানে তোমাদের কোনো কাজের জিনিস পড়ে রয়েছে ...। (সূরা আন-নূর ঃ ২৯)

হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا (تَغْدُوْا) فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী (স)কে বলতে শুনেছি ঃ সেই পবিত্র সত্তার শপথ যাঁর মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে পেছনে থেকে যাওয়া আদৌ পছন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সাওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারব না বলে আশঙ্কা না হতো, তাহলে আল্লাহ্‌র পথে

যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি পেছনে থাকতাম না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, আমি আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়ে যাই অতঃপর জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই, অতঃপর আবার জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই, পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় নিহত হই। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهٗ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ اَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রাসূলুল্লাহ (স) খোতবা দিতে গিয়ে বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করল, কিন্তু নিহত হলো। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করল, সেও নিহত হলো। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করল, কিন্তু সেও নিহত হলো। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ নেতা মনোনীত হওয়া ছাড়াই পতাকা ধারণ করল এবং বিজয় লাভ করল। নবী (স) আরো বললেন, তাঁরা (শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে) এই সময় আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হতো না। অপর বর্ণনায় আছে, নবী (স) বলেছিলেন, তাদের কাছে (যারা শহীদ হয়েছে) শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে— এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে অবস্থান আনন্দদায়ক হতো না। এই কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু' চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। (বুখারী)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يُكْلَمُ اَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে, আল্লাহ্‌ই ভালো করে জাননে কে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কেয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় তাজা রক্তসহ উপস্থিত হবে, আর তা থেকে মেশকের সুগন্ধি আসতে থাকবে। (মুসলিম)

৩৪.ভাগ-বণ্টন (গণিমতের)

কুরআন

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ .... ۞

আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; ...। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৪১)

... فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ....

.... ঠিক আছে, তোমরা যদি তা না করো– আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে ক্ষমা করে দিলেন— তাহলে নামায কায়েম করতে থাকো, যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো ...। (সূরা আল-মুজাদালাহ ঃ ১৩)

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

যুদ্ধ করো আহলে কিতাবের সে লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্ এবং পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ্ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হারাম করে না। এবং সত্য দ্বীন-ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না। (তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়। (সূরা আত-তাওবা ঃ ২৯)

... كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ....

.... তোমরা তাঁর উৎপাদিত ফল-ফসল খাও, যখন এটা ফল ধারণ করবে এবং তাঁর হক আদায় করো যখন এই সবের ফসল আহরণ করবে। আর তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না ....।
(সূরা আল-আন'আম ঃ ১৪১)

হাদীস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنّٰى) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ اَصَبْتُ سَيْفًا فَاَتٰى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفِّلْنِيْهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَفِّلْنِيْهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفِّلْنِيْهِ فَقَالَ ضَعْهُ اُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهٗ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهٗ قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ يَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الْاٰيَةُ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না ও ইবনে রাশ্শার (র) হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার সম্বন্ধে চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। আমি একটি তলোয়ার পেলাম। এরপর সেটি নবী করীম (স)-এর কাছে নিয়ে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি এটি রেখে দাও। তারপর আবার দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! এটি আমাকে দিয়ে দিন। তখনও তিনি বললেন, এটি রেখে দাও। তারপর আবার দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! এটি আমাকে দিয়ে দিন। আমি কি সে ব্যক্তির স্থলে গণ্য হবো, যে দ্রব্যটি ব্যবহারের ব্যাপারে মুখাপেক্ষীহীন নয়? । নবী (স) বললেন ঃ তুমি এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) 'তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য।' (মুসলিম)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى قَالَ قَرَابُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ سَرِيَّةً وَاَنَا فِيْهِمْ قِبَلَ نَجْدَ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرَةً فَكَانَ سُهْمَا نُهُمْ اِثْنَى عَشَرِ بَعِيْرًا اَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا.

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) একদা একটি সেনাদল নাজদের দিকে পাঠান। তন্মধ্যে আমিও ছিলাম। তারা সেখানে অনেক উট গনিমত হিসাবে লাভ করল। প্রত্যেকের অংশে বারটি করে অথবা এগারটি করে উট পড়ল এবং প্রত্যেককেই একটি করে অতিরিক্ত উট দেওয়া হলো। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَيُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে এবং একমাত্র আল্লাহ্র পথে জিহাদ ও তার বিধানের সত্যতার প্রতি স্বীয় বিশ্বাস প্রতিপন্ন করে দেখানো ছাড়া আর কিছুই যাকে বাড়ি থেকে বের করতে পারে না, আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর ব্যাপারে এ রূপ জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যে, তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (যদি সে জিহাদে শাহাদাত লাভ করে থাকে) অথবা সে যা কিছু পুরস্কার এবং গনিমত লাভ করেছে সেসবসহ, যেখান থেকে সে (জিহাদে) বের হয়েছে সেখানে তাঁকে (সহিসালামতে) ফিরিয়ে আনবেন। (বুখারী,মুসলিম)

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً قَسَمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَ كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ -

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) বলেছেন, পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য সমস্যা দেখা না দিলে নবী (স) যেমন খায়বার এলাকা বণ্টন করে দিয়েছিলেন আমিও সমস্ত বিজিত এলাকাকে তার অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَّبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوٰى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ -

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) খণ্ড অভিযানে প্রেরিত কিছু সংখ্যক সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু গনিমত প্রদান করতেন। (বুখারী)

(স) (এরূপ) বার বার কথাটি বললেন।

عَنْ اَنَسِ بْنِتْ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَلنَّخَلاَتِ حَتّٰى اِفْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা নবী (স)-কে খেজুর গাছ উপহার

দিত। পরে নবী (স) যখন বনু কোরায়যা ও বনু নাযির গোত্রের ওপর বিজয়ী হলেন তখন ঐ গাছগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। (বুখারী)

৩৫. সাজগোছ বা রূপ চর্চা (পোষাক)

কুরআন

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

(৩২) হে নবী! তাদেরকে বলো, আল্লাহ্‌র সে সব সৌন্দর্য-অলংকার কে হারাম করেছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া পবিত্র জিনিসসমূহকে কে নিষিদ্ধ করেছে ? বলো, এই সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্যই আর কেয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাদের জন্যে হবে। এভাবে আমরা আমাদের কথাসমূহ স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৩২)

হাদীস

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَهَا الْحِبَرَةُ -

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) 'হিবারা' (ইয়েমেন দেশীয় সবুজ রঙ্গের ডোরাযুক্ত) পড়তে অধিক পছন্দ করতে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) গুটিমেরে বসতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন পুরুষকে একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতে, যাতে তার লজ্জাস্থানের ওপর ওই কাপড়ের কিছু থাকে না। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) পুরুষদেরকে যাফরানী রংয়ের কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ، اَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ، وَاِجَابَةِ الدَّاعِى، وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمَ، اَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ، وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ -

হযরত সুয়ায়েদ ইবনু মুকার্‌রিন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযিব (রা)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের রোগীর দেখাশোনা করা, জানাযার সাথে চলা, হাঁচি দাতার জবাব দেওয়া, কসম পূর্ণ করা অথবা বলেছেন কসমকারীর কসমপূর্ণ করা, মাজলুমের সাহায্য করা, দাওয়াতকারীর আহ্বানে (দাওয়াতে) সাড়া দেয় এবং সালামের বিস্তার করার আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা, রৌপ্য পাত্রে পান করা, মায়াসির (এক জাতীয় নবম রেশমী কাপড়) ও কাস্‌সী (রেশম মিশ্রিত এক জাতীয় মিসরী কাপড়) ব্যবহার করা এবং মিহি রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী বস্ত্র ও খাঁটি রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِى فِى بُرْدَيْنِ الْقِيَامَةِ - قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللّٰهُ بِهِ الْاَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার দুই চাদর পড়ে গর্ভভরে পায়চারী করছিল। নিজেকে নিজে ভালো মনে করছিল। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহ্ তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিলেন। কেয়ামত পর্যন্ত সে ভুগর্ভের তলাতে থাকবে। (মুসলিম)

৩৬. সেনাবাহিনী

কুরআন

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

আর তোমরা যতদূর সম্ভব বেশি পরিমাণ শক্তিমত্তা ও সদাসজ্জিত ঘোড়া তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখো, যেন এর সাহায্যে আল্লাহ্‌র এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমন সব শত্রুদের ভীত-শংকিত করতে পারো যাদেরকে তোমরা জানো না; কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, এর পুরোপুরি বদলা তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের সাথে কক্ষনোই জুলুম করা হবে না। (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ أَعَزَّ جُنْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রাসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই বলতেন যে, শুধুমাত্র এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর বাহিনীকে (মুসলমান) বিজয় দান করে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে [রাসূলুল্লাহ (স)] সাহায্য করেছেন এবং একাকভাবে সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তিনিই সর্বশেষ! তাঁর পরে কিছুই থাকবে না। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ اَتَاهُ جِبْرَئِيلُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ قَالَ فَاِلٰى اَيْنَ قَالَ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (স) খন্দক থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমন সময় জিবরাইল এসে বললেন ঃ আপনি তো অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম আমি এখনও যুদ্ধের হাতিয়ার নামাইনি। ওদের বিরুদ্ধে চলুন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় যেতে হবে? তিনি [জিবরাইল (আ)] ইহুদী বনী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। তখন নবী (স) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

৩৭. সেনা দল— অভিযান বা বিজয়ের প্রাণশক্তি

কুরআন

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

যুদ্ধ করো আহলি কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ এবং পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ্ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হারাম করে না। এবং সত্য দ্বীন-ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না। (তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়।
(সূরা আত-তাওবা ঃ ২৯)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ... ۝

এই লোকেরা কি দেখতে পায় না, আমরা এই জমিনের ওপর দিয়ে আগিয়ে চলেছি এবং এর পরিধি চারিদিক হতে আমরা সংকীর্ণ করে এনেছি ...। (সূরা আর-রা'দ ঃ ৪১)

... اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۗ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

.... কিন্তু তারা কি দেখে না যে আমরা জমিনকে নানা দিক দিয়ে সঙ্কুচিত করে এনেছি? তবুও কি তারা জয়ী হবে? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৪)

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۝ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۝ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

(৩৯) তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (৪০) এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এটুকু যে, তারা বলত ঃ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো আল্লাহ। আল্লাহ্ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করতে না থাকতেন, তাহলে যে খানকা, আশ্রম, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদে আল্লাহ্র নাম বিপুলভাবে যিকির করা হয়— সে সবই চুরমার করে দেওয়া হতো। আল্লাহ্ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় পরাক্রান্ত। (৪১) এরা সে সব লোক, যাদেরকে আমরা যদি জমিনে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যাবতীয় ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ নিষেধ করবে। আর সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্র হাতে। (সূরা আল-হাজ্জ)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো, তাঁর দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করো এবং তাঁর পথে চেষ্টা ও সাধনা করো; সম্ভবত তোমরা সাফল্যমন্ডিত হতে পারবে।

(সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৩৫)

হাদীস

عَنْ عَمْرِبْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفُ لِّبَنِى عَامِرِبْنِ لُؤَيٍّ وَّكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاتِى بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهٗ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ ثُمَّ قَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَاعُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَىْءٍ قَالُوْا اَجَلْ - يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَايَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ مَاالْفَقْرُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّىْ اَخْشٰى اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَاكَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا - وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ-

নবী করীম (স)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের বন্ধু আমর ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বাহরাইনবাসীর কাছে থেকে জিযইয়া আনার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (স) বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করে (বিখ্যাত সাহাবা) আলা ইবনে হাযরামীকে সেখানকার শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। আবু উবায়দা (ইবনুল জাররাহ) বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে ফিরে আসলে আনসারগণ তার ফিরে আসার খবর শুনলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ফযরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তারা সবাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় আবু উবায়দার মাল নিয়ে ফিরে

আসার কথা তোমরা শুনেছ। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হ্যাঁ আমরা তা শুনেছি। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সুসংবাদের আশা রাখো। আল্লাহ্‌র শপথ; আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না। বরং আমার ভয় হয় যে, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মতো পৃথিবীর প্রাচুর্য লাভ করে তাদের মতোই তাতে নিমগ্ন হয়ে যাবে। আর এভাবে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য তাদেরকে যেমন ধ্বংস করেছিল তোমাদেরকেও তেমন ধ্বংস করে দেবে।

عَنْ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُقَاتِلُ اَوْ اُسْلِمُ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيْلاً وَاجِرَ عَشِيْرًا -

হযরত বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। মুখমণ্ডল লৌহবর্মে আবৃত অবস্থায় এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (প্রথমে) আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন, (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ করো, তারপর জিহাদে লিপ্ত হও। সুতরাং লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদের শরীক হলো এবং নিহত হলো। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে অল্প কাজ করে বেশি পুরস্কার লাভ করল। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهٗ رَجُلٌ اَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا اَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللّٰهِ مَاوَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهٗ خَرَجَ شُبَّانُ اَصْحَابِهٖ وَاَخِفَاؤُهُمْ (خِفَافُهُمْ) حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلَاحٍ فَاَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِىْ نَصْرٍ مَايَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ فَاَقْبَلُوْا هُنَالِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَاَبْنُ عَمِّهٖ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهٖ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبَ اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ صَفَّ اَصْحَابَهٗ -

হযরত আবু ইসহাক (রা) বলেন, বারাআ (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারাহ! হুনাইনের দিন কি আপনারা পলায়ন করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আল্লাহ্‌র শপথ, রাসূলুল্লাহ (স) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। বরং তাঁর কিছু অস্ত্রশস্ত্রহীন নওজোয়ান সাহাবা চলে গিয়েছিলেন। কেননা তারা হাওয়াযেন ও বনী নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরন্দাজদের সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। তাদের কোনো তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল না। এসময় তারা নবী করীম (স)-এর কাছে উপনীত হলেন। তিনি (স) তখন তাঁর শ্বেত খচ্চরটির পিঠে আরোহিত ছিলেন, আর তার চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে তারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর খচ্চরটির লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। নবী করীম (স) খচ্চর থেকে অবতরণ করে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সে সময় তিনি বলছিলেন, আমি যে নবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের মতো নেতার বংশধর। তিনি তাঁর সাহাবীদের ব্যূহ রচনা করলেন। (বুখারী, মুসলিম)।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদেরকে এই বলে বদ্‌দো'আ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! নাযিলকারী, সত্বর হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ্! এই সবগুলোকে তুমি পরাস্ত করো। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে পরাস্ত ও তছনছ করে দাও। (বুখারী)

৩৮. অস্ত্র ধারণের আহ্বান

কুরআন

... وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۴﴾ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۷﴾

(৪) ... আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন রয়েছে; তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী। (৭) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৈন্য-সামন্ত আল্লাহ্‌রই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের মধ্যে রয়েছে এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আল-ফাতাহ্)

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ
وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿۲۱﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۲﴾

(১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং 'মসজিদে হারাম'-এর সেবা ও তত্ত্বাবধায়ক করাকে সে ব্যক্তির কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং যে প্রাণান্ত করল আল্লাহ্‌রই পথে? (২০) আল্লাহ্‌র কাছে তো এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয় আর আল্লাহ জালিমদের কখনো পথ দেখান না। আল্লাহ্‌র কাছে তো সে লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা, যারা ঈমান এনেছে, যারা তাঁর পথে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়েছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেছে আর তারাই হচ্ছে সফলকাম। (২১) তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে; (২২) সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্‌র কাছে কাজের প্রতিফল দেওয়ার অফুরন্ত সামগ্রী রয়েছে। (সূরা আত-তাওবা)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ
وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

যারা নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটি ছড়া বের হলো আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি দানা রয়েছে। আল্লাহ্ যাকে চান, তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদার হস্তও বটে এবং সর্বাভিজ্ঞও। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬১)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা এই যে, যখন (ঈমান আনার কারণে) নির্যাতিত হয়েছে, তখন তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্‌র পথে তীব্র কষ্ট স্বীকার করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের জন্য নিশ্চিতই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াময়। (সূরা আন-নাহল ঃ ১১০)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(২৯) যুদ্ধ করো আহলি কিতাবের সে লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ এবং পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ্ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হারাম করে না। এবং সত্য দ্বীন-ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না। (তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়। (সূরা আত-তাওবা ঃ ২৯)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

এরা কি দেখে না, আমরা একটি শান্তিপূর্ণ হেরেম বানিয়ে দিয়েছি, অথচ তাদের চারদিকে লোকদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়? এতৎসত্ত্বেও কি এ লোকেরা বাতিলকে মানতে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করবে? (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৬৭)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

অতএব হে নবী, তুমি আল্লাহর পথে লড়াই করো; তুমি আপন সত্তা ছাড়া অন্য কারো জন্য দায়ী নও। অবশ্য ঈমানদার লোকদেরকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকো। সম্ভবত আল্লাহ অতি শীঘ্র কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দেবেন। কেননা; আল্লাহ্‌র শক্তিই সর্বাপেক্ষা জবরদস্ত এবং তাঁর শাস্তি সবচেয়ে কঠোর। (সূরা আন-নিসা ঃ ৮৪)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

(৬৫) হে নবী! মুমিন লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে দশ ব্যক্তি যদি ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দু'শয়ের ওপর জয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এরূপ থাকে,

তাহলে সত্য-অবিশ্বাসীদের এক হাজার লোকের ওপর তারা বিজয়ী হতে পারবে। কেননা এরা এমন লোক, যারা সমঝ-জ্ঞান রাখে না। (৬৬) এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানতে পেরেছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশত লোক ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দু'শয়ের ওপর আর এক হাজার লোক এরূপ হলে দু'হাজার লোকের ওপর আল্লাহ্র হুকুমে বিজয়ী হবে। কিন্তু আল্লাহ্ কেবল সে লোকদের সঙ্গী হন, যারা ধৈর্য ধারণকারী। (সূরা আল-আনফাল)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۚ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰى ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١٠

আর কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করো না ? অথচ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের উত্তরাধিকার আল্লাহ্রই জন্য। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পর অর্থ ব্যয় ও জিহাদ করবে, তারা কখনোও সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে অর্থ-ব্যয় ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা পরে অর্থ ব্যয় ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশি ও বিরাট, যদিও আল্লাহ তা'আলা উভয়ের নিকটই ভালো প্রতিশ্রুতি করেছেন। বস্তুত তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ১০)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ وَقٰتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ الَّذِينَ يُقٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتّٰى يُقٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قٰتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ۝ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقٰتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظّٰلِمِينَ ۝ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ
هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۚ وَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَعَسٰى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَ
اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقٰتِلُونَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطٰعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ
دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ

فِيهَا خٰلِدُوْنَ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ
بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ
عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا
مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۞ وَ
قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ
الْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ
مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ
ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ
وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ
اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۞ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ
انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۞ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ۞ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ
اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞

(১৫৪) আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোনো চেতনা হয় না। (১৯০) তোমরা আল্লাহ্র পথে সে সব লোকের সাথে লড়াই করো, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা-লঙ্ঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (১৯১) তাদের সাথে লড়াই করো, যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয় এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার করো, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। এজন্য যে, নরহত্যা যদিও একটি অন্যায় কাজ কিন্তু ফেতনা-ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশি অন্যায়। আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবে না, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করো না। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়,

তবে তোমরাও অসঙ্কোচে তাদেরকে হত্যা করো। কেননা এ সমস্ত কাফেরদের এটাই যোগ্য শাস্তি। (১৯২) পরে তারা যদি বিরত হয়, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৯৩) তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট হয়। এরপর যদি তারা বিরত হয় তবে বুঝে নিও যে, কেবলমাত্র জালিমদের ছাড়া আর কারো ওপর হস্ত প্রসারিত করা সঙ্গত নয়। (১৯৪) হারাম (সম্মানিত) মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত হুরমাত-ই সমানভাবে বজায় রাখা হবে। কাজেই যে তোমাদের ওপর হস্ত প্রসারিত করে, তোমরাও অনুরূপভাবে তার ওপর হস্ত প্রসারিত করো, অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং এ কথা জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গেই আছেন, যারা তাঁর নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন থেকে দূরে সরে থাকে। (১৯৫) আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। ইহসানের পন্থা অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে পছন্দ করে থাকেন। (২১৬) তোমাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর তা তোমাদের অপ্রিয় মনে হচ্ছে। হতে পারে, কোনো প্রিয় জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হলো অথচ তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এটাও হতে পারে যে, কোনো জিনিস তোমাদের ভালো লাগল অথচ তা-ই তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর! প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না। (২১৭) লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হারাম (সম্মানিত) মাসে যুদ্ধ করা কি রকম ? উত্তরে বলে দাও, এ মাসে লড়াই করা খুবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তা থেকেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহ্র পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা, আল্লাহবিশ্বাসীদের জন্য 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করা এবং হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা। আর ফেতনা বিপর্যয় ও রক্তপাত থেকেও কঠিনতর ব্যাপার। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে; এমন কি তাদের সাধ্যে কুলালে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকেও ফিরিয়ে নেবে। (এ কথা খুব ভালো করে বুঝে লও যে,) তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ ধরনের সকল লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন তারা জাহান্নামেই অবস্থান করবে। (২১৮) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে, যারা আল্লাহ্র জন্য আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহ্র রহমত লাভের ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশী। আল্লাহ্ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং নিজের অনুগ্রহ দ্বারা তাদের ধন্য করবেন। (২৪৪) হে মুসলিমগণ! আল্লাহ্র পথে লড়াই করো এবং খুব ভালোরূপে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। (২৪৬) অনন্তর সে ব্যাপারটি সম্পর্কেও তোমরা চিন্তা করে দেখেছ কি, যা মূসার পরে এই বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ঘটেছিল ? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও, যেন আমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করতে পারি। নবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের প্রতি লড়াই করার নির্দেশ দিলে পরে তোমরা লড়াই করতে অস্বীকার করবে না তো ? তারা বলল ঃ এটা কিরূপে হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। বিশেষত আমাদেরকে যখন আমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আর আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু (কার্যত) যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল— আল্লাহ তাদের প্রতিটি জালিমকে জানেন

ও চেনেন। (২৪৭) তাদের নবী তাদেরকে বলল ঃ আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। এটা শুনে তারা বলল ঃ আমাদের ওপর বাদশাহ হয়ে বসার তার কী অধিকার আছে ? বাদশাহ হওয়ার অধিকারী তার অপেক্ষা আমরাই বেশি। সে তো কোনো বড় ধনী ব্যক্তি নয়। নবী উত্তরে বলল ঃ আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারের প্রচুর যোগ্যতা দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান, তাকেই তাঁর রাজ্য দানের এখতিয়ার রয়েছে। আল্লাহ কোথাও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে লিপ্ত নন এবং সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। (২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল ঃ "একটি নদীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা ও যাচাই করবেন; যে এর পানি পান করবে সে আমার সঙ্গী নয়। আমার সাথী কেবল সে-ই হবে, যে তা থেকে পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। অবশ্য কেউ দুই এক অঞ্জলি পান করলে স্বতন্ত্র কথা।" কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া আর সকলেই তা থেকে আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হলো। এরপর তালুত এবং তার সহযাত্রী ঈমানদারগণ যখন নদী পার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো, তখন তারা তালুতকে বলল ঃ আজ জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করার কোনো শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা মনে করত যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহ্র সাথে নিশ্চয়ই সাক্ষাত করতে হবে, তারা বলল ঃ "অনেকবারই দেখা গিয়েছে যে, এক ক্ষুদ্রতম দল আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে একটি বৃহত্তর দলের ওপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (২৫০) যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন তারা দো'আ করল ঃ 'হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমাদের ধৈর্য দান করো, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো।' (২৫১) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাঊদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও বিচক্ষণতা দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন। আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (২৫২) এ সবই আল্লাহ্র নিদর্শন, যা আমি যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পেশ করছি এবং তুমি নিশ্চয়ই প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে একজন। (২৬১) যারা নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে, তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটি ছড়া বের হলো আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি দানা রয়েছে। আল্লাহ্ যাকে চান, তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদার হস্তও বটে এবং সর্বাভিজ্ঞও। (সূরা আল-বাকারা)

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ
يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ
لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ... ۝

(৭৪) (এসব লোকের জেনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করা কর্তব্য সেসব লোকেরই, যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে কিংবা বিজয়ী হবে, তাকে আমরা অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব। (৭৫) কী কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সে সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না, যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নাও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার নিজের তরফ থেকে আমাদের কোনো বন্ধু, দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (৭৬) যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তারা লড়াই করে 'তাগূতের' পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো; নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, শয়তানের ষড়যন্ত্র মূলতই অত্যন্ত দুর্বল। (৭৭) তুমি তাদেরকেও দেখেছ কি, যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও? এখন তাদেরকে যখন লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে, তখন তাদের একাংশের লোকদের অবস্থা এই যে, তারা অন্য লোকদেরকে এমন ভয় করছে, যে রকম ভয় আল্লাহকে করা উচিত। কিংবা তার অপেক্ষাও বেশি ভয়। (তারা) বলে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এই লড়াই করার আদেশ কেন আমাদের প্রতি লিখে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছুকাল অবসর দেওয়া হলো না কেন? তাদেরকে বলো ঃ দুনিয়ার জীবন-সম্পদ অত্যন্ত কম আর পরকাল একজন তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (৭৮) তারপরে মৃত্যু, সে-তো তোমরা যেখানেই থাকবে, সর্বাবস্থায়ই তা তোমাদেরকে গ্রাস করবে— তোমরা যত মজবুত প্রাসাদের মধ্যেই থাকো না কেন ...। (সূরা আন-নিসা)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم

مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ ۚ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ
بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ۭ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۞ وَاَطِيْعُوا
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاۗءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۞ وَ
اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَاۗءَتِ
الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْۗءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ۞ اِنَّ شَرَّ الدَّوَاۗبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ
يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۞ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَذَّكَّرُوْنَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۭ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ۞ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ
قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۭ
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۞

(২০) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য করো না। (২১) তাদের মতো হয়ো না, যারা বলল ঃ আমরা শোনলাম। কিন্তু আসলে তারা শোনে না। (২২) নিশ্চিতই আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেসব বধির ও বোবা লোক যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। (২৩) আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কোনোরূপ কল্যাণ নিহিত আছে, তবে তিনি অবশ্যই তাদেরকে শোনবার তওফীক দিতেন; (কিন্তু এই কল্যাণ ব্যতীত) তিনি যদি তাদেরকে শোনতে দিতেন, তবে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যেতো। (২৪) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন রাসূল তোমাদেরকে ডাকেন সে জিনিসের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যক্তি ও তার দিলের মাঝখানে অন্তরায় এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (২৫) এবং দূরে থাকো সে ফেতনা থেকে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ করেছে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদানকারী। (২৬) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প সংখ্যক, জমিনের বুকে তোমাদেরকে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন মনে করা হতো। তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা তোমাদেরকে না নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয়স্থল জোগাড় করে দিলেন, নিজের দেওয়া সাহায্য দ্বারা তোমাদের হাতকে মজবুত করে দিলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিযিক দান করলেন; (এই আশায় যে), সম্ভবত তোমরা শোকর জ্ঞাপনকারী হবে। (৩৯) হে ঈমানদার লোকেরা! এই কাফেরদের সাথে লড়াই করো, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য হয়ে যায়। (৪০) অতঃপর তারা যদি ফিতনা হতে বিরত থাকে, তবে তাদের আমল আল্লাহই

দেখবেন। আর তারা যদি না-ই মানে, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ই তোমাদের পৃষ্ঠপোষক, তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও বন্ধু। (৪৬) এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্য সহকারে সব কাজ আঞ্জাম দিও; নিশ্চিতই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (৪৭) আর তোমরা সে লোকদের সাথে কোনো খাতির রেখো না, যারা নিজেদের ঘর থেকে গৌরব-অহংকার সহকারে ও অন্য লোকদেরকে নিজেদের শান-শওকত দেখাতে দেখাতে বের হয়— যাদের আচরণই এই হয় যে, তারা আল্লাহ্র পথ থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখে। বস্তুত তারা যা কিছু করে তা আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে পারবে না। (৪৮) (মনে করো সে সময়ের কথা) যখন শয়তান সে লোকদের কার্যক্রমকে তাদের দৃষ্টিতে খুবই চাকচিক্যময় করে দেখিয়েছিল এবং তাদেরকে বলেছিল যে, আজ তোমাদের ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না, আরো (বলেছিল যে,) আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হলো, তখন সে পেছনের দিকে ফিরে গেল আর বলতে লাগল যে, তোমাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই। আমি তা সবই দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাও না। আমি আল্লাহকে ভয় করি আর আল্লাহ বড়ই কঠিন শাস্তিদাতা। (৫৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে জমিনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেসব লোক, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; অতঃপর তারা কোনো প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। (৫৬) (বিশেষ করে) তাদের মধ্যে সে লোকেরা (অধিকতর নিকৃষ্ট), যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছ, তারপর তারা প্রতিটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্কে এক বিন্দুও ভয় করে না। (৫৭) অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে পেয়ে যাও, তাহলে তাদেরকে এমনভাবে শাস্তি দেবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মতো আচরণ করবে, তাদের চেতনা জাগ্রত হবে। আশা করা যায় যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীদের এই পরিণতি দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। (৫৯) সত্য-অবিশ্বাসী কাফের লোকেরা যেন এ ভুল ধারণায় লিপ্ত না থাকে যে, তারা ময়দান দখল করে নিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। (৬০) আর তোমরা যতদূর সম্ভব বেশি পরিমাণ শক্তিমত্তা ও সদাসজ্জিত ঘোড়া তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখো, যেন এর সাহায্যে আল্লাহ্র এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমন সব শত্রুদের ভীত-শংকিত করতে পারো যাদেরকে তোমরা জানো না; কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, এর পুরোপুরি বদলা তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের সাথে কক্ষনোই জুলুম করা হবে না।(সূরা আল-আনফাল)

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا
اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا
فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۞ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ وَاُولٰۤىِٕكَ
هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۞ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۭ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۞ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ ۙ

إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

(৭) এই মোশরেকদের জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের কাছে কোনো ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি কি করে সম্পন্ন হতে পারে– সে লোকদের ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের কাছে সন্ধি-চুক্তি করেছিলে; অতএব যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সঠিক ব্যবহার করবে, তোমরাও ততক্ষণ তাদের ব্যাপারে সঠিক পথে থাকবে। কেননা আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের পছন্দ করেন। (৮) (কিন্তু এদের ছাড়া অপরাপর মোশরেকদের সাথে) কোনো ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি কিরূপে সম্পন্ন হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা এই যে, তারা তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা না তোমাদের ব্যাপারে কোনো নিকটাত্মীয়তার খেয়াল রাখে, না কোনো চুক্তি-প্রতিশ্রুতির দায়-দায়িত্বের কথা মনে রাখে। তারা নিজেদের মুখের দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে ফাসেক। (৯) তারা আল্লাহ্‌র আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যই গ্রহণ করেছে, তারপর আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব খারাপ কাজই এরা করছিল। (১০) কোনো ঈমানদার ব্যক্তির ব্যাপারে এরা না নিকটাত্মীয়তার কোনো খেয়াল করে, না কোনো ওয়াদা-চুক্তির দায়িত্ব পালন করে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সব সময় তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছে। (১১) অতএব তারা এখন যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। জ্ঞানবান লোকদের জন্য আমরা আমাদের আইন-কানুন স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। (১২) আর যদি চুক্তি-প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের পর তারা নিজেদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে, তাহলে কুফরের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করো। কেননা তাদের 'কসমের' কোনো বিশ্বাস নেই। সম্ভবত (আবার তরবারির আঘাতের ভয়েই) তারা বিরত হবে। (১৩) তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেই অভ্যস্ত এবং যারা রাসূলকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করার সংকল্প করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল ? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো ? তোমরা যদি মু'মিন হও তবে আল্লাহ্‌কেই অধিক ভয় করা উচিত। (১৪) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ্‌ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং বহু সংখ্যক মু'মিনের হৃদয়কে ঠাণ্ডা ও শীতল করবেন। (১৫) তাদের হৃদয়ের জ্বালা নিভিয়ে দেবেন, যাকে

চাবেন তওবা করার তওফীকও দান করবেন। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ। (১৬) তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, এমনিই তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে ? অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কোন লোকেরা (তার পথে) প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সাধনা করেছে এবং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিন লোকদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। (১২১) অনুরূপভাবে এটাও কখনোও হবে না যে, (আল্লাহ্র পথে) অল্প বা বেশি কোনো ব্যয় তারা বহন করবে এবং (জিহাদ-প্রচেষ্টায়) কোনো উপত্যকা তারা অতিক্রম করবে অথচ তাদের নামে তা লিখে নেওয়া হবে না— যেন আল্লাহ্ তাদের এই ভালো কাজের প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। (১২৩) হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ করো সে সত্য অমান্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই আছেন। (সূরা আত-তাওবা)

... وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْۤا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

(৩৯) ... আল্লাহ্ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (৪০) এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এটুকু যে, তারা বলত ঃ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো আল্লাহ্। আল্লাহ্ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করতে না থাকতেন, তাহলে যে খানকা, আশ্রম, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদে আল্লাহ্র নাম বিপুলভাবে যিকির করা হয়— সে সবই চুরমার করে দেওয়া হতো। আল্লাহ্ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় পরাক্রান্ত। (৫৮) আর যেসব লোক আল্লাহ্র পথে হিজরত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে বা মরে গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই উৎকৃষ্টতম রিযিকদাতা। (সূরা আল-হাজ্জ)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۗ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝

(২১) প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম আদর্শ বর্তমান ছিল, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি করে আল্লাহ্র স্মরণ করে। (২২) আর সত্যিকার মু'মিনদের (অবস্থা তখন এই ছিল যে), (যখন তারা) আক্রমণকারী সৈনিকদের দেখতে পেল, তখন চিৎকার করে বলে উঠল ঃ এ তো সে জিনিসই,

যার ওয়াদা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের কাছে করেছিলেন; আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। এই ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি করে দিল। (২৫) আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন; তারা কোনো স্বার্থ লাভ না করেই মনের জ্বালা নিয়ে ফিরে গেল, আর মু'মিনদের তরফ থেকে লড়াই করার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট হলেন; আল্লাহ্ বড়ই শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী। (সূরা আল-আহযাব)

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۚ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ
وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم
بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ
عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا
لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ۝ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ
فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۝ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝

(৪) অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হলো গলাসমূহ কর্তন করা। এমন কি, তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর (তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে হয় তাদের প্রতি) অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে কিংবা রক্ত-বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষণ না (তারা) যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ করে। এ-ই হলো তোমাদের করার মতো কাজ। আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই সবকিছু বোঝাপড়া করে নিতেন। কিন্তু তিনি (এ কর্মপন্থা এজন্য অবলম্বন করেছেন), যেন তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনকে পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আর যেসব লোক আল্লাহ্র পথে নিহত হবে, আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে কক্ষনোই নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন, (৬) এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে দাখিল করবেন যার বিষয়ে তিনি তাদেরকে অবহিত করেছেন। (৭) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহ্কে সাহায্য করো, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতিকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। (২০) যারা ঈমান এনেছে তারা বলছিল যে, কোনো সূরা নাযিল করা হয় না কেন (যাতে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হবে); কিন্তু যখন একটি সুদৃঢ় সূরা নাযিল করা হলো যাতে যুদ্ধের উল্লেখ ছিল, তখন তুমি দেখতে পেলে যে, যাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা তোমার প্রতি এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কারো ওপর মৃত্যু আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। তাদের এ অবস্থার জন্য বড়ই আফসোস। (২১) (তাদের মুখে তো) আনুগত্যের স্বীকারোক্তি ও ভালো ভালো কথাবার্তা ধ্বনিত হয়; কিন্তু যখন চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তারা যদি আল্লাহ্র কাছে নিজেদের প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করত তাহলে তাদের জন্যই তা

কল্যাণকর হতো। (২২) এখন তোমাদের থেকে এটি অপেক্ষা অন্য কিছুর আশা করা যায় কি যে, তোমরা যদি উল্টা মুখে ফিরে যাও, তাহলে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরে— একজন অপর জনের— গলা কাটবে ? (২৩) এই লোকদের ওপরই আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছেন। (২৪) তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনি ? না কি তাদের হৃদয়সমূহের ওপর তালা পড়ে গেছে ? (৩৫) অতএব তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়ো না এবং সন্ধি ও সমঝোতার আবেদন করে বসো না; আসলে তোমরাই বিজয়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তোমাদের আমল তিনি কক্ষনোই বিনষ্ট করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾ وَّأُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا أَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾

(১৮) আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন যখন তারা গাছের তলায় তোমার কাছে বায়'আত করছিল। তাদের মনের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। এ জন্য তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন। পুরস্কার দান হিসেবে তাদেরকে তিনি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (১৯) এতদ্ব্যতীত আরো বহু গনীমতের সামগ্রী তাদেরকে দিলেন, যা তারা (শীঘ্রই) অর্জন করবে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক গনীমতের ধন-মাল দান করার ওয়াদা করেছেন, যা তোমরা অবশ্যই লাভ করবে। ত্বরিতগতিতে এ বিজয় তো তিনি তোমাদেরকে দিলেনই আর লোকদের হাতও তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হওয়া থেকে বিরত রাখলেন, যেন এটি মু'মিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে।

আর আল্লাহ সহজ-সঠিক ও নির্ভুল পথের হেদায়েত দান করেন। (২১) এ ছাড়া আরো অনেক গনীমত দেওয়ারও তিনি তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছেন, যা অর্জন করতে তোমরা এখন পর্যন্ত সক্ষম হতে পারনি। আর আল্লাহ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। আল্লাহ তো সব কিছুর ওপরই শক্তিমান। (২২) এই কাফেররা যদি এ সময়ই তোমাদের সাথে লড়াই শুরু করে দিতো তাহলে নিশ্চিতই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত এবং তারা কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী পেতো না। (২৩) এটি আল্লাহ্‌র স্থায়ী রীতি, এটি পূর্ব থেকেই চলে এসেছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সুন্নাতে কোনোরূপ পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের হাতকে তোমাদের ওপর থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের ওপর থেকে বিরত রেখেছিলেন। অথচ তিনি তাদের ওপর তোমাদেরকে আধিপত্য ও বিজয় দান করেছিলেন। আর তোমরা যা কিছু করছিলে, আল্লাহ তা দেখছিলেন। (২৫) এরাই তো সেই লোক যারা কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি এবং কুরবানীর উটগুলোকেও কুরবানীর স্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে। (মক্কায়) যদি এমন মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বর্তমান না থাকত যাদেরকে তোমরা জানো না এবং অজ্ঞতাবশতই তোমরা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিতে ও তার ফলে তোমাদের ওপর কলংক লেপন হবে— এ আশঙ্কা যদি না থাকত (তাহলে যুদ্ধ বিরত রাখা হতো না, তা বিরত রাখা হয়েছে এজন্য) যেন আল্লাহ তাঁর রহমতে যাকে ইচ্ছা শামিল করে নিতে পারেন। সেই মু'মিনরা যদি বিচ্ছিন্ন ও চিহ্নিত হতো তাহলে (মক্কাবাসীর মধ্যে) যারা কাফের ছিল, তাদেরকে আমরা অবশ্যই কঠিন শাস্তি দিতাম। (২৬) (এ কারণেই) এ কাফেররা যখন নিজেদের মনে জিঘাংসামূলক আত্মসম্ভ্রমবোধ ও বিদ্বেষ বসিয়ে নিল, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি পরম প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং মু'মিনদেরকে তাকওয়ার নীতির অনুসারী করে রাখলেন; কেননা তারাই এর অধিক উপযুক্ত ও অধিকারসম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহ তো সব বিষয়ে জ্ঞানবান। (২৭) বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে প্রকৃতই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা পুরোপুরিভাবে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণ মাত্রার শান্তি ও নিরাপত্তাসহকারে প্রবেশ করবে, (তখন) নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করাবে ও চুল কাটাবে আর তোমরা কোনো ভয়ের সম্মুখীন হবে না। তিনি সেই কথা জানতেন যা তোমরা জানতে না। এ কারণে সে স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি এই নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দান করেছেন।
(সূরা আল-ফাতহ্)

... وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

... এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমরা ইস্পাত অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্য বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটি এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখিয়েই তাঁর ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বড়ই শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২৫)

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ

الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَأُولِي الْأَبْصَارِ ۝٢ وَلَوْلَا
أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝٣ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٤ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا
قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَّإِنْ
قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١١ لَئِنْ أُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا
لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝١٢ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ
مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝١٣ لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ
بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝١٤

(২) তিনিই আহলি কিতাব কাফেরদেরকে প্রথম আক্রমণেই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করলেন। তারা যে বের হয়ে চলে যাবে তা তোমরা কখনোই ধারণা করতে না। আর তারাও মনে করে বসেছিল যে, তাদের সুদৃঢ় দুর্গ সমূহই তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ এমন দিক থেকে তাদেরকে পাকড়াও করলেন, যে দিক সম্পর্কে তারা ধারণা পর্যন্ত করতে পারল না। তিনি তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। ফল এই হলো যে, তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করছিল আর মু'মিনদের হাতেও ধ্বংস করাচ্ছিল। অতএব শিক্ষা গ্রহণ করো হে দৃষ্টিবান ব্যক্তিরা। (৩) আল্লাহ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন লিখে না দিতেন তাহলে দুনিয়ায়ই তিনি তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করতেন আর পরকালে তো তাদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছেই। (৪) এসব কিছু এ কারণে হয়েছে যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রবল বিরোধিতা করেছে এবং যে লোকই আল্লাহর বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তাকে শাস্তিদানের ব্যাপারে বড়ই কঠোর। (৫) তোমরা খেজুরের যে গাছ কেটেছ কিংবা যেগুলোকে তাদের শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিলে, তা সব আল্লাহরই অনুমতিক্রমে ছিল আর (আল্লাহ এ অনুমতি এ জন্য দিয়েছিলেন) যেন ফাসেকদেরকে তিনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। (১১) তোমরা কি দেখোনি সেই লোকদেরকে যারা মোনাফেকীর আচরণ অবলম্বন করেছে ? তারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদেরকে বলে, "তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হবো। উপরন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারো কথা কক্ষনোই শোনব না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, এ লোকেরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) এরা বহিষ্কৃত হলে এরা তাদের সঙ্গে কখনোই বের হবে না। আর তাদের ওপর আক্রমণ করা হলে এরা কখনোই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর এরা যদি তাদের সাহায্য করেও তাহলে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অতঃপর কোথাও থেকে কোনো সাহায্য তারা পাবে না। (১৩) এদের হৃদয়ে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয় অনেক বেশি প্রবল। এটি এই কারণে যে, এরা এমন লোক যে, কোনোরূপ বিবেক-বুদ্ধি এদের নেই। (১৪) এরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে (প্রকাশ্য ময়দানে) তোমাদের সাথে লড়াই করতে

কখনোই আসবে না। লড়াই করলেও দুর্গ-পরিবেষ্টিত জনবসতিতে বসে কিংবা প্রাচীরের অন্তরালে লুকিয়ে থেকে করবে। পারস্পরিক বিরুদ্ধতায় এরা বড়ই কঠিন ও অনমনীয়। তুমি তো এদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করো, কিন্তু তাদের হৃদয় পরস্পর বিদীর্ণ। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, এরা নিজেরাই নির্বোধ লোক। (সূরা আল-হাশর)

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۞

(৫৮) আরো স্মরণ করো, যখন আমরা বলেছিলাম ঃ "তোমাদের সম্মুখস্থ 'এ জনপদে' প্রবেশ করো, এর উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেরূপ ইচ্ছা আনন্দের সাথে আহার করো। মনে রেখো, জনপদের দ্বারপথে সিজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ করবে এবং 'হিত্তাতুন' বলতে থাকবে। আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং পুণ্যবানদেরকে অধিকতর অনুগ্রহ দান করব।" (৫৯) কিন্তু যা বলা হয়েছিল জালিমরা এর বদলে অন্য কিছু করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত আমরা জালিমদের ওপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করলাম; বস্তুত এ ছিল তাদেরই অবাধ্যতার শাস্তি। (সূরা আল-বাকারা)

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۞ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ۞ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۚ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

(৪) আল্লাহ তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা ইস্পাত-নির্মিত প্রাচীর। (১১) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আর জিহাদ করো আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-মাল ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। এটিই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো। (১২) আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যেসবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং চিরকালীন বসতির স্থান জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এটি বিরাট সাফল্য (১৩) আর যে দ্বিতীয় জিনিসটি তোমরা চাও, তাও তোমাদেরকে দেবেন। (তাহলো) আল্লাহ্র মদদ এবং খুব নিকটবর্তী বিজয়। (হে নবী!) ঈমানদার লোকদেরকে এর সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (সূরা আস-সফ)

হাদীস

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقٰى تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ -

আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম (স)কে বলল ঃ বলুন তো, আমি যদি শহীদ হই তাহলে আমার অবস্থা কি হবে অর্থাৎ কোথায় অবস্থান করব? নবী করমী (স) বললেন ঃ জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো— যা সে খাচ্ছিল— ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করল এবং শহীদ হলো। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَمَّهٗ غَابَ عَنْ بَدَرٍ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ ﷺ لَئِنْ اَشْهَدَ نِيَ اللّٰهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اُجِدُّ فَلَقِيَ يَوْمَ اُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِىْ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهٖ نَلَقِيَ سَعْدَبْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ اَيْنَ يَاسَعْدُ اِنِّىْ اَجِدُرِ يْحَ الْجَنَّةِ دُوْنَ اُحُدٍ فَمَضٰى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتّٰى عَرَفَتْهُ اُخْتُهٗ بِشَامَةٍ اَوْ بِبَنَانِهٖ فِيْهِ بِضْعٌ وَّ ثَمَانُوْنَ مِنْ طَعَنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তাঁর চাচা আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি (আনাস ইবনে নযর) বলেছেন ঃ আমি নবী করীম (স)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সাথে শরীক হতে পারিনি। তাই আল্লাহ্ যদি আমাকে নবী (স)-এর সাথে কোনো যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন আমি কি বীরত্ব সহকারে লড়াই করি। ওহুদ যুদ্ধের দিন লোকেরা পরাস্ত হয়ে ভাগতে শুরু করলে (তা দেখে) তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! এসব লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যা করল, আমি সেজন্য তোমার কাছে ওযর পেশ করছি এবং মুশরিকরা যা করল তার সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তরবারী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে সাদ ইবনে মুয়াযের সাথে তার দেখা হলে তিনি (আনাস ইবনে নযর) তাকে বললেন ঃ হে সাদ! তুমি কোথায় পালাচ্ছ? আমি তো ওহুদের অপর প্রান্ত থেকে বেহেশেতের খুশবু পাচ্ছি। এরপর তিনি গিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। তার দেহে এত জখমের চিহ্ন ছিল যে, তাকে চেনা যাচ্ছিল না। অবশেষে তার বোন তার দেহের তিল চিহ্ন ও আঙ্গুল দেখে তাকে সনাক্ত করল। তার দেহে আশিটিরও বেশি বর্শা, তীর ও তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছিল। (বুখারী)

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا اَلْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنْ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِهٖ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ الَّاجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ لَا يُخْرِجُهُ مِ بَيْتِهٖ اِلَّا جِهَادٍ فِىْ سَبِيْلٍ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهٖ بِاَنَ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِيهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَانَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ -

হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সে ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন, যে তাঁরই রাস্তায় জিহাদ করে, তাকে ঘর থেকে বের করে কেবল তাঁরই জিহাদ আর তাঁরই কালেমায় বিশ্বাস। সে দায়িত্বটি হচ্ছে হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, না হয় তার প্রাপ্য সওয়াব ও গনিমতসহ সেই স্থানে ফিরিয়ে আনবেন— যেখান থেকে সে (জিহাদে) বেরিয়েছিল।

حَدَّثَنِى زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَمَارَةَ (وَهُوَابْنُ الْقَعْقَاعِ) عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهٖ لَايُخْرِجُهُ اِلَّا جِهَادُ فِىْ سَبِيْلِىْ وَاِيْمَانُ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسَلِى فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنُ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَانَلَ مِنْ اَجْرٍ اَوْغَنِيْمَةٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيَدِه مَامِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّاجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهٖ حِيْنَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْلَا يَشُقُّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَاقَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَبَدًا وَلٰكِنْ لَااَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلُهُمْ وَلَايَجِدُوْنَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اَنِّىْ اَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلُ ثُمَّ اَغْزُوْ فَاُقْتَلُ ثُمَّ اَغْزُوْ فَاقْتَلُ -

হযরত যুহায়র ইবনে হারব (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তির দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁরই রাস্তায় বের হয়। আমারই রাস্তায় জিহাদ, আমার প্রতি ঈমান এবং আমার রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে তখন আমারই জিম্মায় যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো— নতুবা সে তার যে বাসস্থান থেকে বেরিয়েছিল, তার প্রাপ্য সওয়াব গনিমতসহ তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনব। কসম সে পবিত্র সত্তা যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যে যখমই হয় না কেন, কেয়ামতের দিন সে ঠিক যখম অবস্থায়ই আসবে; তার বর্ণ হবে রক্তবর্ণ আর ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর। কসম সেই পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি মুসলমানদের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি কখনো আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের অভিযানে লিপ্ত দলে যোগদান না করে ঘরে বসে থাকতাম না। কিন্তু আমার কাছে এমন সামর্থ্য নেই যে, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেন তাঁদের সকলকে বাহন দান করব, আর তাঁদের নিজেদেরও সে সঙ্গতি নেই যে, নিজেরাই নিজেদের বাহন নিয়ে বের হবে। আর বাহনের জন্য এটা খুবই কষ্টকর হবে যে, আমি যুদ্ধে বেরোবার পর আমার সঙ্গে না গিয়ে পেছনে পড়ে থাকবে। কসম সে পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমার একান্ত ইচ্ছা হয় আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করি আর তাতে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই, আবারও জিহাদ করি, আবারও শহীদ হই।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاى فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ قُلْتَ

قَالَ اَرَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلَّا الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ ذَالِكَ -

হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) হযরত আবু কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) একদা তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং তাদের কাছে বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহ্র রাহে জিহাদ এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি মনে করেন যে, আমি যদি আল্লাহ্র রাহে নিহত হই তাহলে আমার সকল পাপ মোচন হয়ে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন ঃ হ্যাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তুমি কি বললে হে! তখন সে ব্যক্তি (আবার বলল ঃ আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহ্র রাহে নিহত হই তাহলে আমার সকল গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যাবে? তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হ্যাঁ তুমি যদি ধৈর্যধারণকারী, সওয়াবের আশায় আশান্বিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নিহত হও, অবশ্য ঋণের কথা আলাদা। কেননা, জিবরাইল (আ) আমাকে একথা বলেছেন।

৩৯. হারাম (সম্মানিত) মাসসমূহ

কুরআন

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۞ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ۚ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۚ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۞ اِنَّمَا النَّسِىْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۞

(১) সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করা হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের তরফ থেকে, যেসব মোশরেকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে তাদের সাথে। (২) অতএব তোমরা দেশে চারটি মাস আরো চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহ্কে দুর্বল করতে পারবে না। আর (নিশ্চিত কথা) এই যে, আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের লাঞ্ছিত করবেন। (৩) মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ মোশরেকদের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। এখন যদি তোমরা তওবা করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি বিমুখ হও, তাহলে খুব ভালো করে বুঝে নাও যে, তোমরা আল্লাহ্কে দুর্বল করতে অক্ষম। আর হে নবী! সত্য-অমান্যকারীদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ শোনাও। (৪) সেসব মোশরেক ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, পরে তারা সে চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের সাথে একবিন্দু কমতি করেনি। আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করে যাও। কেননা আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। (৫) অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হবে, তখন মোশরেকদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদের পাও এবং তাদেরকে ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের সন্ধান নেওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে বসে থাকো। অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (৩৬) প্রকৃত কথা এই যে, যখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তাঁর কাছে মাসগুলোর সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে বারোটি। এর মধ্যে চারটি মাস হারাম। এটা নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব এই চার মাসে নিজেদের ওপর জুলুম করো না আর মোশরেকদের বিরুদ্ধে সকলে মিলে লড়াই করো, যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন। (৩৭) 'নাসী'— হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম করণ— তো কুফরীর ওপর আর একটি অতিরিক্ত কুফরী সুলভ কাজ, যার দ্বারা এই কাফের লোকদেরকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করা হয়। এরা এক বছর একটি মাসকে হালাল করে নেয় আবার অন্য বছর একে হারাম বানিয়ে দেয়; যেন এভাবে আল্লাহ্র হারাম করা মাসগুলোর সংখ্যাও পুরো হয় আর আল্লাহ্র হারাম করা (মাস) হালালও হয়ে যায়। আসলে তাদের খারাপ কাজগুলোকে তাদের জন্য খুবই চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের কখনো হেদায়েত দান করেন না।

(সূরা আত-তাওবা)

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ... ۝ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ
فِيْهِ كَبِيْرٌ ۚ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ... ۝

(১৯৪) হারাম (সম্মানিত) মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত হুরমাতই সমানভাবে বজায় রাখা হবে ...। (২১৭) লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হারাম (সম্মানিত) মাসে যুদ্ধ করা কি রকম ? উত্তরে বলে দাও, এ মাসে লড়াই করা খুবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তা থেকেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা, আল্লাহবিশ্বাসীদের জন্য 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করা এবং হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার করা ...। (সূরা আল-বাকারা)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَاالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَاالْهَدْيَ وَلَاالْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا . . . ۞ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ . . . ۞

(২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌পরস্তির নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করো না। হারাম মাসসমূহের কোনো মাসকে হালাল করে নিও না। কুরবানীর জন্তু-জানোয়ারগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না; সেসব জন্তুর ওপরও হস্তক্ষেপ করো না, যে সবের গলদেশে খোদায়ী মানতের চিহ্নস্বরূপ পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেসব লোককেও কোনোরূপ কষ্ট দিও না, যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে পবিত্র ও সম্মানিত ঘরে (কা'বায়) যাচ্ছে ...। (৯৭) আল্লাহ তা'আলা মহান সম্মানিত ঘর কা'বাকে লোকদের জন্য (সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের) প্রতিষ্ঠার উপকরণ বানিয়েছেন এবং হারাম মাস কুরবানীর জন্তু ও গলার রশিসমূহকেও (এই কাজের) সাহায্যকারী বানিয়ে দিয়েছেন ...। (সূরা আল-মায়েদাহ)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَّبِيْعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلَّا فِىْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِاَشْيَاءَ نَاْخُذُ بِهَا نَدْعُوْا اِلَيْهَا مَنْ وَّرَاءَ نَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ شَهَادَةُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا لِلّٰهِ خُمُسَ مَاغَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ -

আবু জামরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল নবী করীম (স)-এর কাছে আসলেন। তারা আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমরা হলাম রাবী'আর গোত্র। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে মুদারের কাফেররা। কাজেই হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোনো সময় আমরা আপনার খেদমতে হাজির হতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের হুকুম দিন যেগুলোর ওপর আমরা আমল করতে পারি এবং আমাদের পেছনে যারা আছে তাদেরকেও এর দিকে দাওয়াত দিতে পারি। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। (তা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনা তথা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই— এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া এবং তিনি (আঙ্গুলের সাহায্যে) একের ইশারা করলেন আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং গনিমতের মাল থেকে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা। আর তোমাদেরকে কদুর খোল, নাকীর কাঠের পাত্র, সবুজ কলস ও তৈলাক্ত পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। (বুখারী)

عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَبْنَ

مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْا اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالُوْا اِقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْهِمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ وَعَلَيْهَا اَبْلَغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَاَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِىْ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْهُمَا وَاَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِىْ نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْخَدَمَ فَقُلْتُ قُوْمِىْ اِلٰى جَنْبِهِ فَقُوْلِىْ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ وَشَعْبَانَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ نَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ ذُوْالْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةُ قُلْنَا بَلٰى فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَّاَحْسِبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَّنْ يُّبَلَّغُهُ اَنْ يَكُوْنَ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ اِذَا ذَكَرَهُ يَقُوْلُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ -

আবু বাকরাহ্ থেকে বর্ণিত। নবী (স) (বিদায় হজ্জের দিন তাঁর ভাষণে) বলেন ঃ আল্লাহ্ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন যামানা সেদিন যেখানে অবস্থান করছিল আজ আবর্তন করতে করতে আবার সেখানে এসে গেছে। বারো মাসে এক বছর হয়। তার মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস। তিনটি মাস পরম্পর ঃ যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মহররম এবং চতুর্থ মাসটি রজব, এ মাসটি জমাদিউস সানী ও শাবানের মাঝখানে আসে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন মাস? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, অবশ্যি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন শহর? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম হয়তোবা তিনি শহরটির নাম বদলে অন্য নাম রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম ঃ অবশ্যি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম হয়তোবা তিনি দিনটির নাম বদলে দেবেন। তিনি বললেন ঃ আজ কি 'ইয়াও মুন্নাহার' (কোরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম ঃ অবশ্যি। তিনি বললেন ঃ জেনে রাখো, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, আমার মনে হয় আবু বাকরাহ এও বলেছিলেন যে,

তোমাদের ইজ্জত-আব্রু-তোমাদের ওপর ঠিক তেমনিভাবে হারাম যেমন এ মাসটি, এ শহরটি ও এ দিনটি হারাম। তোমাদের একদিন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে যেতে হবে। তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কাজেই আমার পর তোমরা গোমরাহীর দিকে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরের গলা কাটতে শুরু করো না। শোনো, তোমরা যারা এখানে হাজির আছ, তারা এ কথাগুলো যাঁরা হাজির নেই তাদের কাছে পৌঁছে দিও। কখনো এমনও হয়, যাদের কাছে পৌঁছান হয় তারা সেগুলো তাদের চাইতে বেশি হেফাযত করতে পারে যারা সেগুলো স্বকর্ণে শুনেছিল। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বলছিলেন, মুহাম্মদ (স) যথার্থই বলেছেন। শেষে তিনি [রাসূলুল্লাহ (স)] বলেন ঃ শোনো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি? একথা তিনি দু'বার বলেন। (বুখারী)

৪০.মধ্যস্থতা

কুরআন

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۞ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞

(৯) আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দুটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। এর পরও যদি তাদের মধ্য থেকে একটি দল অপর দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসবে। অতঃপর তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের (দু' দলের) মাঝে সুবিচার সহকারে সন্ধি করিয়ে দাও। আর ইনসাফ করো, আল্লাহ্ তো ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো, খুবই আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। (সূরা হুজরাত)

হাদীস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ اشْتَرٰى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اشْتَرٰى مَقَارٌ فِىْ عَقَارِهٖ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِىْ اشْتَرٰى الْعَقَارَخُذْ ذَهَبَكَ مِنِّىْ اِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْاَرْضَ وَلَمْ اَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الَّذِىْ شَرٰى الْاَرْضَ اِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ

وَمَا فِيهَا قَالَ فَتَحَاكَمَا اِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِىْ تَحَاكَمَا اِلَيْهِ اَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِىْ غُلَامٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ لِىْ جَارِيَةٌ قَالَ اَنْكِحُوْا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَاَنْفِقُوْهُ عَلٰى اَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে রাফি (র) হযরত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন যে, আবু হুরায়রা (রা) যে সকল হাদীস আমাদের বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছ থেকে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করে। যে ব্যক্তি ভূমি ক্রয় করেছিল সে তার কেনা সম্পত্তিতে একটি কলসী পেল। তাতে স্বর্ণ ছিল। যে সম্পত্তি ক্রয় করেছিল সে বিক্রেতাকে বলল, তুমি আমার কাছ থেকে তোমার স্বর্ণ বুঝে নাও। আমি তো তোমার কাছ থেকে ভূমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ খরিদ করিনি। তখন যে ব্যক্তি সম্পত্তি বিক্রি করেছিল সে বলল, আমি তো তোমার কাছে ভূমি এবং ভূমির মধ্যে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করেছি। তিনি বলেন, তারপর উভয়েই এক ব্যক্তি কাছে গিয়ে এর ফয়সালা চাইল। তখন সে বলল, তোমাদের কি কোনো সন্তান আছে? তাদের একজন বলল যে, আমার একটি ছেলে আছে এবং অপরজন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, তোমার ছেলেটিকে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দাও এবং এ উপলক্ষে তোমরা তোমাদের উপর তা খরচ করো এবং এ থেকে সাদাকাও করো। (মুসলিম)

عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا -

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভালো দিক উদ্ভাবন করে অথবা কল্যাণকামী কথা বলে। (বুখারী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اَهْلَ قُبَاءٍ اِقْتَتَلُوْا حَتّٰى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ -

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। কুবাবাসী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং একে অপরের প্রতি পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (স)কে অবহিত করা হলে তিনি লোকদের বললেন, আমাদের সাথে চলো তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেই। (বুখারী)

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىْ مَالٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفُ فَاَخَذَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا -

কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামীর কাছে তার কিছু অর্থ পাওনা ছিল। তিনি তার সঙ্গে দেখা করে পাওনার তাগাদা দিলেন। এমনকি তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হলো। নবী করীম (স) তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, হে কাব অর্ধেক ঋণ মাফ করে দাও। কাজেই তিনি অর্ধেক ঋণ মাফ করে দিলেন এবং অর্ধেক গ্রহণ করলেন।

৪১. সামরিক শিক্ষা

১ সেনাদল গঠন

কুরআন

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

(৯৫) যেসব মুসলমান কোনো অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ তা'আলা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের তুলনায় জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন। এদের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও আল্লাহ্ কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন; কিন্তু তাঁর দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণময় কাজের ফল নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশি; (১০০) আর আল্লাহ্‌র পথে যে-ই হিজরত করবে, জমিনে আশ্রয় নেবার জন্য সে অনেক জায়গা এবং দিন যাপনের জন্য বিরাট অবকাশ পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য বের হবে এবং পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হবে তার প্রতিফল দান করা আল্লাহ্‌র যিম্মায় ওয়াজিব হবে। আল্লাহ বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আন-নিসা)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(৭৪) যারা ঈমান এনেছে, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছে এবং চেষ্টা-সাধনা করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে, তারাই খাঁটি ও প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ভুল-ত্রুটির ক্ষমা ও সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক। (৭৫) আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে চেষ্টা–সাধনায় নিযুক্ত হয়েছে, তারাও তোমাদেরই মধ্যে গণ্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাবে রক্তের আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানে। (সূরা আল-আনফাল)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরী ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হলো না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীনের সমঝ লাভ

করত এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদের সাবধান করত, যেন তারা (অমুসলিম সুলভ আচরণ থেকে) বিরত থাকতে পারে। (সূরা তাওবা ঃ ১২২)

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ... ﴿﴾

যদি অন্ধ, পংগু ও রুগ্ন লোক জিহাদে না আসে, তাহলে কোনো দোষ নেই ....।

(সূরা ফাতহ্ ঃ ১৭)

২. রীতিনীতি শিক্ষা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿﴾ وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿﴾

(৭১) হে ঈমানদারগণ! (শত্রুর সাথে) মোকাবেলা করার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকো। অতঃপর সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে আলাদা আলাদা বাহিনীরূপে বের হয়ে পড়ো কিংবা সকলে একত্রিত হয়ে। (৯৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য বের হবে, তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করো। কেউ তোমাদেরকে পূর্বাহ্নেই সালাম দিলে সহসা তাকে বলে ফেলো না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা যদি বৈষয়িক স্বার্থ চাও তবে আল্লাহ্র কাছে প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল রয়েছে। তোমরা নিজেরাই তো ইতঃপূর্বে ঠিক এরূপ অবস্থার মধ্যেই লিপ্ত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই সতর্কতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা সহকারে কাজ করো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন। (১০৪) এই দলের পশ্চাদ্ধাবনে কিছুমাত্র দুর্বলতা দেখিও না। তোমরা কষ্টে পড়ে থাকলে তোমাদের ন্যায় তারাও কষ্ট করছে। পক্ষান্তরে তোমরা তো আল্লাহ্র কাছে সে জিনিসের আশা পোষণ করো, যার আশা তারা করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। (সূরা আন-নিসা)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿﴾ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿﴾ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿﴾ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿﴾

(১৫) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন একটি সৈন্য-বাহিনী রূপে কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন তাদের মোকাবেলা করা থেকে কখনো পশ্চাদমুখী হবে না। (১৬) এরূপ অবস্থায় যে লোক পশ্চাদমুখী হয়— যুদ্ধ কৌশল হিসেবে কিংবা অপর কোনো বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এটা করা হলে অন্য কথা— সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র গযবে পরিবেষ্টিত হবে। জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা আর তা প্রত্যাবর্তনের পক্ষে বড়ই খারাপ জায়গা। (১৭) অতএব সত্য কথা এই যে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ্‌ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি (মুঠ ভরা বালু) নিক্ষেপ করোনি; বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছেন। (আর এ কাজে মু'মিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছে) এই জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এক সুন্দরতম পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ করতে চান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। (১৮) এটা তো তোমাদের সঙ্গের ব্যাপার আর কাফেরদের সাথে আচরণ এরূপ যে, আল্লাহ তাদের অপকৌশলসমূহ দুর্বল করে দেবেন। (৫৮) আর যদি কখনো কোনো জাতির পক্ষ হতে তোমরা ওয়াদা ভঙ্গের আশঙ্কা করো, তবে তাদের ওয়াদা-চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্মুখে ছুঁড়ে মারো; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ওয়াদা ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল-আনফাল)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ... ۝

(৯২) তোমাদের অবস্থা যেন সে নারীর মতো না হয়, যে নিজেই খাটা-খাটুনি করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারসমূহে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছ; যেন একদল অপর দল অপেক্ষা বেশি ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন এবং অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল রহস্য তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেবেন। (৯৪) (আর হে মুসলমানরা!) তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোঁকা দেওয়ার উপায় বানিয়ে নিয়ো না...। (সূরা আন-নাহ্‌ল)

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(৬১) (আর হে নবী!) শত্রু যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তবে তুমিও এর জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও জানেন। (৬২) আর তারা যদি ধোঁকা দেবার নিয়্যত রাখে, তাহ্‌লে আল্লাহ্‌ই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তো নিজের সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা তোমার সহায়তা করেছেন; (৬৩) এবং মু'মিনদের হৃদয়কে পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত ধন-দৌলতও যদি ব্যয় করে ফেলতে, তবুও এই লোকদের মন পরস্পরের সাথে জুড়ে দিতে পারতে না। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি লোকদের মন জুড়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই শক্তিমান ও সুবিজ্ঞ। (৬৪) হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী ঈমানদার লোকদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৬৭) কোনো নবীর জন্য এটা শোভা পায় না যে, তার কাছে বন্দীলোক থাকবে, যতক্ষণ সে জমিনে শত্রুবাহিনীকে খুব ভালো করে নির্মূল না করবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও; অথচ আল্লাহ্‌র সামনে তো পরকাল রয়েছে! আর আল্লাহ্ বিজয়ী ও সুবিজ্ঞানী। (৬৮) আল্লাহ্‌র লিপি যদি পূর্বেই লেখা না হতো, তাহলে তোমরা যাকিছু করেছ, এর প্রতিফল হিসেবে তোমাদেরকে বড় কঠিন আযাব দেওয়া হতো।

(সূরা আল-আনফাল)

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(৩৩) যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (৩৪) কিন্তু (বাঁচতে পারবে কেবল তারা) যারা তওবা করবে তাদের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্বে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ-ই হচ্ছেন অতীব ক্ষমাকারী ও বিপুল অনুগ্রহশীল। (সূরা আল-মায়েদাহ)

৩. যুদ্ধকালীন নামায (কসর পড়া)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ
فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ
تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ
أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا

مُّهِيْنًا ۞ فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۞

(১০১) আর তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোনো দোষ নেই। (বিশেষত) কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশঙ্কা হবে। কেননা তারা প্রকাশ্যে তোমাদের শত্রুতার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। (১০২) হে নবী! তুমি যখন মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) নামাযে তাদের ইমামতি করার জন্য দাঁড়াবে, তখন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সঙ্গে দাঁড়াবে এবং অস্ত্র নিয়ে থাকবে। তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করবে তখন তারা পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল— এখনো যারা নামায আদায় করেনি— এসে তোমার সাথে নামায আদায় করবে এবং তারাও সতর্ক থাকবে ও নিজেদের অস্ত্র সঙ্গে রাখবে। কেননা কাফেররা সুযোগ সন্ধান করছে; তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম থেকে একটু অসতর্ক হলেই তারা আকস্মিকভাবে তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু তোমরা যদি বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও কিংবা অসুস্থ হও, তবে অস্ত্র সংবরণ করায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক থাকবে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফেরদের জন্য অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (১০৩) অতঃপর তোমরা যখন নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বেসে, শুয়ে সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থকবে। আর যখন স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ হবে, তখন পূর্ণ নামায কায়েম করবে। বস্তুত নামায এমন একটি কর্তব্য কাজ, যা সময়ানুবর্তিতা সহকারে (আদায় করার জন্য) ঈমানদার লোকদের ওপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে।

(সূরা আন-নিসা)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَابَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ قَدْ اُضْمِرَتْ فَاَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوْسٰى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ سِتَّةُ اَمْيَالٍ اَوْسَبْعَةٌ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضَمَّرْ فَاَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ اَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِىْ زُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِيْلٌ اَوْ نَحْوُهٗ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيْهَا -

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হাফইয়া থেকে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন,) আমি মুসাকে এ দুটি জায়গার মধ্যকার দূরত্ব কত জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ছয় অথবা সাত মাইল। তিনি (স) প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহেরও দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং এগুলোর জন্য সানিয়াতুল বিদা থেকে প্রেরণ করে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন। (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন), আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দুটি জায়গার মাঝে দূরত্ব কত? তিনি (মুসা) বলেন, এক মাইল বা অনুরূপ দূরত্ব হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইবনে উমর (রা) ছিলেন। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرٰى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَاٰنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের (জিহাদের) দিন কিছু লোক যখন নবী করীম (স)কে ফেলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল তখন আমি দেখলাম, আবু বাকর (রা) তনয়া আয়েশা (রা) ও উম্মে সুলাইম (রা) তাদের পরিধেয় বস্ত্র গুটাচ্ছেন যে জন্য তাদের পায়ের পরিধেয় মল দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। এই অবস্থায় তাঁরা উভয়ে পানিভর্তি মশক পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে লোকদের মুখে তা ঢেলে দিচ্ছেন এবং মশক খালি হয়ে গেলে পুনরায় ভর্তি করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছেন। (মুসলিম)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদের চাইতেও উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক (রাখার) পরিমাণ জায়গা পৃথিবীর ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদরাজি থেকে উত্তম। আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বান্দার একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও তার উপরস্থ সকল সম্পদরাজি থেকেও উত্তম।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا اِلٰى بَنِيْ لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا وَالْاَجْرُ بَيْنَهُمَا -

হযরত যুহায়র ইবনে হারব (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) হুযায়েল বংশের অন্তর্ভুক্ত বনু লিহ্ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন তিনি বলেন ঃ প্রতি দুই ব্যক্তির জন্য একজন যেন বাহিনীতে যোগদান করে কিন্তু সওয়াব তারা দু'জনেই লাভ করবে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ عَمْرَوبْنَ الْعَاصِ عَلٰى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَيُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْ هَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَ رِجَالًا فَسَكَتُّ مَخَافَةَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ فِيْ اٰخِرِهِمْ -

হযরত আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) আমর ইবনুল আসকে সালাসিল যুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রধান করে পাঠালেন। আমর বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন? জবাব দিলেন, আয়েশাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্যে কাকে? জবাব দিলেন, তার বাপকে। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কাকে? জবাব দিলেন, উমরকে। তারপর তিনি একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম নিলেন। কিন্তু আমি চুপ করে গেলাম এ ভয়ে যে, আমার নামটি তিনি সবার শেষে না উচ্চারণ করেন। (বুখারী)

৪২. সেনাদলে খারাপ লোকেরা

কুরআন

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

(৭২) হাঁ, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পশ্চাদপদ হয়। যদি তোমাদের ওপর কোনো বিপদ উপস্থিত হয় তবে বলে ঃ আল্লাহ্ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি এই লোকদের সাথে যাইনি। (৭৩) আর আল্লাহ্র কাছ থেকে তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ হলে তখন তারা বলে— এমনভাবে বলে যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে যেন ভালোবাসার কোনো সম্পর্কই ছিল না— হায় আমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে আমি বড়ই সাফল্য লাভ করতাম। (৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হয়েছে যে, মোনাফেকদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে দুই প্রকারের মত পাওয়া যাচ্ছে? অথচ তারা যে অন্যায় কাজ করছে, এর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেননি,

তুমি কি তাকে হেদায়েত দান করতে চাও ? অথচ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার জন্য কোনো পথ তুমি পাবে না। (৮৯) তারা তো এটাই চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনিভাবে কাফের হয়ে যাও, যেন তোমরা ও তারা একেবারে সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে আসবে। আর তারা যদি হিজরত না করে, তবে তোমরা যেখানেই পাও তাদেরকে ধরো ও হত্যা করো এবং তাদের মধ্যে কাউকেও নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে না। (৯০) অবশ্য সে সমস্ত মোনাফেক এই কথার মধ্যে শামিল নয়, যারা তোমাদের সাথে চুক্তির কোনো জাতির সাথে গিয়ে মিলিত হবে। অনুরূপভাবে সেসব মোনাফেকও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা তোমার কাছে আসে ও লড়াই-ঝগড়ায় উৎসাহী নয়— না তোমাদের সাথে লড়াই করতে চায় না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের সাথে লড়াই করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় ও লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের প্রতি সন্ধি ও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদেরকে আক্রমণ করার কোনো পথই রাখেননি। (৯১) আর এক ধরনের মোনাফেক তোমরা পাবে, যারা তোমাদের দিক থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায় এবং নিজ জাতির দিক থেকেও। কিন্তু যখনি তারা ফেত্‌না সৃষ্টির সুযোগ পাবে, তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ ধরনের লোকেরা যদি তোমাদের সাথে মোকাবেলা করা থেকে বিরত না থাকে আর সন্ধি ও শান্তির আবেদন তোমাদের সম্মুখে পেশ না করে এবং নিজেদের আক্রমণের হাতও বিরত না রাখে, তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে, সেখানেই ধরবে এবং হত্যা করবে। এই ধরনের লোকদের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ফরমান দান করলাম। (সূরা আন-নিসা)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا
ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ
اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ... ۝ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ
وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَ
اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ
الْكٰذِبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ
فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ
وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۝ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ

الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ۝ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ
الْأُمُورَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا
فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ ۝ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ
يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا
هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ
نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ۝
قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِينَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ
مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا
وَهُمْ كٰرِهُونَ ۝ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوٰلُهُمْ وَلَا أَوْلٰدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُونَ ۝ وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرَقُونَ ۝ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغٰرٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ
بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجٰهِدُوا بِأَمْوٰلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَالُوا
لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا
كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَإِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ إِلٰى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ
لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقٰتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ
الْخٰلِفِينَ ۝ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا
وَهُمْ فٰسِقُونَ ۝ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَجٰهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ
مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقٰعِدِينَ ۝ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَفْقَهُونَ ۝ لٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جٰهَدُوا بِأَمْوٰلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ
وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ
وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ
لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ

عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّٰهُ مِنْ
أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ۝ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ
رِجْسٌ ۚ وَّمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ
تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ۚ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي
التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ
بِهٖ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(৩৮) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ্র পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তোমরা জমিনকে আকড়িয়ে ধরে থাকলে ? তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছ ? এ-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার জীবনের এসব উপকরণ পরকালে খুব সামান্যই পাওয়া যাবে। (৩৯) তোমরা যদি যুদ্ধের জন্য বের না হও তাহলে তোমাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোনো জনগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আর তোমরা আল্লাহ্র কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি সর্ববিষয়ের শক্তির আধার। (৪০) তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না করো, তাহলে সে জন্য কোনোই পারোয়া নেই। আল্লাহ্ সে সময়ও তার সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল; যখন সে মাত্র দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিল ....। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড়ো, হালকাভাবে কিংবা ভারী ভারাক্রান্ত হয়ে আর জিহাদ করো আল্লাহ্র পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সঙ্গে নিয়ে; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণময়— যদি তোমরা জানো। (৪২) হে নবী! ফায়দা যদি সহজলভ্য হতো ও সফর হতো সহজ ও সুগম স্বচ্ছন্দ, তবে তারা অবশ্যই তোমার পেছনে চলতে প্রস্তুত হতো। কিন্তু তাদের পক্ষে এ পথ তো বড়ই কঠিন ও দুর্গম হয়ে পড়েছে। এখন তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে বলবে ঃ আমরা যদি চলতেই পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যেতাম! আসলে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী (৪৩) হে নবী! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। তুমি কেন এই লোকদেরকে অবসর দিলে ? (তোমার নিজের পক্ষ থেকে অবসর না দেওয়াই উচিত ছিল) তাহলে তোমার কাছে সুস্পষ্ট হতো যে, কোন লোকেরা সত্যবাদী আর সেই সঙ্গে মিথ্যাবাদীদেরকেও তুমি চিনে নিতে পারতে। (৪৪) যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনো তোমার কাছে আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করেই জানেন। (৪৫) এরূপ কোনো আবেদন কেবল তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ্ ও

পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার নয়; তাদের মনে সন্দেহ রয়েছে আর তারা নিজেদেরই সন্দেহের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। (৪৬) তাদের বের হওয়ার ইচ্ছা যদি সত্যিই থাকত, তবে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াই আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। এই জন্য আল্লাহ তাদেরকে অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, বসে থাকো— বসে-থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে। (৪৭) তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিতো না; তারা তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা করত। আর তোমাদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার মতো অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ এই জালিমদের খুব ভালো করে জানেন। (৪৮) এর পূর্বেও এই লোকেরা ফেতনা সৃষ্টির জন্য বহু চেষ্টা করেছে এবং তোমাকে ব্যর্থ করার জন্য এরা সকল রকমের চেষ্টা-যত্ন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছে। এতৎসত্ত্বেও তাদের মর্জীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সত্য এসে গেছে আর আল্লাহ্‌র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪৯) তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলে ঃ "আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।" শুনে রাখো, এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে আছে আর জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। (৫০) তোমাদের ভালো হলে তাদের দুঃখ হয় আর তোমাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনীভূত হয়ে এলে এরা মুখ ফিরিয়ে খুশীর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে। আর বলতে বলতে যায় ঃ ভালো হলো, আমরা আগেই আমাদের ব্যাপারটি ঠিকঠাক করে নিয়েছিলাম। (৫১) তাদেরকে বলোঃ ভালো কিংবা মন্দ কিছুই আমাদের হয় না— হয় শুধু তা-ই, যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ই আমাদের মনিব, মুসৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকী ও আশ্রয় আর ঈমানদার লোকদের তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত। (৫২) তাদেরকে বলো ঃ "তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষায় আছ, তা দুটি ভালোর মধ্যে একটি ছাড়া আর কি! আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছি, তা এই যে, আল্লাহ নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন, না হয় আমাদের হাতেই শাস্তি দেওয়াবেন ? যাই হোক, এখন তোমরাও অপেক্ষা করো আর আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।" (৫৩) তাদেরকে বলো ঃ তোমরা নিজেদের ধন-মাল মনের ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে খরচ করো কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, যাই হোক— তা কবুল করা হবে না। কেননা তোমরা হচ্ছে ফাসেক লোক। (৫৪) "তাদের দেওয়া ধন-মাল কবুল না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। তারা নামাযের জন্য আসে বটে; কিন্তু আসে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়। আর আল্লাহ্‌র পথে তারা ধন-মাল ব্যয় করে বটে; কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছা সহকারে। (৫৫) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সংখ্যার বিপুলতা দেখে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না, আল্লাহ তো এসব জিনিসের সাহায্যে তাদেরকে এ দুনিয়ার জীবনেই আযাবে নিক্ষেপ করেন। এরা যদি জানও কুরবান করে, তবে তা করবে সত্যকে অস্বীকার করার অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, আমরা তো তোমাদেরই মধ্যকার লোক। অথচ তারা কক্ষনোই তোমাদের মধ্যকার লোক নয়। আসলে তারা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত লোক। (৫৭) তারা আশ্রয় নেয়ার মতো কোনো স্থান যদি পায় কিংবা কোনো গুহা অথবা লুকিয়ে বসার মতো কোনো জায়গা, তাহলে তারা সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। (৮১) যাদেরকে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে না যাওয়ার ও ঘরে বসে থাকতে পারার দরুন খুব আনন্দ লাভ করল এবং আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা তাদের সহ্য হলো না। তারা লোকদেরকে বলল, "এই কঠিন গরমে বাইরে যেও না।" তাদেরকে বলো যে, জাহান্নামের আগুন তো এর অপেক্ষাও অধিক গরম। হায়, এদের যদি

একটুও চেতনা হতো! (৮২) এখন তাদের উচিত কম হাসা ও বেশি পরিমাণে কাঁদা। কেননা, তারা যে পাপ কামাই করছিল, এর শাস্তি এটাই (যে, সে জন্য তাদের কাঁদা উচিত)। (৮৩) আল্লাহ্ যদি এদের মধ্যে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনেন এবং ভবিষ্যতে এদের কোনো লোক-সমষ্টি জিহাদে বের হওয়ার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চায়, তবে পরিষ্কার বলে দেবে যে, "এখন তোমরা আমার সাথে কিছুতেই যেতে পারবে না— না আমার সঙ্গে মিলে তোমরা লড়াই করতে পারবে। পূর্বে তোমরা বসে থাকাকেই পছন্দ করে নিয়েছিলে সুতরাং এখন ঘরে উপবেশনকারীদের সাথেই বসে থাকো।" (৮৪) আর ভবিষ্যতে তাদের কোনো লোক মরে গেলে তার জানাযাও তুমি কখনো পড়বে না, তাদের কবরের পাশে কখনো দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে, তারা কাফের। (৮৬) আল্লাহ্কে মেনে চলো এবং তাঁর রাসূলের সাথে মিলে যুদ্ধ করো— যখনই একথা নিয়ে কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখেছ যে, তাদের মধ্যে যারা সামর্থ্যবান, তারাই তোমাদের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে শুরু করেছে যে, জিহাদে শরীক হওয়ার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করা হোক। আর তারা বলেছে যে, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা উপবেশনকারীদের সঙ্গে বসে থাকব। (৮৭) তারা ঘরে বসে থাকা লোকদের মধ্যে শামিল হওয়াকেই পছন্দ করেছে এবং তাদের দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে; এ জন্য এখন তাদের বুদ্ধিতে কিছুই আসে না। (৮৮) পক্ষান্তরে রাসূল এবং তাঁর প্রতি ঈমানদার লোকেরা নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। এখন তো সমস্ত রকমের কল্যাণ কেবল তাদের জন্য। আর তারাই কল্যাণ লাভে সফল হবে। (৮৯) আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করে রেখেছেন, যার নীচ থেকে নদ-নদী সতত প্রবহমান। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে আর এটা বস্তুতই বিরাট সাফল্য। (৯১) দুর্বল ও পীড়িত লোক আর যারা জিহাদে শরীক হওয়ার সম্বল পায় না তারা যদি পেছনে থেকে যায়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই— যদি তারা খালেস মনে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অনুগত হয়। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে কোনোরূপ অভিযোগ করার অবকাশ নেই আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৯২) অনুরূপভাবে তাদের সম্পর্কেও আপত্তি করার কিছু নেই, যারা নিজেরা এসে তোমার কাছে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য আবেদন করেছিল আর যখন তুমি বললে যে, আমি তোমাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না, তখন তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল। সে সময় অবস্থা এই ছিল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল; তাদের বড় মনোকষ্ট ছিল এই কারণে যে, নিজেদের ব্যয়ে জিহাদে শরীক হওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। (৯৩) অবশ্য অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তোমার কাছে জিহাদে শরীক হওয়ার কর্তব্য থেকে ক্ষমা চায়। তারা ঘরে উপবেশনকারীদের মধ্যে শামিল হওয়াকেই পছন্দ করে নিল। আর আল্লাহ্ তাদের মনের ওপর মোহর অংকিত করে দিয়েছেন; এই জন্য এখন তারা কিছুই জানে না। (৯৪) তোমরা যখন ফিরে এসে তাদের কাছে পৌছবে, তখন এরা নানা ওযর পেশ করবে। কিন্তু তোমরা যেন স্পষ্ট বলে দাও যে, "ওযরের বাহানা করো না, আমরা তোমাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের অবস্থা বলে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কর্মধারা দেখবেন। পরে তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন তোমরা কি কি করছিলে!" (৯৫) তোমরা ফিরে এলে এরা তোমাদের কাছে এসে কসম করবে, যেন তোমরা তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লও। তাহলে তোমরা অবশ্যই তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে। কেননা এটা একটি কদর্য জিনিস আর তাদের আসল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, যা তাদের উপার্জনের বিনিময়ে তাদের ভাগ্যে জুটবে।

(৯৬) এরা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো। অথচ তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ্ কিছুতেই এহেন ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। (১১১) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের মন-প্রাণ এবং তাদের ধন-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ব্যাপারে) আল্লাহ্র যিম্মায় একটি পাকা-পোক্ত ওয়াদা রয়েছে তওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশি পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন, যা তোমরা আল্লাহ্র সাথে সম্পন্ন করেছ; এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা আত্-তাওবা)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ
تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ
وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۝
وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ
مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا
هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۝ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا
بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ۝ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ۝ قُلْ لَّنْ
يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ
مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ قَدْ
يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ اَشِحَّةً
عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ
فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ
فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ۚ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

(৯) হে ঈমানদারগণ, স্মরণ করো আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যা তিনি (এইমাত্র) তোমাদের প্রতি দেখিয়েছেন : যখন শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর চড়াও হয়ে এসেছিল, তখন আমরা তাদের ওপর এক প্রবল ঝটিকা পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা তোমাদের গোচরীভূত হয়নি। আল্লাহ্ সবকিছুই দেখছিলেন, যা তখন তোমরা করছিলে। (১০) যখন তারা ওপর থেকে ও নিচ থেকে তোমাদের ওপর চড়াও হয়ে এলো, যখন ভয়ের কারণে চোখ

বিস্ফরিত হয়ে গেল, কলিজা উপড়ে ওষ্ঠের নিকট এলো এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা প্রকারের ধারণা করতে শুরু করলে, (১১) তখন ঈমানদার লোকদেরকে কঠিনভাবে পরীক্ষা করা হলো এবং সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দেওয়া হলো। (১২) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন মোনাফেকরা এবং যাদের হৃদয় রুগ্ন ছিল তারা পরিষ্কারভাবে বলছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৩) তাদের একদল যখন বলল ঃ "হে ইয়াস্রিববাসী! এখন তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অবকাশ নেই, ফিরে চলো; তাদের একদল যখন এ কথা বলে নবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চেয়েছিল যে, আমাদের ঘর-বাড়ি বিপদের মধ্যে রয়েছে, অথচ তা বিপদ পরিবেষ্টিত ছিল না। আসলে তারা (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পালাতে চেয়েছিল। (১৪) যদি শহরের চারদিক থেকে শত্রু এসে প্রবেশ করত এবং তখন এদেরকে ফেতনার দিকে আহ্বান জানান হতো, তবে তারা এতেই লিপ্ত হয়ে পড়ত এবং ফেতনায় শরীক হতে তারা খুব সামান্যই কুণ্ঠাবোধ করত। (১৫) এরা ইতিপূর্বে আল্লাহ্র কাছে ওয়াদা করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে তো অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৬) হে নবী! এই লোকদেরকে বলো, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালিয়ে যেতে চাও, তাহলে এ পলায়ন তোমাদের জন্য কিছুমাত্র উপকারী হবে না। এরপর জীবনের মজা লুটার জন্য খুব অল্প সুযোগই তোমরা পাবে। (১৭) তাদেরকে বলো, তোমাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে কে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনিই তোমাদের ক্ষতি করতে চান ? আর কে তাঁর রহমতকে রোধ করতে পারে, যদি তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান ? বস্তুত আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী তারা পেতে পারেনি। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যকার সে লোকদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন, যারা (যুদ্ধের কাজে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়; যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে ঃ "আমাদের দিকে এসো" যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তা করে শুধু নাম গোণাবার উদ্দেশ্যে। (১৯) যারা তোমাদের সঙ্গী হতে খুব বেশি কার্পণ্য করে। বিপদের সময় উপস্থিত হলে এরা চোখ উল্টিয়ে তোমাদের প্রতি এমনভাবে তাকায়, যেন মৃত্যুমুখে পতিত কোনো ব্যক্তির ওপর অচেতনতা চেপে বসেছে। কিন্তু যখন বিপদ কেটে যায়, তখন এই লোকেরাই স্বার্থান্বেষী সুযোগ-সন্ধানী হয়ে সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে আসে। এ লোকেরা কক্ষনোই ঈমান আনেনি; এ কারণে আল্লাহ্ এদের সমস্ত আমল বিনষ্ট করে দিয়েছেন আর এমনটা করা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ। (২০) এরা মনে করে যে, আক্রমণকারী দল এখনও চলে যায়নি। তারা যদি আবার আক্রমণ করে বসে তখন এদের ইচ্ছা হয় যে, তখন এরা মরুভূমির বেদুঈনদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়বে আর সেখান থেকেই তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে। এতৎসত্ত্বেও এরা যদি তোমাদের মধ্যে থেকেও যায়, তবে এরা যুদ্ধে খুব কমই অংশগ্রহণ করবে। (২১) প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম আদর্শ বর্তমান ছিল, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি করে আল্লাহ্র স্মরণ করে।

(সূরা আল-আহ্যাব)

হাদীস

عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ اُصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ اَلَّا تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَقَالَ اِنِّى

اِنْ شَدَدْتُ كَذَّبْتُمْ فَقَالُوْ الَاتَفْعَلْ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتّٰى شَقَّ صُفُوْ فُهُمْ فَجَاوَزَ هُمْ دَمَامَعَهٗ اَحَدٌ ثُمَّ

رَجَعَ مُقْبِلاً فَاَخَذُوْا بِلِجَامِهٖ فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلٰى عَاتِقِهٖ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ
كُنْتُ اُدْخِلُ اَصَابِعِىْ فِىْ تِلْكَ الضَّرَبَاتِ اَلْعَبُ وَاَنَا صَغِيْرٌ قَالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّ
بَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ فَحَمَلَهُ عَلٰى فَرَسٍ وَوَكَّلَ بِهٖ رَجُلاً -

উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবাগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন যুবায়েরকে বললেন ঃ তুমি কাফেরদের ওপর আক্রমণ করো, আমরাও একযোগে তোমার সাথে হামলা করব। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ যে, আমি যদি আক্রমণ করি তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকবে না। তারা বললেন, আমরা নিশ্চয়ই তোমার সাথে থেকে তাদের ওপর হামলা করব। এরপর যুবায়ের শত্রুদের ওপর আক্রমণ করলেন এবং তাদের ব্যূহভেদ করে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর আশেপাশে তখন কেউই ছিল না। তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলে শত্রুরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল এবং তাঁর কাঁধের ওপর যেখানে বদর যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন ছিল তার দুই পাশে দুটি আঘাত করল। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ওই আঘাতগুলো থেকে সৃষ্ট গর্তে আমার সবগুলো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করতাম। উরওয়া আরো বর্ণনা করেছেন ঃ ইয়ারমুকের এই যুদ্ধে তাঁর (যাবায়েরের) সাথে (তার পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও ছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) ছিলেন তখন দশ বছর বয়সের বালক। যুবায়ের তাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তির ওপর তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন। (বুখারী)

৪৩. যুদ্ধ সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনাবলী

কুরআন

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۔ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ
بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا
لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكٰفِرِيْنَ ۝٧ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ
لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝٩ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَ
مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝١٠ اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ
السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝١١ اِذْ
يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۔ سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝١٢

(৫) (এই গনীমতের মালের ব্যাপারে সে রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল তখন, যখন) তোমার

সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাকে সত্য সহকারে তোমার ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন এবং মুমিনদের একটি দলের কাছে এটা ছিল খুবই দুঃসহ। (৬) তারা এ সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করেছিল, অথচ তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা যেন দেখে দেখে মৃত্যুর দিকে তাড়িত হচ্ছিল। (৭) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্ তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, দুটি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে। তোমরা চাচ্ছিলে যে, দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই ছিল যে, তিনি তাঁর বাণীসমূহের দ্বারা সত্যকে সত্যরূপেই প্রতিভাত করে দেখাবেন এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দেবেন, (৮) যেন সত্য সত্য রূপেই ভাস্বর হয়ে ওঠে ও বাতিল বাতিল বলেই প্রমাণিত হয়, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। (৯) আর সে সময়ের কথাও স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করছিলে। উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। (১০) এ কথা আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ জন্য বললেন, যেন তোমরা সুসংবাদ পাও এবং তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয়। নতুবা সাহায্য যখনই হয় আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল ক্ষমতাশালী ও অতিশয় বিচক্ষণ। (১১) আর সে সময়ের কথাও (স্মরণ করো), যখন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের তরফ থেকে তন্দ্রার আকারে তোমাদের ওপর শান্তির নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতার অবস্থা সৃষ্টি করছিলেন। এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করছিলেন এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করবেন, শয়তানের নিক্ষিপ্ত অপবিত্রতা তোমাদের কাছ থেকে দূর করবেন এবং তোমাদের সাহস বৃদ্ধি করবেন। আর এর সাহায্যে তোমাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। (১২) আর সে সময়ের কথাও, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি ইশারা করে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, তোমরা ঈমানদারগণকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাখো, আমি এখনই এই কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক করে দিচ্ছি। অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের ওপর আঘাত হানো এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও।" (সূরা আল-আনফাল)

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ ۢبَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(২৫) আল্লাহ্ ইতিপূর্বে অনেক ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। এই তো হুনাইন যুদ্ধের দিন (আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্য ও হস্ত ধারণের ব্যাপারটি) তোমরা দেখতে পেয়েছ। এ দিন তোমাদের সংখ্যা বিপুলতার অহমিকা ছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজেই আসেনি। জমিনের অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল আর তোমরা পশ্চাদাপসারণ করে পালিয়ে গেলে। (২৬) অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর শান্তির অমিয়ধারা তাঁর রাসূল ও ঈমানদার লোকদের ওপর বর্ষণ করলেন আর সে বাহিনীও পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর সত্যের দুশমনদেরকে তিনি শাস্তি দান করলেন। কেননা সত্য-বিরোধীদের এটাই হচ্ছে প্রতিফল। (২৭) অতঃপর (তোমরা এটাও দেখতে পাচ্ছ যে) এভাবে শাস্তিদানের পর আল্লাহ্ যাকে চান তওবা করারও সুযোগ দান করেন। সত্যকথা এই, আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। (সূরা আত-তাওবা)

হাদীস

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَنِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ كَاَشَدِّ الْقِتَالِ مَارَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ -

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (স)কে দেখলাম। তাঁর সাথে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে দেখলাম। তারা তাঁর [(রাসূলুল্লাহ (স)] প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছে। ঐ দু'জনকে আমি পূর্বেও কোনোদিন দেখি নাই কিংবা পরেও কোনোদিন দেখি নাই। (মুসলমি)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَ فْنِهِم بِدِ مَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَقَالَ اَبُوْ الْوَلِيْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ اَبِىْ جَعَلْتُ اَبْكِىْ وَاَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهٖ فَجَعَلَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ يَنْهَوْ نِىْ وَالنَّبِىُّ ﷺ لَمْ يَنْهَ وَقَالَ النَّبِىُّ لَا تَبْكِيْهِ اَوْمَا تَبْكِيْهِ مَازَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ -

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের দুই-দুইজনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ান হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ কোরআনের জ্ঞান কার বেশি ছিল? কোনো একজনের কথা ইঙ্গিতে বলা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামাতেন এবং বলতেন ঃ কেয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবো। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিতেন। তাদের জানাযা পড়তেন এবং তাদেরকে গোসলও দেওয়া হতো না। আর আবুল ওয়ালিদ (হিশাম ও ইবনে আবদুল মালেক তায়ালিসী) শু'বা ও মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদিরের মাধ্যমে জাবের থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের বলেছেন (ওহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আবদুল্লাহ) শহীদ হলে আমি কাঁদছিলাম ও তার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখছিলাম। নবী (স)-এর সাহাবাগণ আমাকে কাঁদতে বারণ করলেন। কিন্তু নবী (স) বারণ করলেন না। বরং নবী (স) আবদুল্লাহ্র ফুফুকে বললেন ঃ তার জন্য কেঁদোনা। কারণ জানাযা না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতা তার ওপরে ছায়া করেছিল। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ اَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ تَاَوَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ قَالَ فَاِلٰى اَيْنَ قَالَ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী করীম (স) খন্দক থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমন সময় জিবরাঈল এসে বললেন ঃ আপনি তো অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম আমি এখনও যুদ্ধের হাতিয়ার নামাই নাই। ওদের বিরুদ্ধে চলুন। নবী করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় যেতে হবে? তিনি [জিবরাঈল (আ)] ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। তখন নবী করীম (স) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِيْ زُقَاقِ بَنِىْ غُنْمٍ مَرْكِبَ جِبْرَئِيْلَ حِيْنَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে সময় জিবরাঈল বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নবী করীম (স)-এর সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন সে সময়ের কথা স্মরণ করলে তাঁর (জিবরাঈলের) বাহিনীর পদাঘাতে বনী গুনাম গোত্রের এলাকায় উত্থিত গোধুলি এখনো যেন দেখতে পাই।

৪৪. বিজয়

কুরআন

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۚ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝ ... وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ۚ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اِذْ هَمَّتْ طَّاۤئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۝ بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَاۤئِبِيْنَ ۝ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

(১৩) সে দু'দলের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক শিক্ষার নিদর্শন ছিল, যারা (বদরে) পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। একটি দল আল্লাহ্র পথে লড়াই করছিল আর অপর দলটি ছিল কাফের। চক্ষুষ্মান

—২/৬২

লোকেরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল যে, কাফেরদের দল মুমিনের দল অপেক্ষা দ্বিগুণ; কিন্তু (ফল প্রমাণ করল যে) আল্লাহ যাকে চান তাকেই তাঁর সাহায্য ও বিজয় দান করেন। বস্তুত দৃষ্টিমান লোকদের জন্য এতে খুবই উপদেশ ও শিক্ষার বস্তু নিহিত রয়েছে। (১১০) ... এই আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনত, তবে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হতো, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান। (১১১) এরা তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, খুব বেশি কিছু করলেও হয়তবা সামান্য কষ্ট দিতে পারে। এরা যদি তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে সম্মুখ যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হবে এবং এমনভাবে অসহায় হয়ে পড়বে যে, কোনোদিক থেকে একবিন্দু সাহায্যও তারা পাবে না। (১২১) (হে নবী! মুসলমানদের নিকট সে সময়ের কথা উল্লেখ করো) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজ ঘর হতে বের হয়েছিলে এবং (ওহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন জায়গায় নিযুক্ত ও মোতায়েন করছিলে। আল্লাহ সমস্ত কথাই শোনেন এবং তিনি সবকিছুই ভালো করে জানেন। (১২২) স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্য থেকে দু'টি দল ভীরুতা ও কাপুরুষতা দেখাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল; অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারীরূপে বর্তমান ছিলেন। আর ঈমানদার লোকদের তো আল্লাহ্র ওপরই ভরসা রাখা উচিত। (১২৩) ইতঃপূর্বেও তো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তখন তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। অতএব আল্লাহ্র না-শোকরী থেকে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশা করা যায় যে, এখন তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। (১২৪) স্মরণ করো, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলছিলে ঃ "তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন।ঃ (১২৫) নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তবে যে মুহূর্তে শত্রুরা তোমাদের ওপর চড়াও হয়ে আসবে, ঠিক সে মুহূর্তে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৬) এ কথা আল্লাহ তোমাদেরকে সুসংবাদ হিসেবে জানিয়ে দিচ্ছেন, যেন তোমরা সন্তুষ্ট হও এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হয়। বস্তুত জয়লাভ ও সাহায্য যা কিছু হয়, তা সবই আল্লাহ্র তরফ থেকে হয়, যিনি বড়ই শক্তিমান, বিচক্ষণ ও দৃষ্টিমান। (১২৭) (আল্লাহ তোমাদেরকে এ জন্যই সাহায্য করবেন যে,) যেন কুফরী-পথের পথিকদের একটি বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিংবা তাদেরকে এমন লাঞ্ছনাপূর্ণ পরাজয় দান করবেন যে, তারা একেবারে ব্যর্থ হয়ে পশ্চাদপদ হয়ে যায়! (১২৮) (হে নবী!) চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুর ফয়সালা করার ক্ষমতা-এখতিয়ারে তোমার কোনোই হাত নেই। আল্লাহ্রই এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা হলে তিনি তাদেরকে মাফ করবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন; কেননা তারা জালিম। (সূরা আল-ইমরান)

إِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ
عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۙ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا
كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۙ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ
يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ۙ وَلَوْ أَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۙ

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ
لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(১৯) (কাফেরদেরকে বলোঃ) "তোমরা যদি ফয়সালা চাও, তবে গ্রহণ করো; ফয়সালা তোমাদের সামনে এসেছে। এখন বিরত হও। এটা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর। অন্যথায় সেই নির্বুদ্ধিতারই পুনরাবৃত্তি করলে আমরাও সে শাস্তিরই পুনরাবৃত্তি করব। আর তোমাদের বাহিনী যত বেশিই হোক না কেন, তোমাদের কোনো কাজে আসতে পারবে না। আল্লাহ তো ঈমানদার লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।" (৪২) (স্মরণ করো সে সময়ের কথা) যখন তোমরা প্রান্তরের এই দিকে ছিলে আর এরা শিবির স্থাপন করেছিল অপর দিকে, কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নস্থলের (তীরের) দিকে। যদি পূর্ব থেকেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ অবধারিত হয়ে থাকত, তাহলে এ সময় তোমরা অবশ্যই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে। কিন্তু যা কিছু ঘটেছে, তা এ জন্য যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফয়সালা করেছিলেন তা তিনি প্রকাশ করবেনই, যেন যাকে ধ্বংস হতে হবে, সে যেন স্পষ্ট দলীলের আলোকে ধ্বংস হয় আর যাকে জীবিত থাকতে হবে, সে-ও যেন স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে জীবিত থাকে। নিশ্চিয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। (৪৩) (আরো স্মরণ করো সে সময়ের কথা), যখন (হে নবী) আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে তাদের আকার অল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন। তিনি যদি তাদেরকে বেশি সংখ্যক দেখাতেন, তাহলে তোমরা অবশ্যই সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহ্ই এ থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি লোকদের মনের অবস্থা ভালোভাবে জানেন। (৪৪) (আরো স্মরণ করো) যখন সম্মুখ যুদ্ধের সময় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দৃষ্টিতে শত্রু সৈন্যকে অল্পসংখ্যক দেখিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিতেও তোমাদেরকে কম দেখিয়েছেন, যেন যা অবধারিত, তা প্রকাশ হতে পারে আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। (৪৫) হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মোকাবেলা হয়, তখন দৃঢ়তা সহকারে দাঁড়িয়ে থাকো এবং আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ করো। আশা আছে যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-আনফাল)

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ
وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرًا ۝

(২৬) অতপর আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা এ আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করছিল, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে উঠিয়ে আনলেন এবং তাদের হৃদয়ে তিনি এমন ভীতির সঞ্চার করে দিলেন যে, আজ তাদের এক দলকে তোমরা হত্যা করছ, অপর দলকে বন্দী করে নিচ্ছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি এবং তাদের ধন-মালের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন আর তাদের সেসব অঞ্চল তোমাদেরকে দিয়েছেন, যেখানে ইতিপূর্বে তোমরা কখনো পদসঞ্চার করোনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (সূরা আল-আহযাব)

হাদীস

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِيِّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَرٍ حَدَّثَنِيْ اَبُو زُمَيْلٍ (هُوَ سِمَاكُ الْحَنَفِيِّ) حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ اَلْفٌ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْلِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ اٰتِ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدُ فِيْ الْاَرْضِ فَمَازَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتّٰى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَاَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَنَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَاِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَاوَعَدَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ فَاَمَدَّهُ اللّٰهُ بِالْمَلاَئِكَةِ قَالَ اَبُوْ زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِيْ اَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَمَامَهُ اِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُوْلُ اَقْدِمْ حَيْزُوْمُ فَنَظَرَ اِلَى الْمُشْرِكِ اَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ اَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوطِ فَاخْضَرَّ ذَالِكَ اَجْمَعُ فَجَاءَ الْاَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقْتَ ذٰلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوْا يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ وَاَسَرُوْا سَبْعِيْنَ قَالَ اَبُوْ زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبّٰسٍ فَلَمَّا اَسَرُوْا الْاُسَارَى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مَاتَرَوْنَ فِيْ هٰؤُلاَءِ الْاُسَارٰى فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ يَانَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ هُمْ بَنُوْالْعَمِّ وَالْعَشِيْرَةِ اَرٰى اَنْ تَاخُذُ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُوْنَ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُمْ لِلْاَسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَرٰى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرَى الَّذِيْ رَاٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَلٰكِنِّيْ اَرَا اَنْ تُمَكِّنَا فَنَضْرِبَ اَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيْلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِيْ مِنْ فُلاَنٍ (نَسِيبًا لِعُمَرَ) فَاَضْرِبَ عُنُقَهُ فَاِنَّ هٰؤُلاَءِ اَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَا دِيْدُهَا فَهَوِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَاقُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرْنِيْ مِنْ اَيِّ شَيْئٍ تَبْكِيْ اَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَاِنْ وَجَدْتُ

بُكَاءً بَكَيْتُ وَاِنْ لَمْ اَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْكِىْ الَّذِىْ عَرَضَ عَلٰى اَصْحَابِكَ مِنْ اَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُهُمْ اَدْنٰى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةٍ قَرِيْبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ) فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهٖ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا فَاَحَلَّ اللّٰهُ الْغَنِيْمَةَ لَهُمْ -

হযরত হান্নাদ ইবনে সারী ও যুহায়র ইবন হারব (র) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ (স) মোশরেকদের দিকে তাকালেন, দেখলেন যে, তারা সংখ্যায় এক হাজার ছিল। আর তাঁর সাহাবী ছিলেন তিনশ' তের জন। তখন নবী করীম (স) কেবলামুখী হলেন, এরপর দুই হাত উঁচু করে উচ্চস্বরে আপন প্রভুর কাছে দো'আ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছ আমার জন্য তা পূরণ করো। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যা প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা প্রদান করো। হে আল্লাহ্! যদি মুসলিমদের এই ক্ষুদ্র সেনাদল ধ্বংস করে দাও তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না। তিনি এমনিভাবে দুই হাত উঁচু করে কেবলামুখী হয়ে প্রভুর কাছে অনর্গল উচ্চস্বরের দো'আ করছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে গেল। এরপর আবু বাকর (রা) তাঁর কাছে এসে তাঁর চাদরখানা তাঁর কাঁধে পুনরায় তুলে দিলেন। তারপর তাঁর পেছন দিক থেকে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার এতটুকু দো'আই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা অচিরেই পূর্ণ করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ (স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব যারা একের পর এক আসবে।) আবু যুমায়ল বর্ণনা করেন যে, আমাকে ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, সেদিন একজন মুসলমান সৈনিক তার সামনের একজন মোশরেকের পেছনে ধাওয়া করছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর ওপর দিক থেকে বেত্রাঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন এবং তার উপর দিকে অশ্বারোহীর ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি বলছিলেন, হে হায়যুম, (ফেরেশতার ঘোড়ার নাম) সামনের দিকে অগ্রসর হও। তখন তিনি তার সামনের মোশরেক ব্যক্তির প্রতি তাকিয়ে দেখলেন যে, সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। এরপর দৃষ্টি করে দেখেন যে, তার নাক ক্ষতযুক্ত এবং তার মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত। যেন কেউ তাকে বেত্রাঘাত করেছে। আহত স্থানগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে (বেত্রের বিষাক্ততায়)। এরপর আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এই সাহায্য তৃতীয় আকাশ থেকে এসেছে। পরিশেষে সেদিন মুসলিমগণ সত্তরজন কাফেরকে হত্যা এবং সত্তরজনকে বন্দী করলেন। আবু যুমায়ল বলেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, যখন যুদ্ধ বন্দীদেরকে আটক করা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (স) এসব যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আবু বাকর (রা) এবং উমর (রা)-এর পরামর্শ চাইলেন। আবু বাকর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! তারা তো আমাদের চাচাতো ভাই এবং স্বগোত্রীয়। আমি উচিত মনে করি যে, তাদের কাছ থেকে আপনি মুক্তিপণ (فدية) গ্রহণ করুন। এতে কাফেরদের ওপর আমাদের শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে। হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দেবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? উমর (রা) বললেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আবু বাকর যা উচিত মনে

করেন আমি তা উচিত মনে করি না। আমি উচিত মনে করি যে, আপনি তাদেরকে আমাদের হস্তগত করুন। আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর আকিলকে আলী-এর হস্তগত করুন। তিনি তার শিরোচ্ছেদ করবেন। আর আমার বংশের অমুককে আমার কাছে অর্পণ করুন, আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। কেননা তারা হলো কাফেরদের মর্যাদাশালী নেতৃস্থায়ী ব্যক্তিবর্গ। অতএব, আবু বাকর (রা) যা বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) সেটাই পছন্দ করলেন এবং আমি যা বললাম, তা তিনি পছন্দ করেননি। পরের দিন যখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলাম, তখন দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (স) এবং আবু বাকর (রা) উভয়েই বসে কাঁদছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমাকে বলুন, আপনি এবং আপনার সাথী কেন কাঁদছেন? যদি আমার মধ্যে কান্নার ভাব জাগে তাহলে আমিও কাঁদব। আর যদি আমার কান্না না আসে তবে আপনাদের কাঁদার কারণে আমিও কান্নার ভান করব। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ফিদয়া গ্রহণের কারণে তোমার সাথীদের ওপর সমাগত বিপদের কথা স্মরণ করে আমি কাঁদছি। আমার কাছে তাদের শাস্তি পেশ করা হলো— এই বৃক্ষ থেকেও কাছে। বৃক্ষটি ছিল নবী করীম (স)-এর নিকটবর্তী। (একটি বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ বৃক্ষের চাইতেও কাছে তোমাদের উপর সমাগত আযাব আমাকে দেখানো হয়েছিল।) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَلَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهٖ فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا "দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয়। যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে তোমরা ভোগ করো।" (৮ ঃ ৬৭-৬৯) এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য মালে গনিমত হালাল করে দেন। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ فَدَعَاعَلٰى نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ عَلٰى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِبْنِ عُتْبَةَ دَاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَاَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى تَدْغَيَّرَ تْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا -

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (স) কা'বার দিকে মুখ করে কুরাইশ গোত্রের কয়েকজনের জন্য বাদ্‌দো'আ করলেন। বিশেষ করে শায়বা ইবনে রাবিয়া, ওতবা ইবনে রাবিয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওতবা এবং আবু জাহল ইবনে হিশামের জন্য। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, বদরের যুদ্ধের দিন এসব লোককে নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। রোদের প্রচণ্ডতা তাদের দেহগুলো বিকৃত করে দিয়েছিল। আর সেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। (বুখারী)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন নবী করীম (স) দো'আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। তুমি যদি চাও (কাফেররা) আমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করুক তাহলে তোমার ইবাদতের লোক আর থাকবে না। এতটুকু কথা বলার পর আবু বকর (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) উঠলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন ঃ শত্রুদল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (বুখারী)

৪৫. পরাজয়

কুরআন

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ
مِثْلُهُ ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ؛ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ، وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ
لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ
، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ؛ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ
لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ؛ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ ، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ؛ فَمَا وَهَنُوا لِمَا
أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ
قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَآتَاهُمُ
اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا
الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۝ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ؛ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۝
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ؛ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ، وَ
بِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ۝ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ؛ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ؛ ثُمَّ
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ؛ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ
أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ،
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ، وَطَائِفَةٌ قَدْ
أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ
كُلَّهُ لِلَّهِ ، يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ، يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ، قُلْ
لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ؛ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ
ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا
عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ۝ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ
قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ
حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝ اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَ
عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ اَوَلَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَمَاۤ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۖۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ
قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ
اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ
خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ
اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَ
اتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّ
قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ... فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ
عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ

الثَّوَابِ ۝ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

(১৩৯) মন ভাঙা হয়ো না, চিন্তা করো না; তোমরাই বিজয়ী থাকবে— যদি তোমরা ঈমানদার হও। (১৪০) এখন যদি তোমাদের ওপর কোনো আঘাত এসে থাকে, তবে (তা কোনো নতুন ঘটনা নয়) ইতঃপূর্বে তোমাদের বিরোধী দলের ওপরও অনুরূপ আঘাতই এসেছে। এটা তো কালের উত্থান ও পতন মাত্র, যাকে আমরা লোকদের মধ্যে আবর্তিত করতে থাকি। তোমাদের সামনে এ সময়টি এই জন্য উপস্থিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার কে এবং যারা বাস্তবিকই (প্রকৃত সত্যের) সাক্ষীদাতা তাদেরকে তিনি আলাদা করে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা, জালিম লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (১৪১) উপরন্তু এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাচ্চা মুমিনদেরকে আলাদা করে দিয়ে কাফেরদের মস্তক চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। (১৪২) তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিই বেহেশতে চলে যাবে ? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত এটা দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহর পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্য ধৈর্যশীল। (১৪৩) তোমরা তো মৃত্যু কামনা করছিলে। কিন্তু এটা তখনকার কথা যখন মৃত্যু তোমাদের সম্মুখে এসে পৌঁছায়নি। এখন তা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এবং তোমরা নিজেদের চোখে দেখছ। (১৪৪) মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি মরে যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা (তাঁর আদর্শ থেকে) উল্টা দিকে ফিরে যাবে ? মনে রেখো, যে-কেউ বিপরীত দিকে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর একবিন্দু ক্ষতি করবে না। অবশ্য যারা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবে, তাদেরকে তিনি এর প্রতিফল দান করবেন। (১৪৫) কোনো প্রাণীই আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো (নির্দিষ্টভাবে) লেখা আছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার সওয়াবের আশায় কাজ করবে, তাকে আমরা এই দুনিয়া থেকেই (তা) দান করব। আর যে আখেরাতের সওয়াব পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে, সে আখেরাতের সওয়াব পাবে। আর কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদেরকে তাদের কাজের ফল আমরা নিশ্চয়ই দান করব। (১৪৬) এর পূর্বে আরো কত নবী এখানে এসেছিল যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা লোক লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে যত বিপদই তাদের ওপর এসেছিল সে জন্য তারা হতাশ হয়ে যায়নি, তারা কোনো দুর্বলতা দেখায়নি এবং (বাতিলের সম্মুখে) মাথা নত করেনি। বস্তুত এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করে থাকেন। (১৪৭) তাদের দো'আ ছিল শুধু এটুকু ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের ভুল-ত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা করো এবং আমাদের কাজে-কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লঙ্ঘিত হয়েছে, তা মাফ করো। আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য করো।" (১৪৮) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াবও দিয়েছেন এবং তা থেকে উত্তম— পরকালীন সওয়াবও দান করলেন। আল্লাহ এই ধরনের সৎকর্মশীল লোকদেরকে ভালোবাসেন। (১৪৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি সে সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলতে শুরু করো যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করছে, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থকাম হবে। (১৫০) (তারা যা কিছু বলে তা ভুল) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক এবং বস্তুতই তিনি অতীব

উত্তম সাহায্যকারী। (১৫১) সে সময় অতি শীঘ্রই এসে পৌছাবে, যখন আমরা সত্যের বিরোধী কাফেরদের মনের মধ্যে এক প্রকার ভীতি ও বিভীষিকা সৃষ্টি করে দেব। কেননা, তারা আল্লাহ্‌র সাথে এমন সব জিনিসকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক করছে, যাদের এরূপ শরীক হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো সনদ নাযিল করেননি। তাদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম। আর এসব জালিমদের ভাগে বসবাস করার জন্য যে স্থান দেওয়া হবে তা সত্যই অত্যন্ত খারাপ জায়গা। (১৫২) আল্লাহ তা'আলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের কাছে করেছিলেন, তা তো তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রথমে তাঁরই হুকুমে তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মত-পার্থক্য করলে এবং যখনি আল্লাহ তোমাদেরকে সে জিনিস দেখালেন, যার ভালোবাসায় তোমরা আবদ্ধ ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল), তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধতা করে বসলে; কেননা, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়ার (স্বার্থের) সন্ধানকারী ছিল, আর কিছু সংখ্যক লোক ছিল পরকালের সন্ধানকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের মোকাবেলায় তোমাদেরকে পশ্চাদবর্তী করে দিলেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। আর সত্য কথা এই যে, এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমাই করলেন। কেননা, ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা বড় অনুগ্রহের দৃষ্টি রেখে থাকেন। (১৫৩) স্মরণ করো, যখন তোমরা পলায়ন করে যাচ্ছিলে এবং কারো দিকে ফিরে দেখবার মতো হুঁশটুকু তোমাদের ছিল না আর রাসূল তোমাদের পেছন থেকে তোমাদেরকে ডাকছিল। তখন তোমাদের এই আচরণের প্রতিফলস্বরূপ আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন ভবিষ্যতের জন্য তোমাদের শিক্ষা হয়ে যায় আর যা কিছু তোমরা হারিয়ে ফেলো কিংবা যে বিপদ তোমাদের ওপর অবতরণ করে, সে জন্য যেন মর্মাহত না হও। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজ সম্পর্কে অবহিত আছেন। (১৫৪) এই দুঃখ-শোকের পর পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোকের ওপর এমন সান্ত্বনার অবস্থা বিস্তার করে দিলেন যে, তারা তন্দ্রাবিষ্ট হতে লাগলো। কিন্তু অপর একটি দল— যার কাছে সমস্ত গুরুত্ব ছিল একমাত্র স্বার্থের— আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব জাহিলী মনোভাব পোষণ করতে লাগল, যা ছিল সত্যের একেবারে পরিপন্থী। এরা এখন বলছে ঃ "এ কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে আমাদেরও কি কোনো অংশ আছে ? তাদেরকে বলো ঃ "(কারো কোনো অংশ নেই) এই কাজের সমস্ত এখতিয়ারই আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে।" প্রকৃতপক্ষে এরা যে কথা নিজেদের মনে গোপন করে রেখেছে, তা তোমার কাছে প্রকাশ করছে না। এদের আসল বক্তব্য হলো ঃ "যদি (কর্তৃত্বের) এখতিয়ারে আমাদেরও কোনো অংশ থাকত, তবে এখানে আমরা নিহত হতাম না।" তাদেরকে বলো, "তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও অবস্থান করতে তবুও যাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল, তারা নিশ্চয়ই তাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বের হয়ে আসত।" আর এই যে ব্যাপার ঘটল, এটি এই জন্য ঘটছিল যে, তোমাদের বুকের মধ্যে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে, আল্লাহ এর পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের মনে যে কুটিলতা রয়েছে, তা পরিষ্কার করে ফেলবেন। আল্লাহ (লোকদের) মনের অবস্থা খুব ভালো করে জানেন। (১৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা মোকাবেলার দিন পিছনে ফিরে গিয়েছিল, তাদের বিচ্যুতির কারণ এই ছিল যে, তাদের কোনো কোনো দুর্বলতার কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণকারী। (১৫৬) হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের ন্যায় কথাবার্তা বলো না, যাদের আত্মীয়-স্বজন কখনো সফরে গেলে কিংবা যুদ্ধে শরীক হলে (এবং সেখানে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে) তারা বলে যে, তারা

যদি আমাদের কাছে থাকত তাহলে মারা যেতো না এবং নিহত হতো না। আল্লাহ এ ধরনের কথাবার্তাকে তাদের মনের দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ বানিয়ে দেন; এতে মৃত্যু ও জীবন দানকারী হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং তোমাদের সকল প্রকার কাজ-কর্মের ওপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। (১৫৭) তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মরে যাও, তবে আল্লাহ্‌র যে রহমত ও মার্জনা তোমাদের নসীব হবে, তা এসব লোক যা কিছুই সংগ্রহ-সঞ্চয় করে তা থেকে অনেক উত্তম। (১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হও কিংবা নিহত হও, সকল অবস্থায় তোমাদের সকলকেই একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হতে হবে। (১৫৯) (হে নবী!) এটা আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র-স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এরা তোমার চতুর্দিক থেকে দূরে সরে যেতো। অতএব এদের অপরাধ মাফ করে দাও, এদের মাগফেরাতের জন্য দো'আ করো এবং দ্বীন-ইসলামের কাজ-কর্মে এদের সাথে পরামর্শ করো। অবশ্য কোনো বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন, যারা তার ওপর ভরসা করে কাজ করে। (১৬০) আল্লাহই যদি তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কোনো শক্তিই তোমাদের ওপর জয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তবে এরপর আর কোন শক্তি রয়েছে, যা তোমাদের সাহায্য করতে পারে? কাজেই প্রকৃত মুমিন যারা, তাদের আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা রাখা উচিত। (১৬১) খেয়ানত করা কোনো নবীরই কাজ হতে পারে না। আর যে খেয়ানত করবে, কেয়ামতের দিন সে তার খেয়ানতসহ হাজির হতে বাধ্য হবে। অতঃপর সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফল লাভ করবে; কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না। (১৬৫) তোমাদের এ কী অবস্থা? তোমাদের ওপর যখন বিপদ ঘনিয়ে এলো, তখন তোমরা বলতে লাগলে ঃ এ কোথা হতে এলো? অথচ (বদরের যুদ্ধে) তোমাদেরই হাতে এর চেয়ে দ্বিগুণ মুসীবত (প্রতিপক্ষের ওপর) আপতিত হয়েছিল। হে নবী! ওদের বলো ঃ এই বিপদ তোমাদের নিজেদেরই কারণে এসেছে। আল্লাহ সকল বস্তুর ওপর পরাক্রমশালী। (১৬৬) যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই হয়েছিল এবং এ জন্য হয়েছিল যে, আল্লাহ (কার্যত) দেখতে চেয়েছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুমিন কে (১৬৭) এবং মোনাফেক কে? এই মোনাফেকদেরকে যখন বলা হলো ঃ আসো, আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো কিংবা অন্ততঃপক্ষে (নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষার কাজই করো, তখন তারা বলতে লাগল ঃ আজই যুদ্ধ হবে তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে যেতাম। একথা যখন তারা বলছিল, তখন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীরই অধিক নিকটবর্তী ছিল। বস্তুত তারা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে, যা আদপেই তাদের অন্তরে বর্তমান নেই। আর যা কিছু তারা হৃদয়ে গোপন করে রাখে, আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন। (১৬৮) এরা সেসব লোক, যারা নিজেরা তো বসে থাকল আর এদের যেসব ভাই-বন্ধু লড়াই করতে গিয়েছিল ও সেখানে নিহত হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে এরা বলল ঃ তারা যদি আমাদের কথা শুনত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই নিহত হতো না। ওদেরকে বলো, তোমাদের এই কথায় তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে স্বয়ং তোমাদের মৃত্যু যখন আসবে, তখন তাকে দূরে রেখে এর সত্যতা প্রমাণ করিও। (১৬৯) যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা তো প্রকৃতপক্ষে জীবিত। তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে রিযিক পাচ্ছে। (১৭০) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দান করছেন, তা পেয়ে তারা আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত। এবং যেসব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়ায় রয়ে গেছে এবং এখনো তথায়

পৌঁছায়নি, তাদের জন্য কোনো ভয় ও চিন্তা নেই জেনে তারা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত। (১৭১) তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত ও উৎফুল্ল এবং তারা জানে যে, আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদের কর্মফল নষ্ট করেন না।(১৭২) যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রকৃত পুণ্যশীল, নেককার ও পরহেজগার তাদের জন্য অত্যধীক সুফল রয়েছে। (১৭৩) আর যাদেরকে লোকেরা বললঃ "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো," কথা তখন এটা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেলো এবং উত্তরে তারা বললঃ "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মসম্পাদনকারী।" (১৭৪) শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করল যে, তাদের কোনো প্রকার ক্ষতি হলো না এবং আল্লাহ্‌র মর্জী অনুযায়ী চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করল। বস্তুত আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (১৭৫) এখন তোমরা জানতে পারলে যে, মূলত তারা ছিল শয়তান, যারা আপন বন্ধুদেরকে অযথাই ভয় দেখাচ্ছিল। এতএব ভবিষ্যতে তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, আমাকেই ভয় করবে— যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। (১৯৫) ... কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করছে, আমারই পথে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং আমারই জন্য লড়াই করছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে আমি এমন বাগীচায় স্থান দেবো, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত হবে। আল্লাহ্‌র কাছে এটাই হচ্ছে তাদের প্রতিফল আর উত্তম প্রতিফল তো একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই পাওয়া যেতে পারে।" (১৯৬) (হে নবী!) দুনিয়ার রাজ্যসমূহে আল্লাহ্‌র নাফরমান লোকদের দম্ভপূর্ণ চলাফেরা তোমাকে যেন প্রতারিত করতে না পারে। (১৯৭) এটা শুধু কয়েকদিনের জীবনের স্বল্পস্থায়ী আনন্দ সামগ্রী মাত্র। অতঃপর এরা সকলেই জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে আর সেটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম স্থান। (সূরা আল-ইমরান)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ اِنِّيْ لَفِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدَرٍ اِذَا الْتَفَتَّ فَاِذَا عَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ يَسَارِىْ فَتَيَانِ حَدِيْثَ السِّنِّ فَكَاَنِّىْ لَمْ اٰمَنُ بِكَانِهِمَا اِذْ قَالَ لِىْ اَحَدُهُمَا سِرًّامِنْ صَاحِبِهٖ يَاعَمِّ اَرِنِىْ اَبَاجَهْلٍ فَقُلْتُ يَاابْنَ اَخِىْ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ قَالَ عَاهَدْتُ اللّٰهَ اِنْ رَاَيْتُهٗ اَنْ اَقْتُلَهٗ اَوْ اَمُوْتَ دُوْنَهٗ فَقَالَ لِىَ الْاٰخَرُ سَرًّا مِنْ صَاحِبِهٖ مِثْلَهٗ قَالَ فَمَاسَرَّنِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا فَاَشَرْتُ لَهُمَا اِلَيْهِ فَشَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتّٰى ضَرَبَاهٗ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ -

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বদর যুদ্ধের দিন সৈনিকদের ব্যূহে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাদের মতো অল্পবয়স্ক দু'জন যুবক থাকার কারণে আমি যেন নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এ সময় তাদের একজন অন্যজন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞেস করল ঃ চাচাজান! আমিকে দেখিয়ে দিন তো আবু জাহল কে? আমি বললাম, ভাতিজা,

তাকে (আবু জাহল) দিয়ে তুমি কি করবে? সে বলল, আমি আল্লাহ্‌র কাছে ওয়াদা করেছি যে, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করব কিংবা এ জন্য নিজেই মৃত্যুবরণ করব। অন্যজন অনুরূপভাবে তার সঙ্গীকে গোপন করে আমাকে একই কথা জিজ্ঞেস করল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেছেন ঃ তখন তাদের দু'জনের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। মনে করলাম আমি দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পাশেই আছি। আমি তাদের দু'জনকে ইশারায় আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা দুটি শিকারী বাঘের মতো তৎক্ষণাৎ তার ওপর ঝাঁপিয় পড়ল এবং তাকে হত্যা করল। এরা দু'জন ছিল আফরার দুই পুত্র। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَا اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَىْءَ بَعْدَهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) ঃ রাসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই বলতেন যে, শুধুমাত্র এক আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি তার বাহিনীকে (মুসলমান) বিজয় দান করে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে [রাসূলুল্লাহ (স)] সাহায্য করেছেন এবং এককভাবে সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তিনি সর্বশেষ! তারপরে কিছুই থাকবে না। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ اَوِالْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلٰثَ مِرَارٍ ثُمَّ يَقُلُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ -

হযরত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরা (হজ্জ) থেকে বাড়ি ফিরে আসলে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং তারপর এই দো'আ পড়তেন। আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও লা-শরীক, সার্বভৌম ক্ষমতা ও বাদশাহী একমাত্র তাঁরই করায়ত্ব। সব প্রশংসা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। তিনি সব কিছুর ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনশীল, তাঁর কাছে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা নিবেদনকারী। আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসা বর্ণনাকারী। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে [রাসূলুল্লাহ (স)] সাহায্য করেছেন এবং খন্দকের যুদ্ধে একাই সব দলকে (সম্মিলিত বাহিনীকে) পরাজিত করেছেন। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِلْتَقٰى هَوَازِنَ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَشَرَةُ اٰلَافٍ وَّالطُّلَقَاءُ فَاَدْبَرُوْ قَالَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَاَعْطٰى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَلَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوْا فَدَعَاهُمْ فَاَدْخَلَهُمْ فِىْ قُبَّةٍ فَقَالَ اَمَّا تَرْضَوْنَ اَنْ يَّذْ هَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ وَتَذْ هَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَّسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شِعْبًا لَّاخْتَرْتُ شِعْبَ الْاَنْصَارِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুনায়েনের দিন হাওয়ান গোত্রে সাথে মোকাবেলা হলো। এ সময় নবী করীম (স) এর সাথে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার) এবং মক্কার নও মুসলিমগণ। তারা (যুদ্ধক্ষেত্রে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। তিনি বললেন ঃ হে, আনসারগণ! তারা জবাব দিল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা হাজির আছি, আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রস্তুত এবং আমরা আপনার সামনেই আছি। নবী (স) নেমে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। কাজেই মোশরেকরা পরাজিত হলো, তিনি মক্কার নওমুসলিম ও মুহাজিরদেরকে (মালের গণীমাত) ভাগ করে দিলেন এবং আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। আনসাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। এতে তিনি তাদেরকে ডেকে একটি খিমার মধ্যে বসালেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি এতে রাজী নও যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে যাবে আর তোমরা নিয়ে যাবে আল্লাহ্‌র রাসূলকে ? তারপর নবী (স) বললেন ঃ যদি সব লোক একটি উপত্যকার চলে এবং আনসররা চলে একটি গিরিপথে তাহলে আনসারদের সাথে গিরিপথ দিয়ে চলব। (বুখারী, মুসলিম)

৪৬. লোহা

কুরআন

... وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۟

.... এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমরা ইস্পাত অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্য বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটি এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁকে না দেখিয়েই তাঁর ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বড়ই শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২৫)

হাদীস

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو (يَعْنِىْ اِبْنَ دِيْنَارٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ،عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ اِبْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا -

হযরত আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা, হযরত যুহায়র ইবনে হারব ও ইবনে নুমায়র (র) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ন্যায় বিচারকগণ (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র কাছে নূরের মিম্বরসমূহের মহিমান্বিত দয়ালু প্রভুর ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকবেন। আর উভয় হাতই ডান হাত (অর্থাৎ সমান মহিমান্বিত)। সেই ন্যায়পরায়ণ হচ্ছে ঐসব লোক, যারা তাদের শাসনকার্যে তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে সুবিচার করে। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَا لَيْثُ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ ও হযরত মুহাম্মদ ইবনে রুমহ (র) হযরত ইবনে উমর (রা)-এর সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বান এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর বা নেতা তার অধীনস্থ লোকদের ওপর দায়িত্বান এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে দায়িত্বান এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের ওপর দায়িত্বান— সে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মুনিবের মাল-সম্পদের ওপর দায়িত্বান, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ওহে! তোমাদের প্রত্যেকেই (স্ব স্ব স্থানে) এক একজন দায়িত্বান এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُبْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ الْمَلِيْحِ اَنَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِيْ مَرْضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ اِنِّيْ مُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثٍ لَوْلَا اَنِّيْ فِي الْمَوْتِ لَمْ اُحَدِّثُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ اَمِيْرٍ يَلِيْ اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ اِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ -

হযরত আবু গাস্‌সান মিসমাঈ, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র) হযরত আবু মালীহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উবায়দুল্লাহ্ ইবন যিয়াদ মাকিল (র) ইবন ইয়াসার (রা)-এর পীড়িত অবস্থায় তাঁর কাছে যান। তখন মাকিল (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এমন একটা হাদীস তোমার কাছে বর্ণনা করব যে, যদি আমি মৃত্যুর মুখোমুখী না হতাম তবে তোমার কাছে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি, এমন আমীর যার ওপর মুসলিমদের শাসনভার অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টিত না হয় বা তাদের মঙ্গল কামনা না করে; আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। (বুখারী)

৪৭. ঘোড়া

কুরআন

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ

(১) শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর, যারা হ্রেষা-ধ্বনি করে দৌড়ায়। (২) অতঃপর (নিজেদের ক্ষুর দিয়ে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝাড়ে। (৩) তারপর অতি প্রত্যুষে আকস্মিক আক্রমণ চালায় (৪) আর এ

সময় ধুলি-ধুয়া উড়ায় (৫) এবং এরূপ অবস্থায়ই কোনো ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। (৬) বস্তুত মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা আদিয়াত)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضَمَّرْ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ الشَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَنَ سَابَقَ بِهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَمَدًا غَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ -

হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং এ জন্য সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন সানিয়া থেকে মসজিদে বনী যুরাইক পর্যন্ত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত "আমাদান শব্দের অর্থ "গায়াতান"। যেমন কুরআনের আয়াত "ফাতালা আলাইহিমুল আমাদ" —তাদের ওপর দিয়ে বহুকাল অতিবাহিত হলো। (সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬) এর মধ্যে যে "আমাদ" শব্দটি আছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (বুখারী)

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

হযরত উরওয়াতুল বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা হলো, পুরস্কার ও গণিমত। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهٗ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهٗ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا وَاٰثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهٗ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَالِكَ حَسَنَاتٍ لَهٗ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَّنِوَاءً لِّاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِىَ وِزْرٌ عَلٰى ذٰلِكَ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا اِلَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তিনটি উদ্দেশ্যে ঘোড়ার প্রতিপালন হতে পারে। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা পুরস্কারের মাধ্যম। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা আশ্রয় স্বরূপ। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা গোনাহের উৎস। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র (পথে জিহাদের) উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, চারণক্ষেত্রে বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে

তা বেঁধে দেয় এবং ঘোড়াটি বাঁধা অবস্থায় চারণক্ষেত্রে বা বাগানে ঘুরেফিরে ঘাস খায় তার জন্য তাকে কল্যাণ দান করা হয়। ঘোড়াটি যদি তার দীর্ঘ রশি ছিন্ন করে লাফ দিয়ে একটি বা দুটি টিলা অতিক্রম করে তবে তার গোবর ও বিচরণের পদক্ষেপসমূহের বিনিময়েও পালনকারীর জন্য কল্যাণ রয়েছে। ঘোড়াটি যদি কোনো নদী অতিক্রম করে তার পানি পান করে, অথচ তার মালিক তাকে পানি পান করানোর সংকল্প করে নাই, তবে তাতেও মালিকের জন্য ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। যে ব্যক্তি অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, তার জন্য তা গোনাহের উৎস হয়। রাসূলুল্লাহ (স)কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার প্রতি এ ব্যাপারে অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যতীত আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি ঃ "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ কল্যাণকর কাজ করবে তার সুফল সে অবশ্যই দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে তার কুফলও সে দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮) (বুখারী-মুসলিম)

৪৮. গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ মাল

কুরআন

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

(৪১) আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ্‌র প্রতি আর সে জিনিসের প্রতি যা চূড়ান্ত ফয়সালার দিন— অর্থাৎ উভয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ-যুদ্ধের দিন— আমরা আমাদের বান্দাহর প্রতি নাযিল করেছিলাম, (তাই এই অংশ খুশীর সঙ্গে আদায় করো) আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (১) তোমার কাছে গণীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ? বলো ঃ এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে লও। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো। (সূরা আল-আনফাল)

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَ

أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ
الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ
عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ
بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(৬) আর যে ধনমাল আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দখল থেকে বের করে তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দিলেন তা এমন নয় যার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়িয়েছ, বরং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণকে যার ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ওপরই শক্তিশালী। (৭) যা কিছুই আল্লাহ এ জনপদের লোকদের থেকে তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ, রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য— যেন তা তোমাদের ধনিদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (৮) (উপরন্তু সেই মাল) সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যও যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও বিত্ত-সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত এবং বহিষ্কৃত হয়েছে। এ লোকেরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি পেতে চায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য-সমর্থনের জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। এরাই সত্য পথের পথিক। (৯) (সেই ধন-মাল সে লোকদের জন্যও) যারা এই মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে দারুল হিজরাতেই বসবাসকারী ছিল। তারা ভালোবাসে সেই লোকদেরকে যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। তাদেরকে যাই দেওয়া হয় এর কোনো প্রয়োজন পর্যন্ত তারা নিজেদের হৃদয়ে অনুভব করে না এবং নিজেদের তুলনায় অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়— নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন। বস্তুত যেসব লোককে তাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা (বা লোভ জনিত কার্পণ্য) থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। (১০) (তা সে লোকদের জন্যও) যারা এই অগ্রবর্তীদের পরে এসেছে; যারা বলে ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইকে ক্ষমা করো যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদার লোকদের জন্য কোনো হিংসা ও শত্রুতার ভাব রেখো না; হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি বড়ই অনুগ্রহশীল এবং করুণাময়। (সূরা আল-হাশর)

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنْفَقُوْا ۚ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ أَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝

তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেওয়া মহরানা থেকে কিছু অংশ যদি তোমরা কাফেরদের কাছ থেকে ফিরে না পাও আর এর পরই তোমারা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ঐদিকে রয়ে গেছে তাদেরকে তাদের দেওয়া মহরানার সমান সম্পদ আদায় করে দাও। আর সে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ। (সূরা আল-মুনতাহানা ঃ ১১)

وَّمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾

(১৯) এতদ্ব্যতীত আরো বহু গনীমতের সামগ্রী তাদেরকে দিলেন, যা তারা (শীঘ্রই) অর্জন করবে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক গনীমতের ধন-মাল দান করার ওয়াদা করেছেন, যা তোমরা অবশ্যই লাভ করবে। ত্বরিতগতিতে এ বিজয় তো তিনি তোমাদেরকে দিলেনই আর লোকদের হস্তও তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হওয়া হতে বিরত রাখেলেন, যেন এটি মুমিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে। আর আল্লাহ সহজ-সঠিক ও নির্ভুল পথের হেদায়েত দান করেন। (সূরা আল-ফাতাহ)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيْهَا فَبَلَغَتْ سُهْمَا نُنَا اِثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلْنَا بَعِيْرًا بَعِيْرٌ فَرَجَعْنَا بِثَلٰثَةِ عَشَرَ بَعِيْرًا -

হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) নজ্দের দিকে যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন আমি তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (মালে গনিমতের বণ্টনের সময়) আমাদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি করে উট পড়ে। আবার একটি করে উট আমরা বেশি করে পাই। কাজেই তেরটি করে উট নিয়ে আমরা ফিরে আসি। (বুখারী)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَ اَبُوْ كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْىٰ اَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَ فِىْ النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا -

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ও আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে অশ্বারোহী সৈনিকের জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক সৈনিকের জন্য এক অংশ বণ্টন করেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَ الْقُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ اَمْرَهُ قَالَ لَا اَلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ (اَلْقِيَنَّ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهٖ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلٰى رَقَبَتِهٖ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِى فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ (مَنَ اللّٰهِ) شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهٖ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهٖ صَامِتٌ فَيَقُوْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لَااَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ اَوْ عَلٰى رَقَبَتِهٖ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনিমতের অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন এবং ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি কেয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, সে ঘাড়ে একটি চিৎকাররত বকরি, একটি হ্রেষারত অশ্ব বহন করছে এবং আমাকে ডেকে বলছে যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এ বিপদ থেকে (রক্ষা) উদ্ধার করুন। তখন আমি বলব, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমি তো আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। (অথবা) আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায়ও দেখতে চাই না যে, সে একটি চিৎকাররত উট ঘাড়ে বহন করে আমার কাছে এসে বলছে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না, আল্লাহ্‌র বাণী বা আদেশ নিষেধ তো আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কাউকে আমি এমনও দেখতে চাই না যে, সে সম্পদের বোঝা ঘাড়ে করে আমার কাছে আগমন করে বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে সক্ষম নই। কেননা, আমি আল্লাহ্‌র বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কোনো ব্যক্তি কাপড়ের গাঁট্টি ঘাড়ে বহন করে আগমন করবে আর বাতাসে কাপড় তার ঘাড়ের ওপর উড়তে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আল্লাহ্‌র বাণী তো আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, কারকারাহ নামক এক ব্যক্তির ওপর নবী করীম (স)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে দোযখবাসী হবে। লোকেরা এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারল যে, সে গনিমতের মাল থেকে একটি আবা আত্মসাত করেছিল। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الْاَنْصَارُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوْشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْشِعْبَهُمْ -

আনাস থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন যখন রাসূলুল্লাহ (স) মালে গনিমত কুরাইশদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন তখন আনসাররা ক্ষুব্ধ হলো। নবী (স) (আনসারদেরকে) বললেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা দুনিয়া (পার্থিব ধন-সম্পদ) নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে নিয়ে যাবে? তারা বলল ঃ অবশ্যিই সন্তুষ্ট। একথায় তিনি বললেন ঃ যদি লোকেরা কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলব। (বুখারী)

৪৯. প্রতিশোধ গ্রহণ

কুরআন

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝

আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে শুধু ততটুকুই করবে, যতটুকু তোমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো, তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ১২৬)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَزِي رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَنَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন। (বুখারী)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَاَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللّٰهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আমাদেরকে কোনো একটি সেনাদলের সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং (কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে) বললেন, অমুক এবং অমুককে পেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে। পরে আমাদের রওয়ানার প্রাক্কালে তিনি আবার বললেন, আমি অমুক এবং অমুককে অগ্নিদগ্ধ করে মারতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দানের অধিকারী নয়। কাজেই তাদেরকে যদি পাও এমনি হত্যা করবে। (অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করবে না) (বুখারী)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَامَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَاأَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ أُرِيدُ فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ -

হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসাছিলাম। হঠাৎ আমাদের দিকে রাসূলুল্লাহ (স) বেরিয়ে এলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা ইহুদীদের দিকে গমন করো। সুতরাং আমরা তাঁর সঙ্গে বের হলাম। পরিশেষে তাদের কাছে এলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) দণ্ডায়মান হলেন এবং তাদেরকে (ধর্মের দিকে) আহ্বান করে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবে। তখন তারা বলল, হে আবুল কাসেম! নিশ্চয়ই আপনি (আল্লাহ্র নির্দেশ) প্রচার করছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ আমি একথাই শুনতে চেয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে শান্তিতে থাকতে পারবে। তখন তারা বলল, হে আবুল কাসেম! নিশ্চয়ই আপনি প্রচার করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমি তাই চেয়েছিলাম। এরপর তৃতীয়বার তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা জেনে রেখো! নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আর ইচ্ছা হয় তোমাদেরকে আমি এই ভূখণ্ড থেকে বহিষ্কার করব। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যদি কারো কিছু মালামাল থেকে থাকে তাহলে সে যেন তা বিক্রি করে দেয়। নতুবা জেনে রেখো যে, সমগ্র ভূমণ্ডল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। (মুসলিম)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهطًا مِنَ الا نْصَارِ الى اَبِىْ رَفِعٍ فَدَ خَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ -

হযরত বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবু রাফেকে হত্যা করার জন্য তার কাছে আনসারদের একদল লোক পাঠালেন। তাদের মধ্যে থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আতিক রাত্রিকালে তার বাড়িতে প্রবেশ করে নিদ্রিতাবস্থায় তাকে হত্যা করল।

৫০. যুদ্ধ বন্দী

কুরআন

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَ اللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ اِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(৬৭) কোনো নবীর জন্য এটা শোভা পায় না যে, তার কাছে বন্দীলোক থাকবে, যতক্ষণ সে জমিনে শত্রুবাহিনীকে খুব ভালো করে নির্মূল না করবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, অথচ আল্লাহ্র সামনে তো পরকাল রয়েছে! আর আল্লাহ্ বিজয়ী ও সুবিজ্ঞানী। (৬৮) আল্লাহ্র লিপি যদি পূর্বেই লেখা না হতো, তাহলে তোমরা যাকিছু করেছ, এর প্রতিফল হিসেবে তোমাদেরকে বড় কঠিন আযাব দেওয়া হতো। (৭০) হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী রয়েছে, তাদেরকে

বলো, আল্লাহ যদি জানতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ রয়েছে, তাহলে তিনি তোমাদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা অপেক্ষা অনেক বেশি দান করবেন এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৭১) কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে খেয়ানত করার ইচ্ছা রাখে, তবে তারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্র সঙ্গেই খেয়ানত করেছে। আর এরই শাস্তি স্বরূপ তিনি তাদেরকে তোমার করোতলগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞানী। (সূরা আনফাল)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُكُّوا الْعَانِىَ يَعْنِى الْاَسِيْرَ وَاَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ -

হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করো এবং পীড়িতের সেবা করো।

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مِنَ الْوَحْيِ اِلَّا مَافِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ (لَا) وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النَّسَمَةَ مَااَعْلَمُهُ اِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللّٰهُ رَجُلًا فِى الْقُرْاٰنِ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِىْ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -

হযরত আবু হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র কিতাবে যা কিছু আছে তা ছাড়া অহীর কোনো অংশ কি আপনার কাছে আছে? তিনি বললেন, না। সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং জীব-জন্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন। কোনো মানুষকে আল্লাহ্ কুরআন সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করেন এবং যা কিছু আমার পুস্তিকার মধ্যে আছে, তা ছাড়া আমার আর কোনো কিছুই জানা নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই পুস্তিকার মধ্যে কি আছে? তিনি বললেন, রক্তপণ, যুদ্ধবন্দী মুক্তকরণ এবং কোনো কাফেরকে হত্যার শাস্তিস্বরূপ মুসলমানকে হত্যা না করার নির্দেশ।

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَبْنَ الْوَلِيْدِ اِلٰى بَنِىْ جُذَيْمَةَ فَدَعَاهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَلِدٌ يَقْتُلُ وَيَاْسِرُ وَدَفَعَ اِلٰى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَةً حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمٌ اَمَرَ خَالِدٌ اَنْ يَّقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَقْتُلُ اَسِيْرِىْ وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِىْ اَسِيْرَهُ حَتّٰى تَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ لَهُ فَرَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ -

সালেম ১৩১ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালেমের পিতা) বলেন ঃ নবী (স) খালেদ ইবনে অলীদকে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালেদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিল; কিন্তু নিজেদের মুখে) আমরা

ইসলাম গ্রহণ করেছি একথা বলা তারা ভালো মনে করল না বরং তারা বলতে থাকল ঃ 'আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি', 'আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি।' কিন্তু খালেদ তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে থাকলেন। আর বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সোপর্দ করতে থাকলেন। একদিন খালেদ আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের বন্দীদেরকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজের বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সাথীদের কেউও তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা নবী করীম (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তাঁর কাছে আমরা এ ঘটনা বিবৃত করলাম। নবী করীম (স) তাঁর হাত উঠালেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্ খালেদ যা করেছে তার দায় থেকে আমি মুক্ত। একথা তিনি দু'বার বললেন। (বুখারী)

৫১. দাস

কুরআন

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ .... ﴿١٧٧﴾

(১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে..... । (সূরা আল-বাকারা)

হাদীস

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ ذَازَانَ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ اَعْتَقَ مَمْلُوْكًا قَالَ فَاَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ عُوْدًا اَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَافِيْهِ مِنَ الْاَجْرِ مَايَسْوِىْ هٰذَا اِلَّا اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوْكَهٗ اَوْضَرَبَهٗ فَكَفَّارَتُهٗ اَنْ يُعْتِقَهٗ -

হযরত আবু কামিল ফুযাইল ইবনে হুসাইন জাহদারী (র) হযরত আবু উমর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা ইবনে উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখি যে, তিনি একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, তিনি মাটি থেকে একটি কাঠি অথবা অন্য কোনো বস্তু ধারণ করে বললেন, তাকে আজাদ করার মধ্যে তার সমতুল্য পুণ্যও নেই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আপন কৃতদাসকে চপেটাঘাত করল অথবা প্রহার করল, এর কাফ্‌ফারা হলো তাকে আযাদ করে দেওয়া। (মুসলিম)

৫২. গুপ্তচর

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ... ⑫

হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ হতে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি করো না আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে ...। (সূরা আল-হুজরাত ১২)

হাদীস

عَنْ عَلِيٍّ يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاجٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَّمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادِىْ بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلَى الرَّوْضَةِ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِىْ الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَامَعِىْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْلَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَاهٰذَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ اِنِّىْ كُنْتُ اِمْرَ مُلْصَقًا فِىْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِىْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِىْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَّلَا ارْتِدَادًا وَلَارِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ قَالَ اَنَّ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ -

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আলীকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) যুবায়ের, মেকদাদ ও আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রওযায়ে খাযেন (স্থানের নাম) দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। সেখানে উপস্থিত হলে এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পাবে। সে একখানা পত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবে। আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে চলল। আমরা পূর্বোক্ত রওযায় পৌঁছলে একজন বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, হয় পত্রখানা দাও, নয়তো আমরা তোমার কাপড় খুলে অনুসন্ধান করব। এরপর সে চুলের খোঁপার মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে দিলে আমরা তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেল তা হাতেব ইবনে আবু

বালতাআ-এর পক্ষ থেকে মক্কাবাসী মোশরেকদের (বিশিষ্ট) কিছু লোকের নামে পাঠানো হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু তৎপরতার খবর তাদেরকে জানান হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) হাতেবকে (ডেকে) জিজ্ঞেস করলেন, হাতেব, এ কি করেছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কুরাইশ বলে আমার পরিচয় থাকলেও বংশগতভাবে আমি কুরাইশ নই। আপনার সঙ্গে যারা হিজরত করেছেন, মক্কায় তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের মাধ্যমে তারা নিজেদের পরিবার পরিজন এবং অর্থ-সম্পদ রক্ষা করে থাকে। আমার যখন তাদের সাথে অনুরূপ বংশগত কোনো আত্মীয়তা নেই, তখন তাদের প্রতি কিছু এহসান করে আমার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করতে মনস্থ করলাম। যা করেছি তা কুফরী, ইসলাম পরিত্যাগ বা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে করিনি। এসব শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে সত্যই বলছে। এই সময় উমর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মোনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি [নবী করীম (স)] বললেন, সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি জানো না, আল্লাহ্ই তাদের সম্পর্কে ভালো জানেন। কেননা তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন। তোমরা যেমনটি ইচ্ছা কাজ করে যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ -

হযরত ইয়াস ইবনে সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) কোনো এক সফরে ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর কাছে মোশরেকদের একজন গুপ্তচর এলো এবং সাহাবাদের কাছে বসে কথাবার্তা বলতে থাকল। পরে সে চলে গেল। তখন নবী করীম (স) বললেন, তাকে খুঁজে আনো এবং হত্যা করো। (সুতরাং তাকে হত্যা করা হলো) নবী করীম (স) তার (গুপ্তচর লোকটির) জিনিসপত্র সালামাহ ইবনে আকওয়াকে প্রদান করলেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَاتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ -

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) পরিখার যুদ্ধের সময় বললেন ঃ কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরা-খবর এনে দিতে পারে? যুবাইর (রা) বললেন, আমি পারব। নবী কারীম (স) আবারও বললেন, আমাকে শত্রু শিবিরের খবর ও তথ্য কে এনে দিতে পারে? যুবাইর (রা) আবারও বললেন, আমি পারব। নবী করীম (স) বললেন ঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী থাকে। আর আমার হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) হলো যুবাইর।

৫৩. সংবাদ সমূহ

কুরআন

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

এরা যখনই কোনো প্রকার শান্তিপ্রদ কিংবা ভয়ানক খবর শুনতে পায়, তখনি তাকে সর্বত্র প্রচার করে দেয় অথচ এরা যদি তা রাসূল এবং আপন সমাজের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে পৌছিয়ে দেয়, তবে তা এমন সব লোক জানার সুযোগ পায়, যারা এদের মধ্যে সে কথা থেকে সঠিক ফল গ্রহণের মতো যোগ্যতা রাখে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হলে তোমাদের (মধ্যে এতদূর দুর্বলতা ছিল যে,) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে থাকত। (সূরা আন-নিসা ঃ ৮৩)

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

(৬০) মোনাফেক লোকেরা এবং যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে তারা আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, তারা যদি নিজেদের এ তৎপরতা থেকে বিরত না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা তোমাকে দায়িত্বশীল করে তুলব। অতপর এ শহরে তোমার সাথে তাদের বসবাস কঠিনই হয়ে পড়বে; (৬১) তাদের ওপর চারদিক থেকে লানত বর্ষিত হবে। যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে ও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। (৬২) এটি আল্লাহ্‌র স্থায়ী রীতি; এ ধরনের লোকদের সাথে পূর্ব থেকেই এ ব্যবহার চলে এসেছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সুন্নতে কোনোরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

(সূরা আল-আহযাব)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ! কোনো ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তবে এর সত্যতা যাচাই করে লও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

(সূরা আল-হুজরাত ঃ ৬)

হাদীস

حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ بَكْرٍ) قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهٖ فِىْ بَعْضِ اَمْرِ وَقَالَ بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا -

হযরত আবু বাকর ইবন শায়বা (র) হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁর কোনো সাহাবীকে কোনো কাজে প্রেরণ করতেন, তখন তাঁকে বলে দিতেন, তোমরা লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেবে; ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবে না, সহজ পন্থা অবলম্বন করবে; কঠিন পন্থা পরিহার করবে। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا بَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا -

হযরত আবু বাকর ইবন আবু শায়বা (র), সাঈদ ইবন আবু বুরদা (র) তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স) তাঁকে এবং মু'আয (রা)কে যখন ইয়ামানে পাঠন তখন উপদেশ দিলেন— তোমরা উভয়েই (সেখানে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা আরোপ করবে না, সুসংবাদ দেবে, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াবে না, সম্মিলিতভাবে কাজ করবে এবং মতবিরোধ করবে না। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ مَاالعَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না 'আযহ' কি? তা হলো চোগলখুরী। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে গুজব ছড়ান। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَاَيْتُ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ قَالَ : اَلَّذِىْ رَاَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ، فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكِذْبَةِ تَحْمِلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ، فَيَصْنَعُ بِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

সামুরাহ ইবনে জন্দুব (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন লোক আমার কাছে এসে বলতে লাগল, আপনি (মিরাজের রাতে) যে লোকটি দেখতে পেয়েছিলেন, তার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। আর সে এমনভাবে গুজব রটাত যে, দুনিয়ার প্রতি কোণে কোণে তা ছড়িয়ে যেত। কেয়ামত পর্যন্ত এ মিথ্যাবাদীর অনুরূপ শাস্তি হতে থাকবে। (বুখারী)

১৫ অধ্যায়

১. জ্ঞান

কুরআন

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ تف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ... ﴿١٩﴾ فَإِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ... ﴿٢٠﴾

(১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা এই জীবন-ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে, তাদের এই কর্মনীতির একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, প্রকৃত জ্ঞান পাওয়ার পর তারা পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যেই এরূপ করছে।... (২০) এখন যদি এসব লোক তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তুমি তাদেরকে বলো "আমি ও আমার অনুসারীরা তো আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।"... (সূরা আলে-ইমরান)

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ... أُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের সুদৃঢ় ইলম রয়েছে ও যারা ঈমানদার, তারা সকলে সে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি ঈমান আনে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে....আমি অবশ্যই তাদেরকে বিরাট প্রতিফল দান করব। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৬২)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ أَشْيَآءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَإِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗ عَفَا اللهُ عَنْهَا ۗ وَاللهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিলে তা তোমাদের পক্ষে অসহনীয় মনে হবে। কিন্তু তোমরা যদি সে বিষয়ে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় জিজ্ঞেস করো, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছ, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বাস্তবিকই অতীব ক্ষমাকারী ও পরম ধৈর্যশীল। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১০১)

قُلْ لَّآ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللهِ وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰٓى إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

(হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো ঃ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার রয়েছে, আমি গায়েবেরও কোনো জ্ঞান রাখিনা, এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা;

আমি তো শুধু সে ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান উভয়ই কি কখনো সমান হতে পারে ? তোমরা কি চিন্তা করে দেখো না ? (সূরা আল-আন'আম ঃ ৫০)

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ ... ﴿٣٩﴾

(৩৯) আসল কথা এই যে, যে জিনিস তাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে আসেনি এবং যার পরিণতিও তাদের সামনে আসেনি, তাকে তারা (শুধু শুধু আন্দাজ-অনুমানে) মিথ্যা বলে অমান্য করেছে! .... (সূরা ইউসূফ ঃ ৩৯)

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿١﴾

আলিফ-লাম-র। (হে মুহাম্মাদ!) এটি একটি কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদেরকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসো তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে, সে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পথে, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। (সূরা ইবরাহীম ঃ ১)

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۚ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾

এই লোকেরা তোমাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো ঃ এই 'রূহ' আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে এসে থাকে। কিন্তু তোমরা সঠিক জ্ঞানের সামান্য অংশই পেয়েছ। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٦﴾

(৬) হে নবী! জ্ঞানবান লোকেরা ভালোভাবেই জানে যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা পুরোপুরি সত্য এবং তা পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত মা'বুদের দিকে পথ-নির্দেশ করে। (সূরা আস-সাবা ঃ ৬)

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾

(১৯) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারেনা, (২০) আর না অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে; (২১) সুশীতল ছায়া ও প্রখর রৌদ্রতাপ সমান হতে পারেনা। (সূরা ফাতির)

.... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ .... ﴿٩﴾

....এদেরকে জিজ্ঞেস করো, যারা জানে ও যারা জানে না, তারা কি পরস্পর কখনো সমান হতে পারে ?... (সূরা যুমার ঃ ৯)

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ .... ﴿١٤﴾

লোকদের কাছে যখন ইলম এসে গিয়েছিল এরপর তাদের মাঝে বিরোধ-বৈষম্য দেখা দিয়েছে।... (সূরা আশ-শূরা ঃ ১৪)

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

(১৭) এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে সুস্পষ্ট হেদায়েত দান করেছিলাম। অতপর তাদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, (তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং) নির্ভুল জ্ঞান লাভের পর হয়েছিল, এবং এ কারণে হয়েছিল যে, তারা পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল। তারা যেসব বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করছিল আল্লাহ কেয়ামতের দিন সে সব ব্যাপারেই ফয়সালা দান করবেন। (১৮) অতপর হে নবী! আমরা তোমাকে দ্বীনের ব্যাপারে এক সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল রাজপথের (শরীয়তের) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব তুমি এর ওপরই চলতে থাকো এবং যাদের কোনো বিষয়ে ইলম নেই তাদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না। (সূরা আল-জাসিয়াহ)

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝

(৩) পড়ো, আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। (৫) মানুষকে এমন জ্ঞান (শিক্ষা) দিয়েছেন যা সে জানত না। (৬-৭) কক্ষনো নয়; মানুষ সীমালঙ্ঘন করে; এ কারণে যে, সে নিজেকে দেখতে পায় অভাবমুক্ত।
(সূরা আল-আলাক)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা আমার পক্ষ থেকে (অন্যের কাছে) পৌঁছে দাও, যদিও একটি মাত্র বাক্য (আয়াত) হয়। আর বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে শোনা কথা বলতে পারো, এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করে। (অর্থাৎ মিথ্যা হাদীস আমার নামে চালিয়ে দেয়) সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে নেয়। (বুখারী)

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضْعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ এবং অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শূকরের গলায় জহরত, মুক্তা বা স্বর্ণ স্থাপনকারী। (ইবনে মাযাহ)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ عَلَى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হাসাদ (ঈর্ষা) করা জায়েয ঃ (১) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। অতঃপর সে সম্পদ হক পথে বিলিয়ে দেবার তৌফিক তাকে দিয়েছেন। (২) আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা (দ্বীনের) হিকমাত বা জ্ঞান দান করেছেন, আর তদ্দ্বারা সে সুবিচার করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ، اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমল বা কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বা কাজ বন্ধ হয় না, (ক) সদকায়ে জারিয়া, (খ) অথবা এমন ইলম (বিদ্যা) যদ্দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, (গ) অথবা এমন সুসন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দো'আ করে (আর তার দো'আ তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছতে থাকে)। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ الَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ রাতের কিছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা গোটা রাত জেগে নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। (দারমী, মিশকাত)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ রাসূল (স) বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি (ফারায়েজ (দায় ভাগ) ও কুরআন শিক্ষা করে লও এবং লোকদের তা শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা, অতপর আমাকে তোমাদের মাঝ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। (তিরমিযী)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ -

হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তিনি তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। আর অবশ্যই আমি (জ্ঞান) বন্টনকারী এবং আল্লাহ্ই তা দান করেন। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْهُوْ مَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِى الْعِلْمِ لَايَشْبَعُ مِنْهُ، وَمَنْهُوْمٌ فِى الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا -

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ দুই পিপাসু ব্যক্তি আত্মতৃপ্তি লাভ করে

না; (১) এলেমের পিপাসু, সে তা থেকে কখনো তৃপ্তি লাভ করে না (অর্থাৎ জ্ঞান তালাশ করেতেই থাকে) (২) দুনিয়ার পিপাসু, সেও দুনিয়ার ব্যাপারে কখনো তৃপ্তি লাভ করে না। (অর্থাৎ কবরে যাওয়া পর্যন্ত দুনিয়াদারীতেই ব্যস্ত থাকে) (বায়হাকী শো'আবুল ঈমান)

২.আকাশ বিজ্ঞান– জ্যোতির বিদ্যা

কুরআন

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ...

লোকেরা তোমার কাছে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বলে দাও, এটা লোকদের জন্য তারিখ নির্ধারণ ও হজ্জের নিদর্শন মাত্র। .... (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৯)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চাঁদকে দিয়েছেন ঔজ্জ্বল্য। এবং চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মনজিল ঠিক ঠিকভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা এরই সাহায্যে বছর ও তারিখসমূহের হিসাব জেনে নেও। আল্লাহ্ তা'আলা এসব কিছু (খেলার ছলে নয়, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ একটি একটি করে সুস্পষ্টরূপে পেশ করেছেন– তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। (সূরা ইউনুস ঃ ৫)

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَ جَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝

লক্ষ্য করো, আমরা রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন স্বরূপ বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনটিকে আমরা জ্যোতিহীন বানিয়েছি। আর দিনের নিদর্শনটিকে উজ্জ্বল করে দিয়েছি, যেন তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং মাস ও বছরের হিসেব জানতে পারো। এভাবে আমরা প্রতিটি জিনিসকেই আলাদা আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রেখেছি।
(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১২)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

(৩৭) এদের জন্য আর একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত। আমরা এর ওপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই, তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়। (৩৮) আর সূর্য, সে নিজের মঞ্জিলের দিকে চলে যাচ্ছে। এটি মহাপরাক্রান্ত জ্ঞানবান সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসাবে। (৩৯) আর চাঁদও, এর জন্য আমরা মঞ্জিলসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। সে সেগুলো অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত খেজুরের শুষ্ক শাখার

মতো থেকে যায়। (৪০) সূর্যের ক্ষমতা নেই যে, সে চাঁদকে ধরে ফেলে আর না রাত দিনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে। সবকিছুই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। (সূরা ইয়া-সীন)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

প্রকৃত পক্ষে তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি ওপরের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং সাত আকাশ রচনা করলেন। বস্তুত তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই অবহিত। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৯)

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

তিনি তো আল্লাহ্ই, যিনি রাত ও দিন বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে পয়দা করেছেন। সকলেই এক-একটি 'ফালাকে' (কক্ষপথে) সাঁতার কাটছে। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৩৩)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ

আর তোমাদের ওপর আমরা সাতটি পথ নির্মাণ করেছি। সৃষ্টিকার্যের ব্যাপারে আমরা কিছুমাত্র অমনোযোগী ছিলাম না। (সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ১৭)

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا

(২৭) তোমাদের সৃষ্টি কি অধিক শক্ত ও কঠিন কাজ কিংবা আসমান সৃষ্টি ? আল্লাহ্-ই তো তা নির্মাণ করেছেন। (২৮) এর ছাদ অনেক উচ্চে তুলেছেন; অতঃপর তাতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। (সূরা আন-নাযিয়াত)

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

(৬) আমরা দুনিয়ার আসমানকে তারকারাজির চাকচিক্য দ্বারা উদ্ভাসিত করেছি (৭) এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। (৮) এ শয়তানগুলো উচ্চতর জগতের কথাবার্তা শুনতে পারেনি। তারা চারিদিক থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়ে থাকে। (সূরা আস-সফফাত)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ

(১৬) এ আমাদের কীর্তিবিশেষ যে, আসমানে আমরা বহুসংখ্যক সুদৃঢ় দুর্গ বানিয়েছি, সে সবকে দর্শকদের জন্য সুসজ্জিত করে দিয়েছি। (১৭) এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করেছি। (সূরা আল-হিজর)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ

আমরা তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বড় বড় প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করে

দিয়েছি। শয়তানগুলোকে মেরে তাড়াবার জন্য এগুলোকেই উপায় ও মাধ্যম বানিয়েছি। এ শয়তানগুলোর জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড আমরাই প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা আল-মূলক ঃ ৫)

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

(১) শপথ আসমানের, এবং শপথ রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। (২) তুমি কি জানো, রাতে আত্মপ্রকাশকারী কি ? (৩) (তাহলো) জ্বলজ্বল করা তারকা। (১১) শপথ বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশমণ্ডলের। (সূরা আত-তারেক)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلٰكِنَّهُمَا أٰيَتَانِ مِنْ أٰيَاتِ اللّٰهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) থেকে তার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম (স) বলেন, কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং এ দুটি আল্লাহ্‌র (অসংখ্য) নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন। যখন তোমরা তা (হতে) দেখবে, তখন নামায আদায় করবে। (বুখারী-মুসলিম)

أَخْبَرْتُهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، قَالَ فَكَبَّرَ وَقَرَأَقِرَءَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقَالَ كَمَا هُوَ، فَقَرَأَ طَوِيْلَةً، وَهِيَ أَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلٰى، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، وَهِيَ أَدْنٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا أٰيَتَانِ مِنْ أٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلَاةِ -

হযরত ইবনে হিশাম (রা) উরওয়াহ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) সূর্য গ্রহণের দিন (নামাযে) দাঁড়ালেন, অতঃপর তাকবীর বললেন, এবং লম্বা কেরাত পড়লেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন তারপর سمع الله لمن حمده বলে মাথা উঠালেন এবং পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। এবার (দাঁড়িয়ে) লম্বা কেরাত পড়লেন। (তবে) এই কেরাত প্রথম কেরাতের তুলনা ছোট ছিল। পুনরায় তিনি একটি দীর্ঘ রুকূ করলেন। তবে প্রথম রাকাতের (রুকূর) তুলনায় এটি ছোটা ছিল। এরপর দীর্ঘ সিজদাহ দিলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপ করলেন। শেষে সালাম ফেরালেন। এ সময় সূর্যের উজ্জ্বলতা তীব্র হলো, (অর্থাৎ গ্রহণ ছেড়ে গেল) তখন নবী করীম (স) জনতাকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্বন্ধে বললেন, নিশ্চয়ই এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। কারও মৃত্যু ও জন্মের কারণে তা সজ্ঘটিত হয় না। যখন তোমরা তা হতে দেখবে, নামাযের দিকে ধাবিত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِى ذَرٍّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَاذِنَ فَيُوْذَنُ لَهَا وَيُوْشِكُ اَنْ تَسْجُدُ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَاذِنَ فَلَا يُوْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا اَرْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

হযরত আবুযার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "একদিন সূর্য অস্ত গেলে নবী করীম (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় যায়? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নিচে পৌছে (আল্লাহ্কে) সিজদা করে। অতঃপর (পুনরায় উদিত হওয়ার) অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এমন এক সময় আসবে যখন সে সিজদা করবে কিন্তু তা কবুল হবে না এবং (যথারীতি উদিত হওয়ার) অনুমতি চাইবে। কিন্তু সে অনুমতি আর মিলবে না। (বরং) তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে, যে পথে এসেছ সে পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে। এটাই হলো আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীর মর্মার্থ "এবং সূর্য তার নির্ধারিত (কক্ষ) পথে চলে। ওটিই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান।" (ইয়াসীন ঃ ৩৮) (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন চাঁদ ও সূর্যকে গুটিয়ে নেওয়া হবে। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَايَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স) থেকে তার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (স) বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না। বরং এ দুটি আল্লাহ্র (অসংখ্য) নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন। যখন তোমরা তা (হতে) দেখবে, তখন নামায পড়বে। (বুখারী)

৩. বর্ষপঞ্জী

কুরআন

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ.....۝

প্রকৃত কথা এই যে, যখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তাঁর কাছে মাসগুলোর সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে বারোটি। এর মধ্যে চারটি মাস হারাম। এটা নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। .... (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৬)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْاَتِهٖ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُّتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَ رَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ -

হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন যমানা ও কাল যেরূপ ছিল, এখন চক্রাকারে ঘুরে তার সেই আসলরূপে আবার ফিরে এসেছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র। তিন মাস পর পর যুলকাদা, যুলহাজ্জা, মুহাররাম ও মুদার গোত্রের রজব মাস— যা জুমাদাল আখের ও শাবানের মধ্যে অবস্থিত। (বুখারী)

৪. আকাশ সমূহ

কুরআন

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝

তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত-আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমরা মহা দয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোনোরূপ অসঙ্গতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? (সূরা আল-মুল্‌ক ঃ ৩)

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝

তোমাদের ওপর সাতটি সুদৃঢ় আকাশ সংস্থাপন করেছি। (সূরা আন-নাবা ঃ ১২)

হাদীস

عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ اِقْبَلُوْا الْبُشْرٰى يَابَنِىْ تَمِيْمٍ قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اِقْبَلُوْا الْبُشْرٰى يَااَهْلَ الْيَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْا اقَدْ قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهُ فِى الدِّيْنِ وَالنَسْاَلُكَ عَنْ اَوَّلِ هٰذَا الْاَمْرِ مَاكَانَ قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَيْئٍ ثُمَّ اَتَانِى رَجُلٌ فَقَالَ يَاعِمْرَانُ اَدْرِكْ نَاقَتَاكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ اَطْلُبُهَا فَاِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُوْنَهَا وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ اَقُمْ -

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (স)-এর কাছে

ছিলাম। এমন সময় বনী তামীম গোত্রের একদল লোক আসল। নবী করীম (স) তাদেরকে বললেন, হে বনী তামীম, সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বলল, আপনি আমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, সেই সাথে কিছু দান করুন। ইতিমধ্যে ইয়ামনবাসী কিছু সংখ্যক লোক সেখানে আসল। নবী করীম (স) তাদেরকে বললেন, হে ইয়ামনবাসীগণ! বনু তামীম গোত্র তো সুবংবাদ গ্রহণ করল না। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বলল, আমরা সুসংবাদ গ্রহণ করলাম। আমরা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য আপনার কাছে হাজির হয়েছি। আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে, এ (দুনিয়ার) ব্যাপারটা প্রথমাবস্থায় কি ছিল? নবী করীম (স) বললেন, সর্ব প্রথম শুধু আল্লাহ্ ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তখন তাঁর আরশ পানির ওপর স্থাপিত ছিল। তারপর তিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করলেন এবং লওহে মাহফুজে সব কিছু লিখে রাখলেন। বর্ণনাকারী ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, এরপর আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইমরান! তোমার উটি পালিয়ে গিয়েছে তা ধরে আনো। তখন আমি উটি তালাশ করতে চললাম। গিয়ে দেখলাম, উট মরীচিকার আড়ালে চলে গেছে। আল্লাহ্র কসম! আমি চাইলাম উট চলে যাক, কিন্তু আমি রাসূলের সান্নিধ্য ছেড়ে উঠলাম না।

৫. উলকা সমূহ

কুরআন

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝

অতত্রব, নয়, আমি শপথ করে বলছি ফিরে আসা ও লুকিয়ে যাওয়া নক্ষত্রসমূহের।
(সূরা আত-তাকবীর ঃ ১৫-১৬)

হাদীস

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) قَالَ :صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ فِىْ اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ : قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَ اَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَ فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِىْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ -

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম (স) হুদাইবিয়া নামক স্থানে ফজরের নামাযে আমাদের ইমামতি করলেন। এর আগের রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছিল। নামায শেষে তিনি লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? সবাই বলল ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আজ প্রত্যূষে আমার বান্দাদের একাংশ আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর অপরাংশ কুফরী করেছে। যারা বলেছে, আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহে আমাদের জন্যে বৃষ্টিপাত হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী আর যারা বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬. স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

কুরআন

... وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

....আর খাও, পান করো এবং সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ ঃ ৩১)

হাদীস

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهٗ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهٗ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ هٰذَا الْمَالُ وَ رُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِىْ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهٗ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهٗ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهٗ بِاِشْرَانِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهٗ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى -

হযরত হাকিম ইবনে হিযাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে কিছু দিলেন, আবারও তাঁর কাছে কিছু চাইলাম, (আবারও) তিনি কিছু দিলেন, আর একবার কিছু চাইলে তিনি আমাকে (আবারও) কিছু দিয়ে বললেন, সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্বোধন ছিল হে হাকিম! এ সম্পদ শ্যাম-সবুজ ও সুমিষ্ট, যে ব্যক্তি পবিত্র নিয়তে একটি গ্রহণ করবে, তার জন্য এতে বরকত দেওয়া হবে, আর যে ব্যক্তি লোভাতুর মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করবে, তার জন্য এতে কোনো বরকত হবে না। আর সে হবে ঐ ব্যক্তির মতো যে খাবে কিন্তু পরিতৃপ্ত হবে না। উপরের হাত (দাতার হাত) নিশ্চয়ই নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) থেকে উত্তম। (বুখারী)

وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهٗ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ وَتَمْرٍ فَاَتَاهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اَنَسُ قُمْ اِلَى هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاَكْسِرْهَا فَقُمْتُ اِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِاَسْفَلِهِ حَتّٰى تَكَسَّرَتْ -

হযরত আবু তাহির (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবু উবায়দা ইবন জাররাহ্, আবু তালহা ও উবাই ইবন কা'ব (রা)কে মদ্যপান করাচ্ছিলাম, যা ছিল কাঁচা ও শুকনো খেজুর দ্বারা তৈরি। এরপর জনৈক আগন্তুক এসে বলল, মদ তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা (রা) বললেন, হে আনাস! তুমি এই কলসটির কাছে গিয়ে সেটি ভেঙ্গে ফেল। আমি আমাদের মিহ্‌রাসটির (ছিদ্রযুক্ত পাথর) কাছে গেলাম এবং কলসটাকে ওর নিম্নাংশ দ্বারা আঘাত করলাম। ফলে সেটি ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।

৭. নৌচালনা বিদ্যা

কুরআন

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ... ﴿٢٢﴾

তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। .....
(সূরা ইউনুস ঃ ২২)

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾

তোমাদের (প্রকৃত) সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি নদী-সমুদ্রে তোমাদের নৌকা-জাহাজ চালিয়ে থাকেন, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আসল কথা এই যে, তিনি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান। (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৬৬)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾

তুমি কি দেখো না যে, সমুদ্রে জলযান আল্লাহ্র অনুগ্রহে চলছে, যেন তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে পারেন। আসলে এতে বহুতর নিদর্শন রয়েছে প্রতিটি সবরকারী ও শোকরকারী ব্যক্তির জন্য। (সূরা লুকমান ঃ ৩১)

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾

(১২) তিনি-ই সেই সত্তা যিনি এই সমগ্র জোড়া পয়দা করেছেন এবং তিনিই তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ ও জন্তু-জানোয়ারকে যানবাহন বানিয়েছে, যেন তোমরা এর পিঠে সওয়ার হতে পারো। (১৩) আর এর পিঠে আরোহনের সময় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং বলো ঃ মহান ও পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্য এ জিনিসগুলোকে অধীন ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলোকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না।
(সূরা আয-যখরুফ)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلٰى بِنْتِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهٗ مِثْلَ اَوْ مِمَّ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ

الْاَوَّلِيْنَ وَلَسْتِ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ قَالَ قَالَ اَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةُ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَ قَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ (স) (উম্মে হারাম) বিনতে মিলহানের কাছে গমন করলেন এবং সেখানে তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার হাসার কারণ কি? তিনি (স) জবাব দিলেন, (আমি দেখতে পেলাম) আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র পথে (জিহাদের জন্য) সবুজ সমুদ্রে (ভূমধ্যসাগর) (জাহাজে) আরোহণ করবে। তাদের দৃশ যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহের মতো। তিনি (বিনতে মিলহান) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জন্য দো'আ করুন, আল্লাহ্ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (স) বললেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি (বিনতে মিলহান) আবার তাঁকে (স)কে পূর্ববৎ হাসর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও (স) পূর্বের মতোই জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আপনি দো'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেছেন, অতঃপর তিনি উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার সাথে (নৌযুদ্ধে) সমুদ্র যাত্রা করেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করে যখন তিনি তাঁর (জন্য আনীত) সওয়ারীতে আরোহণ করেন, জন্তুটি তাঁকে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় মটকে যায় এবং ইন্তেকাল করেন। (বুখারী, মুসলিম)

৮. কারিগরী শিক্ষা

কুরআন

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿١٠﴾ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۖ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۖ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۖ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

(১০) আমরা দাউদকে আমাদের কাছ থেকে বিপুল অনুগ্রহ দান করেছিলাম। (আমরা হুকুম দিলাম যে,) হে পাহাড়-পর্বত! তার সাথে একাত্ম হও। (আর এ হুকুমটি আমরা) পখিদেরকেও দিয়েছিলাম। আমরা লোহাকে তার জন্য নরম ও দ্রবীভূত করে দিলাম, (১১) এ নির্দেশ সহকারের যে, বর্মগুলো নির্মাণ করো এবং এর আকার পরিমাণ মতো রাখো। (হে দাউদের বংশধর!) নেক আমল করো। তোমরা যা কিছু করো, সবই আমি দেখতে পাচ্ছি। (১২) আর সুলাইমানের জন্য আমরা বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করে দিয়েছি, সকালবেলা তার

একমাসের পথ অতিক্রম করা এবং সন্ধ্যাকালে তার একমাসের পথ অতিক্রম করা। আমরা তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি এবং এমন সব জ্বিনকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছি, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করত তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাতাম। (১৩) তারা তার জন্য তাই বানাত যা সে চাইত; উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি-প্রতিকৃতি, বড় বড় পুকুরের মতো থালা এবং নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগসমূহ। —হে দাউদের বংশধর! শোকর করার নিয়মে কাজ করতে থাকো। আমার বান্দাদের মধ্যে শোকর-গুযার খুবই কম। (সূরা আস-সাবা)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! এই মদ্য, জুয়া, আস্তানা ও পাশা— এ সবই না-পাক শয়তানী কাজ। তোমরা এটা পরিহার করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৯০)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এসব ছবির নির্মাতাদের কেয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ তা জীবিত করো (তা তাদের পক্ষের কখনও সম্ভব হবে না)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَالْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেন, এসব প্রতিকৃতি নির্মাতাদের কেয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে (এই বলে) চাপ দেওয়া হবে যে, যা তোমরা তৈরি করেছ তা জীবিত করো।

৯. মনোমুগ্ধকর কথা

কুরআন

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝

আর আমরা তো এভাবেই চিরদিন মানুষ শয়তান আর জ্বিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি; এরা পরস্পরের কাছে মনমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে।

তারা এরূপ করবে না— এটাই যদি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তারা এরূপ কখনো করত না। অতএব তুমি তাদেরকে তাদের অবস্থায়ই রেখে দাও, তারা মিথ্যা রচনার কাজে লিপ্ত হয়েই থাকুক। (সূরা আল-আন'আম ঃ ১১২)

اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

(১-২) পরম দয়াময় (আল্লাহ্) এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। (৩) তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং (৪) তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আর-রহ্মান)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَئَلَ أُنَاسٌ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِشَىْءٍ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّىْءِ يَكُوْنَ حَقًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّىُّ فَيُقَرْقِرُ هَا فِىْ أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْ قَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهِ اَكْثَرَ مِنْ مِّائَةِ كَذْبَةٍ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী করীম (স)কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এরা কিছুই নয় (এদের ওপর নির্ভর করা যায় না)। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! কোনো কোনো সময় তারা এমন কথা বলে যা সত্য প্রমাণিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (স) বললেন, এসব সত্য কথা। এগুলো শয়তানেরা শুনে মনে রাখে, পরে এদের বন্ধুদের কানে মুরগির ন্যায় কর কর শব্দ করে নিক্ষেপ করে। অতঃপর তারা এর সাথে শত শত মিথ্যা যোগ করে দেয়।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَرْجِ اِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوا الشَّيْطَانَ اَوْ اَمْسِكُوْا الشَّيْطَانَ لاَنْ يَمْتَلِى قَالَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا -

হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ সাকাফী (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আরজ এলাকায় সফর করছিলাম। তখন এক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ শয়তানটাকে ধরে ফেল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, তিনি বললেন) শয়তানটাকে রুখে দাও। কোনো লোকের পেট পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া কবিতায় ভর্তি হওয়া থেকে উত্তম। (মুসলিম)

১০. কবিগণ

কুরআন

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ؕ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۙ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ؕ وَ الشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ؕ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۙ وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۙ اِلَّا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۟

(২২১) হে লোকেরা! আমি কি তোমাদেরকে বলব, শয়তান কার ওপর অবতীর্ণ হয় ? (২২২-২২৩) এরা তো প্রত্যেক জালিয়াত ও পাপিষ্ঠের ওপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে, শোনা কথা লোকদের কানে ফুঁকতে থাকে আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। (২২৪) আর কবিদের কথা! তাদের পেছনে চলে বিভ্রান্ত লোকেরা, (২২৫-২২৬) তোমরা কি দেখো না যে, তারা সব পথে-প্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায় এবং এমন সব কথাবার্তা বলে, যা তারা নিজেরাই করে না। (২২৭) সে লোকেরা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে এবং আল্লাহ্‌কে খুব বেশি পরিমাণে স্মরণ করেছে আর তাদের ওপর যখন জুলুম করা হয়েছে, তখন শুধু তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। —আর জালিম লোকেরা শীঘ্র জানতে পারবে যে, তারা কোন পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে। (সূরা আশ-শু'আরা)

اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۙ۝ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝

(৩৫) এ লোকেরা এমন ছিল যে, এদেরকে যখন বলা হতো ঃ "আল্লাহ ছাড়া বরহক মা'বুদ কেউ নেই", তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়ত এবং (৩৬) বলত ঃ "আমরা কি এক বিকৃত মস্তিষ্ক কবির কথায় নিজেদের মা'বুদদেরকে ত্যাগ করব ?" (সূরা আস-সফাফত)

হাদীস

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانٍ : اُهْجُهُمْ أَوْهَاجِهِمْ وَجِبْرَائِيْلُ مَعَكَ، وَزَادَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيْ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ اُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ، فَاِنَّ جِبْرَائِلَ مَعَكَ -

হযরত বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) হাসসান ইবনে সাবেতকে বলেছিলেন ঃ কবিতার মাধ্যমে তুমি তাদের (কাফেরদের) দোষ-ত্রুটি বর্ণনার জওয়াব দাও। জিবরাঈল এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। অন্য একটি সনদে ইবরাহীম ইবনে তুহ্‌মান শায়বানী ও আবু ইসহাক আলী ইবনে সাবিতের মাধ্যমে বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত হাদীসে এতটুক কথা বেশি উল্লেখ করেছেন যে, বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নবী করীম (স) হাস্‌সান ইবনে সাবেতকে বলেছিলেন ঃ কবিতার মাধ্যমে মোশরেকদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা তুলে ধরো। এ ব্যাপারে জিবরাঈল তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। (বুখারী)

১১. মূর্তীপূজার বেদী

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! এই মদ্য, জুয়া, আস্তানা ও পাশা— এ সবই না-পাক শয়তানী কাজ। তোমরা এটা পরিহার করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯০)

... وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهٖ ... ۞ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاۤءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۗ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۗ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ۞

(১২)....এবং এমন সব জ্বিনকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছি, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে তার সামনে কাজ করত....। (১৩) তারা তার জন্য তাই বানাত যা সে চাইত; উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি-প্রতিকৃতি, বড় বড় পুকুরের মতো থালা এবং নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগসমূহ। —হে দাউদের বংশধর! শোকর করার নিয়মে কাজ করতে থাকো। আমার বান্দাদের মধ্যে শোকর-গুযার খুবই কম। (সূরা আস-সাবা)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ نَصَبًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اَلْاٰيَةُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কা'বা ঘরের চারপাশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি নিজের হাতের লাঠি দিয়ে ঐ মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, "সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়ি, অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।" (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتِ الْاَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِيْ قَوْمِ نُوْحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، اَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَاَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَاَمَّا يَغُوْثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِيْ غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَاءَ، وَاَمَّا يَعُوْقُ فَكَانَتْ لِهَمَدَانَ، وَاَمَّا نَسْرُ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِاٰلِ ذِي الْكَلَاعِ، وَنَسْرًا اَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوْ اَوْحَى الشَّيْطَانُ اِلٰى قَوْمِهِمْ اَنْ اَنْصِبُوْا اِلٰى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ اَنْصَابًا، وَسَمُّوْهَا بِاَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوْا فَلَمْ تُعْبَدُ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ اُولٰئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নূহের কওমে যেসব মূর্তির প্রচলন ছিল, পরবর্তী সময়ে তা আরবদের মধ্যেও চালু হয়েছিল। 'ওয়াদ্দ' ছিল কাল্‌ব গোত্রের দেব-মূর্তি। দাওমাতুল জান্দাল নামক স্থানে ছিল এর মন্দির। 'সূয়া' ছিল মক্কার নিকটবর্তী হুযাইল গোত্রের দেব-মূর্তি। 'ইয়াগুস' ছিল প্রথমে মুরাদ গোত্রের এবং পরে (মুরাদের শাখা গোত্র) বাণী গাতিফের দেবতা। এর আস্তানা ছিল 'সাবা'র নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থানে। 'ইয়াউক' ছিল হামদান গোত্রের দেব-মূর্তি আর নাস ছিল 'যুল-কালা গোত্রের 'হিম্‌ইয়ার' শাখার দেব-মূর্তি। 'নাসর',

নূহের কওমের কিছু সৎ লোকের নামও ছিল। এ লোকগুলো মারা গেলে তারা যেখানে বসে মাজলিস করত, শয়তান সেখানে কিছু মূর্তি তৈরি করে স্থাপন করতে তাদের কওমের লোকের মনে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। তাই তারা সেখানে কিছু মূর্তি তৈরি করে স্থাপন করে। কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হতো না। পরে ঐ লোকগুলো মৃত্যুবরণ করলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْلِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ شَعِيْرَةً - (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মহামহিম আল্লাহ্ এরশাদ করেন ঃ সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টির সাদৃশ সৃষ্টি করতে উদ্ধত হয়েছে? যদি এতই পারে, তবে সে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টি করে দেখাক। অথবা সে একটা শস্য বীজ বা একটি বার্লি বা যব সৃষ্টি করে নিয়ে আসুক। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِىْ بَيْتِهٖ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلَّا نَقَضَهٗ-

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) আপন গৃহে (প্রাণীর) ছবিযুক্ত কোনো জিনিস রাখতেন না। বরং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন। (বুখারী)

১২.অজ্ঞতা

কুরআন

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ أَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

আল্লাহ কি তাঁর শোকর আদায়কারী বান্দাহদেরকে এদের নিজেদের অপেক্ষাও বেশি জানেন না ? আমাদের আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তাদেরকে বলোঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক দয়া-অনুগ্রহের নীতি নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তাঁর এই দয়া-অনুগ্রহের কারণে তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসলে সে যদি পরে তওবা করে ও সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং নম্র ব্যবহার করেন। (সূরা আল-আন'আম ঃ ৫৪)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْٓا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অবশ্য যেসব লোক মূর্খতাবশত খারাপ কাজ করেছে এবং পরে তওবা করে নিজেদের আমল সংশোধন করে নিয়েছে, তবে নিশ্চিতই তওবা ও সংশোধনের পর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আন-নাহল ঃ ১১৯)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝

হে নবী, নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করো। 'মারূফ' কাজের উপদেশ দান করতে থাকো এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৯৯)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা যারা জমিনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় যে, তোমাদের প্রতি সালাম।
(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৩)

হাদীস

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ اَحَدِ بَنَاتِهِ تَدْعُوْهُ اِلٰى اِبْنِهَا فِى الْمَوْتِ فَقَالَ اِرْجِعْ فَاَخْبِرْهَا اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَعَادَتِ الرَّسُوْلَ اَنَّهَا اَقْسَمَتْ لَتَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَدُفِعَ الصَّبِيُّ اِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَاَنَّهَا فِىْ شَنٍّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ -

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একসময় আমরা (কিছু সংখ্যক লোক) নবী করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর [নবী করীম (স)] এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদবাহক এসে জানাল যে, তাঁর কন্যার পুত্রের মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়েছে তাই তিনি [রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা] তাঁকে [রাসূলুল্লাহ (স)]কে ডাকতে পাঠিয়েছেন। সব কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন, তুমি গিয়ে তাকে বলো, আল্লাহ্ যা কেড়ে নিয়েছেন তাও তাঁর আর যা দিয়ে রেখেছেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের 'মেয়াদ' নির্দিষ্ট হয়ে আছে। অতএব গিয়ে তাকে ধৈর্য অবলম্বন করতে বলো এবং এটাই যে সওয়াব ও পুরস্কারের পথ তা জানিয়ে দাও। কিন্তু তিনি [নবী করীম (স)-এর কন্যা] আবার সংবাদবাহককে পাঠালেন। সে এসে বলল, তিনি কসম দিয়ে আপনাকে তাঁর কাছে যেতে বলেছেন। সুতরাং নবী করীম (স) যাওয়ার জন্য উঠলে তাঁর সাথে সাথে সা'দ ইবনে উবাদাহ এবং মুয়ায ইবনে জাবালও যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। (সেখানে গিয়ে পৌছলে) শিশুকে নবী করীম (স)-এর কোলে দেওয়া হলো। সে সময় শিশুর প্রাণ এমনভাবে ওষ্ঠাগত হয়ে আসছিল, যেন তা একটি জরাজীর্ণ মশকে ভরা আছে। এ দেখে নবী (স)-এর দুই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সাদ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কাঁদছেন! তিনি বললেন, এটি আল্লাহ্‌র রহমত। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে এ রহমত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা দয়াপরবশ আল্লাহ্ তাদের প্রতিই রহম করে থাকেন। (বুখারী)

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ- (متفق عليه)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি যেন (এখন) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া (আ)দের কোনো একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে (অর্থাৎ ঐ নবীকে) তাঁর কাওম আঘাত করেছিল (নাউযুবিল্লাহ), আঘাত করে তাকে আহত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন। আর দো'আ করছিলেন এভাবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও। কারণ এরা তো বোঝে না।

(বুখারী-মুসলিম)

১৬ অধ্যায়

ব্যবসা-বাণিজ্য

১. ব্যবসা

কুরআন

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ...

আর হজ্জের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যদি আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহও সন্ধান করতে থাকো, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। .... (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; লেন-দেন তো পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান।

(সূরা আন-নিসা ঃ ২৯)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَ اِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

(১০) তারপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহ্কে খুব বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (১১) আর যখন তারা ব্যবসা ও খেল-তামাশা হতে দেখল, তখন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল। তাদেরকে বলোঃ আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা অপেক্ষা অতীব উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম রিযিকদাতা। (সূরা আল-জুমআ)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

(১) ধ্বংস, হীন ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়)। (২-৩) তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের কাছ থেকে গ্রহণের সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে; কিন্তু তাদেরকে ওজন বা পরিমাপ করে দেওয়ার সময় তাদের ক্ষতিসাধন করে। (সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন)

—২/৬৮

হাদীস

عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ-

হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুজুর (স)কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র নবী! মানুষের যাবতীয় উপার্জনের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পবিত্র? হুজুর (স) বললেন ঃ মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করে এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যা উপার্জন করে। (মেশকাত)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَلصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদানদের সাথে থাকবে। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَايُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالُ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে, যখন সে তার উপার্জন হালাল না হারাম পন্থায় করল তা যাচাই করার কোনো প্রয়োজন বোধ করবে না। (বুখারী-হা)

عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ رَجَلًا سَمْحًااِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى -

হযরত জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ্ এমন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রাহমাত বর্ষণ করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে। (বুখারী)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، اَوْ قَالَ : حَتّٰى يَتَفَرَّقَا، فَاِنْ صَدَقَا وَ بَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةِ بَيْعِهِمَا -

হযরত হাকিম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং বিক্রয়ের জিনিসের দোষ বর্ণনা করে তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়েরই বরকত বা কল্যাণকর হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসের) দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ، فَقَالَ : اِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে বলল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সে প্রতারিত হয়। তিনি বললেন, যখন তুমি (কোনো কিছু) খরিদ করবে তখন বলবে, যেন ধোঁকা না দেওয়া হয়। (বুখারী)

২. চুক্তি

কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَ
لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ
اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ
لَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন করো, তবে তা লিখে নাও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে সুবিচারসহ দস্তাবেয লিখে দেবে। আল্লাহ্ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লেখার কাজে অস্বীকার করা তার উচিত নয়, বরং সে লেখবে। আর লেখাবে— লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে— সে ব্যক্তি যার ওপর এ ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা)। স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্কে তার ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কোনো প্রকার কম-বেশি করা না হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লিখিয়ে দেবে। অতঃপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে এর সাক্ষী বানিয়ে নাও; দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে— যেন একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী থেকে বলা হবে, তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক কি বড়, মেয়াদ নির্দিষ্ট করে এর দস্তাবেয লিখিয়ে লওয়াকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহ্র কাছে এ পন্থা তোমাদের জন্য অধিকতর সুবিচারমূলক। এর দরুন সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমাণ করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে

এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যেসব ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেন তোমরা পরস্পর হাতে হাতে (নগদ) করে থাকো, তা লিখে না নিলে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রেখে নেবে, লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেওয়া না হয়। এরূপ করলে গুনাহ্ করা হবে। আল্লাহ্‌র গযব থেকে আত্মরক্ষা করো, তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনি সব কিছু জানেন।

(সুরা আল-বাকারা ঃ ২৮২)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهٗ لِوَاءٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ هٰذِهٖ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তিভঙ্গের নিদর্শন। (বুখারী)

عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَبْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَيَوْمَئِذٍ كَانَ فِيْهَا اُشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ لَا يَاتِيْكَ اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهٗ اِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذٰلِكَ وَامْتَعَضُوْا مِنْهُ وَاَبٰى سُهَيْلُ اِلَّا ذٰلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى ذٰلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ اَبَا جَنْدَلٍ اِلٰى اَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَاتِهٖ اَحَدُ مِنَ الرِّجَالِ اِلَّا رَدَّهٗ فِىْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَاِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ اُمِّ كُلْثُوْمِ بِنْتِ عُقْبَةَ بِنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِىَ عَاتِقٌ فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْاَلُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ اَنْ يَرْجِعَهَا اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا اِلَيْهِمْ لِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِنَّ : اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ اِلٰى قَوْلِهٖ : وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اِلٰى غَفُوْرٌ رَّحِيْمُ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهٖ وَاللّٰهِ مَامَسَّتْ يَدُهٗ يَدَ امْرَاةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَةِ وَمَا بَايَعَهُنَّ اِلَّا بِقَوْلِهٖ -

হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী থেকে মারোয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা)কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, সুহাইল ইবনে আমর (মক্কাবাসীদের তরফ থেকে) হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

তিনি নবী করীম (স)-এর সঙ্গে এই শর্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ঃ আমাদের কেউ আপনার কাছে চলে গেলে তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয় এবং আমাদেরও তার ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। মুসলমানদের এই শর্ত অপছন্দ হয় এবং তারা রেগে যায়। কিন্তু সুহাইল এছাড়া অন্য শর্ত মানতে অস্বীকার করে। অতএব নবী (স) এই শর্ত মেনে নেন। সেই সময় তিনি আবু জানদাল (রা)কে তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরের কাছে ফেরত দেন এবং চুক্তিকালে যে লোকই তাঁর কাছে আসে তিনি তাকে ফেরত দেন, যদিও সে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। মুসলমান মেয়েরাও হিজরত করে আসতে লাগল। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুয়াইত সে সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আগমনকারী মেয়েদের অন্যতম ছিলেন। তিনি যুবতী নারী ছিলেন। তার আত্মীয়রা নবী করীম (স)-এর কাছে এসে তাঁকে ফেরত চাইল। কিন্তু তিনি তাঁকে তাদের কাছে ফেরত দিলেন না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "যখন তোমাদের কাছে মুসলমান মেয়েরা হিজরত করে আসবে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে খুব ভালো জানেন فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَاتَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ এবং কাফেররা মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।" (সূরা ঃ মুমতাহানা ঃ ১০) উরওয়া (রা) বলেন আয়েশা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূল (স) এই আয়াত অনুযায়ী তাদেরদরকে পরীক্ষা করতেন يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ .... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ হে মুমিনগণ! তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে তাদের পরীক্ষা করো ..... ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা মুমতাহানা ঃ ১০-১২) উরওয়াহ (রা) আরও বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যে নারী এসব শর্ত মেনে নিত, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাকে কেবল মুখে বলতেন, আমি তোমার বাইয়াত গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্র কসম! তাঁর হাত বাইয়াতের ব্যাপারে কখনও কোনো স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেনি এবং তিনি কেবলমাত্র কথা দ্বারা তাদেরকে বাইয়াত করতেন।"

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَا فَقَالَتَكْفُوْنَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِىْ الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারগণ নবী (স)কে বললেন, আপনি আমাদের ও আমাদের ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না। অতঃপর আনসাররা মুহাজিরদেরকে বললেন, আপনারা আমাদের কাজের (বাগানে) শ্রম বিনিয়োগ করুন এবং আমরা আপনাদেরকে ফলের ভাগ দেবো। তাঁরা বললেন, আমরা মেনে নিলাম।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইহুদীদেরকে খায়বারের জমি চাষাবাদ করতে দিলেন এই শর্তে যে, তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ إِذَا أَجَّلَهُ فِى الْقَرْضِ جَازَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) একজন লোকের কথা উল্লেখ করে বললেন, সে জনৈক বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ধার চায়। সে তাকে তা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য দার দেয়। ইবনে উমর (রা) ও আতা (রা) বলেন, ঋণের ব্যাপারে সময় নির্দিষ্ট করা জায়েয।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْاَلُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتَ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِىْ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَرْتُهُ ذٰلِكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِبْتَاعِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِ طُوْنَ لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهٗ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার চুক্তির টাকা আদায়ের ব্যাপারে আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসল। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমাদের মালিককে তার পাওনা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অভিভাবকত্বের হক আমার থাকবে। রাসূলুল্লাহ (স) আসলে আমি তাঁর কাছে ব্যাপারটি বললাম। নবী করীম (স) বললেন, তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্ব আযাদকারীর হক। তারপর নবী করীম (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র কিতাবের বিরোধী? যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের খেলাফ শর্ত আরোপ করবে সে তা পাবে না, যদিও সে একশ' শর্ত আরোপ করে।

৩. বন্ধক

কুরআন

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۚ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

তোমরা যদি প্রবাসী অবস্থায় থাকো এবং দস্তাবেয লেখাবার জন্য কোনো লেখক পাওয়া না যায়, তবে 'রেহেন' হস্তান্তরিত করে কাজ সম্পন্ন করো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো ওপর নির্ভর করে তার সাথে কোনো কাজ করে, তবে যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে, তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে চলা। আর সাক্ষ্য কখনো গোপন করবে না; যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার মন পাপের কালিমাযুক্ত। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৩)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَمًا ، وَرَهَنَهٗ دِرْعَهٗ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য (বাকিতে) খরিদ করে নিজের লৌহ বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

১৭ অধ্যায়

চরিত্র সংশোধন বিদ্যা

১. কল্যাণ

কুরআন

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

(৭) পক্ষান্তরে যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম সৃষ্টি। (৮) তাদের পুরস্কাররূপে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে চিরস্থায়ী বেহেশতসমূহ রয়েছে, যেগুলোর তলদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই সবকিছু তার জন্য, যে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করেছে।(সূরা আল-বাইয়্যেনাহ্)

... وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

... ইহসানের পন্থা অবলম্বন করো, কেননা আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে পছন্দ করে থাকেন।
(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৫)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

বাতিল না সামনের দিক থেকে এর ওপর চড়াও হতে পারে, না পিছন দিক থেকে। এটি এক মহাজ্ঞানী ও সুপ্রশংসিত সত্তার নাযিল করা জিনিস। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৪২)

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজদেরকে ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা কি বুদ্ধিকে কোনো কাজেই লাগাও না ?
(সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৪)

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝

(হে মুহাম্মদ!) অন্যায় ও পাপকে সে পন্থায় দমন করো যা অতীব উত্তম! তারা তোমার সম্পর্কে যেসব মনগড়া কথা বর্ণনা করে, তা আমাদের খুব ভালোভাবেই জানা আছে।
(সূরা মু'মিনুন ঃ ৯৬)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

এরা এমন লোক, যাদেরকে দু'বার এর প্রতিফল দেওয়া হবে সে দৃঢ় নীতির প্রতিদান স্বরূপ, যা

তারা দেখিয়েছে। তারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করে আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা আল-কাসাস ঃ ৫৪)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝

(৩৪) আর হে নবী! ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সমান নয়। তোমরা অন্যায় ও মন্দ কাজকে দূর করো সেই ভালো কাজ দ্বারা যা অতীব উত্তম। তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। (৩৫) এ গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এ মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়ই ভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ)

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

যারা ভালো কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা ভালো ফল পাবে আর পাবে অধিক অনুগ্রহও। কলংক-কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমণ্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী; সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। (সূরা ইউনুস ঃ ২৬)

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝

আর যে নেকীই তারা করবে, এর অসম্মান করা হবে না। আল্লাহ পরহেজগার লোকদের খুব ভালো করেই জানেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১৫)

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

প্রত্যেকের জন্য একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। কাজেই তোমরা প্রতিযোগিতার সাথে কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই থাকবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিশ্চয়ই পাবেন। কোনো জিনিসই তার শক্তি বহির্ভূত নয়। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৮)

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

অপরদিকে যখন আল্লাহভীরু লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে "এটি কি নাযিল হয়েছে ?" তখন তারা জবাব দেয় ঃ "খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিস নাযিল হয়েছে।" এই ধরনের নেককার লোকদের জন্য এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে আর পরকালের ঘর তো নিশ্চিতরূপে তাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হবে। বড়ই উত্তম ঘর মুত্তাকী লোকদের। (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৩০)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

আর যে ব্যক্তি নেক আমল করবে আর সেই সঙ্গে সে মু'মিনও হবে, তার ওপর কোনো জুলুম বা হক নষ্ট করার দায় বর্তাবে না। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১১২)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾

যে জমিন ভালো, তা এর সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে খুব ফুল-ফল উৎপাদন করে। আর যে জমিন খারাপ, তা থেকে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহকে বারবার পেশ করি— তাদের জন্য, যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৫৮)

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

(৪৪) তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজদেরকে ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা কি বুদ্ধিকে কোনো কাজেই লাগাও না ? (১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে আর দারিদ্র্য, সঙ্কীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী, এরাই মুত্তাকী। (সূরা আল-বাকারা)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারো না, যতক্ষণ না তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) সে সব জিনিস ব্যয় ও নিয়োগ করবে, যা তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয়। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবহিত রয়েছেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯২)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْیَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ

صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

(২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌পরস্তির নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করো না। হারাম মাসসমূহের কোনো মাসকে হালাল করে নিও না। কুরবানীর জন্তু-জানোয়ারগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না; সেসব জন্তুর ওপরও হস্তক্ষেপ করো না, যে সবের গলদেশে খোদায়ী মানতের চিহ্নস্বরূপ পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেসব লোককেও কোনোরূপ কষ্ট দিও না, যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে পবিত্র ও সম্মানিত ঘরে (কা'বায়) যাচ্ছে। ইহ্‌রামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পারো। আর দেখো, একদল লোক, যে তোমাদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, সেজন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, তোমরাও তাদের মোকাবেলায় অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু করবে। যেসব কাজ পুণ্যময় ও আল্লাহ্‌র ভয়মূলক, তাতে সকলের সাথে সহযোগিতা করো; আর গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ, তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, কেননা, তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।
(সূরা আল-মায়েদা ঃ ২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾

ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বলো, তখন পাপাচার বাড়াবাড়ি ও রাসূলের না-ফরমানীর কথা-বর্তা নয়— বরং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার (তাকওয়ার) কথা-বার্তা বলো এবং সেই আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো, যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে। (সূরা আল-মুজাদালা ঃ ৯)

হাদীস

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا –

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা সহজ নীতি ও আচরণ অবলম্বন করো কঠোর নীতি অবলম্বন করো না। সুসংবাদ শোনাতে থাকো। পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। (বুখারী-মুসলিম)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ : اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ –

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলে করীম (স) আশাজ্জে আবদুল কায়েসকে বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে যা খোদ আল্লাহ্‌ও পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। একটি হলো ধৈর্য ও সনশীলতা, অপরটি হলো ধীর-স্থিরতা। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ اَخِيْهِ كَانَ فِىْ حَاجَةِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ঘোষণা করছেনঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অত্যাচারও করবে না এবং তাকে শত্রুর নিকট সমর্পণও করবে না। আর যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহও তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। (বুখারী-মুসলিম)

২. সৎকর্মসমূহ

কুরআন

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞

(৪৪) তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজদেরকে ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা কি বুদ্ধিকে কোনো কাজেই লাগাও না ? (১৪৮) প্রত্যেকের জন্য একটি দিক রয়েছে, যেদিকে সে মুখ করে দাঁড়ায়। কাজেই তোমরা প্রতিযোগিতার সাথে কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই থাকবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিশ্চয়ই পাবেন। কোনো জিনিসই তার শক্তি বহির্ভূত নয়। (সূরা আল-বাকারা)

... وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

....যদিও আল্লাহ্ চাইলে তোমাদের সকলকেই এক উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি এটা এই জন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। অতএব ভালো ও সৎকাজে তোমরা পরস্পরের আগে চলে যেতে চেষ্টা করো। অবশেষে তোমাদের সকলকে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, এর আসল সত্যটি তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৪৮)

... وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۞

...আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা, আগ্রহ ও উৎসাহে কোনো মঙ্গলজনক কাজ করবে, আল্লাহ্ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি এর মূল্য দান করবেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৮)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞

তোমরা এসব লোককে (আল্লাহ্র শাস্তি) থেকে সুরক্ষিত মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের

জন্য আনন্দিত এবং যেসব কাজের জন্য তারা প্রশংসা লাভ করতে চায়, তা মূলত তাদের কৃত নয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি তৈরি রয়েছে। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৮৮)

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيْمًا ۝ لَا خَيْرَ فِيْ
كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ
أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ... ۝

(৪০) আল্লাহ্ কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না। কেউ যদি একটি নেকী করে, তবে আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ করে দেন, তদুপরি তিনি নিজের তরফ থেকে আরও বড় ফল দান করেন। (১১৪) লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়শ কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য গোপনে কেউ কাউকেও যদি দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় কিংবা কোনো ভালো কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্ম সংশোধন করার জন্য কাউকেও কিছু বলে, তবে তা নিশ্চয়ই ভালো কথা। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কেউ এরূপ করবে, তাকে আমরা বড় প্রতিফল দান করব। (১২৪) আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে— সে পুরুষ হোক আর নারী— সে যদি ঈমানদার হয়, তবে এই ধরনের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে পারবে না। (১৭৩) তখন তারা– যারা ঈমান এনে সৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে— নিজেদের প্রতিফল পুরোপুরিই লাভ করবে। আর আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রতিফল দান করবেন।... (সূরা আন-নিসা)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে তাদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেওয়া হবে এবং তারা বড় প্রতিফল পাবে। (সূরা আল-মায়েদাহ্ ঃ ৯)

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
أُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছে, তাদের কথা ছেড়ে দাও। তবে তাদেরকেও এই কুরআন শুনিয়ে নসীহত ও সতর্ক করতে থাকো এই আশঙ্কায় যে, কেউ কোথাও নিজস্ব কীর্তিকলাপের দরুন খারাপ পরিণামে নিমজ্জিত হয়ে না যায়। বিশেষত এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো বন্ধু, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না। আর যদি কেউ সম্ভাব্য সকল জিনিস 'ফিদিয়া' স্বরূপ দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তবে তাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। কেননা

এই ধরনের লোক তো নিজেদের কাজের ফলেই ধরা পড়ে যাবে। সত্যকে অস্বীকার করার পরিণামে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্য ও পীড়নকারী আযাব ভোগ করবার জন্যও দেওয়া হবে। (সূরা আল-আন'আম ঃ ৭০)

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۙ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۚ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ

(২২) তাদের অবস্থা এই হয় যে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের জন্যে তারা ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমাদের দেওয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করতে থাকে আর অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুত পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যেই নির্দিষ্ট। (২৩) অর্থাৎ তা এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও সেখানে প্রবেশ করবে আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রীবর্গ এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা পুন্যবান —তারাও তাদের সঙ্গে সেখানে যাবে। ফেরেশতাগণ চারিদিক থেকে তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে। (২৯) অনন্তর যেসব লোক সত্য দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে, তারা সৌভাগ্যবান আর তাদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণতি। (সূরা আর-রা'দ)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক কি নারী— যদি সে মুমিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাব আর (পরকালে) এই ধরনের লোকদেরকে তাদের আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করব। (সূরা নাহ্‌ল)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۚ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۚ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۞ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۞ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ۞

(৩০) তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, নিশ্চিত জেনো— আমরা সেসব নেক আমলকারী লোকদের কর্মফল বিনষ্ট করি না। (৪৬) এই ধন-মাল আর এই সন্তান-সন্ততি শুধু দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্য মাত্র। আসলে তো টিকে থাকা নেক আমলগুলোই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পরিণামের দৃষ্টিতে অতি উত্তম আর এগুলো সম্পর্কেই ভালো আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা যেতে পারে। (১০৩) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো আমরা

কি তোমাদেরকে বলব নিজেদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ব্যর্থ ও অসফল লোক কারা ? (১০৪) তারা হচ্ছে সেই সকল লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে আর যারা মনে করত যে, তারা সব ঠিক মতো কাজ করছে। (১০৫) এরা সে লোক যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টিও বিশ্বাস করেনি। এ কারণে তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। কেয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে কোনো গুরুত্বই দেবো না। (১০৬) তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম, সে কুফরীর পরিবর্তে যা তারা করেছে আর সে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বদলে যা তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ও আমার নবী-রাসূলগণের সাথে করেছিল।

(সূরা আল-কাহ্ফ)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

পক্ষান্তরে যেসব লোক সঠিক ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েতের পথে অধিক অগ্রগতি ও তরক্কী দান করেন। আর দীর্ঘস্থায়ী নেক কাজসমূহই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে কর্মফল ও পরিণতি হিসেবে অতি উত্তম। (সূরা মারিয়াম ঃ ৭৬)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۞ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞

(৪১) এরা সে সব লোক, যাদেরকে আমরা যদি জমিনে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যাবতীয় ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ নিষেধ করবে। আর সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহ্র হাতে। (৫৬) এদিন বাদশাহী হবে আল্লাহ্র এবং তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যারা ঈমানদার ও নেক আমলকারী হবে, তারা নেয়ামত পরিপূর্ণ জান্নাতে যাবে। (সূরা আল-হাজ্জ)

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

যে কেউ ভালো আমল নিয়ে আসবে, তার জন্য তা অপেক্ষাও উত্তম ফল রয়েছে, আর যে খারাপ আমল নিয়ে আসবে, তার জানা উচিত যে, খারাপ আমলকারীদেরকে সে রকমই প্রতিফল দেওয়া হবে, যে রকমের আমল তারা করছিল। (সূরা আল-কাসাস ঃ ৮৪)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۞

(৭) আর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদের দোষগুলো আমরা তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের প্রতিফল দান করব। (৯) আর যারা ঈমান

আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদেরকে আমরা অবশ্যই নেককার লোকদের মধ্যে শামিল করব। (৫৮) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে তাদেরকে আমরা জান্নাতের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে থাকতে দেবো, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরদিনই থাকবে। কতই না উত্তম প্রতিদান আমলকারী লোকদের জন্য।

(সূরা আল-আনকাবূত)

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝

অতপর আমরা এ কিতাবসমূহের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি সে লোকদেরকে, যাদেরকে আমরা (এ উত্তরাধিকারের জন্য) আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে কেউ তো নিজের প্রতিই জুলুমকারী, কেউ মধ্যমপন্থী আর কেউ আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে নেক কাজসমূহে অগ্রসর। এ-ই অনেক বড় অনুগ্রহ। (সূরা ফাতির ঃ ৩২)

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

যেন তারা যে নিকৃষ্টতম আমল করেছিল, আল্লাহ তাদের হিসাব থেকে তা খারিজ করে দেন এবং যে উত্তম আমল তারা করেছিল, সে অনুপাতে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করতে পারেন। (সূরা আয-যুমার ঃ ৩৫)

... وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

...যে কেউ কল্যাণময় কাজ করতে চাবে, আমরা তার জন্য এ কল্যাণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মর্যদাদানকারী। (সূরা আশ-শূরা ঃ ২৩)

... وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ۝

...যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফলের ওয়াদা করেছেন। (সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ২৯)

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

(১) কালের শপথ, (২) মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত; (৩) সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে। (সূরা আল-আসর)

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

তাছাড়া তাদের আমলের প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীরই তা জানা নেই। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ১৭)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ : اِذَا أَرَادَ عَبْدِىْ اَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلُهَا فَاِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا، وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِىْ فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ حَسَنَةً، وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَاكْتُبُوْ هَالَهٗ حَسَنَةً، فَاِنْ عَمِلَهَا فاكْتُبُوْهَا لَهٗ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার মালাইকাদের বলেন ঃ আমার বান্দা কোনো গোনাহ্র কাজ করার ইচ্ছা করলে তা না করা পর্যন্ত তার জন্য কোনো গোনাহ্ লিখো না। তবে সে যদি উক্ত গোনাহ্র কাজটি করে ফেলে, তাহ্লে কাজটির অনুপাতে তার গোনাহ্ লিখো। আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহ্লে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর সে যদি কোনো নেকীর কাজ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু এখনো তা করেনি তাহ্লেও তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা করে তাহ্লে কাজটি অনুপাতে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ করো। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنُؤَ اخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ : مَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤْخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ اَسَاءَ فِى الْاِسْلَامِ اُخِذَ بَالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা জাহেলী যুগে যে সমস্ত কাজ করেছি সে জন্য কি পাকড়াও হবো? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যারা ইসলাম গ্রহণের পরে সৎ কাজ করবে, তারা জাহেলী যুগে যা করেছে সে জন্য শাস্তি পাবে না; কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণের পরেও অসৎ কাজে লিপ্ত হবে তারা তাদের জাহেলী যুগের (অপকর্মের) এবং পরবর্তী যুগের (অন্যায়ের) জন্য শাস্তি পাবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি– যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের হৃদয় (কল্পনা দ্বারাও) তা উপলব্ধি বা অনুভব করেনি। (বুখারী)

৩. সাফল্য বা সৌভাগ্য

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ۞

হে ঈমানদার লোকেরা! রুকূ এবং সিজদা করো, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের বন্দেগী করো, নেক কাজ করো; সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৭)

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۙ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۙ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۙ

(১) রাতের শপথ— যখন তা আচ্ছন্ন করে লয়। (২) শপথ দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। (৩) শপথ সেই সত্তার, যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। (৪) আসলে তোমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরন ও প্রকারের। (৫) অতঃপর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্র পথে) ধন-মাল দিলো, (আল্লাহ্র নাফরমানী হতে) আত্মরক্ষা করল (৬) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য মেনে নিল, (৭) তাকে আমি সহজ পথে চলার সুবিধা দেবো। (সূরা আল-লাইল)

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

(১) (হে নবী!) আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেই নি? (২) তোমার ওপর থেকে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি (৩) যা তোমার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল। (৪) আর তোমারই জন্য তোমার খ্যাতির কথা সুউচ্চ করে দিয়েছি। (৫) প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সঙ্গে প্রশস্ততাও রয়েছে। (৬) নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সঙ্গে আছে প্রশস্ততাও। (সূরা আলামনাশরাহ)

... وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

....আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে, সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবে।
(সূরা আল-বাকারা : ১৮৯)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

তারপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহ্কে খুব বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা জুম'আ : ১০)

হাদীস

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে তার পূর্বের গোনাহসমূহ মাফ করা হয়। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ حَرُمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا اِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একবার রমযান মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দেখো এ মাসটি তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রাত আছে যেটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। আর চিরবঞ্চিত ব্যক্তিই কেবল এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাযাহ্)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ –

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে অনুসন্ধান করো। (বুখারী)

৪. বৈরাগ্যবাদ নয় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও কুরবানী

কুরআন

... فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ

...অতএব তোমাদের ইলাহ সে এক আল্লাহ্‌ই, তোমরা তাঁরই অনুগত ও আদেশ পালনকারী হও। আর হে নবী! সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে;
(সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৩৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۞ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۙ ۞ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

(১০) হে ঈমানদার লোকেরা ! আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসায়ের কথা বলব যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে ? (১১) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আর জিহাদ করো আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-মাল ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। এটিই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো। (১২) আল্লাহ্‌ তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যেসবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং চিরকালীন বসতির স্থান জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এটি বিরাট সাফল্য (১৩) আর যে দ্বিতীয় জিনিসটি তোমরা চাও, তাও তোমাদেরকে দেবেন। (তাহলো) আল্লাহ্‌র মদদ এবং খুব নিকটবর্তী বিজয়। (হে নবী!) ঈমানদার লোকদেরকে এর সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (সূরা আস-সফ)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۞

অপর দিকে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে; বস্তুত আল্লাহ্‌ এ সব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।
(সূরা আল-বাকারা)

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۚ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۝ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَّ لَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

(৬৬) আমি যদি তাদেরকে এই হুকুম দিতাম যে, তোমরা নিজেরা নিজদেরকে ধ্বংস করো অথবা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে যাও, তবে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই তদনুযায়ী আমল করত। অথচ তাদেরকে যে নসিহত করা হয়, তদানুযায়ী যদি তারা আমল করত, তবে তা তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণ ও দৃঢ়তার কারণ হতো। (৬৭) এবং যখন তারা এরূপ করত, তখন আমি তাদেরকে নিজের তরফ থেকে বড় প্রতিফল দান করতাম। (৬৮) এবং তাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করতাম। (সূরা আন-নিসা)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَا لِهٖ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ (স)! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কে? প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ যে মু'মিন আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। লোকেরা বলল ঃ এরপর কে? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে পাহাড়ের কোনো নির্জন গুহায় অবস্থান করে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ -

হযরত আবুযার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ (স) কোন কাজ উত্তম? প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ করা সর্বোত্তম কাজ। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ اِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ اَىٌّ مَاذَا ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন আমল? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهٖ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় অংশগ্রহণ করেছে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো যে অবিরামভাবে রোযা রাখে ও নামায পড়ে। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ –

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের জান-মাল ও মুখ (জবান) দিয়ে মোশরেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (আবু দাউদ)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا –

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। (বুখারী)

عَنْ اَبِيْ عَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اُغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ –

হযরত আবু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (স)কে বলতে শুনেছি, যার দু'পা আল্লাহ্‌র পথে ধুলিমলিন হয় আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)

৫. বন্ধু গ্রহণ

কুরআন

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা কিছু সম্পত্তি রেখে যায়, আমরা এর প্রতিটির হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও ওয়াদা রয়েছে, তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসেরই পর্যবেক্ষক। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৩)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۚ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ

الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ

اِلَّاۤ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

(১১৮) হে ঈমানদারগণ! আপন সমাজের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে নিজেদের গোপন কথার সাক্ষী বানিও না। তারা তোমাদের অসুবিধাকালের সুযোগ গ্রহণ করতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হয় না। যা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি হতে পারে, তা-ই তাদের কাছে প্রিয় জিনিস। তাদের মনের

ক্রোধ ও আক্রোশ তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে পড়ছে এবং তারা যা কিছু বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, তা এতদপেক্ষাও তীব্রতর। আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হেদায়েত দান করেছি, তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও (তবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে)। (২৮) মু'মিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনোই সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য তোমরা বাহ্যত এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করলে তা আল্লাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরতে হবে। (সূরা আলে-ইমরান)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

হে ঈমানদারগণ! মু'মিন লোকদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহ্র হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলীল তুলে দিতে চাও?

(সূরা আন-নিসা ঃ ১৪৪)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী— এরা পরস্পরের বন্ধু-সাথী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তারা যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায়-পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। (সূরা আত্-তাওবা ঃ ৭১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

(৫১) হে ঈমানদার লোকগণ! ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; এরা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালিমদেরকে নিজের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেন। (৫৫) প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোক— যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্র সম্মুখে

অবনমিত হয়। (৫৬) আর যে ব্যক্তি বস্তুতই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে, তার এই কথা জানা দরকার যে, কেবলমাত্র আল্লাহর দলই জয়ী হবে। (৫৭) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে, তাদেরকে এবং অপরাপর কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিও না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৫৮) তোমরা যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দাও তখন তারা একে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে, একে খেলার বস্তু বানায়। এর কারণ এই যে, তাদের কোনোই বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। (সূরা আল-মায়েদা)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(১) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের মানসে (স্বদেশ ছেড়ে নিজেদের ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রাসূল এবং স্বয়ং তোমাদেরকে শুধু এ কারণে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাকো, কেমন করে তোমরা গোপনে তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণী পাঠাও, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো আর যা করো প্রকাশ্যে প্রতিটি ব্যাপারই আমি ভালোভাবেই জানি। তোমাদের যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিত জেনো সে সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। (৭) অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও সেই লোকদের মধ্যে কখনো বন্ধুতা ও ভালোবাসার সঞ্চার করে দেবেন, যাদের সাথে আজ তোমরা শত্রুতার সৃষ্টি করে নিয়েছ। আল্লাহ বড়ই শক্তিমান এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৮) যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি। সে লোকদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন। (৯) তিনি তোমাদেরকে কেবল সে লোকদের সাথে বন্ধুতা করতে বারণ করেন যারা তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং

তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করেছে। এই লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম। (সূরা আল-মুনতাহানা)

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

নিশ্চয়ই নবী ঈমানদার লোকদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। আর নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মা; কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাবের দৃষ্টিতে আত্মীয়-স্বজন সাধারণ ঈমানদার ও মুহাজিরদের অপেক্ষা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার। অবশ্য তোমরা তোমাদের বন্ধু ও সাথীদের সাথে কোনো ভালো ব্যবহার (করতে চাইলে তা) করতে পারো; এ হুকুম আল্লাহ্‌র কিতাবে লেখা রয়েছে। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৬)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ - اِمَامٌ عَادِلٌ شَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ رَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَاتُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ এরূপ সাতজন লোককে সেদিন (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই থাকবে না। তারা হলো ঃ (১) সুবিচারক ইমাম বা নেতা, (২) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল যুবক, (৩) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি, (৪) দু'জন লোক একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয় আবার আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, (৫) এরূপ ব্যক্তি, যাকে কোনো রূপসী-সুন্দরী নারী ব্যভিচারের জন্যে আহ্বান করেছে; কিন্তু সে এই বলে (তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে) আমি তো আল্লাহ্‌কে ভয় করি, (৬) যে ব্যক্তি অত্যন্ত গোপনভাবে দান-খয়রাত করে, এমনকি তার ডান হাতে যা কিছু দান করে, তার বাম হাতেও তা টের পায় না এবং (৭) এরূপ ব্যক্তি যে নির্জনে একাকী আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং দুই চোখের অশ্রু ঝরাতে থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ ؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ ওহে! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিলে, আজ আমি তাদের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেবো। আর এদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই নেই। (মুসলিম)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى الْاَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ -

হযরত বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ (স) আনসারদের সম্পর্কে বলেন ঃ ঈমানদাররাই তাদের (আনসারদের) ভালোবাসেন, আর মোনাফেকরাই তাদের (আনসারদের) ঈর্ষা করে। যে ব্যক্তি তাদের ভালোবাসে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন, আর যে ব্যক্তি তাদের ঈর্ষা করে, বা দুশমনী রাখে আল্লাহ্ তাকে ঈর্ষা করেন (অর্থাৎ এর শাস্তি দেবেন)। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّ هٰذَا - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَعْلَمْتَهُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ اَعْلِمْهُ، فَلَحِقَهُ فَقَالَ : اِنِّى اُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ - فَقَالَ اَحَبَّكَ الَّذِىْ اَحْبَبْتَنِى لَهُ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (স) এর পাশে উপস্থিত ছিল। এমন সময় আর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমি লোকটিকে ভালোবাসি। নবী করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ তাকে অবহিত করে দিয়ো। সুতরাং সে তার সাথে সাক্ষাত করে বলল, নিশ্চয় আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় ভালোবাসি। সে বলল ঃ আল্লাহ্ যেন তোমাকে ভালোবাসেন, যার জন্যে তুমি আমাকে ভালোবেসেছ। (আবু দাউদ)

৬: বন্ধুত্ব

কুরআন

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

(২১) তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে এটিও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতির মধ্যে হতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন নিহিত রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আর-রূম ঃ ২১)

হাদীস

عَنْ مَعْقَلِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّى اَصَبْتُ امْرَءَةً ذَاتَ جَمَالٍ اَحْسَبُ اَنَّهَا لَا تَلِدُ اَفَاَ تَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُو الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ -

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি আসল এবং বলল ঃ আমি একটি সুন্দরী মেয়ে পেয়েছি। আমার ধারণা হয়, সে সন্তান প্রসব করবে না। এমতাবস্থায় আমি কি তাকে বিয়ে করব? রাসূলে করীম (স) বললেন, না। লোকটি আবার এসে একই প্রশ্ন করল। এই দ্বিতীয়বারেও রাসূলে করীম (স) তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বারও এলো এবং পূর্বরূপ প্রশ্ন পেশ করল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমরা বিয়ে করো এমন মেয়ে, যে স্বামীকে খুব বেশি ভালোবাসবে, যে বেশি সংখ্যক সন্তান প্রসব করবে। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশি অগ্রবর্তী হয়ে যাব।

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ يَقُوْلُ مَااسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَّهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ -

হযরত আবু আমামাতা (রা) থেকে, তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি প্রায়ই বলতেন, মু'মিনের তাকওয়ার পক্ষে অধিক কল্যাণকর ও কল্যাণ লাভের উৎস হচ্ছে সচ্চরিত্রবতী এমন একজন স্ত্রী, যাকে সে কোনো কাজের আদেশ করলে সে তা মানবে, তার দিকে সে তাকলে সে তাকে সন্তুষ্ট করে দেবে। সে যদি তার ওপর কোনো কিরা-কসম দেয়, তবে সে তাকে কসমমুক্ত বানাবে। সে যদি স্ত্রী থেকে দূরে চলে যায়, তবে সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে তার কল্যাণ চাইবে। (ইবনে মাযাহ্)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِىْ تَسُرُّهٗ اِذَا اَنْظَرَ وَتُطِعْهُ اِذَا اَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهٗ فِيْمَا يَكْرَهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَا لِهٖ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মেয়ে উত্তম? জওয়াবে তিনি বললেন, যে মেয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেবে যখন সে তার দিকে তাকাবে, অনুসরণ ও আদেশ পালন করবে যখন সে তাকে কোনো কাজের হুকুম করবে এবং তার স্ত্রীকে নিজের ব্যবহারে এবং তার নিজের ধন-মালের ব্যাপারে সে যা অপছন্দ করে তাতে সে স্বামীর বিরোধিতা করবে না। (মুসনাদে আহমদ)

৭. সহযোগিতা

কুরআন

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ①

... যেসব কাজ পুণ্যময় ও আল্লাহ্র ভয়মূলক, তাতে সকলের সাথে সকলে সহযোগিতা করো; আর গুনাহ্ ও সীমালংঘনের কাজ, তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না।...

(সূরা আল-মায়েদা ঃ ২)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۞

যারা সত্য অমান্যকারী, তারা একে অপরের সাহায্য করে। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আসো, তাহলে জমিনে বড়ই ফেতনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৭৩)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ، اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ، اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী— এরা পরস্পরের বন্ধু-সাথী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তারা যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায়-পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৭১)

হাদীস

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهٗ مَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত সালিমের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করে না এবং তাকে দুশমনের হাতে সোপর্দও করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ্ তার অভাব দূরীভূত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময়ে কেয়ামত দিবসে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামত দিবসে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَغُلَامٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُوْنَ يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ وَنَادَى الْاَنْصَارِىٌّ يَالَلْاَنْصَارِىْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاهٰذَا دَعْوَا اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا لَايَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا اَنَّ غُلَامَيْنِ اِقْتَتَلَا فَكَسَعَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ قَالَ فَلَابَاْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَمَا لِمَّا اَوْ مَظْلُوْمًا اِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَاِنَّهٗ لَهٗ نَصْرٌ وَاِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَلْيَنْصُرْهُ -

হযরত আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস (র) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আনসার ও মুহাজিরদের দুটি গোলাম মারামারি করছিল। তখন মুহাজির গোলাম এই বলে ডাক দিল, হে মুহাজিরগণ! এবং আনসারী গোলামও ডাকল— হে আনসারগণ! তখন রাসূলুল্লাহ (স) বের হলেন এবং বললেন ঃ এ কি ব্যাপার, জাহেলী যুগের লোকদের মতো হাঁক-ডাক করছ? তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! না, দুটি গোলাম ঝগড়া করেছে। তাদের একজন অপরজনের নিতম্বে আঘাত করেছে। তখন তিনি বললেন ঃ এতো মামুলী ব্যাপার। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিত যেন সে তার ভাইয়ের সাহায্য করে, সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। যদি সে জালিম হয় তাহলে তাকে (জুলুম থেকে) বিরত রাখবে। এই হচ্ছে তার জন্য সাহায্য। আর যদি সে মজলুম হয় তাহলে তাকে সাহায্য করবে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ ذَرٍّ اَىُّ عُرَى الْاِيْمَانِ اَوْثَقُ - قَالَ اللّٰهُ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ الْمُوَالَاةُ فِى اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) আবুযার গিফারী (রা)কে বললেন ঃ বলো ঈমানের কোন রশিটি বেশি মজবুত? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন [অতএব হে রাসূলুল্লাহ (স) আপনিই তা বলে দিন।] নবী করীম (স) বললেন ঃ আল্লাহ্রই জন্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও সহযোগিতা করা এবং আল্লাহ্রই জন্যে কারো সাথে ভালোবাসা এবং আল্লাহ্রই জন্যে কারো সাথে শত্রুতা ও মনোমালিন্য করা। (বায়হাকী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى -

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়র (র) হযরত নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মু'মিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমার্মতা ও হামদরদীর দিক দিয়ে একটি মানব দেহের মতো। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ ডেকে আনে তাপ ও অনিদ্রা। (মুসলিম)

৮. ইহসান (পরোপকার)

কুরআন

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ... ۝

(৯০) আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়বিচার (ইনসাফ) করার নির্দেশ দিচ্ছেন... (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৯০)

হাদীস

হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের খণ্ডাংশ। এ হাদীসটি হাদীসে জিবরিল নামে খ্যাত। হাদীসটি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের রূপ ধারণ

করে এসে মহানবী (স)কে বিভিন্ন বিষয়াদি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। মহানবী (স) উত্তর দিতে লাগলেন ঃ

قَالَ : فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ - قَالَ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ -

হযরত জিবরাঈল (আ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ [হে মুহাম্মদ (স)] আমাকে বলুন ঃ ইহসান কাকে বলে? হুজুর (স) বললেন ঃ আল্লাহ্র ইবাদত এভাবে করবে যেনো তুমি আল্লাহ্কে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে নাও পাও তাহলে (মনে করবে যে,) তিনি তোমাকে দেখছেন। (বুখারী-মুসলিম)

النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَا حُمِهِمْ وَتَوَدُّ هِمْ وَتَعَا طُفِهِمْ كَمَاثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عَضْوٌ تَدَعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسُّهْرِ وَالْحُمّٰى -

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি মু'মিনদেরকে পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন, পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের দিক দিয়ে একই দেহের ন্যায় দেখতে পারে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে তখন গোটা দেহটাই জ্বর ও নিদ্রাহীনতা দ্বারা এর প্রতি সাড়া দিয়ে থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا فَارْدُدْهُ مِنْ ظُلْمِهٖ وَاِنْ يَّكَ مَظْلُوْمًا فَانْصُرْهُ -

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তুমি তোমার ভাইকে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয় অবস্থায় সাহায্য করো। যদি সে অত্যাচারী হয় তবে তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখো এবং যদি সে অত্যাচারিত হয় তবে তাকে সাহায্য করো। (আল-দারেমী)

৯. দয়াদ্রতা ও পরোপকার

কুরআন

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে— দুরাবস্থায়ই হোক আর সচ্ছল অবস্থায়ই হোক, যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়; এসব নেককার লোককেই আল্লাহ খুব ভালোবাসেন। (সূরা আলে-ইমরানা ঃ ১৩৪)

... وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا ... ۝

.... লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে .... (সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৩)

হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা জগতে যা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (স), সে হতভাগা ব্যক্তিটি কে? হুজুর (স) বললেন ঃ সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোনো একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

عَنِ الْمُغِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ -

হযরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মা'দের সাথে নাফারমানী, হকদারের হক না দেওয়া এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া তোমাদের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ ؟ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اَبُوْكَ - متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)কে জজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! আমার (পিতা-মাতার মধ্যে) সর্বোত্তম ব্যবহারের কে বেশি হকদার? হুজুর (স) বললেন ঃ তোমার মা! লোকটি পুনরায় জানতে চাইল তারপর কে? হুজুর (স) বললেন ঃ তোমার মা! লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল তারপর কে? হুজুর (স) আবারও জবাব দিলেন, তোমার মা! লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? এবারে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তোমার বাবা। (বুখারী-মুসলিম)

১০. দান-সদকা ও পরোপকার

কুরআন

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ
الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ
الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۞ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ
اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۞

(৮৩) স্মরণ করো, ইসরাইল-সন্তানদের কাছ থেকে আমরা এ পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ এবং এখন পর্যন্ত সে অবস্থায়ই রয়েছ। (১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে আর দারিদ্র্য, সঙ্কীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী, এরাই মুত্তাকী। (২৬১) যারা নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটি ছড়া বের হলো আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি দানা রয়েছে। আল্লাহ্ যাকে চান, তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদার হস্তও বটে এবং সর্বাভিজ্ঞও। (২৬২) যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে এবং খরচ করে এর প্রতিদান চেয়ে বেড়ায় না, (অনুগৃহীতকে) কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিফল তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে সুরক্ষিত রয়েছে এবং তাদের কোনো চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই। (২৬৩) একটু মিষ্টি কথা এবং কোনো অপ্রিয় ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখানো সে দান অপেক্ষা ভালো যার পিছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুণে ভূষিত। (সূরা আল-বাকারা)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ
الْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ

اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

(৩৬) আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করো এবং প্রতিবেশী আত্মীয়দের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথীর প্রতি, পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন করো। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায় অহঙ্কারী ও নিজের বড়ত্ব নিয়ে গর্বকারী। (১১৪) লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়শ কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য গোপনে কেউ কাউকেও যদি দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় কিংবা কোনো ভালো কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্ম সংশোধন করার জন্য কাউকেও কিছু বলে, তবে তা নিশ্চয়ই ভালো কথা। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কেউ এরূপ করবে, তাকে আমরা বড় প্রতিফল দান করব। (সূরা আন-নিসা)

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ

فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَ

الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

(১৫) বলো, আমি কি তোমাদের বলব যে, এসবের চেয়ে অধিক ভালো জিনিস কোনটি ? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, তাদের জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে জান্নাতে বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্র স্ত্রীগণ তাদের সঙ্গী হবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাহদের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। (১৭) এরা ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, বিনয়াবনত, দানশীল এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সূরা আলে-ইমরান)

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ... ﴿٣٢﴾

এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি আমরা এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কোনো খুনের পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকেও হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকেও জীবন দান করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল; ... (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৩২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ

يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

(১১) হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিশম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। (১২) হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি করো না আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে ? তোমরা নিজেরাই তো এতে ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা আল-হুজরাত)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

(২৪-২৫) যাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের একটা নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।
(সূরা আল-মা'আরিজ)

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَاضُّونَ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

(১৬) আর যখন তিনি তাকে (পরীক্ষামূলক) বিপদের সম্মুখীন করেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেছেন। (১৭) কক্ষনো নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করো না (১৮) এবং গরীব মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। (১৯) তোমরা মীরাসের সব মাল সম্যকভাবে খেয়ে ফেলো। (২০) ধন-সম্পদেরময়ায় তোমরা খুব বেশি কাতর। (সূরা আল-ফজর)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا
مَتْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

(১২) তুমি কি জানো সেই দুর্গম বন্ধুর পথটি কি ? (১৩) কোনো গলাকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা (১৪–১৬) কিংবা উপবাসের দিনে কোনো নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধুলি-মলিন মিস্‌কিনকে খাবার খাওয়ানো। (১৭) সেই সঙ্গে শামিল হওয়া সেই লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। (সূরা আল-বালাদ)

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

(মূলত) তোমার শত্রুই প্রকৃত শিকড়কাটা— নির্মূল। (সূরা আল-কাওসার ঃ ৩)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

আর যেসব লোক মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা মস্ত বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে।

(সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৫৮)

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

(১) তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে পরকালের পুরস্কার ও শাস্তিকে অবিশ্বাস করে ? (২) সে তো সেই লোক যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় (৩) আর মিসকীনের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না।

(সূরা আল-মাউন)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى ۝ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۝

(১৭) আর তা হতে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তিকে, (১৮) যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-মাল দান করে। (১৯) তার ওপর কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই, যার বদলা তাকে দিতে হবে। (২০) সে তো শুধু নিজের মহান শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে। (২১) তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

(সূরা আল-লাইল)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝

(১) বলো ঃ তিনি আল্লাহ, একক। (২) আল্লাহ্ কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন বরং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী।

(সূরা আল-ইখলাস)

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝

মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াতাম না। (সূরা আল-মুদ্দাস্সির ঃ ৪৪)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، قَالَ : نَعَمْ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাবী করীম (স)–কে জিজ্ঞেস করল, আমার মা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তাহলে কিছু দান-খয়রাত সম্পর্কে কথা বলতেন। এখন যদি আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তিনি তার সওয়াব পাবেন? জবাবে নবী করীম (স) বললেন, হ্যাঁ, পাবেন। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ : لَا تُحْصِى، فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكَ -

হযরত আবদাহ ইবনু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) আসমা (রা)-কে বলেন ঃ (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ উম্মত কিন্তু কেয়ামতের দিন আমরাই থাকব সবার সামনে। এ হাদীসের সনদে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তোমরা আমার উদ্দেশ্যে আমার বান্দাদের জন্য খরচ করো আমিও তোমার জন্য খরচ করব। (অর্থাৎ তোমাকে অনেক বেশি করে দান করব)। (বুখার)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَبَدَأَ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللّٰهُ -

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। নিজের পোষ্য (আত্মীয়দের) দিয়ে (দান-খয়রাত) শুরু করো। অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত না পেতে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে (তা থেকে) পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنًى وَابْدَ أْبِمَنْ تَعُوْلُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ করীম (স) বলেন ঃ উত্তম সদকা হলো যা করেও দাতার সম্পদ কমে না। নিজের আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করো। (বুখারী)

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوْءِ الَّذِيْ يَعُوْدُ فِيْ هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْئِهِ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। দান করে যে ব্যক্তি আবার তা প্রত্যাহার করে নেয় সে এমন কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। (বুখারী)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : اِتَّقُوْا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ -

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তোমরা (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচ। (বুখারী)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتْ اَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ لِىْ مِخْرَافًا وَّ اُشْهِدُكَ اَنِّىْ قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক রাসূলুল্লাহ (স)কে বলল, আমার মা মারা গেছেন। যদি আমি তাঁর তরফ থেকে সাদকা করি, তাহলে এতে তাঁর কোনো উপকার হবে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য দান করলাম। (বুখারী)

১১. পূত-পবিত্রতা

কুরআন

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ... ۞

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলিম পাত্রীদের (মুহসানাত) বিয়ে করতে সমর্থ নয়, সে যেন তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের মধ্য থেকে এমন নারীকে বিয়ে করে, যে মুমিনা হবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভালো করেই জানেন। তোমরা সকলে মূলত একই গোত্রের লোক; অতএব তাদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে করো এবং প্রচলিত পন্থায় মহরানা আদায় করো, যেন তারা বিবাহের দুর্গে সুরক্ষিত (মুহসানাত) হয়ে থাকে এবং স্বাধীন-মুক্ত ও যথেচ্ছভাবে যৌন-লালসা চরিতার্থ করতে লিপ্ত না হয় ও তলে-তলে প্রেম করে না বেড়ায়। ..... (সূরা আন-নিসা ঃ ২৫)

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۖ ... ۝

আজ তোমাদের জন্য সকল পাক জিনিসই হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আহলি কিতাবের খাবার খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবার তাদের জন্যও (হালাল) এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল— তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হোক কিংবা তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মহরানা আদায় করে বিয়ের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীনভাবে লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে প্রেমলীলা করবে না।.... (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৫)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (৫) যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা আল-মু'মিনুন)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলো ঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে (সংযত রাখে) বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা কিছু তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আল-নূর ঃ ৩০)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

(২৯) যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, (৩৫) এ লোকেরা মহান ও মর্যাদাসহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা আল-মা'আরিজ)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ নারীরা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাইরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظَرَ الْفَجَاءَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَصْرِفَ بَصَرَكَ -

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোনো নারীর ওপর দৃষ্টি পড়ে, তাহলে কি করতে হবে? হুজুর (স) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নেবে। (মুসলিম)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِىٍّ يَاعَلِىُّ لَا تَتَّبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ -

হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ হে আলী! কোনো অপরিচিতা নারীর ওপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে এবং দ্বিতীয়বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার নয় (বরং তা শয়তানের)। (তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)

وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ اِذَا اَقْبَلَ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَا يُبْصِرُ نَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَعَمْيَا وَاِنْ اَنْتُمَا تُبْصِرَانِهِ -

উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমাহ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি এবং হযরত মায়মুনা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। হুজুর (স) হযরত উম্মে সালমাহ ও মায়মুনা (রা)-কে বললেন ঃ তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী (স)! লোকটি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূল (স) বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

১২. সদাচার

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ...

হে ঈমানদারগণ! 'রায়েনা' বলো না, বরং 'উন্‌যুর্‌না' বলো এবং মনোযোগ দিয়ে কথা শ্রবণ করো।.... (সূরা আল-বাকারা ঃ ১০৪)

وَ اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

আর কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক তোমাদেরকে সালাম করবে, তখন তোমরা আরো উত্তমভাবে তাকে জবাব দিও; অন্তত অনুরূপভাবে তো বটেই। বস্তুত আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ৮৬)

وَ قُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

আর হে মুহাম্মদ! আমার (মুমিন) বান্দাহদেরকে বলো যে, তারা যেন মুখ থেকে সেসব কথাই বের করে, যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ۗ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۗ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ۗ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى
اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ
مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا
عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ اِنَّمَا
الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ
لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(২৭) হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের কাছ থেকে সম্মতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়; আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (২৮) তারপর সেখানে যদি কাউকেও না পাও, তবে ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যাবে; এটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত শালীন ও পবিত্র কর্মনীতি। আর তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। (৫৮) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসী আর তোমাদের সেসব সন্তান যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছায় নি, তিনটি সময় যেন অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসে ঃ ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রেখে দাও আর এশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এরপর তারা বিনানুমতিতে আসলে তাতে না তোমাদের কোনো দোষ হবে, না তাদের। তোমাদের পরস্পরের কাছে তো বার বার যাওয়া-আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর বাণীসমূহের বিশ্লেষণ করে থাকেন; তিনি সবকিছু জানেন, তিনি অত্যন্ত কুশলী। (৫৯) আর যখন তোমাদের সন্তানরা বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে যেমনভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে উল্লেখ করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও বিচক্ষণ। (৬১) কোনো অন্ধ, পংগু বা রুগ্ন ব্যক্তি (কারো ঘর থেকে কিছু খেলে) কোনো দোষ হবে না। আর তোমাদের কোনো দোষ হবে না নিজেদের ঘর হতে খেলে কিংবা নিজেদের বাপ-দাদার ঘর থেকে, অথবা নিজেদের মা-নানীর ঘর থেকে, নিজেদের ভাইদের ঘর থেকে, নিজেদের বোনদের ঘর থেকে, চাচাদের ঘর থেকে, খালাদের ঘর থেকে কিংবা এমন ঘর থেকে যার চাবি তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে, অথবা নিজেদের বন্ধু সুহৃদদের ঘর থেকে। তোমরা একত্রিত হয়ে খাও বা ভিন্ন ভিন্নভাবে খাও, তাতে কোনো দোষ নেই। অবশ্য ঘরসমূহে প্রবেশ করার সময় নিজেদের লোকজনকে সালাম করবে। কল্যাণের দো'আ আল্লাহ্র কাছ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ

তা'আলা তোমাদের সামনে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আশা করা যায় যে, তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে। (৬২) মুমিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর থেকে মেনে নেয়। আর কোনো সামাজিক ও সামষ্টিক কাজে তারা যখন রাসূলের সাথে একত্রিত হয় তখন তার অনুমতি না নিয়ে তারা চলে যায় না। যেসব লোক তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানে। অতএব তারা যখন নিজেদের কোনো কাজের জন্য অনুমতি চাইবে তখন তুমি যাকে ইচ্ছা অনুমতি দান করো। আর এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাতের দো'আ করো। আল্লাহ নিশ্চিতই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আন-নূর)

وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

আর লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না— না জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে। আল্লাহ্ কোনো আত্মগর্বী ও দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।

(সূরা লুকমান ঃ ১৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ، وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ، وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদেরকে যখন বলা হবে নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি করো, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হবে উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সেই বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা আল-মুজাদালাহ ঃ ১১)

হাদীস

وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللّٰهِ يَزِيْدُبْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَاَتَانَ اَبُوْ مُوْسَى فَزِعًا اَوْ مَذْعُوْرًا قُلْنَا مَاشَاْنُكَ قَالَ اِنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَنْ اٰتِيَهُ فَاَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاْتِيَنَا فَقُلْتُ اِنِّي اَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ اَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَاِلَّا اَوْ جَعْتُكَ فَقَالَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ لَا يَقُوْمُ مَعَهُ اِلَّا اَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قُلْتُ اَنَا اَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ -

হযরত আমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বুকায়র নাকিদ (র) হযরত বসুর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মদীনার

আনসারীদের একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তখন আবু মুসা (রা) অস্থির হয়ে কিংবা রাবী বলেছেন, সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, আপনার কি হয়েছে তিনি বললেন, উমর (রা) আমার কাছে লোক পাঠালেন, যেন আমি তাঁর কাছে যাই। আমি তাঁর দরজায় তিনবার সালাম করলাম। তিনি আমাকে জবাব দিলেন না। তাই আমি ফিরে এলাম। পরে আমাকে (ডেকে নিয়ে) তিনি বললেন, আমার কাছে আসার ব্যাপারে কোন্ বিষয় তোমাকে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এবং আপনার দরজায় (দাঁড়িয়ে) তিনবার সালাম করেছিলাম। কিন্তু তারা (বাড়ির কেউ) আমাকে সালামের জবাব দিলেন না। তাই আমি ফিরে গেলাম। আর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তিন বার অনুমতি চায়, আর তাকে অনুমতি দেওয়া না হয়, তাহলে সে যেন ফিরে আসে। তখন উমর (রা) বললেন ঃ এ বিষয়ে প্রমাণ দাও। অন্যথায় তোমাকে আঘাত করব। তখন উবাই ইবন কা'ব (রা) বললেন, তার সঙ্গে কাওমের সব চাইতে কম বয়সের ছেলেই যাবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি কাওমের কনিষ্ঠতম। তিনি বললেন, তবে একে নিয়ে যাও। (বুখারী, মুসলিম)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدَ السَّاعِدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلًا اَطَّلَعَ فِيْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِدْرِيَ يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُنِيْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِيْ عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ -

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইবনে রুমহ্ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত সাহ্ল ইবন সা'দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তার মাথা চুলকাতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন ঃ আমি যদি জানতাম যে, তুমি আমাকে দেখছ, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ (স) আরও বললেনঃ চোখের কারণেই তো অনুমতির (বিধান) করা হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبُ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَاهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا اَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اَسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ -

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব, কুতায়বা ইবনে হুজর (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক ছয়টি। জিজ্ঞেস করা হলো, সেগুলো কি, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি এরশাদ করলেন (সেগুলো হলো) ঃ ১. তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে, ২. তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩. সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে, তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দেবে, ৪. সে হাঁচি দিয়ে

আলহামদু লিল্লাহ বললে, তার জন্য তুমি (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) রহমতের দোয়া করবে, ৫. সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রুষা করবে এবং ৬. সে মারা গেলে তার (জানাজার) সঙ্গে যাবে। (বুখারী,মুসলিম)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ جَدِّهِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْ وَعَلَيْكُمْ -

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ও ইসমাঈল ইবনে সালিম (র) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আহলে কিতাবের কেউ তোমাদের সালাম করলে তোমরা (শুধু এতটুকু) বলবে, 'ওয়া আলাইকুম (তোমাদের প্রতিও)। (বুখারী, মুসলিম)

১৩. দয়া

কুরআন

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

(১২) তুমি কি জানো সেই দুর্গম বন্ধুর পথটি কি ? (১৩) কোনো গলাকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা (১৪–১৬) কিংবা উপবাসের দিনে কোনো নিকটবর্তী ইয়াতীম বা ধুলি-মলিন মিস্‌কিনকে খাবার খাওয়ানো। (১৭) সেই সঙ্গে শামিল হওয়া সেই লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। (সূরা আল-বালাদ)

হাদীস

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ مِنِّى، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الْكَلْبَ. فَسَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا ؟ فَقَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলো। সে পথিমধ্যে একটা কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। তারপর সে (কূপ থেকে) উঠে এলে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা কুকুর (জিহ্বা বের করে) হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজা মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি ভাবল, এ কুকুরটার আমার মতোই তৃষ্ণা পেয়েছে। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের চামড়ার

মোজায় পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটাকে পান করাল। আল্লাহ্ তার এ কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন। এ ঘটনা শুনে লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণের (সেবার) মধ্যেই পুণ্য রয়েছে। (বুখারী)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَرْحَمَ اللّٰهُ مَنْ لَّايَرْحَمُ النَّاسَ -

হযরত জারীর ইবনু আবদুল্লাহ বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করীম (স) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়া দেখান না। (বুখারী)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا شْتَكٰى عُضْوًا، تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ جَسَدِهٖ - بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

হযরত নু'মান ইবনু বশীর (রা) বর্ণনা করেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একে অন্যের প্রতি প্রতি দয়া প্রদর্শন, প্রেম, ভালোবাসা, মায়া-মমতায় এবং একের সাহায্যে অন্যের ছুটে আসায় ঈমানদারদেরকে তুমি একটি দেহের সমতুল্য দেখবে। দেহের কোনো অঙ্গে ব্যথা হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায়। (ঈমানদারদের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ)। (বুখারী)

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَّلَا يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ -

হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ্ আমার কাছে অহী পাঠিয়েছেন। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচারণ করবে। যাতে কেউ কারো ওপর গৌরব না করে এবং একজন আর একজনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

১৪. মানুষে মানুষে মিল সাধন

কুরআন

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

(৯) আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্যে থেকে দুটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। এর পরও যদি তাদের মধ্য থেকে একটি দল অপর দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালজ্ঞনমূলক আচরণ করে, তাহলে সীমালজ্ঞনকারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসবে। অতঃপর তারা

যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের (দুই দলের) মাঝে সুবিচার সহকারে সন্ধি করিয়ে দাও। আর ইনসাফ করো, আল্লাহ্ তো ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহ্কে ভয় করো, খুবই আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। (সূরা আল-হুজরাত)

হাদীস

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اِسْتَقْبَلَ وَاللّٰهِ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ اَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُوْ بْنُ الْعَاصِ اِنِّىْ لَاَرٰى كَتَائِبَ لَا تُوَلِّىْ حَتّٰى تَقْتُلَ اَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللّٰهِ خَيْرُ الرَّجُلَيْنِ اَىْ عَمْرُو اِنْ قَتَلَ هٰؤُلَاءِ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ هٰؤُلَاءِ مَنْ لِىْ بِاُمُوْرِ النَّاسِ مَنْ لِىْ بِنِسَائِهِمْ مَنْ لِى بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ اَبْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ فَقَالَ اُذْهَبَا اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَاَعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُوْلَا لَهُ وَاُطْلُبَا اِلَيْهِ فَاَتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالَا لَهُ فَطَلَبَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِنَّا بَنُوْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَدْ اَصَبْنَا مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِىْ دِمَائِهَا قَالَا فَاِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ اِلَيْكَ وَيَسْاَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِىْ بِهَذَا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَاَلُهُمَا شَيْئًا اِلَّا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اِبْنُ عَلِيٍّ اِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَ عَلَيْهِ اُخْرَى وَيَقُوْلُ اِنَّ اُبْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ হাসান ইবনে আলী (রা) পাহাড়ের মতো সৈন্য সামান্ত নিয়ে মুয়াবিয়ার (রা) মোকাবেলায় উপস্থিত হন। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি এমন সব সৈন্য দেখছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মুয়াবিয়া, যিনি আল্লাহ্র কসম! উভয়ের (আমর ও মুয়াবিয়া) মধ্যে উত্তম ছিলেন, আমরকে বললেন, যদি এ পক্ষের লোকেরা অপর পক্ষের লোকদেরকে এবং অপর পক্ষের লোকেরা এ পক্ষের লোকদেরকে হত্যা করে, তাহলে কে তাদের বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পুত্র ও টাকা-পয়সা রক্ষা করবে? অতঃপর তিনি কুরাইশ বংশের আবদু শামস শাখার দু'জন লোক আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবন কুরাইযাকে হাসান ইবনে আলীর কাছে পাঠান এবং বলেন, তোমরা দু'জনে তাঁর কাছে যাও এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করো। তাঁর সাথে কথা বলে সন্ধির আহ্বান জানাও। তাঁরা তার কাছে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। হাসান ইবনে আলী তাদেরকে বলেন, আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। আমাদের অনেক টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে এবং আমাদের এই লোকেরা রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তারা বলেন, তিনি (মুয়াবিয়া) আপনার কাছে এই এই প্রস্তাব রেখেছেন এবং আপনার কাছে

শান্তি স্থাপনের জন্য অনুনয়-বিনয় করেছেন। তিনি (হাসান ইবনে আলী) বলেন, তাহলে এই প্রস্তাবের দায়িত্ব কে নেবে? তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নেব। তিনি যে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করেন, এর দায়িত্ব কে নেবে। তার জবাবে তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নেব। এরপর তিনি তাঁর (মুয়াবিয়া) সঙ্গে সন্ধি করলেন। হাসান বসরী (র) বলেন, আমি আবু বাকরা (রা)কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে মিম্বরের ওপর দেখেছি এবং হাসান ইবনে আলী তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে এবং আর একবার হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এই পুত্র নেতা হবে এবং আশা করা যায় আল্লাহ্ তার দ্বারা মুসলমানদের দুটি বড় দলের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাসান বসরী (র) এই হাদীস আবু বাকরা (রা)-এর নিকট শুনেছেন বলে আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যহ যেদিন সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রতি দিনই) মানুষের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য সাদাকা রয়েছে। মানুষের সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী)

১৫. সমন্বয় বিধান

কুরআন

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়শ কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য গোপনে কেউ কাউকেও যদি দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় কিংবা কোনো ভালো কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্ম সংশোধন করার জন্য কাউকেও কিছু বলে, তবে তা নিশ্চয়ই ভালো কথা। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কেউ এরূপ করবে, তাকে আমরা বড় প্রতিফল দান করব। (সূরা আন-নিসা ঃ ১১৪)

হাদীস

عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا -

হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভালো দিক উদ্ভাবন করে অথবা কল্যাণকামী কথা বলে। (বুখারী)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُوْنَ يَمْشُوْنَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّي وَاللّٰهِ لَقَدْ آذَانِيْ نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللّٰهِ لَحِمَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَغَضِبَ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَالْأَيْدِيْ وَالنِّعَالِ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স)-কে বলা হলো, যদি আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কাছে তশরিফ নিয়ে যেতেন তাহলে খুব ভালো হতো। নবী করীম (স) একটি গাধায় চড়ে তার কাছে রওয়ানা হলেন এবং মুসলমানরা পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে চলল। এলাকাটি ছিল লবণাক্ত। নবী করীম (স) তার কাছে উপস্থিত হলে সে বলল, আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ্‌র শপথ! আপনার গাধার গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এই কথা শুনে একজন আনসার বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্‌র (স)-এর গাধার গন্ধ তোমার চেয়ে অধিক পবিত্র। আবদুল্লাহ গোত্রের এক লোক রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে গালি দিল। ফলে উভয়ের সাথীরা উত্তেজিত হলো এবং তাদের মধ্যে হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও জুতা মারামারি শুরু হয়ে গেল। আমরা জানতে পেরেছি, এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, "যদি মু'মিনদের দুটি দল পরস্পরে সংঘাতে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি (মীমাংসা) করে দাও।" —সূরা হুজরাত ঃ ৯ (বুখারী)

১৬. বিরোধ বিসম্বাদ

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো রাসূলের এবং সে সব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৯)

হাদীস

عَنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ نَاصَمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شِرَاجٍ مِّنَ الْحَرَّةِ كَانَ يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِسْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعٰى رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ ذٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَاْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْاَنْصَارِيْ فَلَمَّا اَحْفَظَ الْاَنْصَارِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُسْتَوْعٰى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِيْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ مَا اَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ اِلَّا فِيْ ذٰلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْاٰيَةَ -

হযরত যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক আনসার ব্যক্তির সঙ্গে একটি প্রস্তরময় জমিনের পানির নালা নিয়ে ঝগড়া করলেন। উক্ত আনসারী বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে শরীক ছিলেন। তারা উভয়ে উক্ত পানির নালা থেকে পানি নিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে বললেন, হে যুবাইর! তুমি প্রথমে পানি নাও, তারপর তোমার প্রতিবেশীকে পানি নিতে দাও। আনসারী রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে রাসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই, তাই এরূপ করলেন? এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি যুবাইরকে বললেন, তুমি তোমার ক্ষেতে পানি নেওয়ার পর তা বন্ধ করে দাও যতক্ষন না দেওয়াল পর্যন্ত পানি পৌঁছায়। এবার রাসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি যুবাইর ও আনসারী উভয়ের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আনসারী রাসূলুল্লাহ (স)কে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবাইরকে আইনানুগভাবে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন। উরওয়া (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার মনে হয়, কুরআনের (নিম্ন বর্ণিত) আয়াতটি এই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।"না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে (রাসূল) চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়।" সূরা আন-নিসা ঃ ৬৫ (বুখারী)

১৭. সতীত্ব রক্ষা

কুরআন

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (৫) যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, (৬) নিজেদের স্ত্রীদের এবং দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া। এ ক্ষেত্রে (হেফাজত না করা হলে) তারা ভর্ৎসনাযোগ্য নয়। (৭) অবশ্য যারা এসব ছাড়া অন্য কিছু চাইবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী হবে। (সূরা আল-মু'মিনুন)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

(২৯) যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে (৩০) নিজেদের স্ত্রী কিংবা স্বীয় মালিকানাধীন মহিলা ছাড়া; এদের (স্ত্রী ও মালিকানাধীন মহিলা) থেকে সংরক্ষিত না রাখায় তাদের প্রতি কোনো তিরস্কার বা ভর্ৎসনা নেই। (৩১) তবে এর বাইরে যারা অন্য কাউকেও চাইবে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী লোক। (সূরা আল-মা'আরিজ)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ... ۝

আর যারা বিয়ের সুযোগ পাবে না, তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন। ... (সূরা আন-নূরঃ ৩৩)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهٗ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهٗ لَهٗ وِجَاءٌ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে লোক স্ত্রী গ্রহণে সামর্থ্যবান, তার অবশ্যই বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে নীচ ও নিয়ন্ত্রিত করতে ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে অধিক সক্ষম। আর যে লোক তাতে সামর্থ্যবান নয়, তার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা তার জন্য যৌন উত্তেজনা নিবারণকারী।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ (وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ كُرَيْبٍ) حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ بْنُ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اذْهَبِىْ فَابْغِيْنَا شَيْئًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ (لَهُنَّ) غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

হযরত আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল তার দাসীকে বলত, যাও এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে পয়সা উপার্জন করে নিয়ে এসো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "তোমাদের দাসীদেরকে সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করবে না। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের ওপর জবরদস্তির পর, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (মুসলিম)

১৮. আদান প্রদান

কুরআন

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ

شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ، وَ
اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ، فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ
اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ، وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ، وَ لَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ، ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ، وَ اَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ، وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ
لَا شَهِيْدٌ ، وَ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ، وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ، وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَ اِنْ
كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ، فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَ
لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ، وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ، وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

(২৮০) তোমাদের কাছ থেকে ঋণ-গ্রহণকারী (ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও আর যদি সদকা করে দাও, তবে তা তোমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে— যদি তোমরা বুঝতে পারো। (২৮২) হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন করো, তবে তা লিখে নেও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে সুবিচারসহ দস্তাবেয লিখে দেবে। আল্লাহ্ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লেখার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়, বরং সে লেখবে। আর লেখাবে— লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে- সে ব্যক্তি যার ওপর এ ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা)। স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্কে তার ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কোনো প্রকার কম-বেশি করা না হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লিখিয়ে দেবে। অতঃপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে এর সাক্ষী বানিয়ে নাও; দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে— যেন একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে, তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক কি বড়, মেয়াদ নির্দিষ্ট করে এর দস্তাবেয লিখিয়ে লওয়াকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহ্র কাছে এ পন্থা তোমাদের জন্য অধিকতর সুবিচারমূলক। এর দরুন সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমাণ করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যেসব ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেন তোমরা পরস্পর হাতে হাতে (নগদ) করে থাকো, তা লিখে না নিলে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রেখে নেবে, লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেওয়া না হয়। এরূপ করলে গুনাহ করা হবে। আল্লাহ্র গযব থেকে আত্মরক্ষা করো, তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনি সব কিছু জানেন। (২৮৩) তোমরা যদি প্রবাসী অবস্থায় থাকো এবং দস্তাবেয লেখার জন্য কোনো লেখক পাওয়া না যায়, তবে 'রেহেন' হস্তান্তরিত করে কাজ সম্পন্ন করো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো ওপর নির্ভর করে তার সাথে কোনো কাজ করে,

তবে যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে, তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে চলা। আর সাক্ষ্য কখনো গোপন করবে না; যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার মন পাপের কালিমাযুক্ত। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নন। (সূরা আল-বাকারা)

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

এই সদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকিনদের জন্য আর তাদের জন্য— যারা সদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে এটা গলদেশের মুক্তিদানে, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে, আল্লাহ্র পথে ও পথিক-মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয; আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৬০)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتْبِعْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ধনীর পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অত্যাচার বিশেষ। যখন তোমাদের কাউকেও (তাঁর জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয়, সে যেন তা মেনে নেয়। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, এক (ইহুদী) ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর কাছে (পাওনার জন্য) তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে তাঁরা (সাহাবীরা ক্ষুব্ধ হয়ে) লোকটিকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ করীম (স) বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার আছে। তারপর তিনি বললেন, তার (উটের) সমবয়সী একটি (উট) তাকে দিয়ে দাও। তারা (সাহাবীরা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার উটের সমবয়সী উট পাওয়া যাচ্ছে না, বরং তার চাইতে শ্রেষ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওটাই দিয়ে দাও। কারণ যে ঋণ পরিশোধ করার বেলায় উত্তম, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (বুখারী)

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে এই বলে দো'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে গোনাহ্ ও ঋণ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি।" একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ঋণ থেকে এত বেশি পানাহ্ চান কেন? তিনি জবাব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ : اِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ : فَلَقِىَ اللّٰهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা। নাবী করীম (স) বলেন ঃ (আগের যমানায়) একজন লোক ছিল। সে মানুষকে কর্জ দিত এবং আপন চারককে বলে দিত ঃ যখন তুমি (কর্জ আদায় তাগাদার জন্য) কোনো বিপদগ্রস্তের কাছে যাবে, তাকে কর্জ ক্ষমা করে দিও। সম্ভব (এর ফলে) আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অতঃপর (লোকটির মৃত্যুর পর) আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পেল। তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী)

عَنْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَدَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ -

হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচতে চায় সে যেন দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়, অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عُمْرٍ (رض) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ একমাত্র দেনা ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেবেন। (মুসলিম)

১৯. চারিত্রিক পরিত্রতা

কুরআন

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۝

আর যেসব স্ত্রীলোক যৌবন কাল অতিবাহিত করেছে, বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষী নয়, তারা যদি নিজে দের চাদর খুলে রাখে তবে তাদের কোনো দোষ হবে না; তবে শর্ত এই যে, তারা রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী হবে না। তৎসত্ত্বেও তারা যদি লজ্জাশীলতাকে রক্ষা করে, তবে তা তাদের জন্যই কল্যাণময় হবে। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শোনেন। (সূরা আন-নূর)

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا۝ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا۝

(৭২) (আর রহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না আর কোনো অর্থহীন বিষয়ের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হলে তারা ভদ্রলোকের মতোই অতিক্রম করে। (৭৫) এরাই হচ্ছে সেই লোক যারা নিজেদের সবর-এর ফল উন্নত মনযিল রূপে পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদেরকে সেখানে সম্বর্ধনা জানানো হবে। (সূরা আল-ফুরকান)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (৩) যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে। (সূরা আল-মু'মিনুন)

হাদীস

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَفَعَهٗ، قَالَ : لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ، فَلِذَا لِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ، فَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهٗ - (بخارى)

হযরত আমর ইবনে মুররা আবু ওয়ায়েল থেকে এবং আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী আমর ইবনে মুররা) বলেছেন ঃ আমি (আবু ওয়ায়েলকে) জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি একথাও বললেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) নাবী সল্লাল্লাহু (স) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব রকমের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মতো এত বেশি প্রিয় আর কিছুই নেই। তাই তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَضًا قَالَتْ اَلرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ أَنْ يُّفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِىْ فِىْ حِلٍّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ ذٰلِكَ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। "যদি কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা অমনোযোগিতার আশঙ্কা করে। তাহলে তারা পরস্পর এ বিষয়ে একটি চুক্তি বা বোঝাপড়া করে নিলে কোনো দোষ নেই" —এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা বলেছেন ঃ লোকটির স্ত্রী আছে কিন্তু সে তার প্রতি বড় একটা ভালোবাসা বা সাহচর্যের আকর্ষণ অনুভব করে না; বরং তাকে তালাক দিতে চায়। তখন উক্ত মহিলা তাকে বলে আমি আমার কিছু হক পরিত্যাগ করছি। তখন ঐ বিষয়ে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। (বুখারী)

২০. আমানত আদায়

কুরআন

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ... ۝

...তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো ওপর নির্ভর করে তার সাথে কোনো কাজ করে, তবে যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে, তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে চলা। ..... (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৩)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

মুসলমানগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত এর যোগ্য লোকদের কাছে সোপর্দ করে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোনো বিষয়ে) ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফের সাথে করো। আল্লাহ তোমাদেরকে অতি উত্তম নসিহত করেছেন আর আল্লাহ সব কিছু জানেন ও দেখেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা-চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ৮)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ۝

(৩২) যারা নিজেদের আমানতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালন করে; (৩৫) এ লোকেরা মহান ও মর্যাদাসহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা আল-মা'আরিজ)

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

(৭৫) আহলে কিতাবদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমন আছে যে, তোমরা যদি তাদের প্রতি আস্থা রেখে ধন-সম্পদের একটি বিরাট স্তুপও তাদের কাছে আমানত রেখে দাও, তবে তারা তোমাদের ধন-দৌলত তোমাদের কাছে ফিরিয় দেবে। আর কারো অবস্থা এরূপ যে, তোমরা একটি মুদ্রার ব্যাপারেও যদি তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে তা তোমাদেরকে কখনো ফিরিয়ে দেবে না। অবশ্য তখন দিতে পারে, যদি তোমরা একেবারে তাদের মাথার ওপর চড়ে বসো। তাদের এরূপ নৈতিক অবস্থার মূল কারণ এই যে, তারা বলে যে, উম্মী (ইহুদী ছাড়া অন্যান্য) লোকদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই; বস্তুত তারা এই কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বানিয়ে আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। অথচ তারা ভালো করেই জানে যে, আল্লাহ এমন কোনো কথাই বলেননি। (৭৬) তবে তাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন? যে ব্যক্তিই নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং পাপাচার নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে, সে-ই আল্লাহর প্রিয় হবে। কেননা পরহেজগার লোকই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে।

(সূরা আল-ইমরান)

হাদীস

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ووَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصًى فَدَحْرَجَهُ عَلٰى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ لَا يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا حَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَجْلَدَهُ مَا اَظْرَفَهُ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِىْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِيْنُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا اَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِاُبَايِعَ مِنْكُمْ اِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا -

হযরত আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র) হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে দুটি কথা বলেছিলেন, সে দুটির একটি তো আমি স্বচোখেই দেখেছি আর অপরটির জন্য অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয়, তারপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। অনন্তর তারা কুরআন শিখেছে এবং সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করেছে। তারপর তিনি আমাদেরকে আমানত উঠিয়ে নেওয়ার বর্ণনা দিলেন। বললেন ঃ মানুষ ঘুমাবে আর তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি নুক্তার মতো। এরপর আবার সে ঘুমায় তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে খোস্কার মতো যেন একটি অঙ্গার, তা তুমি তোমার পায়ে রগড়ে দিলে। তখন তাতে ফোস্কা পড়ে যায় এবং তুমি তা ফোলা দেখতে পাও অথচ তাতে (পুঁজ-পানি ব্যতীত) কিছু নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকটি কাঁকর নিয়ে তাঁর পায়ে ঘষলেন এবং বললেন ঃ যখন এমন অবস্থা হয়ে যাবে, তখন মানুষ বিকিকিনি করবে কিন্তু কেউ আমানত শোধ করবে না (আমানতদার ব্যক্তি এত কমে যাবে যে) এমনকি বলা হবে যে, অমুক বংশের একজন লোক আমানতদার আছেন। এমন অবস্থা হবে যে, কাউকে বলা হবে বড়ই বাহাদুর, বড়ই হুঁশিয়ার, বড়ই বুদ্ধিমান, অথচ তার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান নেই। হুযায়ফা (রা) বলেন, এমন এক যুগও গেছে যখন যে কারো সাথে লেনদেন করতে দ্বিধা করতাম না। কারণ সে যদি মুসলমান হতো তবে তার দ্বীনদারীই আমার হক পরিশোধ করতে বাধ্য করত। আর যদি সে খ্রিস্টান বা ইহুদী হতো তবে তার প্রশাসক তা শোধ করতে তাকে বাধ্য করত। কিন্তু বর্তমানে আমি অমুক অমুক ব্যতীত কারোর সাথে লেনদেন করার নই।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ فِىْ طُعْمَةٍ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব কোনো কোনো জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। (১) আমানতের হেফাযত, (২) সত্য ভাষণ, (৩) উত্তম চরিত্র ও (৪) পবিত্র রিযিক। (আহমদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ -

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাত করে তুমি তার আমানত আত্মসাত করো না। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

২১. প্রফুল্লতা ও উদারতা

কুরআন

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۝

আল্লাহ্ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধের বোঝা হালকা করতে চান; কেননা, মানুষকে অনেক দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৮)

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝

আর হে মুহাম্মদ! আমার (মু'মিন) বান্দাহদেরকে বলো যে, তারা যেন মুখ থেকে সেসব কথাই বের করে, যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৩)

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

(১৩০) আর যখন কাউকেও পাকড়াও করো তখন অত্যাচারী হয়েই পাকড়াও করো। (১৩১) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। (সূরা আশ্-শু'আরা)

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

(৪৮) আর কাফের ও মোনাফেকদের সামনে আদৌ দমে যেও না, তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো; আল্লাহ্ই যথেষ্ট— সমস্ত ব্যাপার তাঁরই ওপর সোপর্দ করার যোগ্য। (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৪৮)

২২. সত্যনিষ্ঠা ও অবিচলতা

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৭০)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ : اَلَا يُعْجِبُكَ اَبَا فُلَانٍ جَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى جَانِبِ حُجْرَتِى يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُسْمِعُنِى ذٰلِكَ وَكُنْتُ اُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ اَنْ اَقْضِىَ سُبْحَتِى، وَلَوْ اَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) (থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোনো গণনাকারী গুণতে ইচ্ছা করলে তার কথাগুলোকে শব্দে শব্দে গণনা করতে পারতেন। আয়েশা (রা) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, অমুক লোকটির (আবু হুরায়রার) ব্যাপারটা তোমাকে কি অবাক করবেন না? লোকটি আসল। তারপর আমার কক্ষের কাছে বসে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগল। আমি তখন নফল নামেয মশগুল ছিলাম। আমার নামাযে শেষ হতে না হতেই লোকটি (আবার) ওঠে চলে গেল। যদি (নামায শেষে) তাকে আমি পেতাম তবে আমি তাকে জানিয়ে দিতাম যে, নবী করীম (স) তোমাদের ন্যায় দ্রুত ও অনর্গল কথা বলতেন না। তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। (বুখারী)

عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ -

মালিকও (ওপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, না হয় চুপ থাকে। (বুখারী)

عَنْ بِشْرٍ مِثْلَهُ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ ! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ -

হযরত বিশর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) হেলান দিয়ে ছিলেন। অতঃপর বসে পড়লেন এবং বললেন, শোনো, মিথ্যা কথা থেকে বাঁচো। একথা তিনি বার বার বলতে থাকেন। এমনকি আমরা বললাম, 'হায়! তিনি যদি থামতেন!' (বুখারী)

২৩. শত্রুরে সাথে আচরণ

কুরআন

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝

আর হে নবী! ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সমান নয়। তোমরা অন্যায় ও মন্দ কাজকে দূর করো সেই ভালো কাজ দ্বারা যা অতীব উত্তম। তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ্)

হাদীস

عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَّهُ، قَالَ، كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ اَوْفَى فَقَرَأْتُهُ، فَاِذَا فِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوْا اللهَ الْعَافِيَةَ -

হযরত ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহর (কেরানী) এবং আযাদকৃত গোলাম আবু নযর সালিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর (ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহর) কাছে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা (রা) একখানা পত্র লিখলেন এবং আমি তা পাঠ করলাম। তাতে লেখা ছিল, নবী করীম (স) বলেছেন, তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষের ইচ্ছা পোষণ করো না। বরং তোমরা আল্লাহ্র কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। (বুখারী)

وَعَنْ عَائِشَةَ اَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيَ عَلَى الدِّفْقِ مَالَا يُعْطِيَ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ নিজে কোমল ও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালোবাসেন। তিনি কোমলতার দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন যা কঠোরতার দ্বারা দেন না। তথা কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না। (মুসলিম)

২৪. ন্যায় বিচার করা

কুরআন

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ... ﴿٢٩﴾

হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো ইনসাফ ও সত্যতার হুকুম দিয়েছেন। .... (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ২৯)

لَا يَنْهٰىكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি। সে লোকদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে তো আল্লাহ্ পছন্দ করেন।

(সূরা আল-মুনতাহানা)

হাদীস

وَعَنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ، اَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ -

হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)কে আমি বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের অধিকারী হবে তিন শ্রেণীর লোক। (১) ন্যায়বিচারক শাসক, যাকে তওফিক দান করা হয়েছে (দান-খয়রাত করার ও জনগণের কল্যাণ সাধন করার)। (২) দয়ার্দ্র হৃদয় ও রহম দিল ব্যক্তি যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল ও নরম এবং (৩) যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পুতঃপবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রে অধিকারী ও সন্তান বিশিষ্ট তথা সংসারী। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَ اٰخَرُ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দুটি (বিষয়) ছাড়া হিংসা (ঈর্শা) করতে নেই। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার জন্যে তৌফিক দিয়েছেন। (এক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ করা যায় যে, আমিও যেন তার থেকে বেশি ধন-সম্পদের মালিক হই এবং তা বেশি বেশি সৎ পথে ব্যয় করি।) আর অপর ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে হিকমত (প্রজ্ঞা-বুদ্ধি) দান করেছেন। অতঃপর সে তার সাহায্যে বিচার ফয়সালা করেও তা শিক্ষা দেয়। (এক্ষেত্রেও ঈর্ষা পোষণ করা যায় যে, আল্লাহ্ যেন আমাকে তার থেকে আরো বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা দান করেন এবং সে অনুযায়ী সঠিক বিচার ফয়সালা এবং জ্ঞান বিতরণ করতে পারি। (বুখারী)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَا بِرَ مِنْ نُوْرٍ، اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্র কাছে তারা নূরের মেম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা যাদের বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয় সেসব দায়িত্ব ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার করে। (মুসলিম)

২৫. শত্রুর বিরুদ্ধে মজবুত অবস্থান

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন

করো, সত্যের খেদমতের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-ইমরান ঃ ২০০)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ الْعَفِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আওফা থেকে বর্ণিত, যে দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ (স) দুমশনদের মোকাবেলা করেছিলেন, তার কোনো একদিন তিনি অপেক্ষা করেন। এমনকি সূর্য মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে ঝুলে পড়ল। তখন তিনি মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন ঃ হে লোকেরা! শত্রুদের সাথে সাক্ষাতের (যুদ্ধের) কামান করো না এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও। আর যখন দুশমনের সম্মুখীন হয়ে যাও, তখন ধৈর্যের সাথে অটল-অবিচল হয়ে থাকো (অর্থাৎ যুদ্ধে মোকাবেলা করো।) জেনে রাখো, জান্নাত তরবারীর ছায়ার তলে। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের ওপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী, মিশকাত)

عَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَالَمَّا يُرِيْدُ غَزْوَةً يَغْذُ وهَا لِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِ هَا حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاُسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ عَشِيْرٍ فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَاَ هَبُوْا اَهْبَةَ عَدُوِّ هِمْ وَاَخْبَرَ هُمْ وَجْهِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ -

কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের সংকল্প করে বের হয়ে বাহ্যত অন্য জায়গায় যাত্রার সংকল্প দেখাতেন। এভাবে তাবুক যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ (স) প্রচণ্ড গরমের সময়ে এ যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধের যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ ও মরুময় এবং শত্রু ছিল সংখ্যায় অনেক। সুতরাং তিনি মুসলমানদের সামনে বাস্তব পরিস্থিতি স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন, যাতে তারা শত্রুর মোকাবেলায় উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এলাকায় যুদ্ধযাত্রা করছেন তাও তিনি অবহিত করলেন।

২৬. হৃদয়ের সুস্থতা ও সততা

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

(৭০) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং ঠিক কথা বলো। (৭১) আল্লাহ্ তোমাদের আমলকে সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে বড় সাফল্য অর্জন করে। (সূরা আল-আহযাব)

২৭. ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

কুরআন

.. بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ... ۝

.... তোমরা সকলে মূলত একই গোত্রের লোক। ... (সূরা নিসা ঃ ২৫)

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করো এবং দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ো না। আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহকে স্মরণে রেখো, যা তিনি তোমাদের প্রতি (প্রদর্শন) করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের মন পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সামনে উজ্জ্বল করে ধরেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়তো এই নিদর্শনগুলো থেকে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

(১০) মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো, খুবই আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। (১৩) হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল-হুজরাত)

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا... ۝

এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি আমরা এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কোনো খুনের পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকেও হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকেও জীবন দান করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল ....। (সূরা মায়েদাহ ঃ ৩২)

... وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا ... ۝

... লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে। .... (সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৩)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَمَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যার জবান এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে সে-ই মুসলমান। আর মহাজীর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ -

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ এক মু'মিনের সঙ্গে আরেক মু'মিনের সম্পর্ক মজবুত প্রাচীরের মতো যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত। একথা বলে উদাহরণ হিসেবে তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ بَرَاءَ بْنِ عَذِبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مُسْلِمِيْنَ يَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحَانِ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلُ اَنْ يَّتَفَرَّقَا -

হযরত বারাহ ইবনে আজিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয় এবং পরস্পরের মুছাফাহা করে, তারা পৃথক হবার পূর্বে তাদের যাবতীয় দোষত্রুটি মাফ করে দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

عَنْ مُحَمَّدِبْنِ زِيَادٍ قَالَ اَدْرَكْتُ السَّلْفَ اَنَّهُمْ لَيَكُوْنُوْنَ فِىْ الْمَنْزِلِ الْوَّاحِدِ بِاَهَالِيْهِمْ فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلٰى بَعْضِهِمُ الضَّيْفَ وَقِدْرُ اَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ فَيَاْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهِ فَيَفْقَدُ الْقِدْرَ صَاحِبُ هَافَيَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ الْقِدْرِ فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الضَّيْفِ نَحْنُ اَخَذْنَاهَا لِضَيْفِنَا فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الْقِدْرِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْخُبْزُ مِثْلُ ذَالِكَ اِذَا خَبَزُوْا -

মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালফে সালেহীনদের দেখেছি তাঁরা একই (বাড়িতে) কয়েক পরিবার বসবাস করতেন। এমন অনেকবার ঘটেছে যে, তাদের কারো যদি মেহমান আসত আর সে সময় যদি অন্য কারো চুলায় হাঁড়ি থাকত তা হলে তিনি সে হাঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে আসতেন। (পরে যখন) হাঁড়ির মালিক খোঁজাখুঁজি করতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ

আমার মেহমানের জন্যে আমি হাঁড়ি নিয়েছি। তখন হাঁড়ির মালিক বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হাঁড়িতে তোমাকে বরকত দিন। বর্ণনাকারী (মুহাম্মদ) বললেন ঃ রুটি তৈরির সময়ও এমন ঘটনা ঘটত। (আদাবুল মুফরাদ)

(এমনটি করা সে সময়ই সম্ভব যখন পারস্পরিক সম্পর্ক হবে অত্যন্ত আন্তরিক, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য)।

২৮. অনুগ্রহ প্রদর্শন

কুরআন

... وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ...

... পারস্পরিক কাজকর্মে সহৃদয়তা দেখাতে কখনো ভুল করো না।... (সূরা বাকারা ঃ ২৩৭)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে শুধু ততটুকুই করবে, যতটুকু তোমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো, তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ১২৬)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

এরা এমন লোক, যাদেরকে দু'বার এর প্রতিফল দেওয়া হবে সে দৃঢ় নীতির প্রতিদান স্বরূপ, যা তারা দেখিয়েছে। তারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করে আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা আল-কাসাস ঃ ৫৪)

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

.....জিজ্ঞেস করছে ঃ আমরা আল্লাহ্র পথে কি খরচ করবো ? বলো, যা কিছু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এভাবে বিধানসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৯)

হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আচ্ছা বলতোঃ যদি তোমাদের দরজায় একটা নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোছল করে, তাহলে কি তার আর ময়লা বাকি থাকতে পারে? তারা জবাব দিলেন, না ময়লা কিছু বাকি থাকে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এরূপই উদাহরণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ (নামাযির) অপরাধসমূহ মুছে দেন। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عُبَدَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلٰوةٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَلٰى مَنْ اَحْسَنَ وَضُوْ عَهُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْ عَهُنَّ وَخُشُوْعَ هُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ يَغْفِرَلَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ -

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে সময়মতো নামায আদায় করবে এবং রুকু, সেজদায় খেয়াল রেখে মনোনিবেশের সাথে নামায আদায় করবে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে তা করবে না তার অপরাধ মাফ করে দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্র কোনো দায়িত্ব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি মাফ করতে পারেন, নাও করতে পারেন। (আবু দাউদ)

২৯. মেহমানদারী

কুরআন

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ... ۞

(২১৫) লোকেরা জিজ্ঞেস করে ঃ আমরা কি খরচ করব ? উত্তরে বলো ঃ যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য (অবশ্যই) খরচ করবে– আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। (১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। ....

(সূরা আল- বাকারা)

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۞

(৬০) এই সদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকিনদের জন্য আর তাদের জন্য— যারা সদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে এটা গলদেশের

মুক্তিদানে, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে, আল্লাহ্‌র পথে ও পথিক-মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয; আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক। (৬) আর মোশরেকদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের কাছে আসতে চায় (আল্লাহ্‌র কালাম শুনবার উদ্দেশ্যে) তবে তাকে আশ্রয় দান করো, যেন সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পারে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছিয়ে দাও। এটা এ জন্য করা উচিত যে, এই লোকেরা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না। (সূরা আত-তাওবা)

হাদীস

عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِىْ وَلَمْ يُضِفْنِىْ ثُمَّ مَرَّبِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَقْرِيْهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اِقْرِهِ - (ترمذى)

হযরত আবুল আহ্‌ওয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর পিতা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কোনো ব্যক্তির বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু সে আমার মেহমানদারীর হক আদায় করেনি। কিছুদিন পর সে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে। আমি কি তার মেহমানদারীর হক আদায় করব, নাকি তার (উপেক্ষার) প্রতিশোধ নেব। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন ঃ বরঞ্চ তুমি তার মেহমানদারীর হক আদায় করো। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ (رض) قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَارِدَائَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِىَ قَالُوْا هِىَ اُمُّهُ الَّتِىْ اَرْضَعَتْهُ -

হযরত আবু তোফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে জায়ারানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈক এক মহিলা এসে তাঁর সামনে হাজির হলো তখন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে মহিলা সেই চাদরের ওপর বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উনি কে? লোকেরা বলল, উনি হলেন তাঁর দুধ মা যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। (আবু দাউদ)

৩০. খুশু-খুজু (ভয় বিনয় ও নম্রতা)

কুরআন

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝

(৬৩) হে মুহাম্মদ! এদের কাছে জিজ্ঞেস করোঃ মরু প্রান্তর ও নদী-সমুদ্রের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করে কে ? কার সমীপে (বিপদের সময়) কাতর কণ্ঠে ও চুপেচুপে প্রার্থনা করো ? কাকে বলো যে, তিনি তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করলে তোমরা অবশ্যই শোকর-গোযার বান্দাহ হবে ? (৬৪) বলো, আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে তা থেকে ও সকল

প্রকারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করেন; তাহলে অপরকে তোমরা তাঁর শরীক মনে করছ কেন ?
(সূরা আল-আন'আম)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ
دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿۲۰۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿۲۰۶﴾

(৫৫) তোমরা আল্লাহ্‌কেই ডাকো, কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে ও চুপেচুপে। নিশ্চিতই তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (২০৫) হে নবী! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করতে থাকো, হৃদয়ে বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ ধ্বনিতেও। তুমি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা চরম গাফিলতীর মধ্যে পড়ে আছে। (২০৬) নিঃসন্দেহে যারা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিকট সান্নিধ্যের মর্যাদার অধিকারী, তারা কক্ষনো নিজেদের বড়ত্বের অহমিকতায় পড়ে তাঁর ইবাদত থেকে বিরত থাকে না। তারা বরং তাঁর তসবীহ্ করে এবং তাঁর সামনে অবনত হয়ে থাকে। (সূরা আল-আরাফ)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَخْبَتُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۳﴾

তবে যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে ও তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের একান্ত হয়ে রয়েছে, তারা নিশ্চিতই জান্নাতী লোক— জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে।
(সূরা হূদ ঃ ২৩)

وَ زَكَرِيَّاۤ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَ وَهَبْنَا لَهٗ
يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَ كَانُوْا لَنَا
خٰشِعِيْنَ ﴿۹۰﴾

(৮৯) আর যাকারিয়ার কথা (স্মরণ করো)— যখন সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল ঃ "হে আমার পরোয়ারদেগার! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না, সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" (৯০) অতঃপর আমরা তার দো'আ কবুল করলাম আর তাকে দিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার স্ত্রীকে এর জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম। এ লোকেরা পুণ্যের কাজে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। আমাকে তারা আগ্রহ ও ভয় সহকারে ডাকত এবং আমাদের সম্মুখে ছিল বিনয়বনত।
(সূরা আল-আম্বিয়া)

... وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿۳۴﴾ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَ الْمُقِيْمِي
الصَّلٰوةِ ۙ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَّ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ
فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۴﴾

৩৪) .... আর (হে নবী!) সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে; (৩৫) যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র নামের উল্লেখ শুনতেই তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে, যে বিপদই

তাদের ওপর আপতিত হয়, সে জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে। (৫৪) আর জ্ঞানবান লোকেরা যেন জানতে পারে যে, এ তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর সম্মুখে তাদের মন অবনমিত হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। (সূরা আল-হাজ্জ)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (২) যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। (সূরা আল-মু'মিনুন)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠

(হে নবী!) মু'মিন পুরুষদেরকে বলো ঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে (সংযত রাখে) বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা কিছু তারা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আন-নূর ঃ ৩০)

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۭ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝٨٣

পরকালের ঘর তো আমরা সে সব লোকের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেবো, যারা দুনিয়ার বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও ইচ্ছুক নয় আর শুভ পরিণাম ও চূড়ান্ত কল্যাণ রয়েছে কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (সূরা আল-কাসাস ঃ ৮৩)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝١٨ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝١٩

(১৮) আর লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না— না জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে। আল্লাহ্ কোনো আত্মগর্বী ও দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না। (১৯) আর নিজের চাল চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং নিজের আওয়াজকে (কণ্ঠস্বর) কিছুটা নীচু রাখো। সব আওয়াযের মধ্যে গর্দভের আওয়াযই হচ্ছে সব চেয়ে কর্কশ।" (সূরা লুকমান)

হাদীস

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَىٰ اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِيْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ -

হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আমার কাছে অহী পাঠিয়েছেন। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ করো। যাতে কেউ কারো ওপর ফখর ও গৌরব না করে এবং একজন আরেকজনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُذَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ، اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ،كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَّ حَدَّثَ أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتِ الْاَمَةُ مِنْ إِمَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَاخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ -

হযরত হাসি ইবনে ওয়াহাব খুযায়ী থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের পরিচয় বলে দেবো? তারা কোমল স্বভাবের লোক, মানুষের কাছেও কোমল বলে পরিগণিত। যদি তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহ্‌র কসম খায়, আল্লাহ্ তা অবশ্যই পূরণ করে দেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় বলে দেবো? তারা কঠোর স্বভাবের লোক, দাম্ভিক, অহংকারী। অপর এক সনদে আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন মদীনাবাসীদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসী ছিল সে তার গরজে নবী (স)-এর হাত ধরে যেখানে চাইত, নিয়ে যেত। (অর্থাৎ তার উদ্দিষ্ট স্থানে হাত ধরে নিয়ে যেত। আর নবী (স)ও তার সাথে সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। এমনই কোমল স্বভাব ছিল তাঁর। অথচ তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন।) (বুখারী)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلِىٍّ يَاعَلِيُّ لَا تَتَّبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ -

হযরত বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ হে আলী! কোনো অপরিচিতা নারীর ওপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে এবং দ্বিতীয়বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার নয় (বরং তা শয়তানের)। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

৩১. ইনসাফ

কুরআন

... وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ...

.... আর যখন কথা বলো, ইনসাফের কথা বলো; ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন।.... (সূরা আল- আন'আম)

... اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

.... আল্লাহ্ তো ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা হুজরাত ঃ ৯)

হাদীস

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَ اَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا - (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে আল্লাহ্‌র কাছে তারা নূরের মিম্বরে আসন

গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয় সেসব বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার করে। (মুসলিম)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ لَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَّكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيْ عَلٰى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ -

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি তো একজন মানুষ! তোমরা বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আমার কাছে আসো। আর সম্ভাবত তোমাদের কেউ কেউ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্যের চাইতে পটু। সুতরাং আমি যা (ঘটনা উপস্থাপনের সময়) শুনি সেই অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির (ভুলবশতঃ) বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে কেবলমাত্র এক টুকরা অগ্নি কেটে প্রদান করি। (অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞানত যে ফয়সালা দেই সেই ফয়সালা যদি ভুল হয়ে যায়। তবে সে যেন আখেরাতের জাহান্নামের শাস্তির কথা চিন্তা করে গ্রহণ না করে, বরং যার হক তাকে দিয়ে দেয়)। (বুখারী)

৩২. ক্ষমা ও মার্যনা

কুরআন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

(হে নবী!) এটা আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র-স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এরা তোমার চতুর্দিক থেকে দূরে সরে যেতো। অতএব এদের অপরাধ মাফ করে দাও, এদের মাগফেরাতের জন্য দো'আ করো এবং দ্বীন-ইসলামের কাজ-কর্মে এদের সাথে পরামর্শ করো। অবশ্য কোনো বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। বস্তুত আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, যারা তার ওপর ভরসা করে কাজ করে। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৫৯)

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۝ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۝ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۝ فَاُولٰۗىِٕكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

(২৭) হাঁ, আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চান, কিন্তু যারা নিজেদের নফসের লালসার অনুসরণ করে, তারা চায় যে, তোমরা সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে

সরে যাও। (২৮) আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধের বোঝা হালকা করতে চান; কেননা, মানুষকে অনেক দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে। (৯৮) তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার কোনো পথ—কোনো উপায় ছিল না, (৯৯) সম্ভবত আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন; বস্তুত আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও রেহাই দানকারী। (সূরা আন-নিসা)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝

(হে নবী) নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করো। 'মারূফ' কাজের উপদেশ দান করতে থাকো এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৯৯)

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ، اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

এই ত্রুটি থেকে কেবল সে লোকেরাই মুক্ত, যারা ধৈর্য অবলম্বনকারী এবং নেক আমলকারী। আর তারাই এমন যে, ক্ষমা ও বড় পুরস্কার তাদেরই জন্য রয়েছে। (সূরা হূদ ঃ ১১)

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ، اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

(হে নবী!) বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছ, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আয-যুমার ঃ ৫৩)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ، اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ، هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ، فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ، هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

যারা বড় বড় গুনাহ, আর সুস্পষ্ট অশ্লীল ও জঘন্য কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকে— তবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের দ্বারা ঘটে যায়। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ক্ষমাশীলতা যে অনেক ব্যাপক ও বিশাল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি তোমাদেরকে সে সময় থেকে খুব ভালভাবেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃ গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে। অতএব তোমরা তোমাদের আত্ম-পবিত্রতার দাবি করো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে, তা তিনিই ভালো জানেন। (সূরা আন-নাজম ঃ ৩২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ، وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান।

(সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৪)

হাদীস

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَنْ يُّدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِفَضْلٍ وَّ رَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، أَمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَّ اِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَّسْتَعْتِبَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো ব্যক্তির নেক আমল কখনও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। লোকজন বলল, হে আল্লাহ্‌র নাবী! আপনাকেও না? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, না, আমিও না, যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ফজল ও রহমত আমাকে ঘিরে না ফেলে। এজন্যে তোমরা মধ্যমপন্থা— সিরাতুল মুস্তাকিম— অবলম্বন করো এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের প্রয়াস চালিয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কখনও মৃত্যু কামনা করো না। (কেননা), সে ভালো লোক হলে, (বাঁচলে) সে বেশি বেশি নেক করার সুযোগ পাবে এবং পাপী হলে সে তওবা করার সুযোগ লাভ করবে। (বুখারী)

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِىَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু (স) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, তুমি যখন কোনো অভাবী লোকের কাছে ঋণ আদায় করতে যাবে তাকে ক্ষমা করে দেবে; সম্ভবত আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। অতএব, মৃত্যুর পর সে যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হলো আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৩. ন্যায় বিচার করার আদেশ

কুরআন

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۞ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۞

(৫৮) মুসলমানগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত এর যোগ্য লোকদের কাছে সোপর্দ করে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোনো বিষয়ে) ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফের সাথে করো। আল্লাহ তোমাদেরকে অতি উত্তম নসিহত করেছেন আর আল্লাহ সব কিছু জানেন ও দেখেন। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো রাসূলের এবং সে সব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের

দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম। (সূরা আন-নিসা)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ .... اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ج وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ط فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ج وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ط وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

(৮) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সত্য নীতির ওপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, (এর ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো; কেননা খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল আছেন। (৪১)...এরা সে লোক, যাদের হৃদয়-মনকে আল্লাহ তা'আলা পাক করতে চাননি। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি । (৪২) এরা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম মাল ভক্ষণকারী; কাজেই এরা যদি তোমার কাছে (নিজেদের মুকদ্দমা নিয়ে) আসে, তবে তোমার এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তাদের বিচার করো, অন্যথায় অস্বীকার করো। অস্বীকার করলে এরা তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আর বিচার-ফয়সালা করলে ঠিক ইনসাফ মোতাবেকই করবে; কেননা আল্লাহ ইনসাফপরায়ণ লোকদেরকে পছন্দ করেন।

(সূরা আল-মায়েদাহ)

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ... ۝

(হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো ইনসাফ ও সত্যতার হুকুম দিয়েছেন। ... (সূরা আল-আরাফ ঃ ২৯)

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ط وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝

(অবশেষে) রাসূল বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! ইনসাফ ও সত্যতা সহকারে ফয়সালা করে দাও। আর হে লোকেরা! তোমরা যেসব কথাবার্তা বলো এর মোকাবেলায় আমাদের মেহেরবান সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই আমাদের জন্য সাহয্যের একান্ত নির্ভর।"

(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১১২)

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِىْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

বলো; "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানের

অধিকারী, তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সে জিনিসের ফয়সালা করবে, যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতভেদ করছে। (সূরা আয-যুমার : ৪৬)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ...

আল্লাহ্ কোনো প্রাণীর ওপরই এর শক্তি-সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পুণ্য অর্জন করেছে, এর প্রতিফল তারই জন্য। ....

(সূরা আল-বাকারা : ২৮৬)

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ...

কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। কোনো বোঝা বহনকারী যদি নিজের বোঝা বহনের জন্য ডাকে, তবে তার বোঝার এক সামান্য অংশও বহন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না— সে নিকটবর্তী কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন। ... (সূরা ফাতির : ১৮)

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

(৯) (এ ব্যক্তির নীতিভঙ্গি ও আচরণ ভালো, না সে ব্যক্তির) যে আদেশানুগামী, রাত্রিবেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের আশা পোষণ করে ? এদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যারা জানে ও যারা জানে না, তারা কি পরস্পর কখনো সমান হতে পারে? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে। (সূরা আয-যুমার : ৯)

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

উভয় গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তাদের আমল অনুযায়ী নিরূপিত হবে, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেন। তাদের ওপর কক্ষনোই জুলুম করা হবে না।

(সূরা আল-আহকাফ : ১৯)

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۙ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى

(৩৯) আরো এই যে মানুষের জন্য কিছুই নেই, শুধু তা ছাড়া যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। (৪০) এবং এই যে, তার চেষ্টা-সাধনা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে। (সূরা আন-নাজম)

... لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا ...

.... আল্লাহ্ যাকে যতটা দিয়েছেন, এর বেশি ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেন না।... (সূরা আত-তালাক : ৭)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبُوْ بَكْرَةَ اِلٰى اِبْنِهٖ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ اَنْ لَّاتَقْضِى بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَ اَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ -

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবু বাকরাহ তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন তখন তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করছিলেন; তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মাঝে বিচার ফয়সালা করবে না। কেননা আমি নবী (স)কে বলতে শুনেছি ঃ কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচার-ফয়সালা না করে। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَاٰخَرُ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

হযরত আবদুলালাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দুটি (বিষয়) ছাড়া হিংসা (ঈর্ষা) করতে নেই। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার জন্যে তৌফিক দিয়েছেন। (এক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ করা যায় যে, আমিও যেন তার থেকে বেশি ধন-সম্পদের মালিক হই এবং তা বেশি বেশি সৎ পথে ব্যয় করি)। আর অপর ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে হিকমত (প্রজ্ঞা-বুদ্ধি) দান করেছেন। অতঃপর সে তার সাহায্যে বিচার ফয়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়। (এক্ষেত্রেও ঈর্ষা পোষণ করা যায় যে, আল্লাহ্ যেন আমাকে তার থেকে আরো বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা দান করেন এবং সে অনুযায়ী সঠিক বিচার ফয়সালা এবং জ্ঞান বিতরণ করতে পারি।) (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْ مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّهٗ اُهْلِكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدُهَا -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশগণ একদা মাখজুমী বংশের একটি স্ত্রীলোকের অবস্থার জন্য অত্যন্ত ভাবিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এই স্ত্রীলোকটি চুরি করেছিল। তারা পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ করল এ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে নবী করীম (স)-এর কাছে কে কথা বলবে? তারাই একে অপরকে বলল, রাসূলের প্রিয় পাত্র উসামা ইবনে যায়িদ ভিন্ন আর কে কথা বলার সাহস করতে পারে? উসামা তাঁর কাছে উক্ত বিষয়ে কথা বললেন। শুনে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ আল্লাহ্র অনুশাসন কার্যকর করার ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছ? পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গেছে যখন তাদের অভিজাত বংশের কোনো লোক চুরি (কিংবা অনুরূপ কোনো অপরাধ) করত, তখন তারা তাকে রেহাই দিত, কিন্তু যখন কোনো দুর্বল বা নিচু বংশের লোক যদি চুরি কিংবা কোনো অপরাধ করত তখন তার ওপর জগদ্দল শাসনভার চাপিয়ে দিত। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সব সময় নিরপেক্ষ ইনসাফ করো। আল্লাহ্র নামে শপথ, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে জেনে রেখো কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুসারে আমি তাঁরও হাত কেটে দেবো, তাতে সন্দেহ নেই। (বুখারী, মুসলিম)

৩৪. ঠিক মতো পরিমাপ করা

কুরআন

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ... ۝

.... আর মাপে এবং ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ করো। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই চাপাই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। আর যখন কথা বলো, ইনসাফের কথা বলো; ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন। .... (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫২)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

পাত্র দ্বারা মাপ দিলে পুরোপুরি ভর্তি করে দেবে। আর ওজন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দ্বারা ওজন করে মাপবে; এটি খুবই ভালো নীতি আর পরিণামের দৃষ্টিতেও এটি অতীব উত্তম।
(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৫)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

(৭) আকাশ মণ্ডলকে তিনি সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন এবং মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (৮) এর ঐকান্তিক দাবি এই যে, তোমরা মানদণ্ডে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (৯) সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন করো এবং পাল্লার দাঁড়ি বাঁকা করো না। (সূরা আর-রাহমান)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

(১) ধ্বংস, হীন ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়)। (২) তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের কাছে থেকে গ্রহণের সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে; (৩) কিন্তু তাদেরকে ওজন বা পরিমাপ করে দেওয়ার সময় তাদের ক্ষতিসাধন করে। (৪) এ লোকেরা কি চিন্তা করে না যে, (৫) তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে একটা মহাদিবসে ? (সূরা আল-মুতাফফিফীন)

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝ لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(২৩) ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা আল্লাহ্র কাছে কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় নযরানা পূর্ণ করেছে আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় আছে; তারা নিজেদের আচরণে কোনো পরিবর্তন সূচিত করেনি। (২৪) (এসব কিছু

হয়েছে এ কারণে) যেন আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেন, আর মোনাফেকদেরকে ইচ্ছা হলে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে তাদের তওবা কবুল করে নেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। (সূরা আল-আহযাব)

أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞

সাধারণত এটাই কি হয়নি যে, তারা যখন কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দান করেছে, তখন তাদের একটি না একটি উপদল নিশ্চিতরূপেই তা উপেক্ষা করেছে ? বরং সত্য কথা এই যে, তাদের মধ্যকার অনেক লোক আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমানই আনে নাই।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ১০০)

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

(১) কালের শপথ, (২) মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত; (৩) সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে। (সূরা আল-আসর)

হাদীস

وَعَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْهُ بَعِيْرًا فَوَزَنَ لَهٗ فَأَرْجَحَ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি উট খরিদ করেন এবং তিনি এর মূল্য ওজন করে পরিশোধ করেন এবং বেশি পরিমাণে দেন।

(বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ أَبِيْ صَفْوَانَ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ (رض) قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّ مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ وَعِنْدِيْ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَ أَرْجِحْ -

হযরত আবু সাফওয়ান সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাখরামা আল-আবদী (বিক্রির জন্য) হাজারা থেকে কাপড় নিয়ে এলাম। এমতাবস্থায় (কাপড় ক্রয়ের জন্য) রাসূলে আকরাম (স) আমাদের কাছে এলেন এবং একটি সালোয়ারের দাম জিজ্ঞেস করলেন। আমার কাছে ওজন করার জন্য একটি লোক ছিল। সে মজুরির বিনিময়ে দ্রব্য সামগ্রী ওজন করত। রাসূলে আকরাম (স) লোকটিকে বললেন ঃ ওজন করো এবং বেশি দাও।

(আবু দাউদ)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ : فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) মদীনা আগমন করেন। অতঃপর নবী (স) বললেন ঃ আগাম মূল্য প্রদান করতে হলে নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন এবং নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করতে হবে। (বুখারী)

৩৫. বিনয় ও নম্রতা

কুরআন

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

(হে নবী!) মু'মিন পুরুষদেরকে বলো ঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে (সংযত রাখে) বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা কিছু তারা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আল-নূর ঃ ৩০)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

রহমানের (আসল) বান্দাহ্ তারা যারা জমিনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় যে, তোমাদের প্রতি সালাম।

(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৩)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

আর লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না— না জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে। আল্লাহ্ কোনো আত্মগর্বী ও দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।

(সূরা লুকমান ঃ ১৮)

হাদীস

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِيْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ -

ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ্ আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছেন। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ করো। যাতে কেউ কারো ওপর ফখর ও গৌরব না করে এবং একজন আরেকজনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ -

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহ্রই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহ্র তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

৩৬. আনুগত্য

কুরআন

وَ لَا تُطِيعُوٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ ۝

(১৫১) আর সে লাগামহীন লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো না, (১৫২) যারা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনোরূপ সংস্কার-সংশোধন করে না। (সূরা আশ্-শূরা)

হাদীস

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَّهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمُكْرِهِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَا تُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهٗ اِلَّا اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَ كُمْ مِنَ للّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانَ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلُ بِالْحَقِّ اِنَّمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِىْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ -

হযরত আবু অলিদ ওবাদা ইবনে ছামেত (রা) বলেন ঃ আমরা নিম্নের কাজগুলোর জন্যে রাসূলের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম— (১) নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে— তা দুঃসময়ে হোক আর সুসময়েই হোক। খুশির মুহূর্তে হোক আর অখুশির মুহূর্তে হোক। (২) নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ-সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (৩) ছাহেবে আমরের (আমীর বা নেতার) সাথে বিতর্কে জড়াবে না। তবে হ্যাঁ যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকে তবে ভিন্ন কথা (তাহলে বিতর্ক করা যাবে)। (৪) যেখানে যে অবস্থাই থাকো না কেন সত্য (হক) কথা বলতে হবে। আল্লাহ্র পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয় করা চলবে না। (বুখারী-মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ -

হযরত নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে আমাকের অমান্য করল সে যেন আল্লাহ্কেই অমান্য করল। (বুখারী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِى الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ -

হযরত নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমীরের বা নেতার আনুগত্য করল সে যেন আমারই আনুগত্য করল আর যে আমীরকে অমান্য করল সে যেন আমাকেই অমান্য করল।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আনুগত্য কেবলমাত্র মারুফ (উত্তম) কাজে প্রযোজ্য।

عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَّةِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِىْ الْمَعْرُوْفِ -

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পাপেরে কাজে কোনো আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু নেক (উত্তম) কাজের ব্যাপারে। (বুখারী-মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَلِقِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ গোনাহের কাজে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নেতার আদেশ শোনা এবং আনুগত্য করা প্রত্যেকের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। অতঃপর যখন গোনাহর কাজে আদেশ দেওয়া হবে তখন তা শোনাও যাবে না এবং আনুগত্যও করা যাবে না।

৩৭. শান্তি ও নিরাপত্তা

কুরআন

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(৯) আর একথাও অনস্বীকার্য যে, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ এই কিতাবে পেশ করা যাবতীয় সত্য গ্রহণ করেছে) এবং নেক আমল করতে মশগুল রয়েছে, তাদেরকে তাদের খোদা তাদের ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন— নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবহমান হবে। (১০) সেখানে তাদের ধ্বনি হবে এই ঃ "পবিত্র তুমি হে আল্লাহ।" তাদের দো'আ হবে "শান্তি বর্ষিত হোক।" আর তাদের সকল কথার সমাপ্তি হবে এই কথা ঃ সমস্ত তারীফ-প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট। (সূরা ইউনুস)

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

এবং তাদেরকে বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিতে থাকুক। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, এর বদৌলতে তোমরা এর অধিকারী হয়েছ।" —সুতরাং কতইনা উত্তম পরকালের এই ঘর! (সূরা আর-রা'দ ঃ ২৪)

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ...۝

সেখানে তারা কোনো বেহুদা কথা শুনবে না। যা কিছুই শুনবে, ঠিকমতোই শুনবে।....

(সূরা মারয়াম ঃ ৬২)

لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۚ

এর সামান্যতম খস্‌খসানি শব্দও তারা শুনতে পাবে না। তারা চিরদিন নিজেদের মনমতো দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যেই ডুবে থাকবে। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১০২)

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۞

যে কথা-বার্তাই হবে, তা ঠিক ঠিক ও যথাযথ হবে। (সূরা আল-ওয়াকিয়া ঃ ২৬)

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

তাদের জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর রয়েছে; তিনিই তাদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের অবলম্বিত সঠিক-নির্ভুল কর্ম-পদ্ধতির কারণে।

(সূরা আল-আন'আম ঃ ১২৭)

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

(আর হে নবী!) শত্রু যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তবে তুমিও এর জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

(সূরা আল-আনফাল ঃ ৬১)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۞

রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা যারা জমিনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় যে, তোমাদের প্রতি সালাম।

(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৩)

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَّاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۞

যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে, সালাম দ্বারাই তাদের অভ্যর্থনা করা হবে এবং আল্লাহ্ তাদের জন্য বড়ই সম্মানজনক প্রতিদান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৪)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۞

আর যেসব লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী থেকে বিরত ছিল, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহকে পূর্ব থেকেই উন্মুক্ত দেখতে পাবে। তখন এর ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে ঃ "সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি, তোমরা খুব ভালোভাবেই ছিলে। প্রবেশ করো এর মধ্যে চিরকালের জন্য।" (সূরা আয-যুমার ঃ ৭৩)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا، وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبَاسُوْا اَبَدًا- وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন জান্নাতী লোক জান্নাতে পৌঁছে যাবে তখন এক ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) ঘোষণা করবেন— হে জান্নাতবাসীরা এখন আর তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়বে না, সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকবে, কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না, সর্বদা জীবিত থাকবে, তোমরা সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে, কখনও তোমাদের বৃদ্ধাবস্থা আসবে না, তোমরা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, কখনও অস্বচ্ছলতা ও অনাহারের মধ্যে পড়বে না। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আপন কিতাবে বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীকে বলা হবে, "যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল তা হলো এই। তোমাদের কৃতকর্মের ফলে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করে দেওয়া হয়েছে।" (তারগীব ও তারহীব, মুসলিম, তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لَا تَرْضٰى يَارَبَّنَا وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ وَاَيُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ : اَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلَا اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهٗ اَبَدًا -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ জান্নাতবাসীদের বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসী! তারা বলবে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমরা উপস্থিত আছি, সকল প্রকার মঙ্গল আপনার হাতে। কি নির্দেশ বলুন! আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরা কি আমাদের পুরস্কার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা জবাব দেবে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আপনি আমাদের এমন সব নেওয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেন? তখন আল্লাহ্ তাদের জিজ্ঞেস করবেন ঃ আমি কি এর চাইতে তোমাদেরকে উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করব না? তারা বলবে ঃ এর চাইতে অধিক উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি চিরকাল তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকব, তোমাদের ওপর আর অসন্তুষ্ট হবো না।

(তারগীব ও তারহীব, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ اِذَا سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُ

اللّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّ الرَّحِيْمِ، قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبُ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ -

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা তাদের নেওয়ামতরাজি উপভোগে নিমগ্ন থাকবে। হঠাৎ ওপর থেকে তাদের প্রতি নূর বিকীর্ণ হবে। মাথা উঠিয়ে তারা দেখতে পাবে ওপর দিক থেকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আগমন করেছেন। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ আস্সালামু আলাইকুম হে জান্নাতবাসীরা! নবী করীম (স) বলেন ঃ এটাই হচ্ছে কুরআনের নিম্নবাণীর তাৎপর্য ঃ "দয়াময় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সালাম দেওয়া হবে।" রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ্ তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং তারাও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। যতক্ষণ তারা আল্লাহ্র দিকে তাকিয়ে থাকবে ততক্ষণ কোনো নেওয়ামতের দিকে তাদের দৃষ্টি থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ্ ও তাদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের ওপর এবং তাদের ঘরদোরে আল্লাহ্র নূর ও বরকত স্থায়ী হয়ে তাকবে। (ইবনে মাযাহ, মুসলিম, তিরমিযী)

৩৮. মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

কুরআন

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۚ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ۝

একটু মিষ্টি কথা এবং কোনো অপ্রিয় ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখানো সে দান অপেক্ষা ভালো যার পেছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুণে ভূষিত। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৩)

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(১৩৩) সে পথে তীব্র গতিতে চলো, যা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গেছে এবং যা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (১৩৪) যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে— দুরাবস্থায়ই হোক আর সচ্ছল অবস্থায়ই হোক, যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়; এসব নেককার লোককেই আল্লাহ খুব ভালোবাসেন। (সূরা আলে-ইমরান)

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۝

কিন্তু তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে কেবল ভালো কাজই করে যাও, কিংবা অন্তত খারাপ কাজ পরিত্যাগ করো, তাহলে আল্লাহ্র গুণ-বৈশিষ্ট্যও এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অথচ শাস্তি দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতারই তিনি অধিকারী। (সূরা আন-নিসা)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝

আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে শুধু ততটুকুই করবে, যতটুকু তোমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো, তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ১২৬)

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন ও আল্লাহ্‌র পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে তো ক্ষমা করা ও মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন ? আর আল্লাহ্‌র পরিচয় এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।

(সূরা আন-নূর ঃ ২২)

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

(৩৬) তোমাদেরকে যা কিছুই দেওয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা যেমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তেমনি চিরস্থায়ীও আর তা সেই লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওপর নির্ভরতা রাখে, (৩৭) যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। আর ক্রোধের সঞ্চার হলে ক্ষমা করে দেয়; (৪০) অন্যায়ের প্রতিদান সমপ্রকৃতিরই অন্যায়। অতপর যে কেউ মাফ করে দেবে ও সংশোধন করে নেবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র যিম্মায়। আল্লাহ্ জালিম লোকদেরকে পছন্দ করেন না। (৪৩) অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তার সে কাজ নিঃসন্দেহে বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আশ-শূরা)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। (সূরা আত্-তাগাবুন)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ الْاَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِىْ وَلَمْ يُضِفْنِىْ ثُمَّ مَرَّبِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَقْرِيهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اِقْرِهِ - (ترمذى)

হযরত আবুল আহওয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে। তিনি (তাঁর পিতা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কোনো ব্যক্তির বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু সে আমার মেহমানদারীর হক আদায় করেনি। কিছুদিন পর সে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে। আমি কী তার মেহমানদারীর হক আদায় করব, নাকি তার (উপেক্ষার) প্রতিশোধ নেব। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেনঃ বরঞ্চ তুমি তার মেহমানদারীর হক আদায় করো। (তিরমিযী)

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যেন (এখন) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া (আ)দের কোনো একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে (অর্থাৎ ঐ নবীকে) তাঁর কওম আঘাত করেছিল (নাউযুবিল্লাহ), আঘাত করে তাঁকে আহত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন। আর দো'আ করছিলেন এভাবে ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও। কারণ এরা তো বোঝে না। (বুখারী, মুসলিম)

৩৯. ধৈর্য ধারণ

কুরআন

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۣ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّاۤئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۭ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۭ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

(৪৫) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য গ্রহণ করো, নামায নিঃসন্দেহে একটি শক্ত কাজ; কিন্তু সে অনুগত বান্দাদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়; (১৫৩) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও নামাযের সাহায্যে প্রার্থনা করো, আল্লাহ্ ধৈর্যশীল লোকদের সঙ্গে রয়েছেন। (১৫৫) আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনাহার, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করব। এ সব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও, (১৫৬) এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে— আমরা আল্লাহ্রই জন্য, আল্লাহ্র কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৫৭) তাদের প্রতি তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে; আল্লাহ্র রহমত তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথের যাত্রী। (১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে আর দারিদ্র্য, সঙ্কীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী, এরাই মুত্তাকী। (সূরা আল-বাকারা)

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۞ اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ۞ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

(১৫) বলো, আমি কি তোমাদের বলব যে, এসবের চেয়ে অধিক ভালো জিনিস কোনটি? যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, তাদের জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে জান্নাতে বাগিচা রয়েছে, যার পাদদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্র স্ত্রীগণ তাদের সঙ্গী হবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাহদের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। (১৬) এসব লোক তারাই, যারা বলে : "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের গুনাহখাতা মাফ করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" (১৭) এরা ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, বিনয়াবনত, দানশীল এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (২০০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন করো, সত্যের খেদমতের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (সূরা আলে-ইমরান)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ۞ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۞ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۞

(১২৬) আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তাহলে শুধু ততটুকুই করবে, যতটুকু তোমাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো, তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। (১২৭) (হে মুহাম্মদ!) ধৈর্য সহকারে কাজ করতে থাকো— আর তোমাদের এই ধৈর্যও আল্লারহ্ই দেওয়া তওফীকের ফল— এই লোকদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত হয়ো না এবং তাদের অবলম্বিত অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের দরুন হৃদয় ভারাক্রান্তও করো না। (১২৮) আল্লাহ তো তাদের সঙ্গে রয়েছেন, যারা তাকওয়া সহকারে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে আমল করে। (সূরা আন-নাহ্‌ল)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ ... ۝

(অতএব হে মুহাম্মদ!) এরা যাকিছু বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করে থাকো।...

(সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩০)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ ... ۝

(অতএব হে নবী!) যেসব কথা-বার্তা এই লোকেরা রচনা করে, সে জন্য ধৈর্য ধারণ করো। ...

(সূরা ক্বাফ ঃ ৩৯)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝

আর লোকেরা যেসব কথা-বার্তা রচনা করে বেড়াচ্ছে সেজন্য তুমি ধৈর্য ধারণ করো আর সৌজন্য ও ভদ্রতার সাথে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। (সূরা আল-মুয্‌যামিল ঃ ১০)

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

আর এই নেয়ামতই (আমরা) ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফ্‌লকে দিয়েছি। এরা ধৈর্যশীল লোক ছিল। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৫)

... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ ... ۝

(৩৪).... (আর হে নবী!) সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে; (৩৫) যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র নামের উল্লেখ শুনতেই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, যে বিপদই তাদের ওপর আপতিত হয়, সে জন্য সবর করে। .... (সূরা আল-হাজ্জ)

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا ... ۝ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ۖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ۝

(৫৪) এরা এমন লোক, যাদেরকে দু'বার এর প্রতিফল দেওয়া হবে সে দৃঢ় নীতির প্রতিদান স্বরূপ, যা তারা দেখিয়েছে। ... (৭৯) একদিন সে খুব জাঁকজমক সহকারে তার জাতির সামনে বের হলো। যারা দুনিয়ার জীবনের জন্য লালায়িত ছিল, তারা তাকে দেখে বলতে লাগল ঃ "হায়, কারূণকে যা দেওয়া হয়েছে, আমরাও যদি তা পেতাম! লোকটি তো বড়ই ভাগ্যবান।"

(৮০) কিন্তু যারা প্রকৃত ইলমের অধিকারী ছিল, তারা বললঃ "তোমাদের অবস্থার জন্য দুঃখ হয়! আল্লাহ্‌র সওয়াব তার জন্য উত্তম যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আর এ সম্পদ ধৈর্যশীল লোক ছাড়া আর কেউই পেতে পারেনা।" (সূরা আলকাসাস)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

(৫৮) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে তাদেরকে আমরা জান্নাতের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে থাকতে দেবো, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরদিনই থাকবে। কতই না উত্তম প্রতিদান আমলকারী লোকদের জন্য (৫৯) —সে লোকদের জন্য, যারা সবর করেছে আর যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।

(সূরা আল-আনকাবুত)

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ۚ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

হে পুত্র! নামায কায়েম করো, 'নেক কাজের আদেশ দাও, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করো আর যে বিপদই আসুক না কেন, সে জন্য ধৈর্য ধারণ করো। এই কথাগুলো এমন, যে বিষয়ে খুবই তাগিদ করা হয়েছে। (সূরা লুকমান ঃ ১৭)

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ .... ۝

(অতএব হে নবী), ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য।... (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৫৫)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۝

অতএব, তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আদেশ-নির্দেশ পালনে ধৈর্য ধারণ করো। আর এদের মধ্য থেকে কোনো দুষ্কৃতিকারী কিংবা সত্য অমান্যকারীর কথা মেনো না।

(সূরা আদ-দাহর ঃ ২৪)

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

সেই সঙ্গে শামিল হও সেই লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের ও (সৃষ্টিকুলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয়। (সূরা আদ-বালাদ ঃ ১৭)

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

(১) কালের শপথ, (২) মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত; (৩) সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে। (সূরা আল-আসর)

হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّ لَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاهُ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোনো মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোনো শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ্ এর প্রতিদানে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিধে তাও তার গোনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ- (ترمذى

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মূল্যবান। (এ শর্তে যে মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ থেকে যেন পালিয়ে না যায়।) আর আল্লাহ্, যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধের্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহ্র ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لِّىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত প্রদান করুন যেন এ সম্পর্কে আর কাউকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন না হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "আমানতুবিল্লাহ্" (অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনলাম)ঃ বলো এবং তার ওপর সুদৃঢ় মজবুত থাকো। (মুসলিম)

৪০. গরীব ও মিসকিন প্রসঙ্গ

কুরআন

... وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ ... ۝ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

(৫৫)...এ সব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও, (১৫৬) এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে— আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য, আল্লাহ্‌র নিকটই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীনের জন্য ব্যয় করবে।... (২৭৩) বিশেষভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হচ্ছে সেসব গরীব লোক, যারা আল্লাহ্‌র কাজে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবিকা উপার্জনের জন্য পৃথিবীতে কোনো চেষ্টা-যত্ন করতে পারে না। তাদের আত্ম-সম্মানবোধ ও মুখাপেক্ষীহীনতা দেখে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল অবস্থার লোক বলে ধারণা করে। তুমি তাদের চেহারা দেখেই তাদের ভিতরকার অবস্থা বুঝতে পারো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদের ধরাধরি করে ভিক্ষা করার মতো লোক নয়; তাদের সাহায্যার্থে যা কিছু ধন-মাল তোমরা খরচ করবে তা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দৃষ্টি হতে গোপন থাকবে না। (সূরা আল-বাকারা)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ۝

(পাঁচ) তুমি যদি তাদেরকে (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকগণকে) পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও এই কারণে যে, তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের যে রহমত পাওয়ার আকাংখী তা এখনও তালাশই করছো, তবে তাদেরকে বিনয়সূচক জবাব দাও। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৮)

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۝ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۝ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝ وَهُوَ يَخْشٰى ۝ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝

(১) সে [রাসূল (স)] বেজারমুখ হলো ও মুখ ঘুরিয়ে নিলো (২) এ জন্য যে, এক অন্ধ ব্যক্তি তার কাছে এসেছে। (৩) তুমি কি জানো, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো (৪) কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে এবং উপদেশ প্রদান তার জন্য কল্যাণকর হতো ? (৫) যে লোক বেপরোয়া ভাব দেখায় (৬) তার প্রতি তো তুমি মনোযোগ দিচ্ছ, (৭) অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাহলে তোমার ওপর এর দায়িত্ব কি ? (৮) আর যে লোক তোমার কাছে দৌড়ে আসে, (৯) সে কিন্তু ভয়ও করে, (১০) অথচ তুমি তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছ। (১১) কক্ষনো নয়। এটি তো একটি উপদেশ। (১২) যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। (সূরা আবাসা)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ الْاُكْلَةَ وَالْاُكْلَتَانِ وَالَكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لَيْسَ لَهٗ غِنًى وَ يَسْتَحْيِى اَوْلَا يَسْاَلُ النَّاسَ اِلْحَافًا –

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ এ ব্যক্তি প্রকৃত মিসকিন নয় যে, দুই-এক গ্রাস (খাদ্য) পেয়ে ফিরে যায়, (অথবা দুই-এক গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ফেরায়) বরং প্রকৃত মিসকিন সেই ব্যক্তি যার সচ্ছলতা নেই অথচ চাইতেও লজ্জাবোধ করে কিংবা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট কিছু চায় না। (বুখারী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِيْ الْجَنَّةِ هٰكَذَا، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى -

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেন, আমি এবং ইয়াতিমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এইরূপ (নিকটবর্তী) থাকব। নবী (স) শাহাদাত ও মাধ্যম আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে (দু'জনের) দূরত্বটা দেখালেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّاعِيُ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ : كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَا الصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ -

হযরত আবু হুরায়য়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেন, বিধবা ও গরীব-মিসকিনদের সাহায্য চেষ্টা-সাধনাকারী, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। এ হাদীস বর্ণনাকারী ক্বা'নাবীর বর্ণনা আমার সন্দেহ যে, সম্ভবতঃ এরশাদ হয়েছে যে, ঐ এবাদাতকারী অনুরূপ, যে ক্লান্ত হয় না এবং সেই রোযা পালনকারী (রোযাদারের) মতো যে রোযা ভাঙ্গে না (অবিরত করতে থাকে)। (বুখারী)

৪১. দৃঢ়তা

কুরআন

... وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

.... আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪৯)

... إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

.... নিশ্চিতই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৪৬)

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۚ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(হে নবী!) বলো ঃ হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করো। যে সব লোক এ দুনিয়ায় নেক আচরণ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্র এই জমিন তো বিশাল ও প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো তাদের প্রতিফল বে-হিসেব দেওয়া হবে। (সূরা আয-যুমার ঃ ১০)

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

(৩৪) আর (হে নবী!) ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সমান নয়। তোমরা অন্যায় ও মন্দ কাজকে দূর করো সেই ভালো কাজ দ্বারা যা অতীব উত্তম। তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। (৩৫) এ গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এ মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়ই ভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ্)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে তত মূল্যবান। আর আল্লাহ্ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ-মসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহ্‌র ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْ لِّىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ (স)! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত প্রদান করুন যেন এ সম্পর্কে আর কাউকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন না হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ বলো "আমানতুবিল্লাহ" অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনলাম' এবং তার ওপর সুদৃঢ় থাকো। (মুসলিম)

৪২. সঠিকতা

কুরআন

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ... ۝

তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে।.... (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৭)

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

(৭৫) আহলে কিতাবদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমন আছে যে, তোমরা যদি তাদের প্রতি আস্থা রেখে ধন-সম্পদের একটি বিরাট স্তূপও তাদের কাছে আমানত রেখে দাও, তবে তারা তোমাদের ধন-দৌলত তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে। আর কারো অবস্থা এরূপ যে, তোমরা একটি মুদ্রার ব্যাপারেও যদি তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে তা তোমাদেরকে কখনো ফিরিয়ে দেবে না। অবশ্য তখন দিতে পারে, যদি তোমরা একেবারে তাদের মাথার ওপর চড়ে বসো। তাদের এরূপ নৈতিক অবস্থার মূল কারণ এই যে, তারা বলে যে, উম্মী (ইহুদী ছাড়া অন্যান্য) লোকদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই; বস্তুত তারা এই কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বানিয়ে আল্লাহর প্রতি আরোপ করছে। অথচ তারা ভালো করেই জানে যে, আল্লাহ এমন কোনো কথাই বলেননি। (৭৬) তবে তাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন? যে ব্যক্তিই নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে এবং পাপাচার নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে, সে-ই আল্লাহর প্রিয় হবে। কেননা পরহেজগার লোকই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে। (সূরা আলে-ইমরান)

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ... ۝

...আর মাপে এবং ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ করো। .... - (সূরা আন'আম ঃ ১৫২)

... وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ... ۝

... লোকদেরকে তাদের পন্যদ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্থ করে দিও না। ... (সূরা আরাফ ঃ ৮৫)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا أَمٰنٰتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! জেনে শুনে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিয়ো না।

(সূরা আল-আনফাল ঃ ২৭)

وَيٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .... ۝

(৮৫) আর হে আমার জাতির ভাইয়েরা! ঠিক ঠিক ইনসাফ সহকারে পূর্ণ ওজন ও পরিমাপ করো। আর লোকদের জিনিসে কোনোরূপ ঘাটতির সৃষ্টি করো না এবং জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িওনা। (৮৬) আল্লাহ্‌র দেওয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরা হুদ ঃ ৮৫-৮৬)
...

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

(৩৪) ....ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। নিঃসন্দেহে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। (৩৫) পাত্র দ্বারা মাপ দিলে পুরোপুরি ভর্তি করে দেবে। আর ওজন করে দিলে ত্রুটিহীন পাল্লা দ্বারা ওজন করে মাপবে; এটি খুবই ভালো নীতি আর পরিণামের দৃষ্টিতেও এটি অতীব উত্তম। (সূরা বনী ইসরাঈল)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

(১৮১) তোমরা ওজনের পাত্র পুরোপুরি ভরে দিও, কাউকেও মাপে কম দিও না। (১৮২) সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করো, (১৮৩) লোকদেরকে তাদের মাল কম দিও না। তোমরা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না। (সূরা আশ-শু'আর)

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

অতএব (হে ঈমানদার লোকেরা!) আত্মীয়কে তার হক পৌঁছিয়ে দাও আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটি উত্তম পন্থা সে লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ চায় আর তারাই কল্যাণ ও সাফল্য লাভে সক্ষম হবে। (সূরা আর-রূম ঃ ৩৮)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

(৭) আকাশ মণ্ডলকে তিনি সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন এবং মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (৮) এর ঐকান্তিক দাবি এই যে, তোমরা মানদণ্ডে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (৯) সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন করো এবং পাল্লার দাঁড়ি বাঁকা করো না। (সূরা আর-রহমান)

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

(১) ধ্বংস, হীন ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়)। (২-৩) তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের কাছ থেকে গ্রহণের সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে; কিন্তু তাদেরকে ওজন বা পরিমাপ করে দেওয়ার সময় তাদের ক্ষতিসাধন করে। (সূরা আল-মুতাফফিফীন)

হাদীস

عَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

হযরত যুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (স)কে বলতে শুনেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ لنَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللّٰهُ مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتَهُ، وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আত্মীয়তা আল্লাহ্ রহমানুর রহীমের সাথে জোড়া লাগা ঢালস্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যে তোমার সাথে মিলিত হয়, আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ি। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা সাবধান হও। তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আর তার দায়িত্ব সম্পর্কে (কেয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হবে, আর পুরুষ ও তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল। (কেয়ামতের দিন) তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীও তার স্বামীর পরিবারের ও সন্তানের ওপর দায়িত্বশীল। (কেয়ামতের দিন) তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এমনকি কোনো ব্যক্তির গোলাম বা দাসও তাঁর প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল (কেয়ামতের দিন) তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। অতএব, সাবধান তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর তোমাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে (কেয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী)

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتُ مَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَلَ مَامِنْ وَّالٍ يَّلِىْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে খেয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী)

৪৩. পরিচ্ছন্নতা

কুরআন

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

অতপর তারা নিজেদের ময়লা-কালিমা দূর করবে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করবে ও এ প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করবে। (সূরা আল-হাজ্জ)

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

(১) হে কম্বল জড়িয়ে শয়নকারী! (২) ওঠো এবং সাবধান করো (৩) আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্বের ঘোষণা করো। (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির)

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ... ۝

(২৭) বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে প্রকৃতই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা পুরোপুরিভাবে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণ মাত্রার শান্তি ও নিরাপত্তাসহকারে প্রবেশ করবে, (তখন) নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করাবে ও চুল কাটাবে আর তোমরা কোনো ভয়ের সম্মুখীন হবে না .....। (সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ২৭)

হাদীস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এনং নাভীর নিচের লোম চেঁছে ফেলার জন্যে আমাদেরকে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, যেন আমরা তা করতে চল্লিশ দিনের অধিক দেরী না করি। (মুসলিম)

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُوْنَ : إِنِّيْ أَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتّٰى يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ أَجَلْ : إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَّسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، نَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ : لَا يَسْتَنْجِيْ أَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ -

হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মোশরেকরা আমাদেরকে বলল, আমরা দেখছি তোমাদের সাথী রাসূলুল্লাহ (স) তোমাদেরকে অনেক কিছুই শিক্ষা দেন। এমনকি তিনি তোমাদেরকে মলমূত্র কিভাবে ত্যাগ করতে হবে তাও শিক্ষা দেন। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই। তিনি আমাদেরকে ডান হাতে শৌচ কাজ করতে, পায়খানা পেশাবের সময় কেবলার দিকে মুখ করে বসতে, গোবর এবং হাড় কুলুব হিসেবে ব্যবহার করতে এবং তিনটির কম ঢিলা দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং পরে সেই পানিতে গোসল না করে। (মুসলিম)

عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ الَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ - (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন ওমর ইবনুল খাত্তাব নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললেন যে, তিনি রাতের বেলা (স্ত্রী সঙ্গমজনিত কারণে) নাপাক হয়ে যান। (এ অবস্থায় তিনি কি করবেন?) রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন, তুমি ওজু করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে তারপর ঘুমাবে! (মুসলিম)

৪৪. পবিত্রতা

কুরআন

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ

(১) নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমানদার লোকেরা, (২) যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। (৩) যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে। (সূরা মু'মিনুন)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ اَرْوٰى بَشْرَتَهُ اَفَضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا -

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হুজুর (স) যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূর করণার্থে) গোসল করতেন, প্রথমে তিনি দুই হাত ধুইতেন এবং নামাযের অজুর ন্যায় অজু করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোসল করতেন। দুই হাতের দ্বারা চুলগুলো খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথার ওপর তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূল (স) একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ (رض) قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْغَسْلِ اِذَا اَحْتَمَلَتْ قَالَ لَهُمْ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ يَتَحْتَلِمَ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا -

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, একদা উম্মে সুলাইম আনসারী (রা) বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল (স) আল্লাহ্ কখনও হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। (অতএব আমি লজ্জা ফেলে জিজ্ঞেস করছি) স্ত্রীলোকের স্বপ্ন দোষ হলে কি গোসল ফরয হবে? হুজুর (স) বললেন হ্যাঁ, যখন সে (ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা শরীরে) বীর্য দেখবে। একথা শুনে হযরত উম্মে সালমা লজ্জায় মুখ আবৃত করে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্ন দোষ হয়? হুজুর বললেন, হ্যাঁ, তুমি কেমন কথা বলছ। তা না হলে সন্তান কি করে মায়ের মতো হয়? (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفَرَ رَأْسِى اَفَانْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْهِ اَنْ تَحْثِىْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ -

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, আমি হুজুরকে (স) প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্য আমি তা খুলে ফেলব? হুজুর বললেন না, তুমি তোমার মাথার ওপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ -

হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম— দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই যেন সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেয়। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا بِهِنَّ الْخَطَايَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আচ্ছা বলতঃ যদি তোমাদের কারোর দরজায় একটা নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার আর ময়লা বাকি থাকতে পারে? তারা জবাব দিলেন, না ময়লার কিছু বাকি থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এরূপই উদাহরণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ (নামাযীর) অপরাধসমূহ মুছে দেন। (বুখারী, মুসলিম)

৪৫. শোকর (কৃতজ্ঞতা)

কুরআন

... وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۝

...অবশ্য যারা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবে, তাদেরকে তিনি এর প্রতিফল দান করবেন। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৪৪)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْاَجْرِ مَالِلصَّائِمِ الصَّابِرِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারীর জন্যে ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায় পুরস্কার রয়েছে। অর্থাৎ একজন ধৈর্যশীল রোযাদার যে পরিমাণ পুরস্কার পাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের পর মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে সেও ঐ পরিমাণ পুরস্কার পাবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيَقُوْلُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيَقُوْلُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ -

হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যখন কোনো বান্দাহর পুত্রের মৃত্যু হয়, তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ তোমার আমার বান্দাহর পুত্রের জান কবয করে নিলে? ফেরেশতারা জবাব দেন ঃ হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা তার কলিজার টুকরাকে কেড়ে নিলে? ফেরেশতারা জবাব দেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলেন ঃ এতে আমার বান্দাহ কি বলল? ফেরেশতারা জবাব দেন ঃ আপনার (শুকরিয়া আদায় করে) প্রশংসা করল এবং 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ল। একথা শুনে আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দাহর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং তার নাম দাও 'বায়তুল হামদ' (প্রশংসার ঘর)। (তিরমিযী)

وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِيَا كُلُ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁর সেই বান্দাহর প্রতি রাজি-খুশি থাকেন যে খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র (শুকরিয়া স্বরূপ) প্রশংসা গায় এবং পানীয় পান করার সময়ও তাঁর প্রশংসা গায়। (মুসলিম)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِيَّاكَ وَالشُّكْرُ فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيْئَةِ وَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করবে। কেননা, আমাদের জীবন, আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজন সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার সুমধুর দান এবং আমাদের কাছে তার গচ্ছিত আমানত। (বুখারী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ -

মহানবী (স) (ঈমানদার ব্যক্তির লক্ষণ সম্পর্কে) বলেছেন ঃ যখন তার সুখ আসে তখন সে (আল্লাহ্‌র) শোকর আদায় করে। আর যখন তার দুঃখ-কষ্ট আসে তখন সে ধৈর্য ধারণ করে। (মুসলিম)

৪৬. ইসলাম ও আত্মসমর্পণ

কুরআন

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

(১৫৫) আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনাহার, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করব। এ সব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও, (১৫৬) এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে— আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য, আল্লাহ্‌র নিকটই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা আল-বাকারা)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

(১৬২) বলো, আমার নামায, আমার সর্বপ্রকার ইবাদত অনুষ্ঠানসমূহ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারে জাহানের রব্ব্ আল্লাহ্‌রই জন্য, (১৬৩) তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সর্বপ্রথম মাথা অবনতকারী হচ্ছি আমি নিজে। (সূরা আল-আন'আম)

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۙ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا

(২৩) আর দেখো, কোনো জিনিস সম্পর্কে কখনো এ কথা বলো না যে, আমি কাল এ কাজটি করব। (২৪) (তুমি আসলে কিছুই করতে পারো না,) যদি তা আল্লাহ্ না চান। যদি ভুলবশত মুখ থেকে এরূপ কথা বের হয়ে পড়ে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে স্মরণ করো আর বলো ঃ আশা করা যায়, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এ ব্যাপারে সত্যের নিকটবর্তী কথার দিকে আমাকে পথনির্দেশ করবে। (সূরা আল-কাহ্‌ফ)

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۙ

তাদের অবস্থা এই হয় যে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের জন্যে তারা ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমাদের দেওয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করতে থাকে আর অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। বস্তুত পরকালের ঘর এই লোকদের জন্যেই নির্দিষ্ট। (সূরা আর-রা'দ ঃ ২২)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ؗ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

বলো ঃ হে আল্লাহ্, সমস্ত রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান করো আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা কেড়ে লও। যাকে চাও সম্মানিত করো আর যাকে চাও অপমানিত লাঞ্ছিত করো। সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ তোমারই এখতিয়ারে, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৬)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِى فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَاالْإِيْمَانُ ؟ قَالَ : اَلْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ كُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ، قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ، وَتُؤْتِىْ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَاالْإِحْسَانُ ؟ قَالَ : اَلْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهٗ يَرَاكَ، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى (تَقُوْمُ) السَّعَةُ ؟ قَالَ : مَالْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلٰكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا، فَذٰلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُسَ النَّاسِ، فَذٰلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ، ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ : رُدُّوْا عَلَىَّ فَأَخَذُوْ لِيَرُدُّوْا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ : هٰذَا جِبْرَائِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) লোকদের সাথে বসেছিলেন। (এমন সময়) জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঈমান কি?" রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর মালাইকাদের (ফেরেশতাগণের) ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর নবীগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।" লোকটি প্রশ্ন করল ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলাম কি? রাসূল (স) উত্তর দিলেন ঃ "ইসলাম হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না এবং নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং রামাযানের রোযা পালন করবে— রাখবে।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহ্‌সান কি?" তিনি উত্তরে এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে করা, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন।" লোকটি আরো জিজ্ঞেস করল ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই সময় (কেয়ামত) কখন হবে? রাসূল উত্তরে বললেন ঃ "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানে না, কিন্তু আমি তোমাকে এর কতিপয় নিদর্শন বর্ণনা করব— যখন দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে, এটা ওর একটি নিদর্শন এবং (কেয়ামতের) সময় সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত, যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অবগত নন। সেই সময়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষাণ, গর্ভাশয়ে প্রচ্ছন্ন ভ্রূণ হিসাবে কি আছে?" অতঃপর লোকটি চলে গেল-নবী (স) বললেন ঃ "তাকে আমার কাছে পুনরায় ডেকে আনো।" তারা তাকে ফিরিয়ে আনতে গেল, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। নবী (স) বললেন ঃ তিনি ছিলেন জিবরাঈল, লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছিলেন। (বুখারী)

৪৭. কসম ও শপথ

কুরআন

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

(২২৪) আল্লাহ্‌র নাম এমন সব কসম খাওয়ার কাজে ব্যবহার করো না, যার উদ্দেশ্য হবে নেক কাজ, আল্লাহ্‌র ভয় ও আল্লাহ্‌র বান্দাহগণকে কল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখা। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কথাই শুনছেন এবং তিনি সব কিছুই জানেন। (২২৫) যেসব অর্থহীন শপথ তোমরা বিনা ইচ্ছায়ই করে ফেলো, সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাকো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। (সূরা আল-বাকারা)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাকো, আল্লাহ সে জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে-বুঝে যেসব কসম খাও, সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। (এ ধরনের কসম ভঙ্গ করার জন্য) কাফ্‌ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো— যা তোমরা তোমাদের ছেলে-পেলেদের খায়িয়ে থাকো অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। আর যে ব্যক্তির তা করার সামর্থ্য নেই, সে তিন দিন রোযা রাখবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্‌ফারা, যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেলো। তোমরা নিজেদের কসমের হেফাযত করতে থাকো। আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহকে এভাবেই তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করেন, সম্ভবত তোমরা শোকর আদায় করবে। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮৯)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

(৯২) তোমাদের অবস্থা যেন সে নারীর মতো না হয়, যে নিজেই খাটা-খাটুনি করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারসমূহে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছ; যেন একদল অপর দল অপেক্ষা বেশি ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির

দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন এবং অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল রহস্য তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেবেন। (৯৪) (আর হে মুসলমানরা!) তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোঁকা দেওয়ার উপায় বানিয়ে নিয়ো না। এমন যেন না হয় যে, কোনো পদক্ষেপ স্থিতি লাভ করার পর তা স্খলিত হয়ে গেল। আর তোমরা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখো, পরিণামে খারাপ ফল দেখতে পেলে ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হলে। (সূরা আন-নাহ্‌ল)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ⑩

(হে নবী!) যেসব লোক তোমার কাছে বায়'আত করছিল তারা আসলে আল্লাহ্‌র কাছে বায়'আত করছিল। তাদের হাতের ওপর আল্লাহ্‌র হাত ছিল। এক্ষণে যে ব্যক্তি এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কুফল তার নিজেরই সত্তার ওপর পড়বে এবং যে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে– যা সে আল্লাহ্‌র সাথে করেছে, আল্লাহ খুব শীঘ্রই তাকে বড় শুভ ফল দান করবেন। (সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ১০)

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ، وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ②

আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মনিব-মালিক আর তিনিই মহাজ্ঞানী ও নিপুন কর্ম সম্পাদনকারী। (সূরা আত-তাহরীম ঃ ২)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ⑩

তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য-অনুসরণ করো না যে খুব বেশি কিড়া-কসম করে ও গুরুত্বহীন ব্যক্তি। (সূরা আল-কলম ঃ ১০)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِيْ يَمِيْنٍ قَطُّ حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَارَةَ الْيَمِيْنِ وَقَالَ لَا أَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِيْ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কসমের কাফ্ফারার আয়াত নাযিল করা পর্যন্ত আবু বকর তাঁর কোনো কসম ভঙ্গ করেননি। তিনি বলেছেন, আমি যখন কোনো কসম করি আর তার বিপরীত করাকে উত্তম দেখি তখন সেটাই করি যা উত্তম এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করি। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَاَنْ يَّلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِيْ أَهْلِهِ اٰثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ أَنْ يُّعْطِيَ كَفَّارَتَهُ، اَلَّتِيْ اِفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স)-এর কাছে থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ (পৃথিবীতে) আমাদের আগমন সকলের শেষে (কিন্তু) আখেরাতে আমরা সকলের আগে। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! যদি তোমাদের কেউ পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কসম করে এবং সে এর কাফ্ফারা আদায় করার পরিবর্তে— যা আল্লাহ্ ফরয করেছেন— কসমে অটল থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে গোনাহ্গার হবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اِسْتَلَجَّ فِىْ اَهْلِهٖ بِيَمِيْنٍ فَهُوَ اَعْظَمُ اِثْمًا لَيْسَ تُغْنِىَ الْكَفَّارَةُ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পারিবারিক ব্যাপারে কসম করে সে মস্তবড় পাপী। এমনকি কাফ্ফারা তাকে গোনাহ থেকে মুক্ত করবে না। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْكَبَائِرُ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং জেনে-শুনে মিথ্যা কসম করা কবীরা গোনাহ (মহাপাপ)। (বুখারী)

৪৮. সংহতি

কুরআন

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

(৯) আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দুটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। এর পরও যদি তাদের মধ্য থেকে একটি দল অপর দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক আচরণ করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসবে। অতঃপর তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের (দুই দলের) মাঝে সুবিচার সহকারে সন্ধি করিয়ে দাও। আর ইনসাফ করো, আল্লাহ তো ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহ্কে ভয় করো, খুবই আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। (সূরা আল-হুজরাত)

হাদীস

عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا أَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا -

হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছেঃ সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, লোকদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভালো দিক উদ্ভাবন করে অথবা কল্যাণকামী কথা বলে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اِقْتَتَلُوْا حَتّٰى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ -

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। কুবাবাসী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং একে অপরের প্রতি পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (স)কে এই সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি লোকদের বললেন, আমাদের সাথে চলো তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেই।

(বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ اِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَالَا يُعْجِبُهُ كِبْرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيْدُ فِرَاقَهَا فَتَقُوْلُ أَمْسِكْنِىْ وَاقْسِمْ لِىْ مَا شِئْتَ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ اِذَا تَرَاضَيَا -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরআনের এই আয়াত ঃ "যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে।" (নিসা ঃ ১২৮) এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর অহঙ্কার বা এরূপ কোনো দোষ যা তার কাছে অপছন্দনীয়, তার দরুণ তাকে তালাক দিতে চায়, তাহলে স্ত্রী তাকে বলবে, তুমি আমাকে তোমার কাছে রাখো এবং তোমার ইচ্ছামত আমার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করো। তিনি বলেন, যদি তারা এতে রাজি হয় তাহলে কোনো আপত্তি নেই। (বুখারী, মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلٰى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ اِلَّا سُيُوْفًا وَلَا يُقِيْمَ بِهَا اِلَّا مَا أَحَبُّوْا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوْهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা তাঁর ও কাবাঘরের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ফলে তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁর কুরবানীর পশু যবাই করলেন ও মাথা কামালেন। তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে ফয়সালা করলেন ঃ আগামী বছর তিনি উমরা করবেন এবং তরবারি ছাড়া অন্য কোনো হাতিয়ার সঙ্গে আনতে পারবেন না এবং তারা যে কয়দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দেবে,

কেবল সে কয়দিন তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। তিনি পরবর্তী বছর উমরা করতে আসলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলে তারা তাঁকে চলে যেতে বলল। অতএব তিনি চলে আসলেন। (বুখারী)

৪৯. আল্লাহ্‌র ভয়

কুরআন

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

এরা ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, বিনয়াবনত, দানশীল এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৭)

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۝ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝

(১০৬) আর এ কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি— যেন তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শোনাও আর তাকে আমরা (বিভিন্ন সময়ে) ক্রমশ নাযিল করেছি। (১০৭) হে মুহাম্মদ! এই লোকদেরকে বলো যে, তোমরা একে মেনে নেও। যেসব লোককে ইতিপূর্বে ইলম দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে যখন এটি শুনানো হয়, তখন তারা নতমুখে সিজদায় পড়ে যায়। (১০৮) আর চীৎকার করে উঠে ঃ "পবিত্র আমাদের রব্ব! তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে।" (১০৯) আর তারা কাঁদতে কাঁদতে নত মুখে লুটিয়ে পড়ে আর তা (কুরআন) শুনতে পেয়ে তাদের নিবিড় আনুগত্য আরও বৃদ্ধি পায়। (সেজদার আয়াত) (সূরা বনী ইসরাঈল)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র কথা (এমনভাবে) স্মরণ করে যে, তার চোখ দুটি অশ্রু বর্ষণ করে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يُسِىءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِذَا اَنَا مُتُّ فَخُذُوْنِى فَذَرُّوْنِىْ فِى الْبَحْرِ فِىْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوْابِهِ فَجَمَعَهُ اللّٰهُ وَقَالَ مَاحَمَلَكَ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتَ قَالَ مَاحَمَلَنِىَ اِلَّا مَخَافَتُكَ فَغَفَرَلَهٗ -

হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের কোনোও এক ব্যক্তি স্বীয় আমল সম্পর্কে শঙ্কিত ছিল। (মৃত্যুকালে) সে তার পরিবারের লোকদের

বলল, মৃত্যুর পর আমাকে চূর্ণ করে গরমের দিনে নদীতে ফেলে দেবে। সুতরাং লোকেরা তাই করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার চূর্ণ দেহ (একত্রিত করে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এ কাজে কিসে উৎসাহিত করেছে। সে বলল, আমি একমাত্র তোমার ভয়েই এ কাজ করেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَاأُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا -

আয়েশা (রাঃ) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ হে মুহাম্মদের উম্মতগণ! আল্লাহ্র কসম, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَايُدْرَكُ مَاعِنْدَهُ اِلَّا بِطَاعَتِهِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলে খোদা (স) বলেছেনঃ কোনো মানুষই ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্র নির্ধারিত রিযিক লাভ করবে। শোনো, আল্লাহ্কে ভয় করো। জীবিকা উপার্জনে জায়েয উপায়-উপাদান অবলম্বন করো। রিযিক লাভে বিলম্ব তোমাদের যেন নাজায়েয পন্থা অবলম্বনের পথে ঠেলে না দেয়। কারণ, আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে তা কেবল তাঁর অনুগত ও বাধ্যগত থাকার মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। (ইবনে মাযাহ্)

৫০. সাক্ষী

কুরআন

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً

حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۝

(১৮১) যারা অসীয়ত শুনতে পেলো এবং পরে তাকে পরিবর্তন করে ফেলে সে ক্ষেত্রে এ পরিবর্তনকারীদের ওপরই এর সব পাপ বর্তাবে। বস্তুত আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন এবং জানেন। (২৮২) হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন করো, তবে তা লিখে নেও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে সুবিচারসহ দস্তাবেয লিখে দেবে। আল্লাহ্ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লেখার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়, বরং সে লেখবে। আর লেখাবে– লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে– সে ব্যক্তি যার ওপর এ ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা)। স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে তার ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কোনো প্রকার কম-বেশি করা না হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লিখায়ে দেবে। অতঃপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে এর সাক্ষী বানিয়ে নেও; দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে– যেন একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে, তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক কি বড়, মেয়াদ নির্দিষ্ট করে এর দস্তাবেয লিখিয়ে লওয়াকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহ্‌র কাছে এ পন্থা তোমাদের জন্য অধিকতর সুবিচারমূলক। এর দরুন সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমাণ করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যেসব ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেন তোমরা পরস্পর হাতে হাতে (নগদ) করে থাকো, তা লিখে না নিলে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রেখে নেবে, লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেওয়া না হয়। এরূপ করলে গুনাহ করা হবে। আল্লাহ্‌র গযব হতে আত্মরক্ষা করো, তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনি সব কিছু জানেন। (২৮৩) তোমরা যদি প্রবাসী অবস্থায় থাকো এবং দস্তাবেয লেখার জন্য কোনো লেখক পাওয়া না যায়, তবে 'রেহেন' হস্তান্তরিত করে কাজ সম্পন্ন করো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো ওপর নির্ভর করে তার সাথে কোনো কাজ করে, তবে যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে, তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে চলা। আর সাক্ষ্য কখনো গোপন করবে না; যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার মন পাপের কালিমাযুক্ত। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নন।

(সূরা আল-বাকারা)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। তোমাদের এসব বিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের ওপরই পড়ুক না কেন। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের অপেক্ষা আল্লাহ্‌র এই অধিকার অনেক বেশি যে, তোমরা তাঁরই বেশি পরোয়া করবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি রেখে ঢেকে কথা বলো কিংবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে সরে থাকো, তবে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (সূরা আল-নিসা ১৩৫)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সত্য নীতির ওপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, (এর ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো; কেননা খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল আছেন। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৮)

وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ

(৩৩) যারা সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে পরম সততার ওপর অবিচল হয়ে থাকে; (৩৫) এ লোকেরা মহান ও মর্যাদাসহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা আল-মা'আরিজ)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

(আর রহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না আর কোনো অর্থহীন বিষয়ের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হলে তারা ভদ্রলোকের মতোই অতিক্রম করে। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭২)

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى

الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(২৩) আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোনো প্রকার সন্দেহ জেগে থাকে তবে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো। এ জন্য তোমাদের সকল সমর্থক ও একমনা লোকদেরকে একত্র করো, আল্লাহ্ ভিন্ন আর যার যার সাহায্য চাও তা গ্রহণ করো; তোমরা সত্যবাদী হলে এ কাজ অবশ্যই করে দেখাবে। (১৩৩) ইয়াকুব যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ "হে পুত্রগণ! আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদত করবে ?" তারা সকলেই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল ঃ "আমরা সেই এক আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবো, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহরূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকব।" (১৪৩) আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি 'মধ্যমপন্থী উম্মত' বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের ওপর; পূর্বে তোমরা যেদিকে মুখ করে দাঁড়াতে, তাকে আমরা শুধু এ জন্য কিবলারূপে নির্দিষ্ট করেছি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়, তাই আমরা দেখতে ও জানতে চাই। এ ব্যাপারটি মূলত বড় কঠিন, কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত দানে সুপথগামী করেছেন, তাদের পক্ষে এটা কিছুমাত্র কঠিন প্রমাণিত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করে দেবেন না। নিশ্চিত জানিও যে, তিনি তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান। (২৮২) হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন করো, তবে তা লিখে নাও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে সুবিচারসহ দস্তাবেয লিখে দেবে। আল্লাহ্ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লেখবার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়, বরং সে লেখবে। আর লেখাবে— লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে— সে ব্যক্তি যার ওপর এ ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা)। স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে তার ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কোনো প্রকার কম-বেশি করা না হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে তার

অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লেখায়ে দেবে। অতঃপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে এর সাক্ষী বানিয়ে নাও; দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে— যেন একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে, তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক কি বড়, মেয়াদ নির্দিষ্ট করে এর দস্তাবেয লিখিয়ে লওয়াকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহ্‌র কাছে এ পন্থা তোমাদের জন্য অধিকতর সুবিচারমূলক। এর দরুন সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমাণ করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যেসব ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেন তোমরা পরস্পর হাতে হাতে (নগদ) করে থাকো, তা লিখে না নিলে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রেখে নেবে, লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেওয়া না হয়। এরূপ করলে গুনাহ্ করা হবে। আল্লাহ্‌র গযব থেকে আত্মরক্ষা করো, তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনি সব কিছু জানেন।

(সূরা আল-বাকারা)

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۞

(৯৯) বলো, হে আহলে কিতাব! তোমাদের এ কি আচরণ ? যারা আল্লাহ্‌র হুকুম মানে তাদেরকেও তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখছ এবং চাচ্ছ যে, তারাও যেন বাঁকা পথে চলে। অথচ তোমরা নিজেরাই (তাদের সত্যপথগামী হওয়া সম্পর্কে) সাক্ষী (প্রত্যক্ষদর্শী)। বস্তুত তোমাদের এসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বিন্দুমাত্র গাফিল নন। (১৪০) এখন যদি তোমাদের ওপর কোনো আঘাত এসে থাকে, তবে (তা কোনো নতুন ঘটনা নয়) ইতঃপূর্বে তোমাদের বিরোধী দলের ওপরও অনুরূপ আঘাতই এসেছে। এটা তো কালের উত্থান ও পতন মাত্র, যাকে আমরা লোকদের মধ্যে আবর্তিত করতে থাকি। তোমাদের সামনে এ সময়টি এই জন্য উপস্থিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে সাচ্চা ঈমানদার কে এবং যারা বাস্তবিকই (প্রকৃত সত্যের) সাক্ষীদাতা তাদেরকে তিনি আলাদা করে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা, জালিম লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (সূরা আলে-ইমরান)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۞

(১৩৫) হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। তোমাদের এসব বিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের ওপরই পড়ুক না কেন। আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের অপেক্ষা আল্লাহ্‌র এই অধিকার অনেক বেশি যে, তোমরা তাঁরই বেশি পরোয়া করবে। অতএব

নিজেদের নফসের খাহেশের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি রেখে ঢেকে কথা বলো কিংবা সত্যবাদিতা থেকে দূরে সরে থাকো, তবে জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (সূরা আন-নিসা)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

(৮) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সত্য নীতির ওপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, (এর ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো; কেননা খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল আছেন। (৪৪) আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে হেদায়েত ও আলো বর্তমান ছিল। সমস্ত নবী— যারা ছিল মুসলিম— তদনুযায়ী এই ইহুদী মতাবলম্বীদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা করত। রব্বানী এবং আহবারও (এর-ই ভিত্তিতে ফয়সালা করত); কেননা তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল করে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব (হে ইহুদী সমাজ), তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতকে সামান্য-নগণ্য বিনিময় নিয়ে বিক্রি করো না; যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা আল-মায়েদা)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

(১৪৪) এমনিভাবে দুটি রয়েছে উট শ্রেণীর এবং দুটি গাভী শ্রেণীর। জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ এগুলোর পুরুষ জন্তু হারাম করেছেন, না স্ত্রী জন্তু ? কিংবা উট ও গাভীর গর্ভে অবস্থিত বাছুর হারাম ? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এগুলোর হারাম হওয়ার হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছিলেন ? তাহলে সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা প্রচার করে; যার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান

ছাড়া-ই ভুল পথে পরিচালিত করা হবে ? নিশ্চিতই আল্লাহ্ই এই জালিমদেরকে হেদায়েত করেন না। (১৫০) এদেরকে বলো যে, তোমাদের সে সাক্ষী উপস্থিত করো, যারা সাক্ষী দেবে যে, আল্লাহ্ই এই জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়-ই, তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবে না এবং কস্মিনকালেও তাদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করে চলবে না যারা আমাদের আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করেছে আর যারা পরকাল অস্বীকারকারী এবং যারা অপর শক্তিকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমতুল্য করে নিয়েছে। (সূরা আল-আন'আম)

وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۚ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۚ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ ۚ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝

আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন আর এই (কুরআনে) ও (তোমাদের এ-ই নাম) —যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকেরা জন্য। অতএব নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মাওলা— অভিভাবক। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা, বড়ই উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৮)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ ۢبِاللهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

(৪) আর যারা সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করবে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি 'চাবুক' মারো আর তাদের সাক্ষ্য কখনো কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। (৬) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে আর তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া অপর কোনো সাক্ষী থাকবে না, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হলো (এই যে, সে) চারবার আল্লাহ্র নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী, (১৩) সে লোকেরা (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে) চারজন সাক্ষী আনল না কেন ? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না, তখন আল্লাহ্র কাছে তারাই মিথ্যুক। (সূরা আন-নূর)

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

পৃথিবী তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নূরে ঝলমল করে উঠবে। আমলনামা সামনে এনে রাখা হবে। নবী-রাসূল ও সাক্ষীদেরকেও উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করে দেওয়া হবে এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হবে না।

(সূরা আয-যুমার ঃ ৬৯)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই তাদের আল্লাহ্‌র কাছে 'সিদ্দীক' ও শহীদ রূপে গণ্য। তাদের জন্য তাদের সওয়াব ও তাদের নূর রয়েছে আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে, তারা জাহান্নামী।

(সূরা আল-হাদীদ ঃ ১৯)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا. اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةَ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ مَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ –

হযরত আবু বাকরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহের কথা বলে দেবো না? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তা (বড় গোনাহ) হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা। হুজুর (স) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় কথাগুলো বলছিলেন। হঠাৎ তিনি কথার গুরুত্ব উপলব্ধি কারবার জন্যে সোজা হয়ে বসলেন এবং উক্ত কথাগুলো বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে মনে (ভয়ে) বলছিলাম, আহ! হুজুর যদি এখন থেমে যেতেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ، فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ– وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ –

হযরত আবু উমামা ইয়াস ইবনে মা'লাবা আল হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোনো মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল ঃ আল্লাহ তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং বেহেশত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা যদি সাধারণ জিনিস হয়? তিনি উত্তরে বললেন ঃ সেটা পিলু গাছের ছোট্ট শাখা হলেও।

(মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِبْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهٗ اِلَى الْيَمَنِ : اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ، فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلٰى اَنْ يَّشْهَدُوْ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْ لَكَ بِذٰلِكَ، فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِم فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْهُمْ اَطَاعُوْ لَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ، فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামানে (গভর্ণর নিযুক্ত করে) পাঠাবার সময় বলেন ঃ তুমি শিগগির আহলে কিতাবদের মধ্যে যাবে। যখন তুমি তাদের কাছে যাবে, তাদেরকে 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র নবী' —একথার সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান জানাবে। যদি তারা তোমরা ঐ দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছে, যা তাদের ধনীদের কাছে থেকে নিয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। তারা যদি এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদের সর্বোত্তম সম্পদ (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর মজলুমের বদদো'আকে ভয় করো। কারণ, তার বদদো'আ ও আল্লাহ্র মাঝখানে কোনো অন্তরাল থাকে না। (বুখারী)

৫১. সত্য

কুরআন

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ .... ﴿﴾

স্পষ্টত বলে দাও, এ মহাসত্য এসেছে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে।....
(সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ২৯)

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿﴾

(২) মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত; (৩) সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে। (সূরা আল-আসর)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَابُدِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحِيْ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لَايَرٰى رُؤْيَا اِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلَاءَ وَكَانَ يَخْلُوْا بِغَارِحِرَاءٍ

فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيْ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَنْزِعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ مِثْلَهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِحِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَاْ فَقَالَ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّيْ الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقْرَ اَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ثُمَّ اَرسَلَنِيْ فَقَالَ : اِقْرَ اَفَقُلْتُ مَااَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ : اِقْرَاْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الَّذِيْ الْاَكْرَمَ فَرَ جَعَ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْجِفُ فُوَادَهٗ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خَوَيْلَدٍ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِي فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللّٰهِ مَايُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ وَتَعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلَ بْنِ اَسَدِبْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ اِمْرَ اَتُنَصَّرَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَ انِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِ نْجِيْلِ بِالْعِبْرَ انِيَّةِ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهٗ خَدِيْجَةُ يَاابْنِ عَمِّ اِسْمَعْ مِنْ اِبْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ يَاابْنِ اَخِيْ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَارَاٰى فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى يٰلَيْتَنِيْ فِيْهَا جَزَعًا يَالَيْتَنِيْ اَكُوْنَ حَيًّا اِذْيَخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاتِ رَجُلٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهٖ اِلَّا عُوْدِيَ وَاِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّيَ وَنَتَرَ الْوَحْيُ -

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ওহীর যেভাবে সূচান হয়, তা ছিল ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তখন যে স্বপ্নই তিন দেখতেন তা ছিল ভোরের আলোর মতোই স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও বাস্তব। অতঃপর নির্জন জীবন যাপন তাঁর পছন্দনীয় করে দেওয়া হলো। সুতরাং তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের কাছে না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এ উদ্দেশ্যে কিছু খাবারও তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আবার খাদিজার (রা) কাছে ফিরে এসে তেমনি কয়েকদিনের খাবার সঙ্গে করে চলে যেতেন। এমনি করে হেরা গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে সত্য (ওহী) এলো। ফেরেশতা (জিবরাঈল (আ) সেখানে এসে তাঁকে বললেন ঃ 'পড়ুন'! রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তখন আমি বললাম ঃ আমি তো পড়তে জানি না। তিনি বলেন ঃ ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এমন জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, আমি তাতে চরম কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ 'পড়ুন'। আমি বললাম ঃ আমি পড়তে জানি না। তিনি তখন দ্বিতীয়বার আমাকে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন ঃ তাতে আমার দারুণ কষ্টবোধ হলো। আবার আমাকে ছেড়ে দিয়ে পড়তে বললেন ঃ আমি বললাম ঃ আমি পড়তে পারি না। রাসূলুল্লাহ (স)

বলেন ঃ ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে খুব শক্তভাবে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

"তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে।

পড়ো! আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল।"

রাসূলুল্লাহ (স) আয়াতগুলো (আয়াত্ত করে) নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ভয়ে তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের কাছে এসে বললেন ঃ আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। ওগো তোমরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। অতঃপর তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন ঃ (হে খাদিজা!) আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশঙ্কাবোধ করছি। খাদিজা বললেন ঃ 'কসম আল্লাহ্‌র' তিনি কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করে থাকেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নিঃস্ব লোকদের উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং সৎকর্মে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। অতঃপর তিনি হুজুরকে সঙ্গে নিয়ে অরাকা বিন নওফেল বিন আসাদ বিন আবদুল উয্‌যার কাছে চলে এলেন। অরাকা জাহেলী যুগে ঈসায়ী ধর্মগ্রহণ করেন। ইবরানী ভাষায় তিনি কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তিনি ইনজিলের অনেকাংশ ইবরানী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা তাঁকে বললেন ঃ "হে আমার চাচার পুত্র। আপনার ভাতিজার ঘটনা শুনুন। অরাকা জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কো দেখতে পেয়েছ? রাসূলুল্লাহ (স) যা কিছু দেখেছেন, সবই তাকে বললেন। অতঃপর অরাকা তাঁর মতামত প্রকাশ করে বললেন ঃ এ হচ্ছে সেই 'নামুস' (ঊর্ধ্ব জগত থেকে ওহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করেছিলেন। হায়, আমি যদি তোমার নবুয়তের সময় বলবান থাকতাম। হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম! তোমার কওমের লোকেরা যখন তোমাকে বহিষ্কার করবে। রাসূলুল্লাহ (স) বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কি আমাকে বের করে দেবে! অরাকা বললেন ঃ হ্যাঁ! এমন কখনো হয়নি যে, তুমি যে জিনিস নিয়ে এসেছ, সে জিনিস কেউ নিয়ে এসেছে অথচ তার শত্রুতা করা হয়নি। আমি যদি তোমার সেই সময় বেঁচে থাকি তবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তোমার সাহায্য করব।' তারপর বেশিদিন অতিবাহিত হয়নি, অরাকা ইহজীবন ত্যাগ করেন এবং ওহীও কিছুকাল স্থগিত থাকে। (বুখারী, তিকাবুল ওহী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ -

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ-নির্দেশিকা হচ্ছে মুহাম্মাদের (স) পথ-নির্দেশিকা। (যা মেনে চলা উচিত)। (মুসলিম)

৫২. মর্যাদা

কুরআন

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

তবে যারা মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য নিশ্চয়ই এমন পুরস্কার রয়েছে, যার ধারা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৮)

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ، وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
، وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ تِلْكَ الرُّسُلُ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ، مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ، وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ
وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ، وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ
اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ، وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

(২২৮) যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজদেরকে বিরত রাখে। আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের পক্ষে জায়েয নয়। এরূপ করা তাদের কিছুতে উচিত নয়, যদি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি তাদের কিছুমাত্র ঈমান থেকে থাকে। তাদের স্বামী যদি পুনরায় সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি হয়, তবে তারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী হবে। নারীদের জন্যও যথারীতি সেসব অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের জন্য তাদের ওপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর এ সকলেরই ওপর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী এবং তিনিই হচ্ছেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। (২৩৭) তোমরা স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দাও আর তার মোহরানা যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে এ অবস্থায় (তালাক দিলে) তাকে অর্ধেক পরিমাণ 'মোহরানা' দিতে হবে। আর স্ত্রীলোক নিজেই যদি অনুগ্রহ দেখায় ('মোহরানা' গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে, সে যদি অনুগ্রহ করে (এবং পূর্ণ 'মোহরানা' আদায় করে দেয়) তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা (অর্থাৎ পুরুষরা) যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, তবে এ কর্মনীতি 'তাকওয়া'র খুবই অনুকূল ও এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। পারস্পরিক কাজকর্মে সহৃদয়তা দেখাতে কখনো ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ্ দেখছেন। (২৫৩) এই রাসূলগণ (যারা আমার পক্ষ হতে মানুষকে হেদায়েত দানের জন্য নিযুক্ত রয়েছে) আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীগণের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ্ কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়াম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। আল্লাহ্ চাইলে এ রাসূলগণের পর যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরে লড়াই করতো পারত না; কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহ্র নিয়ম নয়, এ জন্য) তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে। অতঃপর কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ চাইলে তারা কখনোই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। (সূরা আল-বারাকা)

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

(১৬২) যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলতে প্রস্তুত হবে সে কিরূপে এমন ব্যক্তির মতো কাজ করতে পারে, যে আল্লাহ্র গযবে পরিবেষ্টিত হয়েছে এবং যার পরিণতি হবে জাহান্নাম, যা অত্যন্ত খারাপ জায়গা ? (১৬৩) আল্লাহ্র নিকট এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বহু পর্যায়ের পার্থক্য রয়েছে। আর আল্লাহ্ সকলেরই কাজের ওপর দৃষ্টি রাখেন।

(সূরা আল-ইমরান)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝ لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(৩২) আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকেও অপরের মোকাবেলায় যা কিছু বেশি দান করেছেন, তোমরা তা লোভ করো না। পুরুষেরা যা কিছু অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে, তদানুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। (৩৪) পুরুষ নারীদের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক— এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব সতী নারীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্র তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের অধীন তাদের অধিকার রক্ষা করে। আর তোমরা যেসব নারীর ঔদ্ধত্যের আশঙ্কা করবে, তাদেরকে তোমরা বোঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের (নিকট) থেকে দূরে থাকো এবং প্রয়োজনে প্রহার করো। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে অহেতুক তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার অজুহাত তালাশ করো না। নিঃসন্দেহে মনে রেখো যে, ওপরে আল্লাহ্ রয়েছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুমহান। (৯৫) যেসব মুসলমান কোনো অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ তা'আলা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের তুলনায় জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন। এদের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও আল্লাহ্ কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন; কিন্তু তাঁর দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণময় কাজের

ফল নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশি; (৯৬) তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা আন-নিসা)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۗءُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝ وَلِكُلٍّ
دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۗىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ڮ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(৮৩) এটাই ছিল আমাদের সে যুক্তি-প্রমাণ, যা আমরা ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবেলায় দান করেছি। আমরা যাকে চাই উচ্চতর মর্যাদা দান করি। বস্তুত তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক মহাজ্ঞানী ও অতীব সুবিজ্ঞ। (১৩২) প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুপাতে হয় আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক লোকদের আমল সম্পর্কে বে-খবর নন। (১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে জমিনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে অপর কোনো কোনো লোকের মুকাবিলায় অধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এই উদ্দেশ্যে, যেন তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাদের তিনি তোমাদের যাই করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক শাস্তি দানের ব্যাপারে খুবই সিদ্ধহস্ত, তিনি বিপুলভাবে ক্ষমাকারী এবং রহমত দানকারীও। (সূরা আল-আন'আম)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰي
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ
دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

(২) প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণ কালে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহ্‌র আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, (৩) নামায কায়েম করে আর যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমাদের পথে) খরচ করে। (৪) এই লোকেরাই সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে খুবই উচ্চ মর্যদা রয়েছে; আছে অপরাধের ক্ষমা ও উত্তম রিযিক। (সূরা আনফাল)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ
هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝

আল্লাহ্‌র কাছে তো এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয় আর আল্লাহ্ জালিমদের কখনো পথ দেখান না। আল্লাহ্‌র কাছে তো সে লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা, যারা ঈমান এনেছে, যারা তাঁর পথে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়েছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করেছে আর তারাই হচ্ছে সফলকাম। (সূরা আত্-তাওবা ঃ ২০)

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۗءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۗءِ اَخِيْهِ ۭ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ۭ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ
اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۗءُ ۭ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝

তখন ইউসুফ নিজের ভাইয়ের পূর্বে অন্যান্য ভাইদের বস্তাগুলো তালাশ করতে শুরু করল। পরে তার ভাইয়ের বস্তা থেকে হারানো জিনিসটি বের করে নিল। —এভাবে আমরা আমাদের কর্ম-কৌশল দ্বারা ইউসুফের সহযোগিতা করলাম। বাদশাহর দ্বীন (অর্থাৎ মিশরের রাজকীয় আইনের) দ্বারা নিজের ভাইকে ধরে রাখা তার কাজ ছিল না— অবশ্য যদি আল্লাহই তা চান। আমরা যার ইচ্ছা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেই আর একজন বিচক্ষণ এমন আছে, যে সকল জ্ঞানবানের ঊর্ধ্বে। (সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬)

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۚ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

আরো লক্ষ্য করো, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে কতককে রিযিকের ব্যাপারে অপর কতকের ওপর অধিক মর্যাদা দান করেছেন। অনন্তর যে লোকদেরকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের রিযিক নিজেদের অধীনস্থ গোলামদের প্রতি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় না, যাতে এই রিযিকের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান সমান অংশীদার হতে পারে। তবে কি কেবল আল্লাহ্রই অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে এই লোকেরা অপ্রস্তুত? (সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৭১)

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

(২১) কিন্তু লক্ষ্য করো, দুনিয়ার ক্ষেত্রেই আমরা এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীর লোকের ওপর কি রকমের বৈশিষ্ট্য-মর্যাদা দিয়ে রেখেছি। আর আখেরাতে তার মর্যাদা আরও বড় হবে এবং তার ফযীলত হবে আরো বেশি। (৫৫) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল। আমরা কোনো কোনো নবী-পয়গম্বরকে অপর নবী-পয়গম্বরের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি আর আমরাই দাউদকে যাবুর (কিতাব) দিয়েছি। (সূরা আল-কাহ্ফ)

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝

আর যে লোক তার সমীপে মু'মিন হিসেবে হাজির হবে, যে নেক আমলকারী হবে, এমনসব লোকের জন্য রয়েছে সুমহান মর্যাদা। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৭৫)

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

(৩২) (হে মুহাম্মদ!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের বণ্টনকার্য কি এরা সম্পন্ন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের জীবন যাপনের উপকরণ তো আমরাই এদের মধ্যে বণ্টন করেছি আর এদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর আমরাই প্রাধান্য দিয়েছি, যেন এরা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ (রহমত) সেই ধন-সম্পদ থেকে অধিক মূল্যবান যা (এদের নেতারা) দুই হাতে সংগ্রহ করেছে।

(সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৩২)

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

উভয় গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তাদের আমল অনুযায়ী নিরূপিত হবে, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেন। তাদের ওপর কক্ষনোই জুলুম করা হবে না।
(সূরা আল-আহক্বাফ : ১৯)

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۚ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٠﴾

আর কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করো না ? অথচ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের উত্তরাধিকার আল্লাহ্রই জন্য। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পর অর্থ ব্যয় ও জিহাদ করবে, তারা কখনোও সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে অর্থ-ব্যয় ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা পরে অর্থ ব্যয় ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশি ও বিরাট, যদিও আল্লাহ্ তা'আলা উভয়ের কাছেই ভালো প্রতিশ্রুতি করেছেন। বস্তুত তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ সে সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল-হাদীদ : ১০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদেরকে যখন বলা হবে নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি করো, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হবে উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ সেই বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।
(সূরা আল-মুজাদালাহ : ১১)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدً نَادٰى جِبْرَائِيْلَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَاَحِبَّهٗ فَيُحِبُّهٗ جِبْرَائِيْلُ، ثُمَّ يُنَادِى جِبْرَائِيْلُ فِىْ السَّمَاءِ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِىْ أَهْلِ الْأَرْضِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসলে জিবরাঈলকে ডেকে বলেন যে, আল্লাহ্ অমুককে ভালোবাসেন। সুতরাং তুমিও তাঁকে ভালোবাসো। তাই জিবরাঈলও তাঁকে ভালোবাসতে থাকেন। তারপর জিবরাঈল আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ অমুককে ভালোবেসেছেন, তোমরাও তাঁকে

ভালোবাসো। সুতরাং আসমানের অধিবাসী মালাইকাগণও তাঁকে ভালোবাসতে থাকেন। অতঃপর পৃথিবীবাসীর মধ্যে (ভালো লোকদের মধ্যে) তাঁকে জনপ্রিয় করে দেওয়া হয়। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَقُوْلُ اللّٰهُ : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِىْ وَأَنَا مَعَهٗ إِذَا ذَكَرَنِى، فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ، ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىَ وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِى يَمْشِىْ أَتَيْتُهٗ هَرْوَلَةً -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার জন্যে সেরূপই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে লোকজনের (জামা'আতের) মধ্যে আমাকে স্মরণ করে আমিও এমন এক জামা'আতের মধ্যে তাকে স্মরণ করে থাকি যা তার জামা'আত থেকে উত্তম। আর যে আমার এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একগজ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে একগজ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক বা ৪ হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। (বুখারী)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) এরশাদ করেছেন, একজন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলমান ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন শহীদগণের সাথী হবে। অর্থাৎ শহীদগণের সাথে তার হাশর হবে। (মুসতাদরেক হাকেম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ- وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدِقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেন, তোমরা সদা সত্য কথা বলবে নিশ্চয়ই সত্য কথা সৎ কর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই মানুষ যখন সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে আল্লাহ্র দরবারে সে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে (অর্থাৎ সিদ্দিক হিসেবে তার নাম লেখা হয়ে থাকে)। (বুখারী, মুসলিম)

৫৩. মানতসমূহ

কুরআন

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

অতপর তারা নিজেদের ময়লা-কালিমা দূর করবে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করবে ও এ প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করবে। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ২৯)

হাদীস

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আমি জাহিলী যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। নবী করীম (স) তাঁকে বললেন, তুমি মানত পূরণ করো তখন উমর (রা) এক রাত ই'তিকাফ করলেন। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : اِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ ، حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتُ لَوْ كَانَ عَلٰى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ فَاقْضُوا الَّذِىْ لَهُ، فَإِنَّ اللّٰهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মহিলা নবী করীম (স)-এর কাছে এসে বলল, আমার মা হজ্জ করবেন বলে মানত করেছিলেন, কিন্তু তিনি হজ্জ করার পূর্বেই মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেবো ? নবী করীম (স) বললেন, হ্যাঁ তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও। তুমি কি মনে করো তার কোনো ঋণ থাকলে তোমার জন্য তা আদায় করা জরুরি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তার হজ্জ আদায় করে দাও, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে কৃত মানত পূরণ করার ব্যাপারে বেশি হক্বদার। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ : اِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَّ لٰكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, বস্তুত এটি কোনো কিছুর পরিবর্তন তো করতে পারে না। ফলে এর দ্বারা কৃপণ থেকে কিছু ব্যয় হয় মাত্র। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَّعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পায়রবী (আনুগত্য) করার মানত করে, সে যেন নিশ্চয়ই তা করে। আর যে ব্যক্তি তার নাফরমানী করার মানত করে, সে যেন অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকে। (বুখারী)

৫৪. মুসাফির

কুরআন

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ্র প্রতি আর সে জিনিসের প্রতি যা চূড়ান্ত ফয়সালার দিন— অর্থাৎ উভয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ-যুদ্ধের দিন— আমরা আমাদের বান্দাহর প্রতি নাযিল করেছিলাম, (তাই এই অংশ খুশীর সঙ্গে আদায় করো) আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৪১)

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

এই সদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকিনদের জন্য আর তাদের জন্য— যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য— যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে এটা গলদেশের মুক্তিদানে, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে, আল্লাহ্র পথে ও পথিক-মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয; আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক। (আত্-তাওবা ঃ ৬০)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝

(২৬) নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার। তোমরা অপব্যয়-অপচয় করো না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ... ۝

তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিকের জন্য ব্যয় করবে। .... (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৭)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

(১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে আর দারিদ্র্য, সঙ্কীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী, এরাই মুত্তাকী। (২১৫) লোকেরা জিজ্ঞাসা করে ঃ আমরা কি খরচ করব ? উত্তরে বলো ঃ যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য (অবশ্যই) খরচ করবে— আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। (সূরা আল-বাকারা)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَ
الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ

(৩৬) আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করো এবং প্রতিবেশী আত্মীয়দের প্রতি, অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথীর প্রতি, পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন করো। নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায় অহংকারী ও নিজের বড়ত্ব নিয়ে গর্বকারী। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَ
ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহ্র প্রতি আর সে জিনিসের প্রতি যা চূড়ান্ত ফয়সালার দিন— অর্থাৎ উভয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ-যুদ্ধের দিন— আমরা আমাদের বান্দাহর প্রতি নাযিল করেছিলাম, (তাই এই অংশ খুশীর সঙ্গে আদায় করো) আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৪১)

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

এই সদকাসমূহ মূলত ফকীর ও মিসকিনদের জন্য আর তাদের জন্য— যারা সদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, সেই সঙ্গে এটা গলদেশের মুক্তিদানে, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে, আল্লাহ্‌র পথে ও পথিক-মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয; আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক। (সূরা আত্-তাওবা ঃ ৬০)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের আশংকায় হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। বস্তুতই তাদের হত্যা করা একটি মস্ত বড় পাপ।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অতএব (হে ঈমানদার লোকেরা!) আত্মীয়কে তার হক পৌঁছিয়ে দাও আর মিসকীন ও মুসাফিরকে দাও (তাদের হক)। এটি উত্তম পন্থা সে লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ চায় আর তারাই কল্যাণ ও সাফল্য লাভে সক্ষম হবে। (সূরা আর-রূম ঃ ৩৮)

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَیْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

তুমি কি জানো না যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত? এমন কখনো হয় না যে, তিনজন লোকের মধ্যে কোনো কান-পরামর্শ হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ চতুর্থ হবেন না কিংবা পাঁচজনে গোপন পরামর্শ হবে আর তাদের মধ্যে ষষ্ঠ আল্লাহ্ হবেন না। গোপন পরামর্শকারীরা সংখ্যায় এর কম হোক কি বেশি— যেখানেই তারা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকবেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কি কি কাজ করেছে। আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই অবহিত। (সূরা আল-মুজাদালাহ ঃ ৭)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِى لَيْسَ لَهٗ غِنًى وَيَسْتَحْيِى أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মিসকিন নয় যে। দুই এক গ্রাস (খাদ্য) পেয়ে ফিরে যায় (অথবা দুই এক গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারা দ্বারে ফেরায়), বরং প্রকৃত মিসকিন সেই ব্যক্তি যার সচ্ছলতা নেই অথচ চাইতেও লজ্জাবোধ করে কিংবা ব্যাকুলভাবে লোকের কাছে কিছু চায় না। (বুখারী)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَبَدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللّٰهُ -

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম। নিজের পোষ্য (আত্মীয়দের) দিয়ে (দান-খয়রাত) শুরু করো। অভাবমুক্ত থেকে যেন দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত না পেতে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে (তা থেকে) পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। (বুখারী)

৫৫. খারাপ চরিত্র

কুরআন

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۭ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۗءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

চূড়ান্ত পরিণতি না তোমাদের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করছে, না আহলে কিতাবের মনস্কামনার ওপর। যে ব্যক্তি পাপ করবে, সে-ই এর প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে নিজের জন্য কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩)

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(হে নবী!) তাদের বলো, পাক ও নাপাক কোনো অবস্থায়ই এক ও অভিন্ন নয়, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য তোমাদেরকে যতই আসক্ত ও আকৃষ্ট করুক না কেন। অতএব, হে লোকেরা! যাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে, আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে দূরে থাকো; আশা করা যায় যে, তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ১০০)

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও যে, তোমরা নিজেদের জায়গায় থেকে আমল করতে থাকো আর আমিও (নিজের স্থানে) আমল করছি। অতি শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে যে, শেষ অবস্থা কার পক্ষে কল্যাণময় হয় ? তবে এ কথা চূড়ান্ত সত্য যে, জালিম লোক কখনো কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না। (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৩৫)

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاۗءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট-লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহ্‌র এই আযাব থেকে তাদের রক্ষকারী কেউ নেই। তাদের মুখমণ্ডলে এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের ওপর পড়ে রয়েছে। তারাই দোযখে যাওয়ার যোগ্য, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা ইউসুফ ঃ ২৭)

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

শেষ পর্যন্ত যারা অন্যায় কাজ করেছিল, তাদের পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত খারাপ; এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং তারা সেগুলোকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত। (সূরা আর-রূম ঃ ১০)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ۝ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَاۤءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ؗ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

(৬৫) আর তোমাদের স্বজাতির সে সব লোকদের ঘটনা তো জানাই আছে, যারা 'শনিবারের' নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল। আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে, বানর হয়ে যাও এবং এমন অবস্থায় দিন যাপন করো যে, চতুর্দিক থেকে তোমাদের ওপর ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হবে। (৬৬) এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে তৎকালীন লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষাপ্রদ এবং আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্য মহান উপদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। (৮৫) কিন্তু আজ সে তোমরাই নিজেদের ভাই-বন্ধুদের হত্যা করছ, নিজেদের গোত্রের কিছু লোককে তোমরা ঘর-বাড়ি থেকে নির্বাসিত করছ, জুলুম ও বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছ এবং যখন তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তখন তাদের মুক্তির জন্য তোমরা 'বিনিময়ের' আদান-প্রদান করো। অথচ তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে নির্বাসিত করাই ছিল তোমাদের প্রতি হারাম; তবে তোমরা কি আল্লাহ্‌র কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং অপর অংশকে করো অবিশ্বাস ? জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ্‌র মোটেই অজ্ঞাত নয়; (সূরা আল-বাকারা)

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

তোমাদের পূর্বেও বহুযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে দেখো, আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ অমান্যকারীদের পরিণতি কি হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৭)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۝ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۝

(১২৪) আর যে ব্যক্তি আমার 'যিকির' (উপদেশাবলী) থেকে বিমুখ হবে, তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন আর কেয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব। (১২৫) সে বলবে ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে ?" (১২৬) আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ "হ্যাঁ, এমনিভাবেই তো আমার আয়াতগুলো যখন তোমার কাছে এসেছিল, তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে! ঠিক সে রকমই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।" (সূরা ত্বা-হা)

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

সে বিরাট আযাবের পূর্বে আমরা তাদেরকে এ দুনিয়ায়ই (কোনো না কোনো) ছোট আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকব; সম্ভবত এরা (নিজেদের বিদ্রোহী আচরণ থেকে) ফিরে আসবে। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ২১)

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

এভাবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। আর পরকালের আযাব তো এটি হতেও কঠিনতর। হায়! এ লোকেরা যদি তা জানতে পারত! (সূরা আয্-যুমার ঃ ২৬)

হাদীস

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মানবজাতির কাছে এমন এক যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই-রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোনো বাচ-বিচার করবে না। (বুখারী)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلٰى بِهٖ - (احمد بيحقى)

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে গোশত হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম খাদ্যে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামের আগুনই উত্তম। (আহমদ, বায়হাকী)

عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيْلَ لَهُ : أَنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلٰى عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ -

হযরত হুম্মান (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা হুযাইফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর কাছে বলা হলো, একজন লোক মানুষের কথা ওসমান (রা)-এর কাছে বলে থাকে (অর্থাৎ চোগলখোরী করে থাকে)। তখন হুযাইফা (রা) বললেন ঃ আমি নবী করীম (স)কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম-বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ الرِّجَالِ اللّٰهِ الاَ لُدُّ الْخَصِمُ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে সব চাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি হলো ঝগড়াটে লোক। (বুখারী)

৫৬. দুঃখ মুছিবত

কুরআন

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۝

তোমাদের ওপর যে বিপদই এসেছে, তা তোমাদের নিজেদেরই উপার্জনের ফসল। এমনি বহু সংখ্যক অপরাধ তো তিনি আপনা থেকেই ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। (সূরা আশ-শূরা ঃ ৩০)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلٰهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান (এ শর্তে যে, মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ থেকে যেন পালিয়ে না যায়) আর আল্লাহ্ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহ্‌র ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَادِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اسَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ثَلاَثًا وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَهًا -

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফেতনা থেকে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ (স) তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের ওপর অবিচল রয়েছে তার জন্যে তো অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

৫৭. সীমালঙ্ঘন

কুরআন

...وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ۝

.... আর জালিম লোকেরা শীঘ্র জানতে পারবে যে, তারা কোন পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে। (সূরা আশ-শু'আরা ঃ ২২৭)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اَقُوْلُ : وَاللّٰهُ لَاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَا قُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ، فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ : اَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْ؟ وَاللّٰهِ ! لَاَصُوْ مَنَّ النَّهَارَ وَلَاَقُوْ مَنَّ اللَّيْلَ مَعِشْتُ ؟ قُلْتُ : قَدْ قُلْتُهٗ، قَالَ اِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ، فَصُمْ فَاَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ اَيَّمٍ، فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا، وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقُلْتُ : اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : فَصُمْ يَوْمًا وَّاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، قَالَ : قُلْتُ : اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَّ اَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ عَدْلَ الصِّيَامِ قُلْتُ : اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَقَالَ : لَا اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করা হলো যে, আমি বলছি আল্লাহ্র কসম, যতদিন বাঁচি ততদিন অবশ্যই আমি (বিরতিহীনভাবে) দিনে রোযা পালন করব এবং রাতে ইবাদাতে রত থাকব। তখন নবী করীম (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলছ? "আল্লাহ্র কসম, সারা জীবন দিনে রোযা পালন করব এবং রাতে ইবাদাতে রত থাকব?" আমি আরজ করলাম, (হ্যাঁ) আমি তা বলেছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। সুতরাং রোযা পালন করো এবং ভাঙ্গ (অর্থা বিরতি দাও), (রাতে) ইবাদাতও করো এবং ঘুমাও এবং প্রতিমাসে তিন দিন রোযা পালন করো। কেননা, প্রত্যেক সৎকাজের (কমপক্ষে) দশগুণ প্রতিদান পাওয়া যায় এবং এটা সারা বছর রোযা পালন করার সমান। আমি বললাম, ইয়া নবী করীম (স)! আমি এর চেয়েও অধিক (রোযা রাখার) শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা পালন করো এবং দুইদিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম,

হে আল্লাহ্র নাবী! আমি এর থেকেও বেশি (রোযা রাখার) ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা পালন করো, একদিন ভেঙে ফেল। এটা দাউদের (আ) রোযা পালনের পদ্ধতি এবং এটিই সিয়াম পালনের সর্বোত্তম পদ্ধতি। এরপরও আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এর চেয়েও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বলরেন, এর চেয়ে অধিক কিছু নেই। (বুখারী)

قَالَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا -

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না এবং মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও, মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াবে না। (বুখারী)

৫৮. দাম্ভিকতা

কুরআন

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

আর লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না— না জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে। আল্লাহ্ কোনো আত্মগর্বী ও দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।

(সূরা লুকমান ঃ ১৮)

হাদীস

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ الْخُزَاعِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلَا اُخْبِرُ كُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَاعَفٍ لَّوْ اُقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا بَرَّهٗ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ - وَحَدَّثَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ الْاُمَّةُ مِنْ اِمَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَا خُذُبِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهٖ شَاءَ ت -

হযরত হারেস ইবনে ওয়াহাব খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বেহেশতবাসীদের পরিচয় বলে দেবো? তারা (হলো) কোমল স্বভাবের লোক, মানুষের কাছেও কোমল বলে পরিগণিত। যদি তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহ্র কসম খায়, আল্লাহ্ তা অবশ্যই পূরণ করে দেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় বলে দেবো? তারা (হলো) কঠোর স্বভাবের লোক, দাম্ভিক অহংকারী। অপর এক সনদে (বর্ণনায়) আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ মদীনাবাসীদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে তার গরজে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাত ধরে যেখানে চাইত, নিয়ে যেত। (অর্থাৎ তার উদ্দিষ্ট স্থানে হাত ধরে নিয়ে যেত। আর রাসূলুল্লাহ (স)ও তার সাথে সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। এমনই কোমল স্বভাব ছিল তাঁর। অথচ তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন)। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ -

হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে। (তবে ঈমান অনুযায়ী আমল না করলে প্রথমে তার অপরাধের জন্য জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।) আর এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে। (মুসলিম)

৫৯. কৃপণতা

কুরআন

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰـهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

যেসব লোককে আল্লাহ তার অনুগ্রহদানে ধন্য করেছেন অথচ তৎসত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন এই কৃপণতাকে তাদের পক্ষে ভালো মনে না করে। না, এটা তাদের পক্ষে খুবই খারাপ জিনিস। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করছে, কেয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি হয়ে দাঁড়াবে। বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌র জন্য আর তোমরা যা করছ, আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৮০)

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰـهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝ ... وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ... ۝

(৩৭) সেসব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা কার্পণ্য করে এবং অন্য লোককেও কার্পণ্য করার উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করছেন, তা লুকিয়ে রাখে। এরূপ অকৃতজ্ঞ নেওয়ামত অস্বীকারকারী লোকদের জন্য আমরা অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি। (১২৮) .... বস্তুত নফস বা প্রবৃত্তি সঙ্কীর্ণতার দিকে সহজেই ঝুঁকে পড়ে। ... (সূরা আন-নিসা)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۚ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

(৩৪) হে ঈমানদার লোকেরা! এ আহলে কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সে লোকদের, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে না। (৩৫) একদিন অবশ্যই হবে, যখন এই

স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে এর দ্বারাই সে লোকদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে চিহ্ন দেওয়া হবে— এটাই হচ্ছে সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। নাও, এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো।

(সূরা আত্-তাওবা)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ۝

(২৯) নিজেদের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না, আবার তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না; এটি করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে। (১০০) (হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার যদি কোনো রকমে তোমাদের করায়ত্ত হতো, তাহলে তোমরা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা অবশ্যই আটক করে রাখতে। বাস্তবিকই মানুষ বড়ই সংকীর্ণ আত্মার অধিকারী।

(সূরা বনী ইসরাঈল)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ۝

তারা যখন খরচ করে; বেহুদা খরচ করে না, এবং কার্পণ্যও করে না, বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে;

(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৭)

... هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ۝ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۝ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۝ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۝ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۝ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝

(৩২) ..... প্রকৃত মুত্তাকী কে, তা তিনিই ভালো জানেন। (৩৩) (হে নবী!) তুমি কি সেই ব্যক্তিকেও দেখেছ, যে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরে গেছে (৩৪) এবং সামান্য কিছু দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে ? (৩৫) তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে, সে প্রকৃত ব্যাপারটি দেখতে পাচ্ছে ? (৩৬) তার নিকট কি মূসার সহীফাসমূহের বিষয়ে কোনো তথ্য পৌছেনি (৩৭) এবং ওয়াদা পালন ও আত্মদানের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে যে ইব্রাহীম, তার সহীফাসমূহের বিষয়েও কোনো খবর পৌছেনি ? (৩৯) আরো এই যে মানুষের জন্য কিছুই নেই, শুধু তা ছাড়া যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। (৪০) এবং এই যে, তার চেষ্টা-সাধনা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে। (৪১) এবং এর পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে।

(সূরা আন-নাজম)

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

(২৩) (এসব কেবল এ জন্য) যেন যা কিছু ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক সে জন্য তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ো আর যা কিছু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেন তা পেয়ে তোমরা গৌরবে স্ফীত হয়ে না পড়ো। আল্লাহ তা'আলা সেই লোকদেরকে পছন্দ করেন না যারা নিজদেরকে খুব বড় একটা কিছু মনে করে এবং অহংকার প্রকাশ করে, (২৪) নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং

অন্যদেরও কার্পণ্য করতে উৎসাহ দেয়। এখন যদি কেউ বিপরীত আচরণ গ্রহণ করে, তাহলে (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ং-প্রশংসিত সত্তা। (সূরা আল-হাদীদ)

... وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

... বস্তুত যেসব লোককে তাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা (বা লোভ জনিত কার্পণ্য) হতে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আল-হাশর ঃ ৯)

... وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

.... যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হতে মুক্ত থাকল, শুধু সে-ই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে। (সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৬)

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾

(১৫) নয়, কক্ষনোই নয়। তা তো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা; (১৬) যা চর্ম-মাংস লেহন করতে থাকবে এবং (১৭) উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে নিজের দিকে আহ্বান করবে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (১৮) এবং ধন-মাল সঞ্চয় করেছে ও তা ডিমে তা দেওয়ার ন্যায় আগলিয়ে রেখেছে। (সূরা আল-মা'আরিজ)

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿١١﴾

(৮) আর যে কার্পণ্য করল, (আল্লাহ্র প্রতি) বেপরোয়া হলো (৯) এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে অমান্য করল, (১০) তার জন্য আমি কঠিন ও দুষ্কর পথের সুবিধা দেবো। (১১) তার ধন-মাল তার কোন কাজে লাগবে, যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে? (সূরা আল-লাইল)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

(১) নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের গালাগাল দেয় এবং (পিছনে) নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (২) যে ব্যক্তি ধন-মাল সঞ্চয় করেছে এবং তা গুণে গুণে রেখেছে (তার জন্যও ধ্বংস)। (৩) সে মনে করে যে, তার ধন-মাল চিরকাল তার কাছে থাকবে। (৪) কক্ষনোই নয়; সেই ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা আল-হুমাযা)

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾

(৩৬) দুনিয়ার এ জীবন তো একটা খেল-তামাশার ব্যাপার। তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের শুভ

কর্মফল অবশ্যই দেবেন। তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের কাছে হতে চাবেন না। (৩৭) তিনি যদি তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের কাছে চেয়ে বসেন এবং তোমাদের সব কিছুই পেতে চান তাহলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের গোপন দোষত্রুটি বাইরে প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) লক্ষ্য করো, তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহ্র পথে ধন-মাল ব্যয় করো; এর জবাবে তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কার্পণ্য করে— অথচ যে কার্পণ্য করে, সে আসলে নিজের সাথেই নিজে কার্পণ্য করে। আল্লাহ্ তো মুখাপেক্ষীহীন— অফুরন্ত বিত্তের মালিক; তোমরাই বরং তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে লও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের স্থানে অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মতো হবে না নিশ্চয়ই। (সূরা মুহাম্মদ)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا، وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন ঃ প্রতিদিন প্রত্যুষে যখন (আল্লাহ্র) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন মালাইকা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ্! দাতাকে পুরস্কৃত করো এবং অপরজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ্! কৃপণকে ধ্বংস করো। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْفِقِىْ وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِىْ اللّٰهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوْعِىْ فَيُوْعِى اللّٰهُ عَلَيْكِ -

হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ (হে আসমা) খরচ করো আর গুণে গুণে রেখো না। তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে গুণে গুণে দান করবেন। আবার বাক্সে বা সিন্দুকে আটকিয়ে রেখো না। তাহলে আল্লাহ্ (তোমাকে দেওয়ার ব্যাপারে) আটকিয়ে রাখবেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْنٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ، وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ - وَالْجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দানকারী আল্লাহ্র নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষের নিকটতম হয়ে থাকে। আর দূরে থাকে দোযখ থেকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহ্ থেকে, বেহেশত থেকে এবং মানুষ থেকে দূরে— দোযখের কাছে। অবশ্য অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়।

৬০. অপবাদ আরোপ

কুরআন

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

তারপরে যে নিজে কোনো অন্যায় বা পাপ করে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো খুবই সাজ্ঘাতিক দোষারোপ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা নিজ কাঁধে গ্রহণ করে। (সূরা আন-নিসাঃ ১১২)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

(৪) আর যারা সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করবে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি 'চাবুক' মারো আর তাদের সাক্ষ্য কখনো কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক। (৫) তবে সে লোকেরা নয়, যারা এরপর তওবা করবে ও সংশোধন করে নেবে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের পক্ষে ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৮) আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়েত দিচ্ছেন আর তিনি সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়। (১৯) যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের সমাজে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জানো না। (২০) আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, স্নেহশীল ও দয়াবান না হতেন, তাহলে (এই যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তার পরিণাম হতো ভয়ঙ্কর)। (২৩) যেসব লোক সচ্চরিত্র ও সাদাসিধা মু'মিন স্ত্রীলোদের ওপর মিথ্যা (চারিত্রিক) দোষারোপ করে, তাদের ওপর দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করা হয়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (২৪) তারা যেন সে দিনটির কথা ভুলে না যায়, যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা, তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের ক্রিয়া-কর্মের সাক্ষ্যদান করবে। (২৫) সে দিন আল্লাহ তাদেরকে সে প্রতিদান পুরোপুরি দেবেন, যা তারা পাওয়ার যোগ্য। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসেবেই তিনি প্রকাশ করেন। (সূরা আন-নূর)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ! কোনো ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তবে এর সত্যতা যাচাই করে লও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।

(সূরা আল-হুজরাত ঃ ৬)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۞ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۞ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۞ اَنْ كَانَ ذَامَالٍ وَّبَنِيْنَ ۞ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۞

(১০) তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য-অনুসরণ করো না যে খুব বেশি কিড়া-কসম করে ও গুরুত্বহীন ব্যক্তি, (১১) যে লোক গালাগাল করে, অভিশাপ দেয়, চোগলখুরী করে বেড়ায়, (১২) ভালো কাজের প্রতিবন্ধক, জুলুম ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত, (১৩) বড়ই অসৎকর্মশীল, দুর্দম, চরিত্রহীন আর এসবের সঙ্গে সঙ্গে বদজাতও ; (১৪) এ কারণে যে, সে বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) আমাদের আয়াতসমূহ যখন তাকে শোনানো হয়, তখন সে বলে যে, এ তো আগের কালের লোকদের গল্প-কাহিনী মাত্র। (১৬) খুব শীঘ্রই আমরা এর শুড়ের ওপর দাগ লাগিয়ে দেবো। (সূরা আল-কলম)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۞

নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের গালাগাল দেয় এবং (পিছনে) নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (সূরা আল-হুমাযা ঃ ১)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَاتُشِيْرُوْنَ عَلَىَّ فِىْ قَوْمٍ يَّسُبُّوْنَ اَهْلِىْ مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ الَمَّا اُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالْاَمْرِ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَاذُنُ لِىْ اَنْ اَنْطَلِقَ اِلَى اَهْلِى ؟ فَاَذِنَ لَهَا فَاَرْسَدَّ مَعَهَا الْغُلَامَ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ سُبْحَانَكَ مَايَكُوْنُ لَنَااَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا ابُهْتَانٌ عَظِيْمٌ -

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) লোকদের সামনে খোতবা দিলেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন, যারা আমার পরিবারের কুৎসা করে বেড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে তোমাদের কাছে আমি পরামর্শ চাই। আমি কখনও তাদের মধ্যে কোনোরূপ মন্দ কিছু দেখিনি। উরওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশাকে যখন এ ব্যাপারটা (অপবাদ) অবহিত করা হলো, তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমাকে কি আমার পিত্রালয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন? তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং তার জন্য তার সাথে একটি গোলামও দিলেন। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি 'সুবহানাকা' বলে কোরআন পাঠ করল ঃ "এ ধরনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। পাক-পবিত্র মহান আল্লাহ্। এটা তো একটা বিরাট জঘন্য মিথ্যা অপবাদ।" (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتٰى كِتَابَهٗ مَنْشُوْرًا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ فَاَيْنَ حَسَنَاتَ كَذَا وَّ كَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِىْ صَحِيْفَتِىْ فَيَقُوْلُ مُحِيَتْ بِاِغْتِيَابِكَ النَّاسِ -

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ (বিচারের দিন) লোকদের কাছে তার আমলনামা খুলে ধরা হবে। তখন সে বলবে ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! দুনিয়ার জীবনে আমি এই এই কাজ করেছিলাম কিন্তু আমার আমলনামায় তা দেখছি না। উত্তরে আল্লাহ্ বলবেন ঃ লোকের গীবত করার কারণে তা তোমার আমলনামা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। (তারগীব ও তারহীব)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَالْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَخِىْ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমরা কি জানো, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জবাব দিলেন— আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশি জানেন। হুজুর (স) বললেন ঃ গীবত হলো তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুজুর (স)কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র নবী! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (স) জবাব দিলেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে তা হবে বোহতান (তহমত)। (মিশকাত, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهٗ صَاحِبُهٗ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ গীবত হলো জিনার চেয়েও মারাত্মক। সাহাবাগণ বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! গীবত কি করে জেনার চেয়েও মারাত্মক? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ কোনো ব্যক্তি জিনা করার পর যখন তাওবা করে, তখন আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে আল্লাহ্ মাফ করবেন না। (বায়হাকী)

৬১. রাগ করা

কুরআন

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

—৩/৮৫

(১৩৩) সে পথে তীব্র গতিতে চলো, যা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গেছে এবং যা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (১৩৪) যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে— দুরবস্থায়ই হোক আর সচ্ছল অবস্থায়ই হোক, যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়; এসব নেককার লোককেই আল্লাহ খুব ভালোবাসেন। (সূরা আলে-ইমরান)

فَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ءوَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۞

(৩৬) তোমাদেরকে যা কিছুই দেওয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা যেমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তেমনি চিরস্থায়ীও আর তা সেই লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওপর নির্ভরতা রাখে, (৩৭) যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। আর ক্রোধের সঞ্চার হলে ক্ষমা করে দেয়। (সূরা আশ-শূরা)

تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۞ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَّامْرَأَتُهٗ ء حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۞

(১) চূর্ণ হলো আবূ লাহাবের হাত এবং সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল। (২) তার ধন-সম্পদ আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজেই আসলো না। (৩-৪) সে অবশ্যই লেলিহান শিখাময় আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে আর (তার সঙ্গে) তার স্ত্রীও। কুটনী বুড়ি; (৫) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে। (সূরা আল-লাহাব)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রকৃত বলবান ও বীর পুরুষ সে নয়, যে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়। আসল বীর পুরুষ হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে (অর্থাৎ যে ক্রোধ দমন করতে সক্ষম)। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِيْ، قَالَ : لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ : لَا تَغْضَبْ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার একজন লোক নবী করীম (স)-এর কাছে আরজ করল ঃ আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বার বারই নসীহত করার জন্য নবী করীম (স)-কে আরজ করতে লাগল। নবী করীম (স) ও প্রত্যেকবারই বলতে থাকেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না। (বুখারী)

৬২. প্রত্যাশা

কুরআন

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকেও অপরের মোকাবেলায় যা কিছু বেশি দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করো না। পুরুষেরা যা কিছু অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে, তদানুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩২)

হাদীস

عَنْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْعَامُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَّقَمَهُ وَاَصْغٰى سَمْعَهُ وَقَنٰى جَبْهَتَهُ يَفْتَظِرُ مَتٰى يُوْمَرَ بِالنَّفْخِ - فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ فَمَاذَاتَامُوْنَا، قَالَ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কিভাবে আমি ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করতে পারি যেখানে শিঙ্গাধারী [ইস্রাফিল (আঃ)] মুখে শিঙ্গা ধরে, কান খাড়া করে, কপাল নুইয়ে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় আছে? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো, হাসবুনাল্লাহা ওয়া নিমাল ওয়াকিল অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক। (তিরমিযী)

৬৩. অনৈতিকতা

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ؗ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি করো না আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এতে ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিলে তা তোমাদের পক্ষে অসহনীয় মনে হবে। কিন্তু তোমরা যদি সে বিষয়ে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় জিজ্ঞেস করো, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছ, আল্লাহ্ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বাস্তবিকই অতীব ক্ষমাকারী ও পরম ধৈর্যশীল। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ১০১)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আনুমানিক ধারণা পোষণ থেকে তোমরা দূরে সরে দাঁড়াও, কেননা আনুমানিক (বস্তুটিই) হচ্ছে চরম মিথ্যালাপ। অন্যের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করো না এবং অন্যের দোষ-ত্রুটির খোঁজে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। বরং হে আল্লাহ্র বান্দাগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করো। (বুখারী)

৬৪. ব্যভিচার

কুরআন

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

আজ তোমাদের জন্য সকল পাক জিনিসই হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আহলে কিতাবের খাবার খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাবার তাদের জন্যও (হালাল) এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল— তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হোক কিংবা তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মহরানা আদায় করে বিবাহের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীনভাবে লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে প্রেমলীলা করবে না। যে কেউ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে।

(সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৫)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَالْقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا مَالَ الْيَتِيْمُ التَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা, জাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল আত্মসাত করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ فِيْمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجِلْدِ مِائَةٍ وَّ تَغْرِيْبِ عَامٍ -

হযরত যায়িদ ইবনে খালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, যেসব অবিবাহিত লোক জিনা করেছে তিনি তাদেরকে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ اَسْلَمَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : اِنَّهُ قَدْزَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحّٰى لِشِقِّهِ الَّذِى اَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهٖ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ، فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ ؟ هَلْ اَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَاَمَرَ بِهٖ اَنْ يُّرْجَمَ بِالْمُصَلّٰى، فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتّٰى اُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ -

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি মাসজিদে নববীতে এসে নবী করীম (স)-কে বলল যে, সে জিনা করেছে। একথা শুনে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেও ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার (জিনার) সাক্ষী দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তোমাকে কি উন্মাদনায় পেয়েছে, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি লোকটিকে ঈদের মাঠে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার শরীরে পাথর পড়ল, অমনি পালাতে শুরু করল। 'হাররা' নামক স্থানে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। (বুখারী)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِىْ اَنْ لَّايُؤَدِّيَهٗ فَهُوَ زَانٌ وَمَنْ زَدَّانَ دَيْنًا يَنْوِىْ اَنْ لَّايَقْضِيَهٗ فَهُوَ سَارِقٌ -

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোনো মেয়েকে এই নিয়তে বিয়ে করে যে, উক্ত মোহর দেবে না, সে ব্যাভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ এই নিয়তে গ্রহণ করে যে, তা শোধ করবে না সে চোর। (বুখারী, মুসলিম)

৬৫. লজ্জাজনক কাজ

কুরআন

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

তখন তারা— যারা ঈমান এনে সৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে— নিজেদের প্রতিফল পুরোপুরিই লাভ করবে। আর আল্লাহ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রতিফল দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র বন্দেগীকে লজ্জাজনক কাজ মনে করে ও গর্ব-অহংকার করে, আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন। আর আল্লাহ ছাড়া আর যার যার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ওপর তারা ভরসা করে, তাদের কাউকেও তারা সেখানে পাবে না।

(সূরা আন-নিসা ঃ ১৭৩)

হাদীস

عَنْ عُمَرَبْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قُلْتُ : اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَفَعَهٗ، قَالَ : لَا اَحَدَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ، فَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ، فَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهٗ - (بخارى)

হযরত আমর ইবনে মুররা আবু ওয়ায়েল থেকে এবং আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী আমার ইবনু মুররা) বলেছেন ঃ আমি (আবু ওয়ায়েলকে) জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি একথাও বললেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) নবী করীম (স) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করী (স) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্র চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেউ নেই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব রকমের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্র কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মতো এত বেশি প্রিয় আর কিছুই নেই। তাই তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। (বুখারী)

৬৬. ফাসাদ সৃষ্টি

কুরআন

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

(২৭) যারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেওয়ার পর আবার তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যাকে যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে; প্রকৃতপক্ষে এ সব

লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৬০) স্মরণ করো, মূসা যখন নিজ জাতির লোকদের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমরা বললাম ঃ "অমুক কংকরময় ভূমির ওপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো।" এর ফলে উক্ত স্থান থেকে বারটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো এবং প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। তখনই এ উপদেশ দেওয়া হলো ঃ "আল্লাহ্ প্রদত্ত 'রিযিক' খাও, পান করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।" (সূরা আল-বাকারা)

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ .... وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

(৩৩) যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (৬৪) ....কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করেন না।

(সূরা আল-মায়েদাহ)

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ ... فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝ ... وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(৫৬) জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, যখন এর সংশোধন ও সুস্থতা বিধান করা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌কেই ডাকো ভয় সহকারে এবং আশান্বিত হয়ে। নিশ্চিয়ই আল্লাহ্‌র রহমত সচ্চরিত্রবান লোকদের অতি নিকটে। (৭৪) .... অতএব তাঁর কুদরতের কীর্তিকগুলো সম্পর্কে গাফিল হয়ো না এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করো না। (৮৫).... এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন এর সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা বাস্তবিকই মু'মিন হয়ে থাকো। (সূরা আল-আরাফ)

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝

(১৫১) আর সে লাগামহীন লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো না, (১৫২) যারা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনোরূপ সংস্কার-সংশোধন করে না। (সূরা আশ-শু'আরা)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ۝

এখন তোমাদের হতে এটি অপেক্ষা অন্য কিছুর আশা করা যায় কি যে, তোমরা যদি উল্টা মুখে ফিরে যাও, তাহলে পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরে— একজন অপর জনের— গলা কাটবে? (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২)

৬৭. দোষ অনুসন্ধানকারী

কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিশম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১১)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۣ ۝ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝

(১) নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের গালাগাল দেয় এবং (পিছনে) নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (২) যে ব্যক্তি ধন-মাল সঞ্চয় করেছে এবং তা গুণে গুণে রেখেছে (তার জন্যও ধ্বংস)। (সূরা আল-হুমাযা)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَاتَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কু ধারণা (অনুমান করা) থেকে সতর্ক থাকো, কেননা কু ধারণা সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা কথার সমতুল্য এবং অপরের দোষ অন্বেষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বন করো না, একে অন্যের সাথে কলহ করো না, পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না, অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করো না (অর্থাৎ কেউ কোনো বস্তু ক্রয় করতে থাকলে দালালি করে তা নিজে ক্রয় করে অপরকে ঠকাবে না) বরং তোমরা মহান আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা হয় ও পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُبَلِّغْنِىْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا ، فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের মধ্যে কেউ যেন আমার কাছে অন্য কারো দোষ বর্ণনা না করে। কেননা আমি চাই, যখন তোমাদের কাছে আমি আসব তখন যেন পরিষ্কার মন নিয়ে আসতে পারি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৬৮. আত্মসাৎ

কুরআন

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

এবং তোমরা পরস্পর একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না আর শাসকদের সম্মুখে তা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোনো অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে নিতান্ত অবিচারমূলক পন্থায় ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৮)

হাদীস

عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ -(بخارى)

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (স) বলেন ঃ প্রত্যেক আত্মসাতকারী লুটেরার হাতে কেয়ামতের দিন একটি বিশেষ পতাকা থাকবে। এর মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٗ كَرْكَرَةٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ، فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا ۔ (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, কারকারাহ নামক এক ব্যক্তির ওপর নবী করীম (স)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে মারা গেলে নবী করীম (স) বলেন, সে জাহান্নাম বাসী হবে। লোকেরা এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারল যে, সে গণিমতের মাল থেকে একটি আবা (জুব্বা যার বুক ঢোলা ও পাশের গোড়ালীর ওপর পর্যন্ত ঢিলাঢালা জামা) আত্মসাত করেছিল। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ : وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : وَاِنَّ قَضِيْبًا مِّنْ أَرَاكٍ -

হযরত আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে (মিথ্যা) শপথ করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জাহান্নাম ওয়াজিব ও জান্নাত হারাম করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদিও তা ক্ষুদ্র জিনিস হয়? তিনি বললেন ঃ যদি তা বাবলা বা দাঁতন গাছের একটি শাখাও (ডাল) হয় তবুও। (মুসলিম)

اِنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْئٌ وَلِيْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَاثِّلٍ - (ابوداؤد)

একজন লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে নিবেদন করল, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র লোক।

আমার কোনো সহায়-সম্পদ নেই। আমার অধীনে একজন সম্পদশালী ইয়াতিম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু পেতে পারি? তিনি বললেন হ্যাঁ, তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতিমের মাল এ শর্তে খরচ করতে পারো যে, অপব্যয় করবে না, তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাত করার চিন্তা করবে না। (আবু দাউদ)

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوِّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জুলুম করে অপরের এক বিঘৎ জমি আত্মসাত করবে, কেয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

৬৯. স্বার্থপরতা

কুরআন

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝

(হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার যদি কোনো রকমে তোমাদের করায়ত্ত হতো, তাহলে তোমরা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা অবশ্যই আটক করে রাখতে। বাস্তবিকই মানুষ বড়ই সংকীর্ণ আত্মার অধিকারী। (সূরা নবী ইসরাঈল ঃ ১১০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ..... ۝

(১০৫) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদের সম্পর্কেই চিন্তা করো।....

(সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ১০৫)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দীনার, দিরহাম, কাতিফা, (এক প্রকার মোটা ও নরম কাপড়) ও খামীসা, (এক প্রকার বস্ত্র) প্রভৃতির দাসেরা ধ্বংস হোক। তারা এ সমস্ত পেলে সন্তুষ্ট থাকে, আর না পেলে অসন্তুষ্ট হয়। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (স)কে একথা বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খায়, কিন্তু তারই পাশে তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে। (বায়হাকী)

৭০. হিংসা-বিদ্বেষ

কুরআন

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

(১) বলো আমি আশ্রয় চাই, সকালবেলার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে, (২) সেসব জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন; (৩) আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় (৪) এবং গিরায় ফুঁকদানকারী (বা ফুঁকদানকারিণী)-এর অনিষ্ট থেকে (৫) ও হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও, যখন সে হিংসা করে। (সূরা আল-ফালাক)

হাদীস

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা বা হাসাদ বৈধ নয়। প্রথম ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সৎকাজে ব্যয় করার যথেষ্ট মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ 'হেকমত' (জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তদ্দারা (সঠিক) মীমাংসা করে ও (লোকদের) তা শেখায়। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই ধারণা-অনুমান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো। কেননা, তা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারো দোষ খুঁজে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না। পরস্পরে হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, বিচ্ছেদ ভাব দেখিও না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী)

৭১. অপব্যয়

কুরআন

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

(৩১) হে আদম সন্তান! প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো। আর খাও, পান করো এবং সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ ঃ ৩১)

হাদীস

عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِى كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ اِلَىَّ بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ، فَكَتَبَ اِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا؛ قِيْلَ وَقَالَ، وَاِضَاعَةُ الْمَالِ، وَكَثْرَةُ السُّوَالِ –

হযরত মুগীরা ইবনে শোবার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইবনে শোবাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নবী করীম (স) থেকে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশি বেশি যাঞ্ঝা করা। (বুখারী)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ اِنْ اَخْطَاَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَّ مَخِيْلَةٌ –

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান করো এ শর্তে যে অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (বুখারী)

عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاِمْرَاَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطٰنِ –

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্য, অপরটি তার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্য। (মুসলিম)

৭২. ঠকবাজি

কুরআন

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

(১) ধ্বংস, হীন ঠকবাজদের জন্য (যারা মাপে বা ওজনে কম দেয়)। (২-৩) তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের কাছ থেকে গ্রহণের সময় পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে; কিন্তু তাদেরকে ওজন বা পরিমাপ করে দেওয়ার সময় তাদের ক্ষতিসাধন করে। (সূরা আল-মুতাফ্ফিকীন)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ –

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) বলতে শুনেছি ঃ বেচা-কেনার মধ্যে মিথ্যা শপথ করা যদিও উপস্থিতভাবে লাভজনক, কিন্তু মূলত তা মুনাফা ও কল্যাণের জন্য ধবংসকর। (মুসলিম)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، اَوْقَالَ : حَتّٰى يَتَفَرَّقَا، فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا –

হযরত হাকিম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং বিক্রয়ের জিনিসের দোষ বর্ণনা করে তাহলে এক ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বারকত বা কল্যাণকর হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসের) দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী)

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ اشْتِرَاءَ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِىْ رُؤُسِ النَّخْلِ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মুযাবানা এবং মুহাকালা (ক্ষেতে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করছেন। মোযাবানা হলো শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর (যা এখনো গাছেই আছে) ক্রয় করা। (বুখারী)

৭৩. বাজে কথাবার্তা

কুরআন ঃ

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۝

আর সত্যের বিরুদ্ধে কথা রটনাকারীদের সাথে মিলিত হয়ে আমরাও অনুরূপ কথা-বার্তা রটনার কাজে মশগুল ছিলাম। (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪৫)

৭৪. বিদ্বেষ

কুরআন

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

(মূলত) তোমার শত্রুই প্রকৃত শিকড়কাটা— নির্মূল। (সূরা আল-কাওসার ঃ ৩)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ؗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সত্য নীতির ওপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, (এর ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো; কেননা খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল আছেন। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮)

৭৫. মানুষ হত্যা

কুরআন

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى

بِالْأُنْثٰى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য নরহত্যার ব্যাপারে কিসাস-এর আইন শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে; মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই 'কিসাস' নেওয়া হবে, ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে এ হত্যার বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। কোনো নারী এ অপরাধ করলে তাকে হত্যা করেই 'কিসাস' লওয়া হবে। অবশ্য কোনো হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছুটা নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয় তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য। এটা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে দণ্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ মাত্র। এর পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلٰى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلٰى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۚ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

(২৯) হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; লেন-দেন তো পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান। (৯২) কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। অবশ্য ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। যে ব্যক্তি কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে ভুলবশত হত্যা করবে, তার কাফফারা স্বরূপ একজন মু'মিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে রক্তমূল্য দিতে হবে। কেউ রক্তমূল্য মাফ করে দিলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রুজাতির মধ্যকার লোক হয়ে থাকে তবে এর কাফফারা হচ্ছে একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করা। পক্ষান্তরে সে যদি এমন কোনো অমুসলিম জাতির লোক হয়ে থাকে, যার সাথে তোমাদের সন্ধি চুক্তি রয়েছে, তবে তার উত্তরাধিকারীদেরকে রক্তবিনিময় দিতে হবে এবং একজন মু'মিন গোলামকে আজাদ করতে হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো গোলাম পাবে না সে ক্রমাগত দু'মাস পর্যন্ত রোযা রাখবে। এ ধরনের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করার এটাই হচ্ছে রীতি। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। (৯৩) অতঃপর যে ব্যক্তি কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে জেনে-বুঝে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম; তাতে সে চিরদিন থাকবে। তার ওপর আল্লাহ্‌র গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ্ তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সূরা আন্-নিসা)

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا .... ۝

এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি আমরা এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কোনো খুনের পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকেও হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। .... (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৩২)

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

(হে মুহাম্মদ!) এই লোকদেরকে বলো যে, তোমরা এসো, আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দেবো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদের ওপর কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, (ক) তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, (খ) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, (গ) নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই, এবং তাদেরকেও দেবো। (ঘ) নির্লজ্জতার বিষয় ও প্রসঙ্গের কাছেও যাবেনা— তা প্রকাশ্যেই হোক, কি গোপনে। (ঙ) কোনো প্রাণ— আল্লাহ্ যাকে সম্মানীয় করেছেন— ধ্বংস করবে না, অবশ্য সত্য ও ন্যায় সহকারে (করা যাবে)। এসব কথা পালন করার জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে। (সূরা আল-আন'আম)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ۝

প্রাণ হত্যার অপরাধ করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন; কিন্তু সত্যতা সহকারে (হত্যার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র)। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবককে আমরা কিসাস দাবি করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে; তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

যারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মা'বুদকে ডাকে না, আল্লাহ্র হারাম-করা কোনো প্রাণকে অকারণে ধ্বংস করে না, এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। —যে ব্যক্তি এসব কাজ করে, সে নিজের গুনাহের প্রতিফল পাবে। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

আর যেসব লোক মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা মস্ত বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৮)

হাদীস

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ اَبْزٰى سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : "وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ" وَقَوْلُهٗ : وَالَّذِيْنَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ حَتّٰى بَلَغَ اِلَّا مَنْ تَابَ فَسَاَلْتُهٗ فَقَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ اَهْلُ مَكَّةَ : فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللّٰهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اِلٰى قَوْلِهٖ غَفُوْرًا رَحِيْمًا -

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্যা (রা) বললেন, ইবনু আব্বাস (রা)-কে (নিম্নোক্ত) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ "এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম।" এছাড়াও আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী (সম্পর্কেও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) ঃ এবং তারা কাউকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন, শুধুমাত্র সত্য (শারীআত সম্মত) কারণ ব্যতীত— "তবে তাদের ব্যতীত, যারা তাওবা করে এবং সৎ কাজ করে।" (বুখারী)

عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ مَايُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ -

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেন, (কেয়ামতের দিন) সর্ব প্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা হবে তা হবে রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত। (বুখারী)

عَنْ مِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍ وَالْكِنْدِى وَكَانَ حَلِيْفًا لِبَنِى زُهْرَةَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهٗ اَنَّهٗ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ اِحْدٰى يَدَىَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَمِنِّى بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَقْتُلُهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! بَعْدَ اَنْ قَالَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّهٗ قَطَعَ اِحْدٰى يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَاقَطَعَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهٗ فَاِنَّهٗ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهٗ، وَاِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِى قَالَ -

বানী যুহরা গোত্রের মিত্র এবং নবী করীম (স)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা হযরত মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ, আমার যদি কোনো কাফেরের সাথে মোকাবেলা ও লড়াই হয় আর যদি সে তরবারীর আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আত্মরক্ষার জন্য কোনো গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন একথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, না, তাকে হত্যা করবে না। মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দী বললেন, সে তো আমার একখানা হাত কেটে ফেলার পর একথা বলছে। রাসূলুল্লাহ (স) আবার বললেন, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, এমতাবস্থায় তাকে

হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার আগে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই মর্যাদা লাভ করবে। (বুখারী)

৭৬. অকৃতজ্ঞতা

কুরআন

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জমিনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেসব লোক, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; অতঃপর তারা কোনো প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৫৫)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ إِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتّٰٓى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ أَنْجٰىهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

(১২) মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার ওপর কোনো কঠিন সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন সে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাদের ডাকে। কিন্তু আমরা যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলে যায় যে, মনে হয়, সে তার কোনো দুঃসময়েও আমাদের ডাকেইনি। এ ধরনের সীমা-লঙ্ঘনকারী লোকদের জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (২২) তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাকো আর সহসাই বিপরীতমুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক থেকে তরঙ্গের আঘাত এসে ধাক্কা দেয় আর আরোহীরা মনে করে যে, তারা তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্রই জন্য খালেস করে তাঁরই কাছে এই দো'আ করে, "তুমি যদি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করো, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর গুযার বান্দাহ হয়ে থাকব। (২৩) কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন সে লোকেরাই জমিনে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। হে মানুষ! তোমাদের এই বিদ্রোহ উল্টা তোমাদেরই বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েক দিনের স্বাদ তো আনন্দ-সামগ্রী মাত্র। (ভোগ করে লও) শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তোমাদেরকে বলব, তোমরা কি সব এবং কি ধরনের কাজকর্ম করছিলে! (সূরা ইউনুস)

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ۚ إِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿١٠﴾

(৯) কখনো যদি আমরা মানুষকে স্বীয় রহমতে ভূষিত করার পর তা থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেই, তাহলে সে নিরাশ হয়ে যায় এবং অকৃতজ্ঞতা ও না-শোকরী করতে শুরু করে। (১০) আর তার ওপর আসা বিপদ-মুসীবতের পর যদি আমরা তাকে নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই তাহলে বলে, আমার তো সব বিপদ দূরীভূত হয়ে গেছে। অতঃপর সে আনন্দে ফুলে উঠে এবং অহংকারে ফেটে পড়তে চায়। (সূরা হুদ)

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ۝ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝ لِيَكْفُرُوْا بِمَا آتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(৫৩) যে নেয়ামতই তোমরা লাভ করেছ, তা আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে। অতপর যখন কোনো কঠিন সময় তোমাদের ওপর আসে, তখন তোমরা নিজেরা নিজেদের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাকো; (৫৪) কিন্তু আল্লাহ্ যখন সে কঠিন সময়টি দূর করে দেন, তখন সহসা তোমাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে (এই অনুগ্রহের শোকর হিসেবে ?) অন্যান্যদের শরীক বানাতে শুরু করে, (৫৫) যেন আল্লাহ্র অনুগ্রহের সাথে না-শোকরি করা হয়। ঠিক আছে, খুব করে মজা লও; শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (সূরা আন-নাহ্ল)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ۝

(৬৭) নদী-সমুদ্রে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন সে এক সত্তা (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য যাদেরই তোমরা ডেকে থাকো, তারা সবাই হারিয়ে যায়; কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন, তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লও। মানুষ বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ। (৮৩) মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে নেয়ামত দান করি, তখন সে অহংকারে পিঠ ফিরিয়ে নেয়। আর যখন সামান্য বিপদেরও সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তখন সে হতাশ হতে শুরু করে। (সূরা বনী ইসরাঈল)

فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

এই লোকেরা যখন নৌকায় সওয়ার হয় তখন নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেস করে তাঁর কাছে দো'আ করতে থাকে। অতপর যখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছে দেন, তখন সহসাই তারা শির্ক করতে শুরু করে, (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৬৫)

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝ لِيَكْفُرُوْا بِمَا آتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُوْنَ ۝

(৩৩) লোকদের অবস্থা এই যে, যখন তারা কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে রুজূ হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে

নিজের রহমতের খানিকটা স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেন, তখন সহসাই তাদের কিছু লোক শির্ক করতে শুরু করে দেয় (৩৪) যেন আমাদের দেওয়া অনুগ্রহের না-শোক্‌রী করে। ঠিক আছে, মজা লুটে লও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫১) আর যদি আমরা এমন কোনো বাতাস পাঠাই যার প্রভাবে তারা নিজেদের ফসলের ক্ষেতকে হরিৎ বর্ণ দেখতে পায়, তাহলে তারা কুফরীই করতে থাকে। (সূরা আর-রূম)

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝

আর (নদী-সমুদ্রে) যখন পাহাড়ের ন্যায় কোনো ঢেউ তাদেরকে গ্রাস করে নেয়, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে সম্পূর্ণরূপে কেবল তারই জন্য খালেস করে দিয়ে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে তীরের দিকে পৌঁছিয়ে দেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাশ-কাটানোর নীতি গ্রহণ করে বসে আর আমাদের নিদর্শনাদি অস্বীকার করে কেবল এমন প্রতিটি ব্যক্তি, যে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা লুকমান ঃ ৩২)

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

(৭) তোমরা যদি কুফরী করো, তবে আল্লাহ তোমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী আচরণ পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি শোকর করো, তবে তা তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন। আর কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারো (গুনাহের) বোঝা বহন করবে না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা কি করছিলে। তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন। (৮) মানুষের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে, তখন সে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকতে থাকে। অতপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যখন তাকে স্বীয় নেয়ামত দানে ধন্য করেন, তখন সে সে বিপদের কথা ভুলে যায় যে জন্য সে পূর্বে তাঁকে ডেকেছিল এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য মনে করতে থাকে, যেন এরা তাঁর পথ থেকে তাকে গুমরাহ করে দেয়। (হে নবী!) তাকে বলো যে, কিছু দিন তোমরা কুফরীর স্বাদ আস্বাদন করতে

থাকো। নিশ্চয়ই তুমি দোযখগামী হবে। (৪৯) এ মানুষকে যখনই একবিন্দু বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে আমাদেরকে ডাকে আর যখন আমরা তাকে নিজেদের তরফ থেকে নেয়ামত দিয়ে ধন্য করে দেই, তখন সে বলে ওঠে, এসব তো আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধির (ইলমের) কারণে দেওয়া হয়েছে। না, তা নয়। এ তো পরীক্ষাস্বরূপ; কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (৫০) এ কথাই বলেছে এদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকেরাও, কিন্তু তারা আপন কর্ম দ্বারা যা কিছু অর্জন করেছিল তা তাদের কোনো কাজেই এলো না। (৫১) ফলে নিজেদের উপার্জনের খারাপ পরিণাম তারা ভোগ করেছে। আর এদের মধ্যেও যারা জালিম, তারা অতি শীঘ্রই নিজেদের উপার্জনের খারাপ ফল ভোগ করবে। এরা আমাকে দুর্বল ও অক্ষম করতে পারবে না। (সূরা আয-যুমার)

لَا يَسْئَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝

(৪৯) মানুষ দো'আ প্রার্থনা করতে কখনোই ক্লান্ত হয় না। আর যখন তার ওপর বিপদ আসে তখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (৫০) কিন্তু যখনই কঠিন সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে বলে ঃ "আমি তো এরই অধিকারী ছিলাম। আমি মনে করি না যে, কেয়ামত কখনো আসবে। তবুও বাস্তবিকই যদি আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে সেখানেও খুব কল্যাণ ভোগ করবো। অথচ যারা কুফরী করেছে তারা কি করে এসেছে তা আমরা তাদেরকে জানিয়ে দেবো এবং তাদেরকে আমরা অত্যন্ত খারাপ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব। (৫১) মানুষকে যখন আমরা নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে লয় ও অহংকারে পাশ কাটিয়ে চলে। আর যখন তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা-চওড়া দো'আ করতে শুরু করে। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ)

হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ - (ترمذى)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের (উপকারের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, সে আল্লাহর (নেওয়ামতের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না। (তিরমিযী)

৭৭. অবাধ্যতা

কুরআন

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ .... ۝

(হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা এই ঃ নির্লজ্জতার কাজ— প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য— এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। .... (সূরা আল-আরাফ ঃ ৩৩)

وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

পক্ষান্তরে যেসব লোক আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিকে শক্তভাবে ধারণ করার পর তা ভঙ্গ করে, যারা সে সব সম্পর্ক-সম্বন্ধ কেটে ফেলে যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তারা অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য আর তাদের জন্য পরকালে রয়েছে অত্যন্ত খারাপ জায়গা। (সূরা আর-রা'দ ঃ ২৫)

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ۬ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(২২) তিনি আল্লাহ্ই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাকো আর সহসাই বিপরীতমুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক থেকে তরঙ্গের আঘাত এসে ধাক্কা দেয় আর আরোহীরা মনে করে যে, তারা তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্রই জন্য খালেস করে তাঁরই কাছে এই দো'আ করে, "তুমি যদি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করো, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর গুযার বান্দাহ হয়ে থাকব। (২৩) কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন সে লোকেরাই জমিনে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। হে মানুষ! তোমাদের এই বিদ্রোহ উল্টা তোমাদেরই বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েক দিনের স্বাদ তো আনন্দ-সামগ্রী মাত্র। (ভোগ করে লও) শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তোমাদেরকে বলব, তোমরা কি সব এবং কি ধরনের কাজকর্ম করছিলে! (সূরা ইউনুস)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلَا تَخْفِرُوْا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায আদায় করে, আমাদের কেবলা কাবাকে কেবলা হিসেবে মেনে ন্যায় এবং আমাদের জবাই করা পশুর গোশত খায় সে অবশ্যই মুসলিম। তার (জান-মাল, ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার) জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ভাগ করো না। (বুখারী)

عَنِ الْمُغِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ -

হযরত মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মা'দের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেওয়া এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, তোমাদের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী)

৭৮. জুলুম

কুরআন

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

কাজেই যেসব লোক জুলুম করেছে, তাদের অংশেরও তেমনি আযাব প্রস্তুত, যা তাদের মতো লোকেরা তাদের ভাগের আযাব পেয়েছে। এর জন্য এরা যেন তাড়াহুড়া না করে।

(সূরা আয-যারিয়াত ঃ ৬৯)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَحَدٍ مِّنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّايَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرْهَمٌ، اِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهٖ، وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রমহানি কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন আজই (দুনিয়াতে থাকতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোনো অর্থ-সম্পদ থাকবে না। সেদিন তার কোনো নেক আমল থাকলে তা থেকে জুলুমের দায় পরিমাণ কেটে নেওয়া হবে। আর তার কোনো নেক আমল না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে কিছু নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهٗ كَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ : يَا اَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْاَرْضَ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهٗ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

হযরত আবু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর ও কয়েকজন লোকের মধ্যে (জমি সংক্রান্ত) একটি বিবাদ ছিল। তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে ব্যাপারটা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হে আবু সালামাহ! জমি থেকে বেঁচে থাকো। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে (কেয়ামতের দিন) সাত তবক জমির শৃঙ্খল তার গলায় পরানো হবে। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং (যাবার বেলায়) তাঁকে বলেন, মজলুমের বদ-দো'আর ভয় করো। কেননা তার বদ-দো'আ ও আল্লাহ্র মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। (বুখারী)

৭৯. মাদকতা

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ .... ◉

(৪৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাকো, তখন নামাযের কাছেও যেও না। নামায তখন আদায় করবে, যখন তোমরা কি বলছ, তাহা সঠিকরূপে জানতে পারবে। .... (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৩)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ أُخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলে সেগুলো নবী করীম (স) মসজিদে পড়ে শুনালেন এবং মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করল। অতঃপর তা থেকে সে তওবা করল না, সে আখেরাতে (জান্নাত) থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىْ لَهُ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) মদের সাথে সম্পর্কিত দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হলো ঃ (১) মদ প্রস্তুতকারী, (২) মদ প্রস্তুতের পরামর্শদাতা, (৩) মদ পানকারী, (৪) মদ বহনকারী, (৫) যার কাছে মদ বহন করা হয়, (৬) মদ পরিবেশনকারী, (৭) মদ বিক্রেতা, (৮) মদের মূল্য গ্রহণকারী, (৯) মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী, (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। (তিরমিযী,ইবনে মাযা)

৮০. বড়াই দেখানো

কুরআন

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾

আর তোমরা সে লোকদের সাথে কোনো খাতির রেখো না, যারা নিজেদের ঘর থেকে গৌরব-অহংকার সহকারে ও অন্য লোকদেরকে নিজেদের শান-শওকত দেখাতে দেখাতে বের হয়—যাদের আচরণই এই হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখে। বস্তুত তারা যা কিছু করে তা আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে পারবে না। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৪৭)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি দম্ভ ও অহংকারের সাথে তার পায়জামা জমিনের ওপর ঝুলিয়ে টেনে টেনে পথ চলছিল। এমন সময় সে জমিন ধ্বসে গেল এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে জমিনে ধ্বসে (নিচের দিকে) যেতে থাকবে। (বুখারী)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ -

হযরত হারেছা ইবনে ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ)

৮১. আত্মমর্যাদা বোধ

কুরআন

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

এরা যে জিনিসের সাহায্যে মনের সান্ত্বনা লাভ করে, তা কতোই না নিকৃষ্ট! তা এই যে, তারা শুধু এই জিদের বশবর্তী হয়েই আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে নিজ মনোনীত একজনকে আপন অনুগ্রহ (অহী ও নবুয়্যাত) দানে ভূষিত করেছেন। অতএব তারা আল্লাহ্‌র দ্বিগুণ গযবের উপযুক্ত হয়েছে। বস্তুত এ সমস্ত কাফেরের জন্য কঠিন অপমানকর শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ৯০)

হাদীস

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهٖ لَا یَسْمَعُ بِیْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ یَهُوْدِیٌّ وَّلَا نَصْرَانِیٌّ ثُمَّ یَمُوْتُ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِالَّذِیْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا کَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম, এই উম্মতের যে কেউই ইহুদী হোক বা নাছারা, আমার (নবুওয়াতের) কথা শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি আগমন করেছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই দোযখের বাসিন্দা হবে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِیْ مُوْسَی الْاَشْعَرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَّهُمْ اَجْرَانِ : رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِیِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰی حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِیْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهٗ اَمَةٌ یَطَاُهَا فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تادیبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتز وجها فله اجران -

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির জন্যে দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (১) যে আহলে কিতাব, তার নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, অতঃপর মুহাম্মাদের (স) প্রতিও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস, যথা নিয়মে আল্লাহ্‌র হক আদায় করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুনিবের হকও আদায় করেছে এবং (৩) যে ব্যক্তি তার অধীনে একটি ক্রীতদাসী ছিল যার সাথে সে সহবাস করত, সে তাকে দ্বীনি আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়েছে। অতঃপর তাকে স্বাধীন করে দিয়ে বিয়ে করছে। তার জন্যে দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। (বুখারী-মুসলিম)

৮২ জুয়া

কুরআন

یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ ؕ قُلْ فِیْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِیْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ؗ وَاِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ... ﴿۲۱۹﴾

(লোকেরা) জিজ্ঞেস করছে ঃ মদ ও জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ ? বলে দাও ঃ এ দুটি জিনিসেই বড় পাপ রয়েছে, যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও আছে; কিন্তু উভয় কাজের পাপ উপকারিতা হতে অনেক বেশি।.... (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৯)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .... ﴿۲۹﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; ...। (সূরা আন-নিসা ঃ ২৯)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

(৯০) হে ঈমানদার লোকেরা! এই মদ্য, জুয়া, আস্তানা ও পাশা— এ সবই না-পাক শয়তানী কাজ। তোমরা এটা পরিহার করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (৯১) শয়তান তো চায় যে, শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে সে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-দ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখবে। এখন তোমরা কি এসব জিনিস থেকে বিরত থাকবে? (সূরা আল-মায়েদাহ্)

৮৩. অপরিপক্কমত

কুরআন

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ۝

এমন কোনো জিনিসের পিছনে লেগে যেয়ো না, যে বিষয়ের কোনো জ্ঞানই তোমার নেই। নিশ্চিত জেনো, চক্ষু, কান ও মন সব কিছুকেই জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আনুমানিক ধারণা পোষণ থেকে তোমরা দূরে সরে দাঁড়াও, কেননা আনুমানিক (বস্তুটিই) হচ্ছে চরম মিথ্যালাপ। অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করো না এবং অন্যের দোষ-ত্রুটির খোঁজে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। বরং হে আল্লাহ্র বান্দাগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করো। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ عَمَّا وَسْوَسَتْ، اَوْ حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْ تَكَلَّمْ - (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটি নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের কল্পনা কিংবা ধারণার (ওপর দণ্ড দেবেন না) ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত সে তা কাজে পরিণত করে অথবা বাক্যের ব্যবহার না করে। (বুখারী)

৮৪. কাপুরুষতা

কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

(১৫৬) হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের ন্যায় কথাবার্তা বলো না, যাদের আত্মীয়-স্বজন কখনো সফরে গেলে কিংবা যুদ্ধে শরীক হলে (এবং সেখানে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে) তারা বলে যে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তাহলে মারা যেতো না এবং নিহত হতো না। আল্লাহ এ ধরনের কথাবার্তাকে তাদের মনের দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ বানিয়ে দেন; এতে মৃত্যু ও জীবন দানকারী হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং তোমাদের সকল প্রকার কাজ-কর্মের ওপর তাঁর প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। (১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হও কিংবা নিহত হও, সকল অবস্থায় তোমাদের সকলকেই একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হতে হবে। (সূরা আলে-ইমরান)

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۝ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

(৭২) হাঁ, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পশ্চাদপদ হয়। যদি তোমাদের ওপর কোনো বিপদ উপস্থিত হয় তবে বলে ঃ আল্লাহ্ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি এই লোকদের সাথে যাইনি। (৭৩) আর আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ হলে তখন তারা বলে—এমনভাবে বলে যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে যেন ভালোবাসার কোনো সম্পর্কই ছিল না— হায় আমিও যদি তাদের সঙ্গে থাকতাম তাহলে আমি বড়ই সাফল্য লাভ করতাম। (সূরা আন-নিসা)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

(১৫) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন একটি সৈন্য-বাহিনী রূপে কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন তাদের মোকাবেলা করা থেকে কখনো পশ্চাদমুখী হবে না। (১৬) এরূপ অবস্থায় যে লোক পশ্চাদমুখী হয় —যুদ্ধ কৌশল হিসেবে কিংবা অপর কোনো বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এটা করা হলে অন্য কথা —সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র গযবে পরিবেষ্টিত হবে। জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা আর তা প্রত্যাবর্তনের পক্ষে বড়ই খারাপ জায়গা। (সূরা আল-আনফাল)

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ۝

(৪৪) যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনো তোমার কাছে আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করেই জানেন। (৪৯) তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলে ঃ "আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।" শুনে রাখো,

এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে আছে আর জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। (৫৬) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, আমরা তো তোমাদেরই মধ্যকার লোক। অথচ তারা কক্ষনোই তোমাদের মধ্যকার লোক নয়। আসলে তারা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত লোক। (৫৭) তারা আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো স্থান যদি পায় কিংবা কোনো গুহা অথবা লুকিয়ে বসবার মতো কোনো জায়গা, তাহলে তারা সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। (সূরা আত্-তাওবা)

হাদীস

عَنْ سَعْدٌ يَعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اِنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمَرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنَيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ -

হযরত আমর ইবনে মায়মুন আল-আওদী (র) বলেন, "শিক্ষক যেমন তাঁর ছাত্রদেরকে লেখা শিক্ষা দেন, তেমনি সাদ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে একথাগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন রাসূলুল্লাহ (স) নামাযের পর এগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ভীরুতা, বার্ধক্য, দুনিয়ার ফেতনা এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমর ইবনে মায়মুন বলেন, আমি মুসআবের কাছে হাদীস বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী করীম (স) এই বলে প্রার্থনা করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবিতকালীন বিপর্যয়, মৃত্যুকালীন বিপর্যয় এবং কবরে আযাবের বিপর্যয় থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী)

৮৫. পাপাচার

কুরআন

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۞ وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۞

(১৫) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে, তবে তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখো— যতদিন না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন। (১৬) আর তোমাদের মধ্য হতে যারা (যে দ'জন) এই কার্য করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে লয়, তবে তাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। কেননা, আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী ও অশেষ দয়াময়। (সূরা আন-নিসা)

... وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ...

... নির্লজ্জতার বিষয় ও প্রসঙ্গের কাছেও যাবেনা— তা প্রকাশ্যেই হোক, কি গোপনে ...।
(সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫১)

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

(৪০) আবার কতিপয় মুখমণ্ডল হবে ধূলিমলিন, (৪১) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। (৪২) এরাই হলো কাফের ও পাপী লোক। (সূরা আবাসা)

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

এবং পাপাচারী লোকেরা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। (সূরা আল-ইনফিতার ঃ ১৪)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

৮৬. দুরাচার

কুরআন

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَنْ يَّكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিশম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১১)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۪ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهِۦٓ أَنْ يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেওয়ার পর আবার তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ যাকে যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে; প্রকৃতপক্ষে এ সব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭)

... اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

....জালিম লোক কখনো কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না। (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৩৫)

... وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

... জালিম লোকেরা পরস্পরের সঙ্গী-সাথী আর মুত্তাকী লোকদের সাথী হলেন আল্লাহ্।
(সূরা আল-জাসিয়াহ ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

যে ব্যক্তিই অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম সহকারে এরূপ করবে, তাকে আমরা নিশ্চয়ই আগুনে নিক্ষেপ করব আর আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩০)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِى الظَّالِمَ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَاَ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ -

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ্ জালিমদেরকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তাদেরকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। একথা বলে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন এবং এরূপ তোমাদের জন্য কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (يَعْنِىْ اِبْنَ قَيْسٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা ইবনে কা'নাবী (র) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা জুলুমকে ভয় করো। কেননা কেয়ামত দিবসে জুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা লোভ-লালসা থেকে সাবধান থেকো। কেননা এই লোভ-লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। এই লোভ-লালসা তাদের খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলুব্ধ করেছে। (মুসলিম)

৮৭. গীবত ও পরনিন্দা

কুরআন

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْۤءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝

মানুষ খারাপ কথা বলুক, তা আল্লাহ পছন্দ করেন না। অবশ্য কারো ওপর জুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। আল্লাহ সব কিছুই শোনেন এবং সব কিছুই জানেন। (অত্যাচারিত হলে যদিও তোমাদের খারাপ কথা বলার অধিকার আছে।) (সূরা আন-নিসা ঃ ১৪৮)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ؗ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি করো না আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা নিজেরাই তো এতে ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহ্কে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১২)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝

নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের গালাগাল দেয় এবং (পিছনে) নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (সূরা আল-হুমাযা ঃ ১)

হাদীস

عَنْ اَبِى اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتٰى كِتَابَهُ مَنْشُوْرًا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ فَاَيْنَ حَسَنَاتُ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِىْ صَحِيْفَتِىْ فَيَقُوْلُ مُحِيَتْ بِاغْتِيَابِكَ النَّاسَ ـ

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ (বিচারের দিন) লোকদের কাছে তার আমলনামা খুলে ধরা হবে। তখন সে বলবে ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! দুনিয়ার জীবনে আমি এই এই কাজ করেছিলাম কিন্তু আমার আমলনামায় তা দেখছি না। উত্তরে আল্লাহ্ বলবেন ঃ লোকের গীবত করার কারণে তা তোমার আমলনামা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। (তারগীব ও তারহীব)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعٰى بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স) দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন ঃ এ দুটি কবরের অধিবাসীকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এমন কোনো বড় গোনাহর কারণে তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, তাদের দু'জনের মধ্যে একজন গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব থেকে সাবধান থাকত না।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর তিনি [নবী করীম (স)] গাছের একটি তাজা ডাল ভেঙ্গে দুই টুকরা করে এক এক টুকরা এক এক কবরে পুঁতে দিলেন এবং বললেন ঃ হয়তো এ দুটি (ডাল) শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের আযাব হালকা করা হবে। (বুখারী)

عَنْ هُمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيْلَ لَهٗ اِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلٰى عُثْمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ -

হযরত হাম্মামী (রা) বর্ণনা করেছেন, একদিন আমরা হুযাইফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর কাছে বলা হলো, একজন লোক মানুষের কথা ওসমান (রা)-এর কাছে বলে থাকে (অর্থাৎ চোগলখুরী করে থাকে)। তখন হুযাইফা (রা) বললেন ঃ আমি নবী (স)কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَخِىْ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ ما اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমরা কি জানো, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জবাব দিলেন-আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশি জানেন। হুজুর (স) বললেন ঃ গীবত হলো তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে, সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুজুর (স)কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র নবী! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (স) জবাব দিলেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে তা হবে বোহতান (তহমত)। (মিশকাত, মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهٰى عَنِ الْغِيْبَةِ وَعَنِ الْاِسْتِمَاعِ الْغِيْبَةِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) চোগলখুরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনাও লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

৮৮. মিথ্যাবাদী

কুরআন

...وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝

... মিথ্যা কথা-বার্তা পরিহার করো। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৩০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(২) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কেন সে কথা বলো যা কার্যত করো না ? (৩) আল্লাহ্র কাছে এটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা করো না।(সূরা আস-সফ)

হাদীস

بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ -

হযরত বাহায ইবনে হাকিম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ধ্বংস ও বিফলতা সেই ব্যক্তির জন্যে যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস, তার জন্য রয়েছে অকল্যাণ। (তিরমিযি)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَلَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ -

হযরত সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল-হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা বা খেয়ানত হলো তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে মনে করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جِدٍّ وَّ لَا هَزْلٍ وَلَا اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لَا يَنْجِزُ لَهٗ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ কৌতুক ছলেও মিথ্যা বলা এবং গৌরব প্রদর্শন কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোনো ওয়াদা করবে না, যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আদাবুল মুফরাদ)

اِبْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفْرَى الْفِرٰى اَنْ يُّرِىَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দুই চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দুটো চোখ দেখেনি। (বুখারী)

৮৯. উপহাস করা

কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ... ⑪

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। ... (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১১)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ কোনো লোকের জন্য এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করে। (মুসলিম)

৯০. দাম্ভিকতা

কুরআন

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝ ... وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝ ... وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

(৩৬).... নিশ্চিয়ই আল্লাহ্ এমন কাউকে পছন্দ করেন না যে হবে দাম্ভিক অহংকারী। (১৭২).... কেউ যদি আল্লাহ্র বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জার ব্যাপার মনে করে ও গৌরব-অহঙ্কার করতে থাকে, তবে এমন এক সময় আসবে, যখন আল্লাহ সকলকে পরিবেষ্টন করে নিজের সম্মুখে উপস্থিত করবেন। (১৭৩) .... পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র বন্দেগীকে লজ্জাজনক কাজ মনে করে ও গর্ব-অহঙ্কার করে, আল্লাহ্ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন। আর আল্লাহ্ ছাড়া আর যার যার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ওপর তারা ভরসা করে, তাদের কাউকেও তারা সেখানে পাবে না। (সূরা আন-নিসা)

.... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۝ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

(২৩)....তিনি সে লোকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না যারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত। (২৪) আর যখন তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এ কি জিনিস নাযিল করেছেন ? তখন তারা বলে, 'এ তো পূর্বকালের পুরাতন কাহিনী মাত্র'। (২৫) এসব কথা তারা বলে এ জন্য যে, কেয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও পুরোপুরি বহন করবে এবং সে সঙ্গে তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে এরা মূর্খতার কারণে গোমরাহ করছে। লক্ষ্য করো, এরা কত বড় দায়িত্ব নিজেদের মাথায় তুলে নিচ্ছে। (২৬) এদের পূর্বেও বহুসংখ্যক লোক (মহাসত্যকে হীন রূপে দেখাবার উদ্দেশ্যে) এ রকমেরই সব ছল-চাতুরী করেছে। তবে লক্ষ্য করো, আল্লাহ তা'আলা তাদের ছল-চাতুরীর প্রাসাদ সমূলে উৎপাটিত করে দিয়েছেন। আর

এর ছাদ ওপর থেকে তাদের মাথার ওপর এসে পড়েছে এবং এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসেছে, যেদিক থেকে এর আসার কোনো ধারণাও তাদের ছিল না। (২৭) অতঃপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন আর তাদেরকে বলবেন ঃ বলো, এখন কোথায় আমার সে শরীকেরা যাদের জন্য তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) ঝগড়া করছিলে ? —যারা দুনিয়ায় জ্ঞান লাভ করেছিল, তারা বলবে ঃ আজ তো কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য নিশ্চিত। (২৮) হ্যাঁ, সেসব কাফেরদের জন্য যারা নিজেদের ওপর জুলুম করা অবস্থায় যখন ফেরেশতাদের হাতে ধরা পড়ে যায়, তখন (বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে) সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে আর বলে ঃ "আমরা তো কোনো অপরাধ করেছিলাম না।" ফেরেশতারা জবাব দেয়, কেমন করে করছিলে না ? আল্লাহ তো তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল। (২৯) এখন যাও, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো, সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান করতে হবে। অতএব সত্য কথা এই যে, বড়ই খারাপ পরিণতি রয়েছে অহংকারী লোকদের জন্য।

(সূরা আন-নাহল)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

(৩৭) জমিনের বুকে দম্ভ ভরে চলা না। তোমরা না জমিনকে দীর্ণ করতে পারবে, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে। (৩৮) এ আদেশসমূহের প্রতিটিরই খারাপ দিকটি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে অপছন্দনীয়। (সূরা বনী ইসরাঈল)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

(১৫) আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি তো সে লোকেরা ঈমান আনে, যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা সিজদায় অবনত হয় ও নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। (সিজদা) (সূরা সাজদাহ)

... أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

(৬০) .... অহংকারীদের জন্য জাহান্নামে কি যথেষ্ট জায়গা নেই ? (৭২) বলা হবে ঃ প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাসমূহের মধ্যে। এখন চিরকালই তোমাদেরকে এখানে থাকতে হবে। এটি অহংকারীদের জন্য খুবই খারাপ জায়গা। (সূরা আয-যুমার)

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ ... كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

(৭৬) এখন যাও, জাহান্নামের দুয়ারে প্রবেশ করো। সেখানেই তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে। বড়ই নিকৃষ্ট পরিণতি রয়েছে অহংকারী লোকদের জন্য। (৩৫) .....এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর মনের ওপর মোহর মেরে দেন। (সূরা আল-মু'মিন)

৯১. লোক দেখানো প্রবণতা

কুরআন

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۤءَ قَرِيْنًا ۝

আর সেসব লোককেও আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, যারা নিজেদের ধন-মাল শুধু লোকদের দেখাবার ছলে ব্যয় করে থাকে আর প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে আর না পরকালের প্রতি। সত্য কথা এই যে, শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে, তার ভাগ্যে খুব খারাপ সঙ্গই জুটেছে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۭ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সে ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে আর না আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে, না পরকালের প্রতি। তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একটি পাথুরে চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তর পড়েছিল— এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে রইল। এ সব লোক দান-সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করা আল্লাহ্‌র রীতি নয়। (সূরা আল-বাকারা)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاۤءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝

আর তোমরা সে লোকদের সাথে কোনো খাতির রেখো না, যারা নিজেদের ঘর থেকে গৌরব-অহংকার সহকারে ও অন্য লোকদেরকে নিজেদের শান-শওকত দেখাতে দেখাতে বের হয়— যাদের আচরণই এই হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখে। বস্তুত তারা যা কিছু করে তা আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে পারবে না। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৪৭)

হাদীস

عَنْ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ يُرَاۤءِ يُرَاۤءِ اللّٰهُ بِهٖ -

হযরত জুন্দুব (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কৃতকর্মের সুনামের জন্য লোক সমাজে ইচ্ছাপূর্বক প্রচার করে বেড়ায়, আল্লাহ্ তা'আলাও (কেয়ামতের দিন) তার কৃতকর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকদের জানিয়ে ও শুনিয়ে দেবেন।

আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সৎ কাজ করবে, আল্লাহ্ ও (কেয়ামতের দিন) তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকের মাঝে প্রকাশ করে দেবেন। (বুখারী)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُّ، قَالَ : كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِىْ النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَهٗ فَعَرَ فَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ - قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ اِنَّكَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ- وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا - قَالَ : عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ - قَالَ : كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ، قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىْ فِىْ النَّارِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে রিয়াকারদের মধ্যে সর্ব প্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে (দুনিয়াতে প্রদত্ত) তাঁর নেওয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি (এসব নেওয়ামতের বিনিময়ে) দুনিয়ায় কি কাজ করেছ? সে উত্তর দেবে ঃ (হে আল্লাহ্) আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি তো যুদ্ধ করেছ এজন্য যে, যাতে তোমাকে বাহাদুর বলা হয়। আর তা তোমাকে (দুনিয়ায়) বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে (ফেরেশতাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে (জাহান্নামে নিক্ষেপের) এবং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো) এমন এক ব্যক্তি যে নিজে (দ্বীনি) শিক্ষা লাভ করেছে, অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তিনি তাকে তাঁর নেওয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ (তাকে) জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি দুনিয়াতে কি কাজ করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি দুনিয়াতে (দ্বীনি) শিক্ষা লাভ করেছি এবং তা অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছি। আর আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যে কুরআন তেলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি তো (দ্বীনি) শিক্ষা এজন্য শিখেছিলে যে, তোমাকে যেনো বিদ্বান বলা হয়। আর কুরআন মজীদ এজন্য তেলাওয়াত করেছিলে যে, তোমাকে ক্বারী বলা হবে। অতএব (এগুলো) তোমাকে (দুনিয়াতে) বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে (ফেরেশতাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে (জাহান্নামে ফেলার জন্যে) এবং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (তৃতীয় ব্যক্তি হলো) এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সচ্ছলতা দান করেছেন এবং

তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দান করেছেন। (কেয়ামতের দিন) তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে নেওয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। আর সেও তা স্মরণ করবে। তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তুমি দুনিয়াতে (আমার এসব নেওয়ামত ভোগ করে শুকরিয়া বাবদ কি কাজ করেছিলে? লোকটি উত্তরে বলবে ঃ যে পথে খরচ করলে তুমি খুশি হও সে পথেই তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি খরচ করেছি! আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ। আসলে তুমি তো এগুলো করেছ এজন্য যে, যাতে তোমাকে একজন দানবীর-দাতা বলা হয়। আর (দুনিয়ার) তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর তারও ব্যাপারে (ফেরেশতাদেরকে) আদেশ করা হবে (তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য) এবং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

৯২. বিশ্বাসঘাতকতা

কুরআন

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ۝ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝

(১০৫) (হে নবী!)আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন, সে অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতে পারো। তুমি খেয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হয়ো না (১০৬) এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১০৭) যারা নিজেদের নফ্‌সের সাথে খেয়ানত করে, তুমি তাদের সাহায্য করো না। বস্তুত আল্লাহ খেয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ লোকদের পছন্দ করেন না। (১০৮) এরা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড লুকাতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সে সময়ও তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন এরা রাতে বেলা গোপনে গোপনে আল্লাহ্‌র মর্জির খেলাফ পরামর্শ করতে থাকে। এদের সমস্ত কাজই আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন। (১০৯) হাঁ, তোমরা এসব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে দুনিয়ার জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে; কিন্তু কেয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে? সেখানে কে তাদের উকিল হবে? (সূরা আন-নিসা)

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝

আর যদি কখনো কোনো জাতির পক্ষ থেকে তোমরা ওয়াদা ভঙ্গের আশঙ্কা করো, তবে তাদের ওয়াদা-চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্মুখে ছুঁড়ে মারো; আল্লাহ নিশ্চয়ই ওয়াদা ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৫৮)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۖ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞

(৯২) তোমাদের অবস্থা যেন সে নারীর মতো না হয়, যে নিজেই খাটা-খাটুনি করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারসমূহে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছ; যেন একদল অপর দল অপেক্ষা বেশি ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন এবং অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল রহস্য তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেবেন। (৯৪) (আর হে মুসলমানরা!) তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোঁকা দেওয়ার উপায় বানিয়ে নিয়ো না। এমন যেন না হয় যে, কোনো পদক্ষেপ স্থিতি লাভ করার পর তা স্খলিত হয়ে গেল। আর তোমরা লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখো, পরিণামে খারাপ ফল দেখতে পেলে ও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হলে। (সূরা আন-নাহ্ল)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্যই একটি পাতাকা উত্তোলিত হবে যা তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হবে। (বুখারী)

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَادَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ مَعْقَلَ بْنَ يَسَارِنِ الْمُزَنِىْ فِىْ مَرْضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ، مَاحَدَّثْتُكَ، قَالَ مَعْقَلٌ وَاِنِّىْ مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ عَلِمْتَ اَنَّ لِى حَيَةً اَنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُلُ : مَامِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْ عِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً، يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

হযরত হাসান বসরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মা'কাল ইবনে ইয়াসার আল মুযানী (রা) যে রোগে ইন্তেকাল করেন, সে সময় ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (বসরার শাসক) তাকে দেখতে গেলেন। মা'কাল (রা) বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস শোনাব যা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি যদি জানতে পারতাম যে, আমি আরও কিছুদিন জীবিত থাকব, তাহলে আজও আমি তোমাকে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোনো বান্দাকে আল্লাহ্ জনগণের শাসক নিযুক্ত করেন আর সে যদি তার প্রজাদের সাথে প্রতারণ করে মৃত্যুবরণ করেন, তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (মুসলিম)

৯৩. দম্ভ করা

কুরআন

... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ﴿۳۶﴾

.... নিশ্চিত জানিও, আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না, যে নিজ ধারণায় অহঙ্কারী ও নিজের বড়ত্ব নিয়ে গর্বকারী। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)

... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۱۸﴾

....নিঃসন্দেহে। আল্লাহ্ কোনো আত্মগর্বী ও দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।
(সূরা লুকমান ঃ ১৮)

৯৪. বিরোধ

কুরআন

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

এবং তোমরা পরস্পর একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না আর শাসকদের সম্মুখে তা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোনো অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে নিতান্ত অবিচারমূলক পন্থায় ভক্ষণ করবার সুযোগ পাবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿۵۹﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾

(৫৯) হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্র আনুগত্য করো রাসূলের এবং সে সব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম। (২৯) হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; লেন-দেন তো পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান। (সূরা আন-নিসা)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَايَحْلِفُ اَحَدٌ عَلٰى يَمِيْنٍ صَبِرٍ يَقْتَطِعُ مَالًا، وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ الْاٰيَةَ، فَجَاءَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ يُحَدِّثُهُمْ، فَقَالَ : فِىَّ نَزَلَتْ وَفِىْ رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِىْ بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ : لَا قَالَ : فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ إِذَنْ يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ الْاٰيَةَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেন, যদি কেউ অন্যের মাল আত্মসাত করার জন্য মিথ্যা কসম করে তবে সে আল্লাহ্‌র সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন আল্লাহ্ তার ওপর ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও তাদের কসমকে (ক্ষুদ্র স্বার্থে) বিক্রয় করে।" আশআস ইবনে কায়েস এমন সময় আসলেন, যখন আবদুল্লাহ লোকদের কাছে একথা বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন যে, এ আয়াতটি আমার ও অন্য একটি লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যার সাথে আমি একটি কূপ নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম। তখন নবী করীম (স) বলেন ঃ তোমার কি কোনো প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তবে তাকে কসম করতে হবে। আমি তখন বললাম, সে তৎক্ষণাৎ মিথ্যা কসম করবে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের কসমকে (ক্ষুদ্র স্বার্থে) বিক্রয় করে। (সূরা-আল ইমরান ঃ ৭৭) (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فِىْ اَرْضٍ، فَدَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذٰلِكَ، فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْاَرْضَ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهٗ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ - (بخارى)

হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, কয়েকজন লোকের সঙ্গে জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আবু সালামা হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে এসে তাঁর কাছে ব্যাপারটি ব্যক্ত করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আবু সালামা! জায়গা জমির (ঝামেলা) এড়িয়ে চলো। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, যে লোক এক বিঘত পরিমাণও (পরের) জমি জুলুম করে আত্মসাত করেছে, (কেয়ামতের দিন) সাত তবক জমিনের হার গলাবেড়ী (হাসুলির মতো) বানিয়ে তার গলায় পড়ানো হবে। (বুখারী)

৯৫. অপচয়

কুরআন

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَ

الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

তিনি আল্লাহই যিনি নানা প্রকারের বাগান গুল্মলতাবিশিষ্ট ও স্বীয় কাণ্ডের ওপর দণ্ডায়মান সন্নিবিষ্ট বৃক্ষসমূহ পয়দা করেছেন। যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়। যিনি জয়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল বাহ্যিক রূপে পরস্পর সদৃশ এবং স্বাদ বিভিন্ন। তোমরা তাঁর উৎপাদিত ফল-ফসল খাও, যখন এটা ফল ধারণ করবে এবং তাঁর হক আদায় করো যখন এই সবের ফসল আহরণ করবে। আর তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না, কেননা আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারী লোকদের পছন্দ করেন না (ভালো বাসেন না)। (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৪১)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿۲۶﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿۲۷﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿۲۹﴾

(২৬) নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার। তোমরা অপব্যয়-অপচয় করো না। (২৭) নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (২৯) নিজেদের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না, আবার তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না; এটি করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে। (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿۶۷﴾

তারা যখন খরচ করে; বেহুদা খরচ করে না, এবং কার্পণ্যও করে না, বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৭)

হাদীস

عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِيْ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ اكْتُبْ اِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ، فَكَتَبَ اِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا: قِيْلَ وَقَالَ، وَاِضَاعَةُ الْمَالِ، وَكَثْرَةُ السُّوَالِ -

হযরত মুগীরা ইবনু শোবার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুযাবিয়া (রা) মুগীরা ইবনু শোবাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নবী করীম (স)-এর কাছে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি— আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশি বেশি যাঞ্চা করা। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِبْنِ الْعَاصِ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ فَهُوَ يَتَوَ فَقَلَ مَاهٰذَ الشَّرْفُ يَاسَعْدُ قَالَ اَفِىْ الْوَضُوْءِ صَدَفَ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ-

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী (স) সাদ (রা)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন অযু করছিলেন। রাসূল (স) বললেন, হে সা'দ এই অপচয় কেন ? সা'দ (রা) বললেন, অযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে ? তিনি বললেন, হ্যা, তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাকো না কেন। (আহমদ)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ اِنَاءِ فِيْهِ شَىْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত; নবী করীম (স) বলেন, যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে বা সোনা-রূপা মিশ্রিত পাত্রে পান করে। সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢালে। (দারে কুতনী)

৯৬. চারিত্রিক নষ্টতা

কুরআন

... وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

...আর তোমাদের দাসীরাই যখন নিজেরাই সতীসাধ্বী চরিত্রবতী থাকতে চায় তখন বৈষয়িক স্বার্থে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না— কিন্তু যদি কেউ তাদের ওপর জবরদস্তি করে তবে এ জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)

হাদীস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَاِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের যুবক বয়সে আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে ছিলাম অথচ আমাদের কোনো প্রকার সম্পদ ছিল না। (এমতাবস্থায়) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ "হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিবাহ (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে নিচু রাখে এবং তার যৌন জীবনকে সংযমী করে, আর যে বিয়ে করার সামর্থই রাখে না সে যেন রোযা পালন করেন, কেননা রোযা তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়। (বুখারী)

৯৭. বিদ্রুপ করা

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝١١

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিশম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১১)

৯৮. ধোকা

কুরআন

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۝٩٨ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝٩٩

(৯৮) তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার কোনো পথ— কোনো উপায় ছিল না, (৯৯) সম্ভবত আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দেবেন; বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী ও রেহাই দানকারী। (সূরা আন-নিসা)

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝٤٢

এর পূর্বে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, তারা অনেক বড় বড় অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আসল সিদ্ধান্তক কৌশল তো পুরোপুরি আল্লাহ্রই মুষ্ঠিতে নিবদ্ধ রয়েছে। তিনি জানেন কে কি সব উপার্জন করেছে। আর অচিরেই এই সত্য অমান্যকারীরা দেখতে পাবে কার পরিণাম ভালো। (সূরা আর-রা'দ ঃ ৪২)

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٤٥ اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝٤٦ اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ۖ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٤٧

(৪৫) তাহলে যে লোকেরা (নবীর দাওয়াতের বিরুদ্ধতায়) নিকৃষ্টতম অপকৌশল গ্রহণ করছে তারা এ ব্যাপারে কি একেবারে নির্ভয় হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন কিংবা এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এগিয়ে দেবেন, যেদিক থেকে এর আসার ধারণা পর্যন্ত তাদের হয় না। (৪৬-৪৭) কিংবা চলা-ফিরা অবস্থায় সহসা তাদেরকে পাকড়াও করবে অথবা এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবে, যখন তাদের নিজেদেরই মনে আসন্ন মুসীবতের ভীতি লেগে থাকবে এবং তারা তা থেকে আত্মরক্ষা করার চিন্তায় সচেতন হয়ে থাকবে। তিনি যা কিছুই করতে চান, এই লোকেরা তাঁকে অক্ষম করার জন্য কোনো ক্ষমতাই রাখে না। আসল কথা এই যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই নরম-হৃদয় এবং অতীব দয়াবান।

(সূরা আন-নাহ্ল)

হাদীস

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا . رواه مسلم. وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهٗ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعُهٗ بِلَلًا فَقَالَ : مَاهٰذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ اَصَبَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : اَفَلَا جَعَلْتَهٗ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের লোক নয়।- (মুসলিম) মুসলিমেরই এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলে আকরাম (স) খাদ্য সামগ্রীর এক স্তূপের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজের হাতকে স্তূপের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি নিজের আঙ্গুলে স্যাঁতসেতে ভাব অনুভব করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে খাদ্যশস্য ওয়ালা! এটা কি জিনিস? সে জবাব দিল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এর ওপর বৃষ্টি পড়েছে। রাসূলে আকরাম করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে বৃষ্টিভেজা খাদ্যশস্যকে ওপরে কেন রাখোনি? তাহলে লোকেরা সেটা দেখতে পেত! (জেনে রেখো) যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَنَا جَشُوْا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম (স) বলেছেন ঃ (তোমরা) ধোঁকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করো না। (বুখারী ও মুসলিম)

وَعَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ يَخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَاخِلَابَةَ - متفق عليه. اَلْخِلَابَةُ بِاَءٍ مُّعْجَمَةٍ مَّكْسُوْرَةٍ وَبَاَءٍ مُوَخَدَةٍ مُوَخَدَةٍ وَهِىَ الْخَدِيْعَةُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (স)-এর কাছে উল্লেখ করল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে তাকে ধোঁকা দেওয়া হয়। রাসূলে আকরাম (স) বললেন ঃ তুমি যে ব্যক্তির সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করো, তাকে বলো ঃ ধোঁকার প্রশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯. অপমান

কুরআন

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝

মানুষ খারাপ কথা বলুক, তা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। অবশ্য কারো ওপর জুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। আল্লাহ্ সব কিছুই শোনেন এবং সব কিছুই জানেন। (অত্যাচারিত হলে যদিও তোমাদের খারাপ কথা বলার অধিকার আছে।) (সূরা আন-নিসা ঃ ১৪৮)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا اِسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ : بِئْسَ اَخُوْ الْعَشِيْرَةِ، وَبِئْسَ اِبْنُ الْعَشِيْرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ وَجْهِهٖ وَانْبَسَطَ اِلَيْهِ، فَلَمَّا اَنْطَلَقَ الرَّجُلُ، قَالَتْ لَهٗ عَائِشَةُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! حِيْنَ رَاَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهٗ كَذَا ؟ وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِىْ وَجْهِهٖ وَانْبَسَطْتَّ اِلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ مَتٰى عَهَدْتِّنِى فَحَاشًا؟ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ شَرِّهٖ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার একজন লোক নবী করীম (স)-এর কাছে ভেতরে আসার অনুমতি চাইল। নবী করীম (স) লোকটিকে দেখে বললেন, গোষ্ঠীর নিকৃষ্ট ভাই এবং বংশের জগণ্যতম সন্তান। অতঃপর লোকটি এসে বসলে নবী করীম (স) সহাস্য বদনে এবং উদার প্রাণে তার সাথে মিশলেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশাহ (রা) নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকটিকে দেখে আপনি তার সম্পর্কে এমন এমন কথা বললেন। পরে আবার তার সাথে সহাস্য বদনে এবং উদার প্রাণে মেলামেশা করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আয়েশা! তুমি আমাকে অশালীন কথা বলতে বা অশোভন আচরণ করতে কবে দেখেছ? কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদায় মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের লোক হবে সেই ব্যক্তি, মানুষ তার খারাবী থেকে বেঁচে থাকার জন্য যাকে পরিত্যাগ করে। (বুখারী)

عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهٗ، وَزَادَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ -

মালিকও (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, না হয় চুপ থাকে। (বুখারী)

১০০. বিকৃত উপনামে ডাকা

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ

يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিশম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১১)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ الْمَيِّتُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ লোকেরা দুটি বিষয়ের দরুন কাফের হয়ে যায় ঃ বংশধারাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এবং মৃত ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।

১০১. সমকামিতা

কুরআন

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۱۶﴾

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা (যে দু'জন) এই কার্য করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে লয়, তবে তাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। কেননা, আল্লাহ্ বড়ই তওবা কবুলকারী ও অশেষ দয়াময়। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৬)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۸۱﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۸۲﴾

(৮০) আর 'লূত'কে আমরা পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। অতঃপর স্মরণ করো যখন সে নিজ জাতির লোকদেরকে বলল ঃ তোমরা কি এতদূর নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছ যে, তোমরা এমন সব নির্লজ্জতার কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ করেনি ? (৮১) তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন-ইচ্ছা পূরণ করে নিচ্ছ; প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালঙ্ঘনকারী লোক। (৮২) কিন্তু তার জাতির লোকদের জবাব এতদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না যে, বহিষ্কার করো এই লোকদেরকে তাদের নিজেদের জনপদ থেকে; এরা নিজেদের বড় পবিত্র বলে জাহির করেছে ! (সূরা আল-আরাফ)

১০২. অমূলক ধারণা পোষণ

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ .... ⑫

হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ..... (সূরা আল-হুজরাত ঃ ১২)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করীম (স) বলেন ঃ আনুমানিক ধারণা পোষণ থেকে তোমরা দূরে সরে দাঁড়াও, কেননা আনুমানিক (বস্তুটিই) হচ্ছে চরম মিথ্যালাপ। অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করো না এবং অন্যের দোষ-ত্রুটির খোঁজে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। বরং হে আল্লাহর বান্দাগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করো। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِى عَمَّا وَسْوَسَتْ، اَوْ حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَكَلَّمَ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ হাদীসটি নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌছিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের কল্পনা কিংবা ধারণার (উপর দণ্ড দেবেন না) ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত না সে তা কাজে পরিণত করে অথবা বাক্যের ব্যবহার না করে। (বুখারী)

১০৩. আত্মহত্যা

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ⑲

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরস্পরে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; লেন-দেন তো পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান।

(সূরা আন-নিসা ঃ ২৯)

১০৪. চুক্তি ভঙ্গ করা

কুরআন

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝

(৫৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে জমিনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেসব লোক, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; অতঃপর তারা কোনো প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। (৫৬) (বিশেষ করে) তাদের মধ্যে সে লোকেরা (অধিকতর নিকৃষ্ট), যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছ, তারপর তারা প্রতিটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্‌কে এক বিন্দুও ভয় করে না। (৫৭) অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে পেয়ে যাও, তাহলে তাদেরকে এমনভাবে শাস্তি দেবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মতো আচরণ করবে, তাদের চেতনা জাগ্রত হবে। আশা করা যায় যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীদের এই পরিণতি দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। (৫৮) আর যদি কখনো কোনো জাতির পক্ষ হতে তোমরা ওয়াদা ভঙ্গের আশঙ্কা করো, তবে তাদের ওয়াদা-চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্মুখে ছুঁড়ে মারো; আল্লাহ নিশ্চয়ই ওয়াদা ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।

(সূরা আল-আনফাল)

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّيْ لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ۝

(ইউসূফ বললো ঃ) "এরূপ কথার মূলে আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, (আযীয) যেন জানতে পারে, আমি পর্দার আড়ালে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর মূলত যারা খেয়ানত করে তাদের কর্ম-কৌশলকে আল্লাহ তা'আলা সাফল্য মণ্ডিত করেন না।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৫২)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَإِنَّمَا قِيْلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِيْ ذٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِيْ حَجَّ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكٌ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর অন্য লোকদের সাথে আমাকেও কুরবানীর দিন মিনায় এই মর্মে ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছর পর কোনো মোশরেক হজ্জ পালন করতে পারবে না, কেউ উলঙ্গ হয়ে কাবা (গৃহ) প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করতে পারবে না, কুরবানীর দিনকেই হজ্জে আকবর বলা হয়। একে হজ্জে আকবর বলার কারণ

হচ্ছে এই যে, লোকেরা (উমরাহকে) হজ্জে আসগর বলতে শুরু করেছিল। আবু বকর এ বছরই কাফেরদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল ও রহিত করে দেন। হাজ্জাতুল বিদার (বিদায় হজ্জের) বছরে (যে বছর নবী করীম (স) হজ্জ আদায় করেন, সে বছর) কোনো মোশরেকই হজ্জ করেনি। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যার মধ্যে চারটি স্বভাব আছে সে নির্ভেজাল মোনাফেক। যে কোনো কিছু বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, চুক্তি করার পর বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ঝগড়া বা বিবাদ বাধলে অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে। কারো মধ্যে এ স্বভাবগুলোর কোনো একটি থাকলে সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত বলা যাবে যে, তার মধ্যে একটি মোনাফেকী স্বভাব আছে। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا الَتُوْجَدُ مِنْ مُسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুবাস পর্যন্ত লাভ করবে না, যদিও তার সুবাস চল্লিশ বছর দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। (বুখারী)

১০৫. অশ্লীলতা

কুরআন

... وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ... ۝

.... নির্লজ্জতার বিষয় ও প্রসঙ্গের কাছেও যাবেনা তা প্রকাশ্যেই হোক, কি গোপনে।...
(সূরা আন'আম ঃ ১৫১)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়বিচার (ইনসাফ), অনুগ্রহ ও সিলায়ে রেহমীর আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অন্যায়, পাপাচার, নির্লজ্জতা ও জুলুম-পীড়ন করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করেছেন, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।
(সূরা আন-নাহ্ল ঃ ৯০)

وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا ، قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ، أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

এই লোকেরা যখন কোনো লজ্জাকর কাজ করে, তখন বলে ঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এসব কাজ করতে দেখেছি আর আল্লাহ্ই আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে বলো, আল্লাহ লজ্জাকর কাজের হুকুম কখনোই দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্র নামে সে সব কথা বলো, যা আল্লাহ্র কথা বলে তোমরা মোটেই জানো না? (সূরা আল-আরাফ ঃ ২৮)

হাদীস

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَرَفَعَهُ، قَالَ : لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ فَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ، فَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ –

হযরত আমর ইবনে মুররা আবু ওয়ায়েল থেকে এবং আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী আমর ইবনে মুররা) বলেছেন ঃ আমি (আবু ওয়ায়েলকে) জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি একথাও বললেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ) নবী করীম (স) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ মহান আল্লাহর চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ও সূক্ষ্ম মর্যাদবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই। তাই তিনি প্রকাশ ও গোপন সব রকমের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মতো এত বেশি প্রিয় আর কিছুই নেই। তাই তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। (বুখারী)

১০৬. সূদ

কুরআন

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا م وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ، فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ، وَأَمْرُهٗٓ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ فَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ ۝ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ ، لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

(২৭৫) কিন্তু যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মতো যাকে শয়তান আপন স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ্ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসাও তো সুদের মতো জিনিস। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে এ উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে এ সুদখোরী থেকে বিরত থাকবে, সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে, তা তো খেয়েছে— সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্রই ওপর সোপর্দ। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২৭৬) আল্লাহ্ সুদকে নির্মূল করে দেন এবং দান-সদ্কাকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। এবং আল্লাহ্ কোনো অকৃতজ্ঞ ও পাপী লোক পছন্দ করেন না। (২৭৭) তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, তাদের প্রতিফল নিশ্চিতরূপেই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এবং তাদের জন্য কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। (২৭৯) কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না করো, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এখনো যদি তওবা করো (এবং সুদ পরিত্যাগ করো) তবে তোমরা মূলধন ফিরিয়ে লওয়ার অধিকারী হবে। না তোমরা জুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে।
(সূরা আল-বাকারা)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ! এই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো; আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আলে-ইমরান ১৩০)

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

আর ওদের এই সুদ নেওয়া। অথচ নিষেধ করা হয়েছিল ওদেরকে তা থেকে (ওদের কিতাবে) তদুপরি (এই সুদের ফাঁদে ফেলে) আত্মসাৎ করে মানুষের সহায়-সম্পদ অন্যায় অবৈধভাবে। প্রস্তুত করে রেখেছি আমরা ওদের মধ্যে এই ধরনের কাফেরদের জন্য কঠিন কষ্টদায়ক আযাব।
(সূরা নিসা ঃ ১৬১)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

লোকদের অর্থের সাথে মিলিত হয়ে বৃদ্ধি পাবে এ জন্য তোমরা যে সুদ দাও, তা আল্লাহ্র কাছে বৃদ্ধি পায় না আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত এ (যাকাত) প্রদানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে। (সূরা আর-রূম ঃ ৩৯)

হাদীস

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (স) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লেখক (এই চার শ্রেণীর লোককে) অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاهْدٰى لَهٗ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا -

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করল আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোনো হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। (আবু দাউদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنْظَةَ دِرْهَمُ رِبًا يَاكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً -

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জেনে-শুনে সুদের একটি টাকাও খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশ বার জিনার চাইতেও অনেক কঠিন। (মুসনাদে আহমদ)

اَلرِّبَا ثَلَاثٌ وَّ سَبْعُوْنَ بَابًا وَاَيْسَرُوْهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ وَاَنَّ يَوْبِىْ الرِّبَاعَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ -

সুদের তিহাত্তরটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে সহজ দরজাটির দৃষ্টান্ত হলো, যেন কোনো ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করল। আর সুদের সর্বোচ্চ দরজাটি হলো মুসলমান ব্যক্তির সম্মান ও ধন-সম্পদ হরণ করা।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَّ اَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا - رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهٗ مَوْضُوْعٌ كُلُّهٗ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জাহেলিয়াতের সুদী করবার রহিত করা হলো। আর সর্বপ্রথম আমি রহিত করছি আমাদের নিজেদের অর্থাৎ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদী কারবার, তা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেল।

১০৭. অহংকার

কুরআন

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

দুনিয়ার এই জিন্দেগী তো একটি খেল তামাসার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের স্থান অতীব মঙ্গলময় তাদের জন্য, যারা (আজ) ধ্বংসের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। এর পরও কি তোমরা কিছুমাত্র বুদ্ধিমানের পরিচয় দেবে না? (সূরা আল-আন'আম ঃ ৩২)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

আর এ দুনিয়ার জীবন, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, এ কথাটি যদি এরা জানত! (সূরা আল-আনকাবুত ৪ ৬৪)

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ أُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝

দুনিয়ার এ জীবন তো একটা খেল-তামাশার ব্যাপার। তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের শুভ কর্মফল অবশ্যই দেবেন। তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের কাছ থেকে চাইবেন না।

(সূরা মুহাম্মদ ৪ ৩৬)

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۥ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

হে লোকেরা! আল্লাহ্‌র ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আর সে বড় ধোঁকাবাজও যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে। (সূরা ফাতির ৪ ৫)

اِعْلَمُوْٓا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۚ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

ভালোভাবে জেনো নেও, দুনিয়ার এই জীবন শুধু একটা খেলা-তামাস ও মন ভুলানর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপরজন থেকে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তা ঠিক এই রকমই, যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তা থেকে উৎপন্ন সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখো যে তা লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষি হয়ে যায়। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল। তা এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা-মার্জনা এবং তাঁর সন্তোষ। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আল-হাদীদ ৪ ২০)

১০৮. প্রতিশোধ গ্রহণ

কুরআন

... فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

...কাজেই যে তোমাদের ওপর হস্ত প্রসারিত করে, তোমরাও অনুরূপভাবে তার ওপর হস্ত প্রসারিত করো, অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং এ কথা জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গেই আছেন, যারা তাঁর নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন থেকে দূরে সরে থাকে।

(সূরা আল-বাকারা ৪ ১৯৪)

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

এতো হলো তাদের অবস্থা। আর যে কেউ প্রতিশোধ নেবে তেমনই, যেমন তার সাথে করা হয়েছে, উপরন্তু তার উপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমশীল ও মার্জনাকারী। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৬০)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهٖ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ - فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ -

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) নিজস্ব কোনো ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখনই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা পদদলিত হতো, তখন তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী)

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ، وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি যেন (এখন) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া (আ)দের কোনো একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাঁকে (অর্থাৎ ঐ নবীকে) তাঁর কাওম আঘাত করেছিল (নাউযুবিল্লাহ), আঘাত করে তাকে আহত করে দিয়েছিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন। আর দো'আ করছিলেন এভাবে ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও। কারণ এরা তো বোঝে না। (বুখারী-মুসলিম)

১০৯. মদ

কুরআন

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا .... ۝

(লোকেরা) জিজ্ঞেস করছে ঃ মদ ও জুয়া সম্পর্কে কি নির্দেশ ? বলে দাও ঃ এ দুটি জিনিসেই বড় পাপ রয়েছে, যদিও এতে লোকদের জন্য কিছুটা উপকারিতাও আছে; কিন্তু উভয় কাজের পাপ উপকারিতা থেকে অনেক বেশি। .... (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝

(৯০) হে ঈমানদার লোকেরা! এই মদ্য, জুয়া, আস্তানা ও পাশা— এ সবই না-পাক শয়তানী কাজ। তোমরা এটা পরিহার করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (৯১) শয়তান তো চায় যে, শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে সে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও

হিংসা-দ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখবে। এখন তোমরা কি এসব জিনিস থেকে বিরত থাকবে? (সূরা আল-মায়েদাহ)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۖ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

(১৫) মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, এর পরিচয় তো এই যে, তাতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির। ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন দুধের যা কখনো বিস্বাদ হবে না। ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন পানীয়ের, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় হবে আর ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর। সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে থাকবে ক্ষমা। (যে ব্যক্তির ভাগে এ জান্নাত আসবে সে কি) ঐ লোকদের মতো হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে দেবে? (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৫)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ - (بخارى)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রতিটি পানীয় দ্রব্য হারাম। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّهٗ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهٗ بِاَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَ مُسْكِرٌ هُوَ! قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ الْمُسْكِرِ حَرَامٌ اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَهْدً اِلَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ اَنْ يَّسْقِيَهٗ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَلُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ : عَرَقُ اَهْلِ النَّارِ اَوْعُصَارَةُ اَهْلِ النَّارِ -

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, 'জায়শান' থেকে এক ব্যক্তি আসলো। জায়শান ইয়ামানের একটি এলাকা। এরপর সে নবী করীম (স)-কে তাদের এলাকায় তারা শস্য দ্বারা তৈরি 'মিযর' নামক যে শরাব পান করে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। নবী করীম (স) বলেন ঃ এটা কি নেশা সৃষ্টি করে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (স) বললেন ঃ যা নেশা সৃষ্টি করে তাই হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে তাকে তিনি "তীনাতুন খাবাল" পান করিয়ে ছাড়বেন। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি বললেন, জাহান্নামবাসীদের ঘাম বা জাহান্নামবাসীদের প্রস্রাব-পায়খানা। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ اٰخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَاَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলে সেগুলো নবী করীম (স) মসজিদে পড়ে শুনালেন এবং মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন। (বুখারী)

১১০. অবধ্যতা— বিদ্রোহ

কুরআন

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা এই ঃ নির্লজ্জতার কাজ— প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য— এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আরো এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক মনে করা, যার স্বপক্ষে তিনি কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র নামে এমন কথা বলা যা প্রকৃতই তিনি বলেছেন বলে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। (সূরা আল-আরাফ)

... وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

....আর জালিম লোকেরা শীঘ্র জানতে পারবে যে, তারা কোন পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছে। (সূরা আশ-শু'আরা ঃ ২২৭)

... كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

....এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর মনের ওপর মোহর মেরে দেন। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৩৫)

১১১. চুরি করা

কুরআন

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

চোর— পুরুষ হোক বা নারী— উভয়েরই হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল ও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শিক্ষামূলক শাস্তি বিশেষ। আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী ও সর্বপ্রধান, তিনি প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৩৮)

হাদীস

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

হযরত উরওয়া ইবনুস যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, ফাতহ্ যুদ্ধকালে (মক্কা বিজয়ের অভিযানকালে) এক মহিলা চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে আনা হলো। তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলে তার হাত কেটে দেওয়া হলো। আয়েশা (রা) বলেন ঃ তার তাওবাহ উত্তম তাওবাহ প্রমাণিত হলো। সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো এবং পরবর্তী সময়ে সে (আমার বাড়িতে) আসত। আমি তার প্রয়োজনগুলো রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে পেশ করতাম। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَاْنُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِى سَرَقَتْ، فَقَالَ : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا : وَمَنْ يَّجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَه اُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ؟ ثُمَّ قَامَ، فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ : اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ اَلشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمِ الضَّعِيْفُ، اَقَامُوْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ اِبْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। তার এই ব্যাপারটি কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলল। (কারণ একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ের হাত চুরির অপরাধে কিভাবে কাটা যেতে পারে?) তারা বলতে লাগল, তার এই ব্যাপারে নবী করীম (স)-এর সাথে কে- (সুপারিশের) কথা বলবে? কয়েকজন বলল, যদি (এ ব্যাপারে) তাঁর কাছে কেউ বলার সাহস করে, তবে একমাত্র ওসামা ইবনে যায়েদই করতে পারে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি। (তাঁকে পাঠানো হলো) অতঃপর ওসামা (এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাথে কথা বললেন। নাবী করীম (স) বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্র (জারি করা) দণ্ড বিধানগুলোর মধ্যে একটি সাজার বিধান মুলতবী করার ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি উঠে পড়লেন এবং (সবার সামনে) এক ভাষণ দান করলেন। বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে, যে তাদের মধ্যে যখন কোনো উচ্চ বংশের লোক চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করত তাকে সাজা দিত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু-এর মেয়ে (অর্থাৎ আমার মেয়ে) ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে অবশ্যই তার হাতও আমি কেটে ফেলব। (বুখারী)

১১২. জীবন

কুরআন

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

দুনিয়ার এই জিন্দেগী তো একটি খেল-তামাসার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের স্থান অতীব মঙ্গলময় তাদের জন্য, যারা (আজ) ধ্বংসের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। এর পরও কি তোমরা কিছুমাত্র বুদ্ধিমানের পরিচয় দেবে না?

(সূরা আল-আন'আম ঃ ৩২)

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ۚ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۚ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۞ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۬ۙ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ۚ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۞

(৬৯) তোমাদের হাব-ভাব ঠিক তা-ই, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ছিল। তারা বরং তোমাদের চেয়েও বেশি পরাক্রমশালী ও অধিক ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিল। এর কারণে তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের মজা লুটে নিয়েছে, তোমরাও নিজেদের ভাগের স্বাদ তেমনিভাবেই লুটে নিয়েছ— যেমন তারা লুটে নিয়েছিল। আর সে ধরনের তর্কবিতর্কে তোমরাও লিপ্ত হয়েছ, যে ধরনের বিতর্কে তারা লিপ্ত হয়েছিল, অতএব তাদের পরিণাম এই হলো যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল এবং তারাই এখন ক্ষতিগ্রস্ত। (৭০) এই লোকদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌছায়নি ? নূহের লোকজন, আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর যেসব জনপদ উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের রাসূল তাদের কাছে স্পষ্টতর নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর এটা আল্লাহ্‌রই কাজ ছিল না যে, তিনি তাদের ওপর জুলুম করবেন; তারা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুমকারী হয়েছিল। (সূরা আত-তাওবা)

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ الْاَنْعَامُ ۚ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۚ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۞

দুনিয়ার এই জীবন (যার নেশায় মত্ত হয়ে তোমরা আমাদের দেওয়া নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করছ), এর দৃষ্টান্ত এমন, যেন আকাশ থেকে আমরা পানি বর্ষণ করলাম; ফলে জমিনের উৎপাদন— যা মানুষ ও জন্তু সকলেই খায়— খুব ঘনীভূত হয়ে উঠল। পরে ঠিক সে সময়, যখন জমিন ফসলে ভারাক্রান্ত ছিল এবং ক্ষেত-খামারগুলো ছিল শস্য-শ্যামল ও চাকচিক্যময়। এর মালিকরা মনে করছিল যে, আমরা এখন তা ভোগ করতে সক্ষম— তখন সহসা রাত্রিকালে কিংবা দিনের বেলা আমাদের নির্দেশ এসে পৌছল এবং আমরা তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেললাম, যেন কাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবেই আমরা নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে পেশ করি— করি তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝতে পারে। (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۞ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

(১৫) যেসব লোক শুধু এই দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজ-

কর্মের যাবতীয় ফল আমরা এখানেই তাদেরকে দান করি আর সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি কোনোরূপ কমতি করা হয় না। (১৬) কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (সেখানে তারা জানতে পারবে যে) তারা দুনিয়ায় যা কিছুই বানিয়েছে, তা সবই বিলীন হয়ে গেছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়েছে। (সূরা হূদ)

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ۝

(৩) যারা দুনিয়ার জীবনকে পরকালের ওপর অগ্রাধিকার দান করে, যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং চায় যে, এই পথ (তাদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী) বাঁকা হয়ে যাক। এই লোকেরা গুমরাহীতে বহু দূরে চলে গিয়েছে। (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৩)

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَ اِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

(৭) আসল কথা হলো, জমিনে এই যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে, এগুলোকে আমরা জমিনের অলংকার বানিয়ে দিয়েছি, যেন এই লোকদেরকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী লোক কারা। (৮) শেষ পর্যন্ত এসব কিছুকে আমরা একটি প্রস্তরময় মরুভূমিতে পরিণত করে দেবো। (৪৫) আর হে নবী! এই লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাও যে, আজ আমরা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে জমিন থেকে গাছ-গাছড়ার চারা খুব ঘন হয়ে মাথা জাগালো। আবার কাল সে শ্যামল গাছ-পালাই ভুষিতে পরিণত হয়ে গেলো, যাকে বাতাস উড়িয়ে এদিক-ওদিক নিয়ে যায়। আল্লাহ তো সব জিনিসের ওপরই শক্তিমান। (সূরা আল-কাহফ)

وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ۝

আর চোখ মেলেও তাকাবে না দুনিয়াবী জীবনের জাঁকজমকের প্রতি, যা আমরা এদের মধ্যকার বিভিন্ন লোককে দিয়েছি। এতো আমরা দিয়েছি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করার উদ্দেশ্যে। আসলে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দেওয়া হালাল রিযিকই উত্তম ও স্থায়ী।

(সূরা ত্বা-হা ঃ ১৩১)

وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

আর এ দুনিয়ার জীবন, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, এ কথাটি যদি এরা জানত! (সূরা আল-আনকাবূত ঃ ৬৪)

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ

غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ⑳

ভালোভাবে জেনো নেও, দুনিয়ার এই জীবন শুধু একটা খেলা-তামাস ও মন ভুলানর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপর জন থেকে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তা ঠিক এই রকমই, যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তা থেকে উৎপন্ন সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখো যে তা লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষি হয়ে যায়। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল। তা এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা-মার্জনা এবং তাঁর সন্তোষ। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আল-হাদীদ)

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ⑥٠

তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা শুধু দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী ও এর চাক্‌চিক্য মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে, তা তদাপেক্ষা উত্তম ও অধিক স্থায়ী। তোমরা কি বিচার-বুদ্ধি কাজে লাগাবে না ? (সূরা আল-কাসাস)

... اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۥ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ⑶٣

....বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সাচ্চা। অতএব, এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, এবং কোনো ধোঁকাবাজ যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে। (সূরা লুকমান ঃ ৩৩)

وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑥ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ⑦ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۣ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاۗئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ⑧ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ⑨

(৬) এ ওয়াদা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ্ নিজের করা ওয়াদার খেলাফ করেন না কখনো। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না। (৭) লোকেরা পার্থিব জীবনের শুধু বাহ্যিক দিকটিই জানে আর পরকাল সম্পর্কে তারা নিজেরাই গাফিল। (৮) তারা কি কখনো নিজেদের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেনি ? আল্লাহ্ জমিন ও আসমান এবং তাদের মধ্যকার সমস্ত জিনিস সত্যতা সহকারে ও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পয়দা করেছেন। কিন্তু বহু লোকই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত হওয়ার কথা বিশ্বাস করেনা। (৯) এ লোকেরা কি কখনো জমিনের বুকে চলে-

ফিরে বেড়ায়নি ? তাহলে এরা সে লোকদের পরিণাম দেখতে পেতো, যারা এদের পূর্বে চলে গিয়েছে। তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। তারা জমিনকে খুব ভালো করে কর্ষণ করেছিল এবং একে এতখানি আবাদ করেছিল, যতটা এরা করেনি। তাদের কাছে তাদের রাসূল উজ্জ্বল নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিলেন। পরন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। (সূরা আর-রূম)

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

তোমাদেরকে যা কিছুই দেওয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহ্র কাছে আছে তা যেমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তেমনি চিরস্থায়ীও আর তা সেই লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওপর নির্ভরতা রাখে।
(সূরা আশ-শূরা ঃ ৩৬)

وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ۝ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

সমস্ত লোক একই নীতির অনুসারী হয়ে যাবে এ আশংকা না থাকলে আমরা দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারীদের ঘরের ছাদ ও তাদের সিঁড়িগুলো— যার সাহায্যে তারা নিজেদের বালাখানাসমূহে আরোহণ করে— তাদের দরজাসমূহ এবং তাদের সে আসনগুলো যাতে তারা ঠেশ দিয়ে বসে— সবই স্বর্ণ ও রৌপে বানিয়ে দিতাম। এগুলো তো শুধু দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী ও উপকরণ মাত্র। আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পরকাল কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। (সূরা আয-যুখরুফ)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ۝

অতপর এ কাফেরদেরকে যখন আগুনের সম্মুখে এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের অংশের নেয়ামতসমূহ নিজেদের বৈষয়িক জীবনেই নিঃশেষ করে ফেলেছ। এর স্বাদ তোমরা গ্রহণ করেছ। তোমরা পৃথিবীতে কোনো অধিকার ছাড়াই যে অহংকার করছিলে আর যেসব নাফরমানী তোমরা করেছ, এর প্রতিফল হিসেবে আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাকর আযাব দেওয়া হবে। (সূরা আল-আহকাফ ঃ ২০)

يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْءَاخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

হে জাতি! এ দুনিয়ার জীবন তো মাত্র কয়েক দিনের জন্য। চিরকাল অবস্থান করার স্থল তো হলো পরকাল। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৩৯)

... فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ۚ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

(২০০) .... (অবশ্য আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী লোকদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে) তাদের কেউ এমন আছে, যে বলে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এ দুনিয়ায়ই আমাদেরকে সবকিছু দান করো। বস্তুত এরূপ লোকদের জন্য পরকালে কোনো অংশই প্রাপ্য হতে পারে না। (২০১) আর কেউ বলে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দাও আর জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করো। (২০২) এ ধরনের লোকেরা নিজেদের কাজ অনুযায়ী (উভয় স্থানেই) অংশ লাভ করবে। বস্তুত হিসাব নিষ্পত্তি করতে আল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। (২১২) যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, পৃথিবীর জীবন তাদের জন্য খুবই প্রিয় ও লোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে। এ শ্রেণীর লোকেরা ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদেরকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহভীরু লোকেরাই তাদের মোকাবেলায় অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে; অবশ্য দুনিয়ায় রিযিক দানের ব্যাপারে আল্লাহ্ যাকে চান, অপরিমিত দান করেন। (২১৪) তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় কিছু (বিপদ-আপদ) আপতিত হয়নি। তাদের ওপর বহু কষ্ট-ক্লেশ কঠোরতা ও বিপদ-মুসীবত আপতিত হয়েছে। তাদের অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেওয়া হয়েছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রাসূল এবং তার সঙ্গী-সাথীগণ এই বলে আর্তনাদ করে উঠেছে যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য অতি নিকটেই। (৮৬) প্রকৃতপক্ষে এ সব লোকেরাই নিজেদের পরকাল বিক্রয় করে দুনিয়ার জীবন খরিদ করে নিয়েছে। কাজেই এদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না এবং এরা নিজেরাও কোনো সাহায্য পাবে না। (সূরা আল-বাকারা)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝

(১৮) যে কেউ (এই দুনিয়ায়) নগদা-নগদী ফায়দা পেতে ইচ্ছুক, তাকে আমরা এখানেই দিয়ে দেই, যাকে যতটুকুই দিতে চাই। অতঃপর তার ভাগ্যে জাহান্নাম লিখে দেই, যা তাকে উত্তপ্ত করবে, সে হবে ভর্ৎসিত ও রহমত-বঞ্চিত। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৮)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۟

আল্লাহ যাকে চান, রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে রিযিক দেন। এই লোকেরা দুনিয়ার জীবনে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে আছে। অথচ দুনিয়ার জীবন পরকালের তুলনায় সামান্য পরিমাণ সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আর-রা'দ ঃ ২৬)

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۟

বরং পরকালের জ্ঞানই এদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অধিকন্তু এরা এই ব্যাপারে সন্দেহে নিমজ্জিত; বরং সে ব্যাপারে এরা অন্ধ। (সূরা আন-নাম্‌ল ঃ ৬৬)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝

যে ব্যক্তি পরকালীন ক্ষেত-ফসল চায়, তার ক্ষেত ফসলে আমরা প্রবৃদ্ধি দান করি। আর যে লোক দুনিয়ার ক্ষেত-ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া থেকেই তা দান করি; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না। (সূরা আশ-শূরা ঃ ২০)

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ۝

(২২) তোমাদের 'ইলাহ' শুধু এক আল্লাহ্। কিন্তু যারা পরকালকে মানে না, তাদের মনে আল্লাহ্‌র অস্বীকৃতি আসন গেড়ে বসেছে। আর তারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সব ক্রিয়াকাণ্ড জানেন— গোপন ও অদৃশ্য বিষয়ও এবং প্রকাশ্য ব্যাপারগুলোও। তিনি সে লোকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না যারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত। (সূরা আন-নাহ্‌ল)

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীর আচরণ কিরূপে করতে পারো? অথচ তোমরা তো প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন এবং পুনরায় তিনিই তোমাদের জীবন দান করবেন। অবশেষে তাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮)

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ؗ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝

তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দেন আবার তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। সত্য কথা এই যে, মানুষ বড়ই সত্য অমান্যকারী। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৬৬)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

এদেরকে বলো যে, তোমরা পৃথিবীতে চলাফেরা করো আর লক্ষ্য করে দেখো যে, তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ২০)

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

(হে নবী!) এই লোকদেরকে বলো ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটান। তিনিই আবার তোমাদেরকে সেই কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের আগমনের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা আল-জাসিয়াহ ঃ ২৬)

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

(১৭) আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভূ-তল থেকে বিস্ময়করভাবে উৎপন্ন করেছেন। (১৮) অতঃপর তিনি এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন আর (শেষ পর্যন্ত) মাটি থেকে সহসাই তোমাদেরকে বের করে আনবেন। (সূরা নূহ)

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

তোমাদেরকে অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। (সূরা ইনশিকাক ঃ ১৯)

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে ঃ "তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে ?" এরা জবাবে বলবে ঃ আমাদেরকে সে আল্লাহই কথা বলবার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ২১)

ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾

তোমাদের এই পরিণাম হলো এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অয়াতগুলোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের জিনিস বানিয়েছিলে আর দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। কাজেই আজ না এদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবে, না এদেরকে বলা হবে যে, ক্ষমা চেয়ে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে লও। (সূরা আল-জাসিয়াহ ঃ ৩৫)

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

সেখানে কখনো তারা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু ঘটেছিল, তা তো ঘটেই গেছে। আর আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন। (সূরা আদ-দুখান ঃ ৫৬)

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদেরকে এ সংবাদ জানিয়ে দেয় যে, তাদের জন্য আমরা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০)

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝

(২৯) (অতএব হে নবী!) যে লোক আমাদের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে লয় এবং দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন ছাড়া যার লক্ষ্য অন্য কিছু নয়, তাকে তারই অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। (৩০) তাদের জ্ঞানের দৌড় শুধু এ পর্যন্তই। তাঁর পথ থেকে কে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে আর কে সরল সঠিক পথে রয়েছে তা তোমার রসৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই বেশি জানেন। (সূরা আন-নাজ্‌ম)

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

(১৬) কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছ। (১৭) অথচ আখেরাত অধিক কল্যাণময় এবং চিরস্থায়ী। (১৮-১৯) পূর্বে অবতীর্ণ সহীফাসমূহেও এ কথাই বলা হয়েছিল— ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে। (সূরা আল-আলা)

হাদীস

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ، فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

হযরত আনাস (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেন যে, হে আল্লাহ্! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন, অতএব আনসার ও মুহাজিরদেরকে শুধরে দিন। (বুখারী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَوْضَعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - (بخارى)

হযরত সাহল ইবনে সা'য়াদ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি যে, জান্নাতে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। (বুখারী)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا، فَقَالَ : هٰذَا الْأَمَلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ بَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ، إِذْجَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) কয়েকটি রেখা আঁকলেন তারপর বললেন, এটা (মানুষের) আকাঙ্ক্ষা এবং এটা তার জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ। সে যখন এ অবস্থায়, তখন নিকটতম রেখাটি (অর্থাৎ মৃত্যু) তার দিকে এগিয়ে আসে। (বুখারী)

১১৩. বার্ধক্য

কুরআন

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

আরো লক্ষ্য করো, আল্লাহ্ তোমাদের পয়দা করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন; আর তোমাদের কেউ নিকৃষ্টতম বয়স পর্যন্ত উপনীত হয়, যেন সব কিছু জানার পরও কিছুই না জানে। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ জ্ঞানের ব্যাপারেও পূর্ণ পরিণত, এবং শক্তি ক্ষমতায়ও তাই। (সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ৭০)

১১৪. ধনী হওয়া

কুরআন

... فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

(২০০) .... (অবশ্য আল্লাহ্কে স্মরণকারী লোকদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য রয়েছে) তাদের কেউ এমন আছে, যে বলে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এ দুনিয়ায়ই আমাদেরকে সবকিছু দান করো। বস্তুত এরূপ লোকদের জন্য পরকালে কোনো অংশই প্রাপ্য হতে পারে না। (২০১) আর কেউ বলে ঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দাও আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। (২০২) এ ধরনের লোকেরা নিজেদের কাজ অনুযায়ী (উভয় স্থানেই) অংশ লাভ করবে। বস্তুত হিসাব নিষ্পত্তি করতে আল্লাহ্র বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। (সূরা আল-বাকারা)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝

যারা কুফরী পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাদেরকে না তাদের ধন-সম্পদ কোনো উপকার করতে পারবে, না তাদের সন্তান-সন্তুতি। তারা দোজখের ইন্ধন হয়েই থাকবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

আর জেনে রেখো, তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিফল দানের জন্য অনেক কিছুই আছে। (সূরা আল-আনফাল ঃ ২৮)

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহ্‌ই এমন সত্তা, যার কাছে আছে বড় প্রতিফল। (সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ

يُغْلَبُوْنَ ڛ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۝

যেসব লোক পরম সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করার কাজে ব্যয় করে, ভবিষ্যতে আরো ব্যয় করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও আফসুসের কারণ হবে। অতঃপর তারা পরাজিত ও পরাভূত হবে, আরো পরে কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হবে।
(সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৬)

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰي بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَاۗدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰي مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

فَهُمْ فِيْهِ سَوَاۗءٌ ۭ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

আরো লক্ষ্য করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে কতককে রিযিকের ব্যাপারে অপর কতকের ওপর অধিক মর্যাদা দান করেছেন। অনন্তর যে লোকদেরকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের রিযিক নিজেদের অধীনস্থ গোলামদের প্রতি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় না, যাতে এই রিযিকের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান সমান অংশীদার হতে পারে। তবে কি কেবল আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিতে এই লোকেরা অপ্রস্তুত ? (সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৭১)

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

এই ধন-মাল আর এই সন্তান-সন্ততি শুধু দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্য মাত্র। আসলে তো টিকে থাকা নেক আমলগুলোই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পরিণামের দৃষ্টিতে অতি উত্তম আর এগুলো সম্পর্কেই ভালো আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা যেতে পারে। (সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ৪৬)

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۠ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْۗاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِي

الْقُوَّةِ ۤ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۝ وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ

لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰي عِلْمٍ عِنْدِيْ ۭ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ

الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّ اَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَ لَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۚ وَ لَا يُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَ بِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾ وَ اَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ يَقْدِرُ ۚ لَوْ لَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

(৭৬) একথা সত্য যে, কারূণ ছিল মূসার জাতিরই এক ব্যক্তি। পরবর্তীকালে সে নিজ জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেল। আর আমরা তাকে এত বেশি ধন-সম্পদ দিয়ে রেখেছিলাম যে, একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও এর চাবিগুলো বহন করা কষ্টকর হতো। একবার যখন তার জাতির লোকেরা তাকে বলল ঃ "আনন্দে আত্মহারা হয়োনা, যারা আনন্দে আত্মহারা হয়, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৭) আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা দ্বারা পরকালের ঘর বানাবার চিন্তা করো; অবশ্য দুনিয়া থেকেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না; আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (৭৮) তখন জবাবে সে বলেছিলঃ "এসব কিছু তো আমাকে আমার নিজস্ব ইলমের কারণে দান করা হয়েছে।" —সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে এমন অনেক লোককেই ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিমত্তা ও জনবলের অধিকারী ছিল ? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় না! (৭৯) একদিন সে খুব জাঁকজমক সহকারে তার জাতির সামনে বের হলো। যারা দুনিয়ার জীবনের জন্য লালায়িত ছিল, তারা তাকে দেখে বলতে লাগল ঃ "হায়, কারূণকে যা দেওয়া হয়েছে, আমরাও যদি তা পেতাম! লোকটি তো বড়ই ভাগ্যবান।" (৮০) কিন্তু যারা প্রকৃত ইলমের অধিকারী ছিল, তারা বললঃ "তোমাদের অবস্থার জন্য দুঃখ হয়! আল্লাহ্‌র সওয়াব তার জন্য উত্তম যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আর এ সম্পদ ধৈর্যশীল লোক ছাড়া আর কেউই পেতে পারেনা।" (৮১) শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে পুতে ফেললাম। তখন আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তার সাহায্যে এগিয়ে আসার মতো তার সাহায্যকারী আর কেউই ছিল না, আর সে নিজেও নিজের কোনো সাহায্য করতে পারলনা। (৮২) এখন সে লোকেরাই, যারা কাল পর্যন্ত তারই মতো মর্যাদা কামনা করছিল, বলতে লাগল ঃ বড়ই আফসোসের বিষয়! আমরা এ কথা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তা পরিমিত মাত্রায় দেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের ওপর অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতেন। কাফেররা যে কল্যাণ পেতে পারেনি, দুঃখের বিষয়, তা আমাদের স্মরণেই ছিল না।" (সূরা আল-কাসাস)

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۤ ۙ اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَ قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ۙ وَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ۞

(৩৪) এমন কখনো হয়নি যে, কোনো জনবসতিতে আমরা একজন সতর্ককারী পাঠিয়েছি আর সে বসতির সুখ-সমৃদ্ধ লোকেরা বলেনি যে, যে পয়গাম তোমরা নিয়ে এসেছ আমরা তা মানি না। (৩৫) তারা চিরকালই এ কথাই বলেছে যে, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী এবং আমরা কিছুতেই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নই। (৩৬) (হে নবী!) এই লোকদেরকে বলো ঃ আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যাকে চান বিপুল পরিমাণ রিযিক দান করেন আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে দান করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এর তাৎপর্য জানে না। (৩৭) তোমাদের এ ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করে দেবে; হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে। এ লোকদের জন্যই তাদের আমলের দ্বিগুণ প্রতিফল রয়েছে এবং তারা বিশালকায় সুউচ্চ ইমারতসমূহে পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে। (সূরা আস-সাবা)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۚ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۞

ভালোভাবে জেনো নেও, দুনিয়ার এই জীবন শুধু একটা খেলা-তামাস ও মন ভুলানর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপর জন থেকে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তা ঠিক এই রকমই, যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তা থেকে উৎপন্ন সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখো যে তা লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষি হয়ে যায়। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল। তা এমন স্থান যেখানে আছে কঠিন আযাব আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা-মার্জনা এবং তাঁর সন্তোষ। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২০)

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۞

আর অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে। (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ ৬)

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞

ধন-সম্পদের ময়ায় তোমরা খুব বেশি কাতর। (সূরা আল-ফজর ঃ ২০)

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۞ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۞ الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۞ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۞ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۞ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۞ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۞

(১৪) অতএব, আমরা তোমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিচ্ছি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলি সম্পর্কে। (১৫-১৬) তাতে কেউ ভস্মীভূত হবে না, হবে কেবল সেই চরম হতভাগ্য ব্যক্তি, যে অমান্য করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (১৭-১৮) আর তা থেকে দূরে রাখা হবে সেই অতিশয় পরহেযগার ব্যক্তিকে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-মাল দান করে। (১৯) তার ওপর কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই, যার বদলা তাকে দিতে হবে। (২০) সে তো শুধু নিজের মহান শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে। (২১) তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা লাইল ঃ ১৪-২১)

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

(১) তোমাদেরকে বেশি বেশি ও অপরের তুলনায় অধিক পার্থিব সুখ-সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। (২) এমন কি (এই চিন্তায়ই আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হও। (৩) কক্ষনোই নয়, অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪) আবার (শোনো), কক্ষনোই নয়, খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কক্ষনোই নয়, তোমরা যদি সন্দেহাতীত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এ আচরণের পরিণতি) জানতে, (তাহলে তোমরা এরূপ আচরণ কক্ষনোই করতে না)। (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখতে পাবে। (৭) আবার (শোনো), তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে তাকে দেখতে পাবেই। (৮) তারপর সেদিন এসব নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের কাছে অবশ্যই জবাব চাওয়া হবে। (সূরা আত্-তাকাসুর ঃ ১-৮)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝

(১) নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের গালাগাল দেয় এবং (পিছনে) নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (২) যে ব্যক্তি ধন-মাল সঞ্চয় করেছে এবং তা গুণে গুণে রেখেছে (তার জন্যও ধ্বংস)। (৩) সে মনে করে যে, তার ধন-মাল চিরকাল তার কাছে থাকবে। (৪) কক্ষনোই নয়; সেই ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা আল-হুমাযা)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেন, ধনী হওয়া অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যই নয়, বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই যার অন্তর সম্পদশালী। (বুখারী, মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি আদম সন্তানকে দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। আর যে আল্লাহ্র কাছে তাওবাহ করবে আল্লাহ্ তার তাওবাহ কবুল করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ، وَتَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ : اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ
عَلَى الْعُمُرِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আদম সন্তান বার্ধক্যে পৌছে যায়, কিন্তু দুটি ব্যাপারে তার আকাঙ্ক্ষা যৌবনে বিরাজ করে— সম্পদের লালসা এবং বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। (মুসলিম)

১১৫. হিকমাহ (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা)

কুরআন

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

তিনি যাকে চান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন আর যে ব্যক্তি এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করল, প্রকৃতপক্ষে সে বিরাট সম্পদ লাভ করল। এসব কথা থেকে তারাই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৯)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَ
يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ
مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ
يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

(১২৯) হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপাক! এ জাতির প্রতি এদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করো, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলবেন। তুমি নিশ্চয়ই

বড় শক্তিমান ও মহা বিজ্ঞ। (১৫১) যেমন (এ দিক দিয়ে তোমরা কল্যাণ লাভ করেছ যে,) আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করে এবং যেসব কথা তোমাদের অজানা, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়। (২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে আসে, তখন হয় তাদের ভালোভাবে ফিরায়ে লও অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দাও। শুধু কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের আটকিয়ে রেখো না। কেননা, তাতে বাড়াবাড়ি করা হবে আর যে এরূপ করবে সে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ওপর জুলুম করবে। আল্লাহ্‌র আয়াতকে খেল-তামাসার বস্তু বানিও না। ভুলে যেও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কত বড় মহান নেয়ামত দানে ধন্য করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছেন, যে কিতাব ও যুক্তির বাণী তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন, তার মর্যাদা রক্ষা করে চলো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, ভালো করে জেনে রাখো যে, তিনি তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন। (২৫১) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও বিচক্ষণতা দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন। আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (২৬৯) তিনি যাকে চান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন আর যে ব্যক্তি এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করল, প্রকৃতপক্ষে সে বিরাট সম্পদ লাভ করল। এসব কথা থেকে তারাই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। (সূরা আল-বাকারা)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۞ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۞ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞

(৪৮) (ফেরেশতাগণ তাদের পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বলল) ঃ এবং আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। (৮১) স্মরণ করো আল্লাহ নবীদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান এবং কর্মকৌশল ও বুদ্ধি দিয়ে ধন্য করেছি, কাল অপর কোনো নবী তোমাদের কাছে ঠিক সে শিক্ষার সমর্থন নিয়েই যদি আসে— যা তোমাদের কাছে পূর্ব থেকেই বর্তমান আছে, তবে তার প্রতি তোমাদের ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে। এই কথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা কি এর অঙ্গীকার করছ এবং এই সম্পর্কে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ?" তারা বললঃ "হাঁ, আমরা অঙ্গীকার করছি।" আল্লাহ বললেন ঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাকো আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম। (১৬৪) প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং

তাদেরই মধ্য থেকে তিনি একজন নবী বানিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শোনান, তাদের জীবনকে ঢেলে তৈরি করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। অথচ ইতঃপূর্বে এসব লোকই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (সূরা আলে-ইমরান)

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(৫৪) তবে কি এরা অন্যান্য লোকদের প্রতি শুধু এ জন্য হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন? যদি তাই হয় তবে তারা যেন জেনে রাখে যে, আমরা তো ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং বিরাট রাজ্য দিয়েছি। (১২৩) চূড়ান্ত পরিণতি না তোমাদের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করছে, না আহলে কিতাবের মনস্কামনার ওপর। যে ব্যক্তি পাপ করবে, সে-ই এর প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে নিজের জন্য কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা আন-নিসা)

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

সে সময়ের কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমর মা-কে দান করেছিলাম। আমি পাক রূহ দিয়ে তোমায় সাহায্য করেছি, তুমি দোলনায় থেকেও লোকদের সাথে কথা বলছিলে এবং বড় বয়সে পৌঁছিয়েও। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইন্‌জীলের জ্ঞান দান করেছি। তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়ে পাখির আকৃতির পুতুল তৈরি করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে আর তা আমার আদেশক্রমে পাখি হতো। তুমি আমারই আদেশক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী নিরাময় করে দিতে। তুমি আমারই আদেশে মৃত লোকদেরকে বের করে আনতে। পরে তুমি যখন বনী ইসরাঈলের নিকট উজ্জ্বল উদ্ভাসিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অমান্যকারী ছিল, তারা বলল যে, এই নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (তখন) বনী ইসরাঈলকে তোমার কাছ থেকে আমিই ফিরিয়ে রেখেছিলাম। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১১০)

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

হে নবী! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান জানাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক করো এমন পন্থায়, যা অতি উত্তম। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই বেশি ভালো জানেন, কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে। (সূরা আন-নাহল ঃ ১২৫)

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝

হে নবী এটি সে জ্ঞানময় কথা, যা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। আর লক্ষ্য করো, আল্লাহ্‌র সাথে অপর কাউকেও মা'বুদ বানিয়ে বসো না। অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে— তিরস্কৃত ও সব কল্যাণ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৯)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۝

(আর লুকমান বলেছিল) "হে পুত্র! কোনো জিনিস রেণু-কণার মতোও যদি হয় এবং তা কোনো প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে কিংবা আকাশমণ্ডলে বা জমিনের কোথাও লুকায়িত থাকে, আল্লাহ্ তাকেও বের করে আনবেন। তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান ঃ ১৬)

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝

আল্লাহ্‌র আয়াত ও হেকমতপূর্ণ যেসব কথা তোমাদের ঘরে শোনানো হয়ে থাকে সেগুলো স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবচেয়ে বেশি অবহিত। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৪)

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝

(২০) আমরা তার রাজত্ব সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, তাকে বুদ্ধি-জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দান করেছিলাম এবং সিদ্ধান্তকর কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলাম।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তখন সে বলেছিল ঃ 'আমি তোমাদের কাছে 'হিকমত' নিয়ে এসেছি এবং এই জন্য এসেছি যে, তোমরা যেসব বিষয়ে পরস্পর মতো-বিরোধ করছ সে সবের কিছু কথার তত্ত্ব তোমাদের সামনে উদঘাটিত করব। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমাকে মেনে চলো। (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ৬৩)

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝

(৪) এই লোকদের সামনে (অতীত জাতিসমূহের) সে অবস্থার খবর এসে গেছে, যাতে আল্লাহ্‌দ্রোহিতা থেকে বিরত রাখার বহু শিক্ষাপ্রদ উপকরণই নিহিত রয়েছে (৫) এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিও রয়েছে যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণমাত্রায় পূরণ করে। কিন্তু সাবধান ও সতর্কবাণী তাদের ওপর কার্যকর হয় না। (সূরা আল-ক্বামার)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে (এমন) একজন রাসূল স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে দাঁড় করিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পরিপাটি করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয়। অথচ এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। (সূরা জুম'আ ঃ ২)

হাদীস

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ عَلَى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হাসাদ (ঈর্ষা) করা জায়েজ ঃ (১) যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। অতঃপর সে সম্পদ হক পথে বিলিয়ে দেবার তৌফিক তাকে দিয়েছেন। (২) আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা (দ্বীনের) হিকমাহ্ বা জ্ঞান দান করেছেন, আর তা দ্বারা সে সুবিচার করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ، اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমল বা কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বা কাজ বন্ধ হয় না। (ক) সদকায়ে জারিয়া, (খ) অথবা এমন ইলম (বিদ্যা) যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, (গ) অথবা এমন সুসন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দো'আ করে (আর তার দো'আ তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছতে থাকে)। (মুসলিম)

وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَاِنَّ رِجَالًا يَّاْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ، فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا -

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (আমার ওফাতের পর) লোকেরা তোমাদের অনুসরণকারী হবে। দিক দিগন্ত থেকে লোকেরা তোমাদের কাছে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তখন তাদেরকে সদুপদেশ বা দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দেবে। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জ্ঞানের কথা

বিজ্ঞানের হারানো সম্পদ (অর্থাৎ অত্যন্ত মূল্যবান)। সে যেখানেই তা পাবে তা তার কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে। (তিরমিযী-মিশকাত)

وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : مَنْهُوْ مَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِى الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ، وَمَنْهُوْمٌ فِى الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا -

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ দুই পিপাসু ব্যক্তি আত্মতৃপ্তি লাভ করে না; (১) এলেমের পিপাসু, সে তা থেকে কখনো তৃপ্তি লাভ করে না (অর্থাৎ জ্ঞান তালাশ করতেই থাকে) আর (২) দুনিয়ার পিপাসু, সেও দুনিয়ার ব্যাপারে কখনো তৃপ্তি লাভ করে না। (অর্থাৎ কবরে যাওয়া পর্যন্ত দুনিয়াদারীতেই ব্যস্ত থাকে)। (বায়হাকী, শো'আবুল ঈমান)

১১৬. কলব (অন্তর)

কুরআন

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ .... ۝

তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে গ্লানি ও বিরূপভাব থাকবে, আমরা তা বিদূরিত করে দেবো। তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে।.... (সূরা আল-আরাফ ঃ ৪৩)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে নসীহত এসে পৌঁছেছে; এটি অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়। আর যে তা কবুল করবে, তার জন্য হেদায়েত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (সূরা ইউনুস ঃ ৫৭)

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

(২৭) যেসব লোক [হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাত ও নবুয়্যাত মেনে নিতে] অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ "এই ব্যক্তির প্রতি তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না ?" —বলো ঃ "আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন এবং যে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখান।" (২৮) এ ধরনের লোকেরাই (এই নবীর দাওয়াত) মেনে নিয়েছে এবং তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র স্মরণ এমন জিনিস, যা দ্বারা হৃদয় পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে। (সূরা আর-রা'দ)

وَهُوَ الَّذِىْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি তোমাদেরকে শুনবার ও দেখবার শক্তি দান করেছেন আর চিন্তা-বিবেচনা করার জন্য হৃদয় ও বিবেক দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায়কারী হয়ে থাকো। (সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ৭৮)

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

অতপর এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক-ঠাক করে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই শোকরগুযার হয়ে থাকো। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ৯)

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝

আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির দেহে দুটি হৃদয় রাখেননি। তিনি তোমাদের সে স্ত্রীদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি, যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করো। তোমাদের দত্তক বা পালক পুত্রদেরকেও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এটি শুধু তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র; কিন্তু আল্লাহ্ সে কথাই বলেন, যা প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪)

হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَءُ كَمَا يَصْدَءُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَاوَهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَتِ الْقُرْاٰنِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ অন্তরে (কলবে) মরিচা পড়ে, যেমন পানির স্পর্শে লোহায় মরিচা পড়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, অন্তরের মরিচা (কালিমা) কিভাবে দূর করা যায়? তিনি [নবী করীম (স)] বললেন ঃ মৃত্যুর কথা বেশি করে স্মরণ করা এবং কোরআন তেলাওয়াত (অধ্যায়ন) করা— এ দুটো জিনিসই অন্তরের মরিচা দূর করে দেয়। (মিশকাত)

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রত্যেক বস্তুরই কালাই আছে আর অন্তরের কালাই হলো আল্লাহ্র যিকির। (বুখারী)

لَا تُكْثِرُوْا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ قَسْوَةٌ لِّلْقَلْبِ وَاِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللّٰهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيْ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশি বলো না। কেননা আল্লাহ্র যিকির ছাড়া বেশি কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর নিশ্চয়ই কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তি আল্লাহ্র (রহমত) থেকে অনেক দূরে। (তিরমিযী)

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্র রাসূল (স) বলেছেন ঃ তোমার জিহ্বা যেন সার্বক্ষণিক আল্লাহ্র যিকিরে সিক্ত (ভিজা) থাকে। (তিরমিযী)

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُ مَجْنُوْنٌ -

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ তোমরা এত অধিক মাত্রায় আল্লাহ্কে স্মরণ করো, যেন লোকেরা তোমাদেরকে উন্মাদ মনে করে। (আহমদ)

১১৭. নিয়ত বা শপথ

কুরআন

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

যেসব অর্থহীন শপথ তোমরা বিনা ইচ্ছায়ই করে ফেলো, সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাকো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৫)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِىْ يَمِيْنٍ قَطُّ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ وَقَالَ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا اِلَّا اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِىْ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কসমের কাফ্ফারার আয়াত নাযিল করা পর্যন্ত আবু বকর (রা) তাঁর কোনো কসম ভঙ্গ করেননি। তিনি বলেছেন, আমি যখন কোনো কসম করি আর তার বিপরীত করাকে উত্তম দেখি তখন সেটাই করি যা উত্তম এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করি। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْئَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِكَ وَائْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ -

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ! নেতৃত্ব চেয়ো না। কেননা যদি তোমাকে তা তোমার চাওয়ার কারণে দেওয়া হয়, তাহলে তোমার ওপর তা সোপর্দ করা হবে। আর যদি তা তোমাকে না চাওয়ার কারণে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর তুমি কোনো শপথ করে তার বিপরতি করাকে উত্তম দেখলে তা ভঙ্গ করবে এবং তার কাফ্ফারা দিয়ে দেবে। আর যেটা উত্তম সেটা করো। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَاَنْ يَّلِجَّ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهٖ فِىْ اَهْلِهٖ اٰثَمُ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَنْ يُّعْطِىَ كَفَّارَتَهُ، اَلَّتِىْ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ (পৃথিবীতে) আমাদের আগমন সকলের শেষে (কিন্তু) আখেরাতে আমরা সকলের আগে। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! যদি তোমাদের কেউ পরিবার-পরিজন সম্পর্কে কসম করে এবং সে এর কাফ্ফারা আদায় করার পরিবর্তে— যা আল্লাহ ফরয করেছেন— কসমে অটল থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে গোনাহ্গার হবে।

১১৮. কামনা

কুরআন

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝

মানুষের জন্য তাদের মনঃপূত জিনিস নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষি জমিকে খুবই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলত উত্তম আশ্রয় তো আল্লাহ্র কাছেই আছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪)

হাদীস

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوْطًا، فَقَالَ : هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ، بَيْنَمَا هُوَ كَذَالِكَ، إِذْجَاءَهُ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) কয়েটি রেখা আকলেন আর বললেন, এটা (মানুষের) আকাঙ্ক্ষা এবং তার জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ। যে যখন এ অবস্থায়, তখন নিকটতম রেখাটি (অর্থাৎ মৃত্যু) তার দিকে এগিয়ে আসে। (বুখারী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهْوٰتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ -

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নাম কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে বিপদ-মুসীবত দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। (অর্থাৎ বিপদ-মুসীবত অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে হবে। (বুখারী)

১১৯. ইজ্জত ও সম্মান

কুরআন

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۗ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ... ۝

যে ব্যক্তি ইজ্জত চায় তার জানা আবশ্যক যে, সমস্ত ইজ্জত সর্বতোভাবে আল্লাহ্র। তাঁর কাছে শুধু পবিত্র কথা উপরের দিকে উত্থিত হয় । আর নেক আমলই তাকে উর্ধ্বমুখে উত্থিত করে।

তবে যারা অনর্থক চালবাজি করে, তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে এবং তাদের ধোঁকা-প্রতারণা আপনা আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা ফাতির ঃ ১০)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ الْاِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَدَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعَلَّقٌ فِىْ الْمَسَجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِىْ اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّى أَخَالُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفَاءَ حَتّٰى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ –

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের আরশের ছায়ার আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (এই সত প্রকার লোক হচ্ছে) ১. ন্যাপরায়ণ শাসক ২. যে যুবক তার প্রভুর (আল্লাহ্র) ইবাদাত করতে করতে বড় হয়েছে। ৩. যে ব্যক্তি মন মাসজিদের সাথে বাঁধা। ৪. যে দুটি লোক আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে তারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়। ৫. যে ব্যক্তি অভিজাত রূপসী নারীর আহ্বানকে (পাপ কাজের) এই বলে প্রত্যাখ্যান করে, "আমি আল্লাহ্কে ভয় করি"। ৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত খরচ করছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না এবং ৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্বরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে। (বুখারী)

১৮ অধ্যায়

সাফল্য

১. সাফল্য

কুরআন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾

(১০১) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিলে তা তোমাদের পক্ষে অসহনীয় মনে হবে। কিন্তু তোমরা যদি সে বিষয়ে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় জিজ্ঞেস করো, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছ, আল্লাহ্ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বাস্তবিকই অতীব ক্ষমাকারী ও পরম ধৈর্যশীল। (১০২) তোমাদের পূর্বে একটি দল এ ধরনেরই প্রশ্নাবলী জিজ্ঞেস করেছিল, পরে তারা এসব কারণেই কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। (সূরা আল-মায়েদাহ)

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١٣٥﴾

(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও যে, তোমরা নিজেদের জায়গায় থেকে আমল করতে থাকো আর আমিও (নিজের স্থানে) আমল করছি। অতি শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে যে, শেষ অবস্থা কার পক্ষে কল্যাণময় হয় ? তবে এ কথা চূড়ান্ত সত্য যে, জালিম লোক কখনো কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না। (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৩৫)

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

তাদেরকে স্পষ্টত বলে দাও ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের মতো তোমাদের কাজ করে যাও; আমি আমার কাজ করতেই থাকব। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে অপমানকর আযাব কার ওপর আসছে আর কে সে চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, যা কখনোই টলে যাবে না। (সূরা আয-যুমার ঃ ৩৯-৪০)

عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও সেই লোকদের মধ্যে কখনও বন্ধুতা ও ভালোবাসার সঞ্চার করে দেবেন, যাদের সাথে আজ তোমরা শত্রুতার সৃষ্টি করে নিয়েছ। আল্লাহ বড়ই শক্তিমান এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আল-মুমতাহানা ঃ ৭)

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ۗ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۙ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۞

(১) পড়ো (হে নবী!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাম সহকারে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড থেকে। (৩) পড়ো, আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। (৫) মানুষকে এমন জ্ঞান (শিক্ষা) দিয়েছেন যা সে জানত না। (৬-৭) কক্ষনো নয়; মানুষ সীমালঙ্ঘন করে; এ কারণে যে, সে নিজেকে দেখতে পায় অভাবমুক্ত। (সূরা আল-আলাক)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ۞

অতএব সমুচ্চ ও মহান সে আল্লাহ, যিনি প্রকৃত বাদশাহ। আর লক্ষ্য করো, কুরআন পাঠের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমার প্রতি এর ওহী পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। আর দো'আ করো, হে পরোয়ারদেগার! আমাকে আরো অধিক ইলম দান করো। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৪)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ... ۞

এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না, যে বিষয়ের কোনো জ্ঞানই তোমার নেই।... (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ۞

পূর্বে যেসব লোক তোমাদের মধ্য থেকে চলে গেছে, তাদেরকেও আমরা দেখে রেখেছি। আর পশ্চাতে আগমনকারী লোকেরাও আমাদের চোখের সম্মুখে রয়েছে। (সূরা আল-হিজর ঃ ২৪)

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۙ تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۞ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۞

(২৪) তোমরা কি দেখো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসের সাথে কালেমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা করছেন? এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, যেন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিক হয়ে আছে এবং শাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। (২৫) প্রতি মুহূর্ত তা আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশে ফল দান করেছে। এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ এ জন্য দিয়েছেন, যেন লোকেরা এর সাহায্যে সবক গ্রহণ করে। (২৬) আর অপবিত্র কালেমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ একটি খারাপ জাতের গাছের মতো, যা মাটির উপরিভাগ থেকে উপড়িয়ে ফেলা যায়, এর কোনো দৃঢ়তা নেই। (২৭) ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ এক সুদৃঢ় বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর জালিম লোকদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করে দেন। আল্লাহ্‌র এখতিয়ার রয়েছে, যা চান তাই করেন। (সূরা ইবরাহীম)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَهٗ وَنَشَرَهٗ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهٗ، اَوْ مَصْحَفًا وَرَّثَهٗ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهٗ، اَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهٗ، اَوْنَهْرًا اَجْرَاهٗ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِىْ صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُهٗ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه -

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (স) বলছেন ঃ মুমিনের মৃত্যুর পরও তার (দুনিয়ায় রেখে যাওয়া নিম্নের) আমল ও নেক কাজ সমূহের সওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে। তা হচ্ছে ১. ইলম যা সে শিক্ষা করেছে অতঃপর তার বিস্তার করেছে, অথবা ২. নেক সন্তান— যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে, অথবা ৩. কুরআন যা মীরাস রূপে রেখে (অথবা ওয়াক্‌ফ করে) গিয়েছে, অথবা ৪. মসজিদ যা সে মির্মাণ করে গিয়েছে, অথবা ৫. মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য তৈরি করে গিয়েছে, অথবা ৬. খাল, কূপ, পুকুর প্রভৃতি যা সে করে গেছে, অথবা ৭. দান— যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল থেকে করে গেছে (এসবের সওয়াব) তার মৃত্যুর পর তার কাছে পৌছতে থাকবে। (ইবনে মাজা এবং বায়হাকী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

হযরত আনসা ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়াও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী)

عَنْ مُعَاذِ بْنَ جَبَلْ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ -

হযরত মুয়ায ইবনে যাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সমপরিমান সময় (অর্থাৎ অল্প সময়) আল্লাহ্‌র রাস্তার লড়াই করে। তারজন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)

২. আকস্মিকতা

কুরআন

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ .... ﴿١٣٥﴾

(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও যে, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের জায়গায় থেকে আমল করতে থাকো আর আমিও (নিজের স্থানে) আমল করছি। অতি শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে। ... (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৩৫)

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

(হে মুহম্মদ) বলে দাও ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের মতো তোমাদের কাজ করে যাও; আমি আমার কাজ করতেই থাকব। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।...

(সূরা আয-যুমার ঃ ৩৯)

হাদীস

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ -

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন মানব জাতিকে মথিত আটার ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ-জমিনে একত্রিত করা হবে, সেখানে কারো কোনো ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ -

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি, উলঙ্গ ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (স) এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকাবে। নবী (স) বললেন ঃ হে আয়েশা! সেদিনের অবস্থা এতো ভয়াবহ হবে যে, (নারী-পুরুষ) একে অপরে দিকে তাকাবার কোনো চিন্তাই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا بَلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَهُ، وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ -

হযরত আবু মাসউদ (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন আদম সন্তান দু'পা (স্বস্থান থেকে) এক কদমও নাড়তে পারবে না। যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া হবে। তা হলো ১. সে তার ইহকাল কোন কোন কাজে অতিবাহিত করেছে ? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন কাজে ব্যায় করেছে ? ৩. ধন-সম্পদ অর্থ-কড়ি কোথা থেকে কোন খান থেকে উপার্জন করেছে ? (৪) কোথায় কোন কাজে তা ব্যয় করেছে ? এবং ৫. সে দ্বীনের জ্ঞান যতটুকু অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে ? (তিরমিযী)

حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الْاِنَاءُ اِلٰى فِيْهِ حَتّٰى تَقُوْمَ وَالرَّجُلَانِ يَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَتَبَايَعَانِهِ حَتّٰى تَقُوْمَ وَالرَّجُلُ يَلِطُ فِىْ حَوْضِهٖ فَمَا يَصْدُرُ حَتّٰى تَقُوْمَ -

হযরত যুহায়র ইবনে হারব (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন ঃ এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রি দোহন করবে, কিন্তু পাত্র তার মুখের কাছে পৌছার পূর্বে কেয়ামত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে দুই ব্যক্তি কাপড় বেচা-কেনায় লিপ্ত থাকবে। তার বেচা-কেনা শেষ না করতেই কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে। এমনি ভাবে এক ব্যক্তি তার হাউয মেরামত করতে থাকবে। কিন্তু মেরামত সেরে মুখ ফেরাবার পূর্বে কেয়ামত এসে যাবে। (মুসলিম)

৩. কাজ করা (আমল করা)

কুরআন

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚۖ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

(৩৩) এই লোকদের জন্য নিষ্প্রাণ জমিন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমরা তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে ফসল উৎপাদন করেছি, যা এরা খেয়ে থাকে। (৩৪) আমরা তাতে খেজুর ও আংগুরের বাগান তৈরি করেছি এবং তার মধ্য থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি, (৩৫) যেন তারা এর ফল খেতে পারে। এসব কিছু তাদের নিজেদের হাতের বানানো নয়। তাহলে এরা কেন শোকর আদায় করে না ? (সূরা ইয়া-সীন)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿١٠﴾ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

(১০) আমরা দাউদকে আমাদের কাছ থেকে বিপুল অনুগ্রহ দান করেছিলাম। (আমরা হুকুম দিলাম যে,) হে পাহাড়-পর্বত! তার সাথে একাত্ম হও। (আর এ হুকুমটি আমরা) পখিদেরকেও দিয়েছিলাম। আমরা লোহাকে তার জন্য নরম ও দ্রবীভূত করে দিলাম, (১১) এ নির্দেশ সহকারের যে, বর্মগুলো নির্মাণ করো এবং এর আকার পরিমাণ মতো রাখো। (হে দাউদের বংশধর!) নেক আমল করো। তোমরা যা কিছু করো, সবই আমি দেখতে পাচ্ছি। (১২) আর সুলাইমানের জন্য আমরা বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করে দিয়েছি, সকালবেলা তার একমাসের পথ অতিক্রম করা এবং সন্ধ্যাকালে তার একমাসের পথ অতিক্রম করা। আমরা তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি এবং এমন সব জ্বিনকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছি, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করত তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাতাম। (১৩) তারা তার জন্য তাই বানাত যা সে চাইত; উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি-প্রতিকৃতি, বড় বড় পুকুরের মতো থালা এবং নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগসমূহ। হে দাউদের বংশধর! শোকর করার নিয়মে কাজ করতে থাকো। আমার বান্দাদের মধ্যে শোকর-গুযার খুবই কম। (সূরা আস-সাবা)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾

(৭২) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য দিনকে লম্বা বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ রাত এনে দিতে পারবে, যেন তোমরা এর মধ্যে শান্তি লাভ করতে পারো ? তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখো না ? (৭৩) সে আল্লাহ্‌র রহমত ছিল বলেই তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যেন তোমরা (রাতে) শান্তি লাভ করতে এবং (দিনের বেলা) আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। হয়তো তোমরা শোকরগুযার হবে। (সূরা আল-কাসাস)

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

তারা কি বুঝতে পারত না যে, আমরা রাতকে তাদের প্রশান্তি লাভের জন্য বানিয়েছিলাম এবং দিনকে করেছিলাম উজ্জ্বল ? এতেই বহু নিদর্শন ছিল ঈমানদার লোকদের জন্য।

(সূরা আন-নামল ঃ ৮৬)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, সে সময় তোমরা শান্তি লাভ করবে এবং দিনকে উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়েছেন। তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে সে লোকদের জন্য, যা (উন্মুক্ত কর্ণে নবীর দাওয়াত) শোনে। (সূরা ইউনুস ঃ ৬৭)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকেও অপরের মোকাবেলায় যা কিছু বেশি দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করো না। পুরুষেরা যা কিছু অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে, তদানুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

(সূরা আন-নিসা ঃ ৩২)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝

তারপর নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করো আর আল্লাহ্‌কে খুব বেশি পরিমাণে স্মরণ করতে থাকো। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (সূরা আল-জুম'আ ঃ ১০)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا، أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ
وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সঠিক কর্তব্যনিষ্ঠ ও নিয়মিতভাবে কাজ করে (আল্লাহ্‌র) নৈকিট্য অর্জন করো। আর তোমাদের কারও কাজ কাউকে জান্নাতে দিতে পারবে না। আর আল্লাহ্‌র কাছে সেই কাজ সবচেয়ে পছন্দনীয় যা নিয়মিত ও সার্বক্ষণিক করা হয়, যদিও তা কম হয়। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ ؟ قَالَ : أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ : اِكْلَفُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَاتُطِيْقُوْنَ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স)-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজ আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ? তিনি বললেন, যে কাজ সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত করা হয় যদি তা (পরিমাণে) কমও হয়। তিনি আরও বললেন, তোমার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ নিজের ওপর টেনে নিও না। (বুখারী)

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : سَالَتْ عَائِشَةُ ! أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : اَلدَّائِمُ، قُلْتُ : اَيَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ، قَالَتْ : يَقُوْمُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ - (بخارى)

হযরত মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী করীম (স) এর কাছে কোন প্রকারের আমল সব চাইতে বেশি পছন্দনীয় ? তিনি বললেন, যে আমল নিয়মিত করা হয়। আমি বললাম, রাতের বেলায় তিনি কখন উঠতেন ? তিনি (আয়েশা) জবাব দিলেন, যখন মোরগের ডাক শুনতেন (তখন উঠেন)। (বুখারী)

৪. সন্দেহ সংশয়

কুরআন

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

এটি নিশ্চিতরূপে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে আগত একটি সত্য বিষয়। অতএব এ সম্পর্কে তোমরা কখনো কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত হয়ো না।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৭)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করে; এতে সে কল্যাণ দেখল তো নিশ্চিন্ত হয়ে গেল আর যখনই কোনো বিপদ দেখা দিল, অমনি পিছনে সরে গেল। ফলত তার ইহকালও গেল, পরকালও। এ তো সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান।

(সূরা আল-হাজ্জ ঃ ১১)

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا۟ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا۟ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ فِى شَكٍّ مُّرِيبٍۭ ﴿٥٤﴾

(৫১) যখন তারা ভয় পেয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকবে এবং কোথাও গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে না, বরং নিকট থেকেই পাকড়াও করে নেওয়া হবে। (৫২) তখন তারা বলবে ঃ "আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম।" কিন্তু দূরে চলে যাওয়া জিনিস এখন কোথা থেকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে! (৫৩) ইতিপূর্বে এরা কুফরী করেছিল এবং সত্য থেকে বহু দূরে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে নানা কথা পেশ করছিল। (৫৪) তখন তারা যে জিনিস পাওয়ার ইচ্ছা করবে, তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেওয়া হবে, যেমন করে এদের পূর্ববর্তী সমপন্থী লোকেরা বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। এরা বড়ই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে। (সূরা আস-সাবা)

فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾

এখন যদি তোমার প্রতি নাযিল করা হেদায়েত সম্পর্কে তোমার মনে কোনো সন্দেহ জেগে থাকে, তাহলে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, যারা পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রকৃত সত্যই তোমার কাছে এসেছে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৪)

হাদীস

عَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُهُمُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَاَحْدَثُ تَقْرَءُوْنَ مَحْضًا لَّمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَغَيَّرُوْهُ، وَكَتَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ، وَقَالُوْا : هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، لِيَشْتَرُوْابِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا، اَلَايَنْهَا كُمْ مَاجَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ، لَا وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْئَلُكُمْ عَنِ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ -

হযরত ওবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যাপারে জানার জন্য তোমার আহলে কিতাবদের কাছে কেমন করে জিজ্ঞেস করো, অথচ রাসূল (স) এর ওপর সদ্য নাযিলকৃত কিতাব তোমরা পড়ছ। তা স্বচ্ছ এবং নির্ভেজাল কিতাব এবং এ কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, কিতাবধারীগণ তাদের কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা নিজেদের হাতে মনগড়া কিতাব রচনা করে তা আল্লাহর কিতাবের নামে চালিয়ে দিয়েছে, সামান্য ও তুচ্ছ পার্থিব সুবিধা লাভ করার জন্যই যে জ্ঞান-ভান্ডার তোমাদের কাছে এসেছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোনো সমস্যার সমাধান জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করে না ? আল্লাহর কসম! তোমাদে ওপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তাদের কাউকে আমি কখনও তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ، وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ اَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللّٰهِ تَقْرَءُوْنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদের তাদের কিতাবসমূহ সম্পর্কে কিরূপে প্রশ্ন করো ? অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) বিদ্যমান, যা সমস্ত কিতাবের চাইতে আল্লাহ্র নিকটবর্তী ঃ তোমরা তা পাঠ করছ এবং তা সম্পূর্ণ খাঁটি, যাতে কোনো মিশ্রণ নেই। (বুখারী)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَمُ بَيِّنٌ وَّ بَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَاشُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ اَتْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَاءَ عَلٰى مَايَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ اَوْشَكَ اَنْ يُوَاقِعَ مَااسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللّٰهِ مَنْ يَّرْتَعْ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَ اقِعَهُ -

হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, হালাল (বিষয়সমূহ) সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং দুয়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। সুতরাং গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোনো বিষয় যদি কেউ বর্জন করে তাহলে সে স্বভাবতই প্রকাশ্য গুনাহর বিষয়েও ছেড়ে যাবে। আর যে কাজ করলে গুনাহ্ হওয়ার সন্দেহ থাকে এমন কাজও কেউ করার দুঃসাহস করলে সে প্রকাশ্য গুনাহর কাজও জাড়িয়ে পড়বে। গুনাহসমূহ আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণক্ষেত্র। যে নিষিদ্ধ চারণ ক্ষেত্রে আশে-পাশে বিচরণ করবে তার সেখানে (নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে) অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাই বেশি রয়েছে। (বুখারী)

৫. ইচ্ছার স্বাধীনতা

কুরআন

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

আর (জীবনের) প্রতি পথে ডাকাত হয়ে বসো না যে, লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে ও ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ-সরল পথকে বাঁকা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে। পরে আল্লাহ তোমাদেরকে সংখ্যায় বিপুল করে দিয়েছেন। তোমরা চক্ষু খুলে দেখো, দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে! (সূরা আল-আরাফ ঃ ৮৬)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ۝ ... اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ ... وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

(১৭৬) এসব কিছু শুধু এ জন্যই হতে পারছে যে, আল্লাহ্ তো পুরোপুরি সত্যতা সহকারে কিতাব নাযিল করেছেন; কিন্তু কিতাবে যারা মত-বৈষম্য আবিষ্কার করেছে, তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছে। (২২১) ....কেননা, এরা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান জানায়, আর আল্লাহ্ তাঁর নিজ অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে বেহেশত ও ক্ষমার দিকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাঁর বিধানসমূহ লোকদের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। আশা করা যায়, তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে ও উপদেশ কবুল করবে। (২৫৩) ..... আল্লাহ্ চাইলে এ রাসূলগণের পর যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরে লড়াই করতে পারত না; কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহ্র নিয়ম নয়, এ জন্য) তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে। অতঃপর কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ চাইলে তারা কখনই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। (সূরা আল-বাকারা)

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ
قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ
الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞ وَاِنَّ مِنْهُمْ
لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

(৭) তিনিই (আল্লাহ যিনি) তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দুই প্রকারের আয়াত রয়েছে। প্রথম 'মুহকামাত', যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ আর দ্বিতীয় 'মুতাশাবিহাত'। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবিহাত'-এর পেছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ সেগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পরিপক্ক লোক, তারা বলে ঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এ সব আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকেই এসেছে।" আর সত্য কথা এই যে, কোনো জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই লাভ করে। (৭৮) তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহ্বাকে এমনভাবে উলট-পালট করে, যেন তোমরা মনে করো, তারা কিতাবের মূল এবারত (বক্তব্য) পাঠ করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা কিতাবের মূল এবারত নয়। তারা বলে ঃ আমরা এই যা কিছু পড়ি তা সবই আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নয়। তারা জেনে শুনেই আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করছে। (সূরা আলে-ইমরান)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۞ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ
لَفِسْقٌ ۚ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۞

(১১২) আর আমরা তো এভাবেই চিরদিন মানুষ শয়তান আর জ্বিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর

দুশমন বানিয়ে দিয়েছি; এরা পরস্পরের কাছে মনমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে। তারা এরূপ করবে না— এটাই যদি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তারা এরূপ কখনো করত না। অতএব তুমি তাদেরকে তাদের অবস্থায়ই রেখে দাও, তারা মিথ্যা রচনার কাজে লিপ্ত হয়েই থাকুক। (১২১) আর যে জন্তু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি, তার গোশত খেও না; তা খাওয়া ফাসিকী কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উন্মেষ করে, যেন তারা তোমার সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার করো তবে নিশ্চিতই মোশরেক হয়ে যাবে।

(সূরা আল-আন'আম)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র শুক্রবিন্দু থেকে পয়দা করেছেন; অতঃপর দেখতে দেখতে সে স্পষ্টত এক ঝগড়াটে ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। (সূরা আল-নাহ্‌ল : ৪)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

(৩) কিছু লোক এমন আছে, যারা প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে এবং প্রতিটি উদ্ধত দুর্বিনীত শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করে। (৪) অথচ এর ভাগ্যেই তো এটা লেখা আছে যে, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তাকেই সে গুমরাহ করে ছাড়বে এবং জাহান্নামের শাস্তির পথ দেখাবে। (৮-৯) আরো কিছু লোক আছে যারা কোনোরূপ জ্ঞান (ইলম), পথনির্দেশনা (হেদায়েত) ও আলোদানকারী কিতাব ছাড়াই মস্তক উদ্ধত করে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ঝগড়া করে, যেন লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করা যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে আমরা আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব। (১০) এ-ই তোমার সে ভবিষ্যত, যা তোমার নিজের হাত তোমার জন্য রচনা করেছে; নতুবা আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাহদের ওপর জুলুমকারী নন। (সূরা আল-হাজ্জ)

مَا يُجَادِلُ فِيْ اٰيٰتِ اللهِ إِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝ إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ أَتٰهُمْ ۙ إِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

(৪) আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে ঝগড়া সৃষ্টি করে কেবল সে সব লোক যারা কুফরী করেছে। অতপর দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ও নগরসমূহে তাদের চাকচিক্যময় চলাফেরা তোমাদেরকে যেন কোনো ধোঁকায় না ফেলে। (৫৬) প্রকৃত অবস্থা এই যে, যেসব লোক তাদের কাছে আসা কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করছে, তাদের হৃদয়ে অহংকার পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে, সে পর্যন্ত তারা কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না। অতএব, আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও; তিনি সব কিছুই দেখেন ও শোনেন। (সূরা আল-মু'মিন)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

(১০) তোমাদের মাঝে যে ব্যাপারেই মতভেদের সৃষ্টি হোকনা কেন, এর ফয়সালা করা আল্লাহ্‌রই কাজ। সেই আল্লাহ্‌ই আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমি রুজু করেছি। (১৬) আল্লাহ্‌র দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার পর (সাড়াদানকারী লোকদের মধ্য থেকে) যেসব লোক আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ করে, তাদের দলীল-প্রমাণ তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে বাতিল। তাদের ওপর তাঁর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (সূরা আশ-শূরা)

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۝

অথচ এ ব্যাপারে তাদের কিছুই জানা নেই। তারা নিছক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করছে। আর দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে ধারণা-অনুমান কোনো কাজই দিতে পারে না। (সূরা আন-নাজম ঃ ২৮)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(১১০) আমরা ইতিপূর্বে মূসাকেও কিতাব দিয়েছি। সে সম্পর্কেও নানা মত-বিরোধ করা হয়েছিল (যেমন আজ তোমাদের জন্য প্রেরিত কিতাব সম্পর্কেও মতবিরোধ করা হচ্ছে)। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে একটি কথা যদি পূর্বেই চূড়ান্ত করে দেওয়া না হতো, তাহলে এই মত-বিরোধকারীদের মধ্যে কবেই না ফয়সালা করে দেওয়া হতো। এ কথা সত্য যে, এ লোকেরা এই ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পড়ে রয়েছে। (১১১) আর এতেও সন্দেহ নেই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে তাদের আমলের পুরোপুরি প্রতিফল অবশ্যই দান করবেন। নিশ্চিতই তিনি তাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন। (সূরা হুদ)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(১১৬) আর এই যে, তোমাদের মুখ থেকে মিথ্যা কথা বের হয় যে, এটি হালাল আর ওটি হারাম, এভাবে কথা বলে তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করো না। যেসব লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রটনা করে, তারা কক্ষনোই কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। (১১৭) দুনিয়ার বিলাস-সামগ্রী কয়েক দিনের বিষয়। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা আন-নাহ্‌ল)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ

اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۚ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ وَاِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۞

(২০) তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিসই তোমাদের অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও গোপন নেয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন ? এবং এতৎসত্ত্বেও অবস্থা এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে ঝগড়া করে— কোনোরূপ ইল্‌ম ও হেদায়েত কিংবা কোনো আলো প্রদর্শনকারী কিতাব ছাড়াই। (২১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ করে চলো, তখন তারা বলে ঃ আমরা তো মেনে চলব সে রীতি নীতি যার ওপর আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকতে থাকে, তথাপি কি তারা সে জিনিসেরই অনুসরণ করবে। (২২) যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে দেয় এবং কার্যত সৎকর্মশীল হয়, সে বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য একটি আশ্রয় শক্ত করে ধরে। আর যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহ্‌রই হাতে নিবদ্ধ। (সূরা লুকমান)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۚ عَفَا اللهُ عَنْهَا ۚ وَاللهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۞

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিলে তা তোমাদের পক্ষে অসহনীয় মনে হবে। কিন্তু তোমরা যদি সে বিষয়ে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় জিজ্ঞেস করো, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছ, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বাস্তবিকই অতীব ক্ষমাকারী ও পরম ধৈর্যশীল। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ১০১)

হাদীস

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (স) বলেছেন ঃ মানব জাতির কাছে এমন এক যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন বাচ-বিচার করবে না। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ اِلَّا كَانَ زَادَهٗ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيْثَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন ঃ হারাম পথে উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় তবে আল্লাহ সে দান কবুল করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে

সে সম্পদ ব্যায় করলে তাতেও কোনো বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে তা তার জাহান্নামে যাবার পথের পাথেয় হবে। আল্লাহ্ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفِنِ الْمُزَنِىْ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا –

হযরত উমর ইবনে আউফ মুযানী (রা) নবী করীম (স) থেকে শুনে বর্ণনা করেন, মুসলমানরা পরস্পরে মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে। তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গিকার বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয় আর হালালকে হালাম করে দেয়। (তিরমিযী)

৬. আল্লাহ্র সাহায্য

কুরআন

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ .... ۞

(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও যে, তোমরা নিজেদের জায়গায় থেকে আমল করতে থাকো আর আমিও (নিজের স্থানে) আমল করছি। অতি শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে।...

(সূরা আন'আম ঃ ১৩৫)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَ نْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْ وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهٗ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ –

হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ যে জ্ঞান ও সঠিক পথ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত মাটির ওপর বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মতো। যে মাটি পরিষ্কার ও উর্বরতা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শক্ত, তা ঐ পানি ধরে রাখে আল্লাহ্ তার সাহায্যে মানব-জাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজের পান করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। এক প্রকার জমিন এমন নিরস মরু যা পানি আটকে রাখেনা এবং সশ্যও উৎপন্ন করে না (তা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ভূমি) হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহ্র দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয়। আল্লাহ আমাকে

যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আর এটা (তৃতীয় প্রকার ভূমি) সেই লোকের দৃষ্টান্ত যে তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহ্র যে পথের নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাও গ্রহণ করে না। (বুখারী)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ وَاللّٰهُ الْمُعْطِى وَاَنَا الْقَاسِمُ، وَلَا تَزَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ خَلَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ্ যাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীন সম্পর্কে (ইসলাম সম্পর্কে) গভীর জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ্ প্রদানকারী আর আমি বণ্টনকারী। আমার এ উম্মত তাদের বিরোধীদের ওপর চিরদিন বিজয়ী হবে। এ অবস্থায়ই আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়সালা (অর্থাৎ কেয়ামাতের) এসে উপস্থিতত হবে এবং তখনও তারা বিজয়ী থাকবে। (বুখারী)

পরিশিষ্ট

১.শরীয়তের বৈধ আচার-আচরণ

কুরআন

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ فَاذْكُرُوْنِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۚ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۚ قَالُوْٓا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ أَذًى ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۚ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(৮৩) স্মরণ করো, ইসরাইল-সন্তানদের কাছ থেকে আমরা এ পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ এবং এখন পর্যন্ত সে অবস্থায়ই আছ। (১৫২) কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব আর তোমরা আমার শোক্‌র আদায় করো, আমার নেয়ামতের কুফরী করো না। (১৫৩) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও নামাযের সাহায্যে প্রার্থনা করো, আল্লাহ্ ধৈর্যশীল লোকদের সঙ্গে রয়েছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়,

তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোনো চেতনা হয় না। (১৫৫) আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনাহার, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করব। এ সব অবস্থায় যারা ধৈর্য অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও, (১৫৬) এবং বিপদ উপস্থিত হলে যারা বলে— আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য, আল্লাহ্‌র কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৫৭) তাদের প্রতি তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে বিপুল অনুগ্রহ বর্ষিত হবে; আল্লাহ্‌র রহমত তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এসব লোকই সঠিক পথের যাত্রী। (২৬১) যারা নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটি ছড়া বের হলো আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি দানা রয়েছে। আল্লাহ্ যাকে চান, তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদার হস্তও বটে এবং সর্বাভিজ্ঞও। (২৬২) যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে এবং খরচ করে এর প্রতিদান চেয়ে বেড়ায় না, (অনুগৃহীতকে) কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিফল তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে সুরক্ষিত রয়েছে এবং তাদের কোনো চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই। (২৬৩) একটু মিষ্টি কথা এবং কোনো অপ্রিয় ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখানো সে দান অপেক্ষা ভালো যার পিছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুণে ভূষিত। (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সে ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে আর না আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে, না পরকালের প্রতি। তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একটি পাথুরে চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তর পড়ে ছিল— এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে রইল। এ সব লোক দান-সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করা আল্লাহ্‌র রীতি নয়। (২৬৫) পক্ষান্তরে যারা নিজেদের ধন-মাল খালেসভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে, তাদের এ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন কোনো উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান রয়েছে, প্রবল বেগে বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফল ধরে, আর জোরে বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টির রেণুই এর জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। বস্তুত তোমরা যা করো, সবই আল্লাহ্‌র গোচরীভূত রয়েছে।

(সূরা আল-বাকারা)

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ السَّیِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا یَصِفُوْنَ ۝

হে মুহাম্মদ! অন্যায় ও পাপকে সে পন্থায় দমন করো যা অতীব উত্তম! তারা তোমার সম্পর্কে যেসব মনগড়া কথা বর্ণনা করে, তা আমাদের খুব ভালোভাবেই জানা আছে।

(সূরা আল-মু'মিনূন ঃ ৯৬)

وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ؕ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ ۝ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤی اَنْ تُشْرِكَ بِیْ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(১৪) আরো সত্য কথা এই যে, আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার হক বুঝবার জন্য নিজ হতেই তাগিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে ধারণ করেছে। আর দুটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর করো এবং নিজের পিতা-মাতারও শোকর আদায় করো। (শেষ পর্যন্ত) আমারই দিকে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। (১৫) কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কাউকেও শরীক করার জন্য তোমাকে চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, তাহলে তাদের কথা তুমি কিছুতেই মেনে নেবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকবে। কিন্তু অনুসরণ করবে সে লোকের পথ, যে আমার দিকে রুজু' করেছে। অতপর তোমাদের সকলকেই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, তোমরা কি রকম কাজ করছিলে। (সূরা লুকমান)

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝

আর হে নবী! ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সমান নয়। তোমরা অন্যায় ও মন্দ কাজকে দূর করো সেই ভালো কাজ দ্বারা যা অতীব উত্তম। তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৩৪)

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অন্যায়ের প্রতিদান সমপ্রকৃতিরই অন্যায়। অতপর যে কেহ মাফ করে দেবে ও সংশোধন করে নেবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র যিম্মায়। আল্লাহ জালিম লোকদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আশ-শূরা ঃ ৪০)

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۚ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِىْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ۚ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝ وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(১৫) আমরা মানুষকে এই মর্মে পথ-নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে নেক আচর করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে সে যখন পূর্ণযৌবনে উপনীত হলো এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছল তখন সে বললঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নেয়ামত দান করেছ আমাকে তার শোকর আদায় করার তওফীক দাও, এবং আমাকে এমন নেক আমল

করার তওফীক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানদেরকেও নেক বানিয়ে আমাকে সুখ-শান্তি দাও। আমি তোমার সমীপে তওবা করছি এবং আমি অনুগত (মুসলিম) বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি।' (১৬) এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে আমরা তাদের সর্বোত্তম আমলসমূহ গ্রহণ করি আর তাদের অন্যায় ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেই। এরা জান্নাতী লোকদের মধ্যে শামিল হবে সেই সত্য ওয়াদা অনুসারে, যা তাদের প্রতি করা হয়েছিল। (১৭) আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বললেন ঃ 'উহ, তোমরা দু'জন জ্বালিয়ে মারলে। তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাও যে, আমি মৃত্যুর পর পুনরায় কবর থেকে উত্তোলিত হবো ? অথচ আমার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে (তাদের মধ্য থেকে তো কেউ উঠে এলো না)।' বাপ ও মা আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলে ঃ 'ওরে হতভাগা, বিশ্বাস কর, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য।' কিন্তু সে বলে ঃ 'এ সব তো প্রাচীনকালের অচল কিস্‌সা-কাহিনী।' (সূরা আল-আহক্বাফ)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

(১০) মু'মিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো, খুবই আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। (১১) হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিশম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। (১২) হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি করো না আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে ? তোমরা নিজেরাই তো এতে ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (১৩) হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও ভ্রাতৃগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানার্হ সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া সম্পন্ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।

(সূরা আল-হুজুরাত)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বলো, তখন পাপাচার বাড়াবাড়ি ও রাসূলের না-ফরমানীর কথা-বর্তা নয়— বরং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার (তাকওয়ার) কথা-বার্তা বলো এবং সেই আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো, যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে। (সূরা আল-মুজাদালাহ ঃ ৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

(২৭) হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের কাছ থেকে সম্মতি না পাবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। এ নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়; আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (২৮) তারপর সেখানে যদি কাউকেও না পাও, তবে ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে

তোমরা ফিরে যাবে; এটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত শালীন ও পবিত্র কর্মনীতি। আর তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। (২৯) অবশ্য তোমাদের জন্য এতে কোনো দোষ নেই যে, তোমরা এমন সব ঘরে প্রবেশ করবে যা কারো বসবাসের জায়গা নয় আর যেখানে তোমাদের কোনো কাজের জিনিস পড়ে আছে। তোমরা যাকিছু প্রকাশ করো, আর যাকিছু গোপন করো, সবই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। (৫৮) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসী আর তোমাদের সেসব সন্তান যারা এখনো বুদ্ধির পরিপক্বতা পর্যন্ত পৌঁছায় নি, তিনটি সময় যেন অবশ্যই অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসে ঃ ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রেখে দাও আর এশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এরপর তারা বিনানুমতিতে আসলে তাতে না তোমাদের কোনো দোষ হবে, না তাদের। তোমাদের পরস্পরের কাছে তো বার বার যাওয়া-আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর বাণীসমূহের বিশ্লেষণ করে থাকেন; তিনি সবকিছু জানেন, তিনি অত্যন্ত কুশলী। (৫৯) আর যখন তোমাদের সন্তানরা বুদ্ধির পরিপক্বতা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে যেমনভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে উল্লেখ করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও বিচক্ষণ। (৬০) আর যেসব স্ত্রীলোক যৌবন কাল অতিবাহিত করেছে, বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষী নয় তারা যদি নিজেদের চাদর খুলে রাখে তবে তাদের কোনো দোষ হবে না; তবে শর্ত এই যে, তারা রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারী হবে না। তৎসত্ত্বেও তারা যদি লজ্জাশীলতাকে রক্ষা করে, তবে তা তাদের জন্যই কল্যাণময় হবে। আর আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন ও শোনেন। (৬১) কোনো অন্ধ, পংগু বা রুগ্ন ব্যক্তি (কারো ঘর থেকে কিছু খেলে) কোনো দোষ হবে না। আর তোমাদের কোনো দোষ হবে না নিজেদের ঘর থেকে খেলে কিংবা নিজেদের বাপ-দাদার ঘর থেকে, অথবা নিজেদের মা-নানীর ঘর থেকে, নিজেদের ভাইদের ঘর থেকে, নিজেদের বোনদের ঘর থেকে, চাচাদের ঘর থেকে, খালাদের ঘর থেকে কিংবা এমন ঘর থেকে যার চাবি তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে, অথবা নিজেদের বন্ধু সুহৃদদের ঘর থেকে। তোমরা একত্রিত হয়ে খাও বা ভিন্ন ভিন্নভাবে খাও, তাতে কোনো দোষ নেই। অবশ্য ঘরসমূহে প্রবেশ করার সময় নিজেদের লোকজনকে সালাম করবে। কল্যাণের দো'আ আল্লাহ্র কাছ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বড়ই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সামনে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আশা করা যায় যে, তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে। (সূরা আন-নূর)

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾

আর নিজের চাল চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং নিজের আওয়াজকে (কণ্ঠস্বর) কিছুটা নীচু রাখো। সব আওয়াযের মধ্যে গর্দভের আওয়াযই হচ্ছে সব চেয়ে কর্কশ।

(সূরা লুকমান ঃ ১৯)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদেরকে যখন বলা হবে নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি করো, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দেবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন।

আর যখন তোমাদেরকে বলা হবে উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সেই বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা আল-মুজাদালাহ ঃ ১১)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

জমিনের বুকে বাহাদুরি করে চলো না। তোমরা না জমিনকে দীর্ণ করতে পারবে, না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে। (সূরা আল- মুজাদালাহ ঃ ৩৭)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(৩০) হে নবী! মু'মিন পুরুষদেরকে বলো ঃ তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে (সংযত রাখে) বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা কিছু তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (৩১) আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলে (সংযত রাখে) এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলো হেফাজত করে আর তাদের সাজসজ্জা (লোকদেরকে) দেখিয়ে না বেড়ায় যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দ্বারা তাদের বুক ঢেকে রাখে। আর যেন নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, তবে এ লোকদের সামনে ছাড়া ঃ নিজেদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের (মালিকানাধীন) দাস; সেসব অধীনস্থ পুরুষ, যাদের অন্য কোনো রকম গরজ নেই, আর সেসব অবোধ বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল নয়। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য লোকদেরকে জানাবার উদ্দেশ্যে জামিনের ওপর সজোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র কাছে তওবা করো; আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আন-নূর)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

(আর রহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না আর কোনো অর্থহীন বিষয়ের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হলে তারা ভদ্রলোকের মতোই অতিক্রম করে।

(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৭২)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ⊛

মুসলমানগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত এর যোগ্য লোকদের কাছে সোপর্দ করে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোনো বিষয়ে) ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফের সাথে করো। আল্লাহ তোমাদেরকে অতি উত্তম নসিহত করেছেন আর আল্লাহ সব কিছু জানেন ও দেখেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ⊛

যারা নিজেদের আমানতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালন করে। (সূরা আল-মাআরিজ ঃ ৩২)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⊛

আর যারা বিয়ের সুযোগ পাবে না, তাদের উচিত নৈতিক পবিত্রতা অবলম্বন করা, যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেন। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্য থেকে যারা চুক্তি-পত্র করার দরখাস্ত দেবে, তাদের সাথে চুক্তি-পত্র করো, যদি তোমরা জানতে পারো যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে আর তাদেরকে সে ধন-সম্পদ থেকে দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। আর তোমাদের দাসীরাই যখন নিজেরাই সতীসাধ্বী চরিত্রবতী থাকতে চায় তখন বৈষয়িক স্বার্থে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না— কিন্তু যদি কেউ তাদের ওপর জবরদস্তি করে তবে এ জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল, দয়াময়।
(সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى أُمِّهٖ فَتَوَفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَّقْضِيَهُ عَنْهَا -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। সা'আদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম (স) এর কাছে তার মায়ের মানত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন যে মানত পুরা করার আগেই তিনি (তার মা) মারা যান। নবী করীম (স) ফতোয়া দিলেন যে, তার পক্ষ থেকে তুমি মানত পুরা করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ

بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ - وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ - وَالْجَاهِلُ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দানকারী আল্লাহ্ নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষের নিকটতম হয়ে থাকে। আর দূরে থাকে দোযখ থেকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহ্র থেকে, বেহেশত থেকে এবং মানুষ থেকে দূরে— দোযখের কাছে। অবশ্য অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। (তিরমিযী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ -

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স) নিজস্ব কোনো ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখনই আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত সীমা পদ-দলিত হতো তখন তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِيْ وَلَمْ يُضِفْنِيْ ثُمَّ مَرَّبِيْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَقْرِيْهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اقْرِهِ -

হযরত আবুল আহ্ওয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর পিতা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ্ রাসূল! আমি কোনো ব্যক্তির বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। কিন্ত সে আমার মেহমানদারীর হক আদায় করেনি। কিছুদিন পর সে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে। আমি কি তার মেহমানদারীর হক আদায় করব, নাকি তার (উপেক্ষার) প্রতিশোধ নেব। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? তিনি বললেন ? বরঞ্চ তুমি তার মেহমানদারীর হক আদায় করো।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ السَّمَاءَ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা জগতে যা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযী)

২. আবু লাহাব

কুরআন

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

(১) চূর্ণ হলো আবূ লাহাবের হাত এবং সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল। (২) তার ধন-সম্পদ আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজেই আসলো না। (৩) সে অবশ্যই লেলিহান শিখাময় আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে (৪) আর (তার সঙ্গে) তার স্ত্রীও। কুটনী বুড়ি; (৫) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে। (সূরা লাহাব)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ اِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَاصَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ حَدَّثْتُكُمْ اَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ اَوْمُمَسِّيْكُمْ اَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَاكَسَبَ - سَيَصْلٰى نَارًاذَاتَ لَهَبٍ وَّ اَمْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ -

(হযরত আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন, নবী (স) মক্কার বুতাহার দিকে গিয়ে পাহাড়ে উঠলেন এবং 'ইয়া সাবাহাহ' বলে চীৎকার করে ডাকলেন। কুরাইশরা তার কাছে সমবেত হলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আচ্ছা, বলতো, যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে শত্রুদল সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়ে আছে তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। সবাই বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। তখন আবু লাহাব বলে উঠল, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে ডেকেছ। তোমার সর্বনাশ হোক। তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা লাহাব নাযিল করলেন ঃ 'ভেঙে গেছে আবু লাহাবের দুটি হাত। আর সে নিরাশ ব্যার্থ হয়েছে। তার ধন-সম্পদ এবং অন্য যা কিছু সে অর্জন করেছে, তা তার কাজে আসেনি। সে অবশ্যই শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। তার সাথে তার স্ত্রীও প্রবেশ করবে যে খড়ির বোঝা বয়ে বেড়ায় (চোগলখোরী করে বেড়ায়)। তার গলায় থাকবে শক্ত রশি। (বুখারী)

৩. রক্ত সম্পর্কের সূত্রে ডাকা

কুরআন

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۭ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝

(৪) আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির দেহে দুটি হৃদয় রাখেননি। তিনি তোমাদের সে স্ত্রীদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি, যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' করো। তোমাদের দত্তক বা পালক পুত্রদেরকেও

তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানিয়ে দেননি। এটি শুধু তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র; কিন্তু আল্লাহ্ সে কথাই বলেন, যা প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই সঠিক পথ দেখিয়ে থাকেন। (৫) পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কসূত্রে ডাকো, এটি আল্লাহ্র কাছে অধিক ইনসাফের কথা। আর তাদের পিতৃ পরিচয় যদি তোমরা না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং সাথী। না জেনে তোমরা যে কথা বলো সেজন্য তোমাদের কোনো অপরাধ ধর্তব্য নয়; কিন্তু সে কথা নিশ্চয়ই ধর্তব্য, যার ইচ্ছা তোমরা অন্তরে পোষণ করো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৩৭) হে নবী ! সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ এবং তুমি যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে, তাকে তুমি বলেছিলে যে, "তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহ্কে ভয় করো।" তখন তুমি নিজের মনে যে কথা লুকিয়েছিলে, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্র অধিকার সবচেয়ে বেশি যে, তুমি তাঁকেই ভয় করবে। তারপর যায়েদ যখন তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন আমরা সে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার কাছে বিয়ে দিলাম, যেন নিজেদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মিন লোকদের কোনো অসুবিধা না থাকে— যখন তাদের কাছ থেকে এরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে নেবে। আল্লাহ্র নির্দেশ তো কার্যকর হতে হবে। (সূরা আল-আহ্যাব)

৪. ইসহাক (আ)

কুরআন

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۔ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۔ قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَ
إِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ قُولُوٓا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ
إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلٰٓى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَآ
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهِيمَ وَ
إِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ۔ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(১৩৩) ইয়াকুব যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ "হে পুত্রগণ! আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদত করবে ?" তারা সকলেই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল ঃ "আমরা সেই এক আল্লাহ্রই ইবাদত করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহরূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকব। (১৩৬) মুসলমানগণ! তোমরা বলো ঃ "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি, আমাদের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে আর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীকে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, এর প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর আমরা একমাত্র আল্লাহ্রই অনুগত। (১৪০) অথবা তোমরা কি বলতে চাও যে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধর— সকলেই ইহুদী ছিলেন কিংবা খ্রিস্টান ? হে

নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা বেশি জানো না আল্লাহ্ বেশি জানেন ? যার নিকট আল্লাহ্র তরফ হতে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তাকে গোপন করে, তবে তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে ? জেনে রাখো, তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ মোটেই গাফিল নন; এরা কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন, যারা আজ অতীত হয়ে গেছে। (সূরা বাকারা)

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

অতঃপর আমরা ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুব-এর মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি। (সে সঠিক পথ, যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম এবং তারই বংশ হতে আমরা দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে (হেদায়েত দান করেছি)। এভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই। (সূরা আল-আন'আম ঃ ৮৪)

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝

ইবরাহীমের স্ত্রীও নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সে এ কথা শুনে হেসে ফেলল। অতঃপর আমরা তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। (সূরা হুদ ঃ ৭১)

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

অতঃপর যখন সে সেই লোকদের এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা আর যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলো, তখন আমরা তাকে ইস্হাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দান করলাম এবং প্রত্যেককে নবী বানালাম। (সূরা মরিয়াম ঃ ৪৯)

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝

অতপর আমরা তাকে দান করেছি পুত্র ইস্হাককে এবং এর ওপর অতিরিক্ত ইয়াকুবকে, এবং প্রত্যেককে আমরা নেককার বানিয়েছি। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৭২)

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

আর আমরা তাকে ইসহাক সম্পর্কেও সুসংবাদ দিলাম। সে ছিল নেক আমলকারী লোকদের মধ্য থকে একজন নবী। (সূরা সা-দ ঃ ১১২)

হাদীস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِبْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেন, বংশ পরাম্পরায় সম্মানিত ব্যক্তি হলেন হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব (আ) তাঁর পিতা হযরত ইসহাক (আ) এবং তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) সবাই ছিলেন সম্মানিত। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ঝাড়ফুঁক দ্বারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, তোমাদের (আদি) পিতা (হযরত ইবরাহীম) ইসমাইল ও ইসহাক (আ)-কে এই বলে ঝাড়-ফুঁক করতেনঃ "আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের উসীলায় প্রতিটি শয়তান, প্রাণনাশী বিষাক্ত প্রাণী এবং সকল ক্ষতিকর কু-দৃষ্টি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী, তিরমিযী)

৫. মানুষ

কুরআন

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

আর সে সময়ের কথাও একটু কল্পনা করে দেখো, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন ঃ "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।" তারা বলল ঃ "আপনি কি পৃথিবীতে কাউকে নিযুক্ত করবেন, যে এর নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? আপনার প্রশংসা ও স্তুতি সহকারে তসবীহ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ তো আমরাই করছি।" উত্তরে আল্লাহ্ বললেন ঃ "আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না"।

(সূরা আল-বাকারা ঃ ৩০)

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۞

এবং তিনিই এক প্রাণীসত্ত্বা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর প্রত্যেকের জন্য একটি অবস্থান স্থল রয়েছে, আর একটি আছে তাকে সোপর্দ করার জায়গা। এই নিদর্শনসমূহ আমরা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করলাম তাদের জন্য, যারা বুঝ-সমজের অধিকারী।

(সূরা আল-আন'আমঃ ৯৮)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۞

আমরা মানুষকে পঁচা মাটির শুষ্ক খামির থেকে বানিয়েছি। (সূরা আল-হিজর ঃ ২৬)

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۞

তার প্রতিবেশী কথা প্রসঙ্গে তাকে বলল ঃ "তুমি কি কুফরী করো সে মহান সত্তার সাথে, যিনি তোমাকে মাটি থেকে এবং তারপর শুক্রকীট থেকে পয়দা করেছেন আর তোমাকে এক পূর্ণাঙ্গ দেহ বিশিষ্ট মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ?" (সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ৩৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝

হে লোকেরা! মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি মনে কোনো সন্দেহ পোষণ করে থাকো, তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রকীট থেকে, অতপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে যা আকৃতি বিশিষ্টও হয় আবার আকৃতিহীনও। (এ কথা আমরা বলছি,) তোমাদের কাছে প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য। আমরা যে শুক্রকীটকেই ইচ্ছা করি একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। অতপর তোমাদেরকে একটি শিশুরূপে মাতৃগর্ভ থেকে বের করে আনি। (তারপর তোমাদেরকে লালল-পালন করি,) যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ যৌবন পর্যন্ত পৌঁছতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে কাউকেও পূর্বাহ্নেই ডেকে নেওয়া হয় আবার কাউকেও নিকৃষ্টতম জীবনের দিকে প্রত্যার্পণ করানো হয়, যেন সবকিছু জেনে নেওয়ার পরও সে কিছুই না জানে। তোমরা দেখতে পাও, জমিন শুষ্কাবস্থায় পড়েছিল। অতপর যখনি আমরা এর ওপর মেঘ বর্ষণ করালাম, সহসাই সে সতেজ হয়ে উঠল; ফুল ফেঁপে উঠল এবং তা সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিজ্জ উৎপাদন করতে শুরু করে দিল। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৫)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ۝

(১২) আমরা মানুষকে মাটির উপাদান থেকে বানিয়েছি। (১৩) তারপর তাকে এক সংরক্ষিত স্থানে টপকানো ফোঁটায় (বীর্যে) পরিবর্তিত করেছি। (১৪) অতপর এ ফোঁটাকে জমাট-বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি, এরপর এ জমাট-বাঁধা রক্তকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছি। তারপর তাতে অস্থি-মজ্জা বানিয়েছি। সে অস্থি-মজ্জার ওপর গোশত বসিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাকে অপর এক সৃষ্টির রূপ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। অতএব বড়ই বরকতসম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ্, তিনি সব কারিগর থেকে উত্তম কারিগর। (সূরা আল-মু'মিনূন)

ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

(৭) তিনি যা কিছুই বানিয়েছেন. তা খুবই সুন্দরভাবে বানিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা-মাটি থেকে। (৮) তারপর এর বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু করেছেন, যা নিকৃষ্ট পানির মতোই। (৯) অতপর এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক-ঠাক করে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই শোকরগুযার হয়ে থাকো। (সূরা আস-সাজদাহ)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ⑪

আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তারপর শুক্রকীট থেকে। অতপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোনো নারী গর্ভধারণ করলে বা সন্তান প্রসব করলে তা শুধু আল্লাহ্র জানা মতেই করে থাকে। কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স লাভ করলে বা কারো বয়সে কোনো হ্রাস সাধিত হলে তা কেবল একটি কিতাবে লেখা থাকে। আল্লাহ্র জন্য এসব খুবই সহজ কাজ। (সূরা ফাত্বির ঃ ১১)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ④

তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র শুক্রবিন্দু থেকে পয়দা করেছেন; অতঃপর দেখতে দেখতে সে স্পষ্টত এক ঝগড়াটে ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। (সূরা আন্-নাহ্ল ঃ ৪)

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ⑰

মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি? অতপর সে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে। (সূরা ইয়া-সীন ঃ ৭৭)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝

(৪৫-৪৬) আর এই যে, তিনিই পুরুষ ও স্ত্রীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এক ফোঁটা শুক্র থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়। (সূরা আন্-নাজম)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝

(৩৬) মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি শুক্র রূপ নিকৃষ্টতম পানির একটি ফোঁটা ছিল না, যা (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়? (৩৮) অতঃপর তা একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। তারপর আল্লাহ এর দেহ বানালেন, এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ সুসমান ও সঙ্গতিপূর্ণ করে দিলেন। (৩৯) তারপর তা থেকে পুরুষ ও নারী দুই ধরনের মানুষ বানালেন। (৪০) এহেন আল্লাহ্ কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা আল-কিয়ামায়)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ②

আমরা মানুষকে এক সংমিশ্রিত শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি করেছি যেন আমরা তাদের পরীক্ষা নিতে পারি। আরো এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা তাদেরকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী বানিয়েছি। (সূরা আদ-দাহর ঃ ২)

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۝ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝

(১৭) অভিশাপ বর্ষিত হোক এই মানুষের ওপর। সে কতই না সত্য অমান্যকারী। (১৮) আল্লাহ্ তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ? (১৯) শুক্রের একটি ফোঁটা দিয়ে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আবাসা)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

(৫) অতএব, মানুষ এটুকুই লক্ষ্য করুক না যে, তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) এক বেগবান পানি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, (৭) যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিসমূহের মধ্য থেকে নির্গত হয়। (সূরা আত-তারেক)

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۝

আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হতে বিধি-নিষেধের বোঝা হালকা করতে চান; কেননা, মানুষকে অনেক দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে। (সূরা নিসা ঃ ২৮)

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهٗ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ۝ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدٰى سَبِيْلًا ۝ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ۝

(১১) মানুষ এমনভাবে অকল্যাণ চায়, যেমন কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াকারী হয়ে পড়েছে। (৬৭) নদী-সমুদ্রে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন সে এক সত্তা (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য যাদেরই তোমরা ডেকে থাকো, তারা সবাই হারিয়ে যায়; কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌছিয়ে দেন, তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লও। মানুষ বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ! (৮৩) মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে নেয়ামত দান করি, তখন সে অহংকারে পিঠ ফিরিয়ে নেয়। আর যখন সামান্য বিপদেরও সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তখন সে হতাশ হতে শুরু করে। (৮৪) হে নবী! এই লোকদেরকে বলো ঃ "প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থায় কাজ করে। এখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই ভালো জানেন যে, সঠিক হেদায়েতের পথে কে চলছে।" (৮৫) এই লোকেরা তোমাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো ঃ এই 'রূহ' আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে এসে থাকে। কিন্তু তোমরা সঠিক জ্ঞানের সামান্য অংশই পেয়েছ। (সূরা বনী- ইসরাঈল)

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ۝

এখন আমি তোমাদেরকে নিজের নির্দশনসমূহ দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা তাড়াহুড়া করতে বলো না। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৩৭)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَأَنَّ بِهٖ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝

লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহ্র বন্দেগী করে; এতে সে কল্যাণ দেখল তো নিশ্চিন্ত হয়ে গেল আর যখনই কোনো বিপদ দেখা দিল, অমনি পিছনে সরে গেল। ফলত তার ইহকালও গেল, পরকালও। এ তো সুস্পষ্ট ক্ষতি ও লোকসান।

(সূরা আল-হাজ্জ ঃ ১১)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞

এ লোকেরা যখন নৌকায় সওয়ার হয় তখন নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেস করে তাঁর কাছে দো'আ করতে থাকে। অতপর যখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছে দেন, তখন সহসাই তারা শির্ক করতে শুরু করে। (সূরা আল-আনকাবূত ঃ ৬৫)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞

আমরা যখন লোকদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে আনন্দে ও গর্বে ফুলে উঠে। আর যখন তাদের কৃত কর্মের দরুন তাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন সহসাই তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। (সূরা আর-রূম ঃ ৩৬)

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۞

(১৯) মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা— ছোট আত্মার অধিকারী রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২০) তার ওপর যখন বিপদ আসে তখন ঘাবড়িয়ে যায় এবং যখন স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা হাতে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে। (সূরা আল-মাআরিজ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞

হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে একই প্রাণ থেকে এর জুড়ি তৈরি করেছেন। আর এই যুগল থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে আল্লাহ্কে ভয় করো, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক দাবি করো এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিত জানিও যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন। (সূরা আন-নিসা ঃ ১)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۞

তিনিই তোমাদেরকে একই 'প্রাণী' থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই সে 'প্রাণী' থেকে এর জুড়ি বানিয়েছেন। আর তিনিই তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশুর মধ্য থেকে আট জোড়া স্ত্রী-পুরুষ বানিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে মায়ের গর্ভে তিন-তিনটি অন্ধকার আবরণের মধ্যে

একের পর এক আকৃতি দিয়ে থাকেন। এ আল্লাহই (যাঁর এ কাজ) তোমাদের রব্ব। প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই। তিনি ছাড়া কেউই মা'বুদ নেই। তাহলে তোমাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে? (সূরা আয-যুমার ঃ ৬)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

আমরা এ আমানতকে আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। কিন্তু এরা একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না; বরং এরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ একে নিজের স্কন্ধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় জালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৭২)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۛ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهٖ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পন্থার অনুসারী ছিল। (উত্তরকালে এ অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়।) অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বক্র-পথের পথিকদের জন্য শাস্তির ভয় দানকারী ছিল এবং তাদের সঙ্গে সত্য গ্রন্থ নাযিল করেন, যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, এর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে। (এবং ঐ সব মতবিরোধ এই কারণে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্যের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়নি।) মতবিরোধ তো তারাই করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এ জন্যই সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছে যে, মূলত তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল। অতএব যারা নবীগণের প্রতি ঈমান আনলো, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অনুমতিক্রমে সে সত্যের পথ দেখালেন, যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সত্যের পথ দেখিয়ে দেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৩)

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾

প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। পরে তারা বিভিন্ন আকীদা এবং মত ও পথ রচনা করে নিল। তোমাদের আল্লাহ্‌র দিক থেকে পূর্বেই যদি একটি কথা সিদ্ধান্ত করে দেওয়া না হতো, তাহলে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতবিরোধ করে, এর ফয়সালা অবশ্যই করে দেওয়া হতো। (সূরা ইউনুস ঃ ১৯)

হাদীস

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِبْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللّٰهُ اٰدَمَ فِىْ الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ اِبْلِيْسُ يُطِيْفُ بِهٖ يَنْظُرُ مَاهُوَ فَلَمَّا رَاٰهُ اَجْوَفَ عَرَفَ اَنَّهٗ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ -

হযরত আবু বকর ইবনে আবু শায়বা (রা) আনাস ইবনে মলিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে যখন আদম (আ)-এর আকৃতি দান করেন তখন তিনি তাকে তাঁর ইচ্ছামতো ছেড়ে দিলেন। আর ইবলীস তার চতুর্দিকে ঘুরাফেরা করতে এবং দেখতে লাগল যে, জিনিসটি কি ? সে যখন দেখতে পেল তা শূন্য পাত্র তখন বুঝল যে, (আল্লাহ) তাকে এক এমন মাখলুক রূপে সৃষ্টি করেছেন, যে নিজকে বশে রাখতে পারে না। (মুসলিম)

حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّزِّىُّ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَ لَيْسَ كَذٰلِكِ وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَرِضْوَانِهٖ وَجَنَّتِهٖ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ فَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَسَخَطِهٖ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ -

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ রায্যী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহ্ তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। তখন আমি বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ (স) আল্লাহ্র কি মৃত্যু অপছন্দ করেন, যেমন আমরা সবাই তা অপছন্দ করি ? তিনি বলেন, বিষয়টি এরূপ নয়। তবে যখন একজন মু'মিনকে আল্লাহ্র রহমত, তাঁর রিযামন্দি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ পছন্দ করে এবং আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যখন কাফেরকে আল্লাহ্র আযাব ও তার অসন্তুষ্টির খবর দেওয়া হয় তখন সে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্ও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِىْ هٰذَا الشَّانِ اَشَدُّهُمْ لَهٗ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُوْنَ شَرَّالنَّاسِ ذَاالْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলছেন, তোমরা মানব জাতিকে খনির মতো পাবে। তাদের মধ্যে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) জাহিলী যমানায় যারা সর্বোত্তম ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হলো যদি তারা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে। আর তোমরা তাদের

মধ্যে (ইসলামের) এ নেতৃত্বের আসনে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে তাকেই পাবে, যে (পূর্বে) ইসলামের ঘোর দুশমন ছিল। আর মানুষের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই দ্বিমুখী ব্যক্তিকেই পাবে, যে এক বেশে এদের কাছে আসে এবং আরেক বেশে অন্যদের কাছে যায়।

৬. আনসার

কুরআন

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জান-প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও ধন-মাল খরচ করেছে আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান তো এনেছে, কিন্তু হিজরত করে (দারুল-ইসলামে) আগমন করেনি, তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কোনো সম্পর্ক নেই— যতক্ষণ না তারা হিজরত করে আসবে। তবে দ্বীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাও এমন কোনো জাতির বিরুদ্ধে যেতে পারবে না যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তা দেখে থাকেন। (সূরা আল- আনফাল ঃ ৭২)

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

(১০০) যে সব মুহাজির ও আনসার সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল এবং যারা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হলো। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সতত প্রবহমান। আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে; বস্তুত এটাই বিরাট সাফল্য। (১১৭) আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন নবীকে এবং সে মুহাজির ও আনসারদেরকে, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর সঙ্গে রয়েছেন, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের মন বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। (কিন্তু তারা যখন সে বাঁকা পথে চলল না; বরং নবীর সঙ্গেই থাকল, তখন) আল্লাহ্‌ই তাদেরকে মাফ করে দিলেন। তাদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ নিঃসন্দেহে দয়া ও অনুগ্রহমূলক। (সূরা আত্-তাওবা)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاَعْطٰى قُرَيْشًا وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ اِنَّ سُيُوْفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَدَعَا الْاَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَاالَّذِىْ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ وَكَانُوْا لَايَكْذِبُوْنَ فَقَالُوْا هُوَ الَّذِى بَلَغَكَ قَالَ اَوَلَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ اِلٰى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ لَوْ سَلَكَتُ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَهُمْ -

হযরত আবু তাইয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (স) কুরাইশদেরকে কয়েকটি উট দান করলেন। এতে আনসাররা বলল, আল্লাহ্‌র কসম, এটা তো অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। আমাদের তরবারী থেকে কুরাইশদের রক্ত ঝরছে অথচ আমাদের গনীমতের মাল আবার তাদের হাতেই তুলে দেওয়া হচ্ছে। এ খবর নবী করীম (স)-এর কাছে পৌছলে তিনি আনসারদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের সম্পর্কে এসব কিছু শুনতে পাচ্ছি ? তারা তো মিথ্যা বলতেন না। তাই তারা জবাব দিলেন, হাঁ যা শুনেছেন তাই। তখন নবী করীম (স) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা গনীমতের মাল সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে— অবশ্যই আনসাররা যে ঘাটি বা উপত্যকায় প্রবেশ করবে আমিও সেই ঘাটি বা উপত্যকায় প্রবেশ করব। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ الْاَنْصَارَ سَلَكُوْ وَادِيًا اَوْشِعْبًا لَسَلَكْتُ فِىْ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ لَاالْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَاظَلَمَ بِاَبِىْ وَاُمِّى اَوَوْهُ وَنَصَرُوْهُ اَوْ كَلِمَةً اُخْرٰى -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আবুল কাসেম (স) বলেছেন, যদি আনসাররা কোনো ময়দান বা ঘাঁটিতে প্রবেশ করে তবে অবশ্যই আমি আনসারদের ময়দানে প্রবেশ করব। যদি হজরতের আদেশ না হত তবে আমি আনসারদের একজন হতাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার পিতা মাতা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য উৎসর্গ হোক, তিনি এটা অতিশয়োক্তি করেননি। কেননা, আনসাররাই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তারাই তাকে সাহায্য করেছেন। অথবা (অনুরূপ) অপর কোনো বাক্য আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন।

৭. শপথ সমূহ

কুরআন

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

(২২৪) আল্লাহ্‌র নাম এমন সব কসম খাওয়ার কাজে ব্যবহার করো না, যার উদ্দেশ্য হবে নেক কাজ, আল্লাহ্‌র ভয় ও আল্লাহ্‌র বান্দাহগণকে কল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখা। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কথাই শুনছেন এবং তিনি সব কিছুই জানেন। (২২৫) যেসব অর্থহীন শপথ তোমরা বিনা ইচ্ছায়ই করে ফেলো, সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাকো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। (সূরা আল-বাকারা)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য বা নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ফেলে, পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশই নির্দিষ্ট নেই। কেয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্য তো কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৭)

وَإِنْ نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝ أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(১২) আর যদি চুক্তি-প্রতিশ্রুতি সম্পাদনের পর তারা নিজেদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে, তাহলে কুফরের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করো। কেননা তাদের 'কসমের' কোনো বিশ্বাস নেই। সম্ভবত (আবার তরবারির আঘাতের ভয়েই) তারা বিরত হবে। (১৩) তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেই অভ্যস্ত এবং যারা রাসূলকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করার সংকল্প করেছিল আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? তোমরা যদি মু'মিন হও তবে আল্লাহ্‌কেই অধিক ভয় করা উচিত। (সূরা আত্-তাওবা)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِيْ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ نَلْبَثَ ثُمَّ أُتِيَ بِثَلْثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْقَالَ بَعْضُنَا وَاللّٰهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَلَّا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوْا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنُذَكِّرُهُ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَا أَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَأَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِيْ وَأَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ أَوْأَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِيْ -

হযরত আবু বুরদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আশআরী গোত্রের এক দল লোকসহ নবী (স) কাছে এসে সওয়ারী চাইলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেবো না। বস্তুত তোমাদেরকে দেওয়ার মতো সওয়ারী আমার কাছে নেইও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এমন সময় তিনটি চিত্রা উট আনা হলো। এবং তিনি আমাদেরকে এর ওপর সওয়ার করালেন। চলে আসার সময় আমরা বললাম, অথবা আমাদের কেউ বললঃ আল্লাহ্র কসম! এতে আমাদের বরকত হবে না। কেননা যখন আমরা নবী (স)-এর কাছে সওয়ারী চেয়েছিলাম, তিনি কসম করেছিলেন আমাদেরকে সওয়ারী দেবেন না। অথচ পরে দিলেন। সুতরাং চলো আমরা নবী (স)-এর কাছে যাই, এবং আমাদের এ কথাগুলো আলোচনা করি। পরে আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ মূলত আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেইনি, বরং আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সওয়ার করিয়েছেন। আল্লাহর কসম! ইনশা আল্লাহ! আমি যখন (কোন ব্যাপারে) কসম করি এবং পরে তার বিপরীত জিনিসই উত্তম দেখি তখন আমার কসমের কাফ্ফারাহ্ আদায় করি এবং যা উত্তম তা করি। অথবা (তিনি বলেছেন) আমি সে উত্তম কাজটি আগে করি (অর্থাৎ কসম ভঙ্গ করি)। পরে আমার কসমের কাফ্ফারাহ্ আদায় করি।

৮. সাগর

কুরআন

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

(৫০) সে সময়ের কথাও স্মরণ করো, যখন আমরা সমুদ্র বিদীর্ণ করে তোমাদের জন্য পথ বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং এর মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে নিরাপদে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেখানে তোমাদের চোখের সম্মুখেই ফিরাউনী দলকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (১৬৪) (এ সত্য অনুধাবন করার জন্য অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাতদিনের আবর্তন, মানুষের জন্য লাভজনক দ্রব্যাদি নিয়ে নদ-নদী ও সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানসমূহ, উপর থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক বৃষ্টির ধারা বর্ষণ ও এর সাহায্যে মৃত্যুর পর পৃথিবীকে জীবন দান এবং তার এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণবান সৃষ্টির বিস্তার সাধন, বায়ুর গতি-প্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা)

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান করো, সেখানেও তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য সম্বল বানিয়েও নিতে পারো।

অবশ্য স্থলভাগের শিকার— যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে— তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। অতএব সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে দূরে থাকো, যার সম্মুখে পেশ হওয়ার জন্য তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টিত করে হাজির করা হবে।

(সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৯৬)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

(৫৯) সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও জলভাগে যা কিছু আছে, তিনি এর সবকিছুই জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি জানেন না। জমির অন্ধকারাছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আর্দ্র ও শুষ্ক সব কিছুই এক উন্মুক্ত কিতাবে লিখিত রয়েছে। (৬৩) হে মুহাম্মদ! এদের কাছে জিজ্ঞেস করোঃ মরু প্রান্তর ও নদী-সমুদ্রের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করে কে? কার সমীপে (বিপদের সময়) কাতর কণ্ঠে ও চুপেচুপে প্রার্থনা করো? কাকে বলো যে, তিনি তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করলে তোমরা অবশ্যই শোকর-গোযার বান্দাহ্ হবে? (৯৭) এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকাসমূহকে মরু-সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে পথ জানবার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্য করো, আমরা চিহ্নসমূহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে। (সূরা আল- আন'আম)

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝

(১৬৩) আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থাটাও খানিকটা জিজ্ঞেস করো, যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সে ঘটনার বিষয় যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারের দিন আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের বরখেলাফ কাজ করত। ওদিকে মাছের দল শনিবার দিনই উচ্ছলিত হয়ে উপরিভাগে তাদের সম্মুখে আসত, শনিবার দিন ছাড়া অন্য কোনো দিনই তারা আসত না। এরূপ হতো এ কারণে যে, আমরা তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলছিলাম। (১৩৮) বনী ইসরাঈলকে আমরা সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। তারা চলতে চলতে পথে এমন একটি জাতির কাছে এসে পৌঁছল, যারা নিজেদের মূর্তির জন্য পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। তারা বলতে লাগল ঃ হে মূসা! আমাদের জন্যও এমন কোনো মা'বুদ বানিয়ে দাও যেমন এদের মা'বুদ রয়েছে। মূসা বলল ঃ "তোমরা বড় মূর্খ লোকদের মতো কথাবার্তা বলছ।

(সূরা আল-আরাফ)

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْآ اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ، دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۞ وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ، حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ، قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

(২২) তিনি আল্লাহ্ই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাকো আর সহসাই বিপরীতমুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক থেকে তরঙ্গের আঘাত এসে ধাক্কা দেয় আর আরোহীরা মনে করে যে, তারা তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্রই জন্য খালেস করে তাঁরই কাছে এই দো'আ করে, "তুমি যদি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করো, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর গুযার বান্দাহ্ হয়ে থাকব। (৯০) আর আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম! ঐদিকে ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চলল; শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগল, তখন বলে উঠল ঃ 'আমি মানছি যে, প্রকৃত ইলাহ্ তিনি ছাড়া আর কে নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। (সূরা ইউনুস)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۞

আল্লাহ্ তো তিনিই, যিনি জমিন ও আসমানকে পয়দা করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। আর এর সাহায্যে তোমাদেরকে রিযিক পৌঁছাবার জন্য নানা প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। যিনি নৌ-যানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও করায়ত্ত করেছেন, যেন তার হুকুমে তা নদী-সমুদ্রে চলাচল করে। আর নদ-নদীগুলোকেও তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩২)

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞

(১৪) তিনিই তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা থেকে নতুন তাজা গোশ্ত আহরণ করে খেতে পারো এবং তা থেকে সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে লও যা তোমরা পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছ যে, নদী-সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে নৌকা-জাহাজ চলাচল করে। এসব কিছু এই জন্য যে, তোমরা যেন তোমাদের

সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নিতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। (১৫) তিনি জমিনে পর্বতের নঙ্গরসমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন, যেন জমিন তোমাদের নিয়ে হেলতে-দুলতে না পারে। তিনি নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং স্বাভাবিক পথও বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো। (সূরা আন-নাহ্ল)

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

(৬৬) তোমাদের (প্রকৃত) সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি নদী-সমুদ্রে তোমাদের নৌকা-জাহাজ চালিয়ে থাকেন, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আসল কথা এই যে, তিনি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান। (৬৭) নদী-সমুদ্রে যখন তোমাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে, তখন সে এক সত্তা (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য যাদেরই তোমরা ডেকে থাকো, তারা সবাই হারিয়ে যায়; কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন, তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লও। মানুষ বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ! (৭০) আদম সন্তানকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করেছি, তাদেরকে স্থল ও জলপথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস দ্বারা রিযিক দিয়েছি— আমাদের বহুসংখ্যক সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি, এসব আমারই একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ। (সূরা বনী ইসরাঈল)

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۚ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ۝ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ۝ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝

(৬১) অতঃপর যখন তারা দুটি দরিয়ার সঙ্গমস্থলে পৌঁছল, তখন তারা তাদের মাছের ব্যাপারে বে-খেয়াল হয়ে গেলো। আর সেটি ছুটে গিয়ে সুরঙ্গের মতো পথ ধরে দরিয়ার মাঝে চলে গেলো। (৬৩) খাদেম বলল : "আমরা যখন সে প্রস্তর ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছিল তা কি আপনি লক্ষ্য করেননি ? মাছের প্রতি আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না আর শয়তান আমাকে এমনভাবে বে-খেয়াল বানিয়ে দিয়েছিল যে, আমি (আপনার কাছে) এর উল্লেখ করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। মাছ তো আশ্চর্য রকমভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেছে।" (৭৯) সে নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা শ্রম-মজদুরী করত। আমি সেটিকে দোষযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কেননা সম্মুখে রয়েছে এমন এক বাদশাহর অঞ্চল যে প্রতিটি নৌকাকে জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে যায়। (১০৯) হে মুহাম্মদ! বলো, সমুদ্রগুলো

যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কথাসমূহ লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তাহলেও তা ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হবে না; বরং এ পরিমাণ কালি যদি আমরা আরো এনে লই, তবে তাও যথেষ্ট হবে না। (সূরা আল-কাহ্ফ)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشٰى ﴿٧٧﴾

আমরা মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম (এই বলে) যে, এখন রাতারাতি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে চলতে শুরু করো এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য থেকে শুষ্ক পথ বানিয়ে লও। পেছন থেকে কেউ তোমাদের তালাশ করবে, সে আশঙ্কা করো না আর (সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে কোনো) ভয়ও পেয়ো না। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৭৭)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

তোমরা কি দেখো না, তিনি সে সবকিছুকেই তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত করে রেখেছেন যা জমিনে রয়েছে। আর তিনিই নৌযানসমূহকে একটা নিয়মের অনুবর্তী বানিয়েছেন, এটি তাঁর হুকুমে নদী-সমুদ্রে চলাচল করে এবং তিনিই আসমানকে এমনভাবে ধারণ করে আছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তা জমিনের ওপর আপতিত হতে পারেনি। আসল কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের ব্যাপারে বড়ই দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৬৫)

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ﴿٤٠﴾

অথবা এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক গভীর সমুদ্রের বুকে অন্ধকার; ওপরে একটি তরঙ্গ ছেয়ে রয়েছে, এর ওপর আর একটি তরঙ্গ, এর ওপর রয়েছে মেঘমালা; অন্ধকারের ওপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলেও তা সে দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেননি, তার জন্য আর কোনো আলোই নেই। (সূরা নূর ঃ ৪০)

فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾

আমরা মূসাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম ঃ 'সমুদ্রের ওপর তোমার লাঠি মারো।' সহসা সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং এর প্রতিটি অংশ এক একটি বিরাট পর্বতের আকার ধারণ করল।
(সূরা আশ-শু'আরা ঃ ৬৩)

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾

(৬৩) আর কে তিনি, যিনি স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান? আর কে স্বীয় রহমতের পূর্বে বায়ুর প্রবাহ পাঠান সুসংবাদ রূপে? আল্লাহ্র সাথে অপর কোনো ইলাহ

আছে কি (যে এ কাজ করে) ? এরা যে শির্ক করে, তা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে।

(সূরা আন-নামল ঃ ৬৩)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

স্থলভাগ ও জলভাগে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন, যেন তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যেতে পারে; এর ফলে হয়ত তারা ফিরে আসবে।

(সূরা আর-রূম ঃ ৪১)

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

(২৭) জমিনে যতো গাছ আছে, তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়)— তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে, তাহলেও আল্লাহ্র কথাগুলো (লেখা) শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী। (৩১) তুমি কি দেখো না যে, সমুদ্রে জলযান আল্লাহ্র অনুগ্রহে চলছে, যেন তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে পারেন। আসলে এতে বহুতর নিদর্শন রয়েছে প্রতিটি সবরকারী ও শোকরকারী ব্যক্তির জন্য। (সূরা লুকমান)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝

(৩২) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এই জাহাজ, যা সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মতো দৃশ্যমান। (৩৩) আল্লাহ যখন চাবেন বাতাস থামিয়ে দেবেন এবং এটি সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে— এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে পূর্ণমাত্রায় ধৈর্যশীল ও শোকর আদায়কারী (৩৪) কিংবা (এর আরোহীদের) অনেক গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়েও তাদের কতিপয় ক্রিয়াকলাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন। (সূরা আশ-শূরা)

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ۝

সমুদ্রকে এর নিজ অবস্থায় প্রবহমান ছেড়ে দাও। এই সমগ্র বাহিনীই নিমজ্জিত হবে।

(সূরা আদ-দুখান ঃ ২৪)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

তিনি তো আল্লাহ্ই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়েছেন, যেন তাঁর নির্দেশে তাতে নৌকা-জাহাজ চলাচল করতে থাকে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে ও শোকর আদায় করতে পারো। (সূরা আল-জাসিয়াহ ঃ ১২)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ

তা বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত হবে। (সূরা আল-ওয়াকিয়া : ৬)

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ

আর এই জাহাজসমূহ তাঁরই, যা সমুদ্রের বুকে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হয়ে রয়েছে।
(সূরা আর-রহমান : ২৪)

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا

(এই লোকদেরকে মূসা সংক্রান্ত সে ঘটনার বিবরণ শুনিয়ে দাও,) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল যে, "আমি আমার সফর শেষ করব না, যতক্ষণ না দুই দরিয়ার সংগমস্থলে পৌঁছব। অন্যথায় আমি এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতেই থাকব। (সূরা আল-কাহফ : ৬০)

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا

আর তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিত করে রাখেন; তাদের একটি মিষ্ট সুস্বাদু আর অপরটি তিক্ত লবণাক্ত। আর দুটির মাঝখানে একটি যবনিকা বিদ্যমান; একটি প্রতিবন্ধকতা এ দু'টিকে পরস্পর সংমিশ্রিত হতে বাধা দান করেছে। (সূরা আল-ফুরকান : ৫৩)

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

আচ্ছা যে ব্যক্তির সাথে আমরা কোনো ভালো ওয়াদা করেছি এবং সে তা লাভ করেছে, সে কি কখনো এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যাকে আমরা শুধু বৈষয়িক জীবনের সামগ্রী দিয়েছি এবং তারপর কেয়ামতের দিন তাকে শাস্তি ভোগের জন্য হাজির করা হবে? (সূরা আল-কাসাস : ৬১)

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۗ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আর পানির দুটি ধারা সমান নয়, একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী, পান করার উপযোগী সুস্বাদু আর অপর ধারাটি তীব্র লবণাক্ত, যা গলার ভেতর দেশের ছাল তুলে দেয়। কিন্তু এ উভয় ধারা থেকে তোমরা টাটকা তরতাজা গোশ্ত (মাছ) লাভ করে থাকো, ব্যবহারের জন্য অলংকারের সামগ্রী বের করে আনো। আর এ পানিতেই তোমরা দেখছ— নৌযানগুলো এর বুক চিরে চলে যাচ্ছে, যেন তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ করো এবং তাঁর শোকর গোযার হও।
(সূরা ফাতির : ১২)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۙ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ

(১৯) দুটি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত হয়। (২০) তৎসত্ত্বেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে আছে, যা এরা অতিক্রম বা লঙ্ঘন করে না।

(সূরা আর-রহমান)

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

জমিনে যতো গাছ আছে, তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়) –তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে, তাহলেও আল্লাহ্‌র কথাগুলো (লেখা) শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী। (সূরা লুকমান ঃ ২৭)

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

যখন সমুদ্রগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। (সূরা আত্-তাকভীর ঃ ৬)

وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

যখন সমুদ্রগুলোকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে। (সূরা আল-ইনফিতার ঃ ১)

হাদীস

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ -

আহমাদ ইবনে ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং আবূ উবায়দাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করলেন। কুরায়শদের কাফেলাকে রোধ করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। তিনি পাথেয় স্বরূপ আমাদেরকে এক থলে খেজুর সাথে দেন। এছাড়া অন্য কিছু আমাদের জন্য তিনি পাননি। আবূ উবায়দা (রা) আমাদেরকে একটা করে খেজুর দিতেন। রাবী বলেন, আমি তখন বললাম, তা দিয়ে আপনারা কিভাবে কি করতেন ? আমি বললাম, আমরা তা চুষতাম যেভাবে শিশুরা চুষে থাকে। তারপর এর উপর পানি পান করে নিতাম এবং তা আমাদের দিবারাত্রের জন্য যথেষ্ট হতো। এছাড়া আমরা আমাদের লাঠি ইদয়ে গাছের পাতা পেতে পানিতে তা ভিজিয়ে নিয়ে তারপর তা খেয়ে নিতাম। রাবী বলেন, তারপর আমরা সাগর উপকূল দিয়ে চলতে লাগলাম। এমন সময় সমুদ্রোপকূলে উচু ডিবির মতো কী যেন একটা আমাদের সম্মুখে উত্থিত হলো। আমরা যখন তার নিকটবর্তী হলাম তখন লক্ষ্য করলাম যে, তা একটি জন্তু, যাকে 'আম্বর' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাবী বলেন, আবূ উবায়দা (রা) বললেন, এতো মৃত জন্তু! তারপর বললেন, না বরং আমরা রাসূলুল্লাহ (স) প্রেরিত দূত এবং আমরা আল্লাহ্‌র রাহেই রয়েছি। আর এখন তোমাদের প্রাণান্তরক অবস্থা। সুতরাং তোমরা তা খেতে পারো। রাবী বলেন, তারপর দীর্ঘ একমাস আমরা তিনশ লোক তা খেয়েই কাটালাম এবং আমরা মোটা তাজা হয়ে উঠলাম। রাবী বলেন, আমি দেখেছি কিভাবে কলসীর পর কলসী ভরে তৈল (চর্বি) আমরা তার চক্ষুর কোটর থেকে বের করি এবং তার দেহ থেকে এক একটি ষাঁড় পরিমান মাংশখন্ড খসিয়ে নেই। তারপর আবূ উবায়দা (রা) আমাদের মধ্যকার তের জন লোককে ডেকে নিলেন এবং ঐ জন্তুটির চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন। তিনি জন্তুটির পাজরের একটি অস্থি দাঁড় করালেন। তারপর আমাদের সবচাইতে বড় উটটির উপর হাওদা চড়ালেন আর সেই উটটি দিব্যি তার নিচদিয়ে অতিক্রম করে গেল তারপর অবশিষ্ট গোশত আমরা সিদ্ধ করে আমাদের পাথেয় রূপে নিয়ে আসলাম। যখন আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম তখন রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে কথা তাঁর কাছে বললাম। তখন তিনি বললেন, এটা হচ্ছে রিযিক যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বের করেছিলেন। তোমাদের কাছে কি তবে অবশিষ্ট কিছু গোশ্‌ত আছে ? তাহলে তোমরা আমাকেও তা খেতে দাও! রাবী বলেন, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ (স) কাছে কিছু অংশ প্রেরণ করি এবং তিনি তা আহার করেন। (মুসলিম)

৯. সম্পর্কচ্ছেদ

কুরআন

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ
اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ
يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَ

احْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(১) সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করা হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের তরফ থেকে, যেসব মোশরেকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে তাদের সাথে। (২) অতএব তোমরা দেশে চারটি মাস আরো চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে দুর্বল করতে পারবে না। আর (নিশ্চিত কথা) এই যে, আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের লাঞ্ছিত করবেন। (৩) মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ মোশরেকদের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। এখন যদি তোমরা তওবা করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি বিমুখ হও, তাহলে খুব ভালো করে বুঝে নাও যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে দুর্বল করতে অক্ষম। আর হে নবী! সত্য-অমান্যকারীদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ শুনাও। (৪) সেসব মোশরেক ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, পরে তারা সে চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের সাথে একবিন্দু কমতি করেনি। আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করে যাও। কেননা আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। (৫) অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হবে, তখন মোশরিকদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদের পাও এবং তাদেরকে ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের সন্ধান নেওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে বসে থাকো। অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ تِلْكَ الْحَجَّةِ الْمُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُوْنَ بِمِنًى اَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَّلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ اَرْدَفَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِىٌّ فِىْ اَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةٍ وَاَنْ لَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَّلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর (রা) সেই (নমন হিজরী) হজ্জে আমাকে কোরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে পাঠালেন এবং বললেন, মিনায় ঘোষণা করে দাও যে, এ বছরের পর কোনো মোশরেক হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতেও দেওয়া হবে না। হুমাইদ বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) পরে আবার আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, গিয়ে (কাফেরদের সামনে) সূরা বারাআতের নির্দেশগুলো ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আলী (রা) আমাদের সাথে কোরবানীর দিন মিনায় এটা ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর আর কোনো মোশরেক হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কাবা শরীফ তওয়াফ করতেও দেওয়া হবে না।

১০. পুনরুত্থান

কুরআন

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرٰهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۙ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوشِهَا قَالَ أَنّٰى يُحْيِي هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانْظُرْ إِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(২৫৮) তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করোনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল? তর্ক হয়েছিল এই কথা নিয়ে যে; ইবরাহীমের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কে ? এবং তা হয়েছিল এজন্য যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল ঃ আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি, জীবন ও মৃত্যু যার ইখতিয়ারভুক্ত। তখন সে উত্তর দিল ঃ জীবন ও মৃত্যু তো আমার ইখতিয়ারে রয়েছে। ইবরাহীম বলল ঃ তাই যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহ্ তো সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদয় করেন, তুমি একবার তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করে দেখাও। এ কথা শুনে সত্যের দুশমন নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ্ জালিমকে কখনো সঠিক পথ দেখান না। (২৫৯) অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করো, যে এমন একটি জনপদ অতিক্রম করছিল যার বাড়ি ঘরগুলো ভেঙে নিজ নিজ ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বলল ঃ এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদকে আল্লাহ্ পুনরায় কিভাবে জীবিত করবেন ? অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রাণ হরণ করে নিলেন এবং সে একশত বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। তারপর আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, কতকাল পড়েছিলে ? সে বলল ঃ একদিন বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমার ওপর দিয়ে এমনি অবস্থায় একশতটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন তোমার খাদ্য ও পানীয় একবার পরীক্ষা করে দেখো, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও দেখা দেয়নি। অপর দিকে একবার তোমার গাধাটাকেও দেখো (যে, এর দেহ পাঁজর পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে)। আর আমরা এটা এজন্য করেছি যে, আমরা তোমাকে জনগণের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিতে চাই। তারপর দেখতে থাকো, হাড়গোড়ের এ পাঁজরকে উঠিয়ে আমরা কিভাবে তাকে মাংস ও চামড়া দ্বারা ভরে দেই। এভাবে প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখন তার সম্মুখে সম্পূর্ণ উদঘাটিত হলো, তখন সে বলল ঃ আমি জানি, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (২৬০) সে ঘটনাও স্মরণে রেখো, যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-

প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি মৃতকে কেমন করে পুনরুজ্জীবিত করো ? আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কি তা বিশ্বাস করো না ? সে আরয করল, বিশ্বাস তো করি, কিন্তু শুধু মনের সান্ত্বনা প্রয়োজন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে তুমি চারটি পাখি ধরো এবং ঐগুলোকে নিজের সাথে সুপরিচিত করে লও। তারপর ওদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে দাও এবং অতঃপর ওদের ডাক; ওরা তোমার কাছে দৌঁড়ে আসবে। ভালো করে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও অতিশয় কুশলী। (সূরা আল-বাকারা)

وَقَالُوٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝

আর এই লোকেরা বলে ঃ "আমরা যখন মাটির সাথে মিশে নিঃশেষ হয়ে যাবো, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় নতুন করে পয়দা করা হবে ?" আসল কথা হলো, এই লোকেরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত হওয়ার ব্যাপারেই অবিশ্বাসী। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ১০)

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝

(এসব আমার) বান্দাহদের জন্য রিযিক দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র। এই পানি থেকে আমরা একটি মৃত-জীর্ণ জমিনকে জীবন দান করে থাকি। (মৃত মানুষগুলোর মাটির তলা থেকে) আত্মপ্রকাশ করার ব্যাপারটিও এমনিভাবেই সঙ্ঘটিত হবে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১১)

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝ اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝

(৪৭) তারা বলত ঃ 'আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো এবং অস্থি পিঞ্জরটা শুধু পড়ে থাকবে, তখন কি আমাদের তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে ? (৪৮) আর আমাদের সেই বাপ-দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা পূর্বেই চলে গেছে ? (৪৯) (হে নবী!) এই লোকদেরকে বলো, (৫০) নিঃসন্দেহে আগের ও পরের সমস্ত মানুষকেই এক দিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে; এর সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (সূরা আল-ওয়াকিয়া)

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

অমান্যকারীরা ধৃষ্টতা সহকারে বলল, মৃত্যুর পর কখনোই তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে না। তাদেরকে বলো ঃ না, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের শপথ, তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। অতপর তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কি কি করেছ আর এরূপ করা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ। (সূরা আত-তাগাবুন)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাঁকাবে। হুজুর (স) বললেন, হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, পরস্পর পরস্পরে দিকে তাঁকাবার কোনো কল্পনা-ই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَرَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَّ اَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهِ اَخْبَارُهَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (স) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ (যেদিন জমিন তার যাবতীয় খবর বলে দেবে) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا অতঃপর হুজুর (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পারো জমিনের সংবাদসমূহ কি কি ? সাহাবারা আরয করলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই কেবলমাত্র জানেন (আমরা জানি না)। হুজুর (স) বললেন, জমিনের সংবাদ হলো, জমিনের উপর নারী-পুরুষ যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ করেছে, (কেয়ামতের দিন) জমিন তার সাক্ষ্য দেবে। জমিন বলবে, আমার বুকের পর অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক লোক এই কাজ করেছে। হুজুর (স) বললেন, এই হলো জমিনের সংবাদ দান। (আহমদ, তিরমিযী)

১১. জালুত

কুরআন

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۛ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল ঃ "একটি নদীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা ও যাচাই করবেন; যে এর পানি পান করবে সে আমার সঙ্গী নয়। আমার সাথী কেবল সে-ই হবে, যে তা থেকে পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। অবশ্য কেউ দুই এক অঞ্জলি পান করলে স্বতন্ত্র কথা।" কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া আর সকলেই তা থেকে আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হলো। এরপর তালুত এবং তার সহযাত্রী ঈমানদারগণ যখন

নদী পার হয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো, তখন তারা তালুতকে বলল ঃ আজ জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করার কোনো শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা মনে করত যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহ্র সাথে নিশ্চয়ই সাক্ষাত করতে হবে, তারা বলল ঃ "অনেকবারই দেখা গিয়েছে যে, এক ক্ষুদ্রতম দল আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে একটি বৃহত্তর দলের ওপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।" (২৫০) যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন তারা দো'আ করল ঃ 'হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমাদের ধৈর্য দান করো, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো। (২৫১) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও বিচক্ষণতা দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন। আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (সূরা আল-বাকারা)

১২. জিহাদ

কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَ لَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য বের হবে, তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করো। কেউ তোমাদেরকে পূর্বাহ্নেই সালাম দিলে সহসা তাকে বলে ফেলো না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা যদি বৈষয়িক স্বার্থ চাও তবে আল্লাহ্র কাছে প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল রয়েছে। তোমরা নিজেরাই তো ইতঃপূর্বে ঠিক এরূপ অবস্থার মধ্যেই লিপ্ত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই সতর্কতা ও সত্যানুসন্ধিৎসা সহকারে কাজ করো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

(সূরা আন-নিসা ঃ ৯৪)

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَاتَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ۚ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَاتَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ۚ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ

اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ۖ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ۖ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۞ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۞ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۞ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۞ وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ۞ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۞ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۞ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۖ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۖ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۞ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۞ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۞

(৩৬) প্রকৃত কথা এই যে, যখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তাঁর কাছে মাসগুলোর সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে বারোটি। এর মধ্যে চারটি মাস হারাম। এটা নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব এই চার মাসে নিজেদের ওপর জুলুম করো না আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে মিলে লড়াই করো, যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন। (৩৮) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তোমরা জমিনকে আকড়িয়ে ধরে থাকলে? তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছ? এ-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার জীবনের এসব উপকরণ পরকালে খুব সামান্যই পাওয়া যাবে। (৩৯) তোমরা যদি যুদ্ধের জন্য বের না হও তাহলে তোমাদেরকে পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোনো জনগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি সর্ববিষয়ের শক্তির আধার। (৪০) তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না করো, তাহলে সে জন্য কোনোই পারোয়া নেই। আল্লাহ সে সময়ও তার সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল; যখন সে মাত্র দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিল। যখন

তারা দু'জন গুহায় অবস্থান করছিল, যখন সে তার সঙ্গীকে বলছিল ঃ "চিন্তা-ভাবনা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।" তখন আল্লাহ তার প্রতি মনের গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন এমন সব সৈন্যবাহিনীর দ্বারা যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হতো না এবং কাফেরদের কথাকে নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র কথা তো সর্বোচ্চে রয়েছেই। আল্লাহ হলেন বড় শক্তিমান সুবিজ্ঞ ও বিবেচক। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড়ো, হালকাভাবে কিংবা ভারী ভারাক্রান্ত হয়ে আর জিহাদ করো আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সঙ্গে নিয়ে; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণময়— যদি তোমরা জানো। (৪২) হে নবী! ফায়দা যদি সহজলভ্য হতো ও সফর হতো সহজ ও সুগম স্বচ্ছন্দ, তবে তারা অবশ্যই তোমার পেছনে চলতে প্রস্তুত হতো। কিন্তু তাদের পক্ষে এ পথ তো বড়ই কঠিন ও দুর্গম হয়ে পড়েছে। এখন তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে ঃ আমরা যদি চলতেই পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যেতাম! আসলে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। (৪৩) হে নবী! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। তুমি কেন এই লোকদেরকে অবসর দিলে ? (তোমার নিজের পক্ষ থেকে অবসর না দেওয়াই উচিত ছিল) তাহলে তোমার কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হতো যে, কোন লোকেরা সত্যবাদী আর সেই সঙ্গে মিথ্যাবাদীদেরকেও তুমি চিনে নিতে পারতে। (৪৪) যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনো তোমার কাছে আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করেই জানেন। (৪৫) এরূপ কোনো আবেদন কেবল তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার নয়; তাদের মনে সন্দেহ রয়েছে আর তারা নিজেদেরই সন্দেহের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। (৪৬) তাদের বের হওয়ার ইচ্ছা যদি সত্যই থাকতো, তবে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াই আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। এই জন্য আল্লাহ তাদেরকে অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, বসে থাকো— বসে-থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে। (৪৭) তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিতো না; তারা তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা করত। আর তোমাদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার মতো অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ এই জালিমদের খুব ভালো করে জানেন। (৪৮) এর পূর্বেও এই লোকেরা ফেতনা সৃষ্টির জন্য বহু চেষ্টা করেছে এবং তোমাকে ব্যর্থ করার জন্য এরা সকল রকমের চেষ্টা-যত্ন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছে। এতৎসত্ত্বেও তাদের মর্জীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সত্য এসে গেছে আর আল্লাহ্‌র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪৯) তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলে ঃ "আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।" শুনে রাখো, এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে রয়েছে আর জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। (৫০) তোমাদের ভালো হলে তাদের দুঃখ হয় আর তোমাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনীভূত হয়ে এলে এরা মুখ ফিরিয়ে খুশীর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে। আর বলতে বলতে যায় ঃ ভালো হলো, আমরা আগেই আমাদের ব্যাপারটি ঠিকঠাক করে নিয়েছিলাম। (৫১) তাদেরকে বলোঃ ভালো কিংবা মন্দ কিছুই আমাদের হয় না— হয় শুধু তা-ই, যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ই আমাদের মনিব, মুসৃষ্টিকর্তা-প্রতিপাকী ও আশ্রয় আর ঈমানদার লোকদের তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত। (৫২) তাদেরকে বলো ঃ "তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষায় আছ, তা দুটি ভালোর মধ্যে একটি ছাড়া আর

কি। আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছি, তা এই যে, আল্লাহ নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন, না হয় আমাদের হাতেই শাস্তি দেওয়াবেন ? যাই হোক, এখন তোমরাও অপেক্ষা করো আর আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।" (সূরা আত-তাওবা)

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝

আর যদি কখনো কোনো জাতির পক্ষ থেকে তোমরা ওয়াদা ভঙ্গের আশঙ্কা করো, তবে তাদের ওয়াদা-চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্মুখে ছুঁড়ে মারো; আল্লাহ নিশ্চয়ই ওয়াদা ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৫৮)

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(১৬) এই পিছনে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদেরকে বলে দাওঃ 'খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্য ডাকা হবে, যারা খবুই শক্তিসম্পন্ন। তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা অনুগত হয়ে যাবে। সে সময় তোমরা যদি জিহাদের নির্দেশ পালন করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব দেবেন। আর তোমরা যদি তেমনই পিছনে হটে যাও যেমন পূর্বে পেছনে ফিরে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন। (১৭) যদি অন্ধ, পংগু ও রুগ্ন লোক জিহাদে না আসে, তাহলে কোনো দোষ নেই। যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে সে সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবহমান থাকবে। আর যে লোক মুখ ফিরিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক আযাব দেবেন। (সূরা আল-ফাতহ্)

হাদীস

عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا -

হযরত যায়িদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের কোনো মুজাহিদকে সরঞ্জাম সরবরাহ করে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিল, সে নিজেই যে জিহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করে সেও যেন জিহাদ করল। (বুখারী)

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِيْ الْمَاءَ دنك وى اجرنى وَنُدَاوِيْ الْجَرْحٰى، وَنَرُدُّ الْقَتْلٰى إِلَى مَدِيْنَةِ -

মুআওবিযের কন্যা রুবাই (রা) বলেন, আমরা (নারীরা) যুদ্ধের ময়দানে নবী (স) এর

সাথে ছিলাম। আমরা লোকদেরকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা-যত্ন করতাম এবং নিহতদেরকে (মদীনায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضَعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদের চাইতেও উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক (রাখার) পরিমাণ জায়গা পৃথিবীর ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদরাজি থেকে উত্তম। আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশ্য বান্দার একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও তার উপরস্থ সকল সম্পদরাজি হতেও উত্তম।

১৩. আসহাবুল হিজর

কুরআন

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۙ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۙ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۙ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۙ

(৮০) হিজ্‌র-এর লোকেরাও নবী-রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল (অমান্য করেছিল)। (৮১) আমরা আমাদের আয়াত তাদের কাছে পাঠিয়েছি, আমাদের নিদর্শনসমূহ তাদেরকে দেখিয়েছি; কিন্তু তারা এ সবের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করেনি। (৮২) তারা পাহাড় খোদাই করে বসবাসের গৃহ নির্মাণ করত এবং নিজেদের অবস্থানে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত ছিল। (৮৩) শেষ পর্যন্ত এক বিকট ও ভয়াবহ শব্দ তাদেরকে সকাল থেকেই পাকড়াও করল। (৮৪) এবং তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজেই এলো না। (সূরা আল-হিজ্‌র)

১৪. বিধান

কুরআন

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۗ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا ۢبَعِيْدًا ۝

হে নবী! তুমি কি সেসব লোকদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, আমরা তো ঈমান এনেছি সে কিতাবের প্রতি, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য 'তাগূতে'র কাছে পৌঁছাতে চায়। অথচ তাগূতকে

সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করতে তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। মূলত শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য-সঠিক পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। (সূরা আন-নিসা ঃ ৬০)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

(১৫২) আরো এই যে, তোমরা ইয়াতীমের মাল-সম্পদের নিকটেও যাবে না, —অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায় (যেতে পারো) যা সর্বাপেক্ষা ভালো, যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যায়। আর মাপে এবং ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ করো। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই চাপাই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। আর যখন কথা বলো, ইনসাফের কথা বলো; ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ করো। এসব বিষয়ের হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; হয়তো তোমরা নসীহত কবুল করবে। (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৫২)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ
الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

(৪৫) তওরাতে আমরা ইহুদীদের প্রতি এই হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং সব রকমের জখমের জন্য সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেউ কিসাস সদকা করে দিলে, তা তার জন্য কাফ্‌ফারা হবে; আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম। (৪৬) এই পয়গাম্বরদের পরে আবার আমরা মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু তার সামনে ছিল, সে ছিল এরই সত্যতা প্রমাণকারী এবং আমরা তাকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়েত ও আলো এবং তাও তওরাতের যা কিছু তার সামনে ছিল, এরই সত্যতা প্রমাণকারী ছিল এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত ও নসীহত ছিল। (৪৭) আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইঞ্জীল-বিশ্বাসীগণ তাতে আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করবে। আর যারাই আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে না,

তারাই ফাসেক। (৪৮) হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, এটা সত্য বিধান নিয়েই অবতীর্ণ এবং এর পূর্ববর্তী আল-কিতাব-এর যা কিছু বর্তমান আছে, এর সত্যতা প্রমাণকারী— এর হেফাযতকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ্র নাযিল-করা আইন মোতাবেক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়াদির ফয়সালা করো আর যে মহান সত্য তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছে, তা থেকে বিরত থেকে তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। —আমরা তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়ত এবং কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করেছি। যদিও আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকেই এক উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি এটা এই জন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। অতএব ভালো ও সৎকাজে তোমরা পরস্পরের অগ্রে চলে যেতে চেষ্টা করো। অবশেষে তোমাদের সকলকে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, এর আসল সত্যটি তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। (সূরা আল-মায়েদা)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِن الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى نَوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبِّ فَيَقُوْلُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيْقَالُ لِاُمَّتِهٖ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَااَتَانَا مِنْ نَّذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهٗ فَيَشْهَدُوْنَ اَنَّهٗ قَدْ بَلَّغَ وَيَكُوْنَ ارَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا فَذَالِكَ قَوْلُ جَلَّ ذِكْرُهٗ وَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ -

আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন (নবী) নূহকে ডাকা হবে, তিনি বলবেন, হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তোমার পবিত্র দরবারে আমি হাজির আছি। (আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (আমার হুকুম আহকাম মানুষের কাছে) পৌছিয়ে ছিলে? তিনি বলবেন, হাঁ পৌছিয়েছিলাম। তখন তার উম্মতকে ডেকে বলা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে (আমার হুকুম আহকাম) পৌছিয়ে দিয়েছিল? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোনো সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপনার সাক্ষী কে আছে? নূহ বলবেন, মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত আমার সাক্ষী। তাই তারা (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী দেবে যে, তিনি আল্লাহ্র সব আদেশ নিষেধ তাদের কাছে পৌছিয়েছিলেন। আর রাসূল (স) তাদের কথা সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আর এ ভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি উম্মতে ওয়াসাত (মধ্যাপন্থি উম্মাত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানব জাতির সাক্ষী হতে পারো। আর রাসূল [হযরত মুহাম্মদ (স)] তোমাদের সাক্ষী হন।

كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ نَبَاءُ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَخَبْرُ مَابَعْدِكُمْ وَحُكْمُ بَيْنِكُمْ وَهُوَ فَصْلٌ لَيْسَ بِالْهَزْلِ -

আল্লাহ্র কুরআন-আল্লাহ্র দেওয়া বিধানই বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাতে অতীতের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুত এ এক চূড়ান্ত বিধান, এটি কোনো বাজে জিনিস নয়। (তিরমিযী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ وَمَنْ عَصَمَ بِهٖ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করবে, সে তার প্রতিফল লাভ করবে। যে সেই অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তার শাসন সুবিচার পূর্ণ হবে এবং যে তাকে দৃঢ়রূপে আকড়িয়ে ধরবে সে সঠিক এবং সত্যিকার কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারবে।

১৫. হানীফ (নিষ্ঠাবান মুসলমান)

কুরআন

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۚ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

ইহুদীরা বলে ঃ ইহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খ্রিস্টানরা বলে ঃ খ্রিস্টান হও, তবেই সত্যের সন্ধান পাবে। তাদের সকলকেই বলে দাও যে, তারা কেউই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন করো। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৩৫)

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(৬৭) সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম না ছিল ইহুদী আর না ছিল খ্রিস্টান; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম, সে কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিল না। (৯৫) বলো, আল্লাহ যা কিছু বলেছেন, সত্য বলেছেন। অতএব, তোমাদের সকলেরই একমুখী হয়ে ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য। আর (এ কথা সুস্পষ্ট যে) ইবরাহীম কখনও শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সূরা আলে-ইমরান)

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝

বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে মস্তক অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রায় সততা অবলম্বন করেছে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করছে— সে ইবরাহীমের পন্থা— যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন— তার অপেক্ষা উত্তম জীবন যাপন পদ্ধতি আর কার হতে পারে? (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৫)

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(৭৯) "আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সে মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করেছি, যিনি জমিন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (১৬১) হে মুহাম্মদ! বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিঃসন্দেহেই আমাকে সঠিক-নির্ভুল পথ

দেখিয়ে দিয়েছেন, —সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে নির্ভুল দ্বীন, যাতে বক্রতার কোনো স্থান নেই। এই ইবরাহীমের অবলম্বিত পথ ও পন্থা, যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একমুখিতার সাথে গ্রহণ করেছিল এবং সে মোশরেকদের মধ্যে ছিল না। (সূরা আল-আন-আম)

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ— একমুখী হয়ে নিজেকে যথাযথভাবে এই দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও আর কস্মিনকালেও মোশরেকদের মধ্যে গণ্য হবে না।

(সূরা ইউনুস ঃ ১০৫)

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(১২০) আসল কথা এই যে, ইবরাহীম নিজস্বভাবেই একটি পূর্ণাঙ্গ উম্মতের প্রতীক ছিল, —ছিল আল্লাহ্র আদেশানুগত এবং একমুখী—একনিষ্ঠ। সে কখনোই মোশরেক ছিল না। (১২৩) (হে নবী!) অতপর আমরা তোমার প্রতি এই ওহী পাঠিয়েছি যে, একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলো। আর সে মোশরেকদের অর্ন্তভুক্ত ছিল না। (সূরা আন্-নাহ্ল)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্যকে এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সে প্রকৃতির ওপর, যার ওপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্র বানানো সৃষ্টি-কাঠামো বদলানো যেতে পারেনা। এ-ই সর্বতোভাবে সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না। (সূরা আর-রূম ঃ ৩০)

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র বান্দাহ হয়ে যাও; তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না। যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেল। এখন তাকে হয় পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে কিংবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে, যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাবে। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৩১)

وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

আর তাদেরকে এটি ব্যতীত অন্য কোনো হুকুমই দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্র বন্দেগী করবে— নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। আর (তারা) নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। মূলত এটিই যথার্থ সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন।(সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

হাদীস

عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا، وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ -

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো লোকের জন্যে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি (বিরাগবশত) এভাবে সালাম-কালাম বন্ধ করে রাখা যে, দু'জনের দেখা হলে একজন এদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়— কোনমতেই জায়েজ নেই। তাদের দুজনের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তার) সূচনা করে। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ، وَلَايُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না কিংবা (জুলুমের জন্য) তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করবে না (অথবা তাকে বিপদে ত্যাগ করবে না)। যে কেও তার ভাইয়ের অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন। যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) কোনো মুসলিমের কোনো বিপদ দূর করবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার বিপদ সমূহের মধ্যে বড় কোনো বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَيَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী করীম (স) বলেন ঃ (প্রকৃত) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ (কথা) থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে। (বুখারী)

১৬. হুনাইন

কুরআন

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾

(২৫) আল্লাহ ইতিপূর্বে অনেক ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন। এই তো হুনাইন যুদ্ধের দিন (আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্য ও হস্তধারণের ব্যাপারটি তোমরা দেখতে পেয়েছ। এ দিন তোমাদের সংখ্যা বিপুলতার অহমিকা ছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজেই আসেনি। জমিনের অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল আর তোমরা পশ্চাদাপসারণ করে পালিয়ে গেলে। (২৬) অতঃপর আল্লাহ তাঁর শান্তির অমিয়ধারা তাঁর রাসূল ও ঈমানদার লোকদের ওপর বর্ষণ করলেন আর সে বাহিনীও পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর সত্যের দুশমনদেরকে তিনি শাস্তি দান করলেন। কেননা সত্য-বিরোধীদের এটাই হচ্ছে প্রতিফল। (সূরা আত-তাওবা)

হাদীস ঃ

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ سَرْحٍ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسُ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ اَنَا وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ اَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِىُّ فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُوْنَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُوْنَ مُدْبِرِيْنَ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّسٌ وَاَنَا اٰخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكُفُّهَا اِرَادَةَ اَنْ لَاتُسْرِعَ وَاَبُوْسُفْيَانَ اٰخِذٌ بِرِكَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ عَبَّسُ نَادِ اَصْحَابَ السَّمُرَةِ فَقَالَ عَبَّسٌ (وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا) فَقُلْتُ بِاَعْلٰى صَوْتِىْ اَيْنَ اَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَ اللّٰهِ لَكَاَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْا صَوْتِىْ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلٰى اَوْلَادِهَا فَقَالُوْا يَالَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوْا الْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِى الْاَنْصَارِ يَقُوْلُوْنَ يَامَعْشَرَ الْاَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلٰى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوْا يَابَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَابَنِىْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا اِلٰى قِتَالِهِمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا حِيْنَ حَمِىَ الْوَطِيْسُ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمٰى بِهِنَّ وُجُوْهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ اِنْهَزَمُوْا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ اَنْظُرُ فَاِذَاالْقِتَالُ عَلٰى هَيْئَتِهِ فِيْمَا اَرٰى قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ اَرٰى حَدَّهُمْ كَلِيْلًا وَاَمْرَهُمْ مُدْبِرًا-

হযরত আবু তাহির আহমাদ ইবনে আমার ইবনে সারহ (র) হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি এবং আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ (স) এর একেবারে সঙ্গেই ছিলাম। আমরা কখনও তাঁর থেকে পৃথক হইনি। রাসূলুল্লাহ (স) একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহণ করেছিলেন। সে খচ্চরটি ফারওয়া ইবনে নুফাসা হুযামী তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ

দিয়েছিলেন। (একে দুলদুল নামে ডাকা হতো) যখন মুসলমান এবং কাফের পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হলো তখন মুসলমানগণ (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) পাশ্চাৎ দিকে পলায়ন করতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পায়ের গোড়ালী দিয়ে নিজের খচ্চরকে আঘাত করে কাফেরদের দিকে ধাবিত করছিল। আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখে ছিলাম এবং একে থামিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলাম যে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে না পারে। আর আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর খচ্চরের 'রেকাব' (হাউদাজ্বের বন্ধনের পট্টি) ধরে রেখেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আব্বাস! আসহাবে সামুরাকে আহবান করো। আব্বাস (রা) বলেন, আর তিনি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি। তখন আমি উচ্চ স্বরে আওয়াজ দিয়ে বললাম, হে আসহাবে সামুরা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! তা শোনামাত্র তাঁরা এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করল যেমনভাবে গাভী তার বাচ্চার আওয়াজ শুনে দ্রুত দৌড়ে আসে। এবং তারা বলতে লাগল, আমরা আপনার কাছে হাজির, আমরা আপনার কাছে হাজির। রাবী বলেন, এরপর তারা কাফেরদেরসাথে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি আনসারদেরকেও এমনিভাবে আহ্বান করলেন যে, হে আনসারগণ! রাবী বলেন, এরপর আহ্বান সমাপ্ত করা হলো বনী হারেস ইবনে খাযরাযের মাধ্যমে। (তারা আহবান করলেন, হে বনী হারেস ইবনুল খাযরাজ) রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় খচ্চরের উপর আরোহণ অবস্থায় আপন গর্দান উচু করে তাদের যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এটাই হলো যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকটি পাথরের টুকরা হাতে নিলেন। এবং ঐগুলো তিনি বিধর্মীদের মুখের উপর ছুড়ে মারলেন। এরপর বললেন, মুহাম্মদ (স) এর সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কসম! তারা পরাজিত হয়েছে। আব্বাস (রা) বলেন, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধের অবস্থান পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখলাম যে, যথারীতি যুদ্ধ চলছে। এমন সময় তিনি পাথরের টুকরোগুলো নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ্র শপথ! তখন হঠাৎ দেখি যে, কাফেরদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে গল এবং তাদের যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল।

১৭. দুখান (ধ্রুম্র)

কুরআন

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۗ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَاۤئِعِيْنَ ⑪

অতপর তিনি আকাশমণ্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন। যা তখন শুধু ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল। তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন ঃ "ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অস্তিত্ব ধারণ করো।" উভয়ই বললেন ঃ আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতো।

(সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ১১)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاۤءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ⑩ يَّغْشَى النَّاسَ ۗ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑪

(১০) বেশ ভালোই! তোমরা অপেক্ষা করো সেদিনের জন্য, যেদিন আকাশমণ্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে, (১১) এবং তা লোকদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এ হলো পীড়াদায়ক আযাব।

(সূরা আদ-দুখনা)

হাদীস

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ جُلُوْسًا وَهُوَ مُضْطَجِعٌ بَيْنَنَا فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ قَاصًّا عِنْدَ اَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعَمُ اَنَّ اٰيَةَ الدُّخَانِ تَجِيْئُ فَتَأْخُذُ بِاَنْفَاسِ الْكُفَّارِ وَيَاْخُذُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَجَلَسَ وَهُوَ غَضْبَانُ يَااَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا اللّٰهَ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّهُ اَعْلَمُ لِاَحَدِكُمْ اَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَايَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَااَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَاٰى مِنَ النَّاسِ اِدْبَارًا فَقَالَ اللّٰهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوْسُفَ قَالَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى اَكَلُوْا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُوْعِ وَيَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ اَحَدُهُمْ فَيَرٰى كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَاَتَاهُ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّكَ جِئْتَ تَامُرُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَبِصِلَةِ اللّٰهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَاِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُمْ فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ اِلَى قَوْلِهِ اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ قَالَ اَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتْ اٰيَةُ الدُّخَانِ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَاٰيَةُ الرُّوْمِ -

হযরত ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) হযরত মাসরূক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি আমাদের মাঝে কাত হয়ে শুয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! কিনদা দ্বার প্রান্তে এক ওয়ায়েয্ বলছেন ঃ কুরআনে বর্ণিত ধোয়ার ঘটনাটি ভবিষ্যতে সঙ্ঘটিত হবে। তা প্রবাহিত হয়ে কাফেরদের শ্বাস রুদ্ধ করে দেবে এবং এতে মু'মিনদের সর্দির মত অবস্থা হবে। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমাদের কেউ কোনো কথা জানলে সে যেন তা-ই বলে। আর যে না জানে সে যেন বলে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত। কেননা প্রকৃত জ্ঞানের কথা হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে বলবে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (স)-কে বলেছেন ঃ "বলো, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাইনা এবং আমি মিথ্যা দাবীদারদের অন্তর্ভুক্ত নই। প্রকৃত অবস্থা তো এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন লোকরে মধ্যে দ্বীনবিমুখতা দেখলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্! ইউসুফ (আ) এর সময়ের মতো দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর তাদের উপর চাপিয়ে দাও। অতঃপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ এমনভাবে আপতিত হলো যে, তা সব কিছুকে শেষ করে দিল। ফলে ক্ষুধার জ্বালায় মারা চামড়া ও মৃত দেহ খেতে শুরু করল। এমনকি তাদের কোনো ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে শধু ধোঁয়ার ন্যায়ই দেখতে পেত। অতঃপর আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি তো আল্লাহ্র আনুগত্য করেন এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার নির্দেশ দিয়ে

আসছেন, অথচ আপনার কাওম তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করুন। (এ প্রসঙ্গে) আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সে দিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। .... তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আখেরাতের আযাব কি লাঘব করা হবে ? (আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন) "যে দিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সে দিন আমি অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।" 'বাতশার' দ্বারা বদরে যুদ্ধ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ধোয়ার নিদর্শন, পাকড়াও, শাস্তি ও রোমের ঘটনা তো অতীত হয়ে গিয়েছে।

১৮. ঋণ সমূহ

কুরআন

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ ۰ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۰ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۰ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۰ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۰ فَإِنْ
كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۰ وَاسْتَشْهِدُوْا
شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۰ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰىهُمَا الْأُخْرٰى ۰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا ۰ وَلَا تَسْئَمُوْٓا أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا
أَوْ كَبِيْرًا إِلٰٓى أَجَلِهٖ ۰ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنٰٓى أَلَّا تَرْتَابُوْٓا إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۰ وَأَشْهِدُوْٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۰ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ۰ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۰ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۰ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَإِنْ
كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۰ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ وَ
لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۰ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۰ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۰ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

(২৮০) তোমাদের কাছ থেকে ঋণ-গ্রহণকারী (ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও আর যদি সদকা করে দাও, তবে তা তোমাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর হবে— যদি তোমরা বুঝতে পারো। (২৮২) হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন করো, তবে তা লিখে নাও। এক ব্যক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে সুবিচারসহ দস্তাবেয লিখে দেবে। আল্লাহ্ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন, লিখবার কাজ অস্বীকার করা তার উচিত নয়, বরং সে লিখবে। আর লেখাবে— লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে— সে ব্যক্তি যার ওপর এ ঋণ চাপছে (অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা)। স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে তার ভয় করা উচিত, যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কোনো

প্রকার কম-বেশি করা না হয়। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে তার অভিভাবক ইনসাফ সহকারে লিখায়ে দেবে। অতঃপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে এর সাক্ষী বানিয়ে নেও; দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে— যেন একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে, তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক কি বড়, মেয়াদ নির্দিষ্ট করে এর দস্তাবেয লিখিয়ে লওয়াকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহ্‌র কাছে এ পন্থা তোমাদের জন্য অধিকতর সুবিচারমূলক। এর দরুন সাক্ষ্য কায়েম করা (প্রমাণ করা) খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তোমাদের সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যেসব ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেন তোমরা পরস্পর হাতে হাতে (নগদ) করে থাকো, তা লিখে না নিলে কোনো দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রেখে নেবে, লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেওয়া না হয়। এরূপ করলে গুনাহ করা হবে। আল্লাহ্‌র গযব থেকে আত্মরক্ষা করো, তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনি সব কিছু জানেন। (২৮৩) তোমরা যদি প্রবাসী অবস্থায় থাকো এবং দস্তাবেয লিখবার জন্য কোনো লেখক পাওয়া না যায়, তবে 'রেহেন' হস্তান্তরিত করে কাজ সম্পন্ন করো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো ওপর নির্ভর করে তার সাথে কোনো কাজ করে, তবে যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে, তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে চলা। আর সাক্ষ্য কখনো গোপন করবে না; যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার মন পাপের কালিমাযুক্ত। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে মোটেই অজ্ঞাত নন। (সূরা আল-বাকারা)

হাদীস

عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ -

হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনে দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচতে চায় সে যেন দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়, অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়। (মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ (رض) قَالَ أُوْتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوْا نَعَمْ هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَّفَاءٍ؟ قَالُوْالاَ، قَالَ صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ عَلِىٌّ اِبْنِ أَبِىْ طَالِبٍ عَلَى دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ - شرح النسه

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (স) - এর খেদমতে এক মৃত ব্যক্তিকে হাজির করা হলো। উদ্দেশ্য হলো নবী করীম (স) তার নামাযে জানাযা আদায় করবে। হুজুর (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ সঙ্গির কাছে কারো কোন কর্য আছে কি? লোকেরা বলল, হাঁ হুজুর (স) বললেন কর্যপরিশোধ করার মতো কোনো সম্পদ কি সে রেখে

গিয়েছে ? লোকেরা বলল, "না"। হুজুর (স) বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের সঙ্গির জানাযা আদায় করো। (আমি পড়ব না) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (স)! আমি এর দেনা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। অতঃপর হুজুর অগ্রসর হয়ে তার নামাযে জানাযা আদায় করলেন। (শরহে সুন্নাহ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ (رض) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ اِلَّا الدَّيْنَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ একমাত্র দেনা ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার ইচ্ছা নিয়ে কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে আত্মসাৎ করার মনোভাব নিয়ে কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেন। (বুখারী)

১৯. যুননূন (মাছওয়ালা)

কুরআন

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(৮৭) আর মাছওয়ালাকেও আমরা ধন্য করেছি। স্মরণ করো, সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল আর মনে করছিল যে, আমরা বুঝি তাকে ধরতে সক্ষম হবো না। শেষ পর্যন্ত সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলঃ "তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, পবিত্র মহান তোমার সত্তা। আমি অবশ্যই অপরাধী।" (৮৮) তখন আমরা তার দো'আ কবুল করে নিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্তি দিলাম। আর আমরা মু'মিনদেরকে এমনি করেই রক্ষা করে থাকি। (সূরা আল-আম্বিয়া)

হাদীস

وَعَنْ مَحَمَّدبن سعد عن ابيه عند سعد بن ابن وقال قَال سمعت رسول اللّٰه ﷺ قَالَ دعوة ذى النون اذا دعا وهر فى بطن لحت لااله الا انت سبحانك اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ . فَاِنَّهٗ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهٗ -

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) বলতে শুনেছি। ইউনুস (আ) মাছের পেটে অবস্থানকালে এই দোআটি পাঠ করেছিলেন। যখনই কোনো মুসলিম তা পাঠ করে দো'আ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তা অবশ্যই কবুল করবেন। (তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنِّى خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ زَادَ مُسَدَّدٌ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى –

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও এরূপ না বলে যে, "আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস থেকে উত্তম।" মুসাদ্দাদ বাড়িয়ে বলেছেন, 'ইউনুস ইবনে মাত্তা'। (বুখারী)

২০. বাতাস

কুরআন

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

(এ সত্য অনুধাবন করার জন্য অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাতদিনের আবর্তন, মানুষের জন্য লাভজনক দ্রব্যাদি নিয়ে নদ-নদী ও সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানসমূহ, উপর থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক বৃষ্টির ধারা বর্ষণ ও এর সাহায্যে মৃত্যুর পর পৃথিবীকে জীবন দান এবং তার এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণবান সৃষ্টির বিস্তার সাধন, বায়ুর গতি-প্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬৪)

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে, তা সে প্রবল বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'তীব্র শৈত্য' রয়েছে এবং তা যে-জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তাকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। বস্তুত আল্লাহ তাদের ওপর কোনো জুলুম করেননি; বরং এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১৭)

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

তিনিই আল্লাহ যিনি বাতাসকে স্বীয় রহমতের আগে ভাগে সুসংবাদ বহনকারী রূপে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন তা পানি বোঝাই-করা মেঘমালা বহন করে, তখন আমরা তাকে কোনো মৃত জমিনের দিকে চালিয়ে দেই এবং সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে (সে মৃত জমিন থেকে) নানা রকম ফল উৎপাদন করি। লক্ষ্য করো, এভাবেই আমরা মৃতদেরকে মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে লই। সম্ভবত তোমরা এই পর্যবেক্ষণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৫৭)

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ

فَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

তিনি আল্লাহ্ই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাকো আর সহসাই বিপরীতমুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক থেকে তরঙ্গের আঘাত এসে ধাক্কা দেয় আর আরোহীরা মনে করে যে, তারা তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্রই জন্য খালেস করে তাঁরই কাছে এই দো'আ করে, "তুমি যদি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করো, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর গুযার বান্দাহ হয়ে থাকব। (সূরা ইউসূফ ঃ ২২)

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

যেসব লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে, তাদের কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত সে ভস্মের মতো, যাকে এক ঝটিকাক্ষুব্ধ দিনের প্রবল হাওয়া উড়িয়ে নিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনো ফলই লাভ করতে পারবে না। এটিই নিকৃষ্ট পর্যায়ের পথভ্রষ্টতা।
(সূরা ইবরাহীম ঃ ১৮)

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ۝

ফলদায়ক বায়ু আমরাই পাঠাই, তারপর পানি বর্ষণ করি আর সে পানি দ্বারা তোমাদের সিক্ত করি। এই সম্পদের খাজাঞ্চী তোমরা নও। (সূরা আল-হিজর ঃ ২২)

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ۝

আর তোমাদের কোনো ভয় নেই কি যে, আল্লাহ্ আবার কখনো তোমাদেরকে নদী-সমুদ্রে নিয়ে যাবেন, তোমাদের অকৃতজ্ঞতার বিনিময়ে তোমাদের ওপর কঠিন তীব্র ঝড়ো-হাওয়া পাঠিয়ে তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন ? আর তোমরা এমন কাউকেও পাবে না যে, তাঁর কাছে এই পরিণাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ? (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৯)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

আর হে নবী! এই লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাও যে, আজ আমরা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে জমিন থেকে গাছ-গাছড়ার চারা খুব ঘন হয়ে মাথা জাগালো। আবার কাল সে শ্যামল গাছ-পালাই ভুষিতে পরিণত হয়ে গেলো, যাকে বাতাস উড়িয়ে এদিক-ওদিক নিয়ে যায়। আল্লাহ তো সব জিনিসের ওপরই শক্তিমান। (সূরা আল-কাহফ ঃ ৪৫)

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ۝

আর সুলাইমানের জন্য আমরা তীব্র বায়ুকে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম। যা তার হুকুমে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, যে দেশে আমরা বিপুল বরকত দান করেছি। আমরা সব বিষয়েই পুরোপুরি অবহিত। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮১)

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۝

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র বান্দাহ হয়ে যাও; তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না। যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে, সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেল। এখন তাকে হয় পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে কিংবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে, যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাবে। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৩১)

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝

এবং তিনিই স্বীয় রহমতের আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ করে পাঠিয়ে থাকেন। তারপর আসমান থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পানি বর্ষণ করেন। (সূরা আল-ফোরকান ঃ ৪৮)

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

আর কে তিনি, যিনি স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান ? আর কে স্বীয় রহমতের পূর্বে বায়ুর প্রবাহ পাঠান সুসংবাদ রূপে ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহ আছে কি (যে এ কাজ করে) ? এরা যে শির্‌ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ অনেক উর্ধ্বে।

(সূরা আন-নামল ঃ ৬৩)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ۝

(৪৬) তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি হলো এই যে, তিনি বাতাস পাঠিয়ে দেন সুসংবাদ দানের জন্য এবং তোমাদেরকে তাঁর রহমত দানে ধন্য করবার জন্য। আর এ জন্য যে, নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে চলবে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে আর তাঁর শোকর আদায় করবে। (৪৮) আল্লাহ্‌ই বাতাস পাঠিয়ে থাকেন এবং তা মেঘমালাকে উত্থিত করে। তারপর তিনি সে মেঘমালাকে যেভাবে চান আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। অতপর তুমি দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফোঁটা মেঘমালা থেকে চুয়ায়ে পড়েছে। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যখন যার ওপর চান বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। তখন সহসা তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। (৫১) আর যদি

আমরা এমন কোনো বাতাস পাঠাই যার প্রভাবে তারা নিজেদের ফসলের ক্ষেতকে হরিৎ বর্ণ দেখতে পায়, তাহলে তারা কুফরীই করতে থাকে। (সূরা আর-রূম)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

হে ঈমানদারগণ, স্মরণ করো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যা তিনি (এইমাত্র) তোমাদের প্রতি দেখিয়েছেন ঃ যখন শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর চড়াও হয়ে এসেছিল, তখন আমরা তাদের ওপর এক প্রবল ঝটিকা পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা তোমাদের গোচরীভূত হয়নি। আল্লাহ্ সবকিছুই দেখছিলেন, যা তখন তোমরা করছিলে। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৯)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

আর সুলাইমানের জন্য আমরা বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করে দিয়েছি, সকালবেলা তার একমাসের পথ অতিক্রম করা এবং সন্ধ্যাকালে তার একমাসের পথ অতিক্রম করা। আমরা তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি এবং এমন সব জ্বিনকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছি, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করত তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাতাম। (সূরা আস-সাবা ঃ ১২)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝

আল্লাহ্-ই তো বাতাসের প্রবাহ পাঠিয়ে থাকেন। তারপর তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে, অতপর আমরা তাকে এক জনমানবহীন অঞ্চলের দিকে নিয়ে যাই এবং সে জমিনকেই জীবন্ত করে তুলি যা মৃত পড়ে ছিল। মৃত মানুষগুলোর পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠাও ঠিক এরূপ ব্যাপারই হবে। (সূরা ফাতির ঃ ৯)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝

তখন আমরা বাতাসকে তার জন্য নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়ে দিলাম, তা তার হুকুমে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো যেদিকে সে চাইত। (সূরা সা-দ ঃ ৩৬)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۝

শেষ পর্যন্ত আমরা কতিপয় অশুভ দিনে তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দিলাম, যেন তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমান ও লাঞ্ছনাকর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারি এবং পরকালের আযাব তো এর চেয়েও অধিক অপমানকর। সেখানে কেউই তাদের সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ১৬)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۞ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۞

(৩২) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এই জাহাজ, যা সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মতো দৃশ্যমান। (৩৩) আল্লাহ যখন চাইবেন বাতাস থামিয়ে দেবেন এবং এটি সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে— এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে পূর্ণমাত্রায় ধৈর্যশীল ও শোকর আদায়কারী (৩৪) কিংবা (এর আরোহীদের) অনেক গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়েও তাদের কতিপয় ক্রিয়াকলাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন। (সূরা আশ-শূরা)

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۞

এ ছাড়া রাত-দিনের পার্থক্যে-আবর্তনে আর সেই রিযিকে যা আল্লাহ আসমান থেকে নাযিল করেন, এবং এর সাহায্যে মৃত জমিনকে যে জীবন্ত করে তোলেন এর মধ্যে, ও বায়ু-প্রবাহের আবর্তনে বিপুল নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (সূরা আল-জাসিয়াহ ঃ ৫)

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۚ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

(২৪) পরে তারা যখন সেই আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো তখন বলতে লাগল ঃ এটি মেঘপুঞ্জ, এ আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে। —না, বরং এটি সেই জিনিস যার জন্য তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছিলে। এটি ঘূর্ণিবাতাসের ঝঞ্ঝা-তুফান। এর মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে। (২৫) তা এর সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের বসবাসের স্থানটুকু ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বস্তুত এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি। (সূরা আল-আহক্বাফ)

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۞ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۞

(৪১-৪২) আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) আ'দ জাতির ঘটনায়। আমরা যখন তাদের ওপর এমন একটা অকল্যাণময় বায়ূ-প্রবাহ পাঠালাম, যা যে জিনিসের ওপর দিয়েই চলে গেছে, তাকেই ছিন্ন-ভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ, জ্বরা-জীর্ণ করে দিয়েছে। (সূরা আয-যারিয়াত)

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۞ تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۞

আমরা এক প্রলম্বিত অশুভ দিনে প্রবল ঝড়ো বাতাস তাদের ওপর প্রেরণ করলাম; (২০) তা লোকদেরকে ওপরে উঠিয়ে এমনভাবে নিক্ষেপ করছিল, যেন সে মূল থেকে উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড। (সূরা আল-ক্বামার)

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝

(৬) আর আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবাত্যাকর আঘাতে। (৭) (আল্লাহ তা'আলা) একে ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা ভূমিতে এমনভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে যেমন পুরাতন শুষ্ক খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ পড়ে থাকে। (সূরা আল-হাককাহ)

হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نُصِرتُ بِالصَّبَا وَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمَجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوْا يُعْطِي صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِي اللّٰهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُوْنِي فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا أَوْ فِي عَقِبِ هٰذَا قَوْمٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ -

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করছেন, নবী (স) বলেছেন, (খন্দকের যুদ্ধের সময়) ভোরের হাওয়া দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং দাবুর (এক প্রকারের ধ্বংসাত্মক পশ্চিমা মরু বায়ু) দ্বারা 'আদ জাতি'কে ধ্বংস করা হয়েছে। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) নবী করীম (স)-এর কাছে কিছু স্বর্ণের টুকরা পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। (এই চার ব্যক্তি হলেন,) আকরা ইবনে হাবিস আল হানযালী যিনি মাজাশিয়ী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, উয়াইনা ইবনে বদল আর ফারাযী যায়েদ আত তাঈ যিনিবনু নাহবান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এতে কোরাইশ ও আনসারগণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং বলতে লাগলেন, তিনি নজদ বাসীদের নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে উপেক্ষা করছেন। নবী (স) বললেন ঃ আমি তো তাদেরকে (ইসলামের দিকে আকর্ষণ করার জন্য) মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে (এগিয়ে) আসল, যার চক্ষুদ্বয় কোটরাগত, গণ্ডদ্বয় ঝুলে পড়া, কপাল উঁচু, দাড়ী ঘন এবং মাথা মুড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহকে ভয় করো। তিনি জবাব দিলেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে কে ? আল্লাহ আমাকে দুনিয়াবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছেন। আর

তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করো না ? তখন তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি একে হত্যা অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ বলেন) আমার ধারণা, এ ব্যক্তি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ছিলেন। কিন্তু নবী (স) তাকে নিষেধ করেন (অভিযোগকারী) তখন নবী করীম (স) বললেন, এ ব্যক্তির বংশে অথবা এ ব্যক্তির পরে এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দ্বীন থেকে তারা এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা হত্যা করবে ইসলামের অনুসারীদেরকে, আর মুক্তি ও অব্যাহতি দেবে মূর্তি পূজারীদেরকে। যদি আমি ততদিন বাঁচি তাহলে আদ জাতির মতো অবশ্যই তাদের হত্যা করব। (বুখারী)

২১. যবুর

কুরআন

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল। আমরা কোনো কোনো নবী-পয়গম্বরকে অপর নবী-পয়গম্বরের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি আর আমরাই দাউদকে যাবুর (কিতাব) দিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ۝

আর 'যাবূর' কিতাবে নসীহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে, আমাদের নেক বান্দাগণই জমিনের উত্তরাধিকারী হবে। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১০৫)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَاْمُرُ بِدَوَابِه فَتُسْرَجُ فَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ اَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَاكُلُ اِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ -

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "দাউদ (আ) এর জন্য যাবুর কিতাবের তিলাওয়াত সহজসাধ্য করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর বাহনের পিঠে জীন বাঁধবার আদেশ করতেন এবং তার ওপর জীন বাঁধা হত। কিন্তু বাহনের পিঠে জীন বাঁধার পূর্বেই তিনি (যাবুর) তিলাওয়াত শেষ করতে পারতেন। তিনি স্বহস্তে উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। (বুখারী)

২২. যাক্কুম

কুরআন

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ۝ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝

(৬২) বলো ঃ এ যিয়াফত উত্তম না যাক্কুম গাছ ? (৬৩) আমরা এ গাছটিকে জালিমদের জন্য ফেতনা বানিয়ে দিয়েছি। (৬৪) এটি এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। (৬৫) এর ছড়াগুলো যেন শয়তানদের মাথা। (৬৬) জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং এর দ্বারাই পেট ভরবে। (সূরা আস-সাফ্ফাত)

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ۝

(৪৩-৪৪) 'যাক্কুম' বৃক্ষ হবে গুনাহগারের খাদ্য; (৪৫-৪৬) তেলের তলানীর মতো। পেটের মধ্যে এমনভাবে উথলিয়ে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি উথলিয়ে উঠে। (সূরা আদ-দুখান)

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ ۝ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝

(৫১) তাহলে হে পথভ্রষ্ট ও অবিশ্বাসকারী লোকেরা! (৫২) তোমরা যাক্কুম বৃক্ষের খাদ্য অবশ্যই খাবে। (৫৩) এর দ্বারাই তোমরা পেট ভর্তি করবে। (৫৪) আর বহমান ফুটন্ত টগবগে পানি পান করবে। (সূরা আল-ওয়াকিয়া)

২৩.ভূষণ

কুরআন

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

(৩১) হে আদম সন্তান! প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো। আর খাও, পান করো এবং সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৩২) হে নবী! তাদেরকে বলো, আল্লাহ্‌র সে সব সৌন্দর্য-অলংকার কে হারাম করেছে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া পবিত্র জিনিসসমূহকে কে নিষিদ্ধ করেছে ? বলো, এই সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্যই আর কেয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাদের জন্যে হবে। এভাবে আমরা আমাদের কথাসমূহ স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। (সূরা আল আরাফ)

২৪. কেয়ামত

কুরআন

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে ঃ আচ্ছা, সে কেয়ামতের সময়টি কখন আসবে ? বলো ঃ "এর জ্ঞান কেবল মাত্র আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে। এর জন্য নির্দিষ্ট সময় তিনিই তো প্রকাশ করবেন। আসমান ও জমিনে তা বড় কঠিন দিন হবে। তা তোমাদের কাছে আকস্মিকভাবে এসে পড়বে।" এই লোকেরা সে সম্পর্কে তোমার কাছে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যেন তুমি এরই সন্ধানে মশগুল হয়ে রয়েছ। বলো ঃ "ঐ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই নিগূঢ় সত্যকে জানে না— বুঝে না।" (সূরা আরাফ ঃ ১৮৭)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾

আমরা জমিন ও আকাশমণ্ডলকে এবং এই দু'য়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুকে মহাসত্য ব্যতীত অপর কোনো ভিত্তিতে সৃষ্টি করিনি আর চূড়ান্ত ফায়সালার সময় নিঃসন্দেহে আসবে। অতএব, হে মুহাম্মদ! তুমি (এই লোকদের অর্থহীন কাজকর্মকে) ভদ্রোচিতভাবে ক্ষমা করতে থাকো। (সূরা আল-হিজর ঃ ৮৫)

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

আর জমিন ও আসমানের গোপন রহস্য জ্ঞান তো আল্লাহ্‌রই রয়েছে এবং কেয়ামত সঙ্ঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না; শুধু এতটুকু সময় মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে; বরং এরও কম। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। (সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৭৭)

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۗ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

এভাবে আমরা শহরবাসীকে তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে দিলাম, যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য আর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় নিঃসন্দেহে এসে পৌঁছবে। (কিন্তু একটু ভেবে দেখো, এ-ই যখন আসল চিন্তার বিষয় ছিল) তখন তারা পরস্পরে এ কথা নিয়ে বিতর্ক করেছিল যে, এই লোকদের (গুহাবাসীদের) সাথে কি করা যাবে। কিছু লোক বলল ঃ "এদের ওপর একটি প্রাচীর দাঁড় করে দাও, এদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই এদের ব্যাপারটিকে ভালো জানেন।" কিন্তু যারা তাদের বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্বশীল ছিল, তারা বলল ঃ "আমরা তো এদের ওপর একটি উপাসনা-কেন্দ্র নির্মাণ করব।" (সূরা আল-কাহ্‌ফ ঃ ২১)

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ۗ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো ঃ যে ব্যক্তি গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়, রহমান তাকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। এমন কি, শেষ পর্যন্ত এসব লোক যখন সে জিনিসটি দেখে নেয়, যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছে— তা আল্লাহ্‌ আযাব হোক বা কেয়ামতের সময়— তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাপ এবং কার দলবল দুর্বল! (সূরা মরিয়াম ঃ ৭৫)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ۝ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝

(১) হে মানব জাতি! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। প্রকৃতপক্ষে, কেয়ামতের কম্পন বড়ই (ভয়াবহ) জিনিস। (২) যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়েবে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না; বরং আল্লাহ্‌র আযাবই এরূপ সাঙ্ঘাতিক হবে। (৭) (এ ব্যবস্থা এও প্রমাণ করে যে,) কেয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে; এতে কোনোপ্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সে লোকদেরকে অবশ্যই উঠাবেন, যারা কবরে অন্তর্হিত হয়েছে। (৫৫) অমান্যকারী লোকেরা তো তার তরফ থেকে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তাদের ওপর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সহসা এসে পড়বে কিংবা অত্যন্ত খারাপ একটি দিনের আযাব নযিল হবে। (সূরা আল-হাজ্জ)

بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝

আসল কথা এই যে, এরা সে 'নির্দিষ্ট মুহূর্তটিকে মিথ্যা মনে করেছে আর যে লোকই সে মুহূর্তকে মিথ্যা মনে করবে তার জন্য আমরা জ্বলন্ত আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

(সূরা আল-ফুরকান ঃ ১১)

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ۝

(১২) আর যখন সে 'কেয়ামত' সঙ্ঘটিত হবে সে দিন অপরাধী লোকেরা নিরাশ হয়ে যাবে। (৫৫) আর যখন সে সময়টি এসে পড়বে, তখন অপরাধী লোকেরা কসম খেয়ে বলবে যে, আমরা অল্প সময়ের বেশি অবস্থান করিনি। এমনিভাবেই তারা দুনিয়ার জীবনে ধোঁকা খচ্ছিল।

(সূরা আর-রূম)

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ۝

প্রকৃতপক্ষে সে সময়টির জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ্‌রই কাছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়েদের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোনো প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কি কামাই করবে— না কেউ জানে যে, তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝

(৬৩) লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কখন আসবে ? বলো ঃ এর জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে! তুমি কিভাবে জানবে; সম্ভবত তা খুব কাছেই এসে পড়েছে। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৬৩)

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

দোযখের আগুন, যার ওপর সকাল ও সন্ধ্যা তাদেরকে উপস্থাপন করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে দাঁড়াবে, তখন হুকুম দেওয়া হবে যে, ফিরাউনী দল-বলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ করো। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৪৬)

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۖ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝

কিন্তু যখনই কঠিন সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে বলে ঃ "আমি তো এরই অধিকারী ছিলাম। আমি মনে করি না যে, কেয়ামত কখন আসবে। তবুও বাস্তবিকই যদি আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে সেখানেও খুব কল্যাণ ভোগ করব। অথচ যারা কুফরী করেছে তারা কি করে এসেছে তা আমরা তাদেরকে জানিয়ে দেবো এবং তাদেরকে আমরা অত্যন্ত খারাপ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৫০)

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

(৬১) সে তো আসলে কেয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব, তোমরা তার বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করো না আর আমার কথা মেনে নাও; এটাই সঠিক ও নির্ভুল পথ। (৬৬) এ লোকেরা কি এখন এই জিনিসেরই অপেক্ষায় রয়েছে যে, সহসা এদের ওপর কেয়ামত এসে পড়ুক এবং তারা তা টেরও না পাক ? (সূরা আয-যুখরুফ)

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝

এখন এই লোকেরা কি শুধু কেয়ামতেরই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তা আকস্মিকভাবে তাদের ওপর এসে পড়ুক ? এর নিদর্শনাদি তো এসে পড়েছে। যখন তা নিজে এসে পড়বে, তখন এই লোকদের পক্ষে নসীহত কবুল করার আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে ? (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৮)

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ۝

(১) কেয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে ! (৪৬) আর যারা আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে পেশ হওয়ার ভয় পোষণ করে তাদের প্রত্যেকের জন্যই দুখানি বাগান রয়েছে। (সূরা আল-ক্বামার)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ۝ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۝ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ۝ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ۝

(৪২) এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, সে সময়টি কখন এসে উপস্থিত হবে ? (৪৩) সেই নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা তো তোমার কাজ নয়। (৪৪) এতৎসংক্রান্ত জ্ঞান তো আল্লাহ্ পর্যন্তই শেষ। (৪৫) তুমি শুধু সাবধানকারী এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে তাঁকে ভয় করে। (৪৬) যেদিন এই লোকেরা তা দেখতে পাবে, তখন তারা মনে করবে (এ দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) শুধু একটি দিনের বিকাল কিংবা সকাল বেলাই তারা অবস্থান করেছে মাত্র। (সূরা আন-নাযিয়াত)

হাদীস

عَنْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْعَامُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَاَصْغٰى سَمْعَهُ وَقَنٰى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ - فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا ذَتَامُرُنَا، قَالَ قُوْلُوْ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ কিভাবে আমি ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করতে পারি যেখানে শিংগাধারী [ইস্‌রাফিল (আ)] মুখে শিংগা ধরে, কান খাড়া করে, কপাল নুইয়ে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় আছে ? লোকেরা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে আমাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি ? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো, "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَقُوْمُ السَّاعَةُ وَثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا مَا لَايَتَبَايِعَنَهُ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُوْمُ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ يَلَبَنِ لِقْحَتِهِ لَايَطْعَمُهُ وَلَتَقُوْمُ السَّاعَةُ يَلُوْطُ حَوْضَهُ لَايَسْقِيْهِ وَلَتَقُوْمُ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ لُقْمَتَهُ اِلٰى فِيْهِ لَايَطْعَمُهَا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ দই ব্যক্তি কাপড় বেচা-কেনা করছে, কাপড় সামনে রাখা আছে, এমন সময় কেয়ামত এসে যাবে, তারা দু'জনে কাপড়ের ব্যাপারে ফয়সালা করতে পারবে না, এমনকি কাপড়কে গুছিয়ে রাখতেও পারবে না। এক ব্যক্তি উটনীর দুধ দোহন করে ঘরে নিয়ে চলছে এমন সময় কেয়ামত এসে যাবে, তা আর ব্যবহার করার সুযোগ তার মিলবে না। এক ব্যক্তি হয়তো পানির আধার তৈরি করছে, এমন সময় কেয়ামত এসে যাবে, সে ঐ আধার থেকে পশুকে পানি পান করাতেও পারবে না। কেউ খাবারের মুঠি মুখে তুলছে এমন সময় কেয়ামত এসে যাবে, ঐ মুঠি তার মুখ পর্যন্ত পৌছাতেও পারবে না কেয়ামত হয়ে যাবে। (তারগীব ও তারহীব ইবনে হুব্বান)

عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ رَاْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ চোখে কেয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেনো নিম্নোক্ত সূরাগুলো পড়ে নেয়ঃ (১) সূরা আত্তাকীর (২) আল ইনফিতার (৩) আল ইনশিক্বাক। (তিরমিযী)

২৫. মেঘ

কুরআন

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّ
تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

(এ সত্য অনুধাবন করার জন্য অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাতদিনের আবর্তন, মানুষের জন্য লাভজনক দ্রব্যাদি নিয়ে নদ-নদী ও সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানসমূহ, উপর থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক বৃষ্টির ধারা বর্ষণ ও এর সাহায্যে মৃত্যুর পর পৃথিবীকে জীবন দান এবং তার এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণবান সৃষ্টির বিস্তার সাধন, বায়ুর গতি-প্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬৪)

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ، حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ، كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

তিনিই আল্লাহ যিনি বাতাসকে স্বীয় রহমতের আগে ভাগে সুসংবাদ বহনকারী রূপে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর যখন তা পানি বোঝাই-করা মেঘমালা বহন করে, তখন আমরা তাকে কোনো মৃত জমিনের দিকে চালিয়ে দেই এবং সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে (সে মৃত জমিন থেকে) নানা রকম ফল উৎপাদন করি। লক্ষ্য করো, এভাবেই আমরা মৃতদেরকে মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে লই। সম্ভবত তোমরা এই পর্যবেক্ষণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৫৭)

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝

তিনিই তোমাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকিয়ে থাকেন; যা দেখে তোমাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয় আর আশাও জাগে। তিনিই পানিভরা মেঘের সঞ্চার করেন। (সূরা আর-রা'দ ঃ ১২)

أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ، ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، إِذَا
أَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ، وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا
ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا
مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝

(৪০) অথবা এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক গভীর সমুদ্রের বুকে অন্ধকার; ওপরে একটি তরঙ্গ

ছেয়ে রয়েছে, এর ওপর আর একটি তরঙ্গ, এর ওপর রয়েছে মেঘমালা; অন্ধকারের ওপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলেও তা সে দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেননি, তার জন্য আর কোনো আলোই নেই। (৪৩) তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন। তারপর এর খণ্ডগুলোকে পরস্পর একত্রিত ও সম্মিলিত করেন, অতপর তাকে আরো পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত করে তোলেন ? তারপর তুমি এও দেখো যে, এর অভ্যন্তর থেকে বৃষ্টির ফোঁটা টপকিয়ে পড়তে থাকে। আর তিনি আকাশ থেকে উচ্চ পাহাড়গুলোর সাহায্যে শিলা বর্ষণ করেন। অতপর যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা ক্ষতি পৌছিয়ে থাকেন আর যাকে ইচ্ছা তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এর বিদ্যুত চমক চোখকে ঝলসিয়ে দেয়। (সূরা আন-নূর)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝

আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছ যে, এটি বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে; কিন্তু তখন তা মেঘমালার মতোই উড়তে থাকবে। এ হবে আল্লাহ্র কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি, যিনি প্রতিটি জিনিসকেই সুষ্ঠুভাবে মজবুত করে বানিয়েছেন। তোমরা কি করছ, তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। (সূরা আন-নামল ঃ ৮৮)

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

আল্লাহ্ই বাতাস পাঠিয়ে থাকেন এবং তা মেঘমালাকে উত্থিত করে। তারপর তিনি সে মেঘমালাকে যেভাবে চান আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। অতপর তুমি দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফোঁটা মেঘমালা থেকে চুয়ায়ে পড়ছে। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যখন যার ওপর চান বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। তখন সহসা তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। (সূরা আর-রূম ঃ ৪৮)

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

আল্লাহ্-ই তো বাতাসের প্রবাহ পাঠিয়ে থাকেন। তারপর তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে, অতপর আমরা তাকে এক জনমানবহীন অঞ্চলের দিকে নিয়ে যাই এবং সে জমিনকেই জীবন্ত করে তুলি যা মৃত পড়ে ছিল। মৃত মানুষগুলোর পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠাও ঠিক এরূপ ব্যাপারই হবে। (সূরা ফাতির ঃ ৯)

وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ۝

এরা আকাশমণ্ডলের ভগ্নাংশ পড়ে যেতে দেখলেও বলবে, এ তো মেঘমালা, যা চারিদিক থেকে পুঞ্জীভূত হয়ে আসছে। (সূরা আত-তুর ঃ ৪৪)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَاى مَخِيْلَةً فِىْ السَّمَاءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهَهُ فَاِذَا اَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَّ فَتْهُ عَائِشَةُ ذلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَااَدْرِىْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَااسْتَعْجَلْتُمْبِه رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (الاحقاف)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে আসতেন, আবার পিছে হঠতেন। কখনো (ঘরে) ঢুকতেন, পুনরায় বেরিয়ে যেতেন (অর্থাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন) এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে আকাশ বারি বর্ষণ করলে তার এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটত। আয়েশা এ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করলে নবী (স) বললেন, জানি না, (আযাবের) মেঘ দেখে 'আদ জাতি' যে উক্তি করেছিল এ মেঘ অনুরূপ (আযাবের) মেঘও তো হতে পারে। (কুরআন বলছে) "তারপর তারা যখন মেঘমালা তাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তারা বলে উঠল, এতো সেই মেঘমালা, যা আমাদের ওপর বর্ষিত হবে। বরং তা সেই ভয়ঙ্কর হাওয়া— যা তোমরা ত্বরিত পেতে চেয়েছিলে; যাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।" —সূরা আহকাফ ঃ ২৪ (বুখারী)

২৬. জাদুগর

কুরআন

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۞ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

(৭৮) তারা জবাবে বলল ঃ "তোমরা কি এই জন্য এসেছ যে, তোমরা আমাদেরকে সে পথ ও পন্থা থেকে ফিরিয়ে নেবে, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি আর জমিনে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে ? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে পারি না।" (৭৯) ফিরাউন (নিজের লোকদেরকে) বলল ঃ প্রতিটি সুদক্ষ জাদুগরকে আমার কাছে উপস্থিত করো। (৮০) জাদুগররা এসে পৌছল; তখন মূসা তাদেরকে বলল ঃ "তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ করো।" (৮১) পরে যখন তারা নিজেদের জাদু নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল ঃ তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করেছ, তা জাদু। আল্লাহ্ এখনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদকারী লোকদের কাজকে আল্লাহ্ শোধরাতে দেন না। (সূরা ইউনুস)

فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۞ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ۞ قَالَ لَهُمْ

مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ
يَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾ قَالُوْا
يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ
اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَ
اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۚ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۚ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِيَ
السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ
الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَ
لَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ
مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ
السِّحْرِ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾

(৫৮) ঠিক আছে, আমরাও তোমার মোকাবেলায় অনুরূপ জাদু দেখাব। ঠিক করো, কখন এবং কোথায় এ মুকাবেলা হবে। না আমরা এ প্রস্তাব থেকে ফিরে যাব, না তুমি ফিরে যাবে। খোলা ময়দানে সামনা-সামনি মোকাবেলায় এসো। (৫৯) মূসা বলল ঃ উৎসবের দিন স্থিরীকৃত হলো, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনতাও সমবেত হবে। (৬০) ফিরাউন ফিরে গিয়ে তার সমস্ত কলা-কৌশল একত্রিত করল এবং মোকাবেলার জন্য উপস্থিত হলো। (৬১) মূসা (প্রত্যক্ষ মোকাবেলার সময় প্রতিপক্ষের লোকদেরকে সম্বোধন করে) বলল, "হে ভাগ্যাহত লোকেরা! আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করো না। নতুবা তিনি এক কঠিন আযাব দ্বারা তোমাদের সর্বনাশ করে দেবেন। মিথ্যা যে-ই রচনা করবে, সে-ই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যাবে।" (৬২) এ কথা শুনে তাদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা দিল এবং তারা চুপি চুপি পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। (৬৩) শেষ পর্যন্ত কিছু লোক বলল ঃ এই দু'জন তো নিছক জাদুগর। এদের উদ্দেশ্য এই যে, এরা নিজেদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেবে এবং তোমাদের আদর্শ জীবন পদ্ধতিকে ধ্বংস করে দেবে। (৬৪) তোমরা নিজেদের সমস্ত কলা-কৌশলকে আজ একত্রিত করে নাও এবং একত্রিত হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়। মনে রেখো, আজ যে প্রাধান্য বিস্তার করবে, জয় তারই হবে। (৬৫) জাদুগররা বলল ঃ "মূসা! তুমি আগে ছাড়বে, না আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করব ?" (৬৬) সহসা তাদের রশিগুলো এবং তাদের লাঠিগুলো তাদের জাদুর জোরে দৌড়াচ্ছে বলে মূসার মনে হলো। (৬৭) এতে মূসার নিজের মনে ভয় হলো। (৬৮) আমরা বললাম ঃ "ভয় পেয়ো না, তুমিই জয়ী হবে। (৬৯) নিক্ষেপ করো যা কিছু তোমার হাতে আছে। তা এখনই তাদের বানোয়াট জিনিসগুলোকে গিলে ফেলবে। এরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, এতো জাদুগরের প্রতারণা। আর জাদুগর কখনো সফল হতে পারেনা— তা যত জাঁক-

জমক করেই আনুক না কেন।" (৭০) শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত জাদুগরকে সিজদায় নত করে দেওয়া হলো। তারা চিৎকার করে বলে উঠল ঃ আমরা মেনে নিলাম মূসা ও হারুনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে। (৭১) ফিরাউন বলল ঃ তোমরা ঈমান আনলে আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ? বোঝা গেলো, এরা তোমাদের গুরু, যারা তোমাদেরকে জাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। ঠিক আছে, এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেবো এবং খেজুর গাছের ওপর তোমাদেরকে শুলে বসাব। এরপরই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি তুলনায় বেশি কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী (অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বেশি শাস্তি দিতে পারি, না মূসা)। (৭২) জাদুগররা জবাব দিল ঃ "কসম সে মহান সত্তার, যিনি আমাদেরকে পয়দা করেছেন। এটি হতেই পারেনা যে, আমরা উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠার পরও (মহাসত্যের ওপর) তোমাকে অগ্রাধিকার দেবো। তুমি যাকিছু করতে চাও, তা করো। তুমি বেশি কিছু করলেও শুধু এই দুনিয়ার জীবনেরই ফয়সালা করতে পারো। (৭৩) আমরা তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেন আর এই জাদুগিরী— যা করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে— মার্জনা করেন। আল্লাহ্ই উত্তম— কল্যাণময় এবং তিনিই চিরস্থায়ী।" (সূরা ত্বা-হা)

قَالُوٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِينَ ۝ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۝ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ۝ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغٰلِبِينَ ۝ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى أَلْقُوا مَآ أَنتُمْ مُّلْقُونَ ۝ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُونَ ۝ فَأَلْقٰى مُوسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَأُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ۝ قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ۝ قَالَ اٰمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلٰفٍ وَّلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ قَالُوا لَا ضَيْرَ ۚ إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۝ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ أَنْ كُنَّآ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(৩৬-৩৭) তারা বলল ঃ "তাকে এবং তার ভাইকে আটক করে রাখুন; আর শহর-নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠিয়ে দিন, তারা সব দক্ষ জাদুগরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে। (৩৮) তদনুযায়ী একদিন নির্দিষ্ট সময়ে জাদুগরদের একত্রিত করা হলো। (৩৯) আর লোকদেরকে বলা হলো ঃ "তোমরা কি সম্মেলনে যাবে ? (৪০) সম্ভবত আমরা জাদুগরদের ধর্মের ওপরই থেকে যাবো— যদি তারা জয়ী হয়।" (৪১) জাদুগররা যখন ময়দানে এলো তখন তারা ফিরাউনকে বলল ঃ "আমাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে তো, যদি আমরা জয়ী হই ?" (৪২) সে বলল ঃ "হ্যাঁ, আর তখন তো তোমরা নিকটবর্তীদের মধ্যে গণ্য হবে।" (৪৩) মূসা বলল ঃ তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো। (৪৪) অমনি তারা নিজেদের রশি ও লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করল আর বলল ঃ "ফিরাউনের সৌভাগ্যের দোহাই! আমরাই জয়ী থাকব।" (৪৫) অতপর

মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, তখন সহসাই তা তাদের মিথ্যা কৃতিত্বকে গিলে ফেলতে লাগল। (৪৬–৪৮) এই দেখে সব জাদুগরই স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে গেল এবং বলে উঠল ঃ "মেনে নিলাম আমরা রাব্বুল আলামীনকে— মূসা ও হারুনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে।" (৪৯) ফিরাউন বলল ঃ "তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই! নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। আচ্ছা! এখনই তোমরা জানতে পারবে! আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সকলকে শুলবিদ্ধ করব।" (৫০) তারা জবাব দিল ঃ "কোনো পরোয়া নেই, আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে যাবো। (৫১) আর আমাদের আশা আছে যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। কেননা আমরা সর্বপ্রথমে ঈমান এনেছি।"

(সূরা আশ-শু'আরা)

২৭. সৌভাগ্যবানরা

কুরআন

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

(১০৬) যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্যমণ্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, "ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে ? তাহলে এখন এই নেয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময় স্বরূপ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করো। (১০৭) আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এই অবস্থায়ই থাকবে।

(সূরা আলে-ইমরান)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَ

مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(৪২) পক্ষান্তরে যারা আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিয়েছে এবং ভালো কাজ করেছে— আর এই পর্যায়ে আমরা প্রত্যেককে তার সাধ্যানুযায়ীই দায়ী করে থাকি— তারা জান্নাতী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (৪৩) তাদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে গ্লানি ও বিরূপভাব থাকবে, আমরা তা বিদূরিত করে দেবো। তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথের সন্ধান পেতাম না, যদি আল্লাহ্‌ই আমাদের পথ না দেখাতেন। আমাদের খোদা-প্রেরিত রাসূল প্রকৃতই সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন। তখন আওয়াজ আসবে

যে, "তোমরা যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, তা তোমাদের সে সব আমলের প্রতিফল হিসেবেই পেয়েছ, যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করেছিলে।" (সূরা আল-আরাফ)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۗ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(২৫) (তোমরা এই অস্থায়ী ও ভংগুর জীবনের ফেরেবে নিপতিত হয়ে রয়েছ), অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির কেন্দ্রভূমির দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। (হেদায়েত দান একান্তভাবে আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত), যাকে তিনি চান সঠিক পথ দেখান। (২৬) যারা ভালো কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা ভালো ফল পাবে আর পাবে অধিক অনুগ্রহও। কলংক-কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমণ্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী; সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। (সূরা ইউনুস)

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۗ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝

আর যারা সৌভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন পর্যন্ত জমিন ও আসমান বর্তমান। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অন্য রকম কিছু করতে চাইলে ভিন্ন কথা। তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে, যার ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবে না।

(সূরা হুদ ঃ ১০৮)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝

(৪৫) পক্ষান্তরে মুত্তাকী লোকেরা অবস্থান করবে বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে। (৪৬) এবং তাদেরকে বলা হবে যে, এতে প্রবেশ করো পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে। (৪৭) তাদের মনে যাকিছু সামান্য কপটতার ক্রটি থাকবে, তা আমরা বের করে দেবো। তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসমানের ওপর বসবে। (সূরা আল-হিজর)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

(১০৭) অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারী করার জন্য ফেরদাউসের সুসজ্জিত বাগান রয়েছে; (১০৮) সেখানে তারা সব সময় বসবাস করবে আর কখনোই সে স্থান থেকে বের হয়ে কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না। (সূরা আল-কাহফ)

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ ۙ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۝ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

(১০১) অবশ্য যারা আমাদের কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করবে বলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তারা অবশ্যই এ থেকে দূরে অবস্থান করতে থাকবে। (১০২) এর সামান্যতম খস্‌খসানি শব্দও তারা শুনতে পাবে না। তারা চিরদিন নিজেদের মনমতো দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যেই ডুবে থাকবে। (১০৩) সে চরম ও সাংঘাতিক বিপদের সময়ও তারা এতটুকু কাতর হবে না; বরং ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সসম্মানে গ্রহণ করবে এই বলে ঃ "এ তোমাদের সে দিন, যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হতো। (সূরা আল-আম্বিয়া)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ
الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

(২৩) (অন্যদিকে) যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে, তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করানো হবে, যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে; সেখানে তাদেরকে সোনার কঙ্কণ ও মোতির মালা দ্বারা ভূষিত করা হবে আর তাদের পোশাক হবে রেশমের। (২৪) তাদেরকে পবিত্র কথা গ্রহণ করবার নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে দেখানো হয়েছে মহান গুণাবলী সম্পন্ন আল্লাহ্‌র পথ। (সূরা আল-হাজ্জ)

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

সে দিন— যারা জান্নাতের অধিকারী শুধু তারাই কল্যাণময় স্থানে অবস্থান করবে আর দ্বিপ্রহর কাটাবার জন্য তারা উত্তম স্থান লাভ করবে। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ২৪)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

(৮) অবশ্য যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতসমূহ। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি আল্লাহ্‌র পাক্কা ওয়াদা আর তিনি মহাশক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা লুকমান)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾
تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ
مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

(১৫) আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি তো সে লোকেরা ঈমান আনে, যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা সিজদায় অবনত হয় ও নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। (সিজদা) (১৬) তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডাকে আশঙ্কা ও আশাবাদ সহকারে। আর যা কিছু রিযিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে খরচ করতে থাকে। (১৭)

তাছাড়া তাদের আমলের প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীরই তা জানা নেই। (সূরা আস-সাজদাহ্)

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّلُؤۡلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ ۝

চিরকালীন বেহেশতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন এবং মণি-মুক্তায় সজ্জিত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সূরা ফাতির ঃ ৩৩)

فَالۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٌ شَيۡـًٔا وَّلَا تُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ۝ اِنَّ اَصۡحٰبَ الۡجَنَّةِ الۡيَوۡمَ فِىۡ شُغُلٍ
فٰكِهُوۡنَ ۝ هُمۡ وَاَزۡوَاجُهُمۡ فِىۡ ظِلٰلٍ عَلَى الۡاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوۡنَ ۝ لَهُمۡ فِيۡهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمۡ مَّا يَدَّعُوۡنَ ۝ سَلٰمٌ
قَوۡلًا مِّنۡ رَّبٍّ رَّحِيۡمٍ ۝

(৫৪) আজ কারো প্রতি একবিন্দু জুলুম করা হবে না আর তোমাদেরকে তেমনি প্রতিফল দেওয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করেছিলে। (৫৫) আজ জান্নাতীরা— মজা লুটবার কাজে মশগুল হয়ে রয়েছে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ায় রাজকীয় আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসে আছে। (৫৭) সব রকমের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্য সেখানে মওজুদ রয়েছে। তারা যা কিছুই চাইবে, তাই তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। (৫৮) দয়াময় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের (আল্লাহ্‌র) তরফ থেকে তাদেরকে 'সালাম' বলা হয়েছে। (সূরা ইয়া-সীন)

وَسِيۡقَ الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا رَبَّهُمۡ اِلَى الۡجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوۡهَا وَفُتِحَتۡ اَبۡوَابُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَادۡخُلُوۡهَا خٰلِدِيۡنَ ۝ وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡ صَدَقَنَا وَعۡدَهٗ وَاَوۡرَثَنَا الۡاَرۡضَ نَتَبَوَّاُ
مِنَ الۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِيۡنَ ۝ وَتَرَى الۡمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيۡنَ مِنۡ حَوۡلِ الۡعَرۡشِ يُسَبِّحُوۡنَ
بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ ۚ وَقُضِىَ بَيۡنَهُمۡ بِالۡحَقِّ وَقِيۡلَ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝

(৭৩) আর যেসব লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী থেকে বিরত ছিল, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহকে পূর্ব থেকেই উন্মুক্ত দেখতে পাবে। তখন এর ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে ঃ "সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি, তোমরা খুব ভালোভাবেই ছিলে। প্রবেশ করো এর মধ্যে চিরকালের জন্য।" (৭৪) আর তারা বলবে ঃ "শোকর মহান আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাকে সত্য করে দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে জমিনের উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) বানিয়েছেন। এখন আমরা জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের স্থান বানিয়ে নিতে পারি।" অতএব অতি উত্তম প্রতিদান নেক আমলকারী লোকদের জন্য। (৭৫) আর তুমি দেখবে, ফেরেশতারা আরশের চারপার্শে ঘিরে থেকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় নিযুক্ত রয়েছে। আর লোকদের মাঝে যথাযথভাবে বিচার-ফয়সালা চুকিয়ে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করে দেওয়া হবে যে, যাবতীয় তারীফ-প্রশংসা কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। (সূরা আয-যুমার)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

(৫১) আল্লাহ্‌ভীরু লোকেরা নিরাপদ ও শান্তিময় স্থানে থাকবে, (৫২) বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারা পরিবেষ্টিত জায়গায়। (৫৩) পাতলা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে সামনা-সামনি আসীন হবে। (৫৪) এটাই হবে তাদের জাঁকজমকের অবস্থা। আমরা সুন্দরী রূপসী হরিণ নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী বানিয়ে দেবো। (৫৫) সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্তে সর্বপ্রকারের সুস্বাদু জিনিসসমূহ পেতে থাকবে। (৫৬-৫৭) সেখানে কখনো তারা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু ঘটেছিল, তা তো ঘটেই গেছে। আর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন। বস্তুত এটাই বড় সাফল্য। (সূরা আদ্-দুখান)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

(১৫) মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, এর পরিচয় তো এই যে, তাতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির। ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন দুধের যা কখনো বিস্বাদ হবে না। ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন পানীয়ের, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় হবে আর ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর। সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে থাকবে ক্ষমা। (যে ব্যক্তির ভাগে এ জান্নাত আসবে সে কি) ঐ লোকদের মতো হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে দেবে? (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৫)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

(১৭) মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগানসমূহে ও নিয়ামত সম্ভারের মধ্যে অবস্থান করবে, (১৮) মজা নিতে ও স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে সেসব জিনিস থেকে যা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে দেবেন। আর তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (১৯) (তাদেরকে বলা হবে) খাও এবং পান করো স্বাদ ও মজা সহকারে, তোমাদের সেসব কাজের প্রতিফলরূপে যা তোমরা করেছিলে। (২০) তারা সামনা-সামনি

বসানো আসনসমূহের ওপর ঠেস লাগিয়ে বসবে। আর আমরা সুদর্শন ও সুনয়না 'হুর'দেরকে তাদের কাছে বিয়ে দেবো। (সূরা আত-তুর)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۗ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۙ مُدْهَآمَّتٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۚ

(৪৬) আর যারা আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে পেশ হওয়ার ভয় পোষণ করে তাদের প্রত্যেকের জন্যই দুখানি বাগান রয়েছে। (৪৭) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৪৮) উভয় বাগানই সবুজ-সতেজ ডাল-পালায় ভরপুর। (৪৯) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে? (৫০) দুটি বাগানে দুটি ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান। (৫১) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে ? (৫২) উভয় বাগানের প্রত্যেকটি ফলের দুটি প্রকরণ হবে। (৫৩) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে ? (৫৪) (জান্নাতী লোকেরা) এমন শয্যার ওপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আস্তরণ মোটা রেশমের তৈরি হবে। আর বাগানের ডাল-পালা ফলের ভারে ঝুঁকে পড়ে থাকবে। (৫৫) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৫৬) এই নেয়ামতসমূহের মধ্যে লজ্জাবনত সুনয়না ললনারাও থাকবে। তাদেরকে (এই জান্নাতী লোকদের) পূর্বে কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শও করেনি। (৫৭) অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দানকে অসত্য মনে করবে। (৫৮) এরা এমনই সুন্দরী, রূপসী, যেমন হীরা ও মুক্তা। (৫৯) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অসত্য মনে করবে ? (৬০) শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে ? (৬১) তাহলে (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন উত্তম গুণাবলীকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে ? (৬২) আর সে দুটি বাগান ছাড়াও আরো দুটি বাগান হবে। (৬৩) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে ? (৬৪) ঘন-সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল ও সতেজ বাগান। (৬৫) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৬৬) দুটি বাগানে দুটি ধারা ঝর্ণার মতো উৎক্ষিপ্তমান। (৬৭) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন

কোন অবদানকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৬৮) তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। (৬৯) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে তোমরা না মেনে পারবে ? (৭০) এসব নেয়ামতের মধ্যেই থাকবে সচ্চরিত্রের অধিকারী সুদর্শনা স্ত্রীগণ। (৭১) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দানকে তোমরা অস্বীকার করবে ? (৭২) তাঁবুসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত হুরগণও থাকবে। (৭৩) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে ? (৭৪) এই বেহেশতী লোকদের মধ্য থেকে পূর্বে কাউকেও কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে ? (৭৬) তারা সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় এলায়িতভাবে অবস্থান করবে। (সূরা আর-রাহমান)

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ۝ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۝

(১৯) সে সময় যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে সে আপন সঙ্গীদেরকে বলবে; এই যে আমার আমলনামা পড়ে দেখো; (২০) আমি মনে করতাম যে, আমার হিসেব অবশ্যই পাওয়া যাবে। (২১) এতএব সে বাঞ্ছিত সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত থাকবে (২২) উচ্চতম মর্যাদার জান্নাতে, (২৩) যার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলে থাকবে। (২৪) (এই লোকদেরকে বলা হবে) স্বাদ আস্বাদন করে খাও এবং পান করো তোমাদের সেসব আমলের বিনিময়ে, যা তোমরা অতীত দিনসমূহে করেছ। (সূরা আল-হাক্কাহ)

فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۝ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ۝ قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ۝ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۝ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ۝ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝ عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ۝

(১১) অতএব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে দিনের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ-স্ফূর্তি দান করবেন। (১২) আর তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। (১৩) সেখানে তারা উচ্চ আসনসমূহে ঠেস দিয়ে বসবে। তাদেরকে না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে, না শীতের প্রকোপ। (১৪) জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের ওপর অবনত হয়ে থাকবে এবং এর ফল-পাকড় সর্বদা তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে

(তারা ইচ্ছামতো তা পাড়তে পারবে)। (১৫) তাদের সামনে রৌপ্য-নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা পরিবেশন করানো হবে। সেই কাঁচ পাত্রও রৌপ্য জাতীয় হবে (১৬) এবং সেগুলো (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মতো ভরতি করে রাখবে! (১৭) তাদেরকে সেখানে এমন সূরা-পাত্র পরিবেশন করানো হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে। (১৮) এটি হবে জান্নাতের একটি নির্ঝরা, যাকে 'সালসাবীল'ও বলা হয়। (১৯) তাদের সেবাকার্যে এমন সব বালক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা যেন ছড়িয়ে দেওয়া মুক্তা। (২০) তোমরা সেখানে যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, শুধু নেয়ামত আর নেয়ামতই তোমাদের চোখে পড়বে এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমরা দেখতে পাবে। (২১) তাদের ওপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক কিংবা মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন। (২২) এই হলো তোমাদের শুভ-প্রতিফল। কারণ তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবান রূপে গৃহীত হয়েছে।

(সূরা আদ-দাহর)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ۝ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

(৪১) মুত্তাকী লোকেরা আজ ছায়া ও ঝর্ণায় অবস্থান করছে। (৪২) তারা যে ফলই চাবে (তা-ই তাদের কাছে উপস্থিত) পাবে। (৪৩) তোমরা খাও, পান করো তৃপ্তি সহকারে— সেসব কাজ-কর্মের বিনিময়ে যা তোমরা করছিলে। (৪৪) বস্তুত আমরা নেক লোকদেরকে এ রকমেরই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আল-মুরসালাত)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۝

(৩১) নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে একটা সাফল্যের স্থান (৩২-৩৩) এবং বাগ-বাগিচা, আংগুর, সমবয়স্কা নব্য যুবতীগণ (৩৪) এবং উচ্ছাসিত পানপাত্রও। (৩৫) সেখানে তারা কোনোরূপ অসার, অর্থহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না। (৩৬-৩৭) এটি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রতিফল এবং পূর্ণমাত্রার পুরস্কার, সেই অতীব দয়াবান প্রভুর কাছ থেকে যিনি জমিন ও আসমানসমূহের এবং তাদের মধ্যেকার প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র মালিক, যাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো হবে না। (সূরা আন-নাবা)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ۝ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۝ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۝ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝

(২২) নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে। (২৩) উচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। (২৪) তাদের মুখাবয়বে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি

অবলোকন করবে। (২৫) তাদেরকে মুখ-বন্ধক উৎকৃষ্ট শরাব পান করানো হবে। (২৬) এর ওপর মিশক্-এর মোহর লাগান থাকবে। যেসব লোক অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায়, তারা যেন এই জিনিসটি লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। (২৭) সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে। (২৮) এটি একটি ঝর্ণা; এর পানির সাথে নৈকট্য লাভকারী লোকেরা শরাব পান করবে। (আল-মুতাফফিফীন)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝
فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝

(৮) কতিপয় চেহারা সেই দিন আলোকোদ্ভাসিত হবে। (৯) (তারা) নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্টচিত্ত হবে। (১০) সমুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। (১১) কোনো বাজে কথা সেখানে শুনবে না। (১২) সেখানে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। (১৩) সেখানে সমুন্নত আসনসমূহ থাকবে, (১৪) পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত হবে। (১৫-১৬) গির্দা বালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং সুদৃশ্য মখমলের বিছানা পাতানো থাকবে। (সূরা আল-গাশিয়া)

হাদীস

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِى؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّى يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিশ্চিয়ই মহান আল্লাহ কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ ওহে! যারা আমরা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিলে, আজ আমি তাদের সুশীলত ছায়াতলে স্থান দেবো। আর এদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই নেই। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتَهٗ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِاالنَّوَفِلِ حَتّٰى اُحِبَّ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَصَرَهُ الَّذِىْ يُنْصِرُهٗ بِهٖ، وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْهُ الَّتِى يَمْشِىْ بِهَا، وَاِنْ سَاَلَنِى اَعْطَيْتُهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَذَنِى لَاعِيْذَانَّهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে দুষমনি রাখে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দার ওপর যা ফরয করেছি, এর চাইতে বেশি প্রিয় কোনো কিছু নিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হয় না। আমার বান্দা সব সময় নফলের মাধ্যমে আমা নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন সে যে কানে শ্রবণ করে আমিই তার সেই কান হয়ে যাই, সে যে চোখে দেকে, আমিই সেই চোখ হয়ে যাই, সে যে হাতে ধরে আমিই সেই হাত হয়ে যাই এবং সে যে পায়ে হাঁটে, আমিই সে পা

হয়ে যাই, সে যখন আমার কছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করি আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে অশ্রয় প্রদান করি। (বুখারী)

وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ اِنَّ رَجُلًا زَارَ اَخَالَّهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তির তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়, আর পথে আল্লাহ তার জন্যে অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন ফেরেশতা বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদীসে বর্ণনা করেন (ফেরেশতা থাকে বলেন) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসো। (মুসলিম)

২৮. শিঙ্গা

কুরআন

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞

নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে ঃ আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এই লোকেরা যদি তাদের এসব কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করা হবে। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৭৩)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۞

আর সে দিন আমরা লোকদেরকে ছেড়ে দেবো, (সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো তারা) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং আমরা সব মানুষকে একত্রিত করব। (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৯৯)

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۞

সে দিন, যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। আর আমরা অপরাধী লোকদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে আনব যে, তাদের চোখ (আতংকের কারণে) প্রস্তরময় হয়ে যাবে। (সূরা ত্বা-হা ঃ ১০২)

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ۞

তারপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো আত্মীয়তা থাকবে না এবং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেনা। (সূরা আল-মুমিনূন ঃ ১০১)

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۞

আর সে দিন কি হবে, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং ভীত কম্পিত হয়ে পড়বে সে সব কিছুই, যা আসমান ও জমিনে রয়েছে— তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এ ভীষণ অবস্থায় বাঁচাতে চাইবেন— আর যখন সবাই কান চেপে তাঁর সমীপে হাজির হবে।
(সূরা আন-নামল ঃ ৮৭)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ۞

তারপর একবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে আর সহসা তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজেদের কবরগুলো থেকে বের হয়ে পড়বে। (সূরা ইয়া-সীন ঃ ৫১)

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۞

ব্যস, একটি মাত্র বিরাট ধাক্কা ও তীব্র কম্পন হবে। আর সহসা এরা নিজেদের চোখে (যেসব বিষয়ে খবর দেওয়া হয়েছে সে সবকিছুই) দেখতে পাবে। (সূরা সাফ্ফাত ঃ ১৯)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۞

আর সে দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে আর তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে তারা সকলেই মরে পড়ে যাবে সে লোকদের ছাড়া, যাদেরকে আল্লাহ জীবিত রাখতে চান। অতপর আর একবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে এবং সহসা সকলেই জীবিত হয়ে দেখতে শুরু করবে।
(সূরা আয-যুমার ঃ ৬৮)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۞

এরপর শিঙ্গা ফুঁকা হলো। এটি সেই দিনটি, যার ভয় তোমাদেরকে দেখানো হতো।
(সূরা ক্বাফ ঃ ২০)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۞ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۞ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞

(১৩) পরে একবার যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে (১৪) এবং ভূতল ও পর্বত মালাকে ওপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১৫) সেদিন সেই সঙ্ঘটিতব্য ঘটনাটি সঙ্ঘটিত হবে। (সূরা আল-হাককাহ)

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا ۞

সেই দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে আর তোমরা দলে দলে বেরে হয়ে আসবে। (সূরা আন-নাবা ঃ ১৮)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۞

(৬) যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা হেলিয়ে দেবে, (৭) এর পরপর আসবে আর একটি ধাক্কা। (৮) কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (সূরা আন-নাযিয়াত)

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝

(৩৩-৩৬) অবশেষে যখন সেই কান-ফাটানো ধ্বনি উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পালাবে। (৩৭) তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন সময়ের মুখামুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মতো অবস্থা থাকবে না। (সূরা আল-আবাসা)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنَزِّلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَيْءٌ اِلَّا يَبْلٰى اِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে। আবু হুরায়রার সঙ্গীদের মধ্য থেকে জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বলতে কি চল্লিশ দিনের ব্যবধান হবে ? আবু হুরায়রা বলেন, আমি কোনো কিছু বলতে বিরত থাকলাম। সঙ্গীদের মধ্য থেকে আবার বলল, চল্লিশের ব্যবধান বলতে কি তাহলে চল্লিশ মাসের ব্যবধান হবে ? তিনি বলেন, আমি কিছু বলা থেকে বিরত থাকলাম। সঙ্গীদের মধ্য থেকে আবার বলল, চল্লিশের ব্যবধান বলতে কি তাহলে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে? আবু হুরায়রা বলেন, আমি কিছু বলা থেকে এবারও বিরত রইলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ পরে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তাতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে যেমন বৃষ্টির পানিতে শাক-সব্জি ও উদ্ভিদ রাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। মানব দেহের নিতম্বের উপরিস্থিত এক খন্ড হাত ছাড়া আর সবকিছু পচে গলে শেষ হয়ে যায়। কেয়ামতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে। (বুখারী)

২৯. শিকার

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۬ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ

النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ
وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ۝

(১) হে ঈমানদারগণ! বন্ধনসমূহ পুরোপুরি মেনে চলো। তোমাদের জন্য গৃহপালিত ধরনের সমস্ত জন্তুকে হালাল করা হয়েছে, সেসব বাদে, যা একটু পরই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ইহ্‌রামের অবস্থায় শিকার কার্যকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিও না। বস্তুত আল্লাহ যা-ই চান, তারই আদেশ দান করেন। (৯৪) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে সে শিকারের দরুন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন, যা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের করায়ত্ত ও বল্লমের পাল্লার মধ্যে হবে। এটা দেখার জন্য যে, কে আল্লাহ্‌কে অদৃশ্য অবস্থায় ভয় করে। এরূপ সাবধান বাণীর পরও যারা আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করবে, তাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (৯৫) হে ঈমানদার লোকগণ! ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের কেউ যদি জেনে-বুঝে এরূপ করে বসে, তবে যে জন্তু সে হত্যা করেছে, এরই সমান পর্যায়ের একটি জন্তু তাকে নজরানা দিতে হবে। এ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন সুবিচারক লোক এবং এই নজরানা কা'বায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। নতুবা এই গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ কয়েকজন মিস্‌কীনকে খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা এর অনুপাতে রোযা রাখতে হবে, যেন সে নিজের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। পূর্বে যাকিছু হয়েছে, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি করে, তবে আল্লাহ এর প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ সর্বজয়ী এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তিতে শক্তিমান। (৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান করো, সেখানেও তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য সম্বল বানিয়েও নিতে পারো। অবশ্য স্থলভাগের শিকার— যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে— তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। অতএব সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে দূরে থাকো, যার সামনে পেশ হওয়ার জন্য তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টিত করে হাজির করা হবে। (সূরা আল-মায়েদাহ্‌)

হাদীস

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ
اللّٰهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَاِنْ قَتَلْنَ اِلَّا اَنْ يَاكُلَ الْكَلْبُ فَاِنْ اَكَلَ فَلَاتَاكُلْ فَاِنِّىْ اَخَافُ
اَنْ يَكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهٖ وَاِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَاكُلْ -

হযরত আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা (রা) আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

—২/১০৭

আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে প্রশ্ন করলাম, আমরা এমন একটা সম্প্রদায় যারা ঐ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুরগুলো দ্বারা শিকার অভ্যস্ত। তখন তিনি বললেন ঃ যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) ছাড়বে, তখন তুমি তাদের শিকার জন্য পশু খেতে পারো, যদিও তারা তা হত্যা করে ফেলে। তবে যদি কুকুর তার থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তুমি তা খাবে না। কেননা, আমার তাতে সন্দেহ হয় যে, সে হয়তো তার নিজের জন্যেই এ শিকার ধরে থাকবে। আর যদি এ শিকারে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুররাও যোগ দিয়ে থাকে তাহলে তুমি তা মোটেও খাবে না। (মুসলিম)

৩০. কুরবানী সমূহ

কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্পরস্তির নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করো না। হারাম মাসসমূহের কোনো মাসকে হালাল করে নিও না। কুরবানীর জন্তু-জানোয়ারগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না; সেসব জন্তুর ওপরও হস্তক্ষেপ করো না, যে সবের গলদেশে খোদায়ী মানতের চিহ্নস্বরূপ পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেসব লোককেও কোনোরূপ কষ্ট দিও না, যারা নিজে দের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে পবিত্র ও সম্মানিত ঘরে (কা'বায়) যাচ্ছে। ইহ্রামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পারো। আর দেখো, একদল লোক, যে তোমাদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, সেজন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, তোমরাও তাদের মোকাবেলায় অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু করবে। যেসব কাজ পুণ্যময় ও আল্লাহ্র ভয়মূলক, তাতে সকলের সাথে সহযোগিতা করো; আর গুনাহ্ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ, তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহ্কে ভয় করো, কেননা, তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

(সূরা আল-মায়েদা ঃ ২)

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۗ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৩২) এ-ই হচ্ছে আসল ব্যাপার (এটি বুঝে লও)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, এটি তার অন্তর্নিহিত তাকওয়ার ব্যাপার। (৩৩) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এসব (কুরবানীর জানোয়ার) থেকে ফায়দা গ্রহণের তোমাদের অধিকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোর (কুরবানী করার) জায়গা সে প্রাচীন ঘরের নিকটেই অবস্থিত। (৩৪) প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা কুরবানীর একটি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যেন (সে উম্মতের) লোকেরা সে জন্তুর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন। (এই বিভিন্ন নিয়ম-পন্থার মূল লক্ষ্য একই) অতএব তোমাদের ইলাহও সে এক আল্লাহ্‌ই, তোমরা তাঁরই অনুগত ও আদেশ পালনকারী হও। আর হে নবী! সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে; (৩৫) যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র নামের উল্লেখ শুনতেই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, যে বিপদই তাদের ওপর আপতিত হয়, সে জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা হতে খরচ করে। (৩৬) আর (কুরবানীর) উটগুলোকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি। তোমাদের জন্য তাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত আছে। অতএব ঐগুলোকে দাঁড় করিয়ে ঐগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো। আর (কুরবানীর পর) যখন তাদের পিঠগুলো জমিনের ওপর স্থিত হয়, তখন তা থেকে নিজেরাও খাও আর তাদেরকেও খাওয়াও যারা অল্পে তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ বসে রয়েছে এবং তাদেরকেও যারা এসে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে। এই জন্তুগুলোকে আমরা তোমাদের জন্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছি যেন তোমরা শোকর আদায় করো। (৩৭) তাদের গোশতও আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, রক্তও নয়। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর কাছে অবশ্যই পৌঁছে। তিনি ঐগুলোকে তোমাদের জন্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যেন তাঁর দেওয়া হেদায়েত অনুযায়ী তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারো। আর হে নবী! নেককার লোকদেরকে সুসংবাদ দাও। (সূরা আল-হজ্জ)

হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَمِلَ ابْنِ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحَرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْابِهَا نَفْسًا -

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, কোরবানীর দিনে মানব সন্তানের কোন নেক কাজই আল্লাহ্‌র কাছে তত প্রিয় নয় যত প্রিয় রক্ত প্রবাহিত করা। (অর্থা কোরবানী করা) কোরবানীর জানোয়ারগুলো তাদের শিং পশম ও ক্ষুরসহ কেয়ামতের দিন (কোরবানী দাতার পাল্লায়) এনে দেওয়া হবে। কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দ চিত্তে কোরবানী করবে।

(তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا -

রাসূল করীম (স) এরশাদ করেছেন, সামর্থ থাকতে যারা কুরবানী করেনা। তারা যেন আমার ঈদগাহের কাছেও না আসে। (ইবনে মাযাহ)

عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَّقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ، وَاَنْ يَّقْسِمُ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا، وَجِلاَلَهَا، وَلاَيُعْطِي فِيْ جَزَّارَتِهَا شَيْئًا -

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী (স) তাঁকে নিজের কুরবানীর পশুর পাশে থাকতে, তার সমস্ত গোশত, চামড়া ও জিন বন্টন করে দিতে বলেছেন এবং (কুশাইকে) পারিশ্রমিক হিসেবে তার গোশত থেকে না দিতে আদেশ করেছেন। (বুখারী)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : كُنَّا لاَنَاْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلٰثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : كُلُوْاوَتَزَوَّدُوْا فَاَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءَ : اَقَالَ حَتّٰى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لاَ -

হযরত জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মিনাতে আমরা আমাদের কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খেতাম না। নাবী (স) আমাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে বললেন, খাও এবং সঞ্চিত করেও রাখো। তাই আমরা তা থেকে খেলাম এবং জমা করেও রাখলাম। বর্ণনাকারী ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, জাবির (রা) কি এ কথা বলেছিলেন যে, এমনকি আমরা মাদীনায় পৌছে গেলাম (অর্থাৎ ঐ জমা করা গোশত ফুরিয়ে না যেতেই আমরা মাদীনায় পৌছলাম)? জবাবে আতা বললেন, না।

৩১. তাগূত

কুরআন

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথা সুস্পষ্ট এবং ভুল চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। এখন যে কেউ 'তাগূত'কে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে, যা কখনোই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ্ (যার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছে) সব কিছু শ্রবণ করেন ও সব কিছু জানেন। (২৫৭) যারা ঈমান আনে, তাদের সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ্; তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী অবলম্বন করে, তাদের সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে 'তাগূত'; সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা আল-বাকারা)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۭ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

(৫১) তুমি কি সেই লোকদের দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের একাংশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা এই যে, তারা 'জিব্‌ত' ও 'তাগূত'কে মেনে চলছে এবং কাফেরদের সম্পর্কে বলে যে, ঈমানদার লোক অপেক্ষা এরাই তো অধিকতর সঠিক পথে চলছে। (৬০) হে নবী! তুমি কি সেসব লোকদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, আমরা তো ঈমান এনেছি সে কিতাবের প্রতি, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য 'তাগূতে'র কাছে পৌঁছাতে চায়। অথচ তাগূতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করতে তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। মূলত শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য-সঠিক পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। (৭৬) যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তারা লড়াই করে 'তাগূতের' পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো; নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, শয়তানের ষড়যন্ত্র মূলতই অত্যন্ত দুর্বল। (সূরা আন-নিসা)

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۭ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝

বলো ঃ "আমি কি নির্দিষ্ট করে সেসব লোকের নাম বলব, যাদের পরিণতি আল্লাহ্‌র কাছে ফাসেক লোকদের পরিণতি থেকেও নিকৃষ্টতম হবে ? তারা সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাদের ওপর তাঁর অসন্তুষ্টি বর্ষিত হয়েছে, যাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে বানর ও শূকর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা 'তাগূতে'র বন্দেগী করেছে; তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ এবং তারা 'সাওয়া উস-সাবীল' হতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে সরে গেছে। (সূরা আল-মায়েদাহ ঃ ৬০)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۭ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তার মাধ্যমে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী থেকে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকেও আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেছেন আর কারো ওপর গুমরাহী চেপে বসেছে। অনন্তর জমিনের ওপর একটু চলাফেরা করে দেখে নাও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। (সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৩৬)

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝

(১৭) আর যারা তাগূতের দাসত্ব পরিহার করেছে এবং আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়েছে, তাদের জন্য সুসংবাদ। কাজেই (হে নবী!) সুসংবাদ দাও আমার সে বান্দাদেরকে। (সূরা আয-যুমার ঃ ১৭)

৩২. তালূত

কুরআন

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا، قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ
الْجِسْمِ، وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ
التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ، اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ، قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ، فَمَنْ
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ، وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ، فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا
مِّنْهُمْ، فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ، قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ، قَالَ الَّذِيْنَ
يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ، كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَلَمَّا
بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝
فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ، وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ، وَلَوْلَا دَفْعُ
اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(২৪৭) তাদের নবী তাদেরকে বলল ঃ আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। এটা শুনে তারা বলল ঃ আমাদের ওপর বাদশাহ্ হয়ে বসার তার কী অধিকার আছে ? বাদশাহ্ হওয়ার অধিকারী তার অপেক্ষা আমরাই বেশি। সে তো কোনো বড় ধনী ব্যক্তি নয়। নবী উত্তরে বলল ঃ আল্লাহ্ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারের প্রচুর যোগ্যতা দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে চান, তাকেই তাঁর রাজ্য দানের এখতিয়ার রয়েছে। আল্লাহ্ কোথাও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে লিপ্ত নন এবং সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। (২৪৮) সেই সঙ্গে তাদের নবী এ কথাও তাদেরকে বলে দিল যে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তার বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন এই যে, তার (বাদশাহী) আমলে সে সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যাতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের মনের সান্ত্বনার সামগ্রী রয়েছে। যাতে মূসা ও হারুনের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্ট বরকতপূর্ণ জিনিসগুলো রয়েছে এবং যা এখন ফেরেশতাগণ ধারণ করে আছে। বস্তুত তোমরা ঈমানদার হলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল ঃ "একটি নদীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা ও যাচাই করবেন; যে এর পানি পান করবে সে আমার সঙ্গী নয়। আমার সাথী কেবল

সে-ই হবে, যে তা থেকে পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। অবশ্য কেউ দুই এক অঞ্জলি পান করলে স্বতন্ত্র কথা।" কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া আর সকলেই তা থেকে আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হলো। এরপর তালুত এবং তার সহযাত্রী ঈমানদারগণ যখন নদী পার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো, তখন তারা তালুতকে বলল ঃ আজ জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার কোনো শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা মনে করত যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহ্‌র সাথে নিশ্চয়ই সাক্ষাত করতে হবে, তারা বলল ঃ "অনেকবারই দেখা গিয়েছে যে, এক ক্ষুদ্রতম দল আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে একটি বৃহত্তর দলের ওপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।" (২৫০) যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন তারা দো'আ করল ঃ 'হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমাদের ধৈর্য দান করো, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো। (২৫১) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও বিচক্ষণতা দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন। আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (সূরা আল-বাকারা)

হাদীস

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ نَتَحَدَّثُ اَنْ عِدَّةَ اَصْحَابِ بَدْرٍ عَلٰى عِدَّةِ اصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَه اِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةِ -

হযরত বারাআ (রা) বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল তালুতের সাথে নদী অতিক্রমকারীগণের অনুরূপ তিন শত দশনের অধিক। কেবল ঈমানদারগণই তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিল।" (বুখারী, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

৩৩. তূর পহাড়

কুরআন

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ۭ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۤ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۭ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

অতঃপর সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করো, যা তোমাদের ওপর তূর পাহাড় উঠিয়ে তোমাদের কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। তাতে আমরা তাগিদ করেছিলাম যে, যে পথনির্দেশ আমরা দিচ্ছি তা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে কার্যে পরিণত করো এবং মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করো। তোমাদের উর্ধ্বতন পুরুষেরা বলেছিল ঃ "আমরা শুনেছি বটে; কিন্তু মানবো না।" বাতিল ও অন্যায়ের প্রতি তারা এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মানস পটে বাছুরেরই প্রভাব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বলে দাও ঃ "তোমরা যদি প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারই হও, তবে যে ঈমান এ ধরনের পাপ কাজের প্রেরণা দেয়, তা বড়ই আশ্চর্যজনক।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৯৩)

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَ

اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

এবং এই লোকগুলোর ওপর 'তূর' পাহাড় উঠিয়ে ধরে তাদের কাছ থেকে এই ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি। আমরা তাদেরকে আদেশ করলাম যে, দ্বার পথে সিজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করো। আমরা তাদেরকে বললাম ঃ সাবতের– শনিবারের– আইন ভঙ্গ করো না। এই সম্পর্কেও তাদের কাছ থেকে পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম। (সূরা আন-নিসাঃ ১৫৪)

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ

السَّلْوٰى ۝

হে বনী-ইসরাঈল! আমরা তোমাদের শত্রু-বাহিনীর (অধীনতা ও চক্রান্ত) থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছি। আর 'তূর' পাহাড়ের ডান পাশে তোমাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না ও সালওয়া' নাযিল করেছি। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৮০)

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ وَمَا كُنْتَ

بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(৪৪) (হে মুহাম্মদ!) সে সময় তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা মূসাকে শরীয়তের এ ফরমান দান করছিলাম, না তুমি সাক্ষীদের মধ্যে শামিল ছিলে; (৪৬) আর তুমি তূর পাহাড়ের পাদদেশেও তখন উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা (মূসাকে প্রথমবার) ডেকে এনেছিলাম; বরং এটি শুধু তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমত বিশেষ (যে, তোমাকে এইসব তথ্য জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে), যেন তুমি সে লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দাও, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সাবধানকারী লোক আসেনি; সম্ভবত তারা সতর্ক হয়ে যাবে।
(সূরা আল-কাসাস)

وَالطُّوْرِ ۝ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝ وَالْبَحْرِ

الْمَسْجُوْرِ ۝ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

(১) তূর-এর শপথ (২-৩) এবং এমন একখনা উন্মুক্ত কিতাবেরও শপথ যা পাতলা চামড়ার পৃষ্ঠায় লিখিত। (৪) আর চির আবাদ ঘরের। (৫) সুউচ্চ ছাদের (৬) এবং তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের (৭) এই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই সঙ্ঘটিত হবে। (সূরা আত্-তূর)

৩৪. গো বৎস

কুরআন

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى

لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(৫১) স্মরণ করো, আমরা যখন মূসাকে চল্লিশ দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ডেকেছিলাম, তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। বস্তুত তখন তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে; (৫৪) স্মরণ করো, মূসা যখন (আল্লাহ্‌র এ দান নিয়ে ফিরে এসে) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "হে মানুষ! তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর বড় জুলুম করছ, কাজেই তোমরা আপন স্রষ্টার কাছে তওবা করো এবং নিজদেরকে ধ্বংস করো। বস্তুত এর ফলে তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে কল্যাণ রয়েছে।" তখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (৯২) তোমাদের কাছে মূসা কিরূপ উজ্জ্বল নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিল! তা সত্ত্বেও তোমরা এমন জালিম হয়ে গিয়েছিলে যে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমরা বাছুরকে উপাস্য দেবতা বানিয়েছিলে। (৯৩) অতঃপর সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করো, যা তোমাদের ওপর তূর পাহাড় উঠিয়ে তোমাদের কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। তাতে আমরা তাগিদ করেছিলাম যে, যে পথনির্দেশ আমরা দিচ্ছি তা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে কার্যে পরিণত করো এবং মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করো। তোমাদের উর্ধ্বতন পুরুষেরা বলেছিল ঃ "আমরা শুনেছি বটে; কিন্তু মানব না।" বাতিল ও অন্যায়ের প্রতি তারা এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মানস পটে বাছুরেরই প্রভাব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বলে দাও ঃ "তোমরা যদি প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারই হও, তবে যে ঈমান এ ধরনের পাপ কাজের প্রেরণা দেয়, তা বড়ই আশ্চর্যজনক।"

(সূরা আল-বাকারা)

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝

এই আহলে কিতাব লোকেরা যদি আজ তোমার কাছে এ দাবি করে যে, তুমি আসমান থেকে কোনো লিখিত দলীল তাদের প্রতি নাযিল করাও, তবে (জেনে রাখো) এটা থেকেও অনেক বড় ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবি ইতঃপূর্বে তারা মূসা নবীর কাছে পেশ করেছিল। তার কাছে তারা এতদূর দাবি করেছিল যে, আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে আমাদের দেখাও। এই আল্লাহ্‌দ্রোহিতার দরুন সহসাই তাদের ওপর বিদ্যুৎ আপতিত হয়েছিল। এরপর তারা বাছুরকে নিজেদের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল, অথচ তারা সুস্পষ্ট নিশানাসমূহ দেখতে পেয়েছিল। এ সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছি। আমরা মূসাকে সুস্পষ্ট ফরমান দান করেছি। (সূরা আন-নিসা ঃ ১৫৩)

—২/১০৮

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

মূসার চলে যাওয়ার পর তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকারের দ্বারা একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি করল। তা থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। তারা কি দেখতে পেলো না যে, সেটি না তাদের সাথে কথা বলে, না কোনো ব্যাপারে তাদেরকে পথের সন্ধান দিতে পারে? কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা সেটিকেই মা'বুদ বানিয়ে নিল; মূলত তারা ছিল বড়ই জালিম।

(সূরা আল-আরাফ ঃ ১৪৮)

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۬ فَنَسِيَ ۝

(৮৮) এবং তাদের জন্য একটি গো-বৎসের মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এলো। এর মধ্য থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। লোকেরা চীৎকার করে উঠল ঃ "এ-ই তোমাদের ইলাহ ও মূসার ইলাহ! মূসা একে ভুলে গিয়েছে।" (সূরা ত্বা-হা)

৩৫. আল্লাহ ন্যায় বিচার

কুরআন

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

আল্লাহ্ কোনো প্রাণীর ওপরই এর শক্তি-সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তিই যে পুণ্য অর্জন করেছে, এর প্রতিফল তারই জন্য; আর যা কিছু পাপ সঞ্চয় করেছে এর মন্দ ফল তার ওপরই চাপবে। (ঈমানদারগণ! তোমরা এভাবে দো'আ করো) ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! ভুল ভ্রান্তিবশত আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়, এর জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিও না। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমাদের ওপর সে ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেরূপ পূর্বগামী লোকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিও না। আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো; আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করো, তুমিই আমাদের মাওলা— আশ্রয়দাতা। কাফেরদের প্রতিকূলে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৬)

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

(১১০) কেউ যদি কোনো পাপকার্য করে ফেলে কিংবা নিজের ওপর জুলুম করে বসে এবং এরপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে। (১১১) কিন্তু যে পাপকার্য করবে, তার এই পাপকার্য তার জন্যই বিপদ হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি অতীব বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। (১১২) তারপরে যে নিজে কোনো অন্যায় বা পাপ করে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়, সে তো খুবই সাঙ্ঘাতিক দোষারোপ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা নিজ কাঁধে গ্রহণ করে। (সূরা আন-নিসা)

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ، وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(১৩২) প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুপাতে হয় আর তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক লোকদের আমল সম্পর্কে বে-খবর নন। (১৬০) বস্তুত যে লোক (আল্লাহ্‌র সমীপে) নেক কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য দশ গুণ বেশি পুরস্কার রয়েছে। যে পাপের কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততখানিই প্রতিফল দেওয়া হবে, যতখানি সে অপরাধ করেছে। আর কারো ওপর জুলুম করা হবে না। (সূরা আল-আন'আম)

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ، اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

(২৯) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো ইনসাফ ও সত্যতার হুকুম দিয়েছেন এবং তাঁর হুকুম এই যে, তোমরা প্রতিটি ইবাদতে স্বীয় লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকো স্বীয় দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। তিনি এখন যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকে আবার পয়দা করা হবে। (৩০) তিনি একদলকে তো সোজা পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু অপর দলের ওপর ভ্রান্তি ও গোমরাহী চেপে বসেছে। কেননা তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে শয়তানগুলোকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তারা মনে করে যে, আমরা খুব সোজা ও সঠিক পথেই রয়েছি। (সূরা আল-আরাফ)

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ، وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ، وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ، اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ، اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

এ কথা একান্তই সত্য যে, বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে, যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই পয়দা করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু এর সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ-শক্তি রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো; বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৭৯)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم
مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তার মাধ্যমে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী থেকে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকেও আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন আর কারো ওপর গুমরাহী চেপে বসেছে। অনন্তর জমিনের ওপর একটু চলাফেরা করে দেখে নেও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। (সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ৩৬)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ
عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن
شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي
بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا
زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ
إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۝ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا
أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ
شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ
صَبْرًا ۝ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا
أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً
مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۝

(৬৫) আর সেখানে তারা আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে একজন বান্দাহকে পেল, যাকে আমরা আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম এবং নিজেদের তরফ থেকে এক বিশেষ ইলমও দান করেছিলাম। (৬৬) মূসা তাকে বলল ঃ "আমি কি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি, যেন আপনি আমাকেও সে জ্ঞান শিক্ষা দেন, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে।" (৬৭) সে জবাব দিল ঃ

"আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যইবা ধারণ করতে পারবেন কিভাবে ?" (৬৯) মূসা বলল: "আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। আর কোনো ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুমের বরখেলাফ করব না।" (৭০) সে বলল : "আচ্ছা, ঠিক আছে; আপনি যদি আমার সঙ্গে চলতে থাকেন, তাহলে আপনি আমার কাছে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজে সে বিষয়ে আপনার কাছে বলি।" (৭১) এবার তারা দু'জন রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে তারা যখন একটি নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে লোকটি নৌকায় ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল : "আপনি কি নৌকার সকল আরোহীকেই ডুবিয়ে মারার জন্যই এতে ছিদ্র করে দিলেন ? আপনার এই কাজটি তো বড়ই মারাত্মক?" (৭২) সে বলল : "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না ?" (৭৩) মূসা বলল : "ভুল হলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি অতটা কড়াকড়িও করবেন না।" (৭৪) অতপর সে দু'জন আবার চলতে লাগল। পথিমধ্যে তারা একটি বালককে দেখতে পেল এবং সে বক্তি তাকে হত্যা করল। মূসা বলল : "আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করলেন, অথচ সে তো কাউকেও হত্যা করেনি ? আপনি তো একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন!" (৭৫) সে বলল : "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে চলতে পারবে না ?" (৭৬) মূসা বলল : "এরপর আমি যদি আর কিছু আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি, তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক থেকে আপনি ওযর পেলেন।" (৭৭) অতপর তারা সামনের দিকে চলল; চলতে চলতে একটি জন-বসতিতে গিয়ে পৌছল আর সেখানকার লোকদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু তারা এ দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা একটি দেওয়াল দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সে ব্যক্তি একে দাঁড় করিয়ে দিল। মূসা বলল : "আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের মজুরী গ্রহণ করতে পারতেন।" (৭৮) সে বলল : "ব্যস, এখানেই তোমার ও আমার সহযাত্রা শেষ হয়ে গেল। এখন আমি তোমাকে সে সব বিষয়ের তাৎপর্য বলব, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি। (৭৯) সে নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা শ্রম-মজদুরী করত। আমি সেটিকে দোষযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কেননা সামনে রয়েছে এমন এক বাদশাহর অঞ্চল যে প্রতিটি নৌকাকে জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে যায়। (৮০) অতপর সে ছেলেটির কথা। এর পিতা মাতা ছিল মুমিন। আমরা আশঙ্কা বোধ করলাম যে, এই ছেলেটি তার নাফরমানী ও বিদ্রোহমূলক চরিত্র দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দেবে। (৮১) এই কারণে আমরা চাইলাম যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তার পরিবর্তে তাদেরকে এমন সন্তান দেন, যে চরিত্রেও তার তুলনায় উত্তম হবে আর যার কাছ থেকে 'সেলায়ে রেহমী' (সদয় আচরণও) অধিক আশা করা যাবে। (৮২) আর সেই দেওয়ালটির ব্যাপার এই যে, সেটি দু'জন ইয়াতীম ছেলের মালিকানা; তারা এ শহরেই বাস করে। এ দেওয়ালের নীচে ছেলে দুটির জন্য সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে এবং তাদের পিতা ছিল এক নেককার ব্যক্তি। এ কারণে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক চাইলেন যে, এ দুটি ছেলে বালেগ হয়ে তাদের জন্য গচ্ছিত সম্পদ তারা বের করে নেবে। এটি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের কারণে করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছা ও এখতিয়ারে এর কোনোটিই করিনি। এ-ই হচ্ছে সে সব বিষয়ের তাৎপর্য, যে জন্য তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি।

(সূরা আল-কাহ্ফ)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝

প্রত্যেক জীবন্ত সত্তাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলের পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৩৫)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ، وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। যে কেউ এর অনুসরণ করবে, সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজেরই হুকুম দেবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর রহম-করম যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই পাক-পবিত্র হতে পারত না; বরং আল্লাহই যাকে চান পাক-পবিত্র করে দেন আর আল্লাহ্ সর্বাধিক শোনেন ও জানেন।
(সূরা আন-নূর ঃ ২১)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

(৭০) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং ঠিক কথা বলো। (৭১) আল্লাহ্ তোমাদের আমলকে সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে বড় সাফল্য অর্জন করে। (৭২) আমরা এ আমানতকে আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। কিন্তু এরা একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না; বরং এরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ একে নিজের স্কন্ধে তুলে নিল। মানুষ যে বড় জালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই। (৭৩) আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণাম এই যে, আল্লাহ্ মোনাফেক পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং মুশরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের তওবা কবুল করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আল-আহযাব)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ، وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ، إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। কোনো বোঝা বহনকারী যদি নিজের বোঝা বহনের জন্য ডাকে, তবে তার বোঝার এক সামান্য অংশও বহন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না— সে নিকটবর্তী কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন। (হে নবী!) তুমি কেবলমাত্র সে লোকদেরকেই সতর্ক করতে পারো, যারা না দেখেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলম্বন করে, সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করে আর সকলকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা ফাতির ঃ ১৮)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

(এ ব্যক্তির নীতিভঙ্গি ও আচরণ ভালো, না সে ব্যক্তির) যে আদেশানুগামী, রাতে বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের আশা পোষণ করে ? এদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যারা জানে ও যারা জানে না, তারা কি পরস্পর কখনো সমান হতে পারে ? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে। (সূরা আয-যুমার ঃ ৯)

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

(১৮) যে সব লোক এ দিনের আগমনে বিশ্বাস রাখে না, তারা তো এর জন্য তাড়াহুড়া করে; কিন্তু যারা এর প্রতি ঈমান রাখে, তারা একে ভয় করে। তারা জানে যে, নিঃসন্দেহে সে দিনটি অবশ্যই আসবে। শুনে রাখো, যেসব লোক সে দিনের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির লক্ষে বিতর্ক করে, তারা গুমরাহীতে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। (১৯) আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। তিনি যাকে যা ইচ্ছা তা-ই দান করেন। তিনি বড়ই শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী (৩৪) কিংবা (এর আরোহীদের) অনেক গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়েও তাদের কতিপয় ক্রিয়াকলাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন। (সূরা আশ-শুরা)

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ أَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ أُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ۝ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۝ وَأَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۝ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَاۤءَ الْاَوْفٰى ۝

(৩১) আর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রতিটি জিনিসের মালিক কেবলমাত্র আল্লাহই। যেন আল্লাহ তা'আলা অন্যায়কারীদেরকে তাদের আমলের প্রতিফল দেন এবং নেক ও ভালো আচরণ গ্রহণকারীদেরকে শুভ প্রতিফল দিয়ে ধন্য করেন। (৩২) যারা বড় বড় গুনাহ, আর সুস্পষ্ট অশ্লীল

ও জঘন্য কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকে— তবে কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি তাদের দ্বারা ঘটে যায়। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ক্ষমাশীলতা যে অনেক ব্যাপক ও বিশাল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি তোমাদেরকে সে সময় থেকে খুব ভালোভাবেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃ গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে। অতএব তোমরা তোমাদের আত্ম-পবিত্রতার দাবি করো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে, তা তিনিই ভালো জানেন। (৩৮) তা এই যে, কোনো বোঝা বহনকারী অন্য লোকের বোঝা বহন করবে না। (৩৯) আরো এই যে মানুষের জন্য কিছুই নেই, শুধু তা ছাড়া যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। (৪০) এবং এই যে, তার চেষ্টা-সাধনা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে (৪১) এবং এর পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেওয়া হবে। (সূরা আন-নাজম)

৩৬. আল্লাহ্‌র দুশমন

কুরআন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ ۙ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۝ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ ۝ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ۝ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

(১) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের মানসে (স্বদেশ ছেড়ে নিজেদের ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রাসূল এবং স্বয়ং তোমাদেরকে শুধু এ কারণে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাকো, কেমন করে তোমরা গোপনে তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণী পাঠাও, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো আর যা করো প্রকাশ্যে প্রতিটি ব্যাপারই আমি ভালোভাবেই জানি। তোমাদের যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিত জেনো সে সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। (২) তাদের আচরণ তো এই যে, তারা তোমাদেরকে কাবু ও জব্দ করতে পারলে তোমাদের সাথে শত্রুতা করে, হাত ও মুখের ভাষা দ্বারা তোমাদেরকে কষ্ট দেয়। তারা তো এই চায় যে, কোনো-না-কোনোভাবে তোমরা কাফের হয়ে যাও। (৩) কেয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমাদের কোনো কাজে আসবে, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি। সে দিন আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেবেন আর তিনিই তোমাদের কাজ-কর্মের দর্শক। (৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রয়েছে। সে তার জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিল ঃ "আমি তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মা'বুদদের তোমরা পূজা-উপাসনা করো তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগভাজন। আমরা তোমাদের সাথে তাবৎ সম্পর্ক অমান্য করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হয়েছে ও বিরোধ-ব্যবধান শুরু হয়ে গেছে— যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে।" তবে ইবরাহীমের তার পিতাকে এ কথা বলা (এ হতে স্বতন্ত্র ব্যাপার) যে, "আমি আপনার জন্য মাগফিরাত চেয়ে অবশ্যই আবেদন করব। তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আপনার জন্য কিছু আদায় করে লওয়া আমার সাধ্যের বাইরে।" (আর ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রার্থনা ছিল এই ঃ) "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তোমার ওপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রেখেছি, তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৫) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য 'ফেতনা' বানিয়ে দিও না। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের অপরাধগুলোকে মাফ করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।" (৬) এই লোকদের কর্মপদ্ধতিতেই তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালের দিনের আকাঙ্ক্ষী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উন্নত মানের আদর্শ রয়েছে। কেউ যদি তাঁর দিক থেকে বিমুখ হয়, তবে আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী ও স্বতই প্রশংসিত। (৭) অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও সেই লোকদের মধ্যে কখনো বন্ধুতা ও ভালোবাসার সঞ্চার করে দেবেন, যাদের সাথে আজ তোমরা শত্রুতার সৃষ্টি করে নিয়েছ। আল্লাহ বড়ই শক্তিমান এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৮) যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি। সেই লোকদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন। (৯) তিনি তোমাদেরকে কেবল সেই লোকদের সাথে বন্ধুতা করতে বারণ করেন যারা তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি

থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। এই লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম। (সূরা আল-মুমতাহানা)

হাদীস

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ كَاتِبِ عَلِيٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاتُوْا رَوْضَةَ خَاجٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَّعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِى الْكِتَابَ قَالَتْ مَامَعِىْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْلَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَاهٰذَا يَاحَاطِبُ قَالَ لَاتَعْجَلْ عَلَىَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اَمْرَاً مِّنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِىْ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَصْطَنِعَ اِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِىْ وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَّلَاارْتِدَادً عَنْ دِيْنِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَّمَايُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهُ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْغَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَّنَزَلَتْ فِيْهِ يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ قَالَ لَا اَدْرِىْ الْاٰيَةُ فِىْ الْحَدِيْثِ اَوْ قَوْلُ عَمْرٍو-

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী বর্ণনা করেছেন, আলী (রা) এর সেক্রেটারী উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) যুবাইর (রা) মিকদাদ (রা) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা জলদি রওযা খাষ নামক স্থানে যাও। কেননা সেখানে হাওদায় এক মহিলা পাবে। তার সঙ্গে একখানা পত্র রয়েছে। তার থেকে সেই পত্রটি তোমরা নিয়ে নেবে। অতঃপর নবী করীম (স) এর নির্দেশ মোতাবেক আমরা রওযা রওয়ানা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চলল। শেষ পর্যন্ত আমরা রওযায় এসে পৌছলাম। ওখানে পৌছেই আমরা হাওদায় সেই মহিলাকে পেয়ে গেলাম। অতপর (তাকে) আমরা বললাম, (তাড়াতাড়ি) পত্রখানা বের করো। সে বলল, আমার সঙ্গে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই হয় তোমাকে পত্রখানা বের করতে হবে, নতুবা কাপড় খুলে ফেলতে হবে। তখন সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করে দিল। সে পত্রখানা নিয়ে আমরা নবী (স)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইবনে আবু বলতায়া (রা)-এর তরফ থেকে মক্কার মোশরেকদের কাছে লেখা। তাতে তিনি নবী করীম (স) এর একটি (গোপন) বিষয় (অর্থাৎ মক্কা আক্রমণের কথা) তাদের কাছে ব্যক্ত করে দিয়েছে। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, হে হাতিব, এটা কি করলে ? হাতিব বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার সম্পর্কে তড়িৎ

কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না (আগে আমার বক্তব্যটি শুনুন)। আমি কুরাইশ বংশের এমন এক লোক, তাদের মধ্যে যার আত্মীয়স্বজন (সন্তান বা ভাই-বেরাদার) বলতে কেউ নেই। আপনার সাথে আর যত মুহাজির আছেন, তাঁদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান আছে। এসব আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা মক্কায় তাদের পরিজন ও ধনমাল রক্ষা পাবে। তাই আমি মনস্থ করলাম, মক্কায় তাদের মাঝে আমার যে পরিজন ও সন্তানাদি রেখে এসেছি, মোশরেকদের প্রতি যদি একটু সহযোগিতার হাত প্রসারিত করি, তারাও হয়তো আমার পরিজনের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। আমি কাফের হয়ে যাইনি এবং আপন দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়েও এ কাজ করিনি। তখন নবী করীম (স) বললেন, সে তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। এমনি সময় উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমায় অনুমতি দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। [নবী (স)] বললেন, হাতিব বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তুমি কি জাননা আল্লাহ তা'আলা বদরী যোদ্ধাদের সম্পর্কে কি ঘোষণা দিয়েছেন? তাদেরকে তিনি বলেছেন, তোমরা যা চাও করো, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। এ হাদীস বর্ণনাকারী আমর ইবনে দীনার বলেছেন, এ ঘটনা উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, ঈমানদারগণ আমার এবং তোমাদের দুশমনকে তোমরা বন্ধু রূপে বুঝে গ্রহণ করো না।

৩৭. আরাফাত

কুরআন

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ، فَإِذَآ أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۔ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

(১৯৮) আর হজ্জের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যদি আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহও সন্ধান করতে থাকো, তবে তাতে কোনো দোষ নেই। অতঃপর যখন আরাফাতের ময়দান থেকে রওয়ানা হবে, তখন 'মাশয়ারে হারাম'-এর (মুযদালেফার) কাছে থেমে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো— তেমনিভাবে স্মরণ কারো, যে রকম করার জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় এর পূর্বে তো তোমরা পথভ্রষ্টই ছিলে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৮)

হাদীস

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ -

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রা) মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সাফাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেছে। তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর সাথে সকালবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এই দিন রাসূলুল্লাহ (রা) এর সাথে কিভাবে কি করতেন? তিনি বললেন, আমাদের কতক তালবিয়া পাঠ করত কিন্তু তাতে বাঁধা দেওয়া হতো না এবং কতক তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করত কিন্তু তাতেও বাঁধা দেওয়া হতো না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব থেকে উসামা ইবনে যায়দ (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, পাহাড়ের সুরু পথের কাছে পৌছে বাহন থেকে নেমে পেশাব করলেন, এরপর হালকা অযু করলেন, পূর্ণ অযু নয়। আমি তাঁকে বললাম, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সামনে এগিয়ে নামায আদায় করব। এরপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন, মুযদালিফায় পৌছে পূর্ণাঙ্গ অযূ করলেন। এরপর নামাযের একামত দেওয়া হলো এবং (এখানে) মাগরেবের নামায আদায় করেলন। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ উট বসাল (বিশ্রামের জন্য), এরপর এশার নামাযের একামত দেওয়া হলো এবং তিনি এশার নামায আদায় করলেন। এই দুই নাযাযে মধ্যে তিনি অন্য কোনো নামায আদায় করেননি।

৩৮. আনকাবুত (মাকড়শা)

কুরআন

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞

(৪১) যেসব লোক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো। যে নিজের জন্য একটা ঘর বানায় আর সব ঘরের মধ্যে অধিক দুর্বল হচ্ছে মাকড়সার ঘর। হায়, এই লোকেরা যদি তা জানতো! (সূরা আনকাবুত ঃ ৪১)

৩৯. বৃষ্টি

কুরআন

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۞

প্রকৃতপক্ষে সে সময়টির জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ্রই কাছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়েদের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কোনো প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কি কামাই করবে— না কেউ জানে যে, তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝

লোকদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং স্বীয় রহমত ব্যাপক করে দেন এবং তিনি-ই প্রশংসনীয় অভিভাবক (ওলী)। (সূরা আশ-শূরা ঃ ২৮)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

ভালোভাবে জেনো নাও, দুনিয়ার এই জীবন শুধু একটা খেলা-তামাসা ও মন ভুলানোর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপর জন থেকে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তা ঠিক এই রকমই, যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তা থেকে উৎপন্ন সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখো যে তা লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষি হয়ে যায়। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল। তা এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা-মার্জনা এবং তাঁর সন্তোষ। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ ঃ ২০)

হাদীস

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهٗ اِنْ اَوْلِيَاؤُهٗ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ! এ যদি সত্য হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে হয় তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তিদান করো– আবু জাহল এ কথা বললে নাযিল হলো ঃ "আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে আছেন, আল্লাহ্‌ ততক্ষণ তাদেরকে আযাব দিতে চান না। আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে, আর তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন। কিন্তু এখন কি কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে আযাব দেবেন না? এখন তো তারা মসজিদে হারামের পথ বোধ করছে। তারা তো তার বৈধ ব্যবস্থাপকও নয়। মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ এর বৈধ ব্যবস্থাপক হতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।" (বুখারী)

৪০. ক্রোধ

কুরআন

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(১৩৩) সে পথে তীব্র গতিতে চলো, যা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গেছে এবং যা সেই মুত্তাকী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (১৩৪) যারা সব সময়ই নিজেদের ধন-মাল খরচ করে— দুরবস্থায়ই হোক আর সচ্ছল অবস্থায়ই হোক, যারা ক্রোধকে হজম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ মাফ করে দেয়; এসব নেককার লোককেই আল্লাহ খুব ভালোবাসেন। (সূরা আল-ইমরান)

হাদীস

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ، اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ - (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করাতে বীরত্ব নেই। বরঞ্চ ক্রোধ ও গোস্বার মুহূর্তে নিজকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচয়। (বুখারী-মুসলিম)

৪১. দরিদ্র লোক

কুরআন

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝

নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার। তোমরা অপব্যয়-অপচয় করো না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬)

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ، اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন ও নিঃসঙ্গ আর তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সচ্চরিত্রবান ও বিবাহযোগ্য, তাদেরকে বিয়ে দাও। তারা যদি গরীব হয়, তাহলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যশালী এবং মহাবিজ্ঞ। (সূরা আন-নূর ঃ ৩২)

৪২. জাহাজ

কুরআন

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ

النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(এ সত্য অনুধাবন করার জন্য অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাতদিনের আবর্তন, মানুষের জন্য লাভজনক দ্রব্যাদি নিয়ে নদ-নদী ও সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানসমূহ, উপর থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক বৃষ্টির ধারা বর্ষণ ও এর সাহায্যে মৃত্যুর পর পৃথিবীকে জীবন দান এবং তার এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণবান সৃষ্টির বিস্তার সাধন, বায়ুর গতি-প্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬৪)

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

(২২) তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাকো আর সহসাই বিপরীতমুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক থেকে তরঙ্গের আঘাত এসে ধাক্কা দেয় আর আরোহীরা মনে করে যে, তারা তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্‌রই জন্য খালেস করে তাঁরই কাছে এই দো'আ করে, "তুমি যদি আমাদের এই বিপদ হতে রক্ষা করো, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর গুযার বান্দাহ্ হয়ে থাকব। (সূরা ইউনুস)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝

আল্লাহ্ তো তিনিই, যিনি জমিন ও আসমানকে পয়দা করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। আর এর সাহায্যে তোমাদেরকে রিযিক পৌঁছাবার জন্য নানা প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। যিনি নৌ-যানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও করায়ত্ত করেছেন, যেন তার হুকুমে তা নদী-সমুদ্রে চলাচল করে। আর নদ-নদীগুলোকেও তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩২)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

তিনিই তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা থেকে নতুন তাজা গোশ্‌ত আহরণ করে খেতে পারো এবং তা থেকে সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে লও যা তোমরা পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছ যে, নদী-সমুদ্রের

বুক দীর্ণ করে নৌকা-জাহাজ চলাচল করে। এসব কিছু এই জন্য যে, তোমরা যেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নিতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। (সূরা আন-নাহ্‌ল ঃ ১৪)

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

তোমাদের (প্রকৃত) সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি নদী-সমুদ্রে তোমাদের নৌকা-জাহাজ চালিয়ে থাকেন; যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আসল কথা এই যে, তিনি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৪)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

তোমরা কি দেখো না, তিনি সে সবকিছুকেই তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত করে রেখেছেন যা জমিনে রয়েছে। আর তিনিই নৌযানসমূহকে একটা নিয়মের অনুবর্তী বানিয়েছেন, এটি তাঁর হুকুমে নদী-সমুদ্রে চলাচল করে এবং তিনিই আসমানকে এমনভাবে ধারণ করে আছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তা জমিনের ওপর আপতিত হতে পারেনি। আসল কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের ব্যাপারে বড়ই দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহশীল। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৬৫)

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

এবং তাদের ওপর ও নৌযানের ওপর তোমরা আরোহণও করো। (সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ২২)

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

এই লোকেরা যখন নৌকায় সওয়ার হয় তখন নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালেস করে তাঁর কাছে দো'আ করতে থাকে। অতপর যখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছে দেন, তখন সহসাই তারা শির্‌ক করতে শুরু করে। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৬৫)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি হলো এই যে, তিনি বাতাস পাঠিয়ে দেন সুসংবাদ দানের জন্য এবং তোমাদেরকে তাঁর রহমত দানে ধন্য করার জন্য। আর এ জন্য যে, নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে চলবে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে আর তাঁর শোকর আদায় করবে।
(সূরা আর-রূম ঃ ৪৬)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝

(৩১) তুমি কি দেখো না যে, সমুদ্রে জলযান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে চলছে, যেন তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে পারেন। আসলে এতে বহুতর নিদর্শন রয়েছে প্রতিটি সবরকারী ও শোকরকারী ব্যক্তির জন্য। (৩২) আর (নদী-সমুদ্রে) যখন পাহাড়ের ন্যায় কোনো ঢেউ তাদেরকে গ্রাস করে নেয়, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে সম্পূর্ণরূপে কেবল তারই জন্য খালেস করে দিয়ে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে তীরের দিকে পৌঁছিয়ে দেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাশ-কাটানোর নীতি গ্রহণ করে বসে আর আমাদের নিদর্শনাদি অস্বীকার করে কেবল এমন প্রতিটি ব্যক্তি, যে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা লুকমান)

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

আর পানির দুটি ধারা সমান নয়, একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী, পান করার উপযোগী সুস্বাদু আর অপর ধারাটি তীব্র লবণাক্ত, যা গলার ভেতর দেশের ছাল তুলে দেয়। কিন্তু এ উভয় ধারা থেকে তোমরা টাটকা তরতাজা গোশ্‌ত (মাছ) লাভ করে থাকো, ব্যবহারের জন্য অলংকারের সামগ্রী বের করে আনো। আর এ পানিতেই তোমরা দেখছ— নৌযানগুলো এর বুক চিরে চলে যাচ্ছে, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করো এবং তাঁর শোকর গোযার হও। (সূরা ফাতির ঃ ১২)

وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

তাদের মাঝে তোমাদের জন্য আরও অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এরা এ কাজেও লাগে যে, যেখানেই তোমরা পৌঁছার প্রয়োজন মনে করবে, তোমরা তাদের ওপর আরোহণ করে সেখানে পৌঁছতে পারো। এই পশুর ওপর এবং নৌকার ওপরও তোমাদেরকে সওয়ার করানো হয়। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৮০)

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝ لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝

(১২) তিনি-ই সেই সত্তা যিনি এই সমগ্র জোড়া পয়দা করেছেন এবং তিনিই তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ ও জন্তু-জানোয়ারকে যানবাহন বানিয়েছে, যেন তোমরা এর পিঠে সওয়ার হতে পারো। (১৩) আর এর পিঠে আরোহনের সময় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং বলো ঃ মহান ও পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্য এ জিনিসগুলোকে অধীন ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলোকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না। (সূরা আয-যুখরুফ)

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(১২) তিনি তো আল্লাহ্‌ই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়েছেন, যেন তাঁর নির্দেশে তাতে নৌকা-জাহাজ চলাচল করতে থাকে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে ও শোকর আদায় করতে পারো। (১৩) তিনি ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের সমস্ত জিনিসকেই

তোমাদের জন্য অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, সব কিছুই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। এতে বড়ই নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে ভালোবাসে। (সূরা আল-জাসিয়াহ)

৪৩. কেবলা

কুরআন

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۚ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۙ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞

(১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্র। যেদিকে তুমি মুখ ফেরাবে সে দিকেই আল্লাহ্র সত্তা বিরাজ মান। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশালতার অধিকারী ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (১৪২) নির্বোধ লোকেরা অবশ্যই বলবে ঃ এদের কি হয়েছে, প্রথমে যে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল তা থেকে সহসা কেন ফিরে গেল ? হে নবী! এদের বলে দাও, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্র, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (১৪৩) আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি 'মধ্যমপন্থী উম্মত' বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের ওপর; পূর্বে তোমরা যেদিকে মুখ করে দাঁড়াতে, তাকে আমরা শুধু এ জন্য কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছি যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়, তাই আমরা

দেখতে ও জানতে চাই। এ ব্যাপারটি মূলত বড় কঠিন, কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত দানে সুপথগামী করেছেন, তাদের পক্ষে এটা কিছুমাত্র কঠিন প্রমাণিত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করে দেবেন না। নিশ্চিত জানিও যে, তিনি তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান। (১৪৪) তোমার বারবার আকাশের দিকে ফেরে তাকানোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন তোমার মুখ আমরা সেই কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ করো। এখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। অতঃপর তুমি যেখানেই থাকোনা কেন, এর দিকেই মুখ করে তুমি নামায আদায় করতে থাকবে। আর এই সব লোক, যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে, তারা ভালো করেই জানে যে, (কেবলা পরিবর্তনের) এ নির্দেশ তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে এবং এটি সত্য। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা যা কিছু করছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন। (১৪৫) এ সব আহলে কিতাবের কাছে তোমরা যে কোনো নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, এদের পক্ষে তোমাদের কেবলার অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর তোমাদের পক্ষেও তাদের কেবলা মেনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে না। এদের কোনো একটি দলই অপর দলের কেবলার অনুসরণ করতে প্রস্তুত নয়। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান পৌঁচেছে, এর পরও যদি তোমরা তাদের ইচ্ছা-অভিরুচি ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করো, তবে নিশ্চিতরূপে তোমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (১৪৯) তুমি যে স্থান থেকে চল না কেন, সে স্থান থেকে নিজের মুখ (নামাযের সময়) মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। কেননা এটা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক ফয়সালা এবং আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে মোটেই বেখবর নন। (১৫০) পরন্তু যেখান থেকে তোমাদের যাত্রা হবে, সেখানেই নিজেদের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাবে; আর যেখানেই তোমরা থাকবে, সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করো। যেন লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না পায়। তবে যারা জালিম, তাদের মুখ কখনও বন্ধ হবে না। তাই তাদেরকে তোমরা ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো। এ জন্য যে, আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দেবো এবং আশা এই যে, আমার এ নির্দেশ পালন করে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে কল্যাণের পথ লাভ করবে।

(সূরা আল-বাকারা)

হাদীস ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى اِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وكَانَ يُعْجِبُهٗ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتَهٗ قِبَلَ الْبَيْتِ وَاَنَّهٗ صَلّٰى اَوْ صَلَّاهَا صَلٰوةَ الْعَصْرِ وَصَلّٰى مَعَهٗ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلّٰى مَعَهٗ فَمَرَّ عَلٰى اَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ قَالَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوْ كَمَاهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وكَانَ الَّذِىْ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ اَنْ تَحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ تُتِلُوْا لَمْ نَدْرِ مَانَقُوْلُ فِيْهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُفِيْعَ اِيْمَا نَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَّحِيْمٌ -

হযরত বারা (ইবনে আযেব) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, মদীনায় হিজরত করার পর) নবী (স) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল অথবা সতের মাস যাবত নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি চাইতেন যে, বায়তুল্লাহ তাঁর কেবলা নির্দিষ্ট হোক। তিনি (একদিন) কোন এক ওয়াক্তের নামায অথবা (রাবীর সন্দেহ) আসরের নামায কাবার দিকে মুখ করে) পড়লেন। একদল লোকও তার সাথে এ

নামায পড়ল। যারা তাঁর সাথে এ নামায পড়ল তাদেরই এক ব্যক্তি মদীনার একটি মসজিদে (মসজিদে কুবা নয়) উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন মসজিদের মুসল্লীগণ (পূর্বের কেবলা বায়তুল মুক্কাদ্দাসের দিকে মুখ করে) নামাযের রুকুতে আছে। তিনি তখন বললেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি (এইমাত্র) নবী (স) এর সাথে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়ে আসলাম। এ কথা শুনে তারা ঐ অবস্থায়ই বায়তুল্লাহ দিকে ঘুরে গেলো। বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ঘোরার পূর্বে আগে কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়াকালে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন অনেকেই ছিলেন এবং অনেক লোক ঐ সময় শহীদও হয়েছিলেন। (তাদের সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অনেকেই ভাবতে থাকলেন যে,) আমরা তো বুঝতে পারছি না তাদের ব্যাপারে আমরা কি বলব? (অর্থাৎ তাদের কি হবে?) তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "আল্লাহ্ এমন নন যে, তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করবেন। বরং নিশ্চয়ই তিনি মানুষের জন্য করুণাময় ও দয়ালু।"

৪৪. হত্যা

কুরআন

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ
مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا
أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَٰلَمِينَ ۝ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ تَبُوٓأَ بِإِثْمِي وَ
إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا الظَّٰلِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ
مِنَ الْخَٰسِرِينَ ۝ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَٰرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ
أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّٰدِمِينَ ۝

(৩৩) যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (২৭) এবং তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের কাহিনীটিও পুরোপুরি শুনিয়ে দাও। তারা দু'জনই যখন কুরবানী করল, তখন তাদের মধ্যে একজনের কুরবানী কবুল করা হলো ও অপর জনেরটা করা হলো না। সে বলল ঃ আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে সে বলল ঃ "আল্লাহ তো মুত্তাকীদেরই মানত কবুল করে থাকেন। (২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হস্ত উত্তোলন করো তবে আমি তোমাকে হত্যার জন্য কখনো হাত তুলব না। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি। (২৯) আমি চাই, আমার এবং তোমার নিজের গুনাহ তুমি একাই নিজের মাথায় বহন করো ও দোযখী হয়ে থাকো। জালিমদের জুলুমের এটাই উপযুক্ত

প্রতিফল।" (৩০) শেষ পর্যন্ত তার নফস্ নিজ ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডকে তার জন্য সহজসাধ্য করে দিল এবং সে তাকে খুন করে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (৩১) এরপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে জমিন খুড়তে লাগল; এবং নিজ ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকাবে, এর পন্থা দেখিয়ে দিল। এটা দেখ সে বলল ঃ আমার প্রতি ধিক! আমি এই কাকটির মতোও হতে পারলাম না, নিজ ভাইয়ের লাশ লুকাবার পন্থাও বের করতে পারলাম না! শেষ পর্যন্ত সে নিজের কৃতকর্মে জন্য খুবই অনুতপ্ত হলো। (সূরা আল-মায়েদা)

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝

নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের আশঙ্কায় হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। বস্তুতই তাদের হত্যা করা একটি মস্ত বড় পাপ।

(সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৩১)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاۗءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓي اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـــًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

হে নবী! তোমার কাছে মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যদি এ কথার ওপর 'বায়'আত' করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, জ্বিনা-ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, আপন গর্ভজাত জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না, এবং কোনো ভালো কাজের ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করবে না তবে তুমি তাদের 'বায়'আত' গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফেরাতের দো'আ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আল-মুমতাহানা ঃ ১২)

হাদীস

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ اَبْزٰى سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : "وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗؤُهٗ جَهَنَّمُ" وَقَوْلُهٗ "وَالَّذِيْنَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ حَتّٰى بَلَغَ اِلَّا مَنْ تَابَ" فَسَاَلْتُهٗ فَقَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ اَهْلُ مَكَّةَ : فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللّٰهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اِلٰى قَوْلِهٖ غَفُوْرًا رَحِيْمًا -

হযরত সাঈদ ইবনু জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্যা (রা) বলেন, ইবনুল আব্বাস (রা)-কে (নিম্নোক্ত) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম। এছাড়াও আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী (সম্পর্কেও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) "এবং তারা কাউকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেন, শুধুমাত্র সত্য(শারীআত সম্মত) কারণ ব্যতীত— তবে তাদের ব্যতীত, যারা তওবা করে এবং সৎ কাজ করে।" (বুখারী)

عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ -

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেন, (কেয়ামাতের দিন) সর্ব প্রথম যে মোকাদামার ফয়সালা হবে তা হবে রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত। (বুখারী)

৪৫. কেসাস

কুরআন

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۞

এতো হলো তাদের অবস্থা। আর যে কেউ প্রতিশোধ নেবে তেমনই, যেমন তার সাথে করা হয়েছে, উপরন্তু তার ওপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমশীল ও মার্জনাকারী। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৬০)

৪৬. ভাগ্য ও নিয়তি

কুরআন

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِىَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

অতএব সত্য কথা এই যে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি (মুঠ ভরা বালু) নিক্ষেপ করোনি; বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন। (আর এ কাজে মু'মিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছে) এই জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এক সুন্দরতম পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ করতে চান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা আল-আনফাল ঃ ১৭)

وَلَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۗ بَلْ لِّلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا ۗ أَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَأْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۞

আর কি-ইবা ঘটতো যদি এমন কুরআন নাযিল করা হতো, যার জোরে পাহাড় চলতে শুরু করত বা জমিন দীর্ণ হয়ে যেতো কিংবা মৃত ব্যক্তিরা কবর থেকে বের হয়ে কথা বলতে শুরু করত? (এ ধরনের নিদর্শন দেখানো মোটেই কঠিন নয়) বরং সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার তো আল্লাহ্রই হাতে নিবদ্ধ। তাহলে ঈমানদার লোকেরা কি (এখন পর্যন্ত কাফেরদের দাবি-দাওয়ার জবাবে কোনো নিদর্শন প্রকাশের আশায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিল এবং তারা এ কথা জানতে পেরে) নিরাশ হয়ে যায়নি যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়েত দান করতেন? যেসব লোক আল্লাহ্র সাথে কুফরীর আচরণ অবলম্বন করে চলেছে তাদের ওপর তাদের কার্যকলাপের দরুন কোনো-না-কোনো বিপদ আসতেই থাকে কিংবা তাদের ঘরের নিকটই কোথাও তা অবতীর্ণ হতেই

থাকে। এই ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে —যতক্ষণ না আল্লাহ্র ওয়াদা পূর্ণ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার বিরুদ্ধতা করেন না। (সূরা আর-রা'দ ঃ ৩১)

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

আমরা আমাদের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়েছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছে, যেন সে তাদেরকে খুব ভালোভাবেই খুলে বুঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ভ্রান্ত করেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও পয়দা করেছেন আর তোমরা যে জিনিসগুলো বানিয়ে থাকো সেগুলোকেও। (সূরা আস-সাফ্ফাত ঃ ৯৬)

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۖ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এদের সবাইকে একই 'উম্মত' বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করেন। আর জালিমদের না কেউ পৃষ্ঠপোষক আছে, না কোনো সাহায্যকারী। (সূরা আশ-শূরা ঃ ৮)

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

হে মুহাম্মদ! তুমি এদের হেদায়েতের জন্য যতই লালায়িত হও না কেন, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ্ করে দেন, তাকে তিনি আর হেদায়েত দেন না আর এ ধরনের লোকদের সাহায্য কেউই করতে পারেনি। (সূরা আন-নাহল ঃ ৩৭)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۖ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۝

নবীর জন্য এমন কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, যা আল্লাহ্ তার জন্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেসব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র এ সুন্নাত চলে এসেছে। আর আল্লাহ্র হুকুম তো একটা অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে থাকে। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৮)

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۖ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۖ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

যে ব্যক্তির জন্য তার খারাপ আমলকে চাকচিক্যপূর্ণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে তাকেই ভালো মনে করছে, (তার গুমরাহীর কোনো শেষ আছে কি ?) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ যাকে চান গুমরাহীতে ডুবিয়ে দেন, আর যাকে চান হেদায়েতের পথ দেখান। কাজেই (হে নবী!) এই

লোকদের জন্য অযথাই চিন্তা ও দুঃখে যেন তোমার প্রাণ ক্ষয় হতে না থাকে। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। (সূরা ফাতির ঃ ৮)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

(৭) এদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযোগী হয়েছে; এজন্য তারা ঈমান আনে না। (৮) আমরা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যাতে তাদের থুতনি পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে। এজন্য তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। (৯) আমরা একটি প্রাচীর তাদের সামনে দাঁড় করে দিয়েছি আর একটি প্রাচীর তাদের পেছনে। আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১০) তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্য সমান; তারা মানবে না। (সূরা ইয়া-সীন)

হাদীস

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ : مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً، فَقَالَ رَجُلٌ : يَارَسُوْلَ اللهِ ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اعَلٰى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ : أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لعمل الشقاوة ثم قراء فاما من أعطى واتقى الايج (بخارى)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাকীউল গারকাদ (জান্নাতুল বাকী নামে পরিচিতি) নামক স্থানে এক জানাযায় উপস্থি ছিলাম। ইতোমধ্যে নবী (স) আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তার কাছে একটি ছড়ি ছিল। তিনি আস্তে আস্তে ছড়িখানা মাটির উপর আঘাত করছিলেন। এসময় তিনি বললেন, এমন কোনো ব্যক্তি নেই, জাহান্নাম বা জান্নাতে যার জায়গা নির্দিষ্ট করা নাই অথবা সৌভাগ্যশালী বা দুর্ভাগ্য বলে নির্দিষ্ট হয় নাই। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমরা কি আমাদের সেই লিখিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আমাল বা কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করব না ? কেননা আমাদের যারা সৌভাগ্যশালী বলে লিখিত হয়েছে তারা অচিরেই সৌভাগ্য মতে কাজ করতে অগ্রসর হবে। জাবে নাবী (স) বললেন, সৌভাগ্যশালীদের জন্য সৌভাগ্যের কাজ সহজ করে দেওয়া হয়। দুর্ভাগাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি (তাঁর কথার সমর্থনে) কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন ঃ فاما من اعطى واتقى অর্থাৎ যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দান করল এবং তাক্বওয়ার পথ অনুসরণ করল। (বুখারী)

৪৭. মানুষের নিরাশা

কুরআন

لَا يَسْـَٔمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ۖ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ
ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ
فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ
وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝

(৪৯) মানুষ দো'আ প্রার্থনা করতে কখনোই ক্লান্ত হয় না। আর যখন তার ওপর বিপদ আসে তখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (৫০) কিন্তু যখনই কঠিন সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে বলে ঃ "আমি তো এরই অধিকারী ছিলাম। আমি মনে করি না যে, কেয়ামত কখন আসবে। তবুও বাস্তবিকই যদি আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে সেখানেও খুব কল্যাণ ভোগ করব। অথচ যারা কুফরী করেছে তারা কি করে এসেছে তা আমরা তাদেরকে জানিয়ে দেবো এবং তাদেরকে আমরা অত্যন্ত খারাপ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব। (৫১) মানুষকে যখন আমরা নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে লয় ও অহংকারে পাশ কাটিয়ে চলে। আর যখন তাকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা-চওড়া দো'আ করতে শুরু করে। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ্)

৪৮. শ্রেষ্ঠ কিতাব

কুরআন

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

হে আহ্লে কিতাব! আমাদের রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে; সে আল্লাহ্র কিতাবের এমন অনেক কথাই তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়, যেগুলোকে তোমরা গোপন করে রেখেছিলে। আবার অনেক কথা সে বাদ দিয়েও দেয়। তোমাদের কাছে আল্লাহ্র কাছ থেকে রৌশনী এসেছে, সেই সঙ্গে এমন একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও— (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১৫)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَ
لَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁরই কাছে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও জলভাগে যা কিছু আছে, তিনি এর সবকিছুই জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি জানেন না। জমির অন্ধকারাছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আর্দ্র ও শুষ্ক সব কিছুই এক উন্মুক্ত কিতাবে লিখিত রয়েছে।

(সূরা আল-আন'আম ঃ ৫৯)

—২/১১১

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۤءِ وَلَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকো না কেন এবং কুরআন থেকে যা কিছু শোনাও আর হে লোকেরা! তোমরাও যা কিছু করো— এই সর্ব অবস্থায়ই আমরা তোমাদেরকে দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি। আসমান ও জমিনে বিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নেই— না ছোট না বড়— যা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন দফতরে লিপিবদ্ধ নয়। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

জমিনে বিচরণশীল কোনো জীব এমন নেই, যার রিযিক দানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত নয় এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে আর কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা হুদ ঃ ৬)

وَمَا مِنْ غَاۤئِبَةٍ فِي السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

আসমান ও জমিনের এমন কোনো গোপন জিনিসই নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত অবস্থায় বর্তমান নেই। (সূরা আন-নামল ঃ ৭৫)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۚ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

অবিশ্বাসীরা বলে ঃ কি ব্যাপার, আমাদের ওপর কেয়ামত আসছে না কেন ? বলো ঃ আমার গায়েব-জানা পরোয়ারদেগারের শপথ, তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে। কোনো অণু পরিমাণ জিনিস তাঁর কাছ থেকে না আকাশমণ্ডলে লুক্কায়িত রয়েছে, না ভূমণ্ডলে, না তা থেকে বড় কোনো জিনিস, না তা থেকে ক্ষুদ্র। সব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে। (সূরা সাবা ঃ ৩)

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ ۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰۤئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

অতঃপর চিন্তা করো সে দিনের ব্যাপার, যেদিন আমরা প্রত্যেক মানব দলকে এর অগ্রনেতা সহকারে ডাকব। সে দিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে, তারা নিজেদের কর্মতালিকা পাঠ করবে আর তাদের ওপর বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭১)

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

আর তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন তোমার মুখ থেকে এ কথা বের হলো না কেন যে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই ? তুমি যদি আমাকে ধন-বলে ও লোক বলে তোমার অপেক্ষা দুর্বল দেখতে পাও।

(সূরা কাহ্ফ ঃ ৩৯)

كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝ كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

(৭) কক্ষনো নয়, নিশ্চয়ই পাপীদের আমলনামা 'কয়েদখানা'র দফতরে সংরক্ষিত আছে। (৮) আর তুমি কি জানো সেই 'কয়েদখানা'র দফতরটা কি ? (৯) একখানা লিখিত কিতাব। (১৮) কক্ষনোই নয়। নেক ব্যক্তিদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরে রয়েছে। (১৯) আর তুমি কি জানো, কি সেই 'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতর' ? (২০) সেটি একটি সুলিখিত কিতাব; (২১) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা এর রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন)

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝ وَّيَنْقَلِبُ إِلٰٓى أَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝

(৭-৮) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসেব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে, (৯) এবং সে তার আপন লোকজনের দিকে সানন্দচিত্তে ফিরে যাবে। (১০-১২) আর যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে দেওয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে ও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হবে।

(সূরা আল-ইনশিকাফ)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوْا فَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهٗ وَجَسَدَهٗ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, (আমরা দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে) সবার শেষে এসেছি। কিন্তু কেয়ামতের দিন (মর্যাদায়) সবার অগ্রগণ্য হবো। অবশ্য প্রত্যেক উম্মতকে আমাদের আগেই কিতাব দেওয়া হয়েছিল। আর আমাদের তা দেওয়া হয়েছে সবার পরে। অতপর এই (জুময়ার) দিন এমন একটি দিন, যাতে তারা মতবিরোধ করেছিল। অতএব পরে দিন (শনিবার) ইহুদীদের জন্য এবং তার পরের দিন (রবিবার) নাসারাদের জন্য (নির্ধারিত হলো) প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সপ্তায় এমন একটি দিন (জুময়ার দিন) নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, সেদিন সে তার মাথা ও শরীয় ধুইবে।

৪৯. কাহাফ

কুরআন

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ
فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ
عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا أَمَدًا ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ
إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۠ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا ۝ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۚ لَوْ
لَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ
إِلَّا اللّٰهَ فَأْوٗٓا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۝ وَتَرَى
الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ
فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيْدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝ وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا
بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوْا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ
فَابْعَثُوْٓا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝ إِنَّهُمْ إِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ أَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا
إِذًا أَبَدًا ۝ وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ إِذْ
يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى
أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَّبِّيْٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ
إِلَّا قَلِيْلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَلَبِثُوْا
فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ۝ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ أَبْصِرْ بِهٖ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۖ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ أَحَدًا ۝

(৯) হে নবী! তুমি কি মনে করো যে, গুহাবাসী ও রাকীমওয়ালা লোকেরা আমাদের বড় বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল ? (১০) যখন কয়েকজন যুবক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল এবং তারা বলল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করো এবং আমাদের সমস্ত ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে গড়ে দাও;" (১১) তখন আমরা তাদেরকে সে গুহার মধ্যেই সান্ত্বনা দিয়ে কয়েক বছরের জন্য গভীর নিদ্রায় বিভোর করে দিলাম। (১২) তারপর আমরা তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন দেখতে পারি যে, তাদের মধ্যে কারা নিজেদের অবস্থানকালের সঠিক হিসাব করতে পারে। (১৩) আমরা তাদের প্রকৃত কাহিনী তোমাকে শোনাচ্ছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমরা তাদের সুপথে চলার কাজে অনেক উন্নতি দান করেছিলাম। (১৪) আমরা সে সময় তাদের হৃদয়কে মজবুত করে দিয়েছিলাম, যখন তারা জেগে উঠল এবং ঘোষণা করল ঃ "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। আমরা তাকে ত্যাগ করে অন্য কোনো মা'বুদকে মেনে নেবো না। আমরা যদি সেরূপ করি তাহলে তা হবে এক অযৌক্তিক ও অনর্থক কথা।" (১৫) (অতঃপর তারা পরস্পরে বলল ঃ) "এই আমাদের জাতির লোকেরা, এঁরা তো বিশ্বের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে পরিত্যাগ করে অন্যকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে। এই লোকেরা নিজেদের আকীদার সমর্থনে কোনো সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করে না কেন ? অনন্তর সে ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করে ? (১৬) এখন যখন তোমরা এদের ও এরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য যাদের ইবাদত করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ, তখন চলো, অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদের প্রতি নিজের রহমতের অবদান ব্যাপক ও প্রশস্ত করে দেবেন এবং তোমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে দেবেন। (১৭) তুমি যদি তাদেরকে গুহার ভেতরে দেখতে, তাহলে দেখতে পেতে যে, সূর্য যখন উদয় হয় তখন তা তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক থেকে উপ্চে উঠে যায় আর যখন অস্ত যায়, তখন তাদের থেকে আড়ালে থেকে বাম দিকে নেমে যায়। আর সে লোকেরা গুহার অভ্যন্তরে এক বিশাল জায়গায় পড়ে রয়েছে। বস্তুত এটি আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন, সে-ই হেদায়েত পেতে পারে আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তুমি কোনো পৃষ্ঠপোষক ও পথ প্রদর্শক পেতে পারো না। (১৮) তোমরা তাদেরকে দেখে মনে করো যে, তারা সজাগ রয়েছে। অথচ তারা নিদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমরা তাদেরকে ডানে ও বামে পাশ বদলিয়ে দিচ্ছিলাম আর তাদের কুকুর গর্তের মুখে সামনের দুই পা ছড়িয়ে বসেছিল। তোমরা যদি এর ভেতরে উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে পেছন দিকে সরে পালিয়ে যেতে; তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে তোমাদের মনে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হতো। (১৯) আর এরূপ বিস্ময়কর কীর্তির দরুনই আমরা তাদেরকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলাম, যেন তারা পরস্পরের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল ঃ "বলো এই অবস্থায় তোমরা কতদিন ছিলে ?" অপরজন বলল ঃ "সম্ভবত পূর্ণ একটি দিন কিংবা তা থেকেও কিছু কম সময় ছিলাম হয়ত।" তারপর তারা সকলে বলল ঃ "আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, এই অবস্থায় আমাদের কতকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন চলো, আমাদের কাউকেও রূপার এ মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠিয়ে দেই। সে দেখুক সবচেয়ে ভালো খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসুক। তাকে একটু সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে, যেন আমাদের এখানে বসবাসের কথা কেউই টের না পায়। (২০) আমাদের সংবাদ যদি

তাদের কাছে একবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা আমাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে মের ফেলবে অথবা জোরপূর্বক নিজেদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নেবে। আর যদি তাই হয়, তাহলে আমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারব না।" (২১) —এভাবে আমরা শহরবাসীকে তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে দিলাম, যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য আর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় নিঃসন্দেহে এসে পৌছবে। (কিন্তু একটু ভেবে দেখো, এ-ই যখন আসল চিন্তার বিষয় ছিল) তখন তারা পরস্পরে এ কথা নিয়ে বিতর্ক করেছিল যে, এই লোকদের (গুহাবাসীদের) সাথে কি করা যাবে। কিছু লোক বলল ঃ "এদের ওপর একটি প্রাচীর দাঁড় করে দাও, এদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই এদের ব্যাপারটিকে ভালো জানেন।" কিন্তু যারা তাদের বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্বশীল ছিল, তারা বলল ঃ "আমরা তো এদের ওপর একটি উপাসনা-কেন্দ্র নির্মাণ করব।" (২২) কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থ ছিল তাদের কুকুরটি। আবার অপর কিছু লোক বলবে, তারা ছিল পাঁচজন আর ষষ্ঠ ছিল তাদের কুকুর; এরা সকলেই আন্দাজ অনুমানে কথা বলে। অপর কিছু লোক বলে যে, এরা ছিল সাতজন, আর অষ্টম ছিল তাদের কুকুরটি। বলো তারা প্রকৃতপক্ষে কতজন ছিল, তা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই ভালো জানেন। খুব কম লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। অতএব তুমি সাধারণ কথাবার্তা ব্যতীত তাদের সংখ্যা সম্পর্কে লোকদের সাথে বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসও করো না। (২৫) —আর তারা নিজেদের গুহার মধ্যে তিন শত বছর অবস্থান করল, অবশ্য কিছু লোক (মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে) আরও নয়টি বছর অতিরিক্ত গণনা করেছে। (২৬) তুমি বলো, তাদের অবস্থানের সঠিক মেয়াদ আল্লাহ্ তা'আলা অধিক ভালো জানেন। আসমান ও জমিনের যাবতীয় গোপন অবস্থা তাঁরই জানা আছে। তিনি কত সুন্দরভাবে দেখেন, কত সুন্দর ও নির্ভুলভাবে তিনি শোনেন! (জমিন ও আসমানের) গোটা সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তাঁর রাজ্যশাসনে কাউকেও শরীক করেন না। (সূরা আল-কাহ্ফ)

৫০. মাদইয়ান

কুরআন

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

আর মাদিয়ানবাসীর প্রতি আমরা তাদের ভাই 'শোআইব'কে পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ ইলাহ্ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। অতএব ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ মাত্রায় করো, লোকদেরকে তাদের পণ্যদ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিও না এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন এর সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা বাস্তবিকই মু'মিন হয়ে থাকো। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৮৫)

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

এই লোকদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌছায়নি ? নূহের লোকজন, আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর যেসব জনপদ উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের রাসূল তাদের কাছে স্পষ্টতর নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর এটা আল্লাহ্রই কাজ ছিল না যে, তিনি তাদের ওপর জুলুম করবেন; তারা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুমকারী হয়েছিল। (সূরা আত্-তাওবা ঃ ৭০)

وَإِنْ كَانَ أَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۙ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۞

(৭৮) আর 'আইকা'বাসীরা জালিম ছিল। (৭৯) তোমরা লক্ষ্য করো, আমরা তাদের ওপরও প্রতিশোধ নিয়েছি। এ দু'টি জাতির পরিত্যক্ত এলাকাই প্রকাশ্য জন-পথের ওপর অবস্থিত। (সূরা আল-হিজর)

وَّأَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَأَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۞

মাদইয়ানবাসীও মিথ্যা আরোপ করেছিল। আর মূসাকেও অমান্য করা হয়েছিল। সত্য অমান্যকারী এসব লোককে আমি পূর্বেও অবকাশ দিয়েছিলাম। কিন্তু এর পরে পরেই তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন দেখো, আমার দেওয়া শাস্তি কি রকম ছিল। (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৪৪)

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۬ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۫ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۞ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيْ لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۞ فَجَآءَتْهُ إِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۫ قَالَتْ إِنَّ أَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۫ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞ قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۫ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ۞ قَالَ إِنِّيْٓ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيْٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۞

(২২) (মিসর থেকে বের হয়ে) মূসা যখন মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল ঃ "আশা করি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।" (২৩) যখন সে মাদইয়ানের পানির কূপের কাছে পৌছল তখন সে দেখল যে, বহু সংখ্যক লোক নিজেদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একদিকে দু'জন স্ত্রীলোক নিজেদের জন্তুগুলোকে আটক করে রেখেছে। মূসা এই স্ত্রীলোক দু'জনকে জিজ্ঞেস করলঃ "তোমাদের কি অসুবিধা ?ঃ তারা বলল ঃ "আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাতে পারছি না, যতক্ষণ এই রাখালেরা নিজেদের জন্তুগুলোকে নিয়ে চলে না যায়।

আর আমাদের পিতা একজন অতি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি।" (২৪) এ কথা শুনে মূসা তাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল। তারপর সে এক ছায়াচ্ছন্ন স্থানে গিয়ে বসল এবং বলল ঃ "পরওয়ারদেগার! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করবে, আমি তারই মুখপেক্ষী।" (২৫) (অল্প কিছুক্ষণ পরই) এ দু'জন স্ত্রীলোকের একজন লজ্জা ও শালীনতা সহকারে তার কাছে এসে বলতে লাগল ঃ "আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন; আপনি আমাদের জন্য জন্তুগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন, তিনি আপনাকে এর প্রতিদান দেবেন।" মূসা যখন তার কাছে পৌঁছল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শোনাল, তখন সে বলল ঃ "ভয় করো না, এখন তুমি জালিমদের হাত থেকে বেঁচে গেছ।" (২৬) এই দু'জন স্ত্রীলোকের একজন তার পিতাকে বললঃ "আব্বাজান! এই ব্যক্তিকে কর্মচারী হিসেবে রেখে দিন, সর্বাপেক্ষা ভালো কর্মচারী সে-ই হতে পারে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।" (২৭) তার পিতা (মূসাকে) বলল ঃ "আমি চাই, আমার এ দুই কন্যার মধ্যে একজনের বিয়ে তোমার সাথে সম্পন্ন করে দেই। তবে এই শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকুরী করবে। আর যদি দশ বছর পূর্ণ করে দাও, তবে তা তোমার মর্জী। আমি তোমার প্রতি কোনো কষ্ট চাপাতে চাই না, তুমি ইনশা-আল্লাহ আমাকে সৎলোক হিসেবেই দেখতে পাবে।" (২৮) মূসা জবাব দিল ঃ "আমার ও আপনার মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হয়ে গেল। এ দুটি মেয়ার মধ্যে আমি যেটাই পূর্ণ করব, এরপর আমার প্রতি আর কিছু বৃদ্ধি হতে পারবে না। আর যেসব বিষয় আমরা স্থির করছি, আল্লাহ সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা আল-কাসাস)

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ، اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ⑬

এদের পূর্বে সামূদ, লূতের জাতি এবং আইকাবাসী অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। আসলে এরাই তো ছিল বিরাট বাহিনী। (সূরা সা-দ ঃ ১৩)

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ، كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ⑭

এদের পূর্বে আইকাবাসী ও তুব্বা'র জাতির লোকেরাও অস্বীকারকারী হয়েছে। প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আর শেষ পর্যন্ত আমার আযাবের সংকেত তাদের ওপর কার্যকর হলো। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৪)

হাদীস

قَالَ صَلَّى اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَدْيَنَ وَاَصْحَابَ الْاَيْكَةِ اُمَّتَانِ بَعَثَ اللّٰهِ اِلَيْهِمَا شُعَيْبًا النَّبِيُّ -

নিশ্চয় মাদিয়ান এবং আসহাবুল আইকা দুটি সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা শোয়াবেকে তাদের জন্য নবী করে পাঠিয়েছিলেন। (আল-বিদয়া ওয়ান-নিসহায়)

৫১. মোশরেকগণ

কুরআন

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ، كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ

يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَا اٰيَةٌ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾

(১১৩) ইহুদীরা বলে ঃ খ্রিস্টানদের কাছে কিছুই নেই আর খ্রিস্টানরা বলে ঃ ইহুদীদের কাছে কোনো সত্যই নেই। অথচ উভয়েই 'কিতাব' পাঠ করে। আর যাদের কাছে কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই, তারাও অনুরূপ দাবি পেশ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিনই তাদের এ মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। (১১৮) অজ্ঞ লোকেরা বলে ঃ আল্লাহ্ স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন কিংবা কোনো নিদর্শন দেখান না কেন ? এ ধরনের কথা এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বলত। (অতীত ও বর্তমানের) এই সকল পথভ্রষ্টদের মনোবৃত্তি মূলত একই ধরনের। বিশ্বাসীদের জন্য তো আমরা নিদর্শনসমূহ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। (সূরা আল-বাকারা)

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٧٤﴾

(৬২) আর (এ লোকেরা যেন) সে দিনটিকে (ভুলে না যায়), যে দিন তিনি এই লোকদেরকে ডাকবেন ও জিজ্ঞেস করবেন ঃ "কোথায় সে সব 'সত্তা' যাদেরকে আমার 'শরীক' বলে তোমরা ধারণা করতে। (৬৩) এ কথাটি যাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে তারা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা নিঃসন্দেহে এই লোকদেরকেই গুমরাহ করেছিলাম। এদেরকে আমরা সেভাবেই গুমরাহ করেছিলাম যেভাবে আমরা নিজেরা গুমরাহ হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে নিজেদের নিঃসম্পর্কতার কথা প্রকাশ করছি। এরা তো আমাদের বন্দেগীই করত না।" (৬৪) অতপর তাদেরকে বলা হবে ঃ "এবার ডাকো তোমাদের বানানো শরীকদেরকে। এরা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা কোনো জবাব দেবে না এবং এরা আযাব দেখে নেবে। হায়, এরা যদি হেদায়েত গ্রহণকারী হতো! (৭৪) (এ লোকেরা যেন স্মরণ রাখে) সে দিনটির কথা, যখন তিনি এদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে ?ঃ (সূরা আল-কাসাস)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۚ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! মোশরেক লোকেরা নাপাক। অতএব এ বছরের পর তারা যেন 'মসজিদে হারামে'র কাছেও না আসতে পারে। তোমাদের যদি অভাব-অনটনের ভয় হয়, তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দেবেন। আল্লাহ বস্তুতই সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আত-তাওবা ঃ ২৮)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ

لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ أَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

(১৩৬) এই লোকেরা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর নিজেরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশু থেকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে এবং বলে ঃ এটা আল্লাহ্‌র জন্য— এটা তাদের নিজস্ব ধারণা-কল্পনা মাত্র— আর এটা আমাদের বানানো শরীকদের জন্য। কিন্তু যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য, তা কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, অথচ যা আল্লাহ্‌র জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কতই না খারাপ এই লোকদের ফয়সালা! (১৩৭) এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মোশরেকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে। এবং তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক। (১৩৮) তারা বলে ঃ এই জন্তু এই ক্ষেত-ফসল সুরক্ষিত। এগুলো কেবল তারাই খেতে পারে, যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাইব। অথচ এই বিধি-নিষেধ তাদের নিজেদেরই কল্পিত। এ ছাড়া কিছু জন্তু-জানোয়ার এমন আছে, যেগুলোর ওপর সওয়ার হওয়া ও মাল বোঝাই করাকে হারাম করা হয়েছে। আর কিছু জন্তুর ওপর তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। আর এসব কিছুই তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছে। অতিশীঘ্র আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা রচনার প্রতিশোধ দান করবেন। (সূরা আল-আন'আম)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا أُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ أَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ۝ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

(১১৩) নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায় না যে, তারা মোশরেকদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাদের কাছে এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত। (১১৪) ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফেরাতের দো'আ করেছিল, তা ছিল সে ওয়াদার কারণে, যা সে তার পিতার কাছে করেছিল। কিন্তু যখন তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন সে তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম বড়ই নম্র-হৃদয়, আল্লাহ্ ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল লোক ছিল। (৩৬) প্রকৃত কথা এই যে, যখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান

ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তাঁর কাছে মাসগুলোর সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে বারোটি। এর মধ্যে চারটি মাস হারাম। এটা নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব এই চার মাসে নিজেদের ওপর জুলুম করো না আর মোশরেকদের বিরুদ্ধে সকলে মিলে লড়াই করো, যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে আর জেনে রাখো, আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই আছেন। (সূরা আত্-তাওবা)

وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

(এ জন্য তাদের এই ইচ্ছা প্রকাশের ব্যাপারেও তারা মিথ্যাই বলবে।) আজ তারা বলে ঃ জীবন বলতে যা কিছু আছে, তা শুধু এই দুনিয়ার জীবন। মৃত্যুর পর আমরা কখনোই পুনরুত্থান লাভ করব না। (সূরা আল-আন'আম ঃ ২৯)

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝

মানুষ বলে ঃ আমি যখন সত্যই মরে যাবো, তখন কি আমাকে পুনর্জীবিত করে উত্থিত করা হবে ? (সূরা মরিয়াম ঃ ৬৬)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝

(১০) যারা কুফরী পন্থা অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাদেরকে না তাদের ধন-সম্পদ কোনো উপকার করতে পারবে, না তাদের সন্তান-সন্ততি। তারা দোজখের ইন্ধন হয়েই থাকবে। (১১৬) এতদ্ব্যতীত যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্র সাথে মোকাবেলায় না তাদের ধন-সম্পদ তাদের কোনো উপকারে আসবে না তাদের সন্তানাদি। এরা তো জাহান্নামে যাবে এবং চিরদিন সেখানেই থাকবে। (সূরা আলে-ইমরান)

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

এরা কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে যে, আমাদের সামনে কোনো নিদর্শন যদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে আমরা এর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনব। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ্র কাছে নিদর্শন অনেক আছে। আর তোমাদেরকে কেমন করে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও এরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয়। (সূরা আল-আন'আম ঃ ১০৯)

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۗ بَلْ لِّلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

(৩১) আর কি-ইবা ঘটত যদি এমন কুরআন নাযিল করা হতো, যার জোরে পাহাড় চলতে শুরু করত বা জমিন দীর্ণ হয়ে যেতো কিংবা মৃত ব্যক্তিরা কবর থেকে বের হয়ে কথা বলতে শুরু করত ? (এ ধরনের নিদর্শন দেখানো মোটেই কঠিন নয়) বরং সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার তো আল্লাহ্‌রই হাতে নিবদ্ধ। তাহলে ঈমানদার লোকেরা কি (এখন পর্যন্ত কাফেরদের দাবি-দাওয়ার জবাবে কোনো নিদর্শন প্রকাশের আশায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিল এবং তারা এ কথা জানতে পেরে) নিরাশ হয়ে যায়নি যে, আল্লাহ্ চাইলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়েত দান করতেন ? যেসব লোক আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীর আচরণ অবলম্বন করে চলেছে তাদের ওপর তাদের কার্যকলাপের দরুন কোনো-না-কোনো বিপদ আসতেই থাকে কিংবা তাদের ঘরের কাছেই কোথাও তা অবতীর্ণ হতেই থাকে। এই ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে– যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার বিরুদ্ধতা করেন না। (সূরা আর-রা'দ ঃ ৩১)

هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۝

(১১৯) তোমরা তো তাদের ভালোবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি কোনো ভালোবাসাই পোষণ করে না; অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মানো। তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরাও (তোমাদের রাসূল ও তোমাদের কিতাবকে) মেনে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা অন্যত্র চলে যায়, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতখানি তীব্র হয়ে ওঠে যে, তারা নিজেদের আঙুল নিজেরাই কামড়াতে থাকে। তাদের বলো ঃ "তোমাদের ক্রোধের আগুনে তোমরাই জ্বলে পুড়ে মরো।" নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ মনের প্রতিটি গোপন রহস্য পর্যন্ত জানেন। (১২০) তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে আর তোমাদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো অপচেষ্টাই কার্যকর হতে পারবে না, যদি তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ্ তাকে বেষ্টন করে আছেন।

(সূরা আলে-ইমরান)

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۝

অথচ এ ব্যাপারে তাদের কিছুই জানা নেই। তারা নিছক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করছে। আর দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে ধারণা-অনুমান কোনো কাজই দিতে পারে না।

(সূরা আন-নাজম ঃ ২৮)

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

তাদের সাথে লড়াই করো, যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয় এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার করো, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে। এজন্য যে, নরহত্যা যদিও একটি অন্যায় কাজ কিন্তু ফিতনা-ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশি অন্যায়। আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবে না, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করো না। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তোমরাও অসঙ্কোচে তাদেরকে হত্যা করো। কেননা এ সমস্ত কাফেরদের এটাই যোগ্য শাস্তি। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯১)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

হে ঈমানদার লোকেরা! এই কাফেরদের সাথে লড়াই করো, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য হয়ে যায়। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৯)

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

(৫) অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হবে, তখন মোশরেকদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদের পাও এবং তাদেরকে ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের সন্ধান নেওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে বসে থাকো। অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (৬) আর মোশরেকদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের কাছে আসতে চায় (আল্লাহ্‌র কালাম শোনার উদ্দেশ্যে) তবে তাকে আশ্রয় দান করো, যেন সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পারে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছিয়ে দাও। এটা এ জন্য করা উচিত যে, এই লোকেরা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না। (সূরা আত্-তাওবা)

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۚ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚ ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝

অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হলো গলাসমূহ কর্তন করা। এমন কি, তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দী লোকদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে। অতঃপর (তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে হয় তাদের প্রতি) অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে কিংবা রক্ত-বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষণ না (তারা) যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ করে। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

নিশ্চিত জেনো যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কাফের অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে শাস্তি হতে বাঁচার জন্য গোটা পৃথিবী সমপরিমাণ স্বর্ণও বিনিময় হিসেবে দান করে, তবে তাও কবুল করা হবে না। বস্তুত এ সব লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তারা কাউকেও নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯১)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে ঃ আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এই লোকেরা যদি তাদের এসব কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করা হবে। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৭৩)

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝

যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে কোনো সাহায্য করবেন না, তার একটি রশির সাহায্যে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে তাতে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া উচিত। অতপর দেখা উচিত তার কৌশল তার কোনো বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস প্রতিরোধ করতে পারে কি না!

(সূরা আল-হাজ্জ ঃ ১৫)

হাদীস

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَاتَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اُمْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَاأَنَا بِالَّذِيْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوْهَا اِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَاَلُوْهُ مَاجُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَافِيْهِ -

হযরত বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মোশরেকদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি করলে আলী (রা) তার মুসাবিদা লেখেন। তিনি লেখেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। এই লেখায় মোশরেকরা আপত্তি তুলে বলে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখো না। কেননা যদি তুমি রাসূল হতে (অর্থাৎ আমরা যদি রাসূল মেনে নিতাম), তাহলে আমরা তোমার সাথে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রা) বলেন, আমার পক্ষে এটা মোছা সম্ভব নয়। অতপর

রাসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে তা মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করলেন ঃ তিনি ও তাঁর সঙ্গিরা (আগামী বছর) তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে হাতিয়ার কোষবদ্ধ থাকবে। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, জুলুব্বানুস-সিলাহ কি ? তিনি বললেন, খাপ ও তার মধ্যকার অস্ত্র। (বুখারী)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا سَعَى النَّبِىُّ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِىَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উমারাতুল কাযা পালন কালে বায়তুল্লাহ "তাওয়াফে"র সময় শুধু মোশরেকদেরকে শক্তি প্রদর্শনের জন্য নবী (স) "সাফা-মারওয়ার" মাঝে দৌড়িয়েছিলেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمَلَ عَمِلاً اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَاَنَا مِنْهُ بَرِىٌّ وَهُوَ لِلَّذِىْ اَشْرَكَ -

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন; আল্লাহ বলেন ঃ আমি মোশরেকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে আমি তার সাথে সম্পর্কহীন। তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ, মুসলিম)

৫২.মিশর

কুরআন

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۚ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

(৬১) স্মরণ করো, তোমরা যখন বলেছিলে ঃ "হে মূসা! আমরা একই প্রকারের খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্য জমির ফসল— শাক-সব্জি, গম-রসুন, পিঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি উৎপাদন করেন।" তখন মূসা বললঃ "একটি উত্তম জিনিসের পরিবর্তে তোমরা কি একটি সামান্য জিনিস গ্রহণ করতে চাও ? তাহলে কোনো শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করো। তোমরা যা কিছু চাও, তা সেখানে পাওয়া যাবে।" শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়াল যে, অপমান, লাঞ্ছনা, অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের ওপর চেয়ে বসলো এবং তারা আল্লাহ্র গযবে পরিবেষ্টিত হলো। এরূপ পরিণতির কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করছিল এবং পয়গাম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করছিল আর এটাও ছিল তাদের নাফরমানী এবং শরীয়তের সীমা লংঘন করার পরিণতি। (সূরা বাকারা ঃ ৬১)

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আর আমরা মূসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম, মিশরে কয়েকখানা ঘর প্রস্তুত করো এবং নিজেদের এই ঘর কয়খানাকে কেবলা বানিয়ে লও। আর নামায কায়েম করো এবং ঈমানদার লোকদেরকে সুসংবাদ দাও। (সূরা ইউনুস ঃ ৮৭)

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ؗ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝

(২১) মিশরে যে ব্যক্তি তাকে খরীদ করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ একে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে। অসম্ভব নয় যে, সে আমাদের পক্ষে উপকারী হবে কিংবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেবো। এভাবে আমরা ইউসূফের জন্য এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপায় বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করার উপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলাম। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (৯৯) অতপর যখন তারা সকলে ইউসূফের কাছে পৌঁছল তখন সে তার পিতা-মাতাকে নিজের সঙ্গে বসাল এবং (নিজের পরিবারের লোকদেরকে) বলল ঃ "চলো, এখন আমরা শহরে যাই। আল্লাহ্ চাইলে নিরাপদে ও সুখে-শান্তিতে থাকবে।" (সূরা ইউসুফ)

হাদীস

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَرْمَلَةُ ح وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ (وَهُوَ اِبْنُ عِمْرَانَ التَّجِيْبِىُّ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ اَرْضًا يُذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوْا بِاَهْلِهَا خَيْرًا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا فَاِذَا رَاَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِىْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا قَالَ فَمَرَّ بِرَبِيْعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَىْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ يَتَنَازَعَانِ فِىْ مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا -

হযরত আবূ তাহির ও হারুন ইবনে সাঈদ আইলী (র) আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ অচিরেই তোমরা এমন একটি দেশ জয় করবে, যেখানে কীরাতের প্রচলন রয়েছে। তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের ওপর তাদের প্রতি রয়েছে যিম্মাদারী এবং আত্মীয়তা। যদি তোমরা সেখানে দুই ব্যক্তিকে একখানি ইটের জায়গার ব্যাপারে ঝগড়া করতে দেখো তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সুরাহ্‌বীল ইবনে হাসানার পুত্রদ্বয় রাবীআ ও আবদুর রহমানের নিকট দিয়ে যাবার সময় একটি উটের জায়গা নিয়ে ঝগড়া করতে দেখলেন। তখন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। (মুসলিম)

৫৩. ফেরেশতাগণ

কুরআন

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ، قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ..... ۝ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ، وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(৩০) আর সে সময়ের কথাও একটু কল্পনা করে দেখো, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন ঃ "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।" তারা বলল ঃ "আপনি কি পৃথিবীতে কাউকে নিযুক্ত করবেন, যে এর নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? আপনার প্রশংসা ও স্তুতি সহকারে তসবীহ্ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ তো আমরাই করছি।" উত্তরে আল্লাহ্ বললেন ঃ "আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।" (৯৮) (জিবরাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণের এ-ই যদি কারণ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও যে,) যারা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর পয়গাম্বরগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ্ স্বয়ং সে কাফেরদের শত্রু। (১৬১) যারা কুফরীর নীতিভঙ্গি অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ পড়েছে; (১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে।...... (২১০) (এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়েত দেওয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে তবে) তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ্ মেঘমালার ছত্রধারী ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং সবকিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন ? শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহ্র সমীপেই উপস্থিত হবে। (২৪৮) সেই সঙ্গে তাদের নবী এ কথাও তাদেরকে বলে দিল যে, আল্লাহ্র তরফ হতে তার বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন এই যে, তার (বাদশাহী) আমলে সে সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যাতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের মনের সান্ত্বনার সামগ্রী রয়েছে। যাতে মূসা ও হারুনের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্ট বরকতপূর্ণ জিনিসগুলো রয়েছে এবং যা এখন ফেরেশতাগণ ধারণ করে আছে। বস্তুত তোমরা ঈমানদার হলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে।

(সূরা আল-বাকারা)

—২/১১৩

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۞ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ۞

(২৬) এরা বলে ঃ "রহমান দয়াময় সন্তানগ্রহণ করেছে।" সুবহান আল্লাহ! তারা (ফেরেশতারা) তো বান্দাহ মাত্র; তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। (২৭) তাঁর সামনে তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না ব্যস, শুধু তাঁরই হুকুম মতো কাজ করে যায়। (সূরা আল-আম্বিয়া)

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۞

বস্তুত আল্লাহ (স্বীয় ফরমানসমূহ প্রেরণের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য হতেও বাণী বাহক নির্বাচিত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।
(সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৭৫)

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۞

এরা আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে। সুবহানাল্লাহ! —তিনি তো পবিত্র ও মহান; আর এরা নিজেদের জন্য তাই নির্ধারণ করে, যা নিজেরা চায়। (সূরা আন-নাহ্‌লঃ ৫৭)

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۞

এটি কি রকম আশ্চর্যের কথা, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দান করে ধন্য করেছেন আর স্বয়ং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যা বানিয়ে নিয়েছেন ? একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা যা তোমরা মুখে উচ্চারণ করছ। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৪০)

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۞ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ۞

(১৪৯) অতপর এই লোকদেরকে একটু জিজ্ঞাসাই করো, (এ কথাটা কি তাদের মনঃপূত হয় যে,) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের জন্য তো হবে কন্যাগণ আর এদের জন্য হবে শুধু পুত্র সন্তানগণ! (১৫০) আমরা কি ফেরেশতাদেরকে বাস্তবিকই মেয়ে হিসেবে পয়দা করেছি আর এরা (তা) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একথা বলছে ? (সূরা আস-সাফ্‌ফাত)

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۚ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ۞

এরা ফেরেশতাদেরকে— যারা দয়াবান আল্লাহ্র বিশিষ্ট বান্দাহ— স্ত্রীলোক মনে করে নিয়েছে। তাদের দৈহিক গঠন কি এরা দেখে নিয়েছে ? এদের এ সাক্ষ্য লিখে নেওয়া হবে এবং সে জন্য এদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা আয-যুখরুফ ঃ ১৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ۞

কিন্তু যেসব লোক পরকাল মানে না, তারা ফেরেশতাগণকে দেবীদের নামে অভিহিত করে।
(সূরা আন-নাজম ঃ ২৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱﴾

সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং ফেরেশতাদেরকে পয়গাম বাহকরূপে নিয়োগকারী, (এমন ফেরেশতা) যাদের দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চারটি বাহু রয়েছে। তিনি নিজের সৃষ্টির কাঠামোতে যেমন চান বৃদ্ধি দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা ফাতির ঃ ১)

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿۷﴾

আল্লাহ্‌র আরশ বহনকারী ফেরেশতা আর যারা এর চারপাশে উপস্থিত থাকে, সকলেই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করছে। তারা বলে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান (ইলম) দ্বারা সকল জিনিসকে পরিবেষ্টন করে রেখেছ। অতএব ক্ষমা করে দাও এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও সে লোকদেরকে, যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অবলম্বন করেছে। (সূরা আল-মু'মিন ঃ ৭)

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿۱۷﴾

ফেরেশতারা তার আশে-পাশে উপস্থিত থাকবে। আর আট জন ফেরেশতা সেদিন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আরশ নিজেদের ওপরে বহন করতে থাকবে। (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ১৭)

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵﴾

আকাশমণ্ডল ওপর হতে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ফেরেশতারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করেছে এবং দুনিয়াবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যস্ত রয়েছে। সাবধান, প্রকৃতই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও অতি দয়াবান। (সূরা আশ-শুরা ঃ ৫)

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿۳﴾

(২) অতপর যারা ধমক ও তিরস্কার দেয়, তাদের শপথ। (৩) তারপর যারা উপদেশবাণী শোনায় তাদেরও শপথ। (সূরা আস-সাফ্‌ফাত)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿۶۱﴾

তাঁর বান্দাহ্দের ওপর তিনি পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, পরাক্রান্ত এবং তোমাদের ওপর হেফাজতকারী নিযুক্ত করে পাঠান। এমনকি, তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের কর্তব্য পালনে একবিন্দু ত্রুটি করে না। (সূরা আল-আন'আম ঃ ৬১)

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ

প্রতিটি ব্যক্তির সামনে ও পিছনে তাঁর নিয়োজিত পাহারাদার লেগে রয়েছে, যারা আল্লাহ্র হুকুমে তার দেখাশুনা করে। (সূরা আল-রা'দ ঃ ১১)

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۞ بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۞

(১২৪) স্মরণ করো, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলছিলে ঃ "তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ তিন হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন।" (১২৫) নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তবে যে মুহূর্তে শত্রুরা তোমাদের ওপর চড়াও হয়ে আসবে, ঠিক সে মুহূর্তে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (সূরা আলে-ইমরান)

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۞ اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۞

(৯) আর সে সময়ের কথাও স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ করছিলে। উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। (১২) আর সে সময়ের কথাও, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি ইশারা করে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি, তোমরা ঈমানদারগণকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাখো, আমি এখনই এই কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক করে দিচ্ছি। অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের ওপর আঘাত হানো এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও।" (সূরা আল-আনফাল)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۞ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ۞

(৪০) আর যেদিন তিনি সব মানুষকে একত্রিত করবেন, তারপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ "এই লোকেরা কি তোমাদেরই উপাসনা করত?" (৪১) তখন তারা জবাব দেবে যে, "পূত-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে তো নয়! আসলে এরা আমাদের নয়, জ্বিনদের উপাসনা করত। এদের অধিকাংশ লোক তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল।" (সূরা আস-সাবা)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۞

অতঃপর আমরা যখন ফেরেশতাদের আদেশ করলাম, আদমের সামনে নত হও তখন সকলেই অবনত হলো, কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। সে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (সূরা আল-বাকারা ঃ ৩৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۞

আমরাই তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি, তারপর তোমাদের চেহারা-সুরত বানিয়েছি, অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি ঃ আদমকে সিজদা করো। এই আদেশ পেয়ে সকলে সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না। (সূরা আরাফ ঃ ১১)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۚ۞

আর স্মরণ করো, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা করো, তখন সকলেই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস করল না! সে বলল ঃ আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে তুমি মাটি দ্বারা বানিয়েছ? (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬১)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۞

তখনকার কথা স্মরণ করো, আমরা যখন ফেরেশতাগণকে বললাম যে, আদমকে সিজদা করো। তখন তারা তো সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস তা করল না। সে ছিল জ্বিনদের একজন। এ জন্য সে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আদেশ মেনে নেওয়ার বন্ধন থেকে বের হয়ে গেলো।

(সূরা কাহ্ফ ঃ ৫০)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ۞

স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো। তারা সকলে তো সিজদায় পড়ে গেলো, কিন্তু শুধু ইবলীস অমান্য করে বসল।

(সূরা ত্বা-হা ঃ ১১৬)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۞ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۙ۞ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۞

(৭১) যখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলল ঃ "আমি মাটি দ্বারা একজন মানুষ তৈরি করব। (৭২) তারপর আমি যখন তাকে পুরোমাত্রায় বানিয়ে ফেলব এবং এর মধ্যে নিজের 'রূহ' ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা এর সামনে সিজদায় পড়ে যেও।" (৭৩) এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল। (৭৪) কিন্তু ইবলীস নিজের বড়ত্বের অহংকার করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো। (সূরা সা-দ)

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

সে কখনো তোমাদেরকে এই কথা বলবে না যে, ফেরেশতা অথবা পয়গাম্বরদেরকেই নিজেদের উপাস্য বানিয়ে লও। তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবে, তা কি সম্ভব ? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮০)

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝

লোকদের অবস্থা এই যে, বিপদের পরে আমরা যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দান করি, তখন তারা সহসাই আমাদের আয়াত ও নিদর্শনের ব্যাপারে চালবাজি শুরু করে দেয়। তাদেরকে বলো ঃ আল্লাহ্ তাঁর চাল ও কৌশলে তোমাদের অপেক্ষা অধিক দ্রুত। তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল কুটিল ষড়যন্ত্রকে লিপিবদ্ধ করে রাখছে। (সূরা ইউনুস ঃ ২১)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ

(৩০) উনিশজন কর্মচারী সেখানে নিয়োজিত। (৩১) আমরা দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদেরকে বানিয়েছি। আর তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য একটা পরীক্ষা-মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। যেন আহলে কিতাবের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং ঈমানদার লোকদের ঈমান বৃদ্ধি লাভ করে। আর আহলি কিতাব ও ঈমানদার জনগণ কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে না থাকে। (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

একথা পরিষ্কার, তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হবে, যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহ্‌র নামে চালাবে কিংবা আল্লাহ্‌র সত্য আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে। এসব লোক নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী নিজেদের অংশ পেতে থাকবে। এমন কি সে সময় পর্যন্ত, যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তাদের 'রূহ' কবজ করার জন্য এসে পৌঁছবে। সে সময় তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, বলোঃ এখন কোথায় তোমাদের সে সব মা'বুদ, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকতে ? তারা বলবে, "আমাদের কাছ থেকে সব উধাও হয়ে গেছে।" আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা বাস্তবিকই সত্য অমান্যকারী ছিলাম। (সূরা আল-আরাফ ঃ ৩৭)

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

তোমরা যদি সে অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবজ করছিল। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাদ্দেশের ওপর আঘাত হানছিল এবং বলছিলঃ "নাও, এখন আগুনে জ্বলবার শাস্তি ভোগ করো। (সূরা আল-আনফাল ঃ ৫০)

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌۢ

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن

قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(২৮) হ্যাঁ, সেসব কাফেরদের জন্য যারা নিজেদের ওপর জুলুম করা অবস্থায় যখন ফেরেশতাদের হাতে ধরা পড়ে যায়, তখন (বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে) সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে আর বলেঃ "আমরা তো কোনো অপরাধ করেছিলাম না।" (৩২) সেই মুত্তাকীদেরকে, যাদের রূহসমূহ পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতারা কবয করে, তখন বলে ঃ "শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, তোমরা যাও জান্নাতে, তোমাদের আমলের বিনিময়ে।" (৩৩) হে মুহাম্মদ! এখন যে এই লোকেরা অপেক্ষা করছে, এ ব্যাপারে এখন ফেরেশতাদের এসে পৌঁছানো কিংবা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ফয়সালা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আর কি বাকি রয়েছে? এ ধরনের ধৃষ্টতা এদের পূর্বে বহুলোকই দেখিয়েছে। অতঃপর তাদের সাথে যা কিছু করা হয়েছে, তা তাদের ওপর আল্লাহ্‌র জুলুম ছিল না; বরং তা ছিল তাদের নিজেদেরই জুলুম, যা তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে। (সূরা আন-নাহ্‌ল)

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

অদেরকে বলো ঃ "মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি নিজের মুঠির মধ্যে ধারণ করে নেবে। পরে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। (সূরা আস-সাজদাহ ঃ ১১)

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝

আল্লাহ্ তাদের এ গোপন কথা-বার্তাকে খুব ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে মারতে তাদেরকে নিয়ে যাবে ? (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৭)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝

(আর আমাদের এ সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধ করে রাখছে। (সূরা কাফ ঃ ১৭)

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ﴿۱﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴿۲﴾

শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা ডুব দিয়ে টানে (২) এবং খুব সহজভাবে বেরে করে নিয়ে যায়। (সূরা আন-নাযিয়াত ঃ ১)

اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿۳۱﴾

ইবলীস ব্যতীত; কারণ সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করল। (সূরা হিজর ঃ ৩১)

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

অথচ এমন সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনোই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরীতো অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা যারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। বেবিলনের হারূত ও মারূত এই দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এ কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত, "দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না।" এতৎ সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে সে জিনিসই শিখত, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে এ উপায়ে তারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হতো না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষেও কল্যাণকর ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভালো করেই জানত যে, কেউ এ জিনিসের খরিদ্দার হলে তার জন্য পরকালে কোনোই কল্যাণ নেই। তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রয় করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট। হায়! এ কথা তারা যদি জানতে পারত। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১০২)

হাদীস

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসেও জিন একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে স্বীকৃত। মহানবী (স) বলেন ঃ

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে ঃ জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা দ্বারা এবং আদম (রা)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের নিটক বর্ণিত বস্তু দ্বারা। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ -

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এর বর্ণনা। তিনি ইবনে আব্বাসকে এক কথা বলতে শুনেছেন যে, আমি আবু তালহাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর থাকে বা (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (বুখারী)

عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا نَحْنُ فِىْ بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلَانِىِّ اَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِى التَّصَاوِيْرِ فَقَالَ اِنَّهُ قَالَ اِلَّارَقْمٌ فِىْ ثَوْبٍ اَلَاسَمِعْتَهُ قُلْتُ لَاقَالَ بَلٰى قَدْ ذَكَرَهُ -

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি আছে (রহমতের) ফেরেশতাগণ সে ঘরে কখনও ঢুকে না। বুসর (একজন মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, অতপর যায়েদ ইবনে খালেদ রোগাক্রান্ত হন। আমরা তাঁর শুশ্রূষার জন্য যাই। হঠাৎ দেখতে পাই, তাঁর ঘরে একখানা পর্দা (ঝুলছে) আর তাতে ছবি আকা। তখন আমি উবাদুল্লাহ আল খাওলানীকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কি আমাদের কাছে ছবি (নিষিদ্ধ হওয়া) সংক্রান্ত হাদীস বলেননি ? তিনি জবাব দিলেন, তিনি বলেছেন, (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ে গাছ-গাছালি নকশা ছাড়া। এটি কি শুননি ? বললাম, না। তিনি বললেন , হ্যা, তিনি একটিও উল্লেখ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

৫৪. মান্না ও সালওয়া

কুরআন

وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম, তোমাদেরকে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক খাদ্য সরবরাহ করলাম । এবং তোমাদের বললাম ঃ "আমরা তোমাদেরকে যে পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী দিয়েছি, তা খাও আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণ যা কিছু করেছে, তা দ্বারা আমাদের ওপর জুলুম করা হয়নি; বরং তারা নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৫৭)

وَ قَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَ اَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَ ظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰی ؕ كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ ۝

আর আমরা এই জাতিকে বারটি পরিবারে ভাগ করে তাদেরকে স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছিলাম । মূসার জাতির লোকেরা যখন মূসার কাছে পানি চাইলো তখন আমরা তাকে ইশারা করলাম যে, অমুক প্রস্তরময় ভূমির ওপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো। ফলে অচিরেই সে প্রস্তরময় ভূমির বুক থেকে বারটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো এবং প্রতিটি দল পানি নেওয়ার জন্য

জায়গা ঠিক করে নিল। আমরা তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম এবং তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করলাম আর বললাম খাও সে পাক জিনিসসমূহ— যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে, এর দরুন আমার ওপর জুলুম করেনি; বরং তারা নিজেদের ওপরই নিজেরা জুলুম করেছিল। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৬০)

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝

হে বনী-ইসরাঈল! আমরা তোমাদের শত্রু-বাহিনীর (অধীনতা ও চক্রান্ত) থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছি। আর 'তূর' পাহাড়ের ডান পার্শ্বে তোমাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি। (সূরা ত্বা-হা ঃ ৮০)

হাদীস

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْكَمْاَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَاشِفَاءٌ لِلْعَيْنِ -

সাঈদ ইবনে যায়েদ নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম (স) বলেছেন, ব্যাঙের ছাতা 'মান' শ্রেণীর সব্জি আর এর রস চক্ষু রোগনাশক। (বুখারী)

৫৫. দাঁড়িপাল্লা

কুরআন

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۚ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

কেয়ামতের দিন আমরা সঠিক ও নির্ভুল ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লা সংস্থাপন করব। ফলে কোনো লোকের প্রতিই বিন্দু পরিমাণও জুলুম হবে না। যার বিন্দু পরিমাণও কৃতকর্ম থাকবে, তাও আমরা সামনে নিয়ে আসব আর হিসেব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট।
(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৪৭)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়েতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমরা ইস্পাত অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিরাট শক্তি এবং লোকদের জন্য বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটি এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেন আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে,

কে তাঁকে না দেখিয়েই তাঁর ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বড়ই শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২৫)

হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَاتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَايَزِنُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ جُنَاحَ بِعُوْضَةٍ وَقَالَ اِقْرَعُوْا فَلَانُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন একজন মোটা-তাজা বড়লোককে হাজির করা হবে। আল্লাহ্‌র কাছে যার মর্যাদা একটা মশার ডানার সমানও হবে না। অতঃপর হুজুর (স) অত্র আয়াত পাঠ করতে বললেন ঃ "কেয়ামতের দিন তাদের জন্যে মিযান কায়েম করব না। কারণ তাদের পরিমাপ যোগ্য কোনো কাজ থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)

৫৬. উত্তরাধিকার

কুরআন

وَ ابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَ
لَاتَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ
نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُ
مِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَاتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝ يَسْتَفْتُوْنَكَ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۗ اِنِ امْرُؤٌا

هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا

اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ

اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(৬) এবং ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, অতঃপর তোমরা যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরই হাতে তুলে দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে নেবে, এই ভয়ে ইনসাফের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের মাল জলদি জলদি খেয়ে ফেলো না। ইয়াতীমের যে পৃষ্ঠপোষক সচ্ছল অবস্থার লোক হবে, সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে আর যে হবে গরীব, সে যেন প্রচলিত সঠিক পন্থায় ভাতা গ্রহণ করে। অতঃপর তাদের ধন-সম্পদ যখন তাদের কাছে সোপর্দ করবে, তখন লোকদেরকে এর সাক্ষী বানাও। বস্তুত হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৭) পুরুষদের জন্য সে ধন-সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছে। এবং স্ত্রীলোকদের জন্যও সে ধন-সম্পদে অংশ রয়েছে, যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যায়, তা অল্প হোক আর বেশিই হোক এবং এই অংশ (আল্লাহ্‌র তরফ হতে) নির্ধারিত। (৮) আর মীরাস বণ্টনের সময় যখন পরিবারের লোক এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে, তখন সে মাল থেকে তাদেরও কিছু দান করো এবং তাদের সঙ্গে ভালো মানুষের ন্যায় কথা বলো। (১১) তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন ঃ পুরুষদের অংশ দু'জন মহিলার সমান হবে। (মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) যদি দু'জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। আর একজন কন্যা (উত্তরাধিকারী) হলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পাবে। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ-মা-ই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা-কে দেওয়া হবে তিন ভাগের একভাগ। আর মৃতের যদি ভাই-বোন থাকে, তবে মা ষষ্ঠ ভাগের এক ভাগ হকদার হবে। এসব অংশ বণ্টন করে দেওয়া হবে তখন, যখন মৃতের অসীয়ত— যা সে মৃত্যুর পূর্বে করেছে— পূর্ণ করা হবে এবং তার যে সমস্ত ঋণ আছে, তা আদায় করা হবে। তোমরা জানো না, তোমাদের মা-বাপ ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে অধিক নিকটবর্তী! এসব অংশ আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিশ্চিতরূপেই সমস্ত তত্ত্ব ও নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় ব্যবস্থা জানেন। (১২) আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে, এর অর্ধেক তোমরা পাবে— যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন, যখন তাদের কৃত অসীয়ত পূর্ণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের একভাগ। এটাও তখনই কার্যকর হবে, যখন তোমাদের অসীয়ত পূরণ করা হবে আর যে ঋণ রেখে গেছে, তা আদায় করা হবে। আর সে পুরুষ কিংবা স্ত্রী (যার মীরাস বণ্টন করা হবে) যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার এক ভাই কিংবা এক

বোন যদি জীবিত থাকে, তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন দু'জনের অধিক হয়, তবে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে তারা সকলেই শরীক হবে, যখন অসীয়ত পূরণ করা হবে ও মৃত ব্যক্তির অনাদায়ী ঋণ— আদায় করা হবে। অবশ্য শর্ত এই যে, তা যেন না হয়। বস্তুত এটা আল্লাহ্ তা'আলারই নির্দেশ এবং আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সহনশীল। (১৭৬) লোকেরা তোমার নিকট 'কালালা' সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে। বলো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মরে যায় এবং তার একজন বোন থাকে, তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অর্ধেক অংশ পাবে। আর বোন যদি সন্তানহীনা অবস্থায় মরে যায়, তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয়, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাওয়ার অধিকারিণী হবে আর যদি কয়েকজন ভাই-বোন হয়, তবে মেয়েদের অংশে এক ভাগ ও পুরুষদের অংশে দুই ভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য আইন-কানুন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এই উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে না মরো। আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ও অবহিত। (সূরা আন-নিসা)

হাদীস

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى) قَالَ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া আবূ বাকর ইবনে আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম (স) উসামা ইবনে যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিস হবে না। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِىُّ) حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

হযরত আবদুল আ'লা ইবনে হাম্মাদ নারসী (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছে ঃ অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। অতঃপর যা বেঁচে থাকে তা নিকটতম পুরুষ লোকেরা প্রাপ্য। (বুখারী)

৫৭. আগুন

কুরআন

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ

যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আগুন দ্বারা নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা আন-নিসা ঃ ১০)

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝

আলকাতরার পোশাক পর থাকবে এবং আগুনের স্ফুলিংগ তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে রাখবে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৫০)

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۙ وَّمَأْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

(২৫) আর সে বলল ঃ "তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে মূর্তিগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছ। কিন্তু কেয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার করবে ও একে অপরের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবে। আর আগুন তোমাদের ঠিকানা হবে এবং কেউই তোমাদের সাহায্যকারী হবে না।" (২৬) তখন লূত তাকে মেনে নিল। ইবরাহীম বলল ঃ আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আনকাবুত)

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝ قَالَ تَاللّٰهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۝ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۝ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

(৫৫) এ কথা বলে যখনি সে মাথা নোয়াবে, তখনি সে তাকে জাহান্নামের অত্যন্ত গভীরে দেখতে পাবে। (৫৬) তাকে সে ডেকে বলবে ঃ "আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি তো আমাকে ধ্বংসই করে দিচ্ছিলে? (৫৭) আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি না পেতাম তাহলে আজ আমিও সে লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম যারা গ্রেফতার হয়ে এসেছে। (৫৮) আচ্ছা, তবে কি আমরা আর কখনো মরে যাবো না? (৫৯) আমাদের যে মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল তা পূর্বেই কি হয়েছে? এখন আমাদের জন্য কি কোনো আযাবই নেই।" (সূরা আস-সাফ্‌ফাত)

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ۚ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ۝

যে দিন এরা উল্টাভাবে আগুনে হেঁচড়িয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ এখন আস্বাদন করো জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ। (সূরা আল-কামার ঃ ৪৮)

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظٰى ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝ تَدْعُوْا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝ وَجَمَعَ فَأَوْعٰى ۝

(১৫) নয়, কক্ষনোই নয়। তা তো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা; (১৬) যা চর্ম-মাংস লেহন করতে থাকবে এবং (১৭) উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে নিজের দিকে আহ্বান করবে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে যে সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (১৮) এবং ধন-মাল সঞ্চয় করেছে ও তা ডিমে তা দেওয়ার ন্যায় আগলিয়ে রেখেছে। (সূরা মা'আরিজ-আল)

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَأُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

(৮-৯) আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বরই হবে তার আশ্রয়স্থল। (১০) আর তুমি কি জানো সেটি কি জিনিস? (১১) (সেটি) জ্বলন্ত আগুন। (সূরা আল-কারিয়া)

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ۝ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۚ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْۤ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(১৯) আর সেই সময়ের কথাও একটু খেয়াল করো, যখন আল্লাহ্‌র এই দুশমনদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবেষ্টন করা হবে, তাদের অগ্রবর্তীদেরকে পশ্চাদবর্তীদের আগমন পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে। (২৩) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সম্পর্কে এই যে ধারণা করেছিলে এটিই তোমাদেরকে ডুবিয়েছে আর এরই দরুন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। (২৮) আল্লাহ্‌র দুশমনদেরকে প্রতিফল হিসেবে এই জাহান্নামই দেওয়া হবে। সেখানেই তাদের চিরকালের বসতি হবে। তারা আমাদের আয়াতসমূহকে যে অমান্য করছিল এটাই হলো সেই অপরাধের শাস্তি। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْۤ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

যেদিন আল্লাহ এসব লোককে ধরে একত্রিত করবেন সেদিন তিনি জিনদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ 'হে জ্বিন সমাজ, তোমরা তো মানব সমাজের ওপর খুব বাড়াবাড়ি করলে। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা আবেদন করবেঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা পরস্পরের দ্বারা খুব ফায়দা লুটেছি এবং এখন আমরা সে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি, যা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে। আল্লাহ বলবেন ঃ আচ্ছা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। এখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। তা থেকে রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ্‌ রক্ষা করতে চাইবেন। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিঃসন্দেহে সুবিজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল-আন'আম ঃ ১২৮)

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝

আর এই অবস্থায়ই তারা চিরদিন পড়ে থাকবে, যতদিন জমিন ও আসমান বর্তমান থাকে। অবশ্য তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অন্য রকম কিছু চাইলে স্বতন্ত্র কথা। কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ইখতিয়ার রয়েছে; তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। (সূরা হুদ ঃ ১০৭)

হাদীস

اِنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِىْ شَيْءٌ وَلِىْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَاثِلٍ -

জনৈক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে আরজ করল, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র মানুষ। আমার কোনো সহায় সম্পত্তি নেই। আমার অধীনে একজন সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু খেতে পারি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবে। তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল এই শর্তে খরচ করতে পারবে যে, তার অপব্যয় করবে না, (তার শেষ করার জন্য) তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাৎ করার চিন্তা করবে না। (আবু দাউদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰو اَوَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে দূরে থাকো। লোকেরা বিজ্ঞেস করল, সেগুলো কি আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, সেগুল হলো (১) আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) অহেতুক আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জীব-জন্তু হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, (৬) জিহাদের মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী-সধ্বী মুসলিম নারীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষ আরোপ করা (বুখারী, মুসলিম)

৫৮. মধু মক্ষীকা

কুরআন

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۝ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

আর লক্ষ্য করো, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক মধু-মক্ষিকার প্রতি এ কথা ওহী করেছেন যে, পাহাড়-পর্বতে, গাছ-পালায় আর ওপরে ছড়ানো লতা-পাতায় নিজেদের গৃহ নির্মাণ করো। (৬৯) আর সব রকমের ফলের রস চুষে লও এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্ধারিত পথে চলতে থাকো। এই মক্ষিকার ভেতর হতে রঙ-বেরঙের শরবত বের হয়, তাতে নিরাময়তা রয়েছে লোকদের জন্য। নিশ্চয়ই এতেও একটি নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-গবেষণা করে। (সূরা আন-নাহাল)

৫৯. হারুত ও মারুত

কুরআন

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ

فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ٚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

(১০২) অথচ এমন সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনোই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরীতো অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা যারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। বেবিলনের হারূত ও মারূত এই দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এ কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত, "দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না।" এতৎ সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে সে জিনিসই শিখত, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে এ উপায়ে তারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হতো না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষেও কল্যাণকর ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভালো করেই জানত যে, কেউ এ জিনিসের খরিদ্দার হলে তার জন্য পরকালে কোনোই কল্যাণ নেই। তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রয় করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট। হায়! এ কথা তারা যদি জানতে পারত। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১০২)

৬০. হামান

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝

(৬) এবং পৃথিবীতে তাদেরকেই ক্ষমতাসীন করব আর তাদের মাধ্যমে ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সামন্তকে সে সব কিছু দেখব, যাকে তারা ভয় করত। (সূরা আল-কাসাস)

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۫ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝

(৩৯) আর কারূন, ফিরাউন এবং হামানকেও আমরা ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা পৃথিবীর বুকে অহঙ্কার করছিল, অথচ তারা অগ্রগমনে সক্ষম ছিল না। (সূরা আল-আনকাবুত)

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝

(২৩-২৪) আমরা মূসাকে ফিরাউন ও হামান এবং কারূনের প্রতি আমার নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট আদেশ পত্র সহকারে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা বলল ঃ "জাদুকর, মিথ্যাবাদী।" (৩৬) ফিরাউন বলল ঃ "হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত বানাও, যেন আমি (ঊর্ধ্বলোকের) পথসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।" (সূরা আল-মু'মিন)

—২/১১৫

৬১. হুদহুদ

কুরআন

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ۝ لَأُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهٗٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍۢ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ ۝ إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۝ وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝ أَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ ۝

(২০) (ভিন্ন এক উপলক্ষে) সুলাইমান পাখিকুলের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিল এবং বলল ঃ 'ব্যাপার কি! আমি অমুক হুদহুদকে দেখতে পাই না কেন, সে কি কোথাও উধাও হয়ে গেছে? (২১) আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো কিংবা যবেহ করব। নতুবা তাকে আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাতে হবে। (২২) কিছু সময় অতিবাহিত হতেই সে এসে বলল ঃ "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি, যা আপনার জানা নেই। আমি 'সাবা' সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য নিয়ে এসেছি। (২৩) আমি সেখানে একজন মহিলা দেখেছি, সে এ জাতির শাসনকর্ত্রী। তাকে সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে আর তার সিংহাসন বড়ই মর্যাদাসম্পন্ন। (২৪) আমি দেখলাম যে, সে এবং তার জাতির লোকেরা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিজদায় অবনত হয়।" —শয়তান তাদের কাজ-কর্মকে তাদের জন্য চাক্চিক্যময় বানিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে প্রকৃত রাজপথ থেকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। এ কারণে তারা সোজা পথটি পায় না। (২৫) (শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে যেন) যাতে তারা সে আল্লাহকে সিজদা না করে যিনি আসমান ও জমিনের গুপ্ত জিনিসগুলোকে বের করেন আর তিনি সবকিছুই জানেন, যা তোমরা গোপন করো এবং প্রকাশ করো। (২৬) আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য অধিকারী নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি। (২৭) সুলাইমান বলল ঃ "আমি এখনই (পরীক্ষা করে) দেখব, তুই সত্য বলেছিস, না মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত! (২৮) আমার এ চিঠি নিয়ে যা এবং একে সে লোকদের কাছে নিক্ষেপ কর; তারপর আলাদা হয়ে সরে দাঁড়া এবং লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।" (সূরা আন-নামল)

হাদীস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ –

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সুরাদ, ব্যাং, পিপড়া ও হুদহুদ পাখি বধ করতে নিষেধ করছেন। (ইবনে মাজা)

৬২. পিতামাতা

কুরআন

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل
رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

(২৩) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন (এক) তোমরা কারো ইবাদত করবে না— কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। (দুই) পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ!' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। (সূরা বনী ইরাঈল)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোনো (মা'বুদকে) শরীক বানাবার জন্য তোমাদের ওপর চাপ দেয় যাকে তুমি (আমার শরীক বলে) জানো না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব যে, তোমরা কি করেছিলে। (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৮)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۚ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

(১৪) আরো সত্য কথা এই যে, আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার হক বুঝবার জন্য নিজ থেকেই তাগিদ করেছি। তার মা দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে ধারণ করেছে। আর দুটি বছর লেগেছে তাকে দুধ ছাড়াতে। (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর করো এবং নিজের পিতা-মাতারও শোকর আদায় করো। (শেষ পর্যন্ত) আমারই দিকে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। (১৫) কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কাউকেও শরীক করবার জন্য তোমাকে চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, তাহলে তাদের কথা তুমি কিছুতেই মেনে নেবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকবে। কিন্তু অনুসরণ করবে সে লোকের পথ, যে আমার দিকে রুজু' করেছে। অতপর তোমাদের সকলকেই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, তোমরা কি রকম কাজ করছিলে। (সূরা লুকমান)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ، حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ، إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ أَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ، وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدٰنِنِيْٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ، وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ، إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ، فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۝ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

(১৫) আমরা মানুষকে এই মর্মে পথ-নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সাথে নেক আচর করে। তার মা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছল তখন সে বলল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নেয়ামত দান করেছ আমাকে তার শোকর আদায় করার তওফীক দাও, এবং আমাকে এমন নেক আমল করার তওফীক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানদেরকেও নেক বানিয়ে আমাকে সুখ-শান্তি দাও। আমি তোমার সমীপে তওবা করছি এবং আমি অনুগত (মুসলিম) বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি।' (১৬) এ ধরনের লোকদের কাছ থেকে আমরা তাদের সর্বোত্তম আমলসমূহ গ্রহণ করি আর তাদের অন্যায় ক্রটিসমূহ ক্ষমা করে দেই। এরা জান্নাতী লোকদের মধ্যে শামিল হবে সেই সত্য ওয়াদা অনুসারে, যা তাদের প্রতি করা হয়েছিল। (১৭) আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বললেন ঃ 'উহ, তোমরা দু'জন জ্বালিয়ে মারলে। তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাও যে, আমি মৃত্যুর পর পুনরায় কবর থেকে উত্তোলিত হবো ? অথচ আমার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে (তাদের মধ্য হতে তো কেউ উঠে এলো না)।' বাপ ও মা আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলে ঃ 'ওরে হতভাগা, বিশ্বাস কর, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য।' কিন্তু সে বলে ঃ 'এ সব তো প্রাচীনকালের অচল কিস্সা-কাহিনী।' (১৮) এরা সেই লোক, যাদের ওপর আযাব হওয়ার ফয়সালা হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জিন ও মানুষের (এই চরিত্রের) যেসব গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে, এরাও তাদের মধ্যেই শামিল হবে। নিঃসন্দেহে এ লোকেরা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা আল-আহক্বাফ)

হাদীস

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَمِيْلِ بْنِ طَرِيْفِ الثَّقَفِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ وَفِيْ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ -

হযরত কুতায়বা ইবনে সাঈদ ইবনে জামীল ইবনে তারীফ সাকাফী ও যুহায়র ইবনে হারব (র) আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এলো এবং সে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে ? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে ? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা। আর কুতায়বা বর্ণিত হাদীসে "আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্যকে এর উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর বর্ণনায় মানুষ শব্দটি উল্লেখ করেননি। (মুসলিম, বুখারী)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ -

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, জনৈক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সন্তানের ওপর পিতা মাতার হক কি আছে ? তিনি বললেন ঃ তারা তোমার বেহেশত ও দোযখ। (ইবনে মাযা)

৬৩. চেহারাসমূহ

কুরআন

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(১০৬) যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্যমণ্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, "ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে ? তাহলে এখন এই নেয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময় স্বরূপ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করো। (১০৭) আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এই অবস্থায়ই থাকবে। (সূরা আলে-ইমরান)

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

(২৬) যারা ভালো কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা ভালো ফল পাবে আর পাবে অধিক অনুগ্রহও। কলঙ্ক-কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমণ্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী; সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। (২৭) আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট-লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহ্‌র এই আযাব থেকে তাদের রক্ষকারী কেউ নেই। তাদের মুখমণ্ডলে এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের ওপর পড়ে রয়েছে। তারাই দোযখে যাওয়ার যোগ্য, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা ইউনুস)

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

(৪৯) সেদিন তুমি পাপী লোকদেরকে দেখবে, জিঞ্জিরে তাদের হাত-পা শক্ত করে বাঁধা রয়েছে, (৫০) আলকাতরার পোশাক পর থাকবে এবং আগুনের স্ফুলিংগ তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৫১) এটা হবে এ জন্য যে, আল্লাহ্ প্রতিটি ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। হিসেব নিতে আল্লাহ্র কিছুমাত্র দেরী হয় না। (সূরা ইবরাহীম)

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

স্পষ্টত বলে দাও, এ মহাসত্য এসেছে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে। এখন যার ইচ্ছা এটি মেনে নেবে আর যার ইচ্ছা অমান্য বা অস্বীকার করবে। আমরা (অমান্যকারী) জালিমদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি, যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে। সেখানে তারা যদি পানি চায়, তাহলে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে যা তেল পাত্রের তলানীর মতো হবে এবং তাদের মুখমণ্ডল ভাজা-ভাজা করে দেবে। এটি কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় আর কতইনা খারাপ আশ্রয়-স্থল! (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ২৯)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

(১০৩) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে সে লোক যারা নিজেরাই নিজদেরকে মহাক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে; তারা জাহান্নামে থাকবে চিরদিন। (১০৪) আগুন তাদের মুখমণ্ডলের চামড়া চাটিয়া খাবে। আর তাদের জিহ্বা বের হয়ে আসবে। (সূরা আল-মু'মিনুন)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

আজ যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে, কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। অহংকারীদের জন্য জাহান্নামে কি যথেষ্ট জায়গা নেই ? (সূরা আয-যুমার ৬০)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

(২২) সেদিন কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উজ্জ্বল ও সুস্মিত হবে, (২৩) নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। (২৪) আর কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উদাস ও বিবর্ণ হবে। (২৫) মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করা হবে।

(সূরা আল-কিয়ামাহ)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

(৩৮-৩৯) সেদিন কিছু কিছু চেহারা ঝক্‌মক্ করতে থাকবে, হাসিখুশি ও আনন্দে উজ্জ্বল হবে। (৪০) আবার কতিপয় মুখমণ্ডল হবে ধূলিমলিন, (৪১) অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে। (৪২) এরাই হলো কাফের ও পাপী লোক। (সূরা আবাসা)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۙ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۙ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ

(২–৪) সে দিন কতক মুখমণ্ডল ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, কঠোর শ্রমে নিরত হবে, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কাতর হবে, তীব্র অগ্নি-শিখায় ভস্মীভূত হবে। (৮) কতিপয় চেহারা সেই দিন আলোকোদ্ভাসিত হবে। (৯) (তারা) নিজেদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্টচিত্ত হবে। (১০) সমুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। (সূরা আল-গাশিয়া)

৬৫. ইয়াতীমগণ

কুরআন

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

(১৫২) (চ) আরো এই যে, তোমরা ইয়াতীমের মাল-সম্পদের নিকটেও যাবে না, —অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায় (যেতে পার) যা সর্বাপেক্ষা ভালো, যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (ছ) আর মাপে এবং ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ করো। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই চাপাই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। (জ) আর যখন কথা বলো, ইনসাফের কথা বলো; ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন (ঝ) এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ করো। (ট) এসব বিষয়ের হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; হয়তো তোমরা নসীহত কবুল করবে। (সূরা আল-আন'আম)

হাদীস

اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّي فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْئٌ وَلِيْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَاثِلٍ -

জৈনক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে আরজ করল, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র মানুষ। আমার কোনো সহায়-সম্পত্তি নেই। আমার অধিনে একজন সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু খেতে পারি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবে। তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল এ শর্তে খরচ করতে পারবে যে, তার অপব্যয় করবে না, (তা শেষ করার জন্য) তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাৎ করার চিন্তা করবে না। (আবু দাউদ)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِىْ ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتُ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهٖ وَلَا مُتَاثِلًا مِثْلًا مِّنْ مَالِهٖ مَالًا -

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম আছে আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারি ? তিনি বললেন ঃ যেসব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো সে সব কারণে তাকেও মারতে পারো। তবে সাবধান! তোমরা নিজের সম্পদ বাচানোর জন্য তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ নিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। (মুজামুস সগীর)